মোহক ভ্যালিতে রণবাদ্য

ওয়াল্টার ডি. এডমণ্ডস্

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট · কলিকাতা ১২

—আমার পুত্র ও কন্যা

এবং

তাদের সন্তান-সন্ততি

আর

মোহক ভ্যালির এই সব

পুরুষ ও নারীদের

কথা স্মরণ ক'রে—

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

স্থানিক সেনাবাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

বিনাশকারীর দল

প্রথম খণ্ড

স্থানিক সেনাবাহিনী

লেখকের কথা

বিপ্লবের সময় মোহক ভ্যালিতে সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যতটা সম্ভব স্থান, কাল এবং দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি। ঔপন্যাসিক যদি ইচ্ছা করেন তা হলে তিনি ঐতিহাসিকের চেয়েও বেশি নিষ্ঠাবান হয়ে অতীতের ঘটনাবলীর সত্য রূপ দিতে পারেন। কারণ, প্রতিটি ঘটনার কার্য-কারণ বিবেচনা না করে ঐতিহাসিক তাঁর বিবরণ উপস্থাপিত করতে পারেন না। এবং সর্বক্ষেত্রেই "প্রসিদ্ধ" ও "ঐতিহাসিক" চরিত্রগুলো অবলম্বন করে তাকে বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আমার কাজ শুধু সেই সময়কার জীবন যেমন ছিল ঠিক তেমন ভাবেই তার রূপ দেওয়া। অর্থাৎ আমার, আপনার, আমাদের মা কিংবা স্ত্রী অথবা ভাই, স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাগুলোকে ফুটিয়া তোলাই হচ্ছে আমার কাজ। সেই কথা মনে রেখে আমি যেমন তাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, তেমনি আবার ইতিহাসের বৃহত্তর বৈশিষ্ট্যগুলোরও বিবরণ দিয়েছি। খাদ্য, শস্য, শিকার এবং আবহাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মোহক ভ্যালির জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতো। তাদের কর্মশক্তির মূলে এইসব ব্যাপারগুলোই প্রেরণা যুগিয়েছে। যতদূর সম্ভব প্রাচীন ইতিহাস, সরকারী কাগজপত্র এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখেছি আমি। সেই কারণে বইটি লিখতে বসবার আগেই আমি জানতাম, কোন্ সময়ে মোহক ভ্যালিতে বরফ পড়ে আর কোন্ সময়ে বরফের স্তর উঁচু হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, কোন্ সময়ে নদীর জল ফুলে উঠল আর বৃষ্টি পড়তে শুরু করল তাও আমি জানতাম। অতোদিন আগের কথা বলেই আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যাপারে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার উপরেই নির্ভর করেছি।

এইসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করেই ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে।

এই ধরনের কাল্পনিক চরিত্রের সংখ্যা যে কতো তা হয়তো পাঠকপাঠিকাদের জানবার কৌতূহল হতে পারে। তাদের নামের একটা তালিকা দিচ্ছি :— গিলবার্ট মার্টিন, লানা মার্টিন, জো বেলিয়ো, সারা ম্যাকক্লেনার, জন উইভার, মেরি রিয়েল, মিসেস ডিমুথ, জারি ম্যাকলোনিস, ন্যানসি স্কাইলার, গাহোটা, ওয়িগো, সোনোজোওয়াউগা, মিস্টার কালিয়র এবং বকশী। অন্য চরিত্রগুলো সব বাস্তব। তাদের সম্বন্ধে যতই জানতে পেরেছি ততই আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছি এই ভেবে যে, তাদের জীবনধারার একটা সহজ ও স্বাভাবিক বর্ণনা দিতে গিয়ে বইটি কতো মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এদের ব্যাপারে খুব সামান্যই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি আমি। তা সত্ত্বেও তাদের জীবনের দু-একটা ঘটনা বদলে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জন উলফের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। টোরীদের প্রতি তার যে সহানুভূতি ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে কখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং বিচারের জন্য আদালতেও টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। উলফের কাহিনীটা ঠিক তার মতোই অন্য একটি বাস্তব চরিত্র থেকে দেওয়া হয়েছে। ক্লিন্টনের পুরনো কাগজপত্রে এই লোকটির পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধে উলফের চেয়েও কম সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল।

অন্যান্য বাস্তব চরিত্রগুলির মধ্যে অবস্থান্তরে যাদের জীবনে আমি অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছি তারা হচ্ছে—জর্জ উইভার, রিয়েল, ক্যাপটেন ডিমুথ, মিসেস রিয়েল, অ্যাডাম হেলমার আর জেকব স্মল। প্রয়োজনবোধে এদের পরিবারভুক্ত জনসংখ্যা কম-বেশি করেছি। আত্মীয়-স্বজনদের চরিত্রগুলোও পরিবর্তন করেছি। কিন্তু কেউ যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাহলে উপন্যাসের পাতায় এদের স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজকর্মগুলির সত্যতা মিলিয়ে দেখতে পারেন। মুশকিল হবে শুধু স্ত্রীলোক আর তাদের সন্তানদের নিয়ে। পুরনো কাগজপত্রে এদের অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না। সেখানে তালিকার মধ্যে শুধু লেখা আছে, "১৬ বছরের কম, আর ১৬ বছর বয়সের বেশি, যারা ভরণপোষণের জন্য অপরের ওপর নির্ভরশীল।" ঔপন্যাসিক যখন

এই ধরনের একটা বাধার সম্মুখীন হন তখন তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধি এবং বিবেচনা অনুসারে কাজ না করে পারেন না।

সিমস্‌বেরী খনি অঞ্চলের নিউগেট বন্দীশালার বিবরণ পুরোপুরি সত্য। তাতে বিন্দুমাত্র রঙ চড়ানো হয়নি। এইসব বিবরণগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই দেশহিতৈষীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অবিশ্যি ইংরেজদের বন্দীশালার অবস্থা এখানকার চেয়ে ভাল ছিল না এবং আমার ধারণা, বন্দীরা এখানে ওদের চেয়ে বেশি পরিমাণে খাদ্য খেতে পেত।

উপন্যাসটিতে কংগ্রেস কিংবা মহাদেশীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের কাজকর্মগুলিকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিনি আমি। শুধু আমি দেখাতে চেয়েছি যে, মোহক ভ্যালির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা তেমন ভাবনা-চিন্তা করতেন না। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্ট্যানউইক্স দুর্গের কথা বলা যেতে পারে। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে দুর্গটাকে এদের রক্ষা করতে হয়েছিল। বহু বছর ধরে ভ্যালির অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছে। অতএব এদের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাদের আমি দোষ দিতে পারি না। বরং তাদের আমি সমর্থনই করি। উপন্যাসের পাতায় এদের যে-ক'টা চিঠি আছে তা পড়লেই এদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অনশনক্লিষ্ট অধিবাসীরা জোর করে শস্য আদায় করে নিয়ে গিয়েছিল। এই সম্বন্ধে মিস্টার কলিয়ার জেনারেল ক্লিন্‌টনের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন শুধু সেটা বাদে উপন্যাসে উল্লিখিত অন্যান্য দলিলপত্রগুলি পুরনো কাগজপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। মিস্টার কলিয়ারের তথ্যের ওপর নির্ভর করে জেনারেল ক্লিন্‌টনও এই সম্বন্ধে তাঁর নিজের রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সেই সময় যিনিই ইনস্‌পেক্টর থেকে থাকুন না কেন, তিনিও এই রিপোর্ট থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

এই উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে কয়েকজনের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি। প্রথমে দু'জন সহৃদয় পুস্তক-বিক্রেতার নাম উল্লেখ করব। তাঁরা হচ্ছেন: সেইণ্ট জনসভিলের মিস্টার লউ ডি. ম্যাকওয়েথি আর অলব্যানির মিসেস জেমস্‌ সি. হাউগেট। এই সুযোগে মিস্টার হাওয়ার্ড সুইগেটের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি তাঁর "ওয়ার আউট অব নায়েগ্রা" নামক গবেষণা-মূলক গ্রন্থখানির জন্য। সেই সব ঐতিহাসিক বেন্‌টন্‌, স্টোন্‌, জোনস্‌

আর সেই তুলনাহীন সিম্‌সের কথাও স্মরণ করছি। এই সম্পর্কে কম্পট্রোলার মিস্টার জেমস্‌ এ. রবার্টসের নামোল্লেখ না করে পারছি না। তাঁরই প্রচেষ্টায় সৈনিকদের নাম-তালিকা "নিউ ইয়র্ক ইন্‌ দি রিভলিউসন" নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ-পঞ্জীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা এখানে উল্লেখ করা হয়তো সমীচীন হবে না। কিন্তু মর্গান আর বোশাম-এর নাম উল্লেখ না করে পারলাম না। রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে এঁদের গবেষণা-মূলক বইগুলি পাঠ করবার পর ইরোকোইদের প্রতি আমার কৌতূহল জাগে। আমার ধারণা,সেই সব লেখাগুলোর মধ্যেই বিতর্কমূলক বিষয়গুলির বীজ লুকানো রয়েছে। সর্বশেষে আমি বলতে চাই যে, প্রকৃত যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ইণ্ডিয়ানরা যখন সত্যি সত্যি ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল তখন ভ্যালির অধিবাসীরা ঠিক কিভাবে জীবনযাপন করত সে সম্বন্ধে যাঁরা জানতে চান তাঁরা যেন একবার ট্রায়ন কাউন্টির "দি মিনিট বুক অব দি কমিটি অব সেফ্‌টি" বইখানা পড়ে দেখেন। ১৯০৫ সালে ডড, মীড অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

যাঁরা এই অতীত জীবন সম্বন্ধে বিরাট কিছু একটা ভাবছেন তাঁদের আমি আর শুধু একটা কথাই বলব। আমার কাছে সেটা অতীত জীবন বলে একেবারেই মনে হয় না। আমাদের এখনকার জীবনের সঙ্গে তার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। সেই সময় ভ্যালির অধিবাসীদের অস্থিরমতি কংগ্রেস আর অনিশ্চিত অর্থসংস্থানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং তদ্দরুণ দারিদ্র্য আর প্রকৃত অনশনে কষ্ট পেতে হয়েছিল তাদের। পরের ব্যবস্থাগুলোও যেন স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রের মতো নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হতে লাগল। যেমন অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানানো এবং অপেক্ষা করার পর বিফলমনোরথ হওয়া। এবং তারপর শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করা যে, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মানুষের আর উপায় নেই। সাহায্য ছাড়াই ওরিসক্যানির যুদ্ধে ওরা জয়লাভ করেছিল। একটা দুঃখদায়ক সংগ্রামের সেটাই ছিল ওদের প্রথম চূড়ান্ত রকমের জয়লাভ। ইংরেজদের অধিকার থেকে মোহক ভ্যালিকে মুক্ত করার পর বারগয়ন একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে ওদের একটা শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো জ্ঞানই ছিল না।

বোঝবার ক্ষমতাও ছিল না তাদের। সংগ্রামী শক্তির তিন ভাগের দু-ভাগ লোক নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই সাহস সঞ্চয় করে শত্রুর বুকে আঘাত হেনেছিল তারা। সুদক্ষ আর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রু-সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও এই কৃষকরা দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রামের শেষযুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদের গৃহরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

আজকের এই বৃহৎ আর শক্তিশালী সমাজের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল তারাই।

—ওয়াল্টার ডি. এডমণ্ডস

প্রথম পরিচ্ছেদ

গিলবার্ট মার্টিন ও তার স্ত্রী ম্যাগডেলানা (১৭৭৬)

বিয়ের পর প্রথম ঘর বাঁধতে চলেছে ওরা। যাত্রার আজ দ্বিতীয় দিন। গাড়িতে বসে লানা পেছন ফিরে দেখছিল, গরুটাকে ওর স্বামী সামলাতে পারছে কি না। বিয়ে উপলক্ষে লানাকে উপহার দেবে বলে ধর্মযাজকের কাছ থেকে গরুটা সে কিনেছে। ঘড়ি না গরু উপহার দেবে তাই নিয়ে অনেকদিন ভেবেছে গিলবার্ট। গরু কিনতে তিন ডলার বেশি দাম পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামী যখন গরু কেনাই স্থির করল তখন একটু হতাশ হয়ে পড়েছিল লানা। এখন অবিশ্যি ভাবছে, দুধ দোয়াবার জন্য একটা গরু পাওয়া মন্দ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া স্বামী ওকে বলেছিল, যখন সে বনে জঙ্গলে কাজ করতে যাবে তখন গরুটা ওকে সঙ্গ দিতে পারবে।

ঘর-সংসারের কাজ করেও সে মাঠের কাজে স্বামীকে সাহায্য করতে পারবে তেমন একটা কথা গোড়া থেকেই নিজের মনে ভেবেছিল লানা। শক্ত-সমর্থ মেয়ে সে। বিয়ের দিন আঠার বছর পূর্ণ হল। ঘড়িটা যদি কেনবার দরকার বোধ করে তা হলে দুজনে মিলে রীতিমত খাটতে পারলে কয়েক বছরের মধ্যে তেরো ডলার দিয়ে ঘড়িটা কিনে ফেলবার মতো যথেষ্ট টাকা আসবে হাতে। ডিয়ারফিল্ড উপনিবেশে মাত্র দুটো গরু আছে। অতএব নিজেদের খেয়েদেয়ে যেটুকু বাড়তি মাখন থাকবে তা বেচেও কিছু টাকা রোজগার হবে।

নিজের গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসবার সময় গতকাল খুবই ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করেছিল গরুটা। কিন্তু আজ সকালে গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছে। আহা বেচারী! লানার মনে হল, আশপাশের সব কিছুই নতুন ঠেকছে ওর চোখে। এখন শুধু গাড়ি আর বাদামী রঙের মাদী ঘোড়াটা ছাড়া চেনা বলে আর কিছু নেই।

লানা পেছন ফিরে চেয়ে দেখতেই মৃদুভাবে হেসে উঠল গিলবার্ট। বার্চ

গাছের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে চাবুক তৈরি করে নিয়েছিল সে। এখন সেটা উঁচু করে তুলে ধরল লানার দিকে। গরম বোধ করছিল বলে গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছিল গিলবার্ট। শার্টের গলার বোতামটা খোলা। লানা ভাবল, "সুপুরুষ বটে," এবং সেও মহানন্দে স্বামীর দিকে হাত তুলে ইশারা করল। যাই হোক, বছরে দুটো করে ঘড়ি তৈরি করেন রেভারেণ্ড মিস্টার গ্রস এবং যে-সব ছেলেমেয়েদের বিয়েতে পৌরহিত্য করতে যান তাদের কাছে ঘড়ি বিক্রি করবার চেষ্টাও করেন তিনি। আবার যদি এখানে ফিরে আসে ওরা তাহলে দু'-এক বছরের মধ্যে একটা ঘড়ি অবশ্যই কিনে নিতে পারবে।

দু'দিন আগে প্যালেটাইন গির্জায় ম্যাগডেলানা বোর্স্টকে গিলবার্ট মার্টিনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন ধর্মযাজকটি। জায়গাটার নাম হচ্ছে ফক্সেস মিলস্। বিয়েতে লোকজনের ভিড় তেমন হয়নি। বাড়ির লোকজন আর মিস্টার ও মিসেস গ্রস এসেছিলেন পাথরে তৈরি ছোট গির্জাটায়। তা ছাড়া আধা-মাতাল অবস্থায় দু'জন ইণ্ডিয়ানও এসে উপস্থিত হয়েছিল। কি করে যেন বিয়ের অনুষ্ঠানের খবর পেয়েছিল তারা। নিজেদের এলাকা ইণ্ডিয়ান ক্যাসেলের সীমানা পার হয়ে চলে এসেছিল এখানে। ভেবেছিল নেমন্তন্ন পাবে বুঝি। এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লানার বাবা তাদের গোটা দুই টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। টাকা পেয়ে বেশ ভারিক্কি চালে ইংরেজীতে বলেছিল ওরা, "আমেন—তথাস্তু"। তারপর মদ কেনবার জন্য জোন্‌সের সরাইখানায় চলে গিয়েছিল।

ওদের রান্নাঘরটা ওলন্দাজদের রান্নাঘরের মতো। কড়িকাঠগুলো লাল আর কালো। সেখানে বসে বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া হল। গত বছরের খানিকটা সাইডার সুরা বেঁচে গিয়েছিল। ওঁরা সবাই সুরা পান করলেন। শুয়োরের মাংস আর ভুট্টার তৈরি রুটিও খেলেন। তারপর গাড়ি আর গরুটা নিয়ে আসবার জন্য বেরিয়ে গেল গিলবার্ট। জলভরা চোখে চুপিসাড়ে দোতালায় চলে গিয়েছিলেন মা। তারপর তিনি যখন আবার নিচে নেমে এলেন তখন তাঁর চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছিল। বিদায়কালীন উপহার হিসেবে লানাকে তিনি একটা বাইবেল দিলেন।

ধর্মগ্রন্থটি ভারী সুন্দর। দামী চামড়া দিয়ে বাঁধানো। পাতাগুলোকে আটকে ধরে রাখবার জন্য সোনালী রঙের একটা বক্‌লসও ছিল। বইখানা

ধর্মযাজকের কাছে এগিয়ে ধরেছিল লানা। তাঁকে দিয়ে নিজের হাতে নাম লিখিয়ে নিয়েছিল সে। বইয়ের গোড়ায় যে একটা সাদা পাতা থাকে তার ওপরে তিনি পরিপাটীভাবে লিখে দিলেন, "ম্যাগডেলানা মার্টিন"। তারপর অত্যন্ত পবিত্র মনোভাব সহকারে শেষের সাদা পাতাটার ওপর লিখলেন—

১০ই জুলাই ১৭৭৬—উক্ত দিবসে দক্ষিণ আমেরিকার নিউইয়র্ক স্টেটের অন্তর্ভুক্ত ট্রায়ন কাউন্টির ডিয়ারফিল্ড উপনিবেশের গিলবার্ট মার্টিনের সহিত ট্রায়ন কাউন্টির ম্যাগডেলানা বোস্টের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইলেন রেভারেণ্ড ড্যানিয়েল গ্রস।

"নিউইয়র্ক স্টেট" কথাটা এঁদের মনে একটা গভীর অনুভূতির সঞ্চার করল। মনে হল, মায়ের চোখ দু'টি বুঝি আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠবার কারণও ছিল। তিনিই বলেছিলেন, দেশটার এখন কি অবস্থা তা তিনি জানেন না। নামও পাল্টে গিয়েছে। তাছাড়া ক্যানাডার যুদ্ধবিগ্রহের ঝামেলাও রয়েছে অনেক।

কিন্তু সেই মনোভাবটা কেটে যেতে বিলম্ব হল না। ইণ্ডিয়ান-ভীতি সম্বন্ধে পুরনো বিতর্ক তোলারও সময় ছিল না আর। ইতিমধ্যে গত এক সপ্তাহ ধরে গিলবার্টকে এখানকার খামারে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য খুবই পেড়াপিড়ি করেছিলেন ওঁরা। বলেছিলেন, এখান থেকে ওর জায়গাটা কত দূর, যেতে দু'দিন লাগে। দূরত্ব ত্রিশ মাইলের চেয়েও বেশি।

কিন্তু তাতেও গিলবার্ট টলে নি। কসবীর ম্যানর ছাড়িয়ে হেজেনক্লেভার পেটেণ্ট নামে যে জায়গাটা সেখানেই জমি কিনেছে সে। ভাল জমি। দামও দিয়ে দিয়েছিল গিলবার্ট। পুরো শরৎকালটা কাজ করেছে সেখানে। বাড়ি তুলেছে এবং একটা অংশে ভুট্টা লাগাবার জন্য খানিকটা জমিও তৈরি করে ফেলেছে। নেহাত মাথা খারাপ না হলে এমন ভাল জমি ফেলে আসতে পারে না। শুধু লানার কেন, অন্য যে কোনো লোকের এখন ভরণপোষণের ক্ষমতা রাখে সে।

গাড়িতে বসে মনে পড়ল লানার যে, এই সম্বন্ধে বাবা আর গিলবার্টের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। এবং ওর কথাগুলো বাবার মনে গভীর রেখাপাতও করেছিল।

বাবা বলেছিলেন, "জমির দাম দিয়ে দিয়েছে ছেলেটা। পয়সা

বাঁচিয়ে বলদ-টানা একটা যোয়াল কিনবে বলে নিজের হাতে বাড়ি তৈরি করেছে সে।"

"কিন্তু হেনরী," বললেন মা, "ওখানকার কাউকে যে লানা চেনে না। তা ছাড়া দূরও তো অনেক।"

"গিলবার্টের বন্ধু আর প্রতিবেশীরা রয়েছে। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে ভালই থাকবে লানা।" মায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বাবাই বলতে লাগলেন, "বুঝলে গো, তোমার সব ক'টি মেয়েকে তো নিজের কাছে ধরে রাখতে পারো না। সংসারের সকল মায়েরাই যদি তাই করতে চান তাহলে যুবকদের দশা হবে কি? তোমার মা যদি তোমাকে ছেড়ে না দিতেন তবে আমিই বা আজ কোথায় থাকতাম?" নিজের কথা শুনে নিজেই হেসে উঠেছিলেন বাবা। গিলবার্ট সেই সময় অন্য কোনো কারণে বিব্রত বোধ করছিল। হয়তো বোনেরা সবাই ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হয়তো ভাবছিল, দিদির সঙ্গে তো সারাজীবনে গিলবার্টের বার ছয়েকের বেশি দেখা হয় নি, অথচ তারই সঙ্গে একটা অচেনা জায়গায় ঘর বাঁধতে চলল দিদি! ব্যাপারটা বোনেদের কাছে খুবই রোমাঞ্চকর বলে মনে হচ্ছিল।

প্রথম যেদিন গিলবার্টকে দেখেছিল লানা সেইদিনটা যেন কতো পুরনো বলে মনে হচ্ছে ওর। অথচ ব্যবধানটা কিন্তু এক বছরের চেয়েও কম। ঘোড়ার লাগামটা নাড়াচাড়া করতে করতে নিজের মনেই হিসেব করল লানা: আজকে ঠিক দশ মাস চার দিন। পাহাড়ের ধারে একটা খাদের ওপরে বোনেদের সঙ্গে শণপাট শুকোতে গিয়েছিল সে। শুকোতে দিয়ে খেলা করতে শুরু করেছিল। বোধহয় সেই জন্যই অসতর্ক হয়ে পড়েছিল ওরা। নীচেকার রাস্তা ধরে ছেলেটি যে খাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তা ওরা কেউ দেখতে পায় নি। শেষ পর্যন্ত ওরা যখন তাকে দেখতে পেল ছেলেটি তখন লানার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। পেছন দিকে সরে যেতে গিয়ে অসতর্কতার জন্য একটা খুঁটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লানা। ওখানেই শণপাট বিছিয়ে দিয়েছিল ওরা। পাহাড়ের গা থেকে খুঁটিগুলো গেল আলগা হয়ে। শণপাটের গাদাটার সঙ্গে সঙ্গে লানাও ছিটকে পড়ল কয়লার খাদের মধ্যে। শণপাটের গাদায় আগুন ধরে গেল। বোনেরা পরে বলেছিল যে, ছেলেটি নাকি বিদ্যুতের মতো ত্বরিত গতিতে নিজের পিঠ থেকে পোঁটরিটা ছুঁড়ে ফেলে

দিয়ে দৌড়ে উঠে গিয়েছিল পাহাড়ের ওপর এবং সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল খাদটার মধ্যে। পশম ও সুতোয় বোনা লানার মোটা পেটিকোটটায় আগুন ধরেনি বটে, কিন্তু ছেলেটি ওকে ওপর দিকে তুলে ফেলবার আগেই ক্যালিকো কাপড়ের খাটো গাউনটাতে ওর আগুন ধরে গিয়েছিল। এতো ওর উপস্থিত বুদ্ধি যে, তৎক্ষণাৎ পেটিকোটটা টান মেরে তুলে ফেলেছিল লানার মাথা পর্যন্ত এবং দেহের ওপরের অংশটার ওপর চেপে ধরে আগুনটাকে নিবিয়ে দিয়েছিল সে।

ঘটনার আধঘণ্টা পরে মিসেস বোস্ট ছেলেটিকে ডেকে বলেছিলেন যে, মৃত্যুর মুখ থেকে না হোক, বিশ্রীভাবে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে সে তাঁর মেয়েকে অবশ্যই রক্ষা করেছে। এটাকে তিনি একটা মহৎ কাজ বলেই ভাবলেন এবং গিলবার্টকে তিনি ওখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে যেতে বললেন। রাজী হয়ে গেল সে। রাত্রে খাবার খেতে বসে ছেলেটি বলল যে, জমির সন্ধানে পশ্চিম অঞ্চলে চলেছে। সংসারে আপনজন বলতে দ্বিতীয় কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, জমি কিনবার মতো যথেষ্ট টাকা আছে তার।

ব্যাপারটা যে কি দাঁড়াবে, মিসেস বোস্ট কিংবা লানা নিজেও তখন কিছু অনুমান করতে পারে নি। কিন্তু যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন ঘরের বাইরে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লানার। একাই ছিল লানা। ফিসফিস করে বলল যে, আবার একদিন এখানে ফিরে আসবে সে। অবিশ্যি লানা যদি চায় তবেই সে আসবে। মুখে জবাব দিতে পারে নি বটে, কিন্তু মাথা নাড়িয়ে ফিরে আসবার কথাই প্রকাশ করেছিল লানা। এইটুকুই যথেষ্ট মনে করেছিল গিলবার্ট। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গিয়েছিল ছেলেটি। পেছনে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলেন বাবা, "আহা ছেলেটি বড় ভাল।"

গিলবার্টকে নিয়ে পুরো শীতকালটা স্বপ্ন দেখল লানা। বার বার ভেবেছে সে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু শীতের শেষে মেইপল্ গাছের রস থেকে যখন চিনি তৈরির সময় এসে গেল তখন একদিন বিকেলবেলার দিকে ছেলেটি ফিরে এল আবার। পশ্চিমের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প করল ওদের কাছে। ওদিকের লোকেরা এইদিককার রাজনীতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর রাখে না। অবিশ্যি গাই জনসন আর বাটলাররা যে পশ্চিম অঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছে সেই খবর ওরা রাখে। এবং গিলবার্টের প্রতিবেশী মিস্টার উইভার

মাঝে মাঝে কমিটির মিটিঙে যোগ দিতেও যান। সেই জন্যই উইভারের মারফত কিছু কিছু খবর পায় ওরা। কিন্তু ধর্মযাজক মিস্টার কার্কল্যাণ্ড ওনাইদা উপজাতির সঙ্গে এতো বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন যে, ওদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারে না কেউ। তা ছাড়া সারাদিন মাঠে কাজ করে এসে রাত্রিবেলা এতো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না তারা।

গিলবার্ট নিজেও জঙ্গল কেটে পনেরো বিঘে জমি চাষের জন্য তৈরি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। শীতকালটা সে উইভারদের বাড়িতেই বাস করেছে। ওর প্রতি খুবই ভাল ব্যবহার করেছে তারা। খাবারের বিনিময়ে জর্জ উইভারের জমিতে সপ্তাহে একদিন করে মজুর খেটে দিয়েছে গিলবার্ট। ঘরের দেওয়াল তুলে ভেতরে একটা ভাল চিমনিও বসিয়ে এসেছে সে। যেখান থেকে রাস্তাটা মোহক নদীর অগভীর অংশের দিকে মোড় ঘুরল তার ঠিক মাথার ওপরেই ওর ক্যাবিন। দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো দক্ষিণটা দেখা যায়। তৃণভূমির ওপর দিয়ে আসল নদীটা—ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বাড়ির পেছন দিকে একটা ঝরনা আছে।

যদিও সে ওদের সকলকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল, লানা কিন্তু মনে মনে জানত যে, আসলে কথাগুলো একেই শুধু শোনাবার জন্য বলছিল গিলবার্ট। মনে পড়ে রাত্রের খাওয়া শেষ হওয়ার পর ঘরের বাইরে বেরুতে ভয় পেয়েছিল লানা। সে বুঝতে পেরেছিল, গিলবার্ট ওর পিছু নেবে। কিন্তু বাবার জন্য জোনসের সরাইখানা থেকে যখন বীয়ার আনবার কথা উঠল তখন সে কোনোরকম ওজর-আপত্তি তুলতে পারল না। বীয়ারের পাত্রটা বয়ে আনবার জন্য যুবকটি যে সঙ্গে যেতে চাইবে তাও সে আগে থেকে জেনে রেখেছিল।

সরাইখানার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি সেই নতুন জায়গা সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলেছিল একে। তার কথা শুনে মনে হয়েছিল, এমন একটি অত্যাশ্চর্য জায়গা আগে কখনো দেখে নি লানা। গিলবার্ট বলেছিল, একটা লাঙল কিনবে সে। এই গ্রীষ্মে বলদে-টানা যোয়ালও কিনবে একটা। নদীটার বরাবর ওর নিজের এলাকার ভেতর পশুচারণের জায়গা আছে খানিকটা। দোআঁশ মাটি বেশ গভীর। কোনো কোনো জায়গায় গভীরতা চার

ফুটের কম নয়। ঘরের মাথায় যে ছাদ বসিয়েছে সেটা খুব উঁচু। সেই জন্য চিলেকোঠা দিয়ে বেশ বায়ু চলাচল করে। যেখানে শুয়ে সে এতো ভালভাবে ঘুমিয়েছে যে, তেমনভাবে অন্য কোথাও আর ঘুমুতে পারে নি। মার্চ মাসে কসবীর ম্যানরের উল্‌ফের দোকান থেকে জানালার জন্য কাঁচের শার্সি কিনেছে দুটো। কাঁচের শার্সি বলেই রান্না ঘরটাকে গির্জার মতো আলোকিত মনে হয়। ওর খুব ইচ্ছে লানা যদি একবার নিজের চোখে গিয়ে দেখে আসতে পারত।

লানার নিজের ইচ্ছাও ঠিক তাই-ই ছিল। কিন্তু মনের কথাটা প্রকাশ করতে পরল না। ততক্ষণে ওরা এসে দোকানের কাছে পৌছে গেল। বীয়ার কেনবার জন্য ভেতরে ঢুকতে হল ওকে। যখন সে আবার বাইরে বেরিয়ে এল ছেলেটি তখন একেবারে চুপ মেরে গিয়েছে। এমন কি দু-একটা মেয়েলি প্রশ্ন করার পরও মুখ সে প্রায় খুললই না। ফেরার পথে যখন বোর্সদের বাড়ির আলোকিত জানালাগুলো চোখে পড়ল তখন সে হঠাৎ জানতে চাইল যে, ওর স্ত্রী হয়ে নতুন বাড়িটা লানা দেখতে চায় কি না।

"হ্যা, চাই!" জবাব দিয়েছিল লানা। যদিও সে এই ধরনের একটা প্রশ্ন শুনবে বলে সারাক্ষণ প্রত্যাশা করছিল এবং তার জবাবটা যে কি হবে তাও সে জানত, তবু কথাটা বলে ফেলার পর আতঙ্কে শিউরে উঠল লানা। তারপর সে বলল, "বাবাকে তবু জিজ্ঞেস করতে হবে তোমায়।"

বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল গিলবার্ট। তাঁর কাছে কথাটা উত্থাপন করবার সময় ওর মেজাজ আগের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা ছিল। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হওয়ার পর বাবাও রাজী হয়ে গেলেন। তারপর গিলবার্ট বলেছিল যে, সামনেই বসন্তকাল, কাজের খুব তাড়া থাকবে। প্রথম ঝুঁকিটা সামলে নিতে পারলেই লানাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে আসবে এখানে। অবিশ্যি ইতিমধ্যে যদি স্থানিক সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ডাক না পড়ে তবেই আসতে পারবে।

এখন ওরা কিঙস্‌রোড ধরে চলেছে। পুরো মোহক ভ্যালিটার বরাবর স্কেনেকটাডি থেকে শুরু হয়েছে রাস্তাটা। ওখানে নদীটা হেঁটে পার হওয়া যায়—নদীর অগভীর অংশ এটা। এই রাস্তা ধরেই যেতে হবে ওদের। পার

হবে জনসনদের জমি, গাই পার্ক, ফোর্ট জনসন, কগনাওয়াগা, স্প্রেকার্স, ফক্স, নেলি আর ক্লকদের জায়গা। তারপর পৌছবে এসে ঝরনা পর্যন্ত। নদীর উত্তরে জার্মান ফ্ল্যাটের উল্টো দিকে হচ্ছে এলরিজ উপনিবেশ। সেটাও পেরিয়ে চলে যেতে হবে পশ্চিম ক্যানাডা ক্রীক-এর সংযোগস্থলের বসতি পর্যন্ত। সেখান থেকে রাস্তাটা স্কইলারের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে বনের দিকে। তারপর কসবীর ম্যানর হয়ে পৌছল এসে ডিয়ারফিল্ড। এখানে এসে নদী পার হতে হবে। এরই পশ্চিমে পায়ে চলার পথ আছে একটা। কোনোরকমে যাওয়া আসা করা যায়। ওরিসকার ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম পর্যন্ত চলে গিয়েছে পথটা। জায়গাটা ওরিসক্যানি ক্রীকের ঠিক ওপরেই। স্ট্যানউইক্স দুর্গে এসে পথটা শেষ হয়ে গেল। কেউ কেউ বলছে যে, এই গ্রীষ্মকালে মহাদেশীয় গভর্নমেণ্ট নাকি দুর্গটাকে মেরামত করবেন।

গাড়ির মধ্যে একটা উঁচু আসনে বসে সারাটা দিন মোহক ভ্যালির দিকে চেয়েছিল লানা। গতকাল সন্ধ্যাবেলা ঝরনার পাশ দিয়ে একটা খাড়া চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে হয়েছিল ওদের। তার একটু আগেই গিলবার্ট এসে দাড়িয়েছিল গাড়ির পাশে। লাল ইঁট দিয়ে তৈরি কর্ণেল হারকিমারের বাড়িটা ওকে দেখাবার জন্যই এসেছিল সে। তাঁর বাড়ির ছাদটা বড় অদ্ভুত। ছাদের নিম্নাংশটা ওপরের অংশ থেকে বেশি দুরারোহ। এতো উঁচু ছাদ আগে কখনো দেখে নি লানা। কিন্তু ঝরনাটা পার হয়ে আসবার পর ওরা একটা জঙ্গলাবৃত নিচু জায়গায় নেমে পড়ল। লোকজনের বসতি কোথাও নেই, শুধু বন আর বন। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি দেখা গেল শুধু। তারপর সেখান থেকে সন্ধ্যার মুখে বেরিয়ে এল একটা খোলা-মেলা জায়গায়। এখান থেকেই শুরু হয়েচে জার্মান ফ্ল্যাটের সীমানা। রাস্তার উপরেই ছোট্ট একটা চটি রয়েছে। সেখানেই রাত কাটাবে বলে স্থির করল ওরা।

এখানে নিজেদের উপস্থিতিকে একটা গর্বের বিষয় বলে মনে করল লানা। চটির মালিক মিস্টার বিলি রোজ নৈশ-ভোজন শেষ করে দরজায় দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিলেন। গায়ে শুধু শার্ট ছিল তাঁর। তার ওপরে চামড়ার অঙ্গাবরণ। লানাকে দেখতে পেয়ে তিনি ভদ্রভাবে স্বাগত সম্ভাষণ করলেন, "গুড ইভনিং।"

গরুটাকে তাড়াতে তাড়াতে এসে উপস্থিত হল গিলবার্ট। সরাসরি মালিকটিকে বলল সে, রাত্রির জন্য চটিতে জায়গা চায় ওরা।

"তোমাদের দুজনের জন্য মোট দু শিলিং," ঘোষণা করলেন চটির মালিক, "আর ঘোড়ার জন্য এক শিলিং লাগবে। গরুটাকে বাইরে আপেল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারো।"

"বেশ, আমরা তা হলে একটা পুরো ঘর চাই।" বলে গিলবার্ট।

"ওপরের ঘরটা নিতে পারো। তবে হ্যাঁ, অন্য কাউকে যে সেখানে ঢুকিয়ে দেব না তেমন প্রতিজ্ঞা আমি করছি না।"

কথা শুনে বিশেষ কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ করল না গিলবার্ট। এক হাত দিয়ে পার্স টা খুলে ধরে অন্য হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল সে, "এই নিন আরো দুটো পাঁচ পেনি। এবার প্রতিজ্ঞা করতে পারবেন তো?"

"হ্যাঁ,ওপরের ঘর বলেই পারব।" বললেন মিস্টার রোজ। পাঁচ পেনি দুটো হাতে নিয়ে অঙ্গাবরণের তলায় শার্টের পকেটে লুকিয়ে রাখলেন তিনি। এর পর খুবই ভদ্র হয়ে উঠলেন মিস্টার রোজ। লানাকে ক্রমাগত "মিসেস মার্টিন" আর গিলবার্টকে "মিস্টার" বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। এমন কি গিলবার্টকে একবার "ইস্কোয়ার" সম্মানসূচক আখ্যায়ও অভিহিত করলেন।

পেছন দিকের কাপড় ছাড়ার ঘরে গিয়ে মিসেস রোজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লানা তার চুলের গুচ্ছ ঠিক করে নিল। জামাকাপড়ের ধুলো পরিষ্কার করল বৃক্ষপল্লবের ঝাড়ন দিয়ে। তারপর ফিরে এল গিলবার্টের কাছে।

বীয়ার মদ্যপানের জন্য যে কক্ষটি ছিল সেখানে একটা আলাদা টেবিলে বসে সুখী দম্পতির মতো নিঃশব্দে সান্ধ্য-ভোজ শেষ করল ওরা। সেই ঘরে শুধু একজন লোকই ছিল। সে অবিশ্যি ওদের দিকে চেয়েও দেখল না। লোকটি অচেনা। একটা চোখ নেই তার। মিস্টার রোজ বললেন যে, লোকটি অ্যালবেনি থেকে এসেছে।

খাবার যা খেল তার মধ্যে ছিল শুয়োরের মাংস, বাঁধাকপির আচার আর রুইমাছ জাতীয় ট্রাউট। গিলবার্ট জিদ ধরল, ওর সঙ্গে লানাকেও এক গেলাস জিন খেতে হবে। "আজকের মতো একটি রাত বলেই খেতে বলছি," ফিসফিস করে গিলবার্ট বলল ওকে, "আজ যে বিশেষ রজনী।" ওর কাণ্ড দেখে লানার মনে হল, সমস্ত ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। কিন্তু মদ্যপানের পর দায়িত্বহীনতার প্লাবনে ভাসতে লাগল লানা। এলরিজ উপনিবেশ থেকে ক্যাপটেন স্মল নামে একটি বেঁটে-খাটো বলিষ্ঠ লোক জন দুই বন্ধু নিয়ে সেখানে

এসে উপস্থিত হল। সার জন জনসন যে তাঁর হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদের নিয়ে ক্যানাডায় সরে গিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন সেই সম্বন্ধে ওরা যখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল তখন লানা ওদের অভদ্র ব্যবহারের জন্য দোষ ধরল না, বরং আমোদ উপভোগই করতে লাগল। এদের মধ্যে এক দলের মত হচ্ছে যে, মোহক ভ্যালি থেকে স্কচদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি ভাল কাজই করছেন। অন্যদলের বিশ্বাস, এর দরুন টোরীদের বাধা দেওয়ার আর কোনো পথই রইল না। কিন্তু মিস্টার রোজ এদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, ব্যাপারটা ঘটেছে আজ থেকে দু মাস আগে এবং ইতিমধ্যে যুদ্ধের অবস্থার কোন পরিবর্তনই হয় নি।

বীয়ার পানের ঘরটিতে বসে পুরুষদের কথাবার্তা শুনতে পারছে বলে লানা নিজেকে বেশ পরিণতবয়স্ক বলে মনে করতে লাগল। ক্যানাডা থেকে সেনা-বাহিনীকে হঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে ওরা যে কি বলছিল তাই বোঝবার জন্য চেষ্টা করছিল সে। স্মল বলছিল, "গতমাসে জর্জি হেলমার ফিরে এসেছে। মণ্ট্-গোমারির সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। জর্জি বলছিল যে, গত বছরের শেষদিন পর্যন্ত সব কিছুই বেশ ভালভাবে চলে যাচ্ছিল। কুইবেক তখনো দখল করা হয় নি। তার পরেই সব গেল লণ্ডভণ্ড হয়ে। আরনল্ড আহত হল। আর তখন থেকেই বসন্ত রোগ এসে ঢুকল সেনাবাহিনীর মধ্যে। আরনল্ডের ও আসল বসন্ত হয়েছিল। সে বললে যে, নগদ পনরো সেণ্ট দাম দিয়ে ডাক্তার বার্কারের কাছ থেকে টীকা নিয়েছিল। এবং সে-ই প্রথম আক্রান্ত হল বসন্ত রোগে। কেউ এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। যারাই ডাক্তার বার্কের কাছে টিকা নিয়েছে তারাই আক্রান্ত হয়েছে। ওদের বিশ্বাস তাঁর হাত অপরিষ্কার ছিল বলেই এমন কাণ্ড ঘটেছে। নখ পরিষ্কার করেন নি। এবং সেই নখই সবার গায়ে লাগিয়েছেন। তারপর ওরা বুঝতে পারল, সেনাবাহিনীর প্রতিটি লোকের গায়েই হাত লাগিয়েছেন, আর যাকেই ছুঁয়েছেন তার গায়েই গুটি বেরিয়েছে। যুদ্ধ করার একি বিশ্রী নীতি? তোমরা কি বলো?"

মাথা নাড়িয়ে সবাই সায় দিল তার কথায়। লানা লক্ষ্য করছিল, মিস্টার রোজের মাথা দোলানির ছায়াটা বোতলের গায়ে ওপরে-নিচে ওঠা-নামা করছে। তারপর যখন সে মিস্টার রোজের দিকে তাকায় তখনো মাথা

নাড়ানো বন্ধ করেন নি তিনি। পাকাল মাছের চামড়ার মতো মসৃণ চুলের গুচ্ছ থেকে হরিতাভ ধূসর রঙ ঝিকমিক করে উঠছে।

"মুশকিল হচ্ছে যে," বলতে লাগলেন মিস্টার রোজ, "আরনল্ড আর ক্যাপটেন ব্রাউন ছাড়া সেখানে আর সব ক'টি লোকই বাজে। কানাকড়িরও মূল্য নেই তাদের।"

"ব্রাউন বলে যে, আরনল্ডও অন্যের চেয়ে ভাল নয় কিছু।"

"জন ব্রাউন লোকটি কিন্তু ভাল।"

ওদের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হল। এক-চোখা লোকটি এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মতামত প্রকাশ করেনি। ঘরে এক কোনার দিকে বসেছিল সে। এবার সে মুখ খুলল। মুখটা তার ঈষৎ স্ফীত ধরনের এবং লোকটি মৃদুভাষী।

"আমেরিকার সেনাবাহিনীর মুশকিল হয়েছে তোমাদের ঐ কংগ্রেসকে নিয়ে।" মন্তব্য করল সে।

"কি বলতে চাইছেন আপনি?" জিজ্ঞাসা করল গিল। তার কণ্ঠস্বরের প্রচণ্ডতা লানার মনে শিহরনের সৃষ্টি করল। সবাই এবার গিলবার্টের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ে রইল অপরিচিত লোকটার দিকে। জবাব শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তারা।

কিন্তু অপরিচিত লোকটি শান্তভাবে বলল, "খাঁটি কথাই বলেছি। আবর্জনা-পূর্ণ ডোবার চেয়ে ভাল বলতে পারি না একে। তলা থেকে ক্রমাগত আবর্জনা ভেসে উঠছে এবং ভাল যদি কিছু থেকেও থাকে তা হলে'তা আবর্জনার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে।"

ক্যাপটেন স্মল বলল, "মনে হচ্ছে, অ্যাডামদের আর ইয়াঙ্কি দলটার কথা বলছেন আপনি।"

গিলবার্টের দিকে চেয়ে এক-চোখা লোকটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। চোখের ওপর কালশিটের মতো একটা দাগ আছে বলে তার মুখভঙ্গীটা অশুভ-জনক মনে হয়।

"একগাদা ব্যর্থতার প্রমাণ দেওয়া ছাড়া আর কিছু ওরা করতে পারে নি। অথচ ক্ষমতার গদি দখলে রাখবার জন্য সারাক্ষণই গলাবাজি করে বেড়াচ্ছে। একটা পোকার ওপর যতটুকু নির্ভর করা যায় ততটুকু নির্ভরতাও ওদের ওপর

আমার নেই। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনি শুধু ওরা কামড়ায়। আমি যদি এখানকার বাসিন্দে হতাম তাহলে ওদের সঙ্গে খেলা করে সময় নষ্ট করবার ঝুঁকি নিতাম না।"

"নিতেন না?" জিজ্ঞাসা করল গিল, "কেন নিতেন না?"

"নিতাম না এই কারণে যে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে ওরা শুধু রাজনীতির খেলা খেলছে। স্থায়ী সেনাবাহিনীর ক'জন সৈনিক এখানে ওরা পাঠিয়েছে? একজনও না। কেন পাঠায়নি? কারণ ভোট পাওয়ার জন্য ওরা কেউ আপনাদের ওপর নির্ভর করে না। ওদের ওপর জোর খাটাতে পারেন না আপনারা। আমি তো শুনতে পাচ্ছি, এই শরৎকালেই সাত শ' ব্রিটিশ সৈন্য ওসওয়েগো-তে এসে ঘাঁটি করবে। অবিশ্যি তার জন্য ওদের মাথাব্যাথা নেই। ফিলাডেলফিয়াতে ওরা বেশ নিরাপদেই বাস করছে। সবাই জানে, এই যুদ্ধ যদি জিততে হয় তা হলে উত্তর অঞ্চলেই জিততে হবে।"

"বলুন তো মশাই, এখানে আপনার কি কাজ?"

"এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেসব দেখাই হচ্ছে আমার কাজ," ধীরস্থির মেজাজে লোকটি বলল, "আমার নাম কডওয়েল।"

কোনা থেকে উঠে পড়ে নিলি রোজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে, "কত দাম হয়েছে আমার?"

বিলের টাকা চুকিয়ে দিল সে। কেউ কোনো কথা বলল না। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটি যখন জিজ্ঞেস করল শুমেকারের বাড়িটা এখন থেকে কত দূর তখন ওরা বলল যে, আট মাইল হবে।

"লোকটা দেখছি একটা অদ্ভুত ধরনের খদ্দের।" মন্তব্য করল ক্যাপটেন স্মল। রোজ বললেন, "এই ধরনের অনেক অদ্ভুত লোক আজকাল মোহক ভ্যালিতে আসা-যাওয়া করছে। সে কি বলছিল যে, ইণ্ডিয়ানরা আসছে?"

"আমার মনে হয়," বলতে লাগল গিল, "ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা চালু হয়েছে বাজারে। ফরাসী যুদ্ধের সময় ওরা গণ্ডগোল করেছিল বলেই যে এবারেও তাই করবে তেমন কথা ভাবার কোনো মানে হয় না।"

"শোনো হে যুবক," বলতে লাগল স্মল, "নিজের জায়গাজমি আর ঘরবাড়ি থেকে যদি বিতাড়িত হতে হয় তা হলে কেমন লাগবে তোমার? ওরা যদি পাজী লোক হয় তা হলে?"

"আপনি কি বাটলার আর জনসনদের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। ওরা আর ওদের পুরো দলটির কথা বলছি।" জবাব দিল ক্যাপটেন স্মল।

"কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওরা সঙ্গে করে ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে আসবে।"

"শোনো ভাই, মার্টিন। মোহকরা ওদের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়েছিল। সেই সময় ইণ্ডিয়ানদের খাওয়ায় সংস্থান করতে হয়েছিল বাটলারদের। হয়নি কি বলো? নায়েগ্রাতে বসিয়ে ওদের খাওয়াতে পারে না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, খাদ্য লুণ্ঠনের জন্য ওরা ইণ্ডিয়ানদের পাঠিয়ে দেবে এখানে।"

"তা যদি করে তবে তার সমুচিত ব্যবস্থা আমরা করব।" বলল গিল

"করতেই হবে, ভাই।"

উঠে পড়ল গিলবার্ট। লানার হাতের উপর হাত রাখতেই সে-ও গিলের সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। সবাই ওকে লক্ষ্য করছে দেখে হঠাৎ সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। ওরা যখন ওকে "গুড নাইট" বলে বিদায় সম্ভাষণ জানালো তখনো আবার সে ভীষণভাবে লজ্জা পেল। মিস্টার রোজ আলোটা তুলে নিয়ে ওদের পৌছে দিলেন দোতালায় উঠবার সিঁড়ি পর্যন্ত। বললেন তিনি, "আশা করি সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে না।"

"গুড নাইট।" বলল ওরা।

আগে আগে উঠে গেল গিল। ঘরটা ছোট্ট। আলোবাতাস ঢোকবার পথ নেই। ঘরের মাঝখানে একটা নেয়ারের খাট। মনে হয় একটা ফাঁকা জায়গায় যেন দুর্গের মতো পড়ে রয়েছে ওখানে। লানা যখন চোরা-দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল গিলবার্ট তখন ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল।

"ওদের কথাবার্তা শুনে ভয় পাওনি তো?" উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করল গিল, "এখানকার সকলের মুখেই ঐ ধরনের কথাবার্তা শুনতে পাবে।"

অনভ্যস্ত মদ্যপানের দরুণ লানা তখনো শিহরনের আমেজ অনুভব করছিল। গিলবার্টের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ওর— ঋজু আর দীর্ঘ, নীল চোখ, চর্বিহীন চওড়া কাঁধ। শণপাট শুকোতে দেওয়ার ভাঁটি থেকে কেমন করে গিলবার্ট ওকে তুলে এনেছিল সেই দৃশ্যটা এখন চোখের ওপর ভেসে উঠল ওর। গর্বিত, বেপরোয়া আর পুলকিত হয়ে উঠল সে।

গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে বলল, "ইণ্ডিয়ানদের ভয় পাই না—"

তারপর চোখের পাতা বুজে এল ওর। জামাকাপড় খোলবার সময় গিলবার্টের দিকে দ্বিতীয়বার আর চোখ তুলতে পারল না লানা।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল। সকালবেলা চটি ত্যাগ করে যাওয়ার সময় মিস্টার রোজের সামনে অস্থির বোধ করতে লাগল লানা। একটা খাতা আর কলম নিয়ে এসে মিস্টার রোজ বিনয় সহকারে বললেন, "জর্জ হারকিমারের প্রহরারত অশ্বারোহী সৈনিকরা যে-ভাবে আজকাল লোকের ওপর নজর রাখছে তাতে এখানে যারা আসে তাদের নামধাম সব আমায় লিখে রাখতে হয়। মিস্টার মার্টিন আপনার নামটা এখানে সই করে দেবেন কি?"

আপত্তি করল না গিল। কলমটা নিয়ে তারিখের পাশে লিখল, "গিলবার্ট মার্টিন ও তার স্ত্রী ম্যাগডেলানা।"

গিলবার্টের হাতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে লানার মনে হল যে, একটা নতুন জীবনের স্বাক্ষর পড়ল খাতায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল স্বামীকে সে খুশী করতে পেরেছে কিনা। যে-কোনো অবস্থায় স্বামীকে খুশী করাই তার কর্তব্য বলে ভেবে নিল সে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আজীবন সে উপযুক্ত পত্নী হয়ে থাকবে ওর।

মাদী ঘোড়াটা ধীরে ধীরে গাড়ি টেনে চলেছে। গরুটাও গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ঝামেলা করছে না। জার্মান ফ্ল্যাট নামে উপনিবেশটার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ওখানেই নতুন দুর্গটা তৈরী হচ্ছে। দুর্গের ভারপ্রাপ্ত কর্নেলের নামেই তার নাম রাখা হয়েছে ডেটন দুর্গ। গ্রামের পেছন দিকে পাহাড়। দেবদারু গাছ দিয়ে ছেয়ে রয়েছে পাহাড়টা। ওপর থেকে ছাল ছাড়ানো গাছের গুঁড়িগুলো হড়কে নিচে এসে পড়ছে। স্থায়ী এবং স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা ও ভাড়াটে মজুরেরা একসঙ্গে মিলে খোঁটা পুঁতে পুঁতে বেড়া তৈরি করছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য দুর্গের এই অংশটাকে স্টকেড বলে।

এরই পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় লানা যে ওদের লক্ষ্য করছিল গিলবার্ট তা দেখেছে। উপনিবেশটা পার হয়ে আসবার একটু পরেই গিলবার্ট এগিয়ে এসে গাড়িটার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। সারাটা সকাল নীরব হয়ে ছিল

সে। এখন যখন লানা ওর মুখের দিকে তাকাল তখন ওকে উদ্বিগ্ন বলে মনে হল লানার।

"কেমন আছ?" মুখে কষ্টসাধ্য হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল গিল।

লানার মুখেও মৃদু হাসির রেখা উঠল ভেসে। ইচ্ছা হল স্বামীকে জিজ্ঞেস করে যে কি কারণে উদ্বিগ্ন বোধ করছে সে।

লানা জবাব দিল, "বেশ ভালই আছি।"

গিল বলল, "দূর আর বেশি নেই। মাইল পনেরো হবে।"

লানার দিকে আবার একবার তাকাল। তারপর বলল, "সন্ধ্যের আগেই আমাদের পৌছে যাওয়া উচিত।"

"তা হলে ভালই হবে।"

লানাকে দেখতে বেশ সুন্দরী আর কচি লাগছিল। উঁচুতে গাড়ির ওপর কাপড়ের জুতা পরে পা দুটোকে পাশাপাশি রেখে নম্র ভঙ্গীতে বসেছিল সে। খাটো গাউনের সঙ্গে মানানসই করে ক্যালিকো কাপড়ের শিরাবরণ পরেছে। তারই চওড়া প্রান্তের তলা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চুলের গুচ্ছ। প্রায় কালো বললেই হয়। গিলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে উঠল সে। বাদামী রঙের চোখ দুটিতে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল। মেয়েটিকে বেশ হাসিখুশী ধরনের বলেই মনে হল গিলের। তারপর সামনেই যেখান থেকে রাস্তাটা বনের ভিতর দিয়ে স্কাইলার উপনিবেশের দিকে চলে গিয়েছে সেই দিকে দৃষ্টি ফেলল সে। কিন্তু মনের ভাবটা প্রকাশ করল না। তার বদলে জায়গাটার বর্ণনা দিতে লাগল।

"ওখানে তলার দিকে জমি খুব উর্বর। বড় বড কাঠের বাড়ি তৈরি করেছে ওরা। আমার বিশ্বাস জায়গাটা তোমার পছন্দ হবে, লানা।"

"হ্যাঁ, গ্রামাঞ্চলটা সুন্দর লাগছে।" বলল লানা।

স্কাইলারে পৌছবার আগে দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিল ওরা। ছোট্ট একটা নদীর ধারে হেমলক গাছের ছায়ায় বাদামী রঙের ঝরা-পাতার গালিচার ওপর পাশাপাশি বসে রুটি আর পনির খেল ওরা। গোটা কয়েক রুটির টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কাঠবেড়ালদের দিকে। মাথার অনেক ওপরে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকতে পারছিল না বলে জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডাই ছিল।

সামনেই গাড়ির সঙ্গে জোতা মাদী ঘোড়াটা তন্দ্রালু অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাবর কাটছে গরুটা।

গাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে লানা কল্পনা করছিল যে, অন্ধকার হওয়ার আগে জিনিসপত্রগুলো ক্যাবিনের মধ্যে গুছিয়ে রাখবে সে।

"আমরা নিচের তলায় বিছানা পাতব," জিজ্ঞাসা করল লানা, "নাকি চিলেকোঠায় রাখব?" গিলবার্ট ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। বলতে লাগল লানা, "মায়ের কাছে শুনেছি তিনি যখন প্রথম ব্লক-উপনিবেশে বাস করতে এলেন তখন মাঝে মাঝে রান্নাঘরে বিছানা পেতে ঘুমতেন ওঁরা।"

ওকে নিয়ে যদি গিলের দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে তাহলে সে বোঝাতে চাইল যে, রান্নাঘরে শুতেও প্রস্তুত আছে লানা।

"পশ্চিমে এতো দূরে আমার সঙ্গে চলে এলে বলে ভয় পাচ্ছ না কি?"

ভয় না পাওয়ার ভঙ্গী করে মাথা নাড়াল লানা।

"সত্যিকারের বাড়িতে বাস করার মতো এখানে কেউ বাস করে না। একটু আলদা—", ফারগাছের পাতাগুলোকে লাঠি দিয়ে খোচা মারতে মারতে গিলবার্ট বলল, "আমার কাছে খুবই সুন্দর মনে হয়। কারণ ক্যাবিনটা আমি নিজে হাতে তৈরি করেছি। কিন্তু তোমাদের মতো অতো বড একটা বাড়িতে যারা মানুষ হয়ে উঠেছে তাদের কাছে যে এটা অন্যরকম লাগতে পারে তেমন কথা আগে আমি ভেবে দেখি নি।"

লানার মনটাকে প্রস্তুত বরবার চেষ্টা করছিল গিল।

"মা-ও ঠিক এইভাবেই জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন," বলল লানা, "কয়েক বছরের মধ্যে আমাদেরও সব হবে। কিন্তু গিল, আমরা একেবারে প্রথম অবস্থা থেকে শুরু করছি বলে পরে যখন সবকিছু হবে আমাদের তখন সেগুলো আরো বেশি ভাল লাগবে।" গিলের দিকে এক পলক দৃষ্টি দিয়ে লানাই বলল, "ক্যাবিনে বাস করতে যে খুবই ভাল লাগবে সেকথা আমি সব সময়েই ভাবতাম। ঘরটা ছোট হলে দেখাশোনা করতে বেশ সুবিধে হয়।"

গিল বলল, "এখনো তেমন পরিষ্কার হয়নি।"

"এখন আমাদের বিশেষ কিছু কেনাকাটার দরকার হবে না," বলল লানা, "আমার প্রতি মায়ের ভালবাসার অন্ত নেই। দরকারী জিনিস সব দিয়ে দিয়েছেন।"

লানার হাত স্পর্শ করল গিলবার্ট।

একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে বন থেকে বেরিয়ে স্কাইলারে এসে পড়ল ওরা। সামনেই খোলা মাঠ। জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি চাষ করা হয়েছে। নদী বরাবর জমিতে বসে চাষীরা খড় কাটছিল। বড় বড় কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরি বাড়িঘরও চোখে পড়ল। জঙ্গলটা পার হয়ে আসবার পর এই সব দেখে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল সে। চারদিকে তাকিয়ে লানা বুঝতে পারল, সামনের দিকে আর কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে পারলেই বাড়ি পৌছতে পারবে। বর্ধিষ্ণু খামারগুলো চোখে পড়তেই এখন ওর মনে হচ্ছে পাণ্ডববর্জিত দেশ এটা নয়।

ওদের দেখবার জন্য কেউ কেউ এগিয়ে এল বেড়ার ধারে। গিলবার্টের নাম ধরে সম্ভাষণ করল। উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লানার দিকে। নতুন নতুন খবর শুনতে চাইল। গিলবার্ট যখন বলল যে, শোনাবার মতো খবর কিছু নেই তখন ওরা মৃদু হেসে বলল, "তুমি নিজেই তো নিজের একটা মস্ত খবর বহন করে নিয়ে এলে।"

স্কাইলারের প্রান্তর পার হতে আধঘণ্টা লাগল। তারপর আবার শুরু হল জঙ্গলে পথ। রাস্তা আর নদীর ধার ঘেঁষে ঝুঁকে পড়েছে দেবদারু, হেমলক আর লতাগুল্মের ঝাড়। মাঝে বিলুয়া ভূমির ভিতর দিয়ে কাঠের শিরালযুক্ত পথ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে আর টলমল করতে করতে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। সতর্কভাবে পা ফেলছে ঘুড়ীটা।

যখন কসবীর ম্যানরে এসে পৌছল তখন লানার কাছে জায়গাটা অদ্ভুত আর পরিত্যক্ত বলে মনে হল। নদীর ধারে সুন্দর একটা বাড়ি। কাঠ দিয়ে তৈরি একটা দোকান রয়েছে। ভাড়াটে বাড়িও আছে একটা। কিন্তু সব কিছুর ওপরেই যেন অবহেলার ছায়া পড়েছে।

আলো রোখবার জন্য হাত দিয়ে চোখ দুটোকে আড়াল করে একটি স্ত্রীলোক দোকানের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। মনে হল স্ত্রীলোকটি যেন নির্জীব আর সুস্থও নয় সে। যেন আবিষ্ট হয়ে আছে। ওদের ডেকে কথা বলল না। লানা যখন লজ্জিতভাবে মাথা নাড়ল তখন সে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

গিলবার্ট তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল গাড়ির পাশে। বলল সে, "কিছু মনে

ক'রো না, লানা। স্ত্রীলোকটি সত্যিই অদ্ভুত ধরনের। ওরা হচ্ছে জনসনের দলের লোক। ওদের কোনো বন্ধু নেই এখানে।"

"উনি কে?"

"উলফের স্ত্রী। আমি তো উলফের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চলছি। কিন্তু অন্য কেউ ওদের সঙ্গে বড়বেশি কথাবার্তা বলে না। মনে হয় নিঃসঙ্গ বোধ করেন মহিলাটি।"

গলার স্বর উঁচু করে গিল তাকে অভিবাদন করল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু হতাশার সুরে শুধু বলল, "হ্যালো।" এবং পুনরায় দোকানে ঢোকবার জন্য যেন ঘুরে দাঁড়াল।

"আপনি বুঝি একা, মিসেস উলফ?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"এখানে কোথাও আছে জন।" উল্টো দিকে দাঁড়িয়েই ঘাড়ের ওপর দিয়ে বলল সে, "কেন, তাকে দরকার তোমার?"

"না। মনে হচ্ছিল, কেউ বুঝি নেই। খুবই নির্জন ঠেকছিল।"

"গত বৃহস্পতিবার টমসনরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

"দেশ ছেড়ে?"

"হ্যাঁ। ওরা অসওয়েগো-তে গেল। ওরা বলল যে, স্ট্যানউইক্সে দুর্গ তৈরি করছে কংগ্রেস। তার অর্থ হচ্ছে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। আমি চেয়েছিলাম জনও যাক। কিন্তু সে বললে যে, স্থান ত্যাগ করবার মতো অবস্থা তার নয়। নতুন জায়গায় গিয়ে বাস করতে হলে হাতে নগদ টাকা থাকা চাই।" উত্তর-পশ্চিম দিকে মাথাটাকে একটু কাত ক'রে দিয়ে ওদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মিসেস উল্‌ফ। তারপর ঢুকে গেল দোকানের ভেতর।

তার দিকে লানা আর গিল দু'জনেই চেয়ে রইল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল বাড়িটার দিকে। গিলবার্ট বলল, "কাঠ মেরে জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছে।" সেই জন্যই এতো ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। গিলবার্ট বলল, "মনে হচ্ছে, গরুগুলোও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে ওরা।"

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কেঁপে উঠল লানা। জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে কি শুধু মিস্টার আর মিসেস উলফ্‌ই বাস করেন?"

"তাই তো মনে হয়। ওঁদের একটি মেয়ে আছে। ডাক্তার পেট্রির

সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার হচ্ছেন কমিটির একজন সদস্য। আমার ধারণা, স্ত্রী-কে তিনি আর আসতে দেন না।"

"ব্যাপারটা কী ভয়ঙ্কর!" ফিসফিস স্বরে মন্তব্য করল লানা।

গিল চকিত দৃষ্টি ফেলল ওর দিকে। তারপর বলল, "ওর জন্য আমাদের কিছু মাথাব্যথা নেই। আমরা ঠিক দলের সঙ্গেই যুক্ত।"

জবাব দিল না লানা। ওরা আবার এসে ঢুকে পড়েছে জঙ্গলাবৃত পথে। রাস্তাটা আগের চেয়েও বেশি সরু এবং এবড়ো-খেবড়ো। কুয়াশাচ্ছন্ন সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে পথের ওপর। তারই মধ্য দিয়ে পথ করে চলেছে ওরা। চলার গতি খুবই মন্থর। তা সত্ত্বেও ঘোড়াটার প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে লানার আজ এই প্রথম মনে হল, বাড়ি থেকে ক্রমশই সে দূরে সরে আসছে। এ-দূরত্ব আর কোনোদিনও ঘুচবে না। নিজের মনে মনে বলল, "কিন্তু যাই হোক, আমরা নিজের বাড়িতেই যাচ্ছি।" বলল বটে, কিন্তু কথাটার অর্থ ঠিক এক রইল না।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো নরম হয়ে এসেছে। আরো বেশী সোনালী লাগছে। ডান দিকের একটা পাহাড় থেকে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ক্রমশই উঁচু করতে লাগল গলার স্বর।

সূর্যরশ্মির স্ফুলিঙ্গের মতো এক গাদা পতঙ্গ জড়ো হয়েছে ঘোড়াটার মাথার চারদিকে। পতঙ্গগুলো প্রায় ইঞ্চিখানিক লম্বা। চুষে চুষে রক্ত খায় ওরা। ঘোড়াটা ক্রমাগত ঘাড় নাড়াচ্ছে। ওদের কামড়াতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে সে। লাথি ছুঁড়ছে, নাক দিয়ে জোরে জোরে আওয়াজ করছে—তারপর চাপা রাগে মুখ কালো করে হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব নিয়ে আবার সে পথ চলছে। লানার কান্না পাচ্ছিল। পেছন ফিরে গিলবার্টের দিকে তাকাল একবার। দেখল মেইপল্ গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে চাবুক মারতে মারতে গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে সে। গাড়ির পেছন পর্যন্ত এগিয়ে এল গরুটা।

"এখানকার অবস্থা কি সবসময়েই এই রকম?" জিজ্ঞাসা করল লানা।

"সত্যিকারের বনে সবসময়েই পোকামাছি থাকে।" গিল সংক্ষেপেই বলল, "যে-ভাবে ঘন হয়ে মাছিগুলো বসে পড়েছে তাতে মনে হয় জল নামবে।"

কপালটা ওর ডেলার মতো ফুলে উঠেছিল। ফোলা জায়গা থেকে ফোঁটায়

ফোঁটায় রক্ত বেরুচ্ছে। লানা বলল, "আমাদের অঞ্চলে কিন্তু এতো মাছি নেই।"

"তা হলে তোমায় মাছির মধ্যে বাস করা অভ্যাস করতে হবে। এই নাও চাবুকটা ধরো। ঘোড়ার গা থেকে মাছি তাড়াও।"

লানার হাতে চাবুকটা গুঁজে দিয়ে অন্য একটা ডাল ভেঙে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চাবুক নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘোড়ার গা থেকে মাছি তাড়াতে লাগল লানা। কাজটা পেয়ে একটু পরেই আনন্দিত বোধ করল। খানিকটা সময় গাড়ি চালাতে হয়নি ওকে। এবড়ো-খেবড়ো জায়গাগুলো পার হওয়ার সময় ঘোড়াটা নিজেই তার মাথাটা এগিয়ে এগিয়ে ধরছিল। মাছি তাড়াবার কাজের মধ্যে এত বেশি তন্ময় হয়ে গেল লানা যে, পাশের রাস্তাটা যে বাঁ দিকে ঘুরে গেল তা সে লক্ষ্যই করল না। শুধু তাই নয়, গাছের সারির মাঝখান দিয়ে যে ফাঁকা জায়গাটা দেখা যাচ্ছিল তাও নজর করল না সে। গিল যখন আনন্দিত হয়ে বলে উঠল, "ওঠাই ছিল ডিমুখের বাড়ি", তখন শুধু লানা বুঝতে পারল কি যেন একটা দেখা হল না ওর।

"কোথায়?" জিজ্ঞাসা করল লানা।

"পেছনে ফেলে এসেছি। কিন্তু উইভারদের বাড়ি সামনেই।"

চোখ তুলে লানা দেখল গাছগাছড়ার ঘনত্ব কমে আসছে এবার। সামনেই দিগন্তের দিকে হেলে পড়েছে সূর্য। পশ্চাতে ধূসর ধাবমান মেঘখণ্ডসমূহের কিনারাগুলিকে অগ্নিলেখায় মণ্ডিত করে দিচ্ছে। ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লানা দেখল মেঘের তলায় সূর্য গেল ডুবে। আর ঠিক সেই সময় মাছিগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল পুবের হাওয়া। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল ওরা।

বর্শার ফলকের মতো তীক্ষ্ণ ধারায় তেরছাভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। তারই ভেতর দিয়ে উইভারদের বাড়িটা আবছা দেখতে পেল লানা। চৌকো ধরনের ক্যাবিন। তারই সংলগ্ন আলাদা একটা অংশ তোলা হয়েছে। কাঠগুলোকে যথারীতি শুকিয়ে নেওয়া হয়নি। ছাদটা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি। ঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ফাঁকা জায়গার মাঝখানেই ক্যাবিন। তিন দিকে ভুট্টার খেত। ভুট্টাগুলো কেটে নেওয়ার পর গোড়াগুলো গোঁজের মতো খাড়া হয়ে আছে। পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এখনো কালো দেখাচ্ছে সেগুলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যের মতো বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছে তিন অ্যাকর জমির একটা গমখেত। এখানকার মাটি বেশ ভালভাবে চাষ করা। এরই ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে একটা পায়ে চলার পথ। একটা নিচু ধরনের কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি গোলাবাড়ি পর্যন্ত পথটা গিয়ে পৌছেছে। ক্যাবিনের ঠিক দরজার সামনেই পাশাপাশি দুটো লাল আর হলদে রঙের হলিহক্ ফুল গাছ। লাল আর হলদের মধ্যে সরু সুতোর মতো গোলাপীর রেখা টানা।

লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। বনের প্রান্ত ঘেঁষে একটা নতুন রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে। গিল বলল যে, খাঁড়ির ধারে রিয়েলদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে রাস্তাটা পৌছেছে।

"এখান থেকে সিধা রাস্তা ধরলেই আমাদের বাড়ি।" বলল গিল।

কিংস্‌রোডটা আবার গিয়ে যেন বনের মধ্যে আত্মগোপন করল। কিন্তু একটু পরেই শেষ হয়ে গেল বন। অ্যালডার গাছের লম্বা একটা জলাভূমির ওপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল লানা। বাঁ দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে নদীর জল কালো আর মন্থর। ওটা ছাড়িয়ে উইলো গাছের সারির পেছন থেকে জমি আবার উঁচু হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে অ্যালডার গাছগুলির ভেতর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে নদীর কিনার পর্যন্ত। জল সেখানে খুব কম, হেঁটে পার হওয়া যায়।

ঘোড়াটা ওখানে এসে থেমে গেল। গরু নিয়ে গিল এসে পাশে দাঁড়াল গাড়িটার। গিলবার্টের সারা মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। তবু সে লানার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "শেষ পর্যন্ত পৌছলাম আমরা।"

"কোথায় ?" উৎসাহহীন স্বরে জিজ্ঞাসা করল লানা।

"বাড়ি।" লানার দিকে দৃষ্টি দিল সে। ঘোড়াটাকে উদ্দেশ করে কর্কশ স্বরে বলে উঠল গিল, "হেট্—হেট্।"

আঁকাবাঁকা একটা গাড়ি চলার রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে আসবার পর ক্যাবিনটা দেখতে পেল লানা।

একটু উঁচু জমির ওপর ক্যাবিনটা তৈরি করেছে গিল। ওটা ছাড়িয়ে একটা ঘোলা ক্ষুদ্র নদী ইতস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলো অ্যালডারের ভেতর দিয়ে বুকের ছাতি চওড়া করে বয়ে চলেছে। অনেকটা দূর থেকে মাটি ক্রমশ

চওড়া হতে লাগল—প্রায় দু' অ্যাকর পরিমাণ একটা জলজ তৃণভূমি রয়েছে সেখানে। আশপাশটার দিকে ভাল করে নজর না দিয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারল লানা।

বুক ফেটে কান্না আসছিল ওর। "দেখো, কাঁদতে শুরু ক'রো না," নিজের মনে বার বার করে বলতে লাগল সে।

জায়গাটা একেবারে পুরোপুরি পরিত্যক্ত বলে মনে হল লানার। ক্যাবিনের পেছন দিকে জমির সঙ্গে গিলবার্টের প্রথম সংগ্রামের চিহ্নগুলো দেখতে পেল সে: গাছ কেটে মাটি প[illegible]রার পরেও গুঁড়িগুলো অর্ধ-দগ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে; তার চারদিকে ছোট-বড় নানা আকারের ভুট্টা গাছ—এতো বেশি অসমতল মাটি আগে কখনো দেখেনি লানা। ক্যাবিনের চারদিকের খালি জমি বৃষ্টির জলে ক্রমশই কর্দমাক্ত হয়ে উঠছে। একটু দূরেই গরু আর ঘোড়ার জন্য নিচু- ছাদওয়ালা একটা ঘর তৈরি করেছে গিল।

চিৎকার করে বলে উঠল সে, "ছাখো ছাখো ধোঁয়া উঠছে।"

লানা দেখল, চিমনি দিয়ে এই সবে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুতে আরম্ভ করেছে। যে-কোনো কারণেই হোক ধোঁয়ার জন্য বৃষ্টি পড়াটা যেন পরিবেশটাকে আরো বেশি বিষণ্ণ করে তুলল। সে বলতে চেয়েছিল, "চলো বাড়ি ফিরে যাই।" কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। ভালমন্দ যাই হোক না কেন গিলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাপের বাড়ি এখন নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এখানকার বাড়িটাকে সুন্দর করে তোলার দায়িত্ব তো ওকেই নিতে হবে।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল ওরা। বৃষ্টির জন্য ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছিল গাড়িটা। কে একজন দরজা খুলল। হাড্ডিসার পলিতকেশা একটি স্ত্রীলোক সাজি হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। সাজির মধ্যে দুটো লবঙ্গগন্ধী ফুল। সুতীর জামাকাপড় পরেছে সে। পুরনো এবং অপরিষ্কার—রং উঠে গিয়েছে। এক সময়ে বোধহয় নীল ছিল। হতচকিত হয়ে গেল সে। বলল, "এই যে গিল, সত্যিই অবাক করে দিলে আমায়। ভাবছিলাম ঘরদোর সব গুছিয়ে রাখব। এই সবে আগুন দিলাম চিমনিতে। বাইরে বেরিয়েছিলাম দরজার সামনে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখবার জন্য।"

হাত বাড়িয়ে গাড়ি থেকে লানাকে নামিয়ে নিল গিল। বলল, "তুমি

ভেতরে যাও। আমি জিনিসপত্র নামিয়ে আসছি। শোনো, ইনি হচ্ছেন মিসেস উইভার।"

ফুলগুলো হাতে নিয়েই লানাকে জড়িয়ে ধরল মিসেস উইভার। বলতে লাগল, "সত্যি বলছি, তোমাকে দেখে খুশী হয়েছি আমি। ভগবান জানেন, তোমার সম্বন্ধে কতো কথা শুনেছি। কিন্তু এখন দেখছি, গিল যা বলেছিল তার চেয়েও সুন্দর তুমি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডিয়ারফিল্ড (১৭৭৬)

॥ ১ ॥

সমৃদ্ধের পালক

ছোট্ট একটা খড়ের গাদা পড়ে ছিল চালাঘরটার পাশে। মার্টিনের জমির একটা মস্ত সুবিধে যে, প্রথম থেকেই খানিকটা অংশ এর ফাঁকা ছিল এবং সেখানে ঘাস গজিয়েছিল অনেক। যারা জঙ্গল কেটে আবাদের জন্য নতুন নতুন জমি তৈরি করছিল তারা অনেকেই নিজেদের গরু-ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিত এইখানে। শীতকালে জাব্‌নার অভাব ঘটে। ভুট্টার পাতা যা মজুত থাকে তাই দিয়ে কুলিয়ে ওঠে না। "বীবর পশুদের চরে বেড়াবার ঐ পুরনো জায়গাটায় দুদল ঘোড়া আমরা ছেড়ে দিতে পারি। কাঁচা ঘাস যা আছে তাই খেয়ে চলে যেতে পারে ওদের," কথাটা একাধিকবার বলেছে গিল, "অবিশ্যি অতগুলো ঘোড়া কেনবার ক্ষমতা যদি আমাদের থাকে তবেই।" ওরা দু'জনেই ঘাস কেটে খড় তৈরি করেছে—গিল কাস্তে চালিয়েছে আর আঁকশি দিয়ে টেনে টেনে শুকতে দিয়েছে লানা। শুকনো খটখটে দিন, পুরো সপ্তাহ ধরে গাড়িতে বোঝাই করে খড় নিয়ে গিয়েছে ওরা। বাবা ওকে ঘর ছাওয়ার কাজ শিখিয়েছিলেন খানিকটা এবং গত দু'দিন ধরে খড়ের গাদা তৈরি করেছে সে। বাবার গাদার তুলনায় গাদাটা যদিও একটু জেবড়া-জোবড়া হয়েছে, গিল তবু হলফ্ করে বলে যে স্কেনেকটাডি থেকে শুরু করে রেড ইণ্ডিয়ানদের অঞ্চল পর্যন্ত এমন সুন্দর একটি খড়ের গাদা চোখে পড়েনি তার।

যা কিছু করছে লানা তাতেই খুশী হচ্ছে গিল। যে-ভাবে ঘর গুছলো এবং অল্প আসবাব দিয়ে ঘর সাজালো তাই দেখে গিল মন্তব্য করল যে, এখানে যেন অনেকদিন ধরে বাস করছে ওরা। প্রতিদিন সকালবেলা ঘষে ঘষে মেঝে পরিষ্কার করে। দড়িতে বেঁধে দুটো জানালায় সুতী কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছে সে। প্রথম দিনকার সেই বিষণ্ণ পরিবেশের পরে এ সবই এখন ওর কাছে খুবই রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। গাড়ি থেকে সেদিন দুটো ট্রাঙ্ক আর বাক্সগুলো

নামিয়ে আনবার পর কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলেছিল লানা। ওগুলোর মধ্যে যে কি আছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না গিলের। সে বলেছিল, "তুমি দেখছি পুরো সাজসজ্জা নিয়ে এসেছ।" লজ্জা পেয়েছিল লানা। বলেছিল সে, "মা-কে বলেছিলাম যে, সঙ্গে করে গুচ্ছের কাপড়চোপড় নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। তারচেয়ে বরং সংসারের দরকারী জিনিসের জন্য টাকা খরচ করা ভাল।"

চুল্লির পাশে দেওয়াল ঘেঁষে ছোট্ট কাবার্ডটা সাজিয়ে রাখা হল। থালা-বাসনগুলো গুছিয়ে রাখল কাবার্ডের শেলফে। তার ফলে ক্যাবিনের বিষণ্ণ-ভাবটা গেল দূর হয়ে। এটা ওর বাবা তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। ঝিনুকের কারুকায করা। কিন্তু বহু বছর আগে তিনি যখন কগ্‌নাওয়াগা থেকে মেইপল কাঠের কাবার্ড আনলেন একটা তখন এটাকে দোতালায় ফেলে রাখা হল। দেখতে পুরনো আর জেবড়া-জোবড়া ধরনের। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে মা এটা খুশী হয়েই লানাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু এখন এই নতুন জায়গায় কাবার্ডটা বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে। চোখের সামনে এটাকে দেখতে পাচ্ছে বলে উৎফুল্ল বোধ করছে এবং ভাবছে, মা আর বাবা দুজনে যখন প্রথম ঘর বেঁধেছিলেন তখন তাঁরাও নিশ্চয়ই এটা দেখে মুগ্ধ বোধ করতেন।

শেলফগুলোর ওপর সে সাজিয়ে রাখল বাদামী রঙের মাটির থালা-বাসন, রুটি সেঁকার পাত্র আর অ্যালবেনি থেকে আনানো ছ'টা কাঁচের গেলাস। একেবারে ওপরের শেলফে অতি যত্ন সহকারে বাইবেলখানা রেখে দিল; ঠাকুরমায়ের সাদা চীনামাটির টি-পট আর মায়ের দেওয়া ময়ূরের পালকটাও রাখল সেখানে। ছ'টা পালকের মধ্যে একটা ওকে দিয়েছিল মা। এমনভাবে রাখলো যে চোখ পড়লেই বাড়ির কথা মনে পড়বে ওর। জলে কিংবা স্থলে যেখানেই যুদ্ধ বিগ্রহ হোক না কেন, পালকের ঐ অত্যাশ্চর্য রঙ কখনো নষ্ট হবে না।

মিসেস উইভার যখন প্রথম দেখল এটা তখন সে দু'হাত উঠিয়ে কর্কশ ও কর্ণপীড়াদায়ক সুরে বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করল, "এ যেন দেবদূতের ডানার পালক মনে হচ্ছে। সত্যিকারের পালক বলছ এটা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" জবাব দিল লানা।

"পাখিটার কি নাম ?"

"ময়ূর।"

"ভাবো একবার !" সবিস্ময়ে বলে উঠল মিসেস উইভার, "পাখিটা না জানি কি রকম দেখতে।"

"আমি ঠিক বলতে পারব না।"

"তোমার কি মনে হয় ডানার পালক এগুলো।"

"আমার মায়ের এক কাকা জাহাজে কাজ নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন," বিনীতভাবে বলল লানা, "তিনি বলেছিলেন, ময়ূরের লেজ থেকে নেওয়া। মা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এগুলো পেয়েছিলেন। এখন বাড়িতে আমাদের আরো পাঁচটা আছে।"

"তুমি অনেক কিছু জান দেখছি।" প্রশংসাসূচক স্বরে বলল মিসেস উইভার।

লানা খুব গর্ব বোধ করল। নতুন এক শ্রদ্ধারভাব নিয়ে ক্যাবিনের অন্যান্য জিনিসপত্র সব দেখতে লাগল মিসেস উইভার। চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল সে এবং লাফিয়ে উঠল একটু।

"বিছানাটা শৌখিন বটে।" বলল মিসেস উইভার।

"আমার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন মা। সাদা হাঁসের সত্যিকারের পালক আছে ওতে।"

"ভগবান ! ভাবো একবার ! এখানে আসবার পর আজ পর্যন্ত একটা সত্যিকারের সাদা হাঁস আমার চোখে পড়েনি। মিসেস মার্টিন, তোমার মা নিশ্চয়ই একজন জ্ঞানী মহিলা।"

চরকাটা একবার চালিয়ে দিয়ে বলল যে, এটা বেশ ভাল চলে। কিন্তু তার মতো একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে একটু হাল্কা। মিসেস উইভার মন্তব্য করল, "তোমার তো বাছা দেহটা বেশ পাতলা গড়নের। বাজি রেখে বলতে পারি এই চরকায় তুমি এক নম্বরের সুতো কাটতে পারবে।"

কিন্তু যে-জিনিসটার প্রতি তার দৃষ্টি অপরিহার্যভাবে আকৃষ্ট হল সেটা হচ্ছে গিয়ে সেই ময়ূরের পালক। আঁটসাঁট পেটিকোটের ওপর হাত দুটো ধরে রেখে চলে যেতে যেতে আবার এসে পালকটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁকা নাকটি তার বিস্ময়ের চাপে দৃঢ় হয়ে উঠেছে। স্নেহশীল মুখের

ওপর একটা থমথমে ভাব। ধূসর চোখ দুটি জলজল করছে। তার পাশে লানাকে একটি ছোট খাটো আকারের অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গী মেয়ের মতো মনে হচ্ছে। মিসেস উইভার বলল, "যাই, এখুনি গিয়ে জর্জকে খবরটা দিই।"

খবর দেওয়ার ফলে জর্জ উইভার দুপুবেলাতেই এসে উপস্থিত হল। বিশাল আয়তনের দেহ, মুখটা চওড়া আর হাতের কব্জি দুটো বেশ ভারী ভারী। বিশেষভাবে চিন্তা করে কথা বলার অভ্যাস। পালকের সামনে দাড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ নাক দিয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারপর গিল আর লানার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"এমন জিনিস হাত দিয়ে আঁকা মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য," পালকের গায়ে তাসের হরতনের মতো চোখটির দিকে আঙুল তুলে মাথা নাড়তে নাড়তে উইভার বলল, "না মশাই, একেবারে অসম্ভব। গিল একটি মেয়ের মতো মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে বটে।"

কৌতুকপূর্ণ চোখের দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে লানার ওপর নিবদ্ধ করে সশ্রদ্ধভাবে উইভার বলল, "ম্যাডাম, পালকটা জন আর কোবাসকে দেখাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"মোটেই না। বরং খুশী হবো আমি।"

"তাহলে যখন হোক একসময়ে ওদের এখানে পাঠিয়ে দেব।" বলল উইভার।

"ডিমুথকে তোমার বলা উচিত," মিসেস উইভার বলতে লাগল, "আমি চাই তার মেমসাহেবটিও দেখুক। এটা দেখলে মহিলাটির উঁচু নাক একটু নিচু হয়ে যেতে পারে। হয়তো মনটা খারাপ হয়ে যাবে।"

"শোনো এমি," স্বামীটি তার নিজস্বভঙ্গীতে ধীরস্থিরভাবে বলল, "স্ত্রী-টি তত খারাপ নন। কথা বলার ধরনটাই তার ঐ রকম।"

নাক দিয়ে জোরে শব্দ করল মিসেস উইভার।

"যাই হোক," বলল সে, "এখানে দাঁড়িয়ে যদি সারাদিন তার প্রশংসা করতে থাকো তা হলে বাড়ি গিয়ে আর খাওয়া জুটবে না আজ।"

ওরা বাইরে বেরিয়ে গেল। লানা আর গিল পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত এল।

"যখন ইচ্ছে হয় চলে এসো।" লানাকে উদ্দেশ করে বলল মিসেস উইভার।

"ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এখন খুবই ব্যস্ত। কিন্তু পরে নিশ্চয়ই যাব।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে মিসেস উইভার বলল, "হ্যাঁ, নতুন বাড়িঘর নিয়ে সবাই আজকাল ব্যস্ত।"

লানা আর গিল দেখল, গাড়ি চলার পথ দিয়ে প্রতিবেশী দু'জন চলে যাচ্ছে। রঙ ওঠা সুতী কাপড়ের গাউনটা স্ত্রীলোকটির ঋজু আর বলিষ্ঠ পিঠের ওপরে নেকড়ার মতো ঝুলছে। মিস্টার উইভারের গোলাকৃতি ঘাড়ের সঙ্গে আঁটোভাবে লেপ্টে রয়েছে তার পশমী কাপড়ের শার্ট।

"ভারি ভাল লোক ওরা, গিল।" বলল লানা।

কথাটা স্বীকার করে নিয়ে গিলবার্ট বলল, "হ্যাঁ, সাদাসিধা ধরনের লোক এরা। কিন্তু প্রতিবেশী হিসেবে ভাল।"

একদিনের মধ্যেই ডিয়ারফিল্ডের সর্বত্র ময়ূরের পালক সম্বন্ধে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে এল জন আর কোবাস উইভার। তখন ভুট্টাখেতে কাজ করছিল গিল। আগাছা তুলে ফেলবার কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে। বাইরের উনোনে লোহার কড়াইতে কাপড় সেদ্ধ করছিল লানা। কৌতূহলের দৃষ্টিতে ছেলে দুটি তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে, ওরা বোধহয় ভেবেছিল লানার গা থেকে পালকটা গজিয়ে উঠবে বুঝি।

জনের বয়স চোদ্দ। দু'জনের মুখপাত্র হিসেবে সে-ই জিজ্ঞাসা করল, "আপনিই কি মিসেস মার্টিন?"

হাসিখুশীভাবে মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল লানা। ফুটকি-চিহ্নযুক্ত মুখ দুটো ওদের ভীষণ গম্ভীর। লানার মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল ওরা। বাপের দেহের মতো কোবাসও মোটাসোটা হবে বলে মনে হয়। দুটো পায়েই তার আঁচড়ানোর দাগ। পায়ের ডিম দুটো এখন সে একসঙ্গে ঘষছিল। কিন্তু জন পেছনে হাত দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শার্টের সঙ্গে ট্রাউজারের সম্পর্ক নেই বলে পেটের কাছে বোতামটা দেখা যাচ্ছিল। সরলভাবে লানার দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

বলল জন, "বাবা বললেন যে আপনি আমাদের একটা পালক দেখাতে চান।"

"হ্যাঁ, যদি দেখতে চাও নিশ্চয়ই দেখাব। ভেতরে এসো।"

হাতের জল মুছে ওদের ভেতরে নিয়ে গেল লানা। একটা কথাও বলল না ওরা। কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পালকের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গম্ভীরভাবে লানাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর গাড়ি চলার পথ ধরে ভারিক্কি চালে হাঁটতে লাগল বনের দিকে। ঝোপের কাছে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের একটা চিৎকার শুনতে পেল লানা। মুখ তুলে দেখল ছেলে দুটি প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে।

রিয়েলরা সদলবলে এসে উপস্থিত হল: মিসেস রিয়েল অত্যন্ত বেশি কথা বলে। যদিও তার মুখটা ফেকাশে এবং চুলের রং ফিকে বিবর্ণ বাদামী তবু সে গাঢ় লাল রঙের একটা খাটো গাউন পরে এসেছে। মিস্টার রিয়েলকে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক বলে মনে হল। এই ধরনের লোকের সঙ্গে আগে কখনো দেখা হয় নি লানার। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল সে। বয়স আর আকার অনুযায়ী আরো সাতটি সন্তান পর পর তার পেছনে ক্লান্তিভরে হেঁটে আসছিল। তিন বছর বয়সের বাচ্চাটা প্রায় মাঝপথেই ভেঙে পড়বার উপক্রম। প্রত্যেকের মুখেই একটা শয়তানির ভাব। ঝাঁক বেঁধে ওরা ঢুকে পড়ল ঘরে। এমনভাবে বকবক করতে করতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন মার্টিনরা কেউ সেখানে উপস্থিত নেই।

ওপর থেকে পালকটাকে নামিয়ে আনবার ইচ্ছা ছিল ওদের। কিন্তু গিলবার্ট সুকৌশলে বাধা দিয়ে বলল, "ইচ্ছা না থাকলেও এটা ওরা ভেঙে ফেলতে পারে।"

"কথাটা সত্যি," কথাটাকে সমর্থন করে মিসেস রিয়েল লানাকে বলল, "হাতে পেলে এমন কোনো জিনিস নেই যা ওরা ভাঙে না। বাচ্চাদের এই হচ্ছে স্বভাব।"

ক্রিশ্চিয়ান রিয়েলের কোলে বসে বাচ্চাটা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে দিল। মিসেস রিয়েল তার কোল থেকে খপ্ করে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে জামার বোতাম খুলে দুধ খাওয়াতে লাগল। এ বাড়িতে যতক্ষণ রইল ততক্ষণ

সে মায়ের বুকের ওপর শুয়ে চুষে চুষে দুধ খেল আর মাঝে মাঝে ফুঁ দিয়ে দুধ ছিটতেও লাগল। এমন কি মিসেস রিয়েল যখন চিলেকোঠায় গেল বিছানাটা দেখতে তখনো সে দুধ খাওয়া বন্ধ করল না।

এক ফাঁকে বিছানার ঢাকনাটা তুলে ফেলে কম্বলগুলো টিপেটিপে দেখে নিয়ে মিসেস রিয়েল বলল, "সত্যি ভাই, তোমার সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে অনেক। সন্তান হওয়ার আগে আমিও এসব জিনিস ব্যবহার করতাম।" ঠেলা মেরে ছেলেটাকে অন্য বুকের দিকে সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ওদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, "আসছে রবিবার গিলকে নিয়ে তোমাকে কিন্তু আমাদের বাড়ি আসতেই হবে, ভাই। প্রত্যেক রবিবার কিটি-ই সাধারণতঃ আমাদের বাইবেল পাঠ করিয়ে শোনায়। উইভাররা আসে। কখনো কখনো মার্ক ডিমুথও এসে যোগ দেয়। একবার তার বউও এসেছিল। কিন্তু ছেলেপেলেগুলো বড্ড বেশি জ্বালাতন করে তাকে। বছর দুই-এর মধ্যে আর আসেনি।" তারপর অর্থপূর্ণভাবে ফিসফিস করে সে-ই বলল, "কিটি অতি চমৎকার প্রার্থনা আবৃত্তি করতে পারে। যে-কোনো ধর্মযাজকের মতো চিৎকার করে প্রার্থনা করে সে। তার ধর্মভাবাপন্ন মুখ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবে।"

এক ঝাঁক পলায়নপর মৌমাছির মতো বেরিয়ে গেল ওরা। গিল বলল, "মৌমাছি নয়, একদল খরগোশের মতো। তবে হ্যাঁ, রিয়েল কিন্তু ধর্মপ্রবণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও খরগোশের মতোই ওরা। প্রত্যেকেই তাই—যে ভাবে বংশ বৃদ্ধি করে আর চারদিকে ছোটাছুটি ক'রে বেড়ায় তাতে ওদের খরগোশই বলা চলে।"

লানা বলল, "মনে হচ্ছে, মিসেস ডিমুথকে পছন্দ করে না কেউ। মহিলাটি কি রকম?"

"আমার ধারণা, ভালই। মিস্টার ডিমুথ তাঁকে স্কেনেকটাডি অঞ্চল থেকে বিয়ে করে এনেছেন। তাঁর বাপের বাড়ির লোকদের টাকাপয়সা আছে। মনে হয়, এখানকার লোকজনদের ভাল লাগে না তাঁর। স্থানিক সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন হচ্ছেন মার্ক। সেইজন্য ঘরসংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করেন তিনি।" বলল গিল।

আরো কয়েকটা দিন কেটে গেল। মিসেস ডিমুথ এলেন না। তারপর শেষ পর্যন্ত যখন দেখা করতে এলেন তখন তিনি তাঁর এই আসবার ব্যাপারটা

বেশ জোরাল ভাষায় প্রকাশ করলেন। ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করবার কাজে গিলবার্টকে সাহায্য করছিল লানা। ওর কাপড়-চোপড় যে ময়লা সে সম্বন্ধে মিসেস ডিমুথ তাকে সচেতন ক'রে তুললেন। শুধু তাই নয়, তাপ সম্বন্ধেও সচেতন হল সে। মিসেস ডিমুথ রৌদ্রের তাপ এড়ানর জন্য ছাতা মাথায় দিয়েছেন—প্যারাসল। প্যারাসল-এর রঙ গিয়েছে উঠে। এই রকম জঙ্গলে জায়গায় খুবই হাস্যকর লাগছিল দেখতে। মাথার চুলের ওপর সাদা টুপী বসিয়েছেন একটা। লানা যখন তাঁকে ভেতরে আসবার জন্য অনুরোধ করল তখন তিনি মাথাটা একটু নুইয়ে দিলেন। ঘরের মেঝের এক অংশে চুল্লী। তার পাশে শুধু একটাই চেয়ার ছিল। তিনি সেই চেয়ার জুড়ে গ্যাট হয়ে বসে পড়লেন। লানা বসল তার উল্টো দিকে নিচু একটা টুলের ওপর।

যথাসাধ্য বিনয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে করতে লানা বলল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—কি ব'লে যে ধন্যবাদ জানাব।"

"অমন কথা ব'লো না"—প্রতিবাদ করলেন মিসেস ডিমুথ। ছোট্ট একটা রুমাল দিয়ে নিজের মুখের ওপর মৃদু চাপড় মারতে মারতে বলতে লাগলেন তিনি, "আগেই আসতে চেয়েছিলুম। আসতুম নিশ্চয়ই। কিন্তু জানো তো সংসারে সাত রকমের ঝামেলা রয়েছে। কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য মাইনে দিয়ে একটা মেয়ে রেখেছি। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সে আসে। তার ওপর নজর রাখতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, ভাড়াটে লোকের হাতে কাজ ছেড়ে দিলে কাজের পরিমাণ আরো বাড়ে। তার চেয়ে বরং নিজে করা ভাল।"

গরম লাগছিল লানার। ক্লান্ত হয়েও পড়েছিল। তার উপর নিজের ওপর রাগও হচ্ছিল খুব। ভদ্রমহিলার কথা শুনে বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, "কি যে বলেন, মিসেস ডিমুথ!" কিন্তু বলতে পারল না। মাথা নাড়িয়ে তাঁর কথাটা বরং মেনে নিল।

মিসেস ডিমুথ জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যিকারের ভাল টি-পট ওটা। তাই না? উন্নত ধরনের মৃণ্ময় পাত্র। বোধহয় ওয়েজউড বলে?"

"তা জানি না," জবাব দিল লানা, "আমার মনে হয়, সাদা চীনামাটির টি-পট।"

"কি যে বলো!" লানার বদলে মিসেস ডিমুথই এবার মন্তব্য ক'রে

বসলেন। তাঁর গলার স্বর শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল লানার। আকস্মিক উত্তেজনায় চোখের তলা পর্যন্ত সারা দেহ লাল হয়ে উঠল। বসে বসে ঠোঁট কামড়াতে লাগল সে।

লানার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগলেন মিসেস ডিমুথ।

"সেই ধরনের একটা পালক তোমাদেরও আছে দেখছি," ময়ূরের পালকের দিকে ছাতাটা তুলে ধরে বলতে লাগলেন তিনি, "একগোছা আমাদেরও ছিল। কিন্তু যেভাবে ধুলো জমে ওতে, সে এক বিশ্রী ব্যাপার।"

জবাব দিল না লানা, তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু। একটু পরেই তিনি উঠে পড়লেন। সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে তোমার কি ভাল লাগছে, মিসেস মার্টিন?"

"ভাল লাগছে। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

"বিয়ের ঠিক পরেই ভাল লাগতে বাধ্য। কিন্তু আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন খুবই বিষণ্ণ লাগত আমার। কি বিচ্ছিরি সব ক্যাবিন! আমরা অবিশ্যি আমাদের ঘরগুলোতে তক্তা মেরে দিয়েছি। তাতে খানিকটা কাজ হয়। কিন্তু বনজঙ্গল দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। তার প্রথম কারণ, এমন একটা নিস্তব্ধ ভাব যে নিজের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়। তারপর দুনিয়ার সব শব্দ শুনতে পাবে রাত্রিবেলা। ব্যাঙ আর পতঙ্গেরা আওয়াজ করে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার!" এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন তিনি। শীর্ণ আর গোমড়া ধরনের মুখটা ছেলেমানুষের মতো এমন ভাবে কুঞ্চিত হয়ে উঠল যে, লানা মুহূর্তের জন্য কষ্ট বোধ করল। মিসেস ডিমুথ আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "এর ওপর এখন আবার এই আতঙ্ক-জনক যুদ্ধ শুরু হল। আমার আত্মীয়স্বজনরা সবাই রাজার দিকের লোক। কি যে ব্যাপার ঘটছে কিছুই জানি না। মার্ক আবার একজন রাজবিরোধী-দলের সভ্য—পুরোপুরি হুইগ। স্থানিক সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন। কমিটিতেও বসে। সে নিশ্চয়ই সব কিছু খবর রাখে। কিন্তু সে যখন এখানে উপস্থিত থাকে না, ভয়ে মরে যাই আমি। মার্ক বলে, বিরুদ্ধদলের সেনাবাহিনী এসব জায়গা দখল ক'রে নিতে পারে। পশ্চিম থেকে আসবে ওরা। আমাদের হারকিমারে স'রে যাওয়ার কথা বলে সে। অবিশ্যি মিস্টার বাট্‌লার আমার

কোনো ক্ষতি করবেন না—কিন্তু আমি ভয় পাই বড় ইণ্ডিয়ানদের। ওরা যে কি করবে জোর করে কিছু বলা যায় না। প্রত্যেকবারই মার্ক যখন মিটিঙে যোগ দিতে যায় আমি তখন একলা থাকি..... "

তাঁর কণ্ঠস্বর যেন হাওয়ার ওপর ভর দিয়ে ভেসে চলল।

শেষ পর্যন্ত লানা অভিমত প্রকাশ করল, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। নিঃসঙ্গ বোধ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে মেয়েদের কিছু করবার নেই।" ভদ্রমহিলার মনে থেকে দুশ্চিন্তাটা দূর করবার চেষ্টা করল লানা। তারপর সে-ই আবার বলল, "আমাদের মত না নিয়ে ট্যাক্স ধার্য করবার অধিকার কারো নেই।"

"বোধহয় তোমার কথাই সত্যি," বললেন মিসেস ডিমুথ। "আমি ঠিক জানি না। তবে ন্যায়সংগত বলে মনে হচ্ছে না—অর্থাৎ চা-এর দামের কথাই বলছি।"

দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যিকারের খাঁটি চা যদি খাও তা হলে টনিক খাওয়ার কাজ করবে। আমাদের ওখানে অবশ্যই একদিন এসো। চা খেয়ে যেও। সত্যিই কিন্তু এসো, মিসেস মার্টিন। কথা বলবার মতো একজন মহিলাকে এখানে খুঁজে পেলাম ব'লে খুবই আনন্দ হচ্ছে।"

"ধন্যবাদ—"চাপা কণ্ঠে কথাটা ব'লে ফেলল লানা।

"একটা কথা তোমায় বলে যাচ্ছি ভাই," বলতে লাগলেন মিসেস ডিমুথ, "চাষ আবাদের কাজে অতো বেশি গতর খাটিয়ো না। ও হচ্ছে গিয়ে পুরুষের কাজ। ওরা এখানে আমাদের নিয়ে আসে আর কাজের মধ্যে আটকে রাখে। আমি বলছি, ওদের কাজ ওরাই করবে। মনে রেখো, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রান্ত তুমি। আর শরীরের ওপর চাপও পড়েছে খুব। আমার বাড়ি একদিন এসো।"

বেরিয়ে গেলেন মিসেস ডিমুথ।

ঘরে গিয়ে লানা ফিরে এল না ব'লে গিলবার্ট খবর নিতে এসে দেখল, হাঁটুর ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। দরজার কাছ থেকে অস্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করল গিল, "কি হয়েছে? মহিলাটি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ক'রে গেলেন নাকি?"

অশ্রুসিক্ত চোখে লানা ওর দিকে দৃষ্টি তুলে বলল, "তিনি বললেন যে,

তোমার সঙ্গে মাঠে গিয়ে আমার কাজ করা উচিত হয়নি। আমি নাকি অতিমাত্রায় ক্লান্ত হয়েছি।"

"হয়তো সত্যি কথাই বলছেন তিনি", সন্দিগ্ধ মনে গিল বলল, "তুমি যদি ক্লান্ত না হয়ে পড়তে তা হলে এখন কাঁদতে বসতে না।" আত্মরক্ষার জন্য যেন গিল চেষ্টা করছিল, "আমি তো বলেছিলাম আজ আমার সঙ্গে তোমার কাজ করতে আসার দরকার নেই। ঝোপজঙ্গল সাফ করাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টের কাজ।"

"আমার কাছে এটা কিছুই নয়," বলতে লাগল লানা, "গায়ে আমার শক্তি আছে। কাজ করতে চাই আমি। তোমার সঙ্গে বাইরে থাকতে চাই—এছাড়া আমার আর কি কাজ আছে।" উপেক্ষার দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখতে দেখতে বলল, "এইটুকু জায়গায় ঝোপজঙ্গল সাফ করতে আমার মতো একটি মেয়ের আধবেলাই যথেষ্ট।" গিলের অস্বস্তিপূর্ণ মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে পালকটার ওপর চোখ পড়ল লানার। বলে উঠল সে, "বুঝলে গিল, উনি বলে গেলেন, পালকটা নাকি এমন একটা বিশ্রী জিনিস যে, ওতে শুধু ধুলো জমে।"

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না গিলের। আনাড়ির মতো লানার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে চুম্বন করল ওকে।

লানা বলল, "আমি তাঁকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারতাম। এখানে কাজ করতে ভাল লাগে আমার। তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাই। কাজ যদি থাকে তাহলে ভয় পাই না আমি।"

"ভয় পাওয়ার কি আছে? তোমাকে কি আমি দেখা-শোনা করছি না?"

"আমি ঠিক জানি না গিল। অবিশ্যি ইণ্ডিয়ানদের কথা ভাবছি না। সত্যিই বুঝতে পারছি না আমি।"

চোখো-চোখি হতেই হেসে ফেলল দু'জনে।

"মনে হচ্ছে আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। ভদ্রমহিলাটিব সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত ভেবেছিলাম জায়গাটা কতো ভাল।" নাক মুছে লানাই বলল আবার, "কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। বাড়ির জন্য মন পোড়েনি। তোমার কাজে সাহায্য করবারই চেষ্টা করছিলাম।"

"অনেক সাহায্য করেছ আমায়। ঐ স্ত্রীলোকটিই দেখছি গণ্ডগোলের সৃষ্টি

করে গেল। পরের সপ্তাহে যে সৈন্যসমাবেশের দিন ধার্য হয়েছে মার্ক নিশ্চয়ই তার বউকে বলেছে।" জানালার ভেতর দিয়ে গিলবার্ট তাকিয়ে রইল বনের সেই ছায়াচ্ছন্ন সবুজ প্রান্তের দিকে।

"সৈন্যসমাবেশের দিন ধার্য হয়েছে?" জিজ্ঞাসা করল লানা।

"হ্যাঁ। আমাদের চারজনকে স্কাইলারে চলে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে ড্রিল করতে হবে। কথাটা আগে আমি ভেবে দেখিনি।"

"তোমাকে যেতেই হবে?"

"হ্যাঁ। না গেলে পাঁচ শিলিং জরিমানা দিতে হবে। জরিমানা দেওয়ার মতো অবস্থা আমার নয়। ভাবছি আগামীকাল ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করে এ সম্বন্ধে কথা বলব।"

॥ ২ ॥

ক্যাপটেন ডিমুথ

পরের দিন সকালবেলা ডিমুথের সঙ্গে দেখা করতে গেল গিলবার্ট মার্টিন। ডিমুথদের যদিও ছেলেমেয়ে নেই, তবু ওরা দু'-ক্যাবিনের বাড়িতে বাস করে। ঘরগুলো এতো বড় যে সত্যিকারের বাড়ির মতো মনে হয়। চারদিক জুড়ে এতো বেশি কাঁচের শার্সি লাগিয়েছে বলেই বোধহয় ঐরকম মনে হয়। এমন কি চিলেকোঠার ছাদের প্রান্তস্থ দেওয়ালের ত্রিকোণ অংশেও শার্সি বসানো। ঘরের ভেতরটাও পাইন কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। একতলায় রান্নাঘর। বসবার ঘরও একতলায়। ক্যাপটেন এখানে তার মেহগনি কাঠের লেখবার টেবিল রেখেছে। ক্যাবিনের দুই অংশের মাঝখানে একটা হল্—এ যেন বনের মধ্যে জমিদারের বাসভবন বলে ধারণা জন্মায়।

আলাদা একটা ছোট্ট ক্যাবিনে বাস করে বুড়ো ক্লেম কপারনল। ডিমুথের খামারে মজুর খাটে সে। একা লোক। মেজাজটা ভারি খিটখিটে। ভুট্টা খেতে কাজ করছিল সে। ওখানেই তার সঙ্গে দেখা হতে গিল জিজ্ঞাসা করল, "ডিমুথ কোথায়?"

বিরক্তিসূচক মনোভাব করে বুড়ো আঙুল তুলে বলল সে, "ঐ ওখানে অফিসে বসে চিঠি লিখছেন তিনি।"

বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল গিল।

মিসেস ডিমুথ তখনো এসে উপস্থিত হয়নি। বাড়ির চাকরানী ন্যানসি টেবিল থেকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার এঁটো বাসন-কোসন পরিষ্কার করছিল। পিঠের ওপর দিয়ে লম্বা বিনুনিটা ঝুলে পড়েছে। বড় বড় নীল চোখ দুটিতে তার বোকার মতো অর্থহীন দৃষ্টি।

"গুড মর্নিং, মিস্টার মার্টিন—" চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে গিলের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আবার সে টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাও? ভেতরেই আছেন তিনি।"

গিল ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইঁটের তৈরি চুল্লীটির পাশ দিয়ে রান্নাঘরটা পার হয়ে এসে হল্-ঘরটায় উপস্থিত হল। বাড়ির দুই অংশের মাঝখানে যোগাযোগ রেখেছে এই হল্-ঘরটা। এখানে দেওয়ালের গায়ে হরিণের শিং-এর মুখে ডিমুথের রাইফেল আর শিকার করবার বন্দুকগুলো ঝুলে রয়েছে। ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল গিল। প্রতিটি রাইফেল আর বন্দুকের সঙ্গে একটা করে বারুদ রাখার ফ্লাস্ক আর গুলি রাখার থলি। বসবার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে টোকা মারল গিলবার্ট।

"ভেতরে এসো।"

দরজা খুলল গিল।

ক্যাপটেন ডিমুথ ছোটখাটো আর পাতলা ধরনের দেখতে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে। মাথার চুল আর চোখ দুটি কালো। মেহগনি কাঠের টেবিলটার সামনে বসে ছিল সে। ডিয়ারফিল্ডের সবাই তার টেবিলটাকে একটা বিস্ময়কর বস্তু বলে মনে করে। এটাকে ক্যাবিনের মধ্যে ঢোকাতে লোক লেগেছিল তিনজন।

"হ্যালো গিল," সম্ভাষণ করে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল, "বলো, তোমার জন্য কি করতে পারি আমি?"

আসল বক্তব্যটা এড়িয়ে গেল গিল। বলল, "সৈন্যসমাবেশের দিনটার কথা জানতে এলাম।"

"বুধবার। তুমি তো জানতেই।"

"হ্যাঁ, জানতাম।" বলল গিল।

"আসল বক্তব্যটা কি বলো তো?"

মেঝের দিকে মুখ নিচু করে গিল বলল, "কথাটা আগে আমি ভেবে দেখিনি, মিস্টার ডিমুথ। কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমাদের সকলেরই সেখানে যাওয়া উচিত?"

মৃদু হেসে ক্যাপটেন বলল, "বিয়ে করার জন্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ঠেকছে। তাই না?" চেয়ারেরর গায়ে হেলান দিয়ে বসে পা দুটো সে ছড়িয়ে দিল লম্বা করে। হালকা ওজনের আঁট জুতো পরেছে পায়ে। হাত এবং পাগুলো তার ছোট ছোট। এই সম্বন্ধে মিসেস ডিমুথ প্রায়ই সন্তোষজনক অভিমত প্রকাশ করেন। ডিমুথ নিজেও তাতে খুশী বোধ করে। গিল তার দিকে চোখ তুলে তাকাল আবার। মনে হল, ভ্যালিতে নেমে যাওয়ার জন্য কাপড়-চোপড় পরে প্রস্তুত হয়ে আছে সে। গায়ে একটা নীল কোট লাগিয়েছে এবং শার্টের কলারের ওপর জড়িয়ে রেখেছে লেসের একটা গলবন্ধনী।

গিল বলল, "হ্যাঁ, বিয়ে করার জন্যই ব্যাপারটা এখন অন্যরকম ঠেকছে।"

"তোমার স্ত্রী কি ভয় পেয়েছেন?"

"তা তিনি বলেন না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্যাপটেন ডিমুথ বলল, "আশা করি সারার চেয়ে তোমার স্ত্রীর শক্তি এবং সাহস খানিকটা বেশি। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। সারা বলছিল, সে না কি মিসেস মার্টিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সাংঘাতিক সুন্দরী নাকি তোমার বউ। অভিনন্দন গ্রহণ করো।"

"ধন্যবাদ।" বলল গিল। ভাবল, এছাড়া অন্য কিছু ওর বলা উচিত ছিল কিনা। লজ্জিত ভাবটা দমন করে রাখবার চেষ্টা করছিল। তারপর হঠাৎ ওর মনে হল। ক্যাপটেন যা বলল তার স্ত্রী সত্যি সত্যি সেই রকম অভিমতই প্রকাশ করেছে কিনা।

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ক্যাপটেন বলল, "গিল, আমার মনে হয় সকলেরই যাওয়া উচিত। আমাদের যা কর্তব্য তা আমরা করবই। স্কাইলার আর আমাদের মাঝখানে উলফ রয়েছে। বন্দুক নিয়ে আমরা সৈন্যসমাবেশ যোগ দিতে যাচ্ছি তা যদি সে দেখে তাতে ক্ষতি হবে না। এবং স্কাইলার আর হারকিমারের মাঝখানের কোনো কোনো লোক যদি আমাদের সৈন্যসমাবেশ অনুষ্ঠান দেখতে পায় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই।"

"কার কথা বলছেন, সার ?"

গিলবার্টের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করল, "কে হতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?"

"শুমেকারের চটির কথা আমি জানি।" একটু থেমে গিল বলল, "কিন্তু আমি ভেবেছিলাম কমিটিতে সে-ও আছে।"

"হ্যাঁ, কমিটিতে আছে সে। অনেকেই কমিটির সভ্য। কিন্তু বছর দুই আগে এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজপক্ষের লোক ছিল। শুমেকার রাজার হয়ে বিচারকের কাজ করেছে। বাটলারের হাতের লোকও সে। এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন কংগ্রেস আর রাজার দলের মধ্যে যত না যুদ্ধ হবে তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের লড়াই করতে হবে বাটলার আর জনসনদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসকে ওরা গ্রাহ্য করে না এবং আমিও গ্রাহ্য করি না রাজার দলের লোকদের। কিন্তু মোহক ভ্যালির সবচেয়ে ভাল জমিতে আমরা উপনিবেশ স্থাপন করেছি বলে আমাদের ওপর দারুণ ঘৃণা ওদের। সেই কারণেই মাথা খারাপ হয়ে আছে ওদের।" টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা মেরে ডিমুথই বলল, "বোসো, গিল।"

বসে পড়ল গিলবার্ট। বলল, "হ্যাঁ সার, আপনার কথাই ঠিক। এবং সেই কারণের জন্যই কি মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের কারো কারো এখানে থাকা উচিত নয় ?'

"হয়তো থাকা উচিত।" চিন্তান্বিত ভাবে ক্যাপটেন ডিমুথ সাদা পর্দার ফাঁক দিয়ে চতুর্দিকের বনের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করল সে, "কিন্তু তোমাকে যদি আমরা রেখে যাই এখানে তাতে কি লাভ হবে ? তুমি একা। কথাটা ভেবে দ্যাখো।"

নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে চেয়ে গিল বলল, "মেয়েদের এখানে ফেলে যাওয়ার কি অধিকার আছে আমাদের ?"

"অধিকার বলতে কিছুই নেই। অবিশ্যি ঐদিক থেকে যদি ব্যাপারটা বিচার করো তবেই তোমার কথা মানতে হয়। আমি জানি সৈন্যসমাবেশের দিনে বিশেষ কিছু করবার থাকে না আমাদের। কিন্তু সময়টা ভাল কাটবে তাও তো কম কথা নয়।"

"তা হলে আমি যাব। জরিমানা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, মিস্টার

ডিমুথ। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না, আমি যদি জরিমানা দিতে না চাই তা হলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করার অধিকার অন্যের কি করে থাকে। ঠিক এই কারণেই কি আমরা যুদ্ধ করতে নামি নি? আমাদের কাছে জিজ্ঞেস না করে ট্যাক্স ধার্য করেছে বলেই তো যুদ্ধ করছি আমরা। তাই নয় কি?"

"সরকারী ভাবে তাই। কিন্তু গিল, এখানে যদি আমাদের যুদ্ধ করতেই হয় তা হলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই যুদ্ধ করব আমরা।"

"তবে আমরা কেন নিজেদের বাড়িতে থেকে প্রাণ বাঁচাই না?" বিরুদ্ধা-চরণের মনোভাব সৃষ্টি হল গিলের। ভাবল, জোরজবরদস্তি করেও ক্যাপটেন ডিমুথ কেন যে ওকে নিয়ে যেতে চাইছেন তার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারছে না সে। বলল গিল, "আমার নিজের কাজে যতক্ষণ না কেউ বাধার সৃষ্টি করছে ততক্ষণ আমি জানতে চাই না কে এখানে কর্তৃত্ব করছে। ঝোপজঙ্গল কেটে জমি তৈরি করতে হবে আমায়। আমার স্ত্রী রয়েছে, তার ভরণপোষণের কথা আমাকেই ভাবতে হবে। আমি তাকে এমন জায়গায় ফেলে রেখে যেতে চাই না যেখানে একদল রেড ইণ্ডিয়ান এসে উৎপাত করতে পারে। এবং তাদের বাধা দেওয়ার জন্য একজনও কেউ থাকবে না।"

গম্ভীরভাবে গিলের দিকে চেয়ে ক্যাপটেন ডিমুথ বলল, "শোনো, গিল। সেরকম কোনো গণ্ডগোলের সম্ভাবনা যদি থাকত তা হলে কি ভাবচ আমি আমার স্ত্রীকে ফেলে যেতাম এখানে?"

"না, তা আপনি হয়তো ফেলে যেতেন না।" ক্যাপটেনের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই গিলবার্ট জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু গণ্ডগোল যে হবে না তা আপনি জানবেন কি করে?"

"জানাই তো আমার কাজ। বলছি শোনো। সবাই জানে যে, ভ্যালি দিয়ে আজকাল অদ্ভুত ধরনের লোকজন যাওয়া আসা করছে। খবর নিয়ে যাওয়া-আসা করে তারা। এই ধরনের যুদ্ধে এমন কিছু লোক থাকবেই যারা যে-কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করবে। কেউ কেউ দু'পক্ষকেই খবর জোগাচ্ছে। শুমেকারের চটির মতো আরো কয়েকটা ঘাঁটি আছে ওদের। ইচ্ছা করলে তাদের কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। ওদের মধ্যে অনেকেই নায়েগ্রা আর অলব্যানি দু'জায়গা থেকেই মাইনে পায়। কিন্তু আমাদের দু'চার জন লোক

আছে যাদের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি। পশ্চিম অঞ্চলের খবর সংগ্রহ করাই হচ্ছে আমার কাজ। খবর পাওয়ার পর পরীক্ষা করে দেখি কোন খবরটা সত্যি। স্পেনসার হচ্ছে আমাদের একজন বিশ্বস্ত লোক।"

"সেই ওনাইদা উপজাতির লোকটি ?"

"হ্যাঁ। এখন সে ওসওয়েগো অঞ্চলে কোথাও আছে। অন্য একজন হচ্ছে গিয়ে জিম ডিন। সে আছে মণ্ট্রিয়লের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায়। অন্যান্যদের সঙ্গে এদের দু'জনের খবর আমি মিলিয়ে দেখি। এই মুহূর্তে এখানে বসে কোথায় কি ঘটছে সে সম্বন্ধে আমি যা বলে দিতে পারি, অলব্যানির কর্তৃপক্ষ তা পারবে না। আমি জানি, চ্যামপ্লেন হ্রদে কার্লটন একটা নৌবহর তৈরি করছে। এবং সকলেই জানে যে, আমাদের সে টিকোন-ডেরোগায় হটিয়ে দিতে চায়। তার অর্থ হচ্ছে যে, কানাডা আর আমাদের সীমান্ত থাকছে না এবং দিনের আলোর মতো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজরা আগামী গ্রীষ্মের মধ্যেই অলব্যানি দখল করবার চেষ্টা করবে। তা করতে গেলে ওদের আগে মোহক ভ্যালি অধিকার করতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি, সার।" বলল গিল।

"তোমার মনের দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যই এসব কথা বললাম তোমায়। কিন্তু একটা কথাও যেন ফাঁস করে দিয়ো না। ওরা আমাদের সব সময়েই বলে আসছে যে, ইণ্ডিয়ানরা হানা দেওয়ার আগে আমাদের দলবদ্ধ হওয়া উচিত। ইণ্ডিয়ানরা এখনো এসে হানা দেয় নি। স্কোহারী অঞ্চলে একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। কেউ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি ওখানে। আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত একবারও অক্রমণ হয় নি। কানাডার যত কাছে আক্রমণের সম্ভাবনাও তত কম। কিন্তু কেন, তা কি তুমি ভেবে দেখেছ ?"

মাথা নাড়িয়ে গিল বলল, "না।"

"এক বছর আগে গাই জনসন কসবীর ওখানে ইণ্ডিয়ানদের একটা সভা ডেকেছিল। তুমি এখানে আসাবার কিছুদিন আগের ব্যাপার। একদিন বসে ওরা আলোচনা করল, তারপর চলে গেল স্ট্যানউইক্সে। সব উপজাতিদের দলপতিরা এসে যোগ দিয়েছিল সেখানে। যদিও গাই জনসন, ড্যানিয়েল ক্লস, হয়তো সার জনও ইণ্ডিয়ানদের লেলিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আক্রমণ করল না ওরা। স্পেনসারের খবর অনুযায়ী বাধার সৃষ্টি

করেছেন বাটলার। সে হচ্ছে গিয়ে সার উইলিয়াম জনসনের হাতের লোক। বাটলার জানত যে, শুধু একটা বড় যুদ্ধের সময়েই ইণ্ডিয়ানদের কাজে লাগানো ভাল। একবার যদি ওদের ছোট ছোট দলে রাশ ঢিলে করে দেয় তা হলে তাদের আবার একত্র করতে পারবে না সে। একটা সেনাবাহিনী এসে না পৌছনো পর্যন্ত বাটলার ওদের রুখে রেখেছে। আমারও সেই ধারণা। তুমি হয়তো বলতে পারো ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে যুদ্ধ করাতে চায় না সে। কিন্তু জার্মানদের বেলায় ঐ ধরনের ভদ্রতাবোধ কোনো বাটলারেরই থাকে না। পারলে সে আমাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দিত। কিন্তু বাটলার ভাল করেই জানে যে আমাদের মতো একটা জায়গায় এখানে-ওখানে একটা দুটো করে খামার যদি ধ্বংস করতে থাকে তা হলে কোনো কাজই তাতে হবে না। খুঁটে খুঁটে কাজ করার চেয়ে এক কোপে একবারে নিখুঁতভাবে মূলোচ্ছেদ করার পক্ষপাতী সে। ঐ হচ্ছে গিয়ে আইরিশদের চরিত্র।"

নিঃশ্বাস ফেলল গিল। বলল সে, "আপনি তা হলে বলছেন যে, এ বছর গণ্ডগোল কিছু হবে না। কিন্তু আগামী বছর মুশকিল হবে আমাদের।"

"ঠিক তাই," বলতে লাগল ক্যাপটেন, "ওরা ভাবছে যে, এখানে যত বড় সেনাবাহিনী পাঠাতে পারবে টিকোনডেরোগার রক্ষীবাহিনী তত বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে।" বাঁকা হাসি হেসে সে-ই বলতে লাগল, "কিন্তু একটা কথা ওরা ভাবছে না যে, অলব্যানি, ফিলাডেলফিয়া কিংবা নিউ ইংল্যাণ্ডের লোকেরা এমন কোনো ঝুঁকি নেবে না যার ফলে নিজেদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তুমি কি জানো আমাদের ওরা কি নাম দিয়েছে, গিল? স্কেনেকটাডির পশ্চিম অঞ্চলটাকে ওরা 'জংলী জার্মান'দের দেশ বলে।"

"তা হলে আমাদের ভালমন্দের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই। স্বদেশভক্তি এবং মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখে লিখে আমাদের পাঠায় ওরা। বলে যে, আমরা যেন ওদের কাছে কোনোরকম সাহায্য চেয়ে না পাঠাই। এবং নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে বলে। আমাদের ওরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। ঐ সব জঘন্য প্রকৃতির ইয়াঙ্কীগুলো নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরুতে চায় না। ওরা ভাবে যে, অলব্যানির পশ্চিমে ভাল মন্দ পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে বারুদ পাঠাতে পর্যন্ত অনিচ্ছুক। এমন কি গুলি তৈরির জন্য সীসাও দেয় না। এই তো ধরো

স্কেনেকটাডি আর আমার বাড়ির মাঝখানে যাদের যাদের বাড়িতে জানালায় কাঁচের শার্সি বসানো আছে তাদের শার্সির পাতগুলো খুলে ফেলবার হুকুম দিয়েছে হারকিমার। না ভাই, আমাদের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। তারপর যুদ্ধ যদি জিততে পারি তাহলে কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাবার চেষ্টা করব আমরা। আমার বিশ্বাস, কাজট খুব সহজ হবে না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, এই সব ইয়াঙ্কী ব্যবসাদারেরা বারো পারসেন্ট করে ব্যবসায় লাভ করতে পারছিল না বলে যুদ্ধের ঝামেলা শুরু করেছিল। উপনিবেশের লোকদের উত্তেজিত করে তোলবার জন্য স্ট্যাম্প ট্যাক্সের ছুতো তুলল। স্ট্যাম্প ট্যাক্সের জন্য কে এতো মাথা ঘামাচ্ছিল বলো? তুমি নিজে কতটুকু পয়সা খরচ করেছ স্ট্যাম্প ট্যাক্সের বাবদ?"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন অপনি," বিস্মিতভাবে গিল বলল, "এই নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নি আমি।" ক্যাপটেনের দিকে পুনরায় মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল সে, "ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার কি দরকার আমাদের?"

"যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন বাটলার আর জনসনরা যদি জিততে পারে তা হলে ওদের মতো লোকেরাই ক্ষমতার আসন দখল করে বসবে এবং আমাদের কাছ থেকে কড়ায়গণ্ডায় ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্য প্রাণ বার করে দেবে।"

গিল বলল, "হ্যাঁ, তা ঠিক।" সে দেখল এতো আলোচনার পরেও যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছে। অথাৎ সৈন্যসমাবেশে তাকে যোগ দিতে হবেই। উঠে পড়ল ক্যাপটেন ডিমুথ। মনে হল আর কিছু তার বলবার নেই। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গিল অনুভব করল ক্যাপটেন ওর হাতটা চেপে ধরেছে।

"ভয় পেয়ো না তুমি" ক্যাপটেন বলল, "তোমার স্ত্রীও যেন ঘাবড়িয়ে না যান। পশ্চিম আর উত্তর অঞ্চলে আমার নিজের লোকেরাই পাহারা দিচ্ছে। তুমি কি ব্লু ব্যাকের নাম শুনেছ?"

"আপনি সেই বুড়ো ইণ্ডিয়ানটির কথা বলছেন কি? ঐ যে-লোকটা শীতকালে কানাডা-পাখি শিকার করে বেড়ায়?"

"হ্যাঁ। তার বিশ্বস্ততার দায়িত্ব নিয়েছে মিস্টার কার্কল্যাণ্ড। উত্তর দিকটার ওপর নজর রাখছে সে। এ বছর যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তা হলে ঐ দিক থেকেই শুরু হবে বলে আমার ধারণা।"

॥ ৩ ॥

খামার

বাড়ি ফিরে এসে গিল মার্টিন দেখল যে, কাপড় কাচার সাবান ধার করবার জন্য মিসেস রিয়েল এসে অপেক্ষা করছে।

"বুঝতে পারছি না, কি করে সাবান সব ফুরিয়ে গেল।" কোলের বাচ্চাটা এক হাতের ওপর রেখে বলতে লাগল সে, "অবিশ্যি এই ধরনের একটি সংসার ঘাড়ে নিয়ে মানুষ আর কি যে করতে পারে বুঝতে পারছি না।"

গিলবার্ট বলতে চেয়েছিল, "নিজের জিনিস নিজেই তৈরি করে নিন, ধার করার অভ্যাসটা সারা জীবনের মতো ত্যাগ করুন।" তা না বলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে সে বিরক্তিকর স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে রইল আর বিষণ্ণ মনে লক্ষ্য করতে লাগল একটা ফাটা পেয়ালায় করে মেপে মেপে সাবান দিচ্ছে লানা।

"মিস্টার ডিমুথের বাড়ি গিয়েছিল গিল।" ওদের দু'জনের মনের অশান্তি দূর করবার উদ্দেশ্যে উৎফুল্লভাবে কথাটা বলল লানা। সে জানে মিসেস রিয়েলকে এতো সব জিনিস ধার দেওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করে না গিল।

সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জাহির করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল মিসেস রিয়েল। মন্তব্য করল সে, "সত্যি ভারি দুঃখের কথা, মার্ক ডিমুথের মতো একটি ভাল মানুষকে দেখাশোনা করবার জন্য ঘরে একজন উপযুক্ত স্ত্রীলোক নেই।"

"গিল, মিস্টার ডিমুথের সঙ্গে দেখা হল?" তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল লানা।

"হ্যাঁ," বলল গিল, "ভ্যালিতে নেমে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। বললেন, সৈন্যসমাবেশের দিন হচ্ছে বুধবার।"

বিস্মিত বোধ করবার ভঙ্গী করে মিসেস রিয়েল বলল, "আমাদের বাড়ি গেলে না কেন? এখান থেকে কাছে হতো। কিটি তোমায় বলে দিতে পারত। একটা নোট বইতে ওসব কথা লিখে রাখে সে। কিটি ভারি নিয়মনিষ্ঠ মানুষ।"

উত্ত্যক্ত বোধ করল গিল। বলল, "সৈন্যসমাবেশের দিনটা যে কবে তা আমি জানতাম। অন্য কাজ ছিল তাঁর কাছে।"

"তুমি কিন্তু প্রথমে তা বলো নি", খোস-মেজাজে বলতে লাগল মিসেস রিয়েল, "কি কাজের জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলে তা অবিশ্যি আমাকে বলবার দরকার নেই। তাতে আমি কিছু মনে করব না।"

বলল বটে মনে করবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বসে রইল। ওঠবার নাম নেই।

গিল জানে, রসিকতার মেজাজটা তাকে যদি পেয়ে বসে তা হলে দুপুর পর্যন্ত এখানেই বসে থাকবে সে। খানিকটা জোর করেই যেন সহজ ভাবে কথা বলবার চেষ্টা করল গিল। বলল সে, "মিস্টার ডিমুথকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম মেয়েদের পাহারা দেওয়ার জন্য এখানে কোনো দেহরক্ষী রেখে যাব কি না।"

হো হো করে হেসে উঠল মিসেস রিয়েল। প্রাণখোলা হাসি।

বাচ্চার নাকটা নিজের ব্লাউজের ওপর ঘষে দিয়ে মিসেস রিয়েল বলল, "দেহরক্ষী? তা যা বলেছ! সে যখন সৈন্যসমাবেশে যোগ দিতে যায় আমি তখন নিশ্চিন্ত বোধ করি। আমার ধারণা, শুধু একটা দিনের জন্য এমন কিছু ভয়ের কারণ নেই। অবিশ্যি যে ভাবে সে গলা পর্যন্ত মদ গিলে বাড়ি ফেরে তখন যদি পা না ভাঙে তবেই। কিটির মতো একজন ধর্মভীরু লোকের পক্ষে এটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সৈন্যসমাবেশের দিনগুলোতে কী সাংঘাতিক ভাবে মদ খায় সে। কিন্তু কিটি বলে যে, যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ, আর ধর্ম হচ্ছে ধর্ম। এবং এই দুটো ব্যাপারই নরক-সমস্যা নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামায়।"

"মিস্টার ডিমুথ কি বললেন, গিল?" জিজ্ঞাসা করল লানা।

"তিনি বললেন যে, আমাদের সেখানে গিয়ে যোগ দেওয়া উচিত। আপাতত গণ্ডগোলের কোনো সম্ভাবনা নেই।"

চাকার মতো ঘুরে গিয়ে গিলবার্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। মিসেস রিয়েলও উঠে পড়ল। বলল সে, "ভাই লানা, সাবানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার যখন এদিকে আসব তখন ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

তাকে বেরিয়ে যেতে দেখল লানা। তারপর ছুটে চলে গেল গিলবার্টের কাছে। গিলবার্ট তখন বাড়ির পেছন দিকে খাঁড়ির ধারে একটা তিন অ্যাকরের ফালি জমিতে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছে। জমির ওপর আড়া-আড়িভাবে গাছ কেটে ফেলে রাখছিল সে। শরৎকালে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছে। আগস্ট মাসের আবহাওয়া ভারী। সেই জন্য

কুড়ুলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু লানা যখন ওকে দেখতে পেল, তখন সে প্রচণ্ডভাবে কুড়ুল মারছিল গাছে। এক একটা কোপের সঙ্গে সঙ্গে ফলা-র অর্ধেকটা ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। মুহূর্ত কয়েক গিলবার্টের দিকে সতর্কদৃষ্টিতে চেয়ে রইল লানা। উদ্বিগ্ন বোধ করল সে। ওখানে দাঁড়িয়েই ডাকল, "গিল।"

গাছের গুঁড়িতে কোপ বসিয়েছিল গিলবার্ট। সেই অবস্থায় কুড়ুলটা ফেলে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। মাথা আর ঘাড়ের ওপর ঘাম জমেছে প্রচুর। ঘামের বিন্দু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে বাহু থেকেও। নতুন পরিষ্কৃত মাটির ওপর কড়া রোদ পড়েছে। খড়কুটো পোড়ার মতো গন্ধ উঠছে মাটি থেকে—দম আটকে আসবার উপক্রম। যেন নিজে থেকেই বনজঙ্গল পোড়াবার কাজটা যে-কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে।

এ পর্যন্ত যা কাজ করেছে সেই দিকে দৃষ্টি ফেলে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। মানসচক্ষে দেখতে পেল, পরিষ্কৃত জমিটুকু যেন এরই মধ্যে একটা খামারের রূপ নিতে শুরু করেছে। শস্য উৎপাদনের এই জমিটুকুতে আগামী বছর গম লাগানো হবে। আজ থেকে দু'বছরে মধ্যে গমের জন্য অন্ততঃ আট অ্যাকর জমি তৈরি করা চাই। খামার থেকে যদি একবার একশ বুশ্‌ল্ গম উৎপাদন করতে পারে কৃষক, তাহলে আর ভয় থাকে না তার। ভয়ের সময়টা কাটিয়ে ওঠে সে। তখন সে ধরে নিতে পারে বছরে শ-দুই ডলার আয় হবে তার। একটা গোলাবাড়ি তৈরির কথাও ভাবতে হবে তাকে। যেখানে সে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেই ঢালু মুখে গোলাবাড়িটা তৈরি করবে। পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী গোলাবাড়ি হবে এটা। গবাদি পশুর উৎপাদন ও চারণের জন্য জায়গাটা একদিন প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তারপর কাঠের ফ্রেম দিয়ে একটা বাড়ি তৈরির প্ল্যান করবে ওরা।

কিন্তু গিলবার্ট জানে, মেয়েরা কাঠের দেওয়ালের ভেতর এবং মেঝের তলায় জিনিসপত্র রাখে। লানার মত মেয়ের একটা সত্যিকারের বাড়ি দরকার। ওকে যখন বিয়ে করে তখন সে এসব ব্যাপারগুলো ভেবে দেখে নি এবং সৈন্যসমাবেশের দিনটাতে যে ওকে একা-একা ফেলে যেতে হবে এখানে সেই সম্বন্ধেও চিন্তা করে নি। শুধু বিয়ে করলেই হল না। বিয়ের পরে যে নানারকমের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় তেমন কথা আদৌ সে ভেবে দেখে নি।

এবার বেশ তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল লানা, "গিল।"

কাজ করবার উপযোগী জামাকাপড় পরেছে লানা। বেশ সুন্দর পাতলা ধরনের পা ছুটো খালি, কালো চুলের বিনুনিটা পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কোমর জড়িয়ে ধরে এক হাত দিয়ে ডেইজি ফুলের বোঁটার মতো ওকে ওপর দিকে তুলে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট হাল্কা বলে মনে হল ওর।

মাটির ওপর সজোরে পদাঘাত করল লানা। সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ধুলো পাউডারের মতো লেগে গেল পায়ের গোড়ালিতে। বলল সে, "কথা বলো। পাগলের মতো আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না। যেন কালা হয়ে গিয়েছ! কি ভাবছ তুমি ?"

"ভাবছিলাম আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে জায়গাটা কেমন দেখাবে।"

এমন অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল ওকে যে হাসি সংবরণ করতে পারল না লানা। বলল সে, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি, গরু ভর্তি একটা গোলাবাড়ির কথা কল্পনা করেছিলে তুমি।"

"গরু নয়, ঘোড়া। আর ভাবছিলাম, তোমার জন্য একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করবার মতো অবস্থা হতে সময় লাগবে আমার। তোমার কাছে সময়টা কতো দীর্ঘ মনে হবে।"

"কেন, এই ক্যাবিনটা দোষ করল কি ? এটা কি সুন্দর নয় ?"

"হ্যাঁ, সুন্দর। কিন্তু আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো একটা সুন্দর বাড়ির জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছ।"

"হ্যাঁ, তা হয়তো লালায়িত হয়ে উঠব। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে অতো বেশি চিন্তা করবে তুমি। আমি যদি কখনো অসন্তুষ্ট বোধ করি তা হলে তোমায় আমি বলব। এবং বলতে এক মুহূর্তও দেরি করব না।" একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে লানা জিজ্ঞাসা করলো, "এবার বলো মিস্টার ডিমুথ সত্যি সত্যি কি বললেন ?"

"ঐ মহিলাটির সামনে যা বলেছিলাম তাই। তিনি বললেন যে, আমার যোগ দেওয়া উচিত। তাঁকে বলেছিলাম, এখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা। ছেড়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর।" ক্যাপটেনের কথাগুলো লানার কাছে পুনরাবৃত্তি করল গিলবার্ট।

"এই ব্লু ব্যাক লোকটি কে ?" জিজ্ঞাসা করল লানা।

"একজন বুড়ো ইণ্ডিয়ান। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়।"

"নামটা ভারি মজার।"

"হ্যা. মজার তা ঠিক। আমার অনুপস্থিতির সময় কখনো যদি এখানে এসে হাজির হয় তা হলে লোকটির সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রো, লানা।"

"নিশ্চয়ই। ভাল ব্যবহার কেন করব না?"

"ইণ্ডিয়ানরা যে কি ধরনের মানুষ তা তো তুমি জানো।"

"অর্থাৎ মাতাল হয়ে থাকে।"

"একজন ইণ্ডিয়ানের পক্ষে মদ সে কমই খায়।" লানার দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞাসা করল গিল, "এখানে একলা থাকতে ভয় করবে না তো?"

"না।"

"মিসেস উইভারের ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে পারবে।"

"হয়তো যাব, কিংবা মিসেস রিয়েলের ওখানেও যেতে পারি। যাই, তোমার খাবার তৈরি করতে হবে।"

"উইভারদের বাড়িতেই আমার জন্য অপেক্ষা করো। কখন ফিরব তার কিছু ঠিক নেই। যদি সময় পাই তা হলে দোকান থেকে যা হোক কিছু একটা কিনে আনব তোমার জন্য।"

হেসে উঠে লানা বলল, "আমার জন্য? কিচ্ছু লাগবে না আমার। হে ভগবান! আমাকে নিয়ে এখনো তোমার ছেলেমানুষি বন্ধ হবে না?

"তোমার সম্বন্ধে আমি রীতিমতো পাগল।" দাঁত বার করে হাসল গিল।

"ওসব কাজ করবার সময় এখন নয়," বলল লানা, "এখন কি করব তাই শুধু বলো?"

"যদি কাজ করতে চাও তা হলে গাছের ছেঁটে-ফেলা ডালগুলো টেনে এনে গুঁড়িগুলোর ওপর ফেলে রাখো।"

কাজ করতে আরম্ভ করল লানা। কাটবার সময় যেখানে পড়েছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছে গুঁড়িগুলো। মাঠের এমাথা থেকে সেমাথা পর্যন্ত পড়ে রয়েছে, মাঝখানে ফাঁক নেই। কোথাও কোথাও একটা গুঁড়ি অন্যটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কাটা ডালগুলো টেনে টেনে গুঁড়ির ওপর ফেলে রাখতে লাগল লানা। ডালের আগাগুলো বার করে দিল পুব দিকে। শরৎকালে যখন

পোড়াবার কাজ শুরু হবে তখন পশ্চিমের হাওয়ায় গুঁড়িগুলোতে ভাল করে আগুন ধরবে।

নিঃশব্দে কাজ করছিল ওরা। রোদের তাপ আর ধুলোয় দু'জনেরই দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হচ্ছিল। দৈহিক পরিশ্রম করতে করতে লানার চিন্তাশক্তি যখন ভোঁতা হয়ে গেল তখন সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে, স্ত্রীলোকের বাহ্যিক সৌন্দর্য ম্লান হয়ে এলে তার স্বামী তাকে গিলের মতো ভাল-বাসতে পারে কি না। একটু পরে এই চিন্তাটাও মন থেকে মুছে গেল ওর। শুধু কাজ করে চলল সে।

দুপুরবেলা কাজ বন্ধ করে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আবার ওরা বেরিয়ে এল রোদে। ক্যাবিন থেকে এক ঝাঁক মাছি বেরিয়ে এল ওদের পেছনে পেছনে। তারপর ফিরে গেল আবার। কিন্তু গাছগাছড়ার মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই অন্য একটা ঝাঁক এসে ছেঁকে ধরল ওদের। কাটা ডালের পাতাগুলো এরই মধ্যে রসশূন্য হয়ে নেতিয়ে পড়েছে।

এইভাবেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। সূর্যাস্তের পরে গরুটাকে ধরে নিয়ে এসে দুধ দোয়াতে বসে লানা। গরুটা দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করেছে। রাত্রিবেলা শুধু দশ ছটাক দুধ দিচ্ছে এখন।

তারপর রাত্রির খাবার তৈরি করতে বসে লানা। খেত থেকে কয়েকটা কাঁচা ভুট্টা নিয়ে এসে তার দানা বার করে পিষে ফেলে দুধের সঙ্গে সেদ্ধ করে নেয়। দুধ থেকে বৈঁচিফল আর বুনো পেঁয়াজের গন্ধ বেরয়। যতক্ষণ রান্নাঘরে বসে কাজ করে ততক্ষণই গিলের কুড়ল মেরে গাছ কাটার শব্দ শুনতে পায় সে।

ঘর্মাক্ত হয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে গিল। দু'জনে একসঙ্গে চলে যায় খাঁড়ির দিকে। জামাকাপড় খুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খাঁড়ির জলে স্নান করে ওরা।

লানার কাছে প্রতিটি রাত্রিই জীবনের এক-একটা নতুন আরম্ভ বলে মনে হয়। পরে অবিশ্যি ক্লান্ত বোধ করে। পিঠের দিকটা ব্যথা করতে থাকে। কিন্তু পরিচ্ছন্ন বোধ করে সে। যখন খেতে বসে তখন আবার ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কর্মচাঞ্চল্যের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। খাঁড়ির স্রোতহীন হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে গিলের উলঙ্গ হয়ে স্নান করার উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যটা তবু ভাসতে থাকে ওর চোখের সামনে। এমনকি অন্ধকার ঘরে যখন পালকটার দিকে চোখে তুলে

তাকায় তখনো পালক আর ওর চোখের মাঝখানে গিলের ঋজু দেহের সাদা আকৃতিটা দেখতে পায় লানা। রোদে ঝলসানো মুখ আর হাত অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায় না, দেহের শুধু সাদা ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দু'একটা কথা বলতে এবার শুরু করে এরা। বিশেষ একটা গাছ সম্বন্ধে কথা উঠল—গাছটাকে কাটতে রীতিমতো কষ্ট হয়েছে। হয়তো বা বলল যে পতঙ্গগুলো এমনভাবে ঘোড়াটাকে কামড়ে দিয়েছে যার ফলে ঘাড়টা ভীষণভাবে ফুলে উঠেছে বেচারীর। তারপর পেয়ালায় তাদের সেই মহার্ঘ লবণের খানিকটা নিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে নেয় গিল। ঘোড়ার ঘাড়ে ঘষে দেবার জন্য লবণ-জল নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। লানা তখন এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে ফেলে। তারপর আবার যখন ফিরে আসে, তখন ওরা নির্বাক হয়ে থাকে। ভদ্রতার খাতিরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে দু'জনে।

সারাটা দিন মাঠের কাজে কিংবা রান্নার কাজে লানা ব্যস্ত থাকলেও, ওরা যখন শয্যা গ্রহণ করে তখন গিলবার্টের কাছে সে শুধু লানা মার্টিন, আর কিছু নয়। এক সময় ওর নাম ছিল লানা বোর্স্ট, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা।

॥ ৪ ॥

সৈন্যসমাবেশের দিন

মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে দরজার ওপরে গোঁজের মুখ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে আনল গিল।

"মিষ্টি তেলটা কোথায়?" লানাকে জিজ্ঞাসা করল সে।

"মিষ্টি তেল? তুমি বরং চালাঘরটার শেলফের ওপরে খুঁজে ছাখো। ওখানে কোথাও হয়তো রেখে দিয়েছি। বড্ড দুর্গন্ধ ছাড়ছিল।"

কোনো কথা না বলে চালাঘরটায় গিয়ে ঢুকে পড়ল গিল। এখানে বসে লানা শুনতে পেল, দুমদাম আওয়াজ করছে সে আর বিড়বিড় করে নিজের মনে কি যেন বলছে। কিন্তু একটু পরেই তেলভর্তি মাটির পাত্রটা হাতে নিয়ে ফিরে এল গিলবার্ট।

"হ্যাঁ, খারাপ গন্ধই ছাড়ছে।" কথাটা বলে লানার কাছে বসে পড়ল সে।

হু'পায়ের মাঝখানে উনোনের সামনে মেঝের ওপর পাত্রটা রেখে দিল। হাতে করে একটা গরম কাপড়ের নোংরা টুকরো নিয়ে এসেছিল। "সৈন্যসমাবেশের ব্যাপারে জর্জ উইভার সাবধানী মানুষ। কিন্তু তাকে দেখে তুমি বুঝতে পারবে না। সত্যি বলছি বুঝতে পারবে না," চোরাগোপ্তাভাবে লানার দিকে এক পলক দৃষ্টি দিয়ে বলতে লাগলে সে, "আমাদের হু'জনকে দেখে তুমি কি বলতে পারবে যে, জর্জ উইভার আমার ওপর একজন সার্জেন্ট?"

গিলের দিকে না চেয়ে লানা বলল, "আমার মনে হয় তোমার চেয়ে জর্জ উইভার সার্জেন্ট হিসেবে ভাল। অল্পতেই তোমার মেজাজ বিগড়ে যায়। তোমার ঐ হুর্গন্ধ তেলটা সরিয়ে রেখেছিলাম বলে যে-ভাবে রেগে উঠেছিলে—"

"একে তুমি রাগ বলো! তা হলে সৈন্যসমাবেশের দিন সে যে কি সাংঘাতিকভাবে গালাগালি আর শাপান্ত করে তা তোমার গিয়ে শোনা উচিত, লানা।"

"আমাকে সে গালাগালি করবে না।"

"তোমাকে গালাগালি করবে তা কে বলল?" একটা লোহার শিকের মাথায় নেকড়ার টুকরোটা জড়িয়ে নিয়ে বন্দুকের নলটা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছিল গিল। নাকের সামনে নেকড়াটা বার করে এনে পরীক্ষা করে দেখল। না, মরচে ধরেনি। লোহার শিকটা মেঝের ওপর ফেলে রেখে লানার মাথায় আদর করে মৃত্যু আঘাত করল সে।

"ওরকম ক'রো না," বলে উঠল লানা। দেহতে মোচড় দিয়ে ওর হাতের বাইরে সরে এসে বলল, "বারুদের গন্ধের মতো আমার গা থেকেও গন্ধ বেরুবে।"

বন্দুকের নলটা মুছতে মুছতে গিলবার্ট বলল, "সেরকম গন্ধ বেরুলেও আমি আপত্তি করতাম না।"

"গিল!" চিৎকার করে বলল লানা, "বিয়ের আগে তো এইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে না তুমি!"

"বিয়ের আগে তুমি তো আমার তেলের পাত্রটা যেখানে সেখানে ফেলে রাখতে না। ছাখো তো রাইফেলটা কী সুন্দর। তাই না?" বন্দুকটা তুলে ধরে বলল সে। "এটা আমি উলফের কাছ থেকে কিনেছি। অলব্যানি থেকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিল সে।" বন্দুকটা ঘুরিয়ে ধরে ঘোড়ার পেছন দিকের

লেখাগুলো পড়তে পড়তে গিলই বলল, "পিকস্বিলে তৈরী। নাম: জি. মেরিট, পিকস্কিল। এসো লানা, লেখাটা একবার দ্যাখো তুমি।"

হঠাৎ সে বন্দুকটার প্রতি ঈর্ষা বোধ করতে লাগল। অথচ ডিয়ারফিল্ডে যেদিন প্রথম এল লানা, সেদিন থেকেই দরজার ওপরে বন্দুকটাকে টাঙানো অবস্থায় দেখছে সে। এটা একটা জড় পদার্থ বলেই এতদিন ভেবেছে। কিন্তু গিল যখন হাতে তুলে নিল বন্দুকটা তখনি যেন তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল। যাই হোক, গিলের আদেশ মানবার জন্য মাথায় ওর সুবুদ্ধি এল। গিলবার্টের ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখল, বন্দুকের লেখাগুলো সুন্দরভাবে খোদাই করা রয়েছে। অবাক হয়ে ভাবল, যে-লোকটি এতো সুন্দরভাবে নামটা খোদাই করেছে সে নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে এসে বন্দুকটা একটি স্ত্রীলোকের মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করবার শক্তি অর্জন করবে।

নামটা দেখল বটে, কিন্তু প্রশংসা করল না লানা। বাঁটের গায়ে টোকা মেরে বলল, "কাঠটা খুব ভাল।"

রাগে লাল হয়ে উঠল গিলবার্ট। বলল, "গত শীতে নামটা আমি নিজেই খোদাই করেছিলাম। কালো আখরোট কাঠের টুকরোটা মার্ক ডিমুথ আমায় দিয়েছিল। শীতকালে প্রায় প্রতি রাত্রে বসে বসে বাঁটের ওপর নামটা খোদাই করেছি আমি।"

দরজার গায়ে গোঁজের মুখে বন্দুকটা আবার ঝুলিয়ে রাখল সে। লোহার শিকটা ঢুকিয়ে দিল ফুটোর মধ্যে। তারপর ঘরের চারদিকটা আরো একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ছোট কুঠারটা কোথায় রেখেছি বলতে পারো?"

"কেন, কুঠার দিয়ে কি করবে?"

"কালকে ওটা আমার দরকার হবে। ইণ্ডিয়ানদের ম'তো একটা কুঠার সঙ্গে রাখা নিয়ম। না পেলে বেয়নেট।"

"ও বুঝেছি," বলল লানা, "এখন আমি যা বলছি তাই শোনো, মিস্টার মার্টিন। এখানে চুপ করে ব'সো। যতক্ষণ না তোমার খাওয়া শেষ হচ্ছে ততক্ষণ উঠতে পারবে না। তারপর যা যা দরকার তোমার সব আমি খুঁজে এনে দেব।"

যাই হোক কুঠারঠা নিজেই খুঁজে পেল গিলবার্ট। তারপর জুতোজোড়া

পালিশ করল। খাওয়াদাওয়ার পরে লানার যা কাজ রইল তা হচ্ছে শুধু ওর শার্টটা খুঁজে আনা।

লানা বলল, "ভীষণ নোংরা হয়েছে জামাটা।"

"তা হোক। বন্দুকটা পরিষ্কার থাকলেই হল। সেই সঙ্গে চারটে চকমকি পাথর আর বারুদের সংস্থান থাকলেই নোংরা শার্টের জন্য কেউ মাথা ঘামাবে না।"

"আমি মাথা ঘামাব। ওখানে যতদিন যাবে ততদিন ভাল জামাকাপড় পরতেই হবে তোমায়। ওরা যখন দেখবে যে প্রত্যেকদিন সেই একই শার্ট পরছ আর গত সৈন্যসমাবেশের দিনের পরে জামাটা কাচা হয়নি তখন আমার সম্বন্ধে তারা কি ভাববে বলো তো?"

বন্দুকের নল পরিষ্কার করবার নেকড়াটা যেমনভাবে গিলবার্ট তার নিজের নাকের কাছে তুলে ধরেছিল লানাও ঠিক তেমনিভাবে জামাটা ওর তুলে ধরে গিলের দিকে চেয়ে ভেঙচি কাটলো।

তারপর জামাটা লোহার কড়াইয়ের মধ্যে গুঁজে দিয়ে দু'তিনখানা কাঠ উনোনের ভেতর দিল ঠেলে। শার্ট-টা সেদ্ধ করতে বসল সে। শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হল বটে; কিন্তু মলিন ভাবটা গেল না। শণপাটের সুতো দিয়ে তৈরী মোটা কাপড়ের শার্ট। তাতে বাদামী রং লাগানো হয়েছে। ঘাড়ের চারদিকে আর আস্তিনের তলায় আল্‌গা সুতোর মুখগুলো ঝালরের মতো ঝুলে রয়েছে। এটা ইস্ত্রি করা সহজ কাজ নয়। ইস্ত্রির কাজ শেষ হতে হতে ঘেমে উঠল লানা। গরমে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল কাপড় কাচা সাবানের গন্ধ।

অস্বস্তি বোধ করছিল সে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল গিলবার্টের দিকে। টুপির প্রান্তটা উল্টে দিয়ে গিল তখন খুব কষ্ট ক'রে ওপর দিকে বকেয়া সেলাই দিয়ে তিন জায়গায় আটকে রাখবার চেষ্টা করছিল।

"কি করচ তুমি?" প্রশ্ন করল লানা।

"আমাকে এমন সুন্দরভাবে সাজ-গোছ করাচ্ছ তুমি, তাই ভাবলাম যে, টুপিটাকেও একটু ফিট্‌ফাট্ ক'রে নিই।"

"গিল, তাহলে তোমার টুপিতে একটা ফিতে বাঁধা উচিত ছিল, একটা ব্যাজ দরকার।"

"হ্যাঁ, ভারি সুন্দর মানাত। কিন্তু তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ না?"

"না। আমি একটা ফিতে বেঁধে দেব। কি রং পছন্দ তোমার?"

"লাল-টাল কিছু—" বলল গিল, "আমাদের দলের নিদর্শন হচ্ছে লাল। জর্জ হারকিমারের অধীনে যে সেনাদলটি আছে তাদের পতাকার রং হচ্ছে গাঢ় লাল। ভারি সুন্দর।"

একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে দোতলায় উঠে গেল লানা। ট্রাঙ্ক হাতড়ে এক টুকরো লাল টুকটুকে সুতী কাপড় বার ক'রে নিয়ে এল সে। তারপর শান্ত মেজাজে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইল। লানা কাপড়টার মুড়ি ভেঙে ভেঙে বিনুনির মতো করে ফিতে সেলাই করতে লাগল। মুখ লাগিয়ে যখন কুটকুট ক'রে সুতো কাটে তখন মোমবাতির আলোয় সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠে।

"এটা এবার টুপিতে লাগাও।" আদেশ দিল লানা।

অপ্রতিভের মতো আদেশ পালন করল গিলবার্ট।

পরের দিন সকালবেলা নিচে নেমে যাওয়ার সময় ওকে আরো বেশি সুন্দর বলে মনে হল লানার। বাসনকোসনগুলো ধোয়া হয়ে গেলে মিসেস উইভারের সঙ্গে দেখা করবে বলে কথা দিয়েছিল লানা। ঢালু পথের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছবার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই কথাটা গিলবার্ট ওকে মনে করিয়ে দিল।

ওপর থেকে চিৎকার করে লানা বলল, "হ্যাঁ, দেখা করতে যাব।"

হাত তুলে বিদায় জানাল গিলবার্ট। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল সে। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লানা। সকালের রোদ এই সবে গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তলার দিকে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। ফাঁকা জায়গায় তৈরী হচ্ছে ছোট ছোট আলোর দ্বীপ। তারমধ্যে জ্বল জ্বল করছে গত রাত্রের শিশিরবিন্দু। গিলবার্টের পায়ের চিহ্নগুলো কালো কালো দাগের মতো লেগে রইল পথের ওপর। লানা নিজের মনে ভাবল, "আমি বাজি ধরে বলতে পারি সারাদিনের মধ্যে গিল আমার কথা একবারও ভাববে না।"

কিঙস্‌রোডে পৌঁছে গিয়েছে গিলবার্ট। ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল ওখানেই ঝোপের পাশে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। দু'জন দু'জনকে এমন একটা অনমনীয় ভঙ্গীতে স্যালুট করল যেন বেড়ার দু'ধারে দুটো কুকুরের মধ্যে

সাক্ষাৎ ঘটল বুঝি। তারপর ওরা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল বনের দিকে।

সৈন্যসমাবেশের দিনটাতে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল একটি ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার স্ত্রী যেমন তাকে বাইবেল পাঠরত একটি ধর্মভীরু মানুষ বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বেড়ায় তখন আর সে তেমন মানুষটি থাকে না। ঘর থেকে ছাড়া পেলে সে যদি উড়োনচণ্ডীর মতো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তা হলে কেন যে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল ঘরের মানুষদের কাছে একজন ধর্মভীরু মানুষ বলে ভান করে থাকে তার অর্থটা বুঝতে পারে না গিল। তার হাঁটার ভঙ্গীটা পর্যন্ত বদলে যায়। সমানভাবে পা ফেলে ধুলোর ওপর দিয়ে না চলে সে প্রতি পদক্ষেপে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে চলে। যখনি ওরা বনের মধ্যে পুরোপুরি আড়াল হয়ে গেল তখনি সে গিলবার্টের ঘাড়ের ওপর সশব্দে একটা চাপড় মেরে বলল যে, গিল একজন সাংঘাতিক রকমের ভাল লোক।

"আপনাকেও তো খারাপ লোক বলে মনে হয় না।" রসিকতার সুরে মন্তব্য করল গিল।

দু'হাতের কনুই দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সুন্দর পাখাওয়ালা জেই পাখির মতো হাঁটতে লাগল রিয়েল।

"না, খারাপ লোক আমি নই," স্বীকার করল সে, "কিন্তু ভাই, মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে শুধু ভাল জামাকাপড় পরলেই চলে না। অন্য কিছু দরকার। তোমাকে ধোপদোরস্ত ভদ্রলোক হতে হবে। এ শুধু গলার চারদিকে লেস বাঁধা কিংবা নাক ঝাড়বার জন্য পকেটে রুমাল রাখা নয়। যা বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।"

"বুঝতে পারছি বলে মনে হয় না।"

"পারবে, ভাই পারবে। ও জিনিস তোমার আছে। যে-মেয়েটি তোমায় বিয়ে করেছে তার কথা ভেবে দ্যাখো। লানা আপেলের চেয়েও বেশি সুন্দর। কিন্তু আমি তাও বলতে চাইছি না। প্রকৃতপক্ষে কে বিয়ে করতে চায় বলো? ভদ্রব্যক্তিরা বিয়ে করে, আবার করেও না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সুযোগ পেলেই মেয়েদের পেছনে ছোটাছুটি করে।" মরচে-ধরা গাদা বন্দুকটা ঘাড়ের ওপর তুলে ফেলল সে। হেঁচকা টান মেরে টুপির প্রান্তটা চোখের ওপর

নামিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "কগনাওয়াগাতে গিয়ে যেসব গল্প শুনতাম, তাতেই সতর্ক হলাম আমি। ভদ্রবংশের ছোঁড়ারা যে ভাবে দেশগাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়—সে যেন প্রজননের জন্য নিযুক্ত একপাল অশ্বের মতো। একটা চোদ্দ বছরের মেয়ের পর্যন্ত রক্ষে নেই। খাটুনির কাজ শেষ করে উঠতে না উঠতেই ভয়ে মরে যে, ঐ ছোঁড়াদের মধ্যে কেউ বুঝি ষাঁড়ের মতো পিছু ধরল ওর। বুঝলে ভাই, এই দলের মধ্যে সার জন এবং ওয়ার্নার বাটলারও আছে। শুধু কি ওরা? ক্লস, গাই জনসন, কস্‌বি এবং পুরো দলটি। সারা বছরই লেগে থাকে। বেশির ভাগ সময় ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুগুলির আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করে—নয়তো সাকানডাগার ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।"

গিল বলব, "ওসব গল্প কিছু কিছু আমি শুনেছি। কিন্তু তার অর্ধেকও বিশ্বাস করিনি।"

"বিশ্বাস করোনি? তা হলে তুমি একটি বোকা লোক। সবাই জানে সার জন যখন মিস ওয়াটস্‌-কে বিয়ে করল তখন সে ফোর্ট-এর মধ্যে ক্লেয়ার পুটনামের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো পাপের জীবন যাপন করছিল। এমন কি সার উইলিয়াম জনসন পর্যন্ত ঐ ধরনের কুকাজ করে বেড়াত। সেই উইজেনবার্গ স্ত্রীলোকটি যতদিন না আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছিল ততদিন তাকে বিয়েও করেনি সে। মানুষ যেমন বিছানার চাদর কেনে তেমনি সহজভাবেই সার জনসন তাকে শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য কিনে এনেছিল। তখন তার দু'জন ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক ছিল। ব্র্যান্ট-এর বোনের আগে অন্য একজন। ভগবান জানেন আরো ক'টা মেয়েলোক পুষত সে। জোনাব ক্যাসল-এ জ্যাকসনদের মুখের দিকে একবার শুধু চেয়ে দেখবে। তা হলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কি মজার। ও-বাড়িতে যে-সব বাচ্চা-কাচ্চা জন্মেছে তাদের জনসন বলে ডাকা হয়। আর বাইরে যারা জন্মেছে তারা সবাই জ্যাকসন। সে বলে, তা না হলে মোহক ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অনেক লোকদেরই ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হতো তার। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সে বুঝতে পেরেছিল।"

"দেখুন, তিনি একজন মহান্ ব্যক্তি ছিলেন," বলল গিল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে ক্যানাডায় পালিয়ে যেতেন না"।

"হ্যাঁ, হয়তো মহান্ ব্যক্তিই ছিলেন। কিন্তু নরক সৃষ্টির উপযুক্ত লোক ছিলেন তিনি।"

"ভদ্র বংশোদ্ভূত লোকেদের কাছে ওটা একটা শখের ব্যাপার।"

"শখের ব্যাপার! হ্যাঁ, এই কথাটাই মনে করবার চেষ্টা করছিলাম আমি," জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল বলল, "আহা, এমন শখ ভগবান আমার কিছুটা যদি মিটিয়ে দিতেন।"

হো হো করে হেসে উঠল গিল।

ওরা যখন কসবীর ম্যানরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন উলফ আর তার স্ত্রী নিশ্চয়ই দোকানঘরে বসে প্রাতঃরাশ খাচ্ছিল। কারণ তখনো চিমনি দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। দোকানদার কিংবা স্ত্রীলোকটির পাত্তা নেই, শুধু গুটি দুই ইণ্ডিয়ান ঘুমন্ত, দুটি বেড়ালের মাতা চালাঘরটার সামনে রোদের মধ্যে বসে রয়েছে।

"ওরা কারা?" ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল রিয়েল।

"জানি না", জবাব দিল গিল, "কখনো দেখিনি আগে।"

"চেয়ে ছাখো, এই সবে মাথা কামিয়েছে ওরা।"

"তাই তো দেখছি।"

"তোমার কি মনে হয় রঙ মেখেছে লোক দুটি।"

"বলতে পারি না। মুখে অন্ততঃ মাখেনি।"

ওদের দিকে ভাল করে একবার চেয়ে দেখল গিল। যে-সব মোহকদের সে দেখেছে তাদের মতো গাট্টাগোট্টা নয় এরা। কিন্তু ওনাইদা উপজাতির লোক বলেও মনে হচ্ছে না। এতো কালো যে, ওনাইদা কিংবা মোহক নিশ্চয়ই হতে পারে না। এরা রোগা, দেখলে মনে হয় খেতে পায় না। কম্বল মুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসে রয়েছে যে, দুটো সাপের মতো মনে হচ্ছে গিলের।

পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সে বলল, "গুড মর্নিং।"

মুখ দিয়ে দিয়ে ওরাও "গুড মর্নিং" বলল বটে, কিন্তু মাথা একটুও নড়ল না ওদের। কটা চোখগুলো ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গপ্রতঙ্গ নড়ছে না। ছোট এবং উজ্জ্বল চোখ দিয়ে ওরা সৈনিক দু'জনকে চালাঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল।

একটু পরেই বনের মধ্যে ঢুকে পেছন দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে রিয়েল আবার জিজ্ঞাসা করল। 'ওরা কে বলো তো, গিল ?"

"বলতে পারব না। মনে হয় কায়ুগা উপজাতির লোক। কিংবা সেনেকা হওয়াই বেশি সম্ভব। কিন্তু সঠিকভাবে বলতে পারি না।"

ভীতকম্পিতভাবে গভীর শ্বাস টানল রিয়েল।

"ইস্ ভগবান," বলল সে, "কী সাংঘাতিকভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল ওরা। আমি শুনেছি যে, সেনেকা আর এরি উপজাতির লোকেরা নর-মাংস খায়।" চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে রিয়েলই আবার বলল, "এখুনি আমাদের ডিমুথকে গিয়ে বলতে হবে যে, উলফের বাড়ির সামনে দু'জন সেনেকা বসে রয়েছে। কে জানে কি মতলব ওদের। নিশ্চয়ই ওরা নায়েগ্রা থেকে এসেছে। জন বাটলার নায়েগ্রাতেই আছে। ও গিল, সে হয়তো এখানেও থাকতে পারে। দেখলে না, উলফ কি রকম জানালা দরজা বন্ধ করে বসে আছে।"

"সব সময়েই বন্ধ থাকে," বলল গিল, "তা থেকে কোনো কিছুই প্রমাণ হয় না।"

"গোড়া থেকেই উলফ রাজার দলের লোক। সে নিজেই তা বলত," পেছন দিকটা দেখে নিয়ে রিয়েল বলল, "প্রথমেই আমাদের গিয়ে ওদের এই খবরটা দিয়ে দিতে হবে।" মনের মধ্যে ব্যাপারটা গেঁথে গিয়েছিল ওর।

ডিমুথের অধীন ট্রায়ন কাউন্টির স্থানিক সেনাবাহিনীর চতুর্থ রেজিমেন্টের সৈনিকরা নদীর অগভীর অংশের উল্টো দিকে কাস্ট-এর গোলাবাড়ির বেড়ার ধারে এসে জড়ো হয়েছে। সংখ্যায় এরা পঁচিশ জন। ভবঘুরেদের মতো খানিকটা অস্বস্তির ছাপ পড়েছে এদের চোখে-মুখে। একজন যদি কোনো কারণে হেসে ওঠে তা হলে আরো দু'তিনজন তার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে হাসতে আরম্ভ করে দেয়। তারপর থুথু ফেলে একজন অন্যজনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ে থাকে জর্জ উইভারের দিকে। বেড়ার একটু নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল সে।

উইভার বলল, "ক্যাপটেন আজ আসেনি। আমার কাছে ঘড়ি নেই। ওহে, তোমরা কেউ বলতে পারো ক'টা বাজল এখন ?"

"এখনো সময় হয় নি।"

"নিশ্চয়ই দশটা বেজে গিয়েছে," বলল উইভার, "কেউ দেরি করে এলে তাকে জরিমানা করার দায়িত্ব হচ্ছে আমার।"

"ঐ মার্টিন আর রিয়েল আসছে। ওরা ছাড়া আর কাউকে তো অনুপস্থিত দেখছি না। দেরি করার ওদের হয়তো ন্যায়সংগত কারণ আছে।"

ঠিক সেই সময় একটা বাদামী রঙের কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কাস্ট। "দশটা বাজতে দু'মিনিট বাকী," বলল সে, "ঘড়ি দেখে বলছি।"

কে যেন হেসে উঠে বলল, "কাস্ট যখন নিজে আসে তখন তার ঘড়ির সময়টাই হচ্ছে নির্ভুল সময়।"

মার্টিন আর রিয়েল এসে উপস্থিত হল।

সঙ্গে সঙ্গে রিয়েল চিৎকার করে ডাকল, "জর্জ।"

"কি বলো।" বলল উইভার।

"উলফের বাড়ির সামনে দু'জন সেনেকা বসে রয়েছে। মাথা কামিয়ে ফেলেছে ওরা। মনে হয় রঙ মাখবে। কে জানে বাটলার হয়তো ওখানে কোথাও ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"ওরা যে সেনেকা তা কি করে বুঝলে ?" খিটখিটে মেজাজে প্রশ্ন করল উইভার। সৈন্যসমাবেশের কাজে কোনো রকম বিঘ্ন ঘটে তা সে চায় না। ক্যাপটেন উপস্থিত নেই। অতএব সমস্ত দায়িত্ব এখন তার ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

"জর্জ, তোমাকে কি আমি বলি নি ?"

ঠিক সেই সময় কাস্টের ঘড়িতে বিলম্বিত লয়ে নিজ থেকেই সাতটা বাজার শব্দ হল। যারা অপেক্ষা করছিল তাদের কানে ক্ষীণ একটা ধাতব আওয়াজের মতো এসে পৌছল।

"ওটা দশটা বাজার শব্দ," বলল কাস্ট, "এখানে আনবার সময় ঘড়িটার পেটের ভেতর কি করে যেন গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। তখন থেকে ঘণ্টাটা ঠিক মতো বাজে না।"

মুখ থেকে তামাকের পিণ্ডটা বার করে নিয়ে পেছন দিকে হাতের

মুঠোতে সযত্নে ধরে রেখে অন্য হাত দিয়ে একটা কাগজ চোখের সামনে তুলে এনে দ্রুতগতিতে কতকগুলো নাম ডেকে যেতে লাগল উইভার।

"অ্যাডাম হার্টম্যান—"

"উপস্থিত।"

"জিমস্ ম্যাকনড—"

"উপস্থিত।"

তালিকার তলা পর্যন্ত নামগুলো ডেকে গেল সে। মাঝে মাঝে কে একজন জবাব দিতে লাগল, "সে আসতে পারবে না, জার্মান ফ্ল্যাটে ময়দা আনতে গেছে···পেরী আজ বাড়িতেই আছে। ডাক্তার পেট্রি বলেছেন, আজ সকালে তার স্ত্রীর বাচ্চা হতে পারে···ঝোপজঙ্গলে কাজ করবার সময় খোঁচা লেগে পা কেটে গেছে তার।" ইত্যাদি।

বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রতিপালন করতে কবতে অনুপস্থিত ক্যাপটেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উইভার বলল, "সবাই উপস্থিত এবং গুণে দেখা হয়েছে।"

হঠাৎ সে নিজের হাতে তামাকের পিণ্ডটা দেখতে পেল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে পিণ্ডটা মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে ভারী গলায় গর্জন করে উঠল, "বন্দুক ঘাড়ে তোলো।"

বিশৃঙ্খলভাবে ওরা সবাই যার যার বন্দুক ঘাড়ে তুলে ফেলল। কেউ তুলল ডানদিকের ঘাড়ে, কেউ বা বাঁদিকের। ভুট্টা গাছের মতো গাম্ভীর্য অবলম্বন করে ওরা উইভারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। দু'জন কারো পোশাক একরকম নয়। কারো গায়ে বাড়িতে-বোনা কাপড়ের কোট কিংবা কারো গায়ে কালো কাপড়ের কোট। কেউ কেউ আবার গিলের মতো শিকারীর শার্ট পরেও এসেছে।

সম্মোহিতের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে রইল উইভার। ক্যাপটেনের অনুপস্থিতিতে সে বুঝতে পারছে না এর পর তার কি করা উচিত।

কে একজন বলল, "পরিদর্শনের কাজটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের কর্তব্য কি শেষ হয়ে যাবে না? এখানে এই ভীষণ গরমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।"

"নিশ্চয়ই।" বলল উইভার।

সৈন্যসারিটা পরিদর্শন করতে লাগল সে। মাঝে মাঝে এক-একজনের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। একবার সে একজনকে পা তুলে জুতোটা দেখাতে বলল।

"নতুন একজোড়া জুতোর তলি চাই তোমার। মার্সি, তোমাকে আমার জরিমানা করা উচিত।"

"ভেতরে কাগজ লাগিয়েছি।" বলল মার্সি।

"আইনানুসারে একমাস মার্চ করবার মতো জুতো মজবুত হওয়া দরকার।"

"সেরকম জুতা পায়ে থাকলেও অতো দূর পর্যন্ত আমি মার্চ করতে পারতাম না।"

"এটা হচ্ছে গিয়ে আইনের কথা।" রিয়েলের কাছে চলে এল উইভার। ওর দিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইল সে।

'দেখি, তোমার বন্দুকটা দাও।"

আদেশ পালন করল রিয়েল। বলল সে, "পরিষ্কার আছে, সার্জেণ্ট গতকাল আমি নিজহাতে পরিষ্কার করেছি।"

"দেখি, বন্দুকের নল পরিষ্কার করবার শিকটা একবার দাও তো।"

"নলের মধ্যেই ওটা আছে।" বলল রিয়েল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো পিটপিট করল একবার।

"না, নলের মধ্যে নেই।"

"হায় ভগবান, তা হলে বোধহয় বাচ্চারা কেউ বার করে নিয়েছে।"

"মার্টিন, তোমারটা দেখি।"

গিলের কাছ থেকে শিকটা নিয়ে নলের মধ্যে ভরে দিল রিয়েল। পুরো অর্ধেকটাও ঢুকল না। শিকটা আবার সে বার করে নিয়ে এল। তারপর বন্দুকটা মাটির দিকে উল্টো করে ধরে হাতের তালু দিয়ে নলের গায়ে জোরে জোরে জোরে আঘাত করল বার কয়েক। সীম, কড়াইশুঁটি, মটরশুঁটি ইত্যাদির বীচি ঝরে পড়ল নলের ভেতর থেকে। কে যেন হেসে উঠল হো হো করে। রিয়েল তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

বলল সে, "বাচ্চারা বীচিগুলো দিয়ে খেলা করছিল। আমি সেইজন্য খুঁজে পাইনি। ওরা বলল যে, বীচিগুলো সব ফেলে দিয়েছে। সত্যি বীচিগুলো লুকিয়ে রাখবার আর যেন যায়গা পেল না!"

রিয়েলের হাতে বন্দুকটা ফিরিয়ে দিয়ে উইভার বলল, "প্রাইভেট রিয়েলের বন্দুকের নল অপরিষ্কার বলে তাকে এক শিলিং জরিমানা করা হল।"

সেনাবাহিনী পরিদর্শনের কর্তব্য শেষ হল। হুকুম দিল উইভার, "লাইন ত্যাগ করে সরে যাও।"

এদিক-ওদিকে সরে গেল ওরা।

একজন বলল, "ওহে, আজ একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করলে কেমন হয়? আমার আবার বিঘে ছয় জমি আজ রাত্রের মধ্যেই তৈরি করতে হবে।"

"কথাটা কিন্তু মন্দ নয়।"

"কে জানে, এটা হয়তো আইনসংগত নয়।" বলল জুজ।

"আমাদের কিছু একটা করতে হবে তো।"

"এসো খেয়ে নিই আগে।"

মিসেস কার্স্ট ওদের জন্য রান্না করে রেখেছিল। মা আর দুটি মেয়েতে মিলে ছোটাছুটি করে খাবারগুলো সব বাইরে নিয়ে এল। সেই সঙ্গে দু'টা জাগে করে বীয়ারও এনে দিল। খড় শুকোবার মাঠে বসেই বীয়ার পান আর খাওয়া-দাওয়া শেষ করল ওরা। তারপর বাজি ধরার জন্য সবাই একসঙ্গে মোট টাকার একটা তহবিল খুলে ফেলল। পেরীর বাচ্চা ঠিক কোন্ সময়ে জন্মাবে তা যে বলতে পারবে বাজীর মোট টাকাটা সে-ই পাবে। এক একটা টিকিটের দাম হল ছ' পেন্স করে। রিয়েল কিনল দু'টিকিট। তাতে সবসুদ্ধ বারো শিলিং হল। দু' শিলিং রইল বাচ্চার জন্য আর বাকী দশ শিলিং বিজয়ী ব্যক্তির জন্য।

বীয়ার পান শেষ হওয়ার পর যারা একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক তারা বলল যে, মাঠের মধ্যে গিয়ে ওদের একবার পা মিলিয়ে মার্চ করা উচিত। সবাই ভাবল প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অতিকষ্টে বন্দুকগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা। পাশাপাশি তিন তিন জন করে দাঁড়িয়ে লাইন বেঁধে পা মিলিয়ে মার্চ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। গোলাবাড়িতে যখন ফিরে এল তখন ওদের ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা হয়েছে। কিন্তু বহুদিন পরে এতো ভালোভাবে মার্চ করতে পারল ওরা। তাদের মনে হল তারা যেন যথারীতি একটা উৎসব করছে।

গম্ভীরভাবে জিমস ম্যাকনড বলল, "বাজি রেখে বলতে পারি, যেমনভাবে কুচকাওয়াজ করলাম আমরা তাতে পুরো ইংরেজ সেনাবাহিনীটাকেই মেরে ধুলো করে দিতে পারতাম।"

উইভার স্বীকার করল, কুচকাওয়াজটা ভাল হয়েছে। মাঠের কোনা দিয়ে ওরা যখন আসছিল তখন ওদের দেখেছিল সে। সবাই ঠিক মতো পা মিলিয়ে মার্চ করছিল। শুধু রিয়েলই পারছিল না। কিন্তু এই অদ্ভুত ধরনের লোকটি পেছন দিকে ছিল বলে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি।

রিয়েল এবার দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সামনে। চোখ দুটো আরক্ত। বলল সে, "উলফের বাড়ির সামনে সেনেকা দু'জনকে যে দেখে এলাম তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করছ তোমরা? চলো না আমরা সেখানে একবার মার্চ করে যাই। গিয়ে দেখি কি করছে ওরা?"

উইভার ভাবল, গেলে মন্দ হয় না। উলফের বাড়ির কাছে গিয়ে সেনা-বাহিনীকে ভেঙে দিলেই চলবে। তাতে বাড়ি পৌছতে গিল, রিয়েল আর তার নিজের বেশিদূর হাঁটতেও হবে না। মার্চ করার হুকুম দিল উইভার।

মিসেস কাস্টের সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় টুপী খুলে ওরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করল।

॥ ৫ ॥

গ্রেপ্তার

দুই সারিতে এলোমেলোভাবে সৈন্যদলটি কিঙসরোড ধরে এগিয়ে চলল। গাড়ির চাকার চাপ পড়ে রাস্তার ওপর লম্বা দাগ পড়েছে। সারি দুটো দু'দিকের সেই দাগ বরাবর এগিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের মধ্যে বেশ খানিকটা হাসাহাসি হল, গল্পগুজবও চলল। উলফের দোকানে পৌছে ওরা যে কি করবে সে সম্বন্ধে কারো কিছু ধারণা নেই। একটা তামাশার ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল ওদের। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ঐ দোকানটাতে সারা-জীবনের মধ্যে দু'একবারই মাত্র গিয়েছে। উইভারকে জিজ্ঞেস করল ওরা, "উলফ কি দোকানে মদ রাখে?"

"রাখে বলে মনে হয় না আমার," জবাব দিল উইভার, "ওখানে সে বেশি

মদ মজুত রাখে কসবী তা চায় না। কারণ ইণ্ডিয়ানরা সবসময়েই সেখানে আসা-যাওয়া করে। শুধু বসন্তকালে মদ বেশি পরিমাণে মজুত করে রাখে। সেই সময় ওরা সলোম পশুচর্ম বিক্রি করতে নিয়ে আসে।"

কুঁজো হয়ে এমন কষ্ট সহকারে থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটছিল উইভার যে, মনে হচ্ছিল মাঠে বুঝি লাঙল দিচ্ছে সে। সে হচ্ছে মিতাচারী স্বভাবের মানুষ। সেই জন্যই বীয়ার পানের পর একটু নেশাগ্রস্ত হয়েছে। গরমও কম নয়। তার ওপর আবার সৈন্যসমাবেশের দায়িত্বও রয়েছে তার। প্রায় পুরো পথটাই ভাবতে ভাবতে এল যে, কসবীর ম্যানরে পৌঁছে কি করবে সে। তারপর দেখা গেল, ইস্কুল মাস্টার জিমস্‌ ম্যাকনডের মাথায়ই মস্তবড় একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "ইণ্ডিয়ানরা যদি ওখানে না থাকে তাহলে কি করব আমরা?" এই সম্ভাবনার কথাটা কেউ ভেবে দেখে নি। ম্যাকনড বলল, "ধরো টমসনের লোকেরা যদি ধারেকাছে কোথাও থাকে তা হলে বিপদ ঘটাতে পারে।"

"টমসন তার লোকজন নিয়ে একমাস আগেই সরে পড়েছে।" বলল রিয়েল।

হঠাৎ দেখা গেল, ইস্কুলমাস্টারের শীর্ণ আর হতবুদ্ধিকর মুখের ওপরে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি ফুটে উঠল। জিমস ম্যাকনড গরিব মানুষ। অত্যন্ত কষ্ট করেই জীবন যাপন করতে হয় তাকে। কোটের আস্তিন দিয়ে চোখের ওপর থেকে ঘাম মুছে বলল সে, "তা হলে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে আমরা যদি একবার দেখে আসি?"

"তাতে চুরির অপরাধ হবে না?" জিজ্ঞাসা করল গিল। মাথা নাড়িয়ে ম্যাকনড জবাব দিল, "না, হবে না। যুদ্ধের সময় তো নয়ই। ভ্যালিতে এই কাজই তো করে বেড়াচ্ছে ওরা। সার জনসন বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর জনসন-হলে ওরা ঢুকেছিল। কর্নেল ডেটনের রেজিমেণ্টে জার্মান ফ্ল্যাটের কয়েকজন লোক ছিল। তারাই সরাসরি ঢুকেছিল সার জনসনের বাড়িতে। তারা তো সেখান থেকে চুরি করে নি কিছু। ক্যাপটেন রস বলেছিল যে, ওসব হচ্ছে এখন বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি এবং কোন্‌ কোন্‌ জিনিস তার জন্য রেখে দিতে হবে তাও সে ওদের দেখিয়ে দিয়েছিল। রেখে দেওয়াকে তোমরা চুরি করা বলতে পারো না।"

কথাটা শুনে এদের ধারণা জন্মাল যে, এরাও যেন সত্যি সত্যি সামরিক কাজে নিযুক্ত হয়েছে। একজন সামরিক কর্মচারীর অধীনে পেশাদার সৈনিকরা যা করত ওরাও যেন তাই-ই করছে। এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই যেন করছে। পরে কাস্ট বলেছিল যে, কসবীর ওখানে পৌছবার আগেই নেশা ছুটে গিয়ে এতো বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছিল ওরা যে, বাড়িটার চারদিকের খোলা জায়গায় যদি ইংরেজ বাহিনী জড়ো হয়েও থাকত তা হলেও তারা দেখতে পেত না। কিন্তু মিসেস উলফকে ঠিক ঠিকই দেখতে পেল ওরা। ঠিক সেই সময় তিনি শস্য খেত থেকে একটা স্কোয়াস ফল বাচ্চার মতো হাতে করে এই দিকে হেঁটে আসছিলেন।

ওদের ওপরে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহজ প্রবৃত্তিবশেই ছুটতে লাগলেন তিনি। চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর বয়সের একটি স্ত্রীলোক এমনভাবে ছুটে আসতে লাগলেন যে, তাঁর ধবধবে সাদা-হয়ে-যাওয়া চুলের গুচ্ছ ভেঙে পড়ল ঘাড়ের ওপর। চুল বাঁধবার হাড়ের তৈরি কাঁটাগুলো বিরাট আকারের সাদা সাদা উকুনের মতো আলগাভাবে ঝুলতে লাগল এদিক-ওদিক।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুরো দলটি যখন উইভারের পেছনে সারি বেঁধে এসে দাঁড়াল তখন সে জিজ্ঞাসা করল, "মিসেস উলফ, আপনার স্বামী কোথায়?"

"জনের সঙ্গে কি দরকার তোমাদের?"

বেশ ভারীগলায় উইভার বলল, "আমরা স্থানিক সেনাবাহিনীর লোক, ডিউটি দিতে বেরিয়েছি। জন কোথায়?"

"আমরা তো কোনো ক্ষতি করি নি," উৎসাহহীন কণ্ঠে মিসেস উল্‌ফ বললেন, "জন এখন দোকানে আছে।"

"তাকে ডাকুন।" বলল উইভার।

আরো মুহূর্ত খানিক ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস উলফ। গিলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই একটু যেন লজ্জিত বোধ করল সে। কিন্তু তিনি কিছু না বলে দোকানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ওদের আগে আগে দেউড়িতে এসে ছোট্ট একটা ঘণ্টা নিয়ে ধীরে ধীরে বাজাতে আরম্ভ করলেন।

জন উলফের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

একটু পরেই ধূমপানের পাইপটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল জন উলফ।

পাইপে আগুন নেই। পাইপের মুখ থেকে পোড়া পোড়া কয়েকটা খড়ের টুকরো বেরিয়ে রয়েছে বলে ওরা বুঝতে পারল, তামাকের অভাব ঘটেছে তার। স্ত্রীর চেয়ে বয়সে মাত্র দু'-এক বছরের বড়। কিন্তু স্বাস্থ্য তার ভাল, গায়ের রং বেশী উজ্জ্বল। চোয়ালের হাড় থেকে দৃঢ় মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

"কি চাই তোমাদের?" জানতে চাইল জন উল্ফ। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করল না উল্ফ। সবাই জানে কোন্ দলের লোক সে। এই লোকগুলোকে একেবারে বোকা বলে ভাবল সে।

"সকালবেলা এখানে সেনেকা উপজাতির দু'জন ইণ্ডিয়ান এসেছিল। তারা কোথায়?"

"এখানে সেনেকা উপজাতির কেউ নেই।"

দলের পেছন সারি থেকে রিয়েলের গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে বলল, "নিশ্চয়ই আছে। আমি আর গিল তাদের দেখেছি। এই কাঠের চালাঘরটার সামনে ওরা বসে ছিল।"

"ও, তাদের কথা বলছ। ওরা সেনেকা উপজাতির লোক নয়। ওরা যে কারা তা আমি জানি না।"

"এখানে তারা কি করছিল?"

"গতকাল রাত্রে ওরা এসে উপস্থিত হয়েছিল। ক্ষুধার্ত ছিল খুব। গোলা ঘরে শুতে দিয়েছিলাম আর কিছু খাবারও দিয়েছিলাম খেতে। এদের আগে কখনো দেখিনি আমি।"

"তুমি তা হলে স্বীকার করছ যে, ওরা ওনাইদা কিংবা ফোর্ট হান্টারের মোহক উপজাতির লোক নয়?"

"আমি কিছুই স্বীকার করছি না। ওদের খানিকটা খাবার শুধু খেতে দিয়েছিলাম। ব্যস, আর কিছুই না। উইভার, ওদের নিয়ে তোমাদের এতো মাথাব্যথা কেন?"

"জন", রুদ্ধনিশ্বাসে তার হাত স্পর্শ করে মিসেস উলফ বললেন, "রাগ করো না, জন।"

"চুপ করো—" ধমকে উঠল সে, "এই সব ওলন্দাজ বর্বরগুলোর কি অধিকার আছে আমার বাড়ির মধ্যে ঢোকবার?"

"আমরা এখন ডিউটি দিচ্ছি। এই সব অঞ্চলে বিনা কাজে যারা ঘোরা-ফেরা করে তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।"

"তা হলে তাদের কেন জিজ্ঞেস করো না, কি কাজের জন্য ওরা এখানে এসেছিল? আমি তো জানি না।"

"ওরা কোথায়?"

"তোমরা নিজেরাই খুঁজে বার করো। ৯টা নাগাদ ওরা এখান থেকে চলে গিয়েছে।"

অনিশ্চিত মনোভাব নিয়ে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে রইল উইভার। জিমস্ ম্যাকনড তার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে কি যেন বলল। কানে আঙুল দিল উইভার।

"হ্যাঁ, তা বেশ—" বলল সে, "তোমরা এই স্টোর-এ দাঁড়িয়ে থাকো। দু'জনেই তোমরা এখানে থাকবে। আশপাশটা আমাদের খুঁজে দেখতেই হবে।"

উল্ফ বলল, "যা ভাল মনে করো তাই করো তোমরা। কিন্তু এসব ব্যাপারের মধ্যে আমাকে টানতে পারবে না।"

"তোমার বাড়ি-ঘরই আগে আমি দেখতে চাই।" বলল উইভার। তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য গিল, ম্যাকনড কার কাস্টকে ডাকল সে। বাকী যারা রইল তারা এখন স্টোর-টা ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সে যতক্ষণ না ফিরে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

স্টোরের ভেতরটা বেশ একটা লম্বা ধরনের ঘর। একেবারে শেষ প্রান্তে ঘর গরম করবার একটা চিমনি, অন্য কোনায় একটা বিছানা। একটা দেওয়াল জুড়ে অনেকগুলো বাজে কাঠের শেলফ বসানো রয়েছে। অন্য দেওয়ালে জিনিসপত্র রাখবার বাক্সও রয়েছে কয়েকটা। মেঝের মাঝখানে দুটো বেঞ্চি লম্বালম্বিভাবে পাতা। বেঞ্চির ওপরটা লেবুগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। কিন্তু পায়াগুলো তৈরি করেছে আখরোট গাছের কাঠ দিয়ে। দুটো জানালার বিন্দুবৎ ফুটো দিয়ে সামান্য একটু আলো আসছিলো ঘরে।

ওখানে এমন কিছু ছিল না যার পেছনে একজন ইণ্ডিয়ান গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। গুদামঘরটাতে প্রবেশ করল উইভার। সে দেখল,

প্রায় একমাসের মতো জ্বালানি কাঠ এলোমেলো ভাবে মজুত করে রাখা হয়েছে। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার দু'জোড়া জুতো, একটা কুড়োল, একটা গোঁজ আর কাঠের একটা মুগুরও রয়েছে সেখানে। "কেউ নেই এখানে," বলল সে। কতকগুলো কুড়োলের হাতল, আলো জ্বালবার একটা তেলের পিপে এবং গোটা দুই মদের পিপে একধারে সরিয়ে রাখবার জন্য উইভারও অন্যান্য তিনজনকে সাহায্য করতে লাগল। তেলের পিপেতে ইঞ্চি চার তেল ছিল। অন্য পিপেগুলো খালি।

চারদিকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওরা। ভেতরের নৈঃশব্দ্য এতো ঘন যে, মাছির ঝাঁকের ভনভনানির মধ্যে দিয়েও বাইরের লোকেদের নিচুস্বরে কথা বলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

একটা সিন্দুকের ডালা খোলবার জন্য চেষ্টা করছিল ম্যাকনড।

"তালা মারা আছে।" বলল সে।

উলফের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে উইভার বলল, "চাবিটা দাও তো, জন।"

"মেরে ফেললেও দেব না।"

"তা হলে কুড়োল মেরে আমরা ওটা খুলে ফেলব।"

"ঠিক আছে"—দাঁত বার করে মৃদুভাবে হেসে উলফ বলল, "সিন্দুক ভাঙা বড় সহজ হবে না।"

"কুড়োলটা নিয়ে এসো তো, কার্স্ট। ঐ গুদামঘরেই আছে।"

কুড়োল নিয়ে ফিরে এল কার্স্ট।

উলফ তখন বলল, "একবার ভেঙে ছাখো, মজা টের পাবে। ক্যাপটেন ডিমুথের কাছে নালিশ করব আমি।" শীর্ণ মুখের ওপর হাত রেখে সে-ই বলল, "ডিমুথের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সে বলেছে কোনো কিছু গণ্ডগোল না করে যতদিন ইচ্ছে এখানে আমি থাকতে পারি। গণ্ডগোল সৃষ্টি করার চেষ্টা করি নি আমি। সে বলেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সিন্দুকগুলো একবার ছুঁয়ে ছাখ না, মজা বুঝবে।"

রেগে আগুন হয়ে উঠল উইভার। বলল সে, "মারো কুড়োল, কার্স্ট। তালাটা ভেঙে ফেলো।"

হাতুড়ির মতো কুড়োলটাকে মাথার ওপর তুলে ধরল কার্স্ট।

"থামো, থামো বলছি—ওর মধ্যে কিছু নেই," বললেন মিসেস উলফ, "সিন্দুকটা নষ্ট ক'রো না।"

"বাধা দিয়ো না, ভাঙুক ওরা।" বলল উলফ।

"না, আমি ভাঙতে দেব না। ওর মধ্যে কিছুই নেই। ওদের চাবি দিয়ে দিচ্ছি আমি।"

"হ্যাঁ, চাবিটা দিয়ে দিলে আর কোনো ঝামেলাই থাকে না।" বলল উইভার।

উলফ তার স্ত্রীর দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কিন্তু বলল না কিছু। সিন্দুক খোলবার জন্য মিসেস উলফ ওদের চাবিগুলো দিয়ে দিলেন। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে কেনা গোটা কয়েক কম্বল পেল ওরা। সস্তা দামের কয়েকটা ছুরি, খানিকটা ময়দা, নুন মাখানো গরুর মাংস আর দুই বস্তা চামড়াও ছিল ওতে। ডালা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক থেকে দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। "বন্ধ করো শিগগীর", বলল উইভার। বন্ধ করতে যাচ্ছিল কাস্ট। কিন্তু ম্যাকনডের মতো একটি কৌতূহলী মানুষ বস্তা দুটো টেনে তুলে বলল, "এই ছ্যাখো।"

সিন্দুকটার তলায় দুটো বিশ পাউণ্ডের বস্তা ভর্তি বারুদ।

"ঐ বারুদ হচ্ছে আমার," বলল উলফ, "অনেকদিন ধরেই আমার কাছে আছে।"

"আমরা নিয়ে যাব। অবিশ্যি সেই জন্য রসিদ দেব তোমায়। আমাদের সেনাদলটির হাতে যা বারুদ আছে তার চেয়েও বেশি আছে এখানে।"

"যাই হোক, আমার জন্য পাউণ্ড দুই রেখে যাও।"

"কি করবে তুমি বারুদ দিয়ে?"

"সৈন্যসমাবেশের দিনে তোমরা তো সব নষ্ট করে ফেলবে, তার চেয়ে বরং পাউণ্ড দুই আমার কাছে থাক।"

"সমস্ত দোকানীদের বলা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের বারুদের স্টক সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করে এবং মজুত মালের একটা তালিকাও পেশ করতে বলা হয়েছে।"

"সে দায়িত্ব আমার।"

"দিয়ে দাও সব," বলল কাস্ট। উলফের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল সে।

"জন, লক্ষীটি, দিয়ে দাও," ভীরুভাবে উলফের হাত স্পর্শ করলেন তার

স্ত্রী। তাঁর হাতটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল উলফ। অবিশ্যি এক মিনিট পরেই বসে পড়ল সে।

গিলের দিকে ঘুরে মিসেস উলফ বললেন, "সব কিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পার না। তাজা মাংস আমাদের নেই। খানিকটা আমাদের দরকার।" ভীতভাবে তিনিই আবার বললেন, "সামান্য একটু আমাদের জন্য ওদের রেখে যেতে বলো।"

"সত্যিই আমি দুঃখিত," লজ্জায় লাল হয়ে উঠে গিল বলল, "জ্যাক হচ্ছে সার্জেন্ট। আমরা সবাই তার অধীন।"

হতাশ হয়ে পড়লেন মিসেস উলফ, একটা ছোট্ট নিশ্বাস পড়ল তার। তাঁর স্বামীর পাশে বসে পড়লেন তিনি।

ম্যাকনডের কথা শুনল উইভার। তারপর সে ম্যাকনডের দিকে চেয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল। বলল, "তোমরা এখানে বসে থাকো, উলফ। টমসনের বাড়িটাও আমাদের একবার দেখা দরকার।"

"এ তোমাদের বেআইনী প্রবেশ।" বলল উলফ।

"তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও, আমরা আমাদের কাজ করি।"

এদের মধ্যে বোধহয় গিল আর উইভারই শুধু এর আগে টমসনের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে। দরজার ডান দিকে যে ছোট্ট একটা অফিসঘর আছে তার সীমানা কখনো পার হয় নি ওরা। প্রতিবেশী হিসাবে মিস্টার টমসনকে খুবই ভদ্র বলে মনে হয়েছে ওদের। কিন্তু তার সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা ওদের মনে সৃষ্টি করত সশ্রদ্ধ ভয়। কৃষ্ণকায় একদল দাস থাকত বাড়িতে। যে-সব সাদা চামড়ার সাহেবরা দাস পুষত না তাদের আবার ঘৃণা করত এরা। বসবার ঘরের দরজার কাছ থেকে নানা কণ্ঠের আওয়াজ আসত আর দোতলা থেকে ভেসে আসত তারের বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনি। সংসারের যাবতীয় লভ্যবস্তুর প্রতীকের মতো বাড়ীটা মনে হতো ওদের কাছে। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মাত যে, যখন সময় আসবে তখন ওরাও এসব জিনিসের অধিকারী হবে। গোড়ার দিকে উইভার বার দুই এসেছিল এখানে। বলদের যোয়াল ধার করবার জন্যই এসেছিল সে। গিল এসেছিল অন্য কারণে। একবার সে গুলী করে

একটা হরিণ মেরেছিল। টমসনের বাড়িতে সেদিন বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। গিল গিয়েছিল হরিণটা বিক্রি করবার উদ্দেশ্যে।

নদীর ওপরেই চওড়া বারান্দা। এখন এখানে দাঁড়িয়ে বন্ধ খড়খড়ির সামনে সেই আগেকার দিনের মতোই ওরা একটা সশ্রদ্ধ ভয় অনুভব করতে লাগল। অন্যান্য যারা সঙ্গে ছিল তাদের মনেও এদের মনোভাবের ছোঁয়া লাগল। শুধু জিমস্ ম্যাকনডই বিস্ময়াভিভূত হল না। খানিকটা লেখাপড়া শিখেছে সে। নিজের সাফল্য ছাড়া অন্যের সাফল্যের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড অবজ্ঞা। সে-ই এখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকবার জন্য প্রস্তুত হল। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ম্যাকনড। দেহের পুরো ওজন ন্যস্ত করা সত্ত্বেও পাইন কাঠের ভারী দরজা স্কটল্যাণ্ডের একজন বিদ্বান ব্যক্তির কাছে মাথা নিচু করল না।

কিন্তু তার ভাবভঙ্গী দেখে এদের মনে আবার নতুন উত্তেজনার সঞ্চার হল। উলফের বাড়িতে উত্তেজনাপূর্ণ কোনো কিছুই ঘটে নি। সেখান থেকে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। বীয়ার পানের নেশা তাই অনেকটা কেটে যেতেই নতুন কিছু একটা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। এই সময় জিমস যখন হাত তুলে ঘাটের ধারে ভারী ওজনের একটা খুঁটি নির্দেশ করল তখন ওদের মধ্যে ছ'জন একসঙ্গে দৌড়ে গেল খুঁটিটা নিয়ে আসবার জন্য। তারপর সবাই মিলে সেটা দিয়ে সজোরে গুঁতো মারল দরজার গায়ে। কিন্তু তাতেও দরজার খিলগুলো ভাঙল না। প্রকাণ্ড বড় একটা ঢাকের ওপর আঘাত করার মতো শব্দ হল একটা। শূন্যতার রেশ তুলে শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়ির মধ্যে।

মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পর চিৎকার করে উঠল। খুঁটিটা দিয়ে ধাক্কা মারল আবার। কিন্তু এবারেও সেই শূন্যগর্ভ আওয়াজটা ছাড়া আর কিছু হল না। মনে হল যেন পুরো বাড়িটাই একটা উপহাসব্যঞ্জক চিৎকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিল।

গিলের কাছে অবিশ্যি শূন্য আওয়াজটা অস্বস্তিকর ঠেকল। "এটা ভাঙতে অনেক সময় লাগবে," বলল সে, "একটা জানালা ভেঙে ফেললে কেমন হয়?"

হাত থেকে খুঁটিটা ছেড়ে দিল সবাই।

উইভার বলল, "গিলের কথাই ঠিক। সুন্দর দরজাটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

ওরা গিয়ে একটা জানালার সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। ছোট ছোট কুঠার দিয়ে খড়খড়ির বল্টুগুলো কেটে ফেলতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বল্টুগুলো কেটে ফেলে জানালার তক্তাগুলো ফাঁক করে ফেলল। রিয়েল তখন শার্সির ফাঁক দিয়ে নিজের কুঠারটা দিল ঢুকিয়ে। অন্ধকার ঘরে কাঁচ ভাঙার টুং টাং শব্দ হল। শার্সিটা উঁচু করে তুলে ধরতেই একজন একজন করে ভেতরে ঢুকতে লাগল।

এই ঘরটা অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন মিস্টার টমসন। তাঁর লেখবার টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া আর যা আছে তা হচ্ছে চুল্লীর মধ্যে কাগজ-পোড়া ছাই। চিমনি দিয়ে হাওয়া ঢুকে ঝাঁঝরির ওপর থেকে ছাইটুকুও সরে গিয়েছে।

"ঘোড়ার ডিম," বলে উঠল কাস্ট, "কিছুই নেই এখানে। চলো, অন্য ঘরে কি আছে দেখি।"

শেষ লোকটি ঘরে ঢোকবার সময় দরজার সামনে একটু আলোড়নের সৃষ্টি হল। সে চৌকাঠটা পার হয়ে আসার পর অন্যান্য সবাই তার পেছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ঢুকে পড়ল।

হল-ঘরটার আকার ও অন্ধকার দুই-ই মনের ওপর প্রভাব ফেলার মতো। হাঁটাহাঁটি করলেই চওড়া কাঠের মেঝে থেকে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হয় একটু। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কোনো একটি প্রেতাত্মা বুঝি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে নিচে। অনড় অবস্থায় কান খাড়া করে ওরা যখন আওয়াজটা শুনছিল তখন গোটা কয়েক কাঠবেড়াল দেয়ালের পেছনে হঠাৎ ভয় পেয়ে নড়াচড়া করতে লাগল।

ভয় পাওয়ার আওয়াজ শুনে এদের মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরে এল আবার। আলাদা আলাদা ভাবে এরা সবাই এঘর-ওঘর যাওয়া-আসা করতে লাগল। গিল আর উইভার রয়ে গেল হল-ঘরটায়। মাথার ওপরে জুতোর শব্দ হচ্ছে। কে যেন রান্নাঘরে হেঁটে গেল তারও আওয়াজ শুনল ওরা। মাথার ওপর দিয়ে ওরা যখন হেঁটে যাচ্ছিল তখন অল্প একটু ধুলো ঝরে পড়ল কার্নিস থেকে।

"ভাঁড়ার ঘরে যাওয়ার সিঁড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না আমি!" বলল কাস্ট।

"তুমি কোথায়?"

"প্যানট্রি-তে।"

"খাবারঘর থেকে একটু ঘুরে অন্য একটা ছোট ঘর আছে। সেখানে একবার চেষ্টা করে দ্যাখো।" বলল রিয়েল।

গিলের দিকে ঘুরে উইভার বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না: এখানে আমরা কি করতে এলাম।"

"আমারও সেই অবস্থা। ঠিক বুঝতে পারছি না।" গিল বলল।

"এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি। সেইটেই বোধহয় ভাল হবে। জিনিসপত্রগুলো ওরা যাতে অযথা নষ্ট না করে তা আমাদের দেখা উচিত।"

"বেশ, আমি যাচ্ছি ওপরে।"

একতলার বড় বড় ঘরগুলো থেকে পালিয়ে যেতেই চেয়েছিল গিল। কালো রঙের চেরী কাঠের সুন্দর খাবার টেবিল, আর সুরুচিসম্মত চেয়ারগুলো ওর মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করছিল। কারণ, ঠিক এইসব জিনিসই লানাকে দিতে পারলে খুশী হত সে। ঘরটা অন্ধকার বটে, কিন্তু কাগজে-মোড়া দেওয়ালের সামনে আসবাবগুলোকে দেখে ওর মনে হল, মানুষ শুধু এসব জিনিসের মালিকানা পেয়ে খুশী হয় না, এগুলোকে সৃষ্টি করতে হয়।

কাবাডের ওপর মোমের তৈরি কতকগুলো মূর্তি রয়েছে। আকারে খুব ছোট হওয়া সত্ত্বেও মূর্তিগুলো দেখতে খানিকটা মানুষের মতোই; পায়ের তলায় সবুজ গালিচার নরম অনুভূতি—এইসব দেখে আর অনুভব করে গিলবার্টের মনে আগের মতোই অস্বস্তির সৃষ্টি হল। তারপর যখন সে সিঁড়ির অনাচ্ছাদিত কাঠের ওপর পা ফেলে দাঁড়াল তখনই শুধু নিজের বাস্তব অস্তিত্বটা যেন ফিরে পেল গিল।

এমন কি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে যখন সে সৈনিকদের কথাবার্তা শুনছিল তখন মনে হল, ওদের যেন গিল চেনে না—ওদের কথার মধ্যে অচেনা কণ্ঠের সুর রয়েছে। যেন বাড়িতে প্রবেশ করার ফলে শুধু আইন লঙ্ঘন হয় নি, তার চেয়েও গর্হিত কিছু একটা ঘটেছে। একটা জীবনের পরিসমাপ্তি

ঘটিয়েছে ওরা। বন্ধ অবস্থায় বাড়িটা তো মর্যাদাসহকারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারত।

তিনতলার শয়ন-কামরার দরজাগুলো খোলা। হল-ঘরে দাঁড়িয়েই এলো-মেলো বিছানাগুলো দেখতে পাচ্ছিল সে। বিরাট বড় বড় বিছানা। টমসনরা যে-অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই পড়ে রয়েছে। এই সব দেখে এক রকমের অহেতুক ক্রোধের সঞ্চার হল গিলের মনে। জোর করে প্রবেশ করবার সময় সৈন্যদলটি যেমন বাড়িটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করে নি, এঁরাও তেমনি পরিত্যাগ করবার সময়েও ভাবেন নি কিছু। আর এখন তো ঐ ওপরতলার লোকগুলোর মনে বিবেক-যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই।

একজন একটা পাতলা ড্রেসিং-গাউন ওপর দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করছিল, "এটা মেয়েদের, না পুরুষদের পরবার?"

আস্তিনের মুখে নেকড়ার মতো ঝুলে রয়েছে লেস্। লোকটি এমন ভাবে ধরে রেখেছে যে তার নির্মম আঙুলের ডগাগুলো বসে গিয়েছে সিল্কের মধ্যে।

"ওরা যে কি পরে দেখে তা বলা যায় না।" চাপাকণ্ঠে একজন মন্তব্য করল।

ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল একটা চিনেমাটির পাত্র খাটের তলা থেকে টানতে টানতে বার করে নিয়ে এল। বলল সে, "ভ্যান স্লাইক, দ্যাখো, দ্যাখো এটা! চারদিকের প্রান্ত গিল্টি করা।"

বিশেষ কিছু আগ্রহ প্রকাশ না করে ভ্যান স্লাইক বলল, "হ্যাঁ, জিনিসটা সুন্দর।" ড্রেসিং-গাউনটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে সে-ই বলল আবার, "এ রকম ভাল আর গরম একটা জিনিস যদি আমি পেতাম।"

রিয়েল চিনেমাটির পাত্রটার ওপর আনত হয়ে বলল, "ছোটখাটোর মধ্যে পাত্রটা বেশ সুবিধাজনক। আমার স্ত্রীর পক্ষে ভাল হবে। শীতকালের রাত্রে ঘরের বাইরে গেলে তার আবার হাতে-পায়ে হাজা হয়।"

এ যেন দোকানে ঢুকে বিবেকহীন খদ্দেরদের মতো জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখছে ওরা। পরের ঘরটাতে ঢুকে গেল গিল। আকর্ষণ করবার মতো এই ঘরটাতে বিশেষ কিছু ছিল না। সরু ধরনের একটা খাট, আর কোনার

দিকে মস্তবড় একটা কালো কাঠের কাবার্ড। ওর মধ্যে কি আছে তাই দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠল গিল।

এক টুকরো সিল্কের কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না ওতে। বোধহয় মাথায় বাঁধবার জন্য কেউ এটা ব্যবহার করেছে। উজ্জ্বল সবুজ রঙের ওপর সাদা সাদা পাখির ছাপ বসানো। যেন যন্ত্রচালিতের মতই কাপড়টা তুলে নিল হাতে। তারপর হঠাৎ সে ভাবল, লানার ঐ কালো চুলের ওপর কী সুন্দরই না মানাত এটা। চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখল, ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। চোরের মতো মনোভাবের উদয় হল ওর। কিন্তু এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিল যে, এই কাপড়টুকুর তেমনকিছু বাজারদর নেই। লানার জন্য কিছু একটা নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও রয়েছে ওর। বিয়ের পরে লানাকে ছেড়ে এতো দীর্ঘ সময় সে কখনো বাইরে থাকে নি। যা অবশ্যম্ভাবী, তাই ঘটল। কাপড়ের টুকরোটা ঢুকে গেল ওর পকেটে।

তারপর চারদিকটা একবার দেখে নিল সে। ভাবল কর্তব্য সম্পাদনের কাজে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শনের জন্য কোনো কিছু একটা করা উচিত তার।

ঘরের এক কোনায় দরজার পেছন দিকে দেয়ালের গায়ে একটা মই পড়ে ছিল। প্রথমে এটার দিকে নজর পড়ে নি ওর। এখনো এটার দিকে নজর পড়ত না। কিন্তু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটু আলো এসে পড়ায় মই-এর ধাপগুলোর ওপর দেখতে পেল, প্রচুর ধুলো জমে রয়েছে। সেই জন্যই মনোযোগ ব্যাহত হল গিলের।

প্রথমে ভেবেছিল, বাড়ির মধ্যে হয়তো ইঁদুর ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না ইঁদুরগুলো কেন মই বেয়ে বেয়ে চিলেকোঠায় উঠবে। নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখবে বলে ঠিক করল সে।

একটা চোরা-দরজা খুলতে হল ওকে।

চিলেকোঠার অন্ধকার, বাড়ির অন্ধকারের চেয়ে বেশি বলে মনে হল না। সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল গিল। মেঝে থেকে দুটো চিমনি পাশাপাশি উঠে এসেছে এবং দুই বিভিন্ন সরলরেখার সংযোগস্থলের মতো একটা কোণের সৃষ্টি করে চলে গিয়েছে ওপর দিকে। দেখলে মনে হয় দুটো গাছের গুঁড়ি যেন গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানের সংযোগস্থলে একটা বিছানা।

এ ছাড়া চিলেকোঠায় আর কিছু ছিল না। মই বেয়ে ওপরে ওঠবার আগে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গিল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ দিকে তাকিয়ে রইল।

চিমনি দুটো প্রদক্ষিণ করল সে। কিন্তু কাছে গেল না, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে প্রদক্ষিণ করল। চিমনি দুটোর বাইরের দিকে বেশ পুরু হয়ে ধুলো জমেছে এবং তাতে কোনো দাগ পড়েনি। কিন্তু কেউ যে সম্প্রতি চোরা দরজার ভেতর দিয়ে এসে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পায়ের দাগগুলো যদি ওর নজরে না পড়ত তাতেও কিছু এসে যেত না। তামাকের মৃদু গন্ধ অবশ্যই ধরতে পারত গিল।

কম্বলের গন্ধ শুঁকল সে। না, কোনো ইণ্ডিয়ান এখানে শুতে আসে নি। তা হলে বিছানা থেকে বমন উদ্রেককারী মিষ্টি গন্ধ আসত এবং তাতে তৈলাক্ত ভাব থাকত একটু। এই-ই হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের বিশেষত্ব। তা হলে নিশ্চয়ই কোনো সাদা চামড়ার লোক এসেছিল। বিছানার ওপর বসে পড়ল গিল।

যে-কোনো লোকই এসে থাকুক না কেন। লোকটি নিশ্চয়ই একতলায় রান্নাবাড়া করেছে নয়তো উলফের বাড়ি থেকে খাবার আনিয়েছে। কারণ, বিছানাটা বহু-ব্যবহৃত বলে মনে হল ওর। রাত্রি ছাড়া চুল্লীটাও জ্বালাতে পারে নি লোকটি। দিনের বেলা জ্বালালে চিমনির ধোঁয়া থেকে ধরা পড়ত সে।

কি যে সে খুঁজছে এখানে সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত না হতে পেরে চারদিকটা খোঁচা মেরে মেরে দেখতে লাগল গিল। দু-এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ আর পোড়া তামাক ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। কাগজের ওপরে লেখাও কিছু নেই। বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে। চিলেকোঠাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তারপর আবার ফিরে এসে চিমনি দুটোর দিকে দৃষ্টি ফেলল। গিল লক্ষ্য করল, চিমনি দুটো ছাদ স্পর্শ করবার আগে তার তলায় সারি দিয়ে ইট গাঁথা হয়েছে। এক সারির ওপরে অন্য সারি। মাঝখানে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট শেল্‌ফ। বিছানার কাছে ফিরে এসে তার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গিলবার্ট। একটা চিমনির ফাঁকে এক টুকরো কালো রঙের কাপড় পেল সে। কোনো রকমে হাতটা কাপড় পর্যন্ত পৌছল।

জিনিসটা যে কি তা সে মিনিট খানিক পর্যন্ত বুঝতেই পারল না। হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কি এক অজ্ঞাত কারণে মনটা ওর চলে গেল বিয়ের

দিনটাতে। ওর মনে পড়ল, কি করে ওরা ফক্সেস মিলস্ জায়গাটা ত্যাগ করে এসেছিল। লানার মুখের দিক থেকে যে চোখ ফেরাতে পারছিল না সেই কথাটাও ভাবতে লাগল এখন। তারপর বিলি রোজের চটিতে এসে যখন পৌছল তখন ওকে কী সুন্দর আর লাজুক বলে মনে হচ্ছিল ওর। সেই এক চোখো কানা লোকটি ছাড়া ওখানে আর কেউ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লোকটা কী নির্লজ্জের মতো কথা বলে যাচ্ছিল !

ক্ষণকালের জন্য যেন শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল গিলের। এতোক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল গিল। কানা চোখ বেঁধে রাখবার কালো কাপড় এটা।

চোরা-দরজার ভেতর দিয়ে জর্জ উইভারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কণ্ঠস্বরটা যেন আর্তনাদের মতো শোনাল।

"তুমি কি ওখানে আছ, গিল ?"

"উঠে এসো এখানে, জর্জ।"

ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করল জর্জ। তারপর যখন মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল তখন সেটা নড়ে উঠল ভীষণভাবে। চারদিকটা কোনোরকমে দেখে নিয়ে গিলবার্ট যা বলল মনোযোগ সহকারে শুনে গেল জর্জ।

"তোমার কথাই সত্যি গিল।"

"লোকটির নাম ছিল কল্ডওয়েল।"

"সে নিশ্চয়ই এখন নেই এখানে।"

কৌতূহলী ম্যাকনডকে মই-এর ওপর দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় তার অনেক রকমের বুদ্ধি খেলে গেল। বলল সে, "লোকটা নিশ্চয়ই স্পাই। জজ হারকিমারের অশ্বারোহী সৈনিকরা এদেরই দিনরাত ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। গুপ্ত খবর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে—". কালো নেকড়াটা হাতে নিয়ে সে-ই মন্তব্য করল, "লোকটা সত্যি সত্যি কানা নয়।"

"তা হলে এই নেকড়াটা চোখে বাঁধে কেন ?"

"কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না, সবাই ভাববে লোকটা কানা। এই রকম কানা লোক অনেক আছে। হাত ভাঙা লোকও একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের এক জনকেও হারকিমার ধরতে পারে নি।"

জর্জ উইভার বলল, "এসম্বন্ধে আমি কিছু জানি না ! আমাদের আর সব লোক গেল কোথায় ?"

"রিয়েল মদ্য-ভাণ্ডারে ঢুকেছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে ওরা। ভাল জিন-মদ পেয়েছে। ডাইনিং রুমে নিয়ে আসছে। দরজা ভাঙবার জন্য দু'একটা চেয়ার ব্যবহার করেছে ওরা।" কালো নেকড়াটা ওপর দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল ম্যাকনড, "এটা দিয়ে কি করবে এখন ?"

"জানি না। মোট কথা হচ্ছে যে, জিনিসপত্র ভাঙা-চোরা করা ওদের উচিত হয় নি। বিপদে পড়ব আমি।"

"শোনো"—বলতে লাগল ম্যাকনড, "আমরা সবাই বিপদে পড়ব। তুমি, আমি আর গিল ছাড়া সবাই এই বাড়ি থেকে কিছু না কিছু নিয়েছে।" ম্যাকনড যে কি নিয়েছে সে সম্বন্ধে গিল নিশ্চিত হতে পারল না। লোকটাকে খুব সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। "কিন্তু—" বলতে আরম্ভ করল স্কুলমাস্টার, "এই কালো নেকড়াটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বে-আইনী ভাবে বাড়ির মধ্যে আনাগোনা করছে লোক।"

উইভার বলল, "আমি দেখি—খুব বেশি ক্ষতি করার আগে ছেলেগুলোকে সাবধান করে দিয়ে আসি।"

গিল বলল, "আমার মনে হয় লোকটা উলফের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করত।" কোনোরকম গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাইল না গিল।

"কি করে বুঝলে ?" তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল ম্যাকনড।

"দিনেরবেলা সে কখনো চুল্লী জ্বালাতে পারত না।"

"না, তা পারত না"—বলল স্কুলমাস্টার, "সে নিশ্চয়ই উলফের বাড়ি যেত। চুল্লীটা দেখে একথা আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি। জর্জ, তুমি শোনো। ছেলেরা কি করছে তাই নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। এখানে যে বে-আইনি কাজকর্ম চলেছে তার প্রমাণ তুমি পেয়েছ। যদি ছাখো যে, রান্না-বাড়ার জন্য বাড়িটা ব্যবহার করে নি, তা হলে উলফকে তুমি গ্রেপ্তার করতে পার। তবেই তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে।"

উইভার বলল, "না, জনকে আমি বিপদে ফেলব না।"

"কি যে বলছ"—বলল ম্যাকনড, "লোকটা কি বিশ্বাসঘাতক নয় ?"

"তা আমি বলতে পারব না।"

"বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য ওকে তোমার গ্রেপ্তার করা উচিত।"

একতলায় এসে ওরা দেখল, চুল্লীগুলো ব্যবহার করা হয় নি। খাবার-ঘরে ছেলেরা ভাঙা চেয়ারের টুকরোগুলো জড়ো করে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করছে। নীল রঙের চীনেমাটির পেয়ালায় করে মদ খাচ্ছে ওরা। অবিশ্যি পেয়ালাগুলো সতর্কভাবেই নাড়াচাড়া করছে।

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল উইভার। বলল সে, "কই, এসো তোমরা। চটপট বেরিয়ে এসো। আমরা এখন জন উলফকে গ্রেপ্তার করতে যাব।"

"কি অপরাধ করেছে সে ?" জানতে চাইল ওরা।"

"রাজার দলের লোকদের সে গোপনে আশ্রয় দিয়েছে!"

"বড্ড বেশি বাজে বকছেন মশাই। উলফের সঙ্গে ঝামেলা করবেন না!"

উইভার বলল, "ওঠো! যার যার মদ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পার।"

তর্ক করে এবং মিষ্টি কথা বলে শেষ পর্যন্ত উইভার ওদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসে দেওড়িতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল। যেখানে ওরা দাঁড়াল সেখান থেকে উলফের বাড়ির পেছনদিকে উঠোনটা দেখা যায়। মিস্টার আর মিসেস উলফ দরজার কাছ থেকে দ্রুত পায়ে ফিরে আসছিল।

"হায় ভগবান!" বলল উইভার, "ওদিকে তাকাবার কথা ভাবিই নি আমি।"

দৌড়তে লাগল সে। ওরাও সবাই তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। সবার শেষে ছিল রিয়েল। তার হাতে ছিল সেই চেম্বার পট্—চীনেমাটির পাত্রটা। যাতে এক বিন্দু মদ উছলে না পড়ে যায় সেই জন্য দু'হাত দিয়ে পাত্রটা সে ধরে রেখেছিল।

মিসেস উলফ ক্ষীণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন একবার। কিন্তু স্বামীটি তার গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

"ওখানে কাকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ ?" প্রশ্ন করল উইভার।

"কাউকে না। আমার স্ত্রী একটু অসুস্থ বোধ করছিলেন। ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।"

"শপথ করে বলছ ?"

"হায় ভগবান!" ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল উলফ।

"জন উলফ"—সঠিক কথাগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে বলে ফেলল উইভার, "তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করব।"

"হায় ভগবান! জন—" হতাশার স্বর তুললেন মিসেস উলফ।

পুরো দলটি সঙ্গে নিয়ে উইভারকে ফিরে যেতে হল। কিন্তু গিল আর রিয়েলকে ছেড়ে দিল সে। বাড়ি ফেরবার পথে খানিকটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গেল রিয়েল। মদটুকু নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে বলে গেল যে, এবারকার মতো ভাল সৈন্যসমাবেশ আগে আর কখনো হয় নি।

ফেরার মুখে উইভারের বাড়িতে এল গিল। লানা সেখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে সঙ্গে নিতে হবে। মিসেস উইভারকে সে বলল যে, উল্‌ফকে নিয়ে জর্জ গিয়েছে হারকিমারের কাছে।

খবর শুনে এমা উইভার বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করল না। বলল সে, "সন্ধ্যের পরেই ফিরে আসবেন। অবিশ্যি উলফের খবর শুনে দুঃখিত বোধ করছি। গিল, উলফকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা কি করবে?"

"আমি জানি না, মিসেস উইভার। লানা কোথায়?"

"তোমার রাত্রের খাবার তৈরি করবার জন্য ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।"

বিরক্ত বোধ করল গিলবার্ট। বলল সে, "আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ এখানেই ওকে থাকতে বলেছিলাম।"

"ওর ওপর বিরক্ত হয়ো না, গিল। ও বলল যে, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরবে। খাওয়ার জন্য তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না। সত্যিকারের ভাল মেয়ে লানা।"

"ওর একা একা থাক। আমি পছন্দ করি না।"

মৃদু হেসে মিসেস উইভার বলল, "তোমরা পুরুষরা মনে করো যে মেয়েরা একেবারে অসহায়। তাই না? আমরা এতো দুর্বল নই। লানা এতো ক্ষীণাঙ্গী আর সুন্দরী যে তুমি যখন ওকে জড়িয়ে ধরো তখন তোমার কাছে এক গাছা তৃণের মতো মনে হয়। তুমি কি ভাবছ ক্যাবিনে একা থাকলে কেউ ওকে খুন করে ফেলবে? শোনো মিস্টার, পৃথিবীতে অন্যলোকদের দ্বারা যত

না মেয়ে নিহত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি মেয়ে স্বামীদের কাছে খাটতে খাটতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।"

নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে গিয়ে পথটা আজ খুবই দীর্ঘ মনে হতে লাগল। ক্যাবিনটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সে প্রায় দৌড়তে আরম্ভ করে দিল। এই প্রথম জায়গাটা ওর কাছে সত্যিই নির্জন বলে মনে হল। ছোট্ট ক্যাবিনটা, এক গাদা গাছের গুঁড়ি, জেবড়াভাবে লাগানো কতকগুলি ভুট্টাগাছ আর দিগন্তপ্রসারী নিচু জলাভূমি ছাড়া সঙ্গ দেবার মতো আর কিছু নেই।

॥ ৬ ॥

ব্লু ব্যাক

যখন সে দরজা খুলল তখন উনোনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল লানা। বেশ ভালভাবে আগুনটা ধরে উঠছে। ওকে দেখতে পেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে নীরব চাহনিতে স্বাগত জানাল সে, তারপর বলল, "ও গিল, বাড়ি ফিরেছ বলে কী আনন্দই না লাগছে আমার।"

"আমার অভাব বোধ করছিলে?"

"খানিকটা তো বটেই।"

"কাছে এসো।"

মণ্ড মাখানো চামচেটা তখনো লানার হাতে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে তুমি বকবে, তাই না?"

"কাছে এসো বলছি।"

নম্রভাবে আদেশ পালন করল লানা।

গিল তখন ফস করে পকেট থেকে সিল্কের কাপড়ের টুকরোটা বার করে নিয়ে লানার গলার চারদিকে জড়িয়ে দিল। বলল সে, "ঘরের পেছনে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের তলা থেকে তোমার চুল ছেঁটে দেওয়া উচিত।"

"কী সুন্দর এটা, তাই না? গিল, এটা কোথায় পেলে?"

"মার্চ করে আমাদের সৈন্যদলটা কসবীর ম্যানরে গিয়েছিল। তালা ভেঙে

টমসনের বাড়িতে ঢুকেছিলাম আমরা। বাড়ি ত্যাগ করার সময় কেউ নিশ্চয়ই এটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। মনে হয় কোনো কাজে লাগবে না বলেই এটা ফেলে দিয়ে গিয়েছে।" কথাটা বলতে লজ্জা বোধ করছিল গিলবার্ট। আবার সে বলল, "সত্যিকারের উপহার একে বলা চলে না। যখনি আমার চোখে পড়ল এটা তখনি শুধু মনে হল যে, তোমার গায়ে কী সুন্দর মানাবে।"

"এমন সুন্দর একটা জিনিস ফেলে যাওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। আমি অন্ততঃ পারতাম না। আমায় যদি উলঙ্গ অবস্থায় উত্তর মেরুতেও কেউ তাড়া করে নিয়ে যেত তবুও না। আহা কী সুন্দর এটা গিল!"

এটা গায়ে পরতে লানা বিবেক-দংশনের বিন্দুমাত্র জ্বালা অনুভব করল না। বলল সে, "পাখিগুলো ছাখো, ছোট ছোট সাদা পাখি। ভাল করে ছাখো! এগুলো কি জানো?"

"না।"

"এগুলো ময়ূর।"

"সত্যি!" সবিস্ময়ে বলে উঠল গিল। এখন এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওর মনের দ্বিধা গেল কেটে। আনন্দ বোধ করতে লাগল সে। দরজার গায়ে বন্দুকটা টাঙিয়ে রাখল। ছোট কুড়োলটাও কোমর থেকে খুলে ফেলল। জিজ্ঞাসা করল সে, "রাত্রের খাবার তৈরি করে রেখেছ তো?"

"হ্যাঁ, প্রায় তৈরি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি তোমার খিদে পেয়েছে। ওখানে ঐ টুলের ওপর বসে আমায় বলো কি কি করলে।"

যা যা ঘটেছে সবই বলল গিল। যাওয়ার পথে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা হওয়া, সৈন্যসমাবেশ, ফেরবার মুখে টমসনের বাড়িতে ঢোকা, চিলেকোঠায় প্রবেশ করা, তারপর সেই পরিত্যক্ত কালো কাপড়টা খুঁজে পাওয়া সবই বলল লানাকে।

ভয়ে লানার মুখ গেল সাদা হয়ে। বলল, "গিল, যদি সেই কানা লোকটা সেখানে লুকিয়ে থাকত! কি সর্বনাশ, তোমায় সে খুন করে ফেলতেও তো পারত।"

"একতলায় ওরা সবাই ছিল, গুলি করতে সাহস পেত না। তা ছাড়া আমাকে বেকায়দায় ফেলার সুযোগ দিতাম না আমি।"

"সেই চটিতে লোকটাকে দেখে আমার ভয় করছিল। লোকটার মুখটাও

সুন্দর ছিল না। শুধু যে একটা চোখই কানা ছিল তা নয়, পুরো মানুষটাই কি রকম ভীতিকর।"

গম্ভীরভাবে গিলবার্ট বলল, "ধরো তুমি যখন একা একা বাড়ি চলে এলে তখন যদি লোকটাকে এখানে দেখতে—"

"এখানে দেখতাম ? কি বলছ তুমি ? এখানে তার কি দরকার ?"

"তা ঠিক জানি না। কিন্তু ফোর্ট স্ট্যানউইক্সের বাড়ি ছাড়া ভ্যালির একেবারে পশ্চিম প্রান্তে এটাই তো একমাত্র বাড়ি।" খুবই গম্ভীর স্বরে গিল বলতে লাগল, "বুঝলে লানা, সেই জন্যই তোমায় বলেছিলাম আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত উইভারদের ওখানে অপেক্ষা করতে।"

"কথাটা ভেবে দেখি নি আগে। আর কখনো ভুল করব না। সত্যিই কি ভয়ংকর ব্যাপার।" রান্না করতে লাগল লানা। ওখান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে গিলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। গিল বসে পড়ল এবং বসে বসেই ওর ওপর নজর রাখল সে। যদিও প্রায় এক মাসের ওপর ওদের বিয়ে হয়েছে, তবুও যেন লানাকে এখনো কচি মেয়ে বলেই ধারণা জন্মায়। এই মুহূর্তে গিলবার্ট বুঝতে পারল যে, ভয় পেয়েছে লানা। ভয়ের ভাবটা এখনো কাটে নি। বলল লানা, "কে জানে ঠিক এই সময়েই হয়তো ওর মতো একটা লোক বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি কিংবা আমি কেউ আমরা জানি না। আমাদের ঠিক দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত জানা সম্ভব নয়। আর এসেই যদি পড়ে আমরা তাহলে কি করব বলো।"

"হায় ভগবান—", বলল গিল, "ভয় পেয়ো না, লানা। একটা লোককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি বলে ভয় পাওয়ার কি আছে।"

"গ্রেপ্তার করার পর কি করবে ওরা ?"

"জানি না।"

"তার স্ত্রীর জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার। কে জানে, সেই কানা লোকটা সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, তোমার সম্বন্ধেও হয়তো স্ত্রীলোকটি ঠিক সেই রকম ধারণাই পোষণ করেন।"

"এই কথাটা আমি ভেবে দেখি নি। মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ। ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন তিনি।"

"টমসনদের কথাও ভেবে গ্যাখো। ওরা যখন দেখবে যে দরজা ভেঙে ভেতরে

লোক ঢুকেছিল তখন রেগে আগুন হয়ে যাবে তারা। আমাকে যদি এখন এই সিল্কের কাপড়টা ব্যবহার করতে দেখে তা হলে আমাদের ওপরেও ক্ষেপে যাবে।"

"এটা তোমার পরবার দরকার নেই লানা।"

"তবু পরব। পরোয়া করি না আমি। এটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল সারাটা দিন আমার কথা মনে পড়বে না তোমার।"

ঠোঁটের কোনায় চোরা হাসি ভেসে উঠল লানার। গুটিসুটি মেরে বসে ছিল সে। চকিতের মধ্যে দেহটাতে মৃদু মোড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর এই নমনীয় দেহভঙ্গীটা দেখতে ভাল লাগে গিলের।

লানা বলল, "ওগো মশাই, কাঁটা-চামচগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখ তো।"

মুখোমুখি হয়ে খেতে বসল ওরা। লানা বসল দরজার দিকে পেছন দিয়ে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় নিঃশব্দে উঠে পড়ল গিল। এবং টেবিলটা ঘুরে গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌকাঠের বাজুর ওপর হাত ঠেকিয়ে সে চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

"কি ব্যাপার গিল?"

"কে যেন এদিকে আসছে।"

নিচু তৃণভূমিটার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল মাদী ঘোড়াটা। তার দিকেই নজর পড়ল গিলবার্টের। মাথাটা সে ওপর দিকে ছুঁড়ে মারছে, আবার কখনো বা দোলাচ্ছে। চিঁহিহি আওয়াজও করছে। দূরত্বটা এতো বেশি যে আওয়াজটা গিলবার্টের কান পর্যন্ত পৌঁচচ্ছিল না।

তারপর নদীর ধারে ঝোপের পাশ থেকে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখল সে। লোকটা যে কে এবং কি করছে ওখানে বোঝা অসম্ভব হল। কারণ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ডুবুরীর মতো মাথা নিচু করতে করতে ঝোপের আড়ালে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু চুম্বকের কাঁটার মতো ঘোড়াটা তার নাকটা এগিয়ে ধরে রাখল লোকটির আগমনপথের দিকে। তৃণভূমিটার পাশ দিয়েই লোকটা এগিয়ে আসছিল বাড়ির দিকে।

লাফ মেরে গিলের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লানা। জিজ্ঞাসা করল, "কে গো?"

"ঘোড়াটার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়ান।"

"তার মানে?"

"পায়ের খুর দিয়ে মাটিতে লাথি মারছে, শুনছ? ইণ্ডিয়ানদের গায়ের গন্ধ ঘোড়াটা সহ্য করতে পারে না।"

"দরজাটা বন্ধ করবে না, গিল?"

"না।"

"কিন্তু এমনিভাবে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকবে না কি?

"কি হল তোমার, লানা? এখানে তো একা একা চলে এলে। তখন কি তোমার ভয় করেছিল?

মাথা নাড়িয়ে লানা বলল, "তখন আমার ভয়ের কথা মনে হয় নি।"

"ঘোড়াটা একটা মানুষ দেখেছে বলে কুত্তীর মতো ভয় পাওয়ার মানে হয় না।"

মুখ ঘোরাল না গিল। পাথরের মতো আড় হয়ে মুখের কাছাকাছি হাতটা তুলে ধরে গিলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল লানা। একটু পরেই টেবিলের সামনে নিজের জায়গাটাতে গিয়ে নিরাপদে বসে পড়ল সে। দুই হাতের মাঝখানে মুখটা চেপে ধরে রাখল। মনে হল চোখ দুটো যেন ওর স্ফীত হয়ে উঠেছে।

গিলও কিছু বলল না। তৃণভূমিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল সে। খাঁড়িটার দিকেও তাকাচ্ছিল। মাথার ওপর দিয়ে চৌকাঠের বাজুর গায়ে হাতটা ফেলে রেখেছে, যেন দরকার হলেই হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা টেনে নিতে পারে। মশা মাছির বিরামহীন গুঞ্জন ছাড়া ক্যাবিনের ভেতরে আর কোনো আওয়াজ নেই।

নিঃশব্দে অপেক্ষা করাটা লানার কাছে অন্তহীন মনে হচ্ছিল। কিন্তু গিলের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না। মনে মনে বলছিল সে, "ওরকমভাবে গাল দেওয়ার অধিকার ওর নেই। আমি শুধু আমার নিজের জন্য ভয় পাই নি। আমি যদি আমার বাপের বাড়ির কাছে থাকতাম তা হলে সে ঐ ভাবে কথা বলতে পারত না। বললে, বাপের বাড়ি চলে যেতাম আমি। কিন্তু এখন সে জানে, এখান থেকে চলে যেতে পারব না।"

চোখের জল ফেলবার লক্ষণ সে প্রকাশ করল না বটে, কিন্তু চোয়ালের হাড় দৃঢ় করে বসে রইল লানা। চোখ দুটোও এল ছোট হয়ে।

গিল কিছু লক্ষ্য করল না। সবটুকু মনোযোগ চোখের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে সামনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে।

ক্যাবিন থেকে একটু দূরেই খাঁড়ির পাড় দিয়ে একটা জীর্ণ ফেল্ট টুপী উঁচু হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে দেখতে পেল গিলবার্ট। টুপীর ঠিক মাঝখানটা চোখে পড়তেই উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে এল। পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "লোকটি হচ্ছে ব্লু ব্যাক।" এই বলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ডাকল, "হ্যালো, মিস্টার ব্লু ব্যাক।"

খাঁড়ির তলা থেকে ধীরে ধীরে আর দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসতে লাগল ইণ্ডিয়ানটি। স্পষ্টই বোঝা গেল, বুড়ো মানুষ বলেই ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে লোকটি।

গিলকে অভিবাদন করে বলল সে, "কেমন? ভাল আছেন তো? আমি ভাল।" সন্তুষ্টচিত্তে গিলের সঙ্গে করমর্দন করল।

"আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি," বলল গিল," শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল তারপরই বিয়ে করে ফেলেছি।"

"সত্যি?" জিজ্ঞাসা করল ইণ্ডিয়ানটি, "মেয়েটা ভাল তো?"

"ভেতরে আসুন। এসে দেখুন তাকে।"

"উত্তম কথা।" বলল সে। তারপর গিলের পেছনে পেছনে ভেতরে এল।

আয়াস সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল লানা। তামাটে রঙের একটি বলিরেখাঙ্কিত মুখ দেখল সে। কালো চোখের ওপরে যেন পাতা দুটো কুঁচকে রয়েছে। নাকটা ঠিক চওড়া নয়, চ্যাপ্টা ধরনের। সরল আর হাসি-খুশী মুখের ভাব।

ইণ্ডিয়ানটির ঘাড়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল গিল। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল সে, "মিস্টার ব্লু ব্যাক, ইনি হচ্ছেন মিসেস মার্টিন। লানা, ইনি হচ্ছেন মিস্টার ব্লু ব্যাক। এমনভাবে বলল যেন একজন শ্বেতকায় লোকের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছে সে।

লোকটির উদরটা বেশ বড়। তুর্কী মোরগের মতো উদরটাকে বাইরের

দিকে বার করে দিয়ে নাড়াচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন এল না তার। গভীর আন্তরিকতা সহকারে বলে উঠল যে, "অতি সুন্দর।"

"কেমন আছেন? ভালো তো?"

মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল লানা। এরই মধ্যে লোকটার গায়ের গন্ধে ঘরের হাওয়া ভরপুর হয়ে উঠেছিল। কেমন একটা মিষ্টি-মিষ্টি, চর্বির মতো গন্ধ। লানা ভাবল, গায়ে যদি কোনোদিন জল লেগে থাকে তা হলে একটু আগে ঐ খাঁড়িটা পার হওয়ার সময় লেগেছে। তার আগে কখনো জল স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। ওর ঐ হরিণের চামড়ার জুতোর দিকে নজর দিলে বোঝা যায় যে, পার হওয়ার পর কী সাংঘাতিক পরিমাণে ময়লা জমে গিয়েছে জুতোয়।

প্রাচীনকালের নাইটদের মতো লম্বা মোজা পরেছে পায়ে। কোমরের তলা থেকে হরিণের চামড়ার একটা জীর্ণ ঘাগরা রয়েছে ঝুলে। তলার দিকে পুঁতির কাজ করা। গায়ের শার্টটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এক সময় হয়তো রঙীনই ছিল; কিন্তু এতো বেশি চর্বি লেগে রয়েছে যে দেখে তা বোঝা যায় না। তালুর ওপর ফুটোওয়ালা একটা ফেল্টের টুপী চড়িয়েছে মাথায়। ফুটোর মধ্যে একটা লেবুগাছের পাতা গোঁজা। একটা ছোট কুঠার, একটা ছুরি আর একটা গাদা বন্দুকও সঙ্গে ছিল তার।

"সুন্দর।" লানার বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়ে দ্বিতীয়বার কথাটা বলল সে।

"ঘরে কি দুধ আছে?" জিজ্ঞাসা করল গিল, "আমাদের ঘরে মদ নেই। কিন্তু আমি জানি দুধ খেতে পছন্দ করেন ব্লু ব্যাক। কি বলেন মশাই?"

"ভাল," দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আর পেটের ওপর চাপড় মারতে মারতে বলল সে, "হ্যাঁ, চমৎকার।"

গিলের দিকে এক পলক অসন্তুষ্টির দৃষ্টি ফেলল লানা। গিল যা-ই মনে করুক না, লানার তাতে এসে যায় না। ওর এই ঝকঝকে মেঝের ওপর ইণ্ডিয়ানটার পায়ের কাদা লেগে ছোটখাটো একটা ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। গা গুলতে লাগল ওর। একটা কথাও না বলে দুধ আনতে গেল। তারপর এক জাগ্ দুধ এনে ফেলে রাখল টেবিলের ওপর।

"দুটো পেয়ালা নিয়ে এসো," বলল গিল, "পেয়ালায় দুধ ঢেলে দাও ওঁকে।"

"তুমি নিজেই তো ঢেলে দিতে পারো।" বলল লানা।

লানার লাল টকটকে মুখের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে পেয়ালায় দুধ ঢালতে লাগল গিলবার্ট। লানা যখন মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে গেল তখনো গিল কিছু বলল না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হল ব্লু ব্যাক এসব কিছু লক্ষ্য করেনি। ময়ূরের পালকটার দিকে কটা রঙের চোখ দুটি মেলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে ছিল সে। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল মনে মনে নিশ্চয়ই সে পালকটাকে তারিফ করছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। দুধের পেয়ালাটা তুলে নিল হাতে।

দুধ খাওয়া শেষ হওয়ার পর গিল জিজ্ঞাসা করল, "এদিকে কি মনে করে এসেছিলেন, ব্লু ব্যাক মশাই?"

নীল রঙের বাচাল জেই পাখির সঙ্গে মোটাসোটা গড়নের লোকটার নামের মিল আছে বলে আমোদ উপভোগ করে গিল।

"হরিণ শিকার করতে এসেছিলাম।"

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী কথার মধ্যে "সুন্দর" কথাটা অসংখ্যবার উল্লেখ করতে করতে সে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়ে এসেছিল শিকার ধরতে। একটা মাদী হরিণ শিকার করে নদীর ধারে একটা গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছে। বাড়ি ফেরার পথে নিয়ে যাবে। গিল যদি ইচ্ছা করে তা হলে হরিণটার কোমরের অংশটা কেটে নিতে পারে সে। কিন্তু শিকার ধরতে অনেকটা সময় লেগেছে আজ।

দু'জন সেনেকার পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছে সে। তারা নিশ্চয়ই কসবীর ম্যানরের দিক থেকে এসেছিল: পাহাড়ের ওপরে আগুন জ্বালিয়ে সারাদিন সেখানেই বসে ছিল তারা। তারপর অন্য একজন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই লোকটার পায়ে জুতো ছিল। ওর মনে হয়, ওসওয়েগোর দিকেই চলে গিয়েছে তারা। হরিণটাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথাই ভাবছিল সে। তারপর পর্যবেক্ষণের জন্য সে উত্তর এবং পশ্চিম দিকটা ঘুরে এল একবার। গিল যদি পাহাড়ের ওপরে রাত্রিবেলা দুটো আগুন দেখতে পায় তা হলে সে যেন একটু সাবধান থাকে। এই খবরটা ক্যাপটেন ডিমুথকেও

দিতে পারে গিল। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে ব্লু ব্যাক বলল যে, সে শুনেছে সেনেকারা ওনাইদাদের খবর দিয়েছে, একটা দল শিগগীর এসে ভ্যালির মুখে উপস্থিত হতে পারে এবং তারা যেন কোনো রকম বাধা না দেয়।

"খবরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।", বলল গিল।

ব্লু ব্যাক বলল যে, ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার নেই। "তোমাকে আমি পছন্দ করি। বন্ধু আমরা। সুন্দর।" দ্বিতীয় পেয়ালা দুধ খেয়ে উঠে পড়ল সে।

"হরিণের মাংস আনবার জন্য আমিও আপনার সঙ্গে আসছি।" গিল বলল।

ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার পর্যন্ত নেমে এল সে। একটা উইলো গাছের দুটো ডালের সংযোগস্থলে হরিণটাকে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল ব্লু ব্যাক। এক কোপে পেছন দিকের একটা পা কেটে ফেলল সে। তারপর এক পাশে সরে এসে বেছে বেছে গাছের একটা সরু ও লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে ছাল ছাড়িয়ে গিলের হাতে দিয়ে বলল, "খাসা একটি মেয়ে পেয়েছ, বুঝলে ছোকরা, এই বেতটা তার ওপরে চালাবে। আমি জানি ইংরেজরা বউদের বেত মারে। ইণ্ডিয়ানদের দরকার হয় না। আমি বুড়ো মানুষ। এটা দিয়ে প্রহার করবে তাকে। খাসা মেয়ে। সুন্দর।"

সাদা চামড়ার মানুষদের শিক্ষা সম্বন্ধে সে যে জ্ঞান রাখে তারই একটু আভাস দিতে পারল বলে মুখটি তার হাস্যোজ্জ্বল হল। তারপর হরিণটাকে ঘাড়ের ওপর ফেলে নদী পার হওয়ার জন্য নিচে নেমে গেল।

নিজেকে কেমন যেন বোকা মনে হল গিলের। হাতের ছড়িটা দোলাতে দোলাতে ব্লু ব্যাককে নদী পার হয়ে যেতে দেখল। একজন অতিথির সামনে লানা যে মেজাজ দেখাল সেই কথা ভেবে খুবই বিরক্ত বোধ করছিল গিল। অতিথি একজন ইণ্ডিয়ান হলেও তার সামনে ওরকম ব্যবহার করা উচিত হয় নি তার। বোধহয় চর্বি-মাখা বুড়োটা ঠিক কথাই বলেছে। বড্ড বেশি নিজের কথা ভাবে বলে লানার খানিকটা শাসন দরকার। এটা যে ঐ বুড়োটার নজরে পড়েছে সেই কথা ভেবে অসুখী বোধ করতে লাগল গিল।

॥ ৭ ॥

রাত্রির আলাপ

ক্যাবিনটা ঘুরে গিয়ে গুদামঘরে গিয়ে ঢুকল গিল। সেখান থেকে এক টুকরো গরম কাপড় নিয়ে এল। হরিণের পা-টাকে গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলল। ঝরণার কাছে জায়গাটা ঠাণ্ডা বলে সেখানে গিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে মাংসটা ঝুলিয়ে রেখে এল। মনে হল রান্নাঘরে কাজ করছে লানা। কাজ করলেও সেখানে আলো ছিল না। যাই হোক যখন সে ফিরে এল লানা তখন দোতলায় উঠে গিয়েছে।

গিল দেখল, এঁটো বাসন সব টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলেছে সে। দুধ খাওয়ার পেয়ালা দুটোও ধুয়ে রেখে গিয়েছে। লানা নিশ্চয়ই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

অন্ধকার ঘরে টেবিলের পাশে বসে পড়ল গিল। বসে বসে ভাবতে লাগল লানাকে এখন কি বলবে। খানিকটা যেমন রাগ হয়েছে খানিকটা তেমন আবার উত্ত্যক্ত বোধও করছে। কিন্তু তা সত্বেও লানার জন্য দুঃখ বোধও করতে লাগল। আজকে এই প্রথম সে বুঝতে পারল যে, প্রতিবেশীদের কাছাকাছি কোথাও ওদের বাস করা উচিত ছিল। তা হলে সে জজ উইভার কিংবা এমনকি এমার কাছ থেকেও বুদ্ধি নিতে পারত। এই অবস্থায় একজন পুরুষমানুষের যে কি করা উচিত তা সে বুঝতে পারছে না।

লানা যা-ই ভাবুক না কেন, গিল যখন একজন মানুষকে ডেকে নিয়ে এসেছে তার সামনে ওর ওরকম ব্যবহার করা একেবারেই উচিত হয় নি। কিন্তু একথাও আবার সত্যি যে, লোকটা আসবার আগে খুবই ভয় পেয়েছিল লানা এবং ভয় পেলে মেয়েরা যা বলে কিংবা করে তার জন্য সত্যিসত্যি তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

ব্যাপারটা খুবই গুরুতর মনে হল গিলের কাছে। উপেক্ষা করার মতো সাধারণ ব্যাপার নয়। লানার মনের গণ্ডগোলটা যে কি তা না জেনে সরাসরি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়াও উচিত হবে না। এই সম্বন্ধে আলোচনা করা

দরকার। গিল এখন যা করবে তার ওপরেই হয়তো ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তি সব নির্ভর করছে। তারপরেই সমস্ত ব্যাপারটা অর্থহীন মনে হল ওর কাছে। রাগ করে উঠে পড়ল গিল।

চর্বির মোমবাতিটা জ্বালাল না। পা থেকে জুতো খুলে ফেলে অন্ধকারের মধ্যে পা দিয়ে অনুভব করতে করতে মই বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

চিলে কোঠায় কালির মতো কুচকুচে অন্ধকার। ছাদের প্রান্তস্থ দেওয়ালের ত্রিকোণ অংশের জানালার চৌকো চৌকো ফাঁকগুলো একটু একটু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের হাওয়ায় লানার আর দেবদারু কাঠের মৃদু গন্ধ রয়েছে ভেসে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ল গিল।

বিছানার কাছে ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়ার সময় কাঠের মেঝেটা স্প্রিং-এর মতো দুলে উঠল একটু। খাটের পায়াটা হাত দিয়ে ধরে অন্ধকারের মধ্যে নিজের দিকটাতে এসে দাঁড়াল। তারপর বিছানার ধারে বসে ডাকল, "লানা।"

জবাব দিল না লানা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল বটে, কিন্তু লানার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেল না। ধীরে ধীরে এবং সতর্কভাবে কম্বলের তলায় হাতটা ঢুকিয়ে দিতেই ওর নিতম্বের স্পর্শ লাগল হাতে। গিলের দিকে পেছন ফিরে শুয়েছে এবং নিশ্চয়ই নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে লানা।

দু'জনেই যেন দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল।

"লানা!" চিৎকার করে ডেকে উঠল গিল।

চিৎ হয়ে শুয়ে নিচু আর শান্ত স্বরে লানা বলল, "কি ব্যাপার, গিল।"

"আমার কথা কি তুমি শুনতে চাও না।"

"নিশ্চয়ই—অবিশ্যি যদি রাত জাগতে চাও।"

লানার কর্তব্যনিষ্ঠার স্বরটা যেন নরকযন্ত্রণার মতো পীড়াদায়ক মনে হল। গিল বলল, "ওরকম আচরণ করা তোমার উচিত হয় নি।"

"কি রকম?" এমন জোর করে মিষ্টিস্বরে কথা বলল লানা যে, ওর মুখটা দেখবার ইচ্ছা হল গিলের।

"ব্লু ব্যাকের সামনে তুমি যেরকম আচরণ করলে সেরকম তোমার করা উচিত হয় নি।"

"যা আনতে বললে আমায় তাই তো এনে দিলাম। এনে দিই নি?"

"তার গেলাসে দুধটুকু ঢেলে দিতে পারতে না ?"

"বিয়ের চুক্তি অনুসারে আমাকে যে অখ্রীষ্টানদের সেবা করতে হবে আমার তা জানা ছিল না।"

"সে অখ্রীষ্টান নয়। রেভারেণ্ড কার্কল্যাণ্ডের একজন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান সে।" ঢোক গিলে গিলবার্টই বলতে লাগল, "তা যদি বলো আমি তবে বাজি ধরে বলতে পারি যে, আমাদের দু'জনেরই চেয়ে ভাল খ্রীষ্টান ব্লু ব্যাক। ধরো সে যদি ভাল খ্রীষ্টান না-ই হয়, তবু আমরা তার বাড়ি গেলে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করত ব্লু ব্যাক।"

"আহা, কেন যে তুমি একটি ইণ্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করোনি !"

"ছাখো লানা, তুমি কি ভাবো তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু একজন অতিথির সামনে আমায় তুমি অপমান করতে পারো না।"

"একটা নোংরা লোককে জঙ্গল থেকে ধরে এনে আমার বাড়িতে তুমি ঢুকিয়ে দিতেও পারো না। আমার জিনিসপত্র সে ব্যবহার করবে আমি তা সহ্য করব না।"

"সহ্য করবে না ? কি করবে তুমি ?"

ভীষণ রেগে গিয়ে জবাব দিল লানা, "সব জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ব এখান থেকে।"

"জিনিসপত্র নিতে পারবে না, এবং তুমিও সরে পড়তে পারবে না। যতক্ষণ আমরা এইভাবে ঝগড়া করব ততক্ষণ ইচ্ছে করলেও পারবে না। আইন অনুসারে এখানকার একটা জিনিসও তোমার নয়। তুমি ভদ্র আচরণ করলে আমিও এ সম্বন্ধে কথা বলব না। কিন্তু তুমি অভদ্র আচরণ করবে আর আমি তা সহ্য করে যাব তেমন আশা তুমি করতে পারো না।"

লানার গভীরভাবে নিঃশ্বাস টানার শব্দ শুনল গিল।

তারপর লানা কেঁদে উঠল এবং বলতে লাগল, "আমাকে তুমি বাধা দিতে পারো না। আইন যা বলে বলুক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। এবং এখানে কি কি জিনিস আছে সে সম্বন্ধেও আমার মাথাব্যাথা নেই। স-ব তুমি রেখে দাও। কিন্তু ওরকমভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না তুমি।" আরো একবার সজোরে নিঃশ্বাস টেনে বলল সে, "এখান থেকে সিধা পথ ধরে বেরিয়ে যাব। তুমি জানতেও পারবে না।"

"এবার শোনো," শান্তভাবে কথা বলবার চেষ্টা করল গিল। "এইভাবে ঝগড়া করবার জন্য বিয়ে করিনি আমরা।"

"কি জন্য বিয়ে করেছি জানতে চাই না আমি। মোদ্দা কথা তোমার এই ব্যবহার আমি সহ্য করব না। এখানে একা একা বাস করতেও আপত্তি নেই আমার। তুমি যতদিন ছিলে আপত্তি করিনি। মাঠে গিয়েও আমার বরাদ্দ কাজ করেছি। ভয় পাই নি। তুমি খুশী হবে বলেই কাজগুলো করে গিয়েছি আমি। তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আর এখন কি না আমায় তুমি কুত্তী বলে গাল দিলে।"

"কুত্তী?" গিল ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, "আমি তোমায় কুত্তী বলে গাল দিই নি কখনো।"

"নিশ্চয়ই দিয়েছ। আমায় তুমি চুপ করবার জন্য ধমকে উঠেছিলে এবং বলেছিলে যে, আমি যেন ভয়-পাওয়া কুত্তীর মতো ব্যবহার না করি।"

"সেই জন্য রাগ করেছ তুমি?" অন্ধকারে লানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে গিল বলতে লাগল, "আমি যে কি বলছি খেয়াল ছিল না আমার। সত্যি লানা, কোনো কিছু মনে না করে কথাটা বলেছিলাম। আমি তোমায় কুত্তী বলতে পারি না। আমি নিজেই ভয় পেয়েছিলাম। আমায় তুমি আরো ভয় দেখাও তা আমি চাই নি"

এই মুহূর্তে লানার হাতটা চেপে ধরবার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন সে নয়। গিল বুঝতে পারল লানার দেহটা কাঁপছে। যাই হোক বিছানায় উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

"এখানে এসে এই সব ঘটনা যে ঘটবে তা আমি কখনোই ভাবতে পারি নি। ঠিক বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত।"

অন্ধকারের মধ্যেই অপেক্ষা করতে লাগল গিল। সে বুঝতে পারছিল লানার কাঁপুনিটা এখন হেঁচকি-টানে রূপান্তরিত হয়েছে। হঠাৎ সে গড়িয়ে পড়ল গিলের গায়ের পাশে। এবং হৃদয়বিদারক ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল সে, "গিল, সত্যিই বলছি ব্লু ব্যাকের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার আমার করা উচিত হয় নি। লোকটার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল বলে মেজাজ আমার বিগড়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতেই পারি নি যে ভাল লোক হতে পারে সে। ও গিল!" গিলবার্টের সার্টের ওপর মুখ রেখে লানাই বলল, "আমাকে

গাল দেওয়া তোমার অন্যায় হয় নি। আমি কুত্তীর মতোই ব্যবহার করেছি!"

কোনো মন্তব্য প্রকাশ করল না গিলবার্ট। কারণ সে অনুভব করল সমস্ত প্রকৃতিটাই যেন ওর বুকের তলায় তোলপাড় তুলেছে। কাঁদতে কাঁদতে যতক্ষণ না লানা শান্ত হল ততক্ষণ পর্যন্ত ওকে কাদবার সুযোগ দিল সে। তারপর যখন সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ছিল তখন লানা ডাকল।

"গিল।"

"বলো—"

"তুমি কি জেগে আছ?"

"হ্যা।"

"গিল, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই—বলবার জন্য সারাদিন চেষ্টা করছিলাম।"

"কি কথা?"

"আমাদের বাচ্চা হবে, গিল।"

॥ ৮ ॥

"বিচার"

রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধের জন্য জন উলফের বিচারের দিন ধার্য হল পঁচিশে আগস্ট। যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসবে তাদের হারকিমারে পৌছতে কোনো অসুবিধা হবে না বলে দিন ঠিক করা হল রবিবার। তাতে অবিশ্যি বন্দীটির কাছে সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন উঠল না কিছু। কারণ, সে তো হারকিমারেই আটক রয়েছে। নতুন যে দুর্গটা তৈরি হয়েছে সেখানেই তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সামরিক কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানেই যদিও বিচার হবে তার, কিন্তু বিচারের জায়গা ঠিক করা হল ডক্টর উইলিয়াম পেট্রির অফিসঘর। কয়েদীর জামাই হচ্ছেন ডাক্তার পেট্রি এবং জার্মান ফ্লাটের অধিবাসীদের তরফ থেকে যে কমিটি তৈরি হয়েছে সেই ট্রায়ন কমিটির তিনি একজন সদস্য।

ডাক্তার পেট্রির বাড়ির সংলগ্ন অফিসঘরটা প্রথমে একটা ছোট্ট কাঠের গোলাঘর ছিল। অফিসঘরের এক প্রান্তে দোকান, অন্য প্রান্তে তাঁর ডিসপেনসারি। আয়তনে এই অংশটা অপেক্ষাকৃত ছোট। মাঝখান দিয়ে একটা লম্বা টেবিলের মতো কাউণ্টার ফেলা হয়েছে। মধ্যিখানে একটা ডালা আছে, সেটা খুলে ফেলা যায়। ডাক্তার যখন রোগী দেখেন তখন দোকানের খদ্দের আর অপেক্ষমাণ রোগীরা সবসময়েই তাঁদের দেখতে পায়। এই উপায়ে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের পথ বার করে নিয়েছেন তিনি। যারা ডাক্তারের কাছে এসেছে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তারা হয়তো মুদিখানার জিনিস কিংবা দোকানের অন্যান্য সামগ্রী কেনবার আগ্রহ বোধ করবে। আর যারা দোকানে এসেছে সওদা কিনতে তাদের হয়তো হঠাৎ মনে পড়বে যে ছেলেপেলেদের জন্য ডিসপেনসারি থেকে গন্ধক, কিংবা রেউচিনি লতার রস এবং সোডা কিনে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিংবা হঠাৎ হয়তো কোনো খদ্দেরের মনে পড়বে গত সপ্তাহে যে বুড়ো আঙুলটা মচকে গিয়েছিল সেটা এখনো আরোগ্য হয় নি বলে ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

ডাক্তারটি বড় খিটখিটে মেজাজের মানুষ। দেখতে বেশ লম্বা-চওড়া। সব সময়েই কালো কোট গায়ে দেন এবং শার্ট পরেন, কিন্তু গলায় কখনো চওড়া নেকটাই বাঁধেন না। একই সঙ্গে দু'রকমের খদ্দেরদের দেখাশোনা করেন। রোগীর কণ্ঠনালী পরীক্ষা করতে করতে অন্য অংশের খদ্দেরদের জিনিসপত্রের দাম বলে দিতে থাকেন। কিংবা হয়তো কোনো রোগীর ক্ষতস্থান সেলাই করতে করতে সব ফেলে রেখে কাউণ্টারের ডালাটা খুলে ভেতর থেকে এক থান ক্যালিকো কাপড় বার করে দিয়ে আসেন তিনি।

বিচারের দিন চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন ডাক্তার পেট্রি। তাঁর মাথার ওপরে দেয়ালের গায়ে উপাধি-পত্রটা টাঙানো ছিল। ম্যানহিম-এর ইলেকটোর‍্যাল প্যালাটাইন মেডিকেল এসেমব্লীর প্রদত্ত উপাধি-পত্রটায় পরিষ্কার ভাবে লেখা রয়েছে যে, উইলিয়াম পেট্রি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথাযোগ্য প্রশ্নোত্তর করতে সমর্থ হয়েছেন। যথা—সর্বপ্রকার ক্ষত, হাড়ে অল্প আঘাত লাগা, টিউমার, অস্থিভঙ্গ, গ্রন্থিচ্যুতি এবং অঙ্গব্যবচ্ছেদ ও শল্য চিকিৎসামূলক অস্ত্রোপচার। দুর্গে এখনো ছুতোর এবং অন্যান্য মিস্ত্রীরা কাজ করার দরুন গণ্ডগোল হচ্ছে বলে তিনিই তাঁর দোকানঘরে বিচারের স্থান

নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিলেন। পুরো উপনিবেশের মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘর। ফরাসী দেশ থেকে এক গাদা কাপড় এসে যে তাঁর দোকানের জায়গা দখল করে রেখেছে সেই কথাটাও তিনি বিবেচনা করে দেখেন নি।

লানা যখন গিলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকল তখন বিশ্রী রকমের একটা ভিড় জমে উঠেছে ঘরের মধ্যে। কাউণ্টারের সামনে সারি দিয়ে এমন ভাবে লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, ঘরের মাঝখানে হেঁটে যাওয়ার পথ পর্যন্ত নেই। যে যেখানে পেরেছে জায়গা নিয়ে বসে পড়েছে। কেউ বসেছে শান পাথরের ওপর, কেউ বা তেল, গুড় এবং মদের পিপের ওপর। এমন কি বাইরেও ছুটো বাড়ির মাঝখানের সরু পথটার মধ্যেও ভিড় জমে রয়েছে। স্ত্রীর হাত ধরে চাষীরা এসেছে ঘরে-বোনা সবচেয়ে ভাল কাপড়ের কোট গায়ে দিয়ে। হাতে তাদের ধর্মপুস্তক। গির্জা থেকে ফিরেছে ওরা। গির্জাভ্যন্তরের ঠাণ্ডা স্যাঁত-স্যেঁতে ভাবটা এখনো ওদের মুখের ওপর লেগে রয়েছে।

লানা আর গিলকে লক্ষ্য করে কে যেন বলল যে হাজেনক্লেভার পাহাড়ের তলায় ওরা এসে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এবং গিলই হচ্ছে সেই লোক যে নাকি এই মকদ্দমার সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে বার করেছে। গিল যখন লানাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিল তখুনি ওরা সবাই একদিকে সরে দাঁড়িয়ে ওদের জন্য পথ করে দিল। জনতার মুখ থেকে দু'চারটে অর্ধস্ফুট প্রশংসাসূচক মন্তব্য শুনে লানা বুঝতে পারল যে, এখানকার সমাজে নাম করেছে গিল এবং একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হচ্ছে সে। যখন দোকানে ঢুকল তখন ব্যাপারটা আরো বেশি জাঁকালো হয়ে উঠল। বাদামী রঙের কোট গায়ে একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল দরজার মুখে। গিলের নাম জিজ্ঞেস করল সে। যখন নামটা বলল তখন সেই সৈনিকটি বেসুরো কণ্ঠে নাকীস্বরে চিৎকার করে ঘোষণা করল, "যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষের সাক্ষী।"

ছোট্ট একটা রাস্তা হয়ে গেল ওদের সামনে। গিল যদি লানার হাতটা ধরে না থাকত তা হলে পেছনে পড়ে থাকত লানা। সেই জন্যই হাতের টানে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল সে। নইলে একটা নাটুকে ব্যাপারের সৃষ্টি হতো ওখানে। যেখানে বিচারের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানে পৌছে লানার হাতটা ছেড়ে দিল গিল। ছিটকাপড়ের ছোট্ট পকেটটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে দেওয়ালের সঙ্গে লেগে কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়িয়ে রইল লানা।

নস্যির একটা উৎকট গন্ধ নাকে আসতেই বাঁ দিকে চোখ ঘোরাতে গিয়েই ডাক্তারের কুঞ্চিত কালো ভুরুর তলায় লানা দেখতে পেল তাঁর লঘু পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টি। এমন একটা সরল কৌতূহলী চোখে তিনি তাকিয়ে ছিলেন যে, গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল ওর। হতবুদ্ধির মতো অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, শিরাবরণপরিহিতা একটি মেয়ের দিকে শুধু মাত্র দৃষ্টি দিয়েই একজন শিক্ষিত ডাক্তার বলে দিতে পারেন কিনা যে, মেয়েটি গর্ভবতী।

আড়াআড়িভাবে স্থাপিত কাউণ্টারের প্রান্ত ঘেঁসে জর্জ উইভারের পাশে দাঁড়িয়েছিল গিল। ওদের থেকে একটু দূরেই বসেছিল ক্যাপটেন ডিমুথ। কৃশ ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত মুখটা তার লানার দিক থেকে ঘোরানো। দুর্গের সৈন্য-বাহিনীর একজন লেফটেন্যাণ্টের সঙ্গে কথা বলছিল সে। এই সামরিক কর্ম-চারীটি আজ এই বিচারসভার সভাপতিত্ব করবে। লেফটেন্যাণ্টটি এবার গিলের দিকে চেয়ে মাথা নাড়াতেই লানার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হল তাঁর। জামার হাতাটা ধীরে ধীরে গুটতে লাগল সে। অন্যদিকে চেয়ে রইল লানা। তারপর আবার যখন সে সামনের দিকে মুখ ঘোরাল তখন লানা দেখল যে, ক্যাপটেন ডিমুথ পেছন ফিরে কথা বলছে তার সঙ্গে। কিন্তু লেফটেন্যাণ্টটি হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লানার দিকে। চোখাচোখি হতেই মৃদুভাবে হেসে উঠল লোকটি।

লানা ভাবল, ছেলেটির বয়স বেশি নয়, হয়তো গিলের মতোই হবে। কিন্তু যখন গম্ভীর হচ্ছে তখন তাকে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের লোক বলে মনে হচ্ছে। এবং আবেগপ্রবণতার মাত্রাও যাচ্ছিল কমে—যেন নিঃসঙ্গ ধরনের লোক বলে মনে হচ্ছিল। মুখের আকার ইয়াঙ্কীদের মতো লম্বাটে। চেপ্টা মোটা আর ওল্টানো নাক। একটা অদ্ভুত ধরনের বাঁকা মুখ—বিষণ্ণতার ছাপ রয়েছে যেন। সাদাসিধা সরল মুখ হলেও সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলেই মনে হল লানার।

ক্যাপটেন ডিমুথ যখন গিলের সঙ্গে কথা বলছিল তখন সে মাথার তালুটা চুলকোবার জন্য ডান হাতটা ওপর দিকে তুলতে গিয়ে সহসা ওর মনে পড়ল কতো যত্নসহকারেই না সে আজ মাথায় তেল মেখে চুল আঁচড়ে এসেছে। গিলের হাতটা এমনভাবে মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলতে লাগল, যেন ভেবে ঠিক করতে পারছে না এখন সে কেমন করে চুলকোবার ভঙ্গীটাকে গোপন করে রাখবে। ভাবতে ভাবতে ঘাড়টা ওর সাংঘাতিক লাল হয়ে উঠল।

আবেগ-উদ্বেলিত হয়ে উঠল লানার বুক। গিলবার্টের এই সামান্য পরাজয়টুকু প্রমাণ করল যে, ওর প্রতি লানার ভালবাসা কী গভীর। শিরাবরণের তলায় চোখ দুটো বন্ধ করে রাখল সে। তারপর পকেটের ফিতের ওপরে হাতদুটো একসঙ্গে করে মনে মনে প্রার্থনা করল লানা, "হে ভগবান, এখানকার এই সমবেত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সামনে গিল যেন মুখ রক্ষা করতে পারে।"

এর আগেও জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের মধ্যে কোনো কোনো বিরূপ মনোভাবাপন্ন লোকের বিচার করেছে এখানকার নিরাপত্তা কমিটি। কিন্তু উলফ একজন গুপ্তচরকে আশ্রয় দেওয়ার গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হয়েছে বলে তার বিচারের দায়িত্বটা সামরিক বিভাগের হাতে ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করল নিরাপত্তা কমিটি। বিচার পরিচালনা করবার জন্য কর্নেল ডেটন লেফটেন্যান্ট বিডল্-কে নিযুক্ত করল। সে নিজে দুর্গের মেরামতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আগামী শরৎ কালের আগে স্ট্যানউইক্স দুর্গের কাজ সে শেষ করে ফেলতে চায়। সেই জন্য কর্নেল ডেটন বলেছিল, "ভ্যালির এইসব হতভাগা ওলন্দাজগুলো বোধহয় ভাবে যে, তাদের বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবার জন্য আমরা একজন জেনারেল পাঠাব।"

"আপনি কি এই মকদ্দমা সম্বন্ধে কিছু জানেন স্যার?"

"না। জানতে চাইও না। আমি চাই স্ট্যানউইক্স দুর্গটাকে ঠিক করে মেরামত করতে। এখানে একদল মিস্ত্রী পর্যন্ত জোগাড় করতে পারছি না। আমার হাতে যদি কর্তৃত্ব থাকত তাহলে হার্টার দুর্গে গিয়ে ঘাঁটি করতাম আমি। এখানকার লোকগুলোর তবে ঠিক দাওয়াই মিলত।"

"বুঝেছি, সার।" ঢোক গিলে লেফটেন্যান্ট বিডল্ জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু আমি এখন কি করব? ঠিক কোন পথ ধরে চলব?"

"তোমার যা ইচ্ছে, মিস্টার বিডল্। যে-ভাবেই তুমি বিচার করো না কেন আমাদের তাতে কিছু এসে যাবে না। ওঁতো আমাদের সহ্য করতেই হবে। কিন্তু তোমার পাশে থাকব আমি।"

গিলবার্ট মার্টিনের দিকে দৃষ্টি ফেলল লেফটেন্যান্ট জন বিডল্। এবং সে বুঝতে পারল যে, সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে দু'জনের মনের অবস্থাই খুব খারাপ ছিল। এখন সে ভাবছিল, সার্জেন্ট ব্যাটা তাড়াতাড়ি সেই হতভাগা

কয়েদিটাকে এনে হাজির করলেই বিচারের ব্যাপারটাকে শেষ করে দিতে পারে বিডল্। তার চারদিকে জার্মানরা বিডল্-এর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এদের সঙ্গে সহজে ভাব করা যায় না। যে-কোনো স্তরের সৈনিকই হোক না কেন কাউকে এরা বিশ্বাস করে না। মেয়েরাও বেঁধে-রাখা বাচ্ছা ঘোটকীর মতো একাএকা দূরে সরে থাকতে চায়।

মুহূর্তের জন্য আরো একবার সে দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলল। লানার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। ভাবল সে, "এখানে অন্ততঃ এমন একজন মেয়ে আছে যার মধ্যে প্রাণ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু ডিমুথ বলেছে, সাক্ষীর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং এখানকার অন্য সকলের মতো সেও ধর্মভীরু।"

বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই ডাইনে বাঁয়ে চলাচল করছিল। পা মিলিয়ে হাঁটবার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দিল সার্জেণ্ট। ঠোঁট মুছতে মুছতে স্যালুট করল সে এবং কয়েদীর উপস্থিতির কথা ঘোষণা করল।

"ভেতরে নিয়ে এসো তাকে," আদেশ দিল লেফটেন্যাণ্ট। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষবারের মতো লানাকে একবার দেখে নিল সে। ডাক্তারটিও টার্কি-মোরগের মতো ঘাড়টা এগিয়ে দিয়ে লানাকে দেখছিল।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সার্জেণ্ট ঘোষণা করল, "কয়েদী কসবী ম্যানরের জন উলফ। রাজার পক্ষের গুপ্তচরদের গোপনে আশ্রয় দেওয়ার এবং রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে।"

ভেতরে ঢুকল জন উলফ। লানা তার মুখ দেখল। জেদী এবং একটু যেন বিষণ্ণ ধরনের মুখ। লেফটেন্যাণ্টের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে। দরজার কাছে আবার একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল। এবং ভিড়ের মধ্যে দিয়ে জোর করে ঢুকে পড়লেন মিসেস উলফ। "আমার অধিকার আছে," চাপা এবং হতাশকণ্ঠে বলছিলেন তিনি, "আমি তার স্ত্রী। এখানে ঢোকবার অধিকার আছে আমার। নেই কি?"

লেফটেন্যাণ্ট তার পিস্তলের গোড়া দিয়ে কাউণ্টারের ওপর ভীষণ জোরে গুঁতো মারল। তার ফলে বোতলের মধ্যে কতগুলো ওষুধের বড়ি গেল ভেঙে।

"আস্তে, আস্তে।"

হৈচৈ বন্ধ হয়ে গেল।

"ঘোষণায় যা বলা হল আপনি কসবী ম্যানরের জন উলফ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি কাউণ্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পারেন।" বলল লেফটেন্যাণ্ট।

"জাগ-টা সাবধান," বললেন ডাক্তার, "ওতে অ্যাসিড আছে।"

কমিটির একজন সদস্য এবং স্থানিক সৈন্যদলের কমাণ্ডিং অফিসার হিসেবে ক্যাপটেন ডিমৃথ অভিযোগগুলো পড়ে গেল। তা ছাড়া জন উলফকে তারই সৈন্যদল গ্রেপ্তার করেছে বলেও এই ব্যাপারে দায়িত্ব তার সবচেয়ে বেশি। অভিযোগগুলো শুনে কেউ তেমন উদ্দীপ্ত বোধ করল না। কারণ আগে থেকেই অভিযোগগুলো সবারই জানা ছিল।

লানা ভাবল, "গিলের এবার ডাক পড়বে।"

কিন্তু জর্জ উইভারকে সাক্ষী দিতে হল আগে ··

"সার্জেণ্ট উইভার, নীচের তলায় আপনি কি করছিলেন ?"

"সৈন্যদলের ছেলেদের ওপর নজর রাখছিলাম।"

"কি করছিল তারা ?"

"ওদের মধ্যে প্রায় সকলেই টমসনের মদ্য-ভাণ্ডারটি খুঁজছিল।"

"পেয়েছিল কি :"

"হ্যাঁ, পেয়েছিল।"

"দরজা ভেঙে ঢুকতে হয়েছিল কি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি জিনিস খুঁজছিল ?"

"ঠিক জানি না। তবে জিন-মদ পেয়েছিল ওরা।"

"সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, লুঠ করছিল ওরা ?"

জবাব দিতে একটু দ্বিধা করল জর্জ। তারপর স্বীকার করল সে, "হ্যাঁ, আপনি লুঠ বলতে পারেন।"

"ওরা সকলেই কি ঐ কাজে লিপ্ত ছিল ?"

"না। গিল মার্টিন তখন চিলেকোঠাটা দেখছিল।"

"আমি ধরে নিচ্ছি সে তখন মাতাল হয় নি। ধাতস্থ ছিল।"

"টনটনে জ্ঞান ছিল তার।" বলল জর্জ।

"সে যে চিলেকোঠায় ছিল তা আপনি কি করে জানলেন?"

"আমি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। উপরতলায় উঠে গিয়ে ওকে ডাকাডাকি করছিলাম। আমাকে তখন সে চিলেকোঠায় উঠে আসতে বলল। আমি গেলাম সেখানে। আমরা বুঝতে পারলাম চিলেকোঠায় লোক ঘুমতে আসে। কল্ডওয়েল নামে একজন কানা লোক সেখানে যে আসত তার প্রমাণ পেলাম আমরা।"

"এই কল্ডওয়েল লোকটি সম্বন্ধে কি জানেন?"

"কমিটির ধারণা লোকটি গুপ্তচর। জর্জ হারকিমার তার সন্ধান করছেন।"

"ধন্যবাদ।" বলল লেফটেন্যাণ্ট বিডল্। অবাক হয়ে সে ভাবতে লাগল এই থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে কি না। উলফ যে গুপ্তচরদের গোপনে আশ্রয় দিত তার প্রমাণ কিছু নেই।

"গিলবার্ট মার্টিন।" ডাক পড়ল ওর।

সত্য বলবার শপথ গ্রহণ করল সে। স্পষ্ট এবং দৃঢ় স্বরে কথা বলতে লাগল গিল। নিজের কাছেও মনে হল না, এটা তার নিজেরই কণ্ঠস্বর।

"আসামী উলফের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি কি জ্ঞানতঃ বলতে পারেন যে, জন উলফ রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলা মেশা করত?"

"আমি জানি সবসময়েই রাজপক্ষ সমর্থন করত সে। এই গ্রীষ্মকালে জনসনদের পেছনে পেছনে চলে গেলেন মিস্টার টমসন। সব ব্যাপারেই জন যে কোন্ পক্ষে তা সে বলে দিত।"

"সে যে রাজপক্ষের লোক সবাই তা জানত কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভাবতে লাগল লেফটেন্যাণ্ট। তারপর চিলেকোঠায় কি কি দেখতে পেয়েছিল গিল সেই সম্বন্ধে সব কথা বলতে বলল সে। বলে গেল গিলবার্ট। এ ছাড়াও বিলি রোজের চটিতে লানা আর সে যে লোকটিকে দেখেছিল তার সম্বন্ধেও বর্ণনা করল গিল। লেফটেন্যাণ্ট তখন ওকে এই সম্বন্ধে নিজের

অনুমানগুলো ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করল। গিলবার্ট সোজাসুজি এবং সরলভাবে ব্যক্ত করে গেল।

"স্টোরের মধ্যে উলফকে যখন দেখলেন তখন কেন তাকে গ্রেপ্তার করলেন না?

"খানিকটা বারুদ ছাড়া তার কাছে তখন আর কিছুই পাই নি আমরা।"

"আপনারা যখন ফাঁকা জমিতে গিয়ে পৌছলেন তখন কি মাতাল অবস্থায় ছিলেন?"

"কেউ কেউ অবিশ্যি মত্ত হয়েছিল, স্যার।"

"ব্যস, এইতেই হবে।" বলল লেফটেন্যাণ্ট। নানা বুঝতে পারল ডাক্তার ওর পা স্পর্শ করলেন।

ফিসফিস করে বললেন তিনি, "তোমাদের লোকেরা ভাল সাক্ষী দিয়েছে। বিশেষ করে গিলবার্ট জনের প্রতি কোনোরকম অন্যায় করেনি।"

ইতিমধ্যে গিল পেছনে সরে এসেছিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল সে। জনতা বিড়বিড় করে অসন্তোষ জ্ঞাপন করছে আর মাথা নাড়াচ্ছে। এই ভাবেই ব্যাপারটা দেখছে সবাই। প্রতি দশ জনের মধ্যে ন'জন লোকই ভাবছে, আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করার যথাযোগ্য কারণ রয়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু প্রমাণ নেই, অন্ততঃ লেফটেন্যাণ্ট যে-ভাবে জেরা করছে তাতে প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু সেই কালো কাপড়ের টুকরোটাই যা প্রমাণ।

লেফটেন্যাণ্ট এবার ক্যাপটেন ডিমথের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল যে, কয়েদীর বিরুদ্ধে আর কোনো সাক্ষী আছে কি না। হ্যাঁ, আছে।

স্টোরি গ্রেবকে ডাকা হল। গ্রেব বলল যে, বেলিঙ্গারের বাড়ি ছাড়িয়ে ফল হিল্-এর পশ্চিমদিকে সে বাস করে। শপথগ্রহণপূর্বক সে বলল, গ্রেপ্তারের তিনদিন আগে তার নিগ্রো ভৃত্য হানস্ তাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছিল। নিগ্রোটাকে ঘরে বন্ধ করে রাখত সে। কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে সে প্রায়ই হারকিমারদের ওখানে চলে যেত। সেখানে ফ্রেইলটি নামে একটি কৃষ্ণকায়া বালিকার সন্ধান পেয়েছিল সে। হারকিমার তাতে বিরক্ত বোধ করতেন। হানস্ সেদিন খুবই ভয় পেয়েছিল। সে বলল যে, রাস্তায় দু'জন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। জন উলফের স্টোরে যাওয়ার

রাস্তা জিজ্ঞেস করেছিল তারা। সে চিৎকার করে তাদের বলেছিল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। তারপর হ্যানস যখন ফিরে এল তখন গ্রেব তাকে লুকিয়ে রাখবার জন্য প্যানট্রিতে বেঁধে রেখেছিল।

ওর পরে যে সাক্ষী দিতে এল তার কথা সবার মনেই গভীরতম রেখাপাত করল। বুড়োটে জবড়জং ধরনের লোক। সাদা গোঁফের দুই প্রান্তে এবং কিনারে নোংরা ছোপ লেগে রয়েছে। সে বলল যে, তার নাম হচ্ছে হন্ ইয়েরি ডরশ। এল্ডরিজ পেটেণ্টের ঠিক পশ্চিমদিকেই থাকে সে। শপথগ্রহণপূর্বক ডরশ বলল যে, জুলাই মাসের চোদ্দ তারিখ সন্ধ্যে-বেলা আইজাক প্যারিসের সঙ্গে একটা দলিলের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। ওখান থেকে ফিরে আসতে সারাটা দিনই লেগে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যেবেলা যখন সে জেমস্ জোনসের বাড়ির কাছে এসে পৌছল তখন সে দেখল সেখানে একটি লোক বসে রয়েছে। তার বাঁ হাতটা ভাঙা। তলায় একটি ফুটকি চিহ্নিত জামা পরেছিল, তার ওপরে বাদামী রঙের ওভারকোট, পায়ে নীল রঙের পশমী মোজা, জুতোয় ফিতে বাঁধা ছিল……

সুস্বাদু খাদ্য খাওয়ার মতো ডরশ যখন আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলো বেশ ধীরে ধীরে বিবৃত করে যাচ্ছিল লানার তখন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

উক্ত লোকটির বাঁ হাত ভাঙা: ডরশ জোনসকে জিজ্ঞাসা করল লোকটি কোথা থেকে এসেছে। তার উত্তরে জোনস বলল, সে জানে না; ডরশকে মদ খাওয়ালো লোকটা, তারপর তিনজনে মিলে একসঙ্গে কিঙসরোড ধরে হাঁটতে লাগল; সে তখন হাত-ভাঙা লোকটার নাম জিজ্ঞেস করল। নাম বলল না বটে, কিন্তু বলল যে, অলব্যানি থেকে আসছে সে, ডরশ নিশ্চিতভাবে টের পেয়েছিল, লোকটার সঙ্গে একগোছা চিঠি আছে। কারণ একবার সে তার গায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই শার্টের ভেতর মচমচ আওয়াজ শুনল ডরশ; হাত-ভাঙা লোকটা তখন বলল যে, একজন কানা লোকের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে সে এবং জিজ্ঞাসা করল ডরশ তাকে চেনে কি না। তার উত্তরে সে বলল যে, চেনে না। এখন লেফটে-ন্যাণ্টের কাছেও ডরশ শপথগ্রহণপূর্বক বলতে পারে, কানা লোকটিকে চেনে না সে।

এই ধরনের ঘোরানো-পেঁচনো এবং বিলম্বিত সাক্ষী-প্রমাণ শুনতে শুনতে লেফটেন্যাণ্ট বিডল্ বুঝতে পারল যে, জনতার মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। ঐ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ডরশ লোকটা অদ্ভুত ধরনের একটা চাপা উত্তেজনার মনোভাব নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। কয়েদী উলফ কাউণ্টারের গায়ে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে একটা কথাও কানে ঢুকছে না তার। কয়েদীর বউ বলে যে-স্ত্রীলোকটি ঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল সে এখন মুখের ওপর হাত চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীর সাক্ষী দেওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডাক্তারের পাশে সুন্দরী মেয়েটিকে এখন একটু নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে, যদিও ঘরের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া তার কাছে অত্যন্ত উত্ত্যক্তকর ঠেকছে।

ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীন একটানা সুরে বলে যেতে লাগ। ডরশ—বনের মধ্যে রাতটা কাটাতে হল ওদের। পরের দিন সকালবেলা বিলি রোজের চটিতে এসে উপস্থিত হল ওরা এবং বিলি রোজ ওদের ভেতরে আসতে বলল। ভেতরে এসে কমিটি রেজিস্টারে নাম সই করতে বলল। এবং সে অর্থাৎ ডরশ সই করল নাম। কিন্তু জোনস আর সেই হাত-ভাঙা লোকটা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রোজের উঠোনে আপেল গাছের তলায় বসে পড়েছিল।

পরের সাক্ষী চটির মালিক উইলিয়ম রোজ, ঘটনাগুলো সত্য বলে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করল। সেই সঙ্গে কল্ডওয়েল সম্পর্কে মার্টিনের সাক্ষ্যও সমর্থন করল সে। রোজ আরো বলল যে, যখন সে রেজিস্টার নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে উপস্থিত হল তখন দেখল হাত-ভাঙা লোকটা উধাও হয়ে গিয়েছে এবং জোনস সেখানে জ্যাকোবাস সিনের সঙ্গে বসে রয়েছে।

লেফটেন্যাণ্ট বিডল্ কয়েদীর জন্য দুঃখ বোধ করছিল। কারণ পায়ের ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে হচ্ছিল তাকে।

"আর কোনো সাক্ষী আছে না কি, ক্যাপটেন ডিমুথ?"

ঐ ধরনের সাক্ষ্যপ্রদান আরো মিনিট পনেরো পর্যন্ত চলল। মনে হচ্ছিল যেন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র বুঝি কসবী ম্যানর বিন্দুটির ওপর এসে মিলিত হচ্ছে। কিন্তু ক্যাপটেন ডিমুথ আসল বক্তব্য অবতারণা করে বলল যে, ওদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। তবে যা শোনা গিয়েছে তা থেকে এই কথাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে, ওদের মধ্যে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের

প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে জন উলফের বাড়িতে অস্থায়ীভাবে বাস করছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ছোট্ট একটা গুঞ্জনধ্বনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

"জন উলফ, আপনি কি সাক্ষীদের সাক্ষ্যপ্রমাণ শুনলেন?"

উলফের মুখে ব্যঙ্গ-বিকৃতির আভাস দেখা গেল। বলল সে, "কিছু কিছু শুনেছি।"

লেফটেন্যান্টের সঙ্গে চোখোচোখি হল। সে বুঝতে পারল, লেফটেন্যান্টকে বন্ধুভাবাপন্ন মনে হচ্ছে। কিন্তু দোষারোপের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শুনে শুনে উলফের নিজের মেজাজ গিয়েছিল বিগড়ে।

"জন উলফ, আপনি কি কখনো রাজপক্ষের লোকদের সাহায্য করেছেন?"

"হ্যাঁ, করেছি।" উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিল সে। মুখটা একটু ফেকাশে আর চোয়ালের হাড় দৃঢ় দেখাচ্ছে। চাপাকণ্ঠে তার স্ত্রী বলে উঠলেন, "ও, জন!" লেফটেন্যান্ট সে দিকে মনোযোগ দিল না। শান্তস্বরেই কথা বলতে লাগল সে। এক অদ্ভুত ধরনের উৎসাহ দেওয়ারই স্বর শোনা গেল তার গলায়।

প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট, "কি ভাবে আপনি সাহায্য করেছেন?"

"খাবার সঙ্গে না নিয়ে ওরা যদি আমার ওখানে আসত তা হলে ওদের আমি খেতে নিতাম।"

"পয়সা না দিলেও খেতে দিতেন?"

"কখনো কখনো পয়সা দিত।"

"কাউণ্টি কমিটি তো আপনাকে সরাইখানা চালাবার অনুমতি-পত্র দেননি।"

"না, দেন নি। কিন্তু আমি তো মদ খাওয়ার জন্য শুঁড়িখানা খুলি নি।"

"কখনো কি আপনি এমনিতে ওদের কাছে মদ বিক্রি করেছেন?"

"হ্যাঁ, যদি দাম দিতে পারত তা হলে জাগ-এ করে বিক্রি করেছি। যেমন অন্য সবাই দোকান থেকে কিনে নিয়ে যায়।"

চোয়ালের হাড় ওর ঢিলে হয়ে গেল। কণ্ঠস্বরও বিশ্রী শোনাচ্ছে।

"সম্প্রতি কি মদ বেচেছেন ওদের কাছে?"

"বিক্রি করবার মতো একফোঁটাও আর নেই।" বলল উলফ।

"যদি থাকত তা হলে কি বেচতেন?"

"হ্যাঁ, বেচতাম। অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আমার চাই।"

"যে-দু'জন সেনেকা ইণ্ডিয়ানদের কথা উল্লেখ করা হল তাদের আপনি খাইয়েছিলেন কি?"

"হ্যাঁ।"

"তারা পয়সা দিয়েছিল?"

"না।"

"আপনি তাদের খাবার সরবরাহ করেছিলেন?"

"ওরা ক্ষুধার্ত ছিল।"

"আপনি নিজের ইচ্ছানুসারে খাবার খেতে দিয়েছিলেন?"

আসামীকে অভিযোগমুক্ত হওয়ার জন্য নানারকমের সুযোগ করে দিচ্ছিল লেফটেন্যাণ্ট। কিন্তু জন উলফ এমন মোটা বুদ্ধির মানুষ যে বুঝতে পারছিল না। উপরন্তু সব ব্যাপারটাই তার অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকছিল। বলল সে, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"তাদের আমি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে পারি নি। পারা উচিত ছিল কি? তারা ভদ্র আচরণ করেছে। দরজা ভেঙে ঘরেও ঢোকে নি। ঐ মাতাল ওলন্দাজগুলোর মতো অভদ্র তারা নয়!"

কাউণ্টারের ওপর পিস্তলের গোড়া দিয়ে গুঁতো মেরে লেফটেন্যাণ্ট বলে উঠল, "ভদ্র ভাষায় কথা বলো, উলফ।"

"কেউ তো ভদ্র ভাষায় কথা বলে নি।"

"আপনি যদি জানতেন যে, রাজার পক্ষ হয়ে ওরা বে-আইনী করছে তা হলেও কি আপনি তাদের সাহায্য করতেন?"

"আমি জানতাম রাজার দলের হয়েই ওরা কাজ করে। কিন্তু কি কাজ তা আমি জানতাম না। কি করে জানব, মিস্টার? আমি তাদের জিজ্ঞেস করি নি। আমি আমার নিজের চরকায় তেল দিচ্ছিলাম। বুঝলেন?"

ধৈর্য সহকারে ব্যাপারটা উপেক্ষা করে গেল লেফটেন্যাণ্ট। লোকটির মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছে সে।

"রাজা যদি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যান তবু আপনি তাঁকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করবেন কি ?"

"তিনি যদি এই জঘন্য চরিত্রের ওলন্দাজগুলোর ধ্বংসসাধন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন তা হলে সাহায্য করব ?"

"নিজের পক্ষসমর্থনের জন্য এ ছাড়া আর কিছু বলবার নেই আপনার ?"

"আরো কিছু শুনতে চান না কি ?"

"আইনানুসারে আপনি যদি নিজ-কর্মের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে সক্ষম না হন তা হলে বেশি কিছু আর না বলাই ভাল।"

"রাজার আইন ছাড়া আমি আর অন্য কোনো আইনের কথা জানি না। রাজার আইন আমি ভাঙি নি।"

"ব্যস, এই-ই যথেষ্ট। আর কিছু জানতে চাই না।"

কাউণ্টারের ওপর হাতটা ফেলে রেখেছিল ক্যাপটেন বিডল্। এবার সে নিজের হাতের ওপর দৃষ্টি ফেলল। ভাবল গুঁতো মেরে মেরে পিস্তলটা নিশ্চয়ই খারাপ করে ফেলেনি। সে যা বুঝতে পারছে তাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, আসামী শুধু একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা এখানে আসবে তা কেউ আশা করে না। তার কাজ হচ্ছে, আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা।

মনে মনে ভাবল সে, "কি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করবে ?"

"জন উলফ," বলতে লাগল লেফটেন্যাণ্ট, "এই আদালত আপনার ব্যক্তব্য এবং আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষীগণের বক্তব্য সব শুনেছেন। আপনি নিজের পক্ষে কোনো সাক্ষী এখানে উপস্থিত করেন নি। এই আদালত মনে করেন যে, আপনার বিরুদ্ধে যা সাক্ষীপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে যুক্তিসহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোককে আতিথ্যদান করেছেন যারা প্রধাণতঃ রাষ্ট্রদ্রোহী। আপনি তাদের আতিথ্যদান করতে অস্বীকার করেন নি এবং তাদের রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজের সঙ্গে যে আপনি জড়িত নেই তাও প্রমাণ করতে পারেন নি। অতএব রাজপক্ষের লোক হওয়ার অপরাধে আপনাকে আমি দোষী বলে সাব্যস্ত করলাম। সুতরাং আইনানুসারে আপনাকে ফোর্ট ডেটনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে আবদ্ধ করে রাখা হবে যতদিন না আপনাকে

বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে গুলী করে মারা হয়। আপাতত আদালতের কাজ মুলতবী রাখা হল।"

ঘরের ভেতরের গুঞ্জনধ্বনি পুনরায় ছড়িয়ে পড়ল বাইরের জনতার মধ্যে। ওরা বলল, "কয়েদীকে গুলী করে মারা হবে।"

লানা দেখল, ছাল ছাড়ানো খুঁটির মতো অনড় হয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিসেস উলফ, ফেকাশে এবং পলকা।

ব্যাপার দেখে হাঁ হয়ে গেল গিল মার্টিন। জর্জ উইভারের ফেকাশে মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। লোকটা তারই প্রতিবেশী ছিল। লেফটেন্যান্ট উঠে পড়ে ইশারা করল সার্জেন্টকে। ওরা তখন কয়েদীকে ধরে নিয়ে তাকে স্টোরের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপর তাদের পিছু পিছু লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে গেল।

॥ ৯ ॥

উলফের ভাগ্য

পায়ে যেন গুরুভার বেঁধে দেওয়া হয়েছে তেমনিভাবে জর্জ উইভার তার বুড়ো ঘোড়াটার পিঠের ওপর বসে পথ চলছিল। স্কাইলার পার হয়ে এসে গিলবার্টের বাদামী রঙের মাদী ঘোড়াটাকে ধরে ফেলল সে। লানা যাতে আরাম করে বসতে পারে সেই জন্যই হেঁটে হেঁটে চলছিল ঘোড়াটা। গিলের পেছনে একই দিকে দু' পা ঝুলিয়ে বসেছিল সে। উইভারের সঙ্গে যেন আগে থেকেই একটা তর্কবিতর্ক চলছিল তেমনি ভাবে লানা জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি সত্যি-সত্যি উলফকে গুলী করে মেরে ফেলবে, মিস্টার উইভার?"

"আমার মনে হয় আইন মানতে গেলে মারতে হবে।"

"কিন্তু গুলী করবে কেন? মেরে ফেলবার মতো সত্যিকারের কোনো ক্ষতি করেছে বলে মনে হয় না আমার।"

"ক্ষতি করেছে বলে আমিও ভাবি না।" বলল উইভার।

"তা হলে কেন মারবে?"

আড়াআড়ি ভাবে গিলকে দু'হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিল লানা,

সেই জন্যে গিল যখন কথা বলছিল তখন ওর মনে হচ্ছিল যেন কথাগুলো সরাসরি গিলের গা থেকে বেরিয়ে আসছিল।

গিলবার্ট বলল, "ওর ঐ প্রশ্নটা শুনতে শুনতে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেল।"

মুখ তুলে জর্জের দিকে তাকিয়ে লানা জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার জর্জ। কি অপরাধের জন্য লোকটিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন আপনি?"

অস্বস্তিপূর্ণভাবে মাথা চুলকোতে লাগল উইভার। লানার কালো কালো চোখ দুটিতে সত্যসন্ধানের এমন একটা আগ্রহ ফুটে উঠল যে, জর্জ তার বুদ্ধি অনুযায়ী গ্রেপ্তারের ন্যায্যতা সম্বন্ধে কথা বলবার চেষ্টা করল।

"আমি ঠিক জানি না, লানা। জীমস ম্যাকনডই আমায় বলল যে, গণ্ডগোলের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে টমসনের বাড়িতে ওদের ঢুকতে দেওয়া উচিত। আমি তাই ঢুকতে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ধারণাই ছিল না যে, এই জন্য জন উলফকে গুলী করে মারা হবে।" রঙ চড়িয়ে সে-ই বলল, "সত্যি লানা, ধারণা ছিল না আমার।"

"হ্যাঁ, তাই হবে," লানা বলল, "আমি জানি কারো ক্ষতি করবার মতো লোক আপনি নন, মিস্টার উইভার।"

"সব চেয়ে খারাপ লাগছে যে, এই ব্যাপারটার ফলে উপকার হয় নি কিছু," বলতে লাগল উইভার, "লেফটেন্যান্টের কাছ থেকে দারুণ গালাগাল শুনতে হয়েছে আমায়। এমনভাবে কথা বলছিলেন শুনলে তোমার মনে হতো আমি বুঝি একটা চোর। অবিশ্যি মার্ক ডিমুথ আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছিল। সে বলেছিল যে, অলব্যানি কাউন্টিতে ইয়াঙ্কীরা যে-ভাবে মেয়েদের গা থেকে জামা-কাপড় খুলে নিয়েছিল সেটা জুতোয় তালি দেওয়ার মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না। সেই তুলনায় এটা তো কিছুই নয়।"

"জানি, জানি। কিন্তু এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা ইয়াঙ্কী নই।"

"হ্যাঁ," জর্জ বলল, "ব্যাপারটা সাংঘাতিক। আমি লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: মিস্টার, বেচারী উলফকে কি সত্যি সত্যি গুলী করে মেরে ফেলা হবে? তিনি বললেন: কি তুমি আশা করো? এমনভাবে বললেন যেন এই জন্য আমিই দায়ী।"

"মিসেস উলফের কি অবস্থা হবে?"

"আমি জানি না। বড্ড খিটখিটে মেজাজের মেয়েমানুষ। ডাক্তার পেট্রি তাঁকে নিজের বাড়িতে জায়গা দিতে চেয়েছিলেন। (ডাক্তারের স্ত্রীর সংমা তিনি) কিন্তু ভদ্রমহিলা বললেন যে, কসবীর ওখানে ফিরে যাবেন এবং না খেতে পেয়ে মরে গেলেও ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন না।"

"তাঁকে আমি দোষ দিই না।"

"ডাক্তার তেমন খারাপ মানুষ নন," আন্তরিকভাবে বলতে লাগল জর্জ উইভার, "এই অঞ্চলে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ডাক্তার। কিন্তু পয়সা দিতে পারুক বা না পারুক প্রতিটি রোগীই তিনি যত্ন নিয়ে দেখেন। পয়সার জন্য তাগিদ দেন না। কোবাসের জন্য তাঁর পাওনা মেটাতে আমার এক বছর সময় লেগেছিল। টাকা দিতে পারি নি—ডিম আর একটা শূকরছানা দিয়ে দেনা শোধ করেছিলাম। এমা আর আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যে, কোবাস মাই ছাড়বার আগেই পাওনা মেটাব তাঁর। তাই করেছিলাম আমরা।"

"আমি ভেবেছিলাম লোকটি বুঝি নিষ্ঠুর প্রকৃতির।"

"আমার বিশ্বাস উলফের জীবন তিনি রক্ষা করবেন। প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাঁর। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোক তিনি।"

"বিশ্বাস হয় না আমার।"

ফেটে পড়ল গিল, "চুপ করো, লানা। এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। রাজার দলের যখন জোর ছিল তখন তারা নিরস্ত্র লোকদের মেরে হাড় গুড়ো করে দিতে দ্বিধা করে নি। জেক স্যামনসের কথা ভেবে দ্যাখো। গত বছর কগনাওয়াগাতে ওরা যখন স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল তখন তাকে রাজার দলের লোকেরা কী সাংঘাতিক ঠ্যাঙানি দিয়েছিল।"

লানা চুপ করে ছিল। সে বুঝতে পারছিল উলফের ব্যাপারটা পীড়া দিচ্ছে গিলকে। নিজের মনে ঠিক করে রাখল যে, এই ব্যাপারে উলফকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবে সে। ভাবল মিসেস ডিমুথকে ধরলে হয়তো ক্যাপটনেরও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

পরের দিন গিল যখন ক্রিশ্চিয়ান রিয়েলের বাড়ি গেল ছোট একটা জমি থেকে গাছের গুঁড়ি পরিষ্কার করবার কাজে সাহায্য করতে, লানা তখন চলে

গেল ডিমুথদের বাড়ি। যখন ফাঁকা জমিতে এসে পৌঁছল তখন সে দেখল, ক্যাপটেনের ঘোড়াটাকে ক্লেম কপারনল গোলাবাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেই লানা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

"মিসেস ডিমুথ বাড়ি আছেন কি?" চাকরানীকে জিজ্ঞাসা করল সে।

চমকে উঠে হাত থেকে চেটাল একটা থালা ফেলে দিয়ে বলে উঠল ন্যানসি, "মাগো! আমি জানি না।"

প্রস্তরীভূত নীল চোখ দুটো মেলে লানার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কিন্তু থালাটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে মিসেস ডিমুথ চলে এলেন রান্নাঘরে।

"ন্যানসি!" কঠিন স্বরে বললেন তিনি, "যদি ওটা ভেঙে গিয়ে থাকে তা হলে ক্লেমকে বলব এবার তোকে মার লাগাতে।"

"ভাঙে নি, মিসেস ডিমুথ," অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, "সত্যি বলছি ভাঙেনি। শুধু একটা টুকরো খসে গিয়েছে। আমি লাগিয়ে দেব। ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিলাম কিনা।"

মিসেস ডিমুথ তখন লানাকে দেখতে পেলেন। তাঁর স্কার্টের দোলানিটা গেল থেমে এবং এক মুহূর্তের মধ্যেই শান্তভাব ধারণ করলেন।

"কেমন আছ, মিসেস মার্টিন? সত্যিই ভারি খুশী হয়েছি। এসো, বসবার ঘরে গিয়ে বসি।"

কাঠের দেয়াল-ঘেরা ঘরের চকচকে কালো রঙের আসবাব—সুন্দর সুন্দর চেয়ার, মেঝেতে গালিচা পাতা, ইত্যাদির মাঝখানে নিজের উপস্থিতিটা বেমানান ঠেকছিল বলে লজ্জা পাচ্ছিল লানা। নিঃশব্দে সোজা হয়ে বসে রইল সে। মিসেস ডিমুথের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। দোতলায় মাথার ওপরে ক্যাপটেন যে দ্রুত পায়চারি করছেন লানা তা বুঝতে পারল।

"ক্যাপটেন ডিমুথ একটু আগেই ফিরে এলেন," বলতে লাগলেন মিসেস ডিমুথ, "তুমি কি ভাই রোদ থেকে সরে বসবে, নাকি পর্দাটা টেনে দেব?"

"থাক, আপনি আমার জন্য কষ্ট করবেন না। রোদ আমার ভাল লাগে।" বলল লানা। কিন্তু সেই সঙ্গে মিসেস ডিমুথের সযত্নে পাউডার মাখা মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য ঈর্ষাপূর্ণ আনন্দ উপভোগও করল সে। বলল, "মিসেস ডিমুথ, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জন উলফের সম্বন্ধে

ক্যাপটেন ডিমুথের কাছে আমার হয়ে দু' একটা কথা আপনি বলবেন সেই আশা নিয়েই এখানে এসেছি।"

"ও—" মিসেস ডিমুথ সূচীশিল্প-খচিত একটা ফ্রেমের পাশেই বসেছিলেন। বলছিলেন তিনি, "কসবীর ম্যানরে যে-লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার কথা তুমি বলছ না নিশ্চয়ই ?"

"তার কথাই বলছি।"

"সে কি তোমাদের বন্ধু ? আমি তো শুনেছি তাকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল তাদের মধ্যে মিস্টার মার্টিনও ছিল। সেই জঘন্য কানা লোকটা যে টমসনের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত তার প্রমাণটা চোখে পড়েছিল মার্টিনেরই। টমসনদের সম্বন্ধে আমার নিজের কখনো বিশেষ কিছু ধারণা ছিল না।" বেশ সন্তুষ্টির সঙ্গেই কথাটা শেষ করলেন তিনি।

"হ্যাঁ, গিল সেখানে উপস্থিত ছিল।" ধীরে ধীরে বলল লানা।

"তোমার স্বামীর সম্বন্ধে খুবই প্রশংসাসূচক কথা বলেছিল মার্ক।"

"আমি জানি। যা উচিত বলে ভেবেছে তাই করবার চেষ্টা করছিল গিল।" মুহূর্তের জন্য সিল্কের টুকরোটার কথা মনে পড়ল লানার, কিন্তু তাই নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, 'দেখুন, উলফকে গুলী করে মেরে ফেলবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওর মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

"ও সেই ব্যাপার !" মিসেস ডিমুথের মুখে ক্ষণস্থায়ী মৃদু হাসি ভেসে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "ব্যাপারটা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছ তুমি ?"

ধীরে ধীরে লানা জবাব দিল, "হ্যাঁ। গিল অবিশ্যি নিজে মুখে কিছু বলছে না। কিন্তু আমি চাই না যে, ঐ ধরনের একটা বিশ্রী ব্যাপার ওর বিবেকের ওপর চেপে বসে থাকে।"

"শোনো বাছা," বললেন মিসেস ডিমুথ, "এই সব ব্যাপারে মেয়েরা কি করতে পারে ? এ হচ্ছে গিয়ে পুরুষদের কাজ। পুরুষরাই একে অপরকে বধ করে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, লোকটি দোষী।"

"মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পাওয়ার মতো দোষী নয়," বলল লানা।

"ঘরের শান্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করি আমি। জীবনকে আনন্দপূর্ণ করে তোলাই তো এক কঠিন কাজ। তার ওপর মার্ক আবার খিটখিটে হয়ে ওঠে। আশাকরি ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ।"

লানার বিষণ্ণ মুখটা প্রায় কঠিন আকার ধারণ করল। বলল সে, "কিছু একটা করবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বাধ্যও। যা হোক কিছু না কিছু একটা করতে হবে। মিসেস উলফের কথা ভেবে রাত্রে আমার ঘুম আসে না।" থেমে গেল লানা। সে দেখল মিসেস ডিমুথ মুখ তুলে অন্যদিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই মুখের উজ্জ্বলতা ফিরে এল তাঁর। তিনি বলে উঠলেন, "এই যে মার্ক এসে গিয়েছে। তোমার সঙ্গে কি মিসেস মার্টিনের পরিচয় আছে? আমার সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছেন সেটা তাঁর ভদ্রতারই পরিচয়।"

ঘরে ঢুকে ক্যাপটেন ডিমুথ বলল, "গুড মর্নিং, মিসেস মার্টিন।"

উঠে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে ক্যাপটেনকে অভিবাদন করল লানা। কিন্তু বুঝতে পারল না ঠিক কেমন করে তার দিকে তাকাতে হবে। ক্যাপটেনের সামাজিক মর্যাদা যে কোন স্তরের তাও সে বুঝতে পারল না। ডাক্তার একজন সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোক বলে উইভার মত পোষণ করতে পারে, কিন্তু ক্যাপটেনের সংযতভাব তাঁর নেই। তার আনত হয়ে অভিবাদন করার সৌজন্যপূর্ণ ভঙ্গী থেকেই লানাকে তিনি বুঝতে দিয়েছিলেন যে, তাঁর সমশ্রেণীর লোক সে নয়।

"বাড়িতে ফিরে এসেছ বলে খুবই ভাল লাগছে, ডিমুথ," মহিলাটি বললেন, "এবার ক'দিনের জন্য অনুগ্রহ করবে আমায়?"

"একদিন কি দুদিন।" সোজাসুজি লানার দিকে চেয়ে জবাব দিল ডিমুথ। কিন্তু নিজে থেকে যখন কথা বলল তখন সে নিজের স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "লুকিয়ে লুকিয়ে কথা শুনছিলাম বলে ভাবছিলে বোধহয়। কিন্তু কি করব, তোমরা দু'জনে জন উলফের সম্বন্ধে যে কথা বলছিলে তা আমি শুনে ফেলেছি।" নস্যি টানল ক্যাপটেন। তাপর আঙুলের নখ দিয়ে টুসকি মেরে সশব্দে নিঃশ্বাস টানল সে। লানা ভাবল, অন্য লোকেরা যা করে ক্যাপটেনও তাই করলেন। শুধু অন্যলোকেদের চেয়ে আওয়াজ করলেন কম। লানার দিকে চেয়ে মিষ্টিভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করল ক্যাপটেন, "আমাকে কিছু বলবেন কি?"

সাহস সঞ্চয় করে লানা বলে ফেলল, "ওরা কি মিস্টার উলফকে গুলী করে মারবে?"

"আমি ঠিক জানি না। আপনি কি চান না যে তাকে মেরে ফেলে ?"

"না।" গভীর আবেগের সুরে জবাব দিল লানা।

"আমিও চাই না। কারণটা অবিশ্যি সেই একই।"

লানা আবিষ্কার করল যে, ক্যাপটেন আর সে নিজেদের মধ্যে বেশ খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা বলতে পারছে। তার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিতে ভয় পাচ্ছিল সে। লানা জানে, তার সঙ্গে চোখাচোখি হলে সে আর কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারত না। ক্যাপটেন যদিও নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নিয়ে কথা বলছিল, তা সত্ত্বেও পারত না।

মাথাটা একটু নাড়িয়ে লানা বলল, "গিলের জন্যই ঘটল।"

"পুরো দলটির জন্যই ঘটেছে। মত্ত অবস্থায় ছিল ওরা। একটা ছুতো খুঁজছিল।"

"গিল তা খুঁজছিল না!

"না, গিল তার কর্তব্যই শুধু করছিল। সে শুধু আদেশ পালন করছিল। সব গণ্ডগোলটার মূলে ছিল জিমস ম্যাকনড। ইস্কুলমাস্টারদের আরো বেশি মাইনে পাওয়া উচিত। ওদের বুদ্ধি বেশি বলেই অসন্তুষ্ট। আমার আশঙ্কা হয় জিমস ম্যাকনডই গোলমাল করবে।"

"আমি তাকে চিনি না।"

"সত্যিসত্যি সে এক দেশভক্ত। আমার কাছে দেশভক্তি খুব একটা বড় জিনিস বলে মনে হয় না। বাটলারদের মতো মানুষরাও দেশভক্ত। কিন্তু না হলেই ভাল হতো।"

বুটজুতোর ওপর চাপড় মেরে ভিমুখ হেঁটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। সে দেখল, একশ গজের মতো একটা জমিতে লাঙল দেওয়া হয়েছে। ভাঙা বেড়াটাও চোখে পড়ল তার। ওটা ছাড়িয়ে গাছের মাথাগুলো ঢেউয়ের মতো ক্রমশই উঁচু হতে হতে হ্যাজেনক্রেভার পাহাড় পার হয়ে যে দিগন্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে তাও দেখল সে। মাঝখানে কোথাও ফাঁক নেই। শুধু নদীর জলস্রোত চলে গিয়েছে কানাডা পর্যন্ত। জমির ধারের বেড়াটা বাঁধের মতো ঠেকিয়ে রেখেছে বাইরের জঙ্গলময় অংশটাকে।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপটেন। জানালার পরিষ্কার কাঁচের ওপর মুখের ছায়া পড়ল তার। বলতে লাগল সে, "জন উলফকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলাম

আমি। সবচেয়ে ভাল হতো যদি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাটা এক সপ্তাহের জন্য মুলতবী রাখা যেত। ডাক্তার পেট্রি গিয়েছিলেন কর্নেল হারকিমারের সঙ্গে দেখা করতে। আবেদনপত্রটা গোপনে সমর্থন করতে রাজী হয়েছিল সে, কিন্তু স্বাক্ষর করতে চায় নি। কর্নেল হারকিমারকে আমরা এখানে স্থানিক সেনাবাহিনীর জেনারেল নিযুক্ত করাতে চাই। কারণ মোহক ভ্যালির লোকজনদের একত্র করে যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলটাকে রক্ষা করার সে-ই হচ্ছে একমাত্র উপযুক্ত লোক। তা না হলে উলফকে বাঁচানো হয়তো সহজ হতো।"

লানা মুখে বলল, "হ্যাঁ, বুঝেছি," কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা হচ্ছে না বলে মনে মনে ভীষণভাবে রেগে উঠল। উলফকে এখন গুলী খেয়ে মরতে হবে, কারণ কর্নেল হারকিমার একজন জেনারেল হতে চায়। ক্যাপটেনের দিকে ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টি তুলতে গিয়ে তাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল লানা।

"মিসেস মার্টিন," বলল ডিমুথ, "বিশ্বাস করুন, হারকিমার এসব পছন্দ করে না। এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়বার পরামর্শই তাকে আমরা দিয়েছি। বাধ্য হয়েই দিতে হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার পেট্রিকে আরো কতকগুলো নাম সংগ্রহ করতে হবে। এই ব্যাপারে রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছেন তিনি। স্কাইলারকে চিঠি লেখবার জন্য তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করেছি আমি। যাই হোক, উলফকে রক্ষা করব আমরা, কথা দিচ্ছি।" একটু থেমে ডিমুথই আবার বলল, "আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি এবং আপনার কথাই ষোল আনা সত্যি।"

আর কিছু বলবার মতো কথা খুঁজে পেল না লানা।

ক্যাপটেন তখন মিসেস ডিমুথের দিকে চেয়ে বলল, "সারা, এক গেলাস করে মদ খেলে কেমন হয়?"

"নিশ্চয়ই। মিসেস মার্টিনকে পথ হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। তাঁর পক্ষে ভালই হবে।" মিসেস ডিমুথের কণ্ঠস্বর অম্লমধুর শোনাল। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ক্যাপটেন তখন শান্তভাবে বলতে লাগল, "মিসেস মার্টিন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করে বেড়াচ্ছিল উলফ। তার মতো একজন সাংঘাতিক লোক এখানে থাকা যে বিপজ্জনক তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?"

"পারছি," বলল লানা, "কিন্তু উলফের কি হবে, সার?"

"মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও তাকে জেলে যেতে হবেই। তার চেয়ে কম অপরাধের জন্য বহু লোক জেল খাটছে।"

"কোথায় তাকে জেল খাটতে পাঠানো হবে?"

"বোধহয় সিমসবেরীতে। ওটা খনি অঞ্চল।" আলোচনাটা বন্ধ করে দিল ক্যাপটেন। লানা বুঝতে পারল এই বিষয় নিয়ে ওর ও আর আলোচনা করা উচিত নয়। সরু গেলাসটা হাতে নিয়ে একটানে মদটুকু খেয়ে ফেলল সে। অল্প অল্প করে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করল না লানা।

রাগে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার পেট্রি। সামনের দরজা দিয়ে দ্রুত পা ফেলতে ফেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনেই নদী। বেরিয়ে আসবার পর তাঁর মনে হল নিকোলাস হারকিমারকে আরো গোটাকয়েক কথা বলে আসতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আবার গিয়ে হারকিমারের ঘরের দরজায় মেছুনীর মতো উঁকি মারতে মর্যাদায় বাধবে বলে ভাবলেন ডাক্তার। বারান্দায় যদি এখন তিনি দু'এক মিনিট অপেক্ষা করেন তা হলে হারকিমার হয়তো খোঁজ নিতে বেরিয়ে আসতে পারে। তখন অবিশ্যি কথাগুলো বলতে পারবেন হারকিমারকে।

জনসটাউনের পশ্চিমে হারকিমারের মতো ভালো খামার আর কারো নেই। অনেকেই মনে করে তাঁর লাল রঙের পাকা বাড়িটা সার উইলিয়াম জনসনের শৌখিন বাড়িটার মতই সুন্দর। তাঁর জমিতে গম আর ভুট্টা যা জন্মায়, ভ্যালির অন্যান্যদের চেয়ে তা কোনো অংশে খারাপ নয়। নদীর পারে উইলো-গুল্মের পশুচারণ-ভূমিতে যেমনভাবে ঘোড়ার দল ঘাস খেয়ে বেড়ায় তেমন দৃশ্যটা বহু লোকের জীবনে শুধু কল্পনাই হয়ে আছে।

দৃশ্যটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের আরো রাগ বেড়ে গেল। তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য হারকিমার যখন বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, "হ্যালো, বিল" ডাক্তার তখন তাঁর দিকে মুখ না ঘুরিয়েই নানারকমের অভিশাপ দিতে লাগলেন।

"এবার বলো, কি বলবে, বিল।" বললেন হারকিমার।

কি একটা কথা যেন বলতে ভুলে গিয়েছিলেন সেই রকমের ভঙ্গী করলেন

পেট্রি। "আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, ভাল ইংরেজী বলতে পার না তুমি।" ইংরেজী বলে সেটা আবার জার্মান ভাষায় পুনরাবৃত্তি করলেন। অনুবাদটা স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছ এবং জোরালো হল। গালাগাল দেওয়ার পক্ষে জার্মান ভাষাটা বেশ ভাল।

রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ওঁরা। ডাক্তার পা রেখেছেন সিঁড়ির ধারে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। কালো কালো ভুরু দুটিতে মোচড় দিতে দিতে কালো রঙের বয়সজীর্ণ কোট গায়ে দিয়ে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে স্থির-দৃষ্টিতে কালো কুচকুচে নিগ্রো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর ছাই-রঙা বুড়ো ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটি। নিকোলাস হারকিমার তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন—উচ্চতা তাঁর সবে ডাক্তারের কাঁধ পর্যন্ত। তাঁর কাঁধও বেশ চওড়া, মাথাটা বড়। ধূসর বর্ণের ঘন চুলের গুচ্ছটা এলোমেলো হয়ে রয়েছে। তাঁর চোখ দুটো ঘন কালো, আবেগপূর্ণ এবং তীক্ষ্ন। কিন্তু এখন তাঁর হাঁ-করা মুখের লম্বাকৃতি ওপরের ঠোঁটটির মতো চোখের ভঙ্গীটাও কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠেছে। এই সমৃদ্ধিশালী খামারের মালিক বলে মনে হচ্ছিল না, তাঁকে দেখাচ্ছিল একটা খেত-মজুরের মতো।

ক্ষণকালের জন্য ডাক্তার যেই ফোঁসফোঁসানি বন্ধ করলেন, হারকিমার তখন তাঁর ভারী গলায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "আচ্ছা, বিল্, আচ্ছা, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়। উলফকে তুমি রক্ষা করতে পার, কিন্তু আমি পারি না। ওকে রক্ষা করবার জন্য আমি যদি একপা অগ্রসর হই তা হলে অনেকেই বলবে যে, অপরপক্ষের সঙ্গে আমার স্বার্থের সম্পর্ক আছে। জানোই তো আমার ভাই রয়েছে কানাডায়।"

"তোমায় কিছুই করতে হবে না।" ফেটে পড়লেন ডাক্তার।

"না, তা হবে না," বললেন হারকিমার। মুখটা তাঁর ক্রমশই রক্তিম হয়ে উঠছে। তিনিই আবার বললেন, "কিন্তু ওদের কথা আমায় শুনতেই হবে। তুমি তো জানো, আমি ছাড়া স্থানিক সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার কেউ নিতে পারবে না।"

রাগ পড়ে নি ডাক্তারের। হারকিমারের যুক্তির প্রতি কর্ণপাত না করে বললেন, "তাই হোক,জেনারেল। তুমি তোমার পথ ধরেই চলো। জেনারেলের

পদে উন্নীত হও তুমি। একজনকে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে যদি জেনারেল হতে চাও তবে তাই হও। কিন্তু এই যুদ্ধে যদি আহত হও তা হলে ভাঙা হাত জোড়া লাগাবার জন্য আমার কাছে এসো না।" ভোঁস ভোঁস শব্দ করতে করতে তিনি আবার বললেন, "অবিশ্যি একথা ঠিক যে তোমার ওপর একটি অস্ত্রোপচার আমি করতে চাই।"

পা দিয়ে শব্দ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে নিগ্রো ছেলেটার হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা ছিনিয়ে নিয়ে বাতগ্রস্ত লোকের মত জিনের ওপর কুঁজো হয়ে বসে পড়লেন তিনি।

"বিল—" হারকিমার ডেকে বললেন, "জেনারেল শ্বাইলারকে চিঠি লেখ তুমি।"

"আমার যা খুশি তাই আমি করব।" গর্জন করে উঠলেন ডাক্তার। বুড়ো ঘোড়াটার পেটে পা দিয়ে গুঁতো মেরে তাকে নদীর দিকে চালিয়ে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন হারকিমার। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বিল্ পেটি ভুলে গিয়েছে যে, নদীটা পার হতে হবে তাকে। যতক্ষণ না সে নদীর ধার থেকে আবার ফিরে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে বসে রইলেন।

"এই যে বিল্, কি ব্যাপার ?" জিজ্ঞাসা করলেন হারকিমার।

অভিশাপ দিলেন ডাক্তার।

নিগ্রো ছেলেটিকে উদ্দেশ করে হারকিমার বললেন, "ট্রিপ, ডাক্তারকে নদী পার করে দিয়ে আয়।"

"যাচ্ছি, ক্যানেল," এই বলে নিগ্রোটা ছুটে গেল নৌকার কাছে।

উঠে পড়লেন হারকিমার। তারপর বাড়ির ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, "ফ্রেইলটি, নীল মগ্‌টায় করে বীয়ার দিয়ে যাও।"

অফিসে ঢুকে তিনি তাঁর টেবিলে গিয়ে বসে পড়লেন। একটি ছিপছিপে নিগ্রো মেয়ে বীয়ার নিয়ে এল। ছিট কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তার কাঁধের হাড় দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে। তারপরেই অফিসে প্রবেশ করলেন তার স্ত্রী।

"হন," তাঁর পুরনো নাম ধরে ডেকে ধীরে ধীরে বললেন, "ওখানে অন্তু একজন ইণ্ডিয়ান এসে অপেক্ষা করছে।"

'নিয়ে এসো ভেতরে।"

তাঁর স্ত্রী অল্পবয়স্ক ইণ্ডিয়ানটিকে ভেতরে এনে হাজির করলেন। গায়ে তার কম্বল কিংবা শার্ট ছিল না। তেলতেলে বাদামী রঙের চামড়ার ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ঘনভাবে নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে ওর ঝালরওয়ালা ঘাগরাটা টান লেগে তুলে উঠছে হাঁটুর ওপর। লাঠির সঙ্গে বাঁধা একটা চিঠি খুলে নিয়ে হারকিমারের হাতে তুলে দিল সে।

হারকিমার চিঠিখানা খুললেন।

রেভারেণ্ড কার্কল্যাণ্ড ওনাইদা থেকে চিঠি লিখছেন। স্পেনসারের কাছ থেকে তিনি খবর পেয়েছেন যে একটা দল অসওয়েগো থেকে পূর্ব দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। ওনাইদা হ্রদ হয়ে যায়নি ওরা। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, তারা নিশ্চয়ই বনের মধ্যে দিয়ে উত্তরের পথ ধরেছে।

বিরাট মাথাটা নাড়িয়ে সায় দিল ছেলেটি। হাজেনক্লেভার আর পশ্চিম কানাডা কিল-এর ওপরের অংশে নজর রাখা দরকার। শেলের সেই কাঠের দুর্গটার ওপর দিকেও নজর রাখতে হবে। বিল্ আর উলফের কথা ভুলে গেলেন হারকিমার।

"ফ্রেইলটি," চিৎকার করে ডেকে উঠলেন তিনি। চওড়া পায়ের পাতা ফেলে নিগ্রো মেয়েটি এসে উপস্থিত হল।

"আমার লোকেরা এখন ব্যস্ত আছে।" কষ্টসাধ্যভাবে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে চিঠি লিখতে লিখতে মুখ না ঘুরিয়েই বলতে লাগলেন হারকিমার, "জর্জকে বলবি যে শেলের ব্লক হাউসের উত্তর দিকে জনা দশ লোক পাঠাতে। ঐ দিক দিয়ে আট জন লোকের একটা শত্রুদল আসছে। খোঁজ নিতে বলবি। খবরটা ডিমুথের কাছে যেন পৌছয়। ডিয়ারফিল্ডেও নজর রাখতে হবে তাকে।" এবার নিগ্রো মেয়েটার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "হ্যাঁরে ফ্রেইলটি, খুব জোরে জোরে ছুটতে পারবি তুই ?"

"পারব, কানেল।"

"তা হলে হাওয়ার বেগে ছুটতে ছুটতে মিস্টার ডাইগার্টের বাড়ি গিয়ে এই চিঠিখানা তাকে দিয়ে আয়।" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দেহের দিকে চেয়ে হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন, "ফ্রেইলটি, তোর শরীর কেমন আছে ?"

"ভাল আছে, কানেল।"

"মিসেস হারকিমার তোকে কিছু বলেছেন ?"

"বলেছেন। এবারেও এখানে আমার বাচ্চা হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করেছি, এরপর এখানে আর নয়।"

"এবার এটা কার বাচ্চা রে?"

"মিস্টার গ্রেবের ওখানে হ্যানস বলে যে লোকটা থাকে মনে হয় এটা তারই কাজ। নিগ্রো মেয়েদের জালিয়ে মারে লোকটা। তাকে এড়াবার আর কোনো পথ পেলাম না। এটাই হচ্ছে আসল সত্য, কানেল।"

"যা, এবার ছুট্ দে।"

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর হারকিমার দৃষ্টি ফেললেন ইণ্ডিয়ানটির ওপর। চুপ করে এতক্ষণ সে আলোচনাটা শুনছিল। পিঙ্গল চোখ দুটি দিয়ে সবই সে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু চোখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল না।

"চলো," বললেন হারকিমার, "এক গেলাস মদ খেয়ে যাও।"

বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল সে।

জেনারেল স্কাইলারের কাছে যে চিটিখানা লিখবেন মনে মনে তারই মুসাবিদা করেছিলেন ডাক্তার পেট্রি। কিন্তু একটা মোড়ের মাথায় এসে মনে পড়ল যে, মিসেস স্মলের বাচ্চা হওয়ার সময় এসে গিয়েছে এবং সেখানে উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তিনি। অতএব সেখানে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে যাবেন বলে ভাবলেন।

উপনিবেশে নতুন একটা ব্লকহাউস তৈরি হচ্ছিল। কাঠের দুর্গ। এর দেয়ালে গুলি চালাবার জন্য ফুটো থাকে। শত্রুদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্যও রাখে এখান থেকে। ডাক্তার পেট্রি ব্লকহাউসের সামনে এসে থামলেন। দেখলেন, সামনের দিকে গোঁজ পুঁতে পুঁতে বেড়াটা তৈরি করে ফেলেছে ওরা। জেকব স্মল এখানে ছিল না, কিন্তু হেলমারদের একটি ছেলে চিলেকোঠার ছাদ ফেলছিল। ওপর থেকেই সে চিৎকার করে বলল, "ওই যে ডাক্তারসাহেব, বাড়ি থেকে খবর পাওয়ার পর ক্যাপটেন চলে গিয়েছেন সেখানে। তারপর আর ফিরে আসেন নি।—এখান থেকে চারদিকটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।"

মুখ দিয়ে আওয়াজ করলেন ডাক্তার। সেখানে গিয়ে যে কি দেখবেন তা তিনি এখানে বসেই বলে দিতে পারেন। বিবাহিত জীবনের দশটা বছর

মিসেস স্মল শুকনো কাঠের মতো নিঃসন্তানা হয়ে ছিল। এখন সময় হওয়ার দু'সপ্তাহ আগেই প্রসবব্যথা শুরু হয়েছে তার। মহিলাটির বয়স হচ্ছে একত্রিশ আর জেক হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো। বেহায়া স্ত্রীলোকটিকে তখন তিনি সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন যে, বুড়োটাকে বিয়ে করা তার উচিত হবে না। যাদের বয়স পঞ্চাশ হয়ে গিয়েছে তাদের অল্প বয়সের মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করার ব্যাপারটা পছন্দ করেন না তিনি। তাদের বরং সমবয়সী বিধবাদের খুঁজে বার করা উচিত। বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন ডাক্তার। এসব কথা তাকে বলেছিলেন বলে মেয়েটা তখন তাঁর মুখের ওপরেই বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠেছিল।

মেয়েটা ছিল মুখরা এবং গায়ে পড়ে আগবাড়িয়ে কথা বলবার স্বভাব ছিল তার। ডাক্তারের এখন সন্দেহ হচ্ছে যে, তিনি তাকে দেখতে যাবেন বলে খবর পেয়েই যেন প্রসবব্যাথা শুরু করে দিয়েছে এবং এমন সময়েই শুরু করেছে যখন সে জানে যে অন্যকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তিনি। প্রসব হতে অনেকক্ষণ সময় নেবে। রুই মাছের মতো দেহের গঠন তার, শ্রোণী-অস্থি নেই বললেই হয়। এই বয়সে গোলমাল হতে বাধ্য। সবাইকে ভোগাবে আর নিজে তো ভুগবেই। যাই হোক, স্ত্রীলোকটির অভিজ্ঞতা হওয়া ভাল। সমুচিত শিক্ষা হবে তার।'

এই কথাটা ভেবে একটু স্বস্তি অনুভব করলেন তিনি। তারপর খিটখিটে মেজাজে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। জিনের পাশ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে দরজায় এসে করাঘাত করতেই তিনি দেখলেন, ক্যাপটেন স্মল তাঁকে গদগদ ভাবে স্বাগত জানাচ্ছে।

"সত্যি বলছি ডাক্তার, ভগবান আপনাকে নিশ্চয়ই এখানে এনে উপস্থিত করলেন। ঘণ্টা দুই আগে তো ক্যাসলারকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। এতো তাড়াতাড়ি এলেন কি করে?"

ডাক্তার বুঝিয়ে বললেন সব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ ধরে ব্যথা উঠেছে বেট্‌সীর?"

"ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর থেকে। চাটুতে ভাজা কেক খেল খানিকটা তারপরেই মনে হল পেটে গিয়ে জমে গেল কেক।"

"পাঁচ ঘণ্টা," মুখ দিয়ে অসন্তুষ্টির স্বর বার করে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "শোয়ার ব্যবস্থা করবে কোথায়?"

"শয়ন-কামরায় ফিরে গিয়েছে সে। বিছানাটা যে এখানে তুলে নিয়ে আসব তার সময় পর্যন্ত পাইনি আমরা। জেক্, বেট্সী বলল, জেক্ এই বিছানার ওপরেই শুয়ে পড়তে দাও আমায়। আমাকে স্পর্শ করো না, জেক। ভগবানের নাম করে বলছি ডাক্তার, আমার মতো বুড়ো মানুষের পক্ষে এটা কী সাংঘাতিক ঝামেলার ব্যাপার !"

"ব্যথা খুব বেশী নাকি ?"

"সাংঘাতিক। একবার গিয়ে শুনুন কিভাবে চেঁচাচ্ছে।"

"বেট্সী তো সবসময়েই চেঁচামেচি করত," বললেন ডাক্তার। "স্বাস্থ্যবতী মেয়ে সে। ভেড়ার মতো ছোটাছুটি করো না, জেক। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, জন্মাবার সময় তুমি তোমার মা-কেও এমনি ধরনের ব্যথা দিয়েছিলে।"

"তাই আপনি মনে করেন, ডাক্তার ? দু'একবার তো মনে হয়েছিল ধপ করে পড়ে গিয়ে মরে থাকি।"

"একটু ব্রাণ্ডি খাও। বাড়িতে কিছু আছে ?"

"আপেলের চোলাই রস আছে।"

"খানিকটা খাও। কিন্তু আগে আমার কাছেই নিয়ে এসো। বেট্সীর কাছে কে আছে ?"

"কাউকে যে আমি ডেকে পাঠাব তা সে হতে দেবে না। বলে যে, ওরা এসে বাড়িঘর সব আগোছাল করে তুলবে।"

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটা দেখতে লাগলেন ডাক্তার। পেতলের প্যান, তামার কেট্লী আর থালাবাসনগুলো ঝকঝক করছে। যে-কোনো কারণেই হোক এইসব দেখেশুনে স্বয়ং বেট্সীর চেহারাটা ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। অশিষ্ট একটু ঝাঁঝ থাকত কথার মধ্যে। আগে একবার তাঁকেও সে তিরস্কার করেছিল। এবার সেই তিরস্কারের পিঠে নিজেকেই গিলতে হবে। মানুষ যখন ডাক্তারের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে তখন এই কথাটা কখনো ভেবে দেখে না।

"তুমি গিয়ে একজন মেয়েছেলে খুঁজে নিয়ে এসো।"

"মিসেস হেলমার ছাড়া ধারেকাছে আর কেউ নেই। বেট্সী তাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না।"

"বেশ ভাল," বললেন ডাক্তার, "যোগ্য লোকই পাওয়া গিয়েছে। এক্ষুনি গিয়ে তাকে নিয়ে এসো। তার আগে আপেলের রসটুকু দিয়ে যাও আমায়।"

ভারী পা ফেলে ফেলে শয়ন-কামরায় ঢুকে পড়লেন তিনি। শয়ন-কামরাটি সুন্দর। ভাল কাঠের ভারী ওজনের খাট। চারদিকে চারটে খুঁটি। জানালার ওপর সাদা পর্দা টানা রয়েছে। হাওয়া লেগে পর্দাটা মৃদু মৃদু দুলছিল। তার ফলে পেছন-উঠোনের শুয়োরগুলোর গা থেকে যে দুর্গন্ধ আসছিল সেটা দূর হয়ে যাচ্ছিল হাওয়ায়। মেঝের ওপর বুরুশ-কাঠি দিয়ে বোনা গোলাকৃতি কম্বল পাতা। জানালার তলায় একটা সুন্দর দেরাজ।

"এই যে," বললেন ডাক্তার, "যাক, শেষ পর্যন্ত ভারি সুন্দর বিয়ে হয়েছে তোমার। তাই না, বেট্সী?"

পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে একটা টুল নিয়ে এসে বিছানার ধারে বসে পড়লেন তিনি। সাদা ধব্‌ধবে বিছানার চাদরের ওপর শোয়া স্ত্রীলোকটিকে তার বয়সের অনুপাতে অপেক্ষাকৃত যুবতী দেখাচ্ছে। ঢেউ খেলানো লাল চুলের গুচ্ছ জট পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে বালিশের ওপর। চুলের কাঁটাগুলো খসে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে বিছানার সর্বত্র। তার মুখটি কৃশ এবং ফেকাশে, বিশেষ করে ঠোঁটের চারপাশটা। নীল এবং উত্তেজনাপূর্ণ চোখদুটো মেলে সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ডাক্তারের দিকে। দোমড়ানো লেপের তলায় তার দেহের আকৃতিটা ষোল বছর বয়সের মেয়েদের মতো।

জবাব দিল না সে। রোগা এবং হলদে ফুটকি-চিহ্নিত হাতের মুঠো দিয়ে লেপটা আকড়ে ধরে রেখেছিল। বসে বসে প্রসবব্যথাটা বাড়তে দেখলেন ডাক্তার, মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু নিজের ঘড়িটা বার করে এনে ফেলে রাখলেন বিছানার ওপর। তারপর তার হাতের ওপর হাত রাখলেন তিনি। কোনো কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার সুযোগ করে দিলেন।

ব্যথাটা সেরে যাওয়ার পর ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে প্রবল জোরে শ্বাস গ্রহণ করল সে।

"এই যে ডাক্তারসাহেব," বেট্‌সী বলল, "পৌঁছতে আপনার অনেকক্ষণ লাগল।"

"তোমারও তো তাই।"

দাঁতের ওপর ঠোঁট ঠেকিয়ে রাখল মিসেস স্মল। দাঁতগুলো এবড়ো-খেবড়ো, কিন্তু শক্ত ও সাদা। দাঁত আর ওর স্বাভাবিক হাসিটুকুই ডাক্তারের কাছে একমাত্র সান্ত্বনার কারণ হয়ে উঠল।

"কোথায় ছিলেন আপনি?" জিজ্ঞাসা করল সে।

জবাব দিলেন ডাক্তার, "আমি যখন জন উলফকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলাম তখনই তোমার ব্যথা শুরু হয়ে গেল। আর সময় পেলে না। চিরকালই দেখেছি গণ্ডগোল বাধাবার পক্ষে তুমি একটি ওস্তাদ মেয়ে।"

নিঃশ্বাস টানতে টানতে চোখ বুঁজে চাপাগলায় বলল সে, "চুলোয় যাক।" ডাক্তার তাঁর ঘড়িতে সময় দেখলেন। স্বামীটি তখন দুটো গেলাস আর একটা জাগ্‌ হাতে নিয়ে ঢুকল। একটা গেলাসে গেঁজানো আপেলের রস ঢালতে গিয়ে একটু ছলকে পড়ে গেল। বলল সে, "এখন আমি খাব না, ডাক্তার। আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে।"

মিসেস হেলমারের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

"জেক গেল কোথায়?"

"মিসেস হেলমারকে ডাকতে।"

"তাকে আমি চাই না এখানে।"

"একজন মেয়েছেলের ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে। জেককে দিয়ে এসব কাজ চলবে না। তুমি নিজে এখন অক্ষম হয়ে পড়েছ। কিছুই করতে পারবে না তুমি। ভগবান আর আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমায় সাহায্য করতে পারবে না। তোমাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না বাচ্চাটা জন্মাচ্ছে। বুঝলে?"

"তুমি জাহান্নমে যাও ডাক্তার," বলল সে, "সন্তান প্রসব করা দেখছি একটা বিশ্রী ব্যাপার।"

"শাপ দাও আর যা-ই করো তাতে তোমার কিছু সুবিধা হবে না।" গম্ভীর সুরে ডাক্তার বললেন।

তাঁর মুখের ওপর হেসে উঠল বেট্‌সী এবং তাতে একটু স্বস্তি বোধ করল ডাক্তার।

"তোমার কাপড়-চোপড় খুলে নিচ্ছি আমি," বললেন তিনি।

"মিসেস হেলমারের আসা পর্যন্ত কি অপেক্ষা করতে পারছেন না?"

"তুমি ভাল বোধ করবে। তা ছাড়া সে আসুক আর না আসুক তোমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে আমায়।"

"বেশ।"

কাপড়-চোপড় খুলে দিলেন ডাক্তার এবং টান করে বিছানার চাদরটা পেতে দেওয়ার পর মিসেস স্মল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ডাক্তার পেট্রি রান্নাঘরে গিয়ে উনোন ধরিয়ে দু'কেটলী জল চাপিয়ে দিলেন। তারপর ফিরে এসে বেট্‌সীর পাশেই বসে পড়লেন। বললেন তিনি, "জেক-কে যখন বিয়ে করেছিলে তখন ভেবেছিলে যে, এইসব কাণ্ড করবার মতো বয়স নেই তার। বলো ঠিক না?"

মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল সে।

"এখন বেশ হয়েছে।" বললেন ডাক্তার

"আমার জন্মের সময় মা মারা গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, মনে আছে আমার। আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।"

"আমাদের বংশে এটাই একটা অভিশাপ।"

"তোমার শারীরিক গঠনে গোলমাল আছে।"

"আমি জানি।" ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে বলল সে, "কিন্তু একটা কথা বলব আপনাকে, ডাক্তার। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, তবু আপনাকে বলব। জেককে আমি ভালবেসেছিলাম। এখনো বাসি। অনেক মজা করেছি আমরা।"

"হ্যাঁ, অস্বীকার করব না।" শুকনো গলায় বললেন ডাক্তার।

"জন উলফকে নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়েছেন বুঝি?"

"অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লোক সে। কোনোদিনই পছন্দ করতাম না তাকে। কিন্তু কেটে-র বাবা তো। কিছু একটা বিহিত আমায় করতেই হবে।"

সায় দিল বেট্‌সী। মুখে উজ্জ্বলতার আভাস ফুটিয়ে বলল, "ব্যাপারটা সব তালগোল পাকিয়ে গেল।" তারপর আঁকড়ে ধরল আবার।

মিসেস হেলমারকে নিয়ে জেক যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ডাক্তার তখন আপেলের রসটুকু খেয়ে ফেলেছেন এবং দেখাশোনার দায়িত্বটা ছেড়ে দিলেন তার হাতে। মিসেস হেলমার একজন সবলা জার্মান স্ত্রীলোক। বারোটি সন্তানের মা সে। অতএব সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ডাক্তারের চেয়ে জ্ঞান তার সম্ভবতঃ কম নয়। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মিসেস স্মলের নগ্ন দেহটা পর্যবেক্ষণ করল সে। তারপর কেটলীর জলটা গরম হয়েছে কি না দেখবার জন্য বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। জেক স্মল ঢক ঢক করে গেলাস থেকে গেঁজানো রস খেতে লাগল। স্ত্রীর নগ্ন দেহের দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে রাখল সে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন অশালীন ঠেকতে লাগল ওর চোখে। সে নিজে এটাকে বন্ধ করতে পারে না বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা নারীদেহকে এইভাবে নাড়াচাড়া করাটাও সংগত বলে ভাবতে পারল না জেক। এটা অবিশ্যি তারই কৃতকর্মের ফল। প্রথমে কী আনন্দ না হতো! এটা এমন একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যা বহুদিন অপেক্ষার পর মানুষের জীবনে এসে উপস্থিত হয়। বেট্সীকে দেখে এখন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

"আমার বয়সের লোকের কাছে এটা ভয়ংকর ব্যাপার, ডাক্তার।"

"থাক, থাক, জেক। কথাটা আর দ্বিতীয়বার বলো না।"

"বলব না, ডাক্তার।" চুপ করল সে। গেলাসটা ধরবার জন্য হাতড়াতে লাগল। অন্য একটা ভাল প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কি মনে হয় উলফকে ওরা গুলী করে মেরে ফেলবে?"

"আমি জানি না," জবাব দিলেন ডাক্তার, "হারকিমারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। কর্নেল ডেটন তো আমার সঙ্গে দেখাই করতে চায় না। স্ট্যানউইক্সে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য মজুর সংগ্রহ করতে পারছে না বলে দিনরাত চেঁচামেচি করছে সে। শ্যাইলার চায় বসন্ত-কালের আগেই দুর্গের কাজ সব শেষ করে ফেলতে। তার সব অদ্ভুত ধারণা যে, ইংরেজরা বোধহয় স্লেজ-গাড়ি কিংবা ঐ ধরনের কোনো রকম গাড়িতে চেপে আক্রমণ করতে আসবে এখানে।"

"সত্যি? আশ্চর্য কথা!" বলল স্মল।

"এই দেশ সম্বন্ধে সকলেরই অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে।"

বিছানাটা একটু নড়েচড়ে উঠতেই ডাক্তার ঘড়িতে সময় দেখলেন জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে মুখ বার করে দাঁড়িয়ে রইল জেক। অকারণ হৈচৈ করতে করতে মিসেস হেলমার রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে বিছানার ধারে ঝুঁকে দাঁড়াল। বেট্সী মাথা নাড়িয়ে বলল, "ধন্যবাদ, মিসেস হেলমার। কিছু হয় নি।" স্ত্রীলোকটির প্রতি কোনো রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্বর শুনতে পাওয়া গেল না তার কণ্ঠে। বলল সে, "শুনুন ডাক্তার, ডেটনের মনের অবস্থা যদি ঐ রকমই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আপনি গোটা চার-পাঁচ মজুরদল সংগ্রহ করে দিন। সে তবে হয়তো উলফকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবে। জেকও আমাদের মজুরগুলোকে পাঠিয়ে দিতে পারে।"

"নিশ্চয়ই পাঠাব," বোমার মতো ফেটে গিয়ে বলতে লাগল জেক, "ক্যাসলারও আমার কাছে কাজ করতে বাধ্য। টাকা ধার নিয়েছে সে। ডাক্তার, বেট্সীকে আপনি সুস্থ করে তুলুন, আমি কথা দিচ্ছি দু'সপ্তাহের জন্য দুটো মজুরদল আমি আপনাকে জোগাড় করে দেব। এমন কি তিনটি দলেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

ডাক্তার পেট্রি উঠে পড়লেন। বিছানার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওপাশে জেকের সরল মুখটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন "বেট্সী, তুমি একটি মেয়ে বটে।"

সে তখন জিব বার করে দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে চিৎকার করে উঠল।

"তুমি বাইরে যাও, জেক।" বলে উঠলেন ডাক্তার। বেট্সীর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "ভয় নেই বেট্সী, এটা যদি আমার শেষ কাজও হয় তবু প্রসবের ব্যাপারটা ভালভাবে শেষ করব আমি।"

ভেতরদিকে জিবটা টেনে নিল বেট্সী। ওর দিকে এক পলক দৃষ্টি দিয়ে বাইরে পালিয়ে গেল জেক।

·

সন্ধ্যার পরে ডেটন দুর্গে এসে পৌছলেন পেট্রি। কর্নেল ডেটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু যখন দেখা হল তখন সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন তিনি।

"ক'টা মজুরদল আপনার দরকার?"

"কাউকে চেনেন আপনি ?"

"ক'টা চাই বলুন ?"

"ক'টা দিতে পারেন ?"

"চারটে যদি পাঠাই তাতে চলবে ?"

"তা হলে তো বর্তে যাই আমি। অতোগুলো পেলে যে ঠাকুরমাকেও গুলী করে মেরে ফেলতে পারি।"

"না, কাউকে গুলী করতে হবে না আপনাকে। জন উলফকে যদি ছেড়ে দেন তা হলে সব লোকই জোগাড় করে দেব আমি।"

"কি যে মাথামুণ্ডু··· ···।"

"তাকে নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছে হয় করতে পারেন আমার তাতে আপত্তি নেই। শুধু গুলী করে না মারলেই হল। বুঝতে পারছেন তো, আমি তার মেয়েকে বিয়ে করেছি ? আমি মনে করি একটা ব্যবস্থা আপনি করতে পারবেন।"

"যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন তাকে আটকে রাখতে হবে জেলে। এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।"

"তাই-ই যথেষ্ট মনে করি আমি। গোবেচারী লোকটি গুলী খেয়ে মরে তা আমি চাই না।"

উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার পেট্রির সঙ্গে করমর্দন করল কর্নেল।

বাড়ি ফিরে এসে হৈচৈ করতে করতে ডাক্তার তার বউকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "জনকে ওরা আর গুলী মারবে না।"

রাত্রির পোশাক পরেই বউ তার শয়ন-কামরা থেকে বেরিয়ে এল। এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। উল্‌ফের মুখের সঙ্গে তার মলিন মুখটির খুবই সাদৃশ্য রয়েছে।

"ও বিল।" বলল সে। উভয়ে উভয়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর মিসেস পেট্রি জিজ্ঞাসা করল, "সারাটা দিন কোথায় ছিলে ?"

"জনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম," খিটখিটে মেজাজে বললেন ডাক্তার, "তা ছাড়া একটি রোগী দেখতে হয়েছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। এসো না, শোবে একটু ?" তার স্বরে আমন্ত্রণের

ইশারা। বাবার গ্রেপ্তারের সময় থেকে এমন আচরণ সে করছে যেন দোষটা তার স্বামীরই। এখন সেই দোষ স্খালনের চেষ্টা করল সে। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার তাকে দোষ দিতে পারেন না। তিনি ভাবলেন, বাপের প্রতি মেয়ের তো ভালবাসা থাকবেই, সে যদি জন উলফ হয় তবুও। কিন্তু মাথা নাড়লেন তিনি, মুখে কিছু বললেন না। রান্নাঘরে গিয়ে আগুনটাকে একটু উস্কে দিলেন। তারপর স্টোর থেকে খানিকটা রাম নিয়ে এলেন। বেট্সী স্মলের কথা ভাবছিলেন ডাক্তার পেট্রি। ঐ রকম ধরনের একটা দেহ থেকে সন্তান প্রসব হবে এবং দু'জনেই বেঁচে থাকবে এমন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ডেটন বলছিলেন যে, পশ্চিম কানাডা কিংবা হ্যাজেনক্লেভার অঞ্চলে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে হারকিমার খবর পেয়েছে। স্থানিক সেনাবাহিনীর কয়েকজন প্রহরারত সৈনিক কীল অঞ্চলে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই চলে গিয়েছে। ডিমুথকে খবর পাঠিয়েছে তারাই।

সংকল্প পরিবর্তনের পর শেষপর্যন্ত যখন তিনি শয়ন কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে সন্তুষ্ট করা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল না স্বামীটি কেন তার সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করছেন। কিন্তু শহীদের মতো সে তার নিজের ভাগ্য মেনে নিল।

জেকব ও বেট্সী স্মলের প্রথম সন্তানের জন্মের দু'দিন পর একদিন সকালবেলা সার্জেণ্ট এসে বন্দুকের মুখ দিয়ে কম্বলের ওপর খোঁচা মেরে জন উলফকে তুলে দিল। সবে মাত্র তখন সূর্যোদয় হয়েছে এবং ফোর্টের ভেতরে বিন্দুমাত্র কোলাহল নেই।

"ওঠো", সার্জেণ্ট বলল, "তোমার বউ এসেছে দেখা করতে।"

"আমার বউ", বলল জন উলফ।

"হ্যাঁ, তোমাকে সে বিদায় জানাতে এসেছে।"

হাঁটুর ওপর হাত রেখে কম্বলের কোনা ঘেঁষে বোবা হয়ে বসে রইল জন উলফ। আগ্রহহীন দৃষ্টিতে ইয়াঙ্কী সৈনিকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"ওরা তোমায় গুলী করে মারবে না", অবজ্ঞাপূর্ণ সহানুভূতির সুরে সার্জেণ্ট বলতে লাগল, "ওরা তোমায় অলব্যানিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে।"

ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরল সে। জন উলফ শুনতে পেল বউ তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আগে বসে বসে স্ত্রীর কান্না সহ্য করাটা ভাগ্যের অপ্রয়োজনীয় শেষ কশাঘাত বলে মনে করল উলফ। কিন্তু সে জানে যে, কর্তব্য সম্পাদনের একটা কাজ আছে তার।

"ভেতরে এসো," বলল উলফ, "কান্না থামাও।"

"ও জন, ওরা তোমায় মারবে না।"

"না," হতবুদ্ধির মতো বলল সে।

"তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?"

"আমি জানি না।"

কম্বলের ওপর তার পাশেই বসে পড়েছিল মিসেস উলফ। কান্নার শব্দটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে। যেমন-তেমন ভাবে কাপড়-চোপড় পরেছে, কিন্তু বিনুনি-করা চুলের গুচ্ছ নষ্ট হয় নি এখনো।

"জন, কতদিন তোমায় ওরা আটকে রাখবে?"

"বলতে পারি না।" বলল উলফ। মনটা তার স্নেহশীল হয়ে উঠতে লাগল। "শোনো গো।" (বহু বছর হল স্ত্রীকে সে আদরের সুরে সম্বোধন করে নি। বোকা ধরনের স্ত্রীলোক সে। সব সময়েই কোনো-না-কোনো ব্যাপারে ভয় পেয়ে যেন মরে থাকে। উত্ত্যক্তকর মনে হতো উলফের কাছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, দুর্বলচিত্তের স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি প্রেমনিষ্ঠ ছিল সে।) "শোনো," উলফ বলল, "আমার অনুপস্থিতির সময়টা কি করবে তুমি?"

"জানি না।"

তিক্ততার সুরে জন বলল, "স্টোরে চোদ্দটা ডলার লুকনো আছে। কিন্তু তা দিয়ে তো এতোদিন চলবে না তোমার। কেটের কাছে গিয়ে থাকতে পারো।"

"বলেছিল সে, কিন্তু আমি ওকে বলে দিয়েছি যে, বরং না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবু ওর স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে বাস করব না।"

"দোষ দিই না তোমাকে। কিন্তু এ ছাড়া তোমার তো আর কোনো উপায়ও নেই।"

"টাকাগুলো খুঁজে নেব। পয়সা দিয়ে অন্যকারো সঙ্গে গিয়ে বাস করব।

হয়তো কোথাও একটা কাজও পেয়ে যেতে পারি। এমনও হতে পারে, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে যদি জানতে পারি তা হলে সেখানে গিয়ে থাকব।" তারপর বিলাপের সুরে সে-ই বলল, "এখানে সবাই আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ছাখে। জন, কতদিন ওরা তোমায় আটকে রাখবে ?"

"সেনাবাহিনী এসে পড়বার পর আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না। ওদের আসতে বেশিদিন লাগবে না। হয়তো আগামী বসন্তকালেই। তখন আমি ফিরে আসব।"

"ও জন !"

উলফ তার স্ত্রীর কাঁধের ওপর হাত রাখল এবং চুম্বন করল। বলল সে, "নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়ো।"

সার্জেণ্ট তার জন্য অপেক্ষা করছিল। নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াতে পারছিল না উলফ। সে বুঝতে পারছে না যে, একজন মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে কি করে অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠতে পারে। তারপর সে নিজের কাছে যে-কটা রুপোর টাকা ছিল সবই দিয়ে দিল স্ত্রীর হাতে।

ফিসফিস করে বলল, "শুধু এক পাউণ্ডের চেয়ে দু'এক টাকা বেশি। আমার দরকার নেই। যদি কানাডায় পৌঁছে যেতে পারো তাহলে মিস্টার টমসন কিংবা মিস্টার বাটলারের সঙ্গে দেখা করো। মিস্টার বাটলার অনেক লোককে সাহায্য করেছেন। নিজের জমি দিয়ে বছর দুই আগে উইটমোরকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় সেখানে তুমি পৌঁছতে পারবে না।" সার্জেণ্টের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে উলফ জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় ?"

"অলব্যানিতে।"

"তা হলে বিদায় অ্যালি।"

"বিদায়, জন।"

ওরা তাকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিল। প্রহরারত দু'জন সৈনিক রইল সঙ্গে। তার পর উপনিবেশের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল কীল্ অঞ্চলের নদীর অগভীর অংশের দিকে। খাঁড়ির ওপর তখনো সকালের কুয়াশা রয়েছে ঝুলে। তারপর কিঙস্রোডের দূর কোন দিয়ে যখন দলটা

ওপরে ওঠে যাচ্ছিল তখন গাড়ির শব্দ শুনে হরিণী জল খেতে খেতে চমকে উঠল।

তৃতীয় দিন বিকেলবেলা জন উলফকে অলব্যানির জেলরক্ষকের হাতে তুলে দিল সার্জেণ্ট। অন্য চারজন কয়েদীর সঙ্গে একটা ঘরে তাকে আবদ্ধ করে রাখা হল। ঘরটা এতো ছোট যে, চারজন একসঙ্গে শুতে পারে না। ত্বদিন পরে ওদের পাঁচ জনকেই নদী পার করে বুশ নামে একজন গাড়িচালকের হাতে তুলে দেওয়া হল। শেরিফের তু'জন অফিসারকে গাড হিসেবে সঙ্গে নিয়ে সে আবার তাদের পৌছে দিল সিমস্‌বেরীতে। পৌছে দেওয়ার জন্য সে পাঁচ ডলার করে পায়। কেনানের পথ ধরে ওরা যাত্রা করেছিল। তু'দিন লাগল পৌছতে। উলফের কাছে এটাই ছিল দীর্ঘতম যাত্রা। কারণ, ট্রায়ন কাউন্টির বাইরে কখনো সে যায় নি। সেখানেই জন্মেছে এবং সেখানেই জীবন কাটিয়েছে।

অন্য কয়েদীদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবার ইচ্ছা হয় নি তার। সারাটা পথ সে শুধু অ্যালির কথাই ভাবল। ভাবল, সে যে কতো ভাল মেয়ে তেমন কথাটাও উলফ কোনোদিন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। এবং সেই জন্য মেয়েলি নাকীকান্নাসহকারে নালিশ জানায় নি অ্যালি। ব্যাপারটা মনে তার খোঁচা মারছে। জেল খাটতে যাওয়ার পথে এটাই এখন সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এমন কি তাকে যখন জানানো হল যে, এদের তু'জন হচ্ছেন মিস্টার এব্রাহাম কুইলার, অলব্যানির ভূতপূর্ব মেয়র, এবং মিস্টার স্টীফেন ডিলান্সি হচ্ছেন স্কাইলার, জনসন, ভ্যান রেনসেলেয়ারস ও লিভিংস্টোনদের মতো উচ্চ বংশের লোক তখনো সে কোনো রকম ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশ করল না। তার পরিচয় এবং কি ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করল ওরা সে তখন প্রশ্নগুলোরই জবাব দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তারা যখন প্রচণ্ড ঘৃণা সহকারে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কথা বলতে লাগল তখন সে নির্বিকারভাবে কথাগুলো শুনে যেতে লাগল, যেন সে নিজের মধ্যে নেই, অন্য কেউ কথা শুনছে।

সিমস্‌বেরীতে যখন এসে পৌছল তখন উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত ব্যারাক-গুলোর মাথার উপরে উঠে এসেছে চাঁদ। খুব কষ্ট করেই ঘোড়াগুলো পাহাড়ের

গা বেয়ে উঠে এসে ফটকের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল। দাঙ্গিয়া পরে, কালো কোট গায়ে দিয়ে এবং মাথায় টুপী লাগিয়ে একজন অফিসার এসে ওদের ভেতরে নিয়ে গেল। একটা দরজার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের সামনের দিকের একটা ঘরে এনে হাজির করল ওদের। ঘরটার একটাও জানালা নেই। গার্ডদের ঘর এটা। একজন সৈনিক-কে অফিসার লাথি মারতেই সে উঠে দাঁড়াল এবং ঘরের কোনায় গিয়ে ছোট্ট হাপরটাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

অফিসার বলল, "কুড়ি শিলিং করে প্রত্যেকে যদি দাও তা হলে এক-একটা করে নতুন হাতকড়া পেতে পারো তোমরা। নইলে মরচে ধরা গুলো পরতে হবে।"

পাঁচজনের মধ্যে যে-লোকটি দরজি সে তার ভুল না করার স্বাভাবিক বুদ্ধি বশতঃ নতুন একটা হাতকড়া কিনে ফেলল।

সৈনিকটি যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে হাতকড়া তৈরি করছে, জন উলফ তাই মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। লম্বা লম্বা লোহার টুকরোর শেকল লাগাল হাতকড়ার দু'দিকে। সেটা আবার জুড়ে দিল অন্য দুটো শেকলের সঙ্গে। পায়ের বেষ্টনীর সঙ্গে শেকল দুটো বাঁধা। পুরো জিনিসটার ওজন চল্লিশ পাউণ্ডের চেয়েও বেশি। গরম হাতকড়াটা তার কব্জি দুটো পুড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু বোধ ছিল না তার। হতবুদ্ধির মতো অবস্থা হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। মিস্টার ডিল্যাপ্সি ওর হয়ে নামটা তার বলে দেওয়ার পর অফিসারটি তখন শেরিফের অফিসারদের দেওয়া নামের লিস্ট-টা মিলিয়ে নিল।

তারপর কামারটি মেঝের ওপর বসানো একটা চোরা দরজা খুলে দিল।

"ওখানেই নামতে হবে তোমাকে", বলতে লাগল অফিসার, "তুমি যদি ঝামেলার সৃষ্টি না করো আমিও তোমাকে ঝামেলায় ফেলব না। তোমার যখন নাম ডাকা হবে তখন এক-একদিন পর ওপরে উঠে আসতে পারবে। অন্যদের মতো তোমার খাবারও নিচে নামিয়ে দেওয়া হবে।"

উদাস দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল উল্ফ। প্রথমে ভদ্রলোক দু'জন মই বেয়ে নেমে গেলেন নিচে। তাঁরা এমন কি অফিসারের দিকেও চেয়ে দেখলেন না। পচা জলের দুর্গন্ধ নাকে ঢুকতেই দরজিটি একটু শিউরে উঠল। জন উলফের মতো চতুর্থ লোকটিরও হতবুদ্ধি অবস্থা। একটি সৈনিক তার

স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করেছিল বলে সে তাকে প্রহার করেছিল। সেই অপরাধে তাকে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। জন উলফ গেল সবার শেষে।

একটা খনির বারো ফুট তলায় নেমে এল ওরা। সামনেই প্রহরীদের জন্য ছোট্ট একটা ঘর। দু'জন সৈনিক সেখানে একটা লণ্ঠন আর এক বাক্স তাস নিয়ে বসে ছিল। কয়েদীরা যখন নিচে নামছিল তখন ওদের মধ্যে একজন সৈনিক অন্য একটা চোর-দরজা খুলে দিয়ে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল যে, আরো একটা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যেতে হবে।

ফুটোটা দেখাবার জন্য লণ্ঠনটা সে তুলে ধরল। আরো অনেকটা তলায় ওরা দেখতে পেল, সেঁতসেঁতে বালির ওপর লোকজনরা শুয়ে রয়েছে। আলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল। সৈনিকটি গর্জন করে ঘোষণা করল, "বন্দীরা নিচে নামছে।" এই বলে হেসে উঠল সে। তারপর চোরা-দরজাটা দুপ করে উলফের মাথার ওপর দিল ছেড়ে। আর একটু হলে তার হাতের ওপর পড়ত।

লোহার একটা সরু মই-এর ওপর পা রেখে ধীরে ধীরে জন উলফ নামতে লাগল নিচে। পাথরের কুচি দিয়ে মইটা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। মই বেয়ে নিচে নামা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। হাতকড়াটা এত ভারী যে নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয়। পায়ে বাঁধা শেকল দুটো ও ধাপের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ঘরের হাওয়া ক্রমশই সেঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা বলে বোধ হচ্ছে। কাঁপতে লাগল সে। শেষ পর্যন্ত যখন তলায় গিয়ে পৌঁছল তখন চোখ দুটোতে আর দীপ্তি নেই, ঝাপসা হয়ে এসেছে। দাড়িওয়ালা একটি লোক মোটা পশমী কাপড় পরে এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। একটুকরো ছেঁড়া কাপড় টাই-এর মতো গলায় পেঁচানো তার। উলফের হাত ধরে সে বলল, "ঠাণ্ডা তা ঠিক। অভ্যাস হয়ে গেলে সহ্য করতে পারবে। এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা আর হয় না, এমন কি শীতকালেও বাড়ে না। তাপমাত্রা মোটামুটি এই রকমই থাকে।

জলের দিকে হাত তুলল সে। উলফ দেখল, ভূগর্ভস্থ একটা পুকুরের এক প্রান্তে সে দাঁড়িয়েছে। সোজাসুজি মাথার ওপর দিয়ে দেওয়ালগুলো উঠে গিয়েছে অজানা অন্ধকারে। "হাওয়া-বাতাসের স্পর্শ পেতে হলে সত্তর ফুট ওপরে উঠতে হবে," ওদের মধ্যে কে একজন বলল, "তার ওপরে লোহার শিক বসানো আছে।" জন উলফ চোখ ঘুরিয়ে পুকুরটা আবার দেখল। খনির

মধ্যে ছুটে। রাস্তা জলে ভর্তি হয়ে আছে। চারদিকের সব ক'টা দেয়াল থেকে টুপ টুপ করে অবিরাম জল পড়ার শব্দ হচ্ছে।

"এখান থেকে পালাবার উপায় নেই," লোকটি বলল। ব্যাপারটা সুস্পষ্ট। শীতে দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় ঠকঠক করতে করতে মিস্টার ডিল্যাম্পি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগুলো কিসের জন্য ?" পেতলের তৈরি তিনটে আংটার দিকে আঙুল তুললেন তিনি।

"কাঠকয়লা। ওগুলো পোড়াই আমরা, নইলে দম আটকে মারা যাই। আমরা যদি গণ্ডগোল করি তা হলে ওরা আমাদের ভয় দেখায়, কাঠকয়লা সব নিয়ে যাবে। ব্যাপারটা খুবই সহজ," একটু হেসে সেই বলতে লাগল, "এক বছরের ওপর আমি এখানে আছি। কমিটি আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার বাড়ি হচ্ছে ভার্জিনিয়া। আমার নাম ফ্রান্সিস হেনরী।"

জন ত্রিশ লোক শুয়ে ছিল বালির ওপর। ওরা কেউ উঠল না। অর্ধমৃত জন্তুর মতো পড়ে ছিল ওখানে।

মিস্টার হেনরী বলল, "এখানকার নিয়ম হচ্ছে যে, যারা নতুন আসে এখানে তাদেরই আংটাগুলো দেখাশুনো করবার ভার নিতে হয়। ডিউটি দেওয়ার কাজটা কে করবেন আপনারা তা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিন।"

"আমিই ভার নেব। তাপ চাই আমি।" সেদিন এই প্রথম কথা বলে জন উলফ।

মিস্টার হেনরী তাকে কাঠকয়লার বাক্সটা দেখিয়ে দিল।

"ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন," বলল সে। কালো জলের দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করে সেই বলল আবার, "এখানে আমাদের একটা নিয়ম আছে। কেউ যদি আংটার আগুন দেখবার দায়িত্ব নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তা হলে তাকে ঐ জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। জল শুকতে এক সপ্তাহ লাগে।"

"আমি ঘুমব না।" বলল উলফ। তারপর হেনরীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার, ওরা কি চিঠিপত্র লিখতে দেয় ?"

"নিয়ম নেই। কিন্তু ঘুষ দিলে গার্ডদের মধ্যে দু-একজনকে দিয়ে চিঠি পাঠানো চলে। এক পাউণ্ড দিতে হবে আপনাকে।"

বসে পড়ল উলফ। চেয়ে চেয়ে দেখল, হেনরী গিয়ে ঢুকে পড়ল তার সেই নোংরা কম্বলটার তলায়। তারপর আংটাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে কাঠকয়লার ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। সিলিং পর্যন্ত গিয়ে পৌছচ্ছে। সত্তর ফুট উঁচুতে উঠে গিয়ে আবার ধীরে ধীরে দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে আসছে তলায়। তারপর মন্থর গতিতে চলে যাচ্ছে খনির জলমগ্ন অংশটার দিকে। ছোট ছোট নৌকার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেসে থাকছে জলের ওপর।

এক পাউণ্ড দিতে হবে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে, অ্যাসি এখনো কসবীর ম্যানরে ফিরে গিয়েছে কিনা। আদালতে যখন ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ-গুলো আনা হল তখন খুবই ভয় পেয়েছিল অ্যাসি। কে জানে এখনো সে তেমনি একা একা ভয় পাচ্ছে কিনা।

॥ ১০ ॥

ন্যানসি একটা চিঠি নিয়ে এল

এক সপ্তাহ পরের কথা। ক্যাবিনে একাই ছিল লানা। শরৎকালে গাছ কেটে গুঁড়িগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে নতুন জমি তৈরির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল গিল। সেই সময় দু'তিন দিনের জন্য জজ উইভার, ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল আর ক্লেম কপারনলের সাহায্যের দরকার হবে। তৃণভূমি থেকে ঘাস কেটে ডিমণ্ডের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে সে। প্রায় প্রত্যেকটা গাছেরই গা থেকে গোল করে ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। নিচের দিকের শাখাগুলো এরই মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে পাতাগুলো বাদামী হয়ে উঠেছে। শুধু ওপর দিকের কিছু পাতা এখনো সবুজ রয়েছে। জানালা থেকে ঐ জায়গাটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে লানা। ভাবছে, ক্যাবিনের ঠিক পশ্চিমেই নতুন জমিটা দেখতে না জানি কেমন হবে।

অবসন্ন আর নিস্তেজ বোধ করছিল লানা। পেটে যে সন্তান এসেছে সে সম্বন্ধে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই ওর। যদিও সে ভাবছিল দুএক বছর পরে এলেই ভাল হতো, কিন্তু খুশী হয়েছে গিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরির কাজ পুরুষমানুষরা নিজেরাই করতে পারে বটে। কিন্তু ফসল তোলার সময় অপরের সাহায্যের দরকার হয়। এই সব পাড়াগাঁ মতো জায়গায় সাহায্য পাওয়ার শুধু একটামাত্রই পথ আছে—সেই সময় ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া। লানা ভাবল, যদি মেয়েসন্তান হয় গিল তা হলে অসন্তুষ্ট হবে কিনা।

খামারের কাজে মেয়েদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যোগ্য স্ত্রীর প্রধান কাজ হচ্ছে সন্তান ধারণ করা। ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটা সাধারণতঃ নির্ভর করে ভগবানের ওপর অথবা সন্তানের পিতার মানসিক অবস্থার ওপর। ছেলে কিংবা মেয়ে যাই হোক না কেন, গিলের তরফ থেকে আশঙ্কা নেই ওর।

কয়েকদিন আগে স্কাইলারে গিয়ে কাস্টের কাছ থেকে লোমওয়ালা একটা ভেড়ার চামড়া কিনে এনেছিল গিল। লানাকে বলেছে যখন সে বাড়ি থাকবে না তখন যেন বাইরে গিয়ে ছাটা ডালপালাগুলোকে গাদা করে রাখবার কাজ না করে। তার চেয়ে বরং ঘরে থেকে ছালের লোমগুলোকে চিরুণী দিয়ে পরিষ্কার করে রাখার কাজ করাই ভাল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কাজটা এখন করতে হচ্ছে ওকে। ক্যাবিনটা ঝাড়পোঁছ করবার অজুহাতে এই কাজটা সারাদিন ফেলে রেখেছিল সে। ঘরের মেঝে পালিশ করেছে, চিলেকোঠার মেঝেটাও ঝাঁট দিয়েছে। নদীর ধারটা ঠাণ্ডা বলে সেখানে গিয়ে বাসনগুলো ঘষামাজা করেছে। তারপর আর কোনো কাজ ছিল না বলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই গরম রান্নাঘরটায় ফিরে আসতে হল।

লোম থেকে চর্বির গন্ধ আসছিল ; আঙুলে চর্বি লেগে যাচ্ছে। লোমগুলো জটা বেঁধে গিয়েছে এবং বনের প্রান্তে যেখানে চরে বেড়াবার জায়গা সেখানেই ভেড়ার গা থেকে চামড়াটা খুলে নেওয়া হয়েছে। পায়ের চামড়ায় ভীষণ শক্ত হয়ে কাদা বসে গিয়েছে। খুব সাবধানে পরিষ্কার করা দরকার। প্রতিটি লোম এতো মূল্যবান যে, একটিও নষ্ট করা চলবে না।

যেখানে বসে কাজ করছিল লানা সেখান থেকেই কাবার্ডের ওপরে ময়ূরের পালকটা মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। ওটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কথা মনে পড়ল ওর। এতোদিনে গম কাটা প্রায় শেষ হয়ে এল। বোনেরা নিশ্চয়ই শস্যের আঁটি বাঁধছে আর খেত-মজুরদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। গাড়ির সঙ্গে ঘোড়াগুলোকে জুতে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাবা চলেছেন তাদের আনতে। রোদ আড়াল করে দরজায় দাঁড়িয়ে মা তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর দিকে। মাঠের ওপর দিয়ে চেয়ে রয়েছেন পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকেই—বোধ হয় লানার কথাই ভাবছেন। মানসচক্ষে ওর চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছেন তিনি।

গত এক সপ্তাহ ধরে লানা যখন একা-একা বসে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে

রয়েছে আর পালকটা নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনছে তখনই কেমন যেন মায়ের উৎকণ্ঠার কথা নিজের মনে অনুভব করেছে সে।

কাজ করবার জন্য এবার দৃঢ়সংকল্প হল লানা। কাজ করতে গিয়ে ভাল বোধ করতে লাগল। সুতো কাটবার সময় আসছে এগিয়ে। সংগীতের পর সুতো কাটাই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল কাজ। চরকার চাকার স্পন্দন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। চরকা ঘোরার মৃদু গুঞ্জনধ্বনি প্রবেশ করে হৃদয়ে; টাকুর গায়ে সুতোটা জড়িয়ে যায় তখন বালিকা বয়সের স্বপ্ন কিংবা যুবতী জীবনের আশা-আকাঙ্খা কিংবা জীবনেরই অতীত স্মৃতি যেন সত্য হয়ে ওঠে। একটি স্ত্রীলোক যখন সুতো কাটে তখন সে নিজের হাতেই তৈরি করে তার নিজের নিয়তি। সুতো কাটার জগতে পুরুষের কোনো স্থান নেই।

সম্প্রতি নিজের মধ্যেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছে লানা। যদিও মনটা ওর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, দেহেতে সাড়া জাগে না, তবু ঘুমন্ত কুকুর যেমন কোনো কিছুর উপস্থিতিতে জেগে উঠে হাটতে থাকে সেও তেমনি বোধশক্তি হারায় না। এখনো ঠিক সেই রকম অবস্থাই চলছে। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। লোম আর তারের বুরুশ দিয়ে দুটো হাতই আটকা। বালিকা বয়সের বাড়ি কিংবা গিলের বাড়ির কথাও ভাবছে না। চিন্তা যদি কিছু থেকেই থাকে তা হলে নিজেকে কেন্দ্র করেই চিন্তা করছে সে, যার অতীতকালীন অস্তিত্ব বনের একটি নিঃসঙ্গ লতার মতো নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তবু কোনো কিছু শোনবার অনেক আগে থেকেই, কেউ যে তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে সে সম্বন্ধে মন যখন সচেতনও হয়নি তখনই সে টের পেয়েছিল যে, কেউ একজন ক্যাবিনের দিকে হেঁটে আসছে। তারপর যখন সে সচেতন হল তখন ঘর্মাক্ত অবস্থায় চমকে উঠল লানা। অঙ্গাবরণের মতো হাটুর ওপর দু হাত দিয়ে চর্বি মাখা চামড়াটা ধরে রাখল সে।

দরজার দিকে মুখ করে ঋজু তনুদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লানা। ধোঁয়াটে কাঁচের মতো চোখ দুটি ওর। একেবারে পুরোপুরি অসহায়।

খানিকটা ভয় পেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় জবুথবুর মতো ওরই সামনে মেয়েটি এসে দরজার কাছে থেমে গেল।

"আমি", বলল সে, "আমি ন্যান্‌সি। আপনার একটা চিঠি আছে, মিসেস মার্টিঙ।"

"চিঠি ?" যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করল লানা।

লানার মুখের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি ফেলল ন্যানসি। তারপর সশব্দে ঢোঁক গিল বলল, "হ্যাঁ মিসেস মার্টিঙ, মিস্টার ডিমুথের কাছ থেকে এনেছি। মানে, আমি ক্যাপটিঙের কথা বলছি।"

ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা এক হাত দূর থেকেই টেনে বার করে বলল আবার, "আমি আর দাঁড়াব না। এটা দিয়েই চলে যাব।"

হুঁশ ফিরে এল লানার। বলল সে, "না, না ন্যানসি।"

মেয়েটার বোকার মত মুখ আর বড় বড় নীল চোখ তুটি দেখে মনে হল ভয় পেয়েছে সে। লানা বলল, "ভেতরে এসো, ন্যানসি।"

"না, মিসেস মার্টিঙ। আমি আপনার পাশে বসতে পারি না। আমার মনিব মিসেস ডিমুথ সর্বক্ষণই আমার পেছনে লেগে থাকেন। তিনি বলেন যে, আমি একজন মাইনে করা চাকরানী মাত্র। আপনার বাড়ির ভেতরে আমার স্থান নেই, আমি জানি। মাঝে মাঝে এই কথাটা শুধু ভুলে যাই।"

"নিশ্চয়ই স্থান আছে। তোমার সঙ্গ পেয়ে আমি খুশী। ভেতরে এসো।"

পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে চৌকাঠের ওদিকে একটা পা রাখল ন্যানসি। পায়ে ওর মিসেস ডিমুথের পুরনো নীল কাপড়ের জুতো পরা। তাও মাপে খুব ছোট। আঙুলগুলোকে বার করে রাখবার জন্য সামনের দিকে কেটে দেওয়া হয়েছে। চিঠিটা নেওয়ার সময় কাঁদবার ইচ্ছা হল লানার। এমন একটা সুন্দর উত্তেজনা-উপভোগ থেকে মেয়েটাকে প্রায় বঞ্চিত করে ফেলেছিল সে।

বেশ যত্নের সঙ্গেই জামাকাপড় পরেছে ন্যানসি। গরম থাকা সত্ত্বেও নীল ক্যালিকো কাপড়ের ঢিলা কোট চাপিয়েছে গায়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটাও সে অন্য কারো কাছ থেকে পেয়েছে। নীল আর লাল কাঁচের পুঁতির মালা পরেছে গলায়। হলদে চুলে লাল ফিতে বেঁধেছে একটা। এমন কি চুল আঁচড়েছে অনেক চিন্তাভাবনা করে। মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনি বাঁধতে পরিশ্রম করতে হয়েছে ওকে।

চেয়ারে না বসে বসল এসে টুলের ওপর। নীল চোখ তুটি ঘুরিয়ে এক পলকের মধ্যে ঘরটা দেখে নিল একবার।

"সত্যি," নিজের অজ্ঞাতসারে মিসেস ডিমুথের মতো বাঁকা সুরে বলল সে, "আপনার বাড়িটা সত্যিই সুন্দর, মিসেস মার্টিঙ।"

"তোমার বুঝি পছন্দ হয়েছে, ন্যানসি? শুনে খুশী হলাম।"

"আপনার ঘরে কোনো ছবি নেই। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ পালঙ্কটা ছবির চেয়েও সুন্দর।"

"আমার ওটা ভাল লাগে খুব।"

"আমাদের অতো বড় একটা বাড়িতে পালঙ্ক নেই।"

লানা এবার চিঠিখানা পড়তে লাগল।

প্রিয় মিসেস মার্টিন,

এই চিঠি লিখছি, আপনাকে জানানোর জন্য যে, হেন উইলককে জামিন না করে সিমসবেরীর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি খবর শুনে আমার মতো আপনিও আনন্দিত হবেন। সেখানে তার কোনো ক্ষতি হবে না এবং আমরাও বিবেকদংশনের হাত থেকে মুক্তি পাব। [illegible] সবাই যদি ব্যাপারটাকে আপনার মতো সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে তো খুশী হই।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—ইতি,

মার্থা ডিমুথ।

পুনশ্চঃ

আমি শুনতে পেলাম যে, মিসেস উইলক [illegible] তার নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। তা যদি হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই সেখানে একা একা বাস করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব।

লানার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

"ব্যাপার কি, মিসেস মার্টিঙ?"

"ন্যানসি, আমার মনে হয় ক্যাপটেন ডিমুথ একটি অত্যন্ত ভাল মানুষ।"

"হ্যাঁ, ভাল মানুষ। কখনো কখনো তার বউটি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, আমি বোকা। মনেহয়, সত্যি সত্যি আমি বোকা। মিস্টার ডিমুথ বোধহয় আমায় পছন্দ করেন। একবার তিনি নিজ মুখেই বলেছিলেন সেকথা। বলেছিলেন, 'ন্যানসি, তুমি দেখতে বেশ সুন্দরী।' তারপর ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন শহরের দিকে।"

বিস্মিতভাবে ন্যানসির দিকে তাকিয়ে লানা বলল, "কেন, তুমি তো সত্যি সত্যি সুন্দরী।"

কথাটা মিথ্যা নয়। পুতুলের চোখের মতো ওর চোখদুটিতে যখন যুক্তিসঙ্গত কারণে আবেগের সঞ্চার হয় তখন ন্যানসীকে সুন্দর দেখায়। বেশ বড়সড় দেখতে। ঘাড় দুটো শক্তিশালী এবং চওড়া। স্তনযুগল পীবর এবং উন্নত। পা দুটো লম্বা লম্বা। যখন হাঁটে তখন মনেহয়, ওর অজ্ঞাতসারেই নিদ্রাজনিত জড়িমার লাবণ্য ফুটে উঠেছে। যে-কারণেই হোক ন্যানসীকে দেখে একটা স্বাস্থ্যবতী ঘোটকীর কথা মনে পড়ছে লানার। এখন যখন পুরুষের চোখ দিয়ে দেখছে সে তখন আর ওর দেহের দিকে দৃষ্টি দিতে লজ্জা পাচ্ছে না।

"তোমার নাম কি, ন্যানসি ?"

"স্কাইলার। ন্যানসি স্কাইলার।" ওর স্বরে কৃত্রিম গর্বানুভূতির আভাস শোনা গেল। "আমার মায়ের নাম ছিল এলিজাবেথ হারকিমার। কর্নেলের বোন ছিলেন তিনি। আমি শুনেছি, কর্নেলের বাড়িটা খুব সুন্দর। একবার আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ভাল মনে নেই—তবে হ্যাঁ, সেখানে যে সুন্দর সুন্দর ঘোড়া আর চেরীগাছ ছিল তা আমার মনে আছে। তখনো ফল ধরে নি, শুধু ফুল ফুটেছিল। মিসেস মার্টিঙ, আপনি কি চেরী পছন্দ করেন ?"

"হ্যাঁ, করি। তোমার কি আর ভাইবোন কেউ আছে ?"

"আমার দুটি ভাই আছে, মিসেস মার্টিঙ। হন্ ইয়োস্ট। সে আমায় এই পুঁতিগুলো এনে দিয়েছে। ক্যানাজোহারী নামে একটা শহরে একজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে লড়াই করে এগুলো নিয়ে এসেছিল। অন্য ভাইয়ের নাম হল নিকোলাস। সে-ই ছোট। গায়ের রঙ তার একেবারে পুরোপুরি কালো। আমার আর হন্-এর মতো নয়।"

"তোমাদের কি কাজ করে খেতে হয় ?"

"বাবা মারা গিয়েছেন। চার বছর আগে ক্যাপটিঙ ডিমুথ আর তাঁর বউয়ের কাছে মা আমায় কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। আমার জন্য তিনি বছরে ইংরেজদের টাকায় তিন পাউণ্ড করে পান। আমার তখন বয়স ছিল ষোল। অবিশ্যি উনিশ বছরের পর আমি যদি বিয়ে করতে না চাই

তা হলে কাজ করে যেতে হবে। আসছে মাসে আমার উনিশ হবে। আপনি কি নিজে থেকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

"হ্যাঁ।" মৃদু হেসে জবাব দিল লানা।

"ব্যাপারটা যে কি বুঝতে পারি না।"

"তুমি কখনো বিয়ে করতে চাও নি?"

"জানি না। ঐ বুড়ো ক্লেম কপারনল ব্যাটা সব সময়ই জ্বালাতন করে তার ক্যাবিনে গিয়ে ঘুমাবার জন্য। ঘরটা কি নোংরা তার। সেখানে আমি যাব না। ক্যাপটেনের বউ আমায় প্রত্যেক দিন রাত্রে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখেন। ক্যাপটেন যদি বলতেন তা হলে তাঁর সঙ্গে শুতে আমার আপত্তি হতো না। কিন্তু সেটা তো আর বিয়ে করা হতো না। হ'তো কি?"

"না, এক জিনিস নয়।" গম্ভীর স্বরে বলল লানা।

"হন ইয়োস্ট সেই কথা বলেছে আমায়। সে বলেছে: আমাদের মাথায় বুদ্ধি বেশি নেই, কিন্তু চেহারার বেলায় সবাইকে আমরা হারিয়ে দিতে পারি। কেউ যদি তোর সঙ্গে কিছু করতে চায় তা হলে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবি। কাউকে বিশ্বাস করিস না। হন-এর মাথায় খানিকটা বুদ্ধি আছে বলে আমার মনে হয়। আপনার কি ধারণা, মিসেস মার্টিঙ?"

হাঁটুর ওপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল ন্যান্সি। বোকার মতো চোখ হওয়া সত্ত্বেও ওর মধ্যে একটা অন্তরশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যা দেখলে মনটা সজীব হয়ে ওঠে।

"আমার সঙ্গে বসে দুধ খাবে তুমি?" মন্তব্য করল লানা।

"না, না—পারব না।"

"হ্যাঁ, খেয়ে যাও, লক্ষ্মীটি।"

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চেরী গাছের পাতা খাওয়ার জন্য গরুর দুধ একটু তেতো। কিন্তু ঠাণ্ডা। মনের সুখে ন্যান্সি বকবক করতে লাগল। ওর ভাই কানাডায় চলে গিয়েছে। সেনাবাহিনীতে কাজ করতে করতে টাকা রোজগার করছে সে। মনেহয় কিছুদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। হয়তো আগামী বছর ফিরে আসবে সে।

"কি করে বুঝলে?" শ্বাস বন্ধ করে প্রশ্ন করল লানা।

"নিকোলাসের কাছে খবর পাঠিয়েছে। আমাকেও জানিয়েছে যে,

আমার জন্য একজন অফিসার সঙ্গে করে নিয়ে আসবার চেষ্টা করবে। সেনাবাহিনীকে যদি এখানে আসতেই হয় তা হলে আপত্তি করব না আমি। আপনি করতেন কি মিসেস মার্টিঙ।" দুধটুকু খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল সে।

"বাসনগুলো আমি ধুয়ে দিয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলল ন্যান্সি।

"না, আমিই ধুয়ে রাখব।"

"আমি তাতে অস্বস্তি বোধ করব, মিসেস মার্টিঙ। আমাকে হয়তো গালাগালি করবেন ক্যাপটেনের বউ। আপনি এতো ভাল যে আমায় বসতে দিয়েছেন। কিন্তু এগুলো ধুয়ে রেখে যেতে পারলে মনে আমি শান্তি পাব।"

এতো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল যে, লানা তাকে পেয়ালাগুলো ধুয়ে রাখতে দিল। লানা যে ক্যাপটেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, পরে সেই কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল সে।

"কথাগুলো পছন্দ করবেন তিনি। সত্যিই ভাল কথা। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে যখন তিনি রান্নাঘরে আসবেন বন্দুক পরিষ্কার করতে তখন আমি তাঁকে কথাগুলো বলব।"

চলে গেল ন্যানসি।

॥ ১১ ॥

ব্লু ব্যাক হরিণ শিকার করল

সেই বৃদ্ধ ইণ্ডিয়ানটি, ব্লু ব্যাক হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়টা পার হয়ে উত্তরের ঢালু দিয়ে চলে গেল পশ্চিম কানাডা ক্রীকের ভ্যালির দিকে। পশ্চিমতীর ধরে উত্তরমুখে সেই বড় জলপ্রপাতটার দিকেই হেঁটে চলেছিল সে। সেখানে সেই খাদের প্রান্তে ছোটখাটো একটা জঙ্গলে আবৃত বিলুয়াভূমির মধ্যে এসে বুঝতে পারল যে, এটা হচ্ছে একটা হরিণের আশ্রয়স্থল। ওস্তাদ শিকারী কুকুরের মতো নিঃশব্দে বিলুয়াভূমির চারদিকে বিচরণ করতে লাগল। যতক্ষণ না পায়ে চলার পথটা খুঁজে পেল ততক্ষণ সে ঘোরাঘুরি বন্ধ করল না। সকালবেলা হরিণগুলো কৌশলে যে-পথ ধরে পালিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরেই হাঁটছিল সে। তাকে ওরা এমন জায়গায় নিয়ে এল যেখানে হরিণেরা জল

খায়, ঘাসপাতা চিবয় আর বিষ্ঠা ত্যাগ করে। একটু পরে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিমে একটা পুকুরের কাছে নিয়ে এল ওরা। পুকুরের পদ্মফুলগুলো টেনে টেনে উৎপাটিত করেছে। এতোক্ষণে ইণ্ডিয়ানটি বুঝতে পারল যে, যাকে সে অনুসরণ করছে সেই হরিণটা গায়েপায়ে বেশ বড়। ব্লু ব্যাক বড় হরিণ মারতে চায় নি। কিন্তু বাড়ি থেকে এখন যখন এতো দূরে চলে এসেছে তখন আর উপায় নেই। এর অর্ধেকটা মাংসও সে ওরিস্কা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সে যা শিকার করতে চেয়েছিল তা হচ্ছে পরিণত বয়সের একটা হরিণী, নয়তো হৃষ্টপুষ্ট একটা হরিণ-শিশু। তার যুবতী স্ত্রী মেরীকে মিস্টার কার্কল্যাণ্ড সম্প্রতি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। নিজের জন্য খাটো ধরনের গাউন তৈরি করবে বলে মাদী হরিণের সুন্দর একটা চামড়া চেয়েছিল সে।

কিন্তু বড় হলেও ব্লু ব্যাক এখন হরিণটাকে পালাতে দিতে পারছে না। তার শিঙ দুটো দেখবার চেষ্টা করছে। ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার শিকারী জো বলিয়ো তাকে মাংসলোলুপ বলে মনে করে। প্রতিটি শরৎকালে রাত্রিগুলো যখন ক্রমশই তুষারাবৃত হয়ে উঠতে থাকে আর পাহাড়ের সরু চূড়ায় গাছের পাতায় রং ধরে ওঠে তখন তার বড় হরিণের মাংস খাওয়ার লোভ হয় খুব। বড় হরিণ, বড় বড় শিঙ। শিকারের শুরুতে কোনো কিছু একটা বড় ব্যাপার, বড় হরিণ দিয়ে শুরু করা; এমন কিছু একটা শিকার করা যার মাংস শিশু-হরিণের মাংসের মতো সহজে হজম হয় না। পেট ভরে থাকে বহুক্ষণ পর্যন্ত।

গত রাত্রে ওরিস্কায় তার কুঁড়ে ঘরের দরজায় বসে অন্ধকারে মোহক নদীর দিকে বয়ে যাওয়া খাঁড়ির জলের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে শুনতে হঠাৎ তার মনে হল, উত্তর অঞ্চলে শিকার করতে বেরুবে। ক্যাপটেন ডিমুথকে কথা দিয়েছে ঐ অঞ্চলের খবরাখবর এনে দেবে সে। সেই কারণেই শিকার করতে যাওয়া। তার স্ত্রী যখন বলল যে, একটা হরিণের চামড়া চায় সে, তখন ব্লু ব্যাক বলেছিল, "বেশ, এনে দেব।" কিন্তু সে জানত যে, হরিণের সন্ধানে যাচ্ছে না সেখানে।

ভোর হওয়ার একটু আগেই রওনা হয়ে এল। মোহক নদী পার হয়ে নেমে যেতে লাগল মার্টিনের আবাদী জমির দিকে। সেখানে এসে দাঁড়াবে

ভেবেছিল, কিন্তু উত্তর অঞ্চলে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌছতেও চেয়েছিল। বিলুয়া-জমিটাতে এসে বোকা বাদামী রঙের মাদী ঘোড়াটাকে সজাগ করে দিল এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, তুষারের মধ্যে দিয়ে ঘোড়াটা পা ছুঁড়ছে। ঘোড়াটার গায়ে পায়ে এত চর্বি জমলে কি হবে, বড়ই দুঃখের বিষয় যে ঘোড়াটা তারই বন্ধু মার্টিনের। তা না হলে তীর-ধনুক নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসে পড়তে পারত এবং রাত্রির কর্তব্য অতি সুন্দরভাবে শেষ করতে অসুবিধা হতো না। ঘোড়ার মাংস সুস্বাদু এবং তা সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

কিন্তু মার্টিন তার সং বন্ধু এবং বৌ-টিও ক্রমশ মনোরম ঠেকছে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল সে। বড় হরিণটার আশ্রয়স্থলে এসে যখন পৌছল তখন দুপুর পার হয়ে গিয়েছে।

ধৈর্য সহকারে আর শান্তভাবে সারাটা বিকেল ক্লান্তিভরে পা টেনে টেনে হরিণের পিছু ধরল সে। তারপর দেখল, হরিণটা বৃত্তাকারে ঘুরছে। পায়ে চলার পথটা ছেড়ে দিল ব্লু ব্যাক। আগের রাত্রে হরিণটা যেখানে ঘুমিয়েছে সেই জায়গায় উদ্দেশে মাঠের ওপর দিয়ে পথ ধরল। দুলকি চালে পথ চলতে লাগল। হরিণের চামড়ার ঘাগরাটা হাঁটুর ওপরে পাখির ডানার মতো ওপরে-নিচে ঝাপটা মারছে এবং পা ঢাকবার আবরণের তলায় আঙুলগুলো লাফাচ্ছে আর কাঁপছে। শিকারীর শার্টের ওপর গড়িয়ে পরছে ঘাম। চর্বি গলে পড়বার ফাঁকগুলোর ওপর দাগ লাগছে। পুরনো বাজে ধরনের ফেল্ট টুপীটার ফিতের গায়ে ঘাম পড়ে পড়ে কালো কালো বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। পথ চলতে চলতে শুকনো মাংসের পুরভর্তি রুটির একটা টুকরো চিবতে লাগল সে। মুখের মধ্যে ভরে দিল অনেকগুলো বৈঁচিফল। এমনভাবে চুষতে লাগল যতক্ষণ না মাংসটুকু রসসিক্ত হয়ে উঠল। তারপর বৈঁচিফলের খোসাগুলোও চিবিয়ে ফেলল সে। খাবার বলতে এইটুকুই ছিল তার সঙ্গে। কিন্তু তাতে সে অসুবিধা বোধ করল না। বড় একটা হরিণ শিকার করার আগে ক্ষুধার্ত হাওয়া ভাল। খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় বোধ করলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে আসবার ইচ্ছা হবে তোমার। তারপর বাড়ি পৌছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবে এবং চেয়ে চেয়ে দেখবে, তোমার যুবতী স্ত্রী কেটেকুটে কড়াইতে মাংস চাপিয়ে দিল। মাঝে মাঝে তাকে তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ করবার তাগিদ দেবে। তাকে ত্বরান্বিত ও উদ্বিগ্ন দেখা, কড়াই থেকে উঠে-আসা সুগন্ধ নাক দিয়ে টানা আর পেটের

উপর হাত রেখে শুয়ে থাকা, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কতো আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

বাইরের হাওয়ায় ঈষৎ নীলাভ ধোঁয়া জমেছে। জমে রয়েছে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত। ধোঁয়াটা হচ্ছে শরৎ ঋতুর আগমনের আভাস। একটুও হাওয়া নেই এবং যতক্ষণ না চাঁদ উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবেও না। তারপর দু' ঘণ্টার জন্য হাওয়া উঠবে দক্ষিণ-পূব কোনা থেকে। তখন হরিণটা ফিরে আসবে তার আশ্রয়স্থলে। শুয়ে পড়বার আগে ঘসে খাবে একটু। ভোর হওয়ার আধঘণ্টা আগে দক্ষিণ-পূব থেকে আবার একবার হাওয়া উঠবে। পরে হয়তো হাওয়ার গতি ঘুরে যাবে পশ্চিমদিকে।

বিলুয়াভূমির ধার থেকে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ দূরে একটা গোলাকৃতি টিলার উপর জায়গা নিল ব্লু ব্যাক। তার চারপাশে গজিয়ে রয়েছে বড বড বিষলতার গাছ। গাছের পাতার ওপর শুয়ে পড়ে মাথাটা ঠেকিয়ে রাখল একটা শেকড়ের গায়ে। হাতের কাছে বন্দুকটা ফেলে রাখল। তারপর সেই নোংরা টুপীটা ঘর্মাক্ত মুখের ওপর টেনে দিয়ে ঘুমোতে গেল সে।

যখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল তখন তার ঘুম ভাঙলো। চেয়ে রইল বিলুয়াভূমিব দিকে, কিন্তু হরিণটার কোনো চিহ্ন দেখল না। বিরক্তিসূচক আওয়াজ করতে করতে আবার সে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। একজন ধর্মভীরু ইণ্ডিয়ান সে। অতএব দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পডবার আগে প্রার্থনা করল ব্লু ব্যাক, "হে আমাদের পিতা ঈশ্বর, আমি ক্ষুধার্ত, একটি চর্বিওয়ালা হরিণ চাই আমি, আমি একজন সৎ লোক, এক গেলাস রাম মদের বিনিময়ে ডিনুথের কাছে এক জোড়া শিং বেচে দেব, কিন্তু কার্কলাণ্ডকে দেব হরিণের কাঁধ থেকে এক খণ্ড মাংস। হরিণটার গায়ে যদি গোটা বারো ফুটকি থাকে তা হলে কার্কল্যাণ্ডকে পা থেকে একটা খণ্ড কেটে দেব এবং তার কাছ থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত একটুও তামাক নেব না। আমি একজন সৎ লোক। জীবনে মরণে আমি তোমার, তোমার। আমেন, তথাস্তু।" খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা এটা। সেই কারণে নিরাপদ বোধ করবার জন্য সে তার নিজের ইণ্ডিয়ান প্রার্থনাটা ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে আওড়ে গেল।

আরো একবার জেগে গেল সে। কান পেতে শুনল, উত্তর-পশ্চিমের পথ

ধরে হাওয়ার গতির উল্টো দিক দিয়ে হরিণটা বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছে। আসবে বলেই ভেবে রেখেছিল সে। এখন বুঝতে পারল ভগবান তাকে সাহায্য করছেন। থুৎনির তলায় হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। নাক ডাকল না।

গাছটার রক্তবেগনি গুঁড়ি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে শাখার ওপর বসে একটা কাঠবেড়াল তার লাল লেজটাতে মৃদুমৃদু ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। "ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাক, ব্যাটা খুদে ডাকাত।" নিজের মনেই বলে উঠল ব্লু ব্যাক। উদ্ধতভাবে মাথা খাড়া করল কাঠবেড়াল। স্থির হয়ে রইল। কিন্তু মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উঁচুতে কাঠবেড়ালটা এগাছ থেকে ওগাছে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘামে-ভেজা, চর্বি-মাখা, বুকে-ভরে-দিয়ে-চলা বুড়ো ইণ্ডিয়ানটির পেছনে পেছনে যেতে লাগল।

আগের দিনের অবশিষ্টাংশের মতো গোধূলির আলো ঝুলে রয়েছে বিলুয়া-ভূমির ওপর। লম্বা লম্বা ধূসর-সবুজ ঘাসের মাথায় তুষার। সূর্য ওঠবার এখনো কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওপরের আকাশে উড়ন্ত পাখিরা হৈচৈ শুরু করেছে। তুষারের আব্রু ভেদ করে তলায় নেমে আসছে বলে ওদের কাকলি আরো বেশী মিষ্টি শোনাচ্ছে।

জঙ্গলের ধারে একটা উৎপাটিত গাছের পেছনে মাথা নিচু করে পড়ে রইল ব্লু ব্যাক। অতি সাবধানে এমন একঠা জায়গা খুঁজে বার করল যার ওপরে বন্দুকটাকে ভর দিয়ে রাখল। এবং যেখানে হরিণটা এসে ঘুমায় সেই দিকে বন্দুকের নল্‌টা তাক্ করল। তারপর ব্লু ব্যাক নিজেই বন্দুকের বাঁটের পেছনে এমনভাবে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল যে বাদামী রঙের মাটির বুকে ইণ্ডিয়ান আর বন্ধুকটা এক হয়ে গিয়ে সৃষ্টি করল একটা পুঞ্জীভূত পিঙ্গলতা।

বৃদ্ধটি তো শান্ত হয়েই ছিল, কিন্তু তুষারের আব্রু উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটু বেশি শান্তভাব ধারণ করল সে।

বন্দুকের পেছন দিকে খাঁজের মধ্যে চোখ পড়ল তার। সব কিছুই একসঙ্গে ভারি সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছে—বন্দুক, তার দৃষ্টির পাল্লা, তার চোখ, বন্দুকের ঘোড়ার ওপর তার আঙুল, স্বর্গে অধিষ্ঠিত ভগবান এবং তুষারাবৃত বৃক্ষশাখায় পাখির ঝাঁক। নেই শুধু সেই হরিণটা।

হরিণটা উঠে দাঁড়াল এবং তার সুন্দর মাথাটি উঁচু করে ধরল। বারোটা ফুটকি তো আছেই, ভাবল ব্লু ব্যাক। চুলোয় যাক ফুটকি, এখন সে মাংস

খাওয়ার খিদের জ্বালায় মরছে। ঘোড়াটা সে শক্ত করে ধরল, যেন ভগবানের সম্মতি রয়েছে এর মধ্যে। গোলাকৃতি ভারী ওজনের গুলীর পেছনে বন্দুকের বিরাট আওয়াজটা তুষারের মধ্যে সৃষ্টি করল হাওয়ার ঘূর্ণি। ওপর দিকে পাখির ঝাঁক বিশ্রী স্বরে কিচিরমিচির শুরু করে দিল। লাফ মেরে হরিণটা উঠে পড়ল সোজা ওপর দিকে, ফট করে লেজটা নামিয়ে ফেলল, আরো একবার লাফ মেরে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বারুদের দুর্গন্ধময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেয়ে ফেলল ব্লু ব্যাকের তামাটে রঙের মুখ। ধোঁয়াটা সরে যাওয়ার পর দেখা গেল ধূমলিপ্ত মুখে দাঁত বার করে সে হাসছে। তারপর বুড়ো ইণ্ডিয়ানটি অনেকটা ভাল্লুকের মতো কুঁজো হয়ে ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মৃত হরিণটার ওপর উবু হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা ছুরি বার করে তার গলাটা দিল কেটে। তারপর সে হরিণটাকে উল্টে দিয়ে তার পেটটা চিরে দিল। জামার আস্তিন সুদ্ধ পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল হাত। টেনে বার করল নাড়িভুঁড়ি। গরম বাষ্পপূর্ণ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মনে হল বায়ুভর্তি তার পেটটাই ফেটে যাচ্ছে বুঝি। নাড়িভুঁড়ি সব ফেলে দিয়ে হরিণের মাথাটা দেখতে লাগল সে। কপালের ওপর চোদ্দটা ফুটকি। ভগবান নিশ্চয়ই সাহায্য করেছেন।

দাঁত বার করে হাসতে লাগল ব্লু ব্যাক। চোদ্দ ফুটকির হরিণ সম্বন্ধে ভগবানের সঙ্গে কথা হয় নি তার। কিন্তু যাই হোক, কার্কল্যাণ্ডকে একটা কি দুটো পাঁজরা কেটে দিয়ে আসবে সে।

ইণ্ডিয়ান-চরিত্রের স্বাভাবিক অসতর্কতা হেতু সে আর দ্বিতীয়বার পুরানো বন্দুকটাতে গুলি ভরবার কথা ভাবতে পারল না। গুলির আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পর যে নৈঃশব্দের সৃষ্টি হয়েছিল এখন সেই নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্লু ব্যাক শুনতে পেল জন দুই লোক বন থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠিক সময়েই সে মুখ তুলে দেখল, ওরা তার দিকে বন্দুক তাক করছে। ছুরিসহ রক্তমাখা হাত তুলে তাদের অভিনন্দন করা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারল না।

সামনের লোকটি ছোট্ট একটা রুপোর বাঁশী বাজিয়ে দিল। আওয়াজটা তীক্ষ্ণ, এবং কর্তৃত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

ব্লু ব্যাকের পেছন থেকে অন্য একজন চীৎকার স্বরে প্রত্যুত্তর দিল, "ওর বন্দুকটা আমি পেয়েছি, ক্যাপটেন।"

বাঁশি হাতে লোকটি তখন বন্দুকের মুখটা নিচু করে ধরল এবং কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে ডেকে বলল, "ওহে শোনো।"

ব্লু ব্যাক নিজের মনে হরিণটা কাটাকুটি করতে লাগল। লোকটি এক হাত দূরে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল সে। হরিণের চামড়ার জুতো পরেছে লোকটা। ইণ্ডিয়ানদের মতো পা ঢাকবার আবরণ পরেছে। কিন্তু তার গায়ের জামাটা সবুজ। তার ওপরে এক ধরনের চামড়ার স্ট্র্যাপ বাঁধা। বারুদ রাখার আধার আর গুলীর থলিটা ঝুলিয়ে রাখবার জন্যই স্ট্র্যাপ বেঁধেছে। লোকটির মোটা নাক আর ঈষৎ স্ফীত মুখের ওপরে অনুত্তেজিত ধূসর চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে ব্লু ব্যাক প্রীতি-সম্ভাষণ জানাল।

"সত্যিই বিরাট বড় হরিণ।" বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে বলল লোকটা।

সায় দিল ব্লু ব্যাক।

"তুমি একা?"

"হ্যা।" জবাব দিল ব্লু ব্যাক।

"একা শিকার করতে এসেছ?"

ছোট ছোট পাঁজরাগুলোর মুখ পর্যন্ত ছুরি চালিয়ে দিয়ে মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতিসূচক জবাব দিল ব্লু ব্যাক।

"কোথাকার বাসিন্দে তুমি? ওনাইদার? ওনোনদাগার?"

"ওনাইদার। টারটল্ গোষ্ঠির লোক। আমার নাম হচ্ছে ব্লু ব্যাক।"

বাঁশি হাতে লোকটি তখন করমর্দনের জন্য নিজের হাতটা এগিয়ে ধরল। বলল সে, "আমার নাম কল্ডওয়েল।"

গম্ভীরভাবে করমর্দন করল ব্লু ব্যাক।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে আরো কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হল সেখানে। সে গুনে দেখল, আটজন সাদা চামড়ার লোক। প্রথমজনের মতো প্রত্যেকেই হরিণের চামড়ার জুতো আর পা ঢাকবার আবরণ পরেছে। ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরবার লোক এরা নয়। সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যে যারা শিকার ধরে তারা কখনো একে অপরের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারে না। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, বিলুয়াভূমির ধারে কুয়াশা ভেদ করে দু'জন ইণ্ডিয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ওখানে।

ব্লু ব্যাক তার চকচকে কটা চোখ দিয়ে তাদের একবার দেখে নিল এবং বুঝতে পারল যে, সেনেকা উপজাতির লোক ওরা। মুখে এবং গায়ে রঙ মেখেছে। গালের ওপর সিঁদুর বর্ণের লম্বা রেখা টানা। একজনের বুকের ওপরে একটি নীল কচ্ছপ আঁকা। বেশ ভালই হল তাতে। নিজের গোষ্ঠীর লোক বলে দাবি করতে পারবে, যদিও সেনেকাজাতির লোকেরা প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে জানবার জন্য যে, ওনাইদারা কেন নায়েগ্রাতে গিয়ে গাই জনসন আর বাটলারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না।

"খুব সুন্দর একটি হরিণ শিকার করেছি," জিজ্ঞাসা করল ব্লু ব্যাক, "মাংস চাই না কি ?"

"ধন্যবাদ, ব্লু ব্যাক," কল্ডওয়েল নামে লোকটি বলল, "তুমি যা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না শুধু সেইটুকুই আমরা নেব।"

পেটে যে-জায়গাটা কেটেছে ঠিক তার তলায় মেয়েদের কোমর জড়িয়ে ধরবার মতো ব্লু ব্যাক হাত দিয়ে হরিণটাকে পেঁচিয়ে ধরল। গাট্টাগোট্টা দেহটাকে আঁটো করে ধ'রে টেনে তুলে ফস করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। শিরদাঁড়াটা গেল ভেঙে। তারপর নিজের কুঠার চালিয়ে শিং দুটো আলাদা করে কেটে ফেলল।

হরিণের ঊর্ধ্বাংশের দিকে আঙুল তুলল ব্লু ব্যাক।

"ধন্যবাদ," দ্বিতীয়বার কথাটা বলল কল্ডওয়েল।

"এখন আমি বাড়ি চললাম," ঘোষণা করল ব্লু ব্যাক।

"কোথায় থাকো তুমি ?"

"ওরিস্কায়।"

"শোন ভাই ব্লু ব্যাক। তুমি কি বলতে পারো ডিয়ারফিল্ড উপনিবেশটা কোন্ দিকে ?"

"হ্যাঁ, বড় রাস্তাটার বড় বাঁকের মুখে।"

"কিন্তু এখান থেকে কোন দিকে ?"

"তোমরা সেখানে যাচ্ছ নাকি ?" কটা কটা চোখ দুটো ওপর দিকে তুলে প্রশ্ন করল ব্লু ব্যাক।

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরা আসছি উত্তর থেকে আর এই ইণ্ডিয়ান দু'জন,"

সেনেকাদের দেখিয়ে বলল সে, "ওরা রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে ওটাই কি কানাডা ক্রীক ?"

"হ্যাঁ।"

"ওখানে কম সময়ে যাওয়ার মতো রাস্তা আছে ?"

"আছে।"

"ওখানে কারা বাস করে ?

"ডিমুথ, রিয়েল, উইভার আর মার্টিন। ওদের সঙ্গে দেখা করতে চান নাকি ?"

"ভাবছি ডিমুথের সঙ্গে দেখা করব। শোনো, এখন কি ওখানে তাকে পাওয়া যাবে ?"

"যাবে।" বলল ব্লু ব্যাক।

"কম সময়ে যাওয়ার মতো রাস্তাটা কোন্ দিকে ?"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ব্লু ব্যাক। সেনেকাদের ডাকল সে। রোগা আর কালো ধরনের লোক ওরা। নিজেদের ভাষায় কথা বলল সে। রাস্তাটা বাৎলে দিল। ওরা মাথা নাড়িয়ে বলল যে, রাস্তাটা ঠিক বুঝে নিয়েছে। এখন খুঁজে নিতে আর অসুবিধে হবে না।

মৃদুভাবে হেসে ব্লু ব্যাকও মাথা নাড়াল। আসল রাস্তাটার চেয়ে শর্ট-কাটের রাস্তাটা এখন চার মাইল আরো বেশি হবে।

"তুমি কি আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে ?" জিজ্ঞাসা করল কল্ডওয়েল।

নিশ্চয়ই খাবে সে। খিদেও পেয়েছে তার ... মাইল দূরে বনের মধ্যে ওদের ঘাঁটিতে চলে গেল ব্লু ব্যাক। সঙ্গে করে হরিণের অর্ধেকটা নিয়ে গেল। যাওয়ার পথে একজন সেনেকা তাকে বলল যে, সকালবেলা শিবিরের চারদিকে পাহারা দিতে বেরিয়ে ব্লু ব্যাকের পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছিল সে। সন্ধান আনার জন্য একজন লোক পাঠানো হয়েছিল।

একটা টিলায় উঠবার মুখে তাঁবু ফেলেছে ওরা। আগুন জ্বলছিল সেখানে। গাছের ছাল দিয়ে তিনটে চালাঘর তৈরি করেছে। আরো চারজন ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেল ব্লু ব্যাক। মনে হল, অনেকটা দূর থেকে হেঁটে এসেছে ওরা। কারণ হরিণের চামড়ার জুতোগুলো চলতে চলতে ক্ষয়ে গিয়েছিল।

সেনেকাদের সঙ্গে বসে সেদ্ধ-করা ভুট্টা খেতে খেতে ব্লু ব্যাক কথা শুনছিল ওদের। সঙ্গে করে ওরা যা নুন এনেছিল তা সব ফুরিয়ে যাওয়ায় সবারই মেজাজ গিয়েছে বিগড়ে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদের এবং কারো কারো জরভাব হয়েছে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর হরিণের পেছনের অংশটা ঘাড়ের ওপর তুলে ফেলল সে আর বন্দুকটা নিল হাতে। ওদের ধন্যবাদ জানাল ব্লু ব্যাক। সে যখন স্থান ত্যাগ করল তখনই ওরা শিবিরটা গুটিয়ে নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে প্রথমে ধীরে ধীরেই পথ চলছিল ব্লু ব্যাক। পাহাড়ের প্রথম চূড়ায় উঠে থামল সে এবং মিনিট পাঁচ অপেক্ষা করল। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য দেখল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। হরিণের মাংসটা ফেলে যাওয়ার কথা এখনো সে ভাবছে না। কিন্তু কষ্টসহকারে খপ্ খপ্ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই হাঁটতে আরম্ভ করল।

যখন হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়েয় চূড়ায় এসে উঠল তখন সে গাছের একটা ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল মাংস। খোলা রাখল না, শার্ট দিয়ে পেঁচিয়ে হরিণের পা দুটোকে ঢুকিয়ে দিল শার্টের হাতার মধ্যে। তারপর রওনা হয়ে গেল ডিয়ারফিল্ডের দিকে।

॥ ১২ ॥

জঙ্গল পুড়িয়ে জমি তৈরি

গিলবার্ট মার্টিনের কাছে দিনটা শুরু হল খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সোজা বিছানা থেকে নেমে লাফিয়ে চলে এল জানালার ধারে। বালিশের ওপর মাথা রেখে লানা ওকে লক্ষ্য করছিল। ওর পিঙ্গল রঙের চুলগুলো কাকের বাসার মতো জট পাকিয়ে গিয়েছে, ছেঁটে ফেলবার সময় হয়েছে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ, গিল ?"

জানালার দিক থেকে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল যেন মনে হল লানার কণ্ঠস্বর ওর তন্ময়তা দিল ভেঙে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিলবার্টের চোখদুটো চকচক করছিল।

বলল সে, "না, না, কিছু না, জমি দেখছিলাম ।"

"জমি ?"

"হ্যাঁ, আমাদের জায়গাজমি।" বিছানায় ফিরে এসে লানার দিক মুখ নিচু করে তাকিয়ে রইল গিল।

"কেন, কিছু ঘটেছে না কি ?"

"হায় ভগবান !" বলতে লাগল গিল, "তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি ? আজ আমাদের গাছের গুঁড়ি পোড়াবার দিন ।"

ভীষণ লজ্জা পেল লানা।

অপরাধীর মতো বলল সে, "আমার বোধহয় এখনো চোখে ঘুম রয়েছে ।"

"আমারও তাই মনে হয়," হেসে উঠে লানার চুলগুলো দু'হাত দিয়ে এলোমেলো করে গিলবার্ট বলল, "উঠে পড়ো। লোকজনদের জন্য রান্নাবান্না করতে হবে তোমায়।"

"করব—করব, গিল। এক্ষুনি উঠছি। চুল ছেড়ে দাও।"

জামা-কাপড় পরতে পরতে গিল অর্ধস্ফুটভাবে নিজেকেই বলতে লাগল. "গাছের গুঁড়িগুলোকে ঠেলে খাঁড়ির দিকে ফেলে দেব। একেবারে দূরের ঐ জায়গা থেকে পোড়াতে শুরু করবে ওরা।" জানালার দিকে পুনরায় দৃষ্টি তুলে গিলবার্টই বলল, "হ্যাঁ ঠিক। হাওয়ার গতি দক্ষিণমুখো। দিনটা খুব চমৎকার। এবং গুঁড়িগুলোও শুকিয়েছে ভাল।"

প্রায় ত্রিশ বিঘে জমি থেকে গুঁড়ি তুলে পোড়াতে হবে। দু'দিন পর আর জঙ্গল থাকবে না, সত্যি সত্যি খামারের মতো দেখাবে। তখন ওকে কাজের জন্য বলদ কেনবার কথা ভাবতে হবে।

ধুলোবালি, গরম কিংবা পরিশ্রমের কথা ভেবে কখনো সে ভয় পায় নি। নিজের জায়গাজমি সে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলবে। এক বছর ধরে গাছ কেটে চলেছে। এবার সেই পরিষ্কৃত জমিটা দেখতে পাওয়া যাবে। এসম্বন্ধে নিজের মতামত আপাতত মূলতুবী থাক। এতদিন যে কাজ করেছে তার প্রতিটি মুহূর্তই ওর নিজের—শুধু তাই নয়, ওর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যারা জমির জন্য সময় ক্ষেপণ করেছে তাও তার নিজস্ব বলে গণ্য হবে।

"তাড়াতাড়ি করো লানা।" বলল গিল। তারপর ঠনঠন আওয়াজ করতে করতে মই বেয়ে চিলেকোঠা থেকে নেমে গেল।

লানা নিচে নেমে আসতে আসতে দুধ নিয়ে ফিরে এল গিল। ওর জন্য আজকে সে নিজেই দুধ দুইয়ে নিয়ে এসেছে। হাসি পেল গিলের। বলল সে, "আমায় কিছু না কিছু একটা করতেই হল।" দুধের বালতিটার মধ্যে দৃষ্টি ফেলে গিলই আবার বলল, "ধর্মযাজকের কাছ থেকে আমরা একটা ভাল গরুই কিনেছি।"

যা দেখছে সব কিছুর মধ্যেই আজ সে আনন্দ পাচ্ছে।

রোদ ওঠবার এক ঘণ্টা পর সাড়ে ছ'টার সময় কাটা-গাছগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিল দেখল, ডিমুথের লাল রঙের সুন্দর সুন্দর বলদ দুটো রাস্তা থেকে মোড় ঘুরল।

গুরুভার বহনের মতো পশুগুলোর ঘাড় এতো বলিষ্ঠ এবং পায়ের গ্রন্থিগুলো এতো বড়বড় যে দেখলে মনে হয় ওদের পায়ের চাপে পৃথিবীটা দম আটকে মারা যাবে। বলদের দলটা এখন ওর দিকেই ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিল।

"এই ক্লেম!"

বিরূপ দৃষ্টিতে ক্লেম কপারনল ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "এই যে মার্টিন।" ওর গলার আওয়াজে প্রাণ ছিল না, কিন্তু সেই দিকে গিল কোনোরকম মনোযোগই দিল না। বলল সে, "ডিমুথ যে তার বলদগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে এটা তার অনুগ্রহ।"

"হ্যাঁ, হবে। আমাকে যে এখানে কাজ করতে পাঠিয়েছে সেটাও তার অনুগ্রহ। অপরকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিতে পারলে অনুগ্রহ দেখানো সহজ।"

নিজে সে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রইল। আর বলদগুলো মাথা নিচু করে তন্দ্রালু চোখে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

পাঁচ মিনিট পর জর্জ উইভার তার নিজের বলদজোড়া নিয়ে এসে উপস্থিত হল। ডিমুথের মোটা বলদগুলোর চেয়ে উইভারের বলদগুলো ছোট। একটা কালো আর অন্যটা লাল। গায়ের চামড়া খসখসে, ঘাড়গুলো সরু সরু। এদের জোয়াল টানবার ক্ষমতা কম, কিন্তু পা চালায় তাড়াতাড়ি।

এদের বাগে রাখতে দ্বিগুণ কষ্ট হয়। কিন্তু একসঙ্গে জুতে দিলে, একটা জমি থেকে গুঁড়িগুলো সরিয়ে ফেলার পক্ষে দু'জোড়া বলদ একেবারে একটি আদর্শ সমন্বয়।

জর্জ উইভার বলল, "আমি দুঃখিত, একটু দেরী হয়ে গিয়েছে গিল। কি করব, ছেলেরা লুকিয়ে লুকিয়ে রিয়েলের বাড়ির ওপরকার নদী থেকে মাছের পোনা ধরতে গিয়েছিল। তাদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম আমি। ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি কি রিয়েলের জন্য অপেক্ষা করবে?" আশান্বিত সুরে জিজ্ঞাসা করল ক্লেম।

"না।" বলল গিল।

"অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না," সায় দিল উইভার। "মদ খাওয়ার ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারেই লোকটা কখনো সময় রাখে না। কিভাবে কাজটা আরম্ভ করতে চাও তুমি?"

খানিকটা আত্মসচেতন হয়ে গিল তার পরিকল্পনাটা দু'চার কথায় বুঝিয়ে দিল ওদের। ওরা বুঝতে পারল বলে নিশ্চিন্ত বোধ করল গিল।

"ছেলেদের দলটা যতক্ষণ এসে না পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ আমাদের পোড়াবার কাজটা শুরু করা উচিত নয়। এমাও আসছে ওদের সঙ্গে," বলল জর্জ, "লানাকে সাহায্য করতে পারবে সে, নয়তো আমাদের সঙ্গে কাজ করবে এখানে।"

"গুঁড়িগুলো ভাল শুকিয়েছে, তাড়াতাড়ি পুড়বে।" বলল ক্লেম।

লাঠি দিয়ে কাছের বলদটাকে খোঁচা মারল সে। এবং যে-সব ভারী ভারী বীচগাছের গুঁড়িগুলোকে কাটবার সময় সারি দিয়ে ফেলে রাখতে পারে নি গিল। সেইদিকে বলদ দুটোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ক্লেম। পশুগুলো তাদের স্বাভাবিক ধীরগতিতে পথ চলতে লাগল। নিজেদের দেহের ওজন আর শক্তি বুঝে বুঝে মাটিতে পা ফেলছিল ওরা। লোহার সাপের মতো গলায় বাঁধা শেকলটা আকাবাঁকাভাবে পেছনে পেছনে মাটির ওপর লুটতে লুটতে চলেছে।

গুঁড়িগুলোর কাছে ক্লেম ওদের চালিয়ে নিয়ে এল। গ্রীজ মাখানো

চাকার মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে হেঁটে এসে একটা গুঁড়ির সঙ্গে পেছন ঠেকিয়ে দাঁড়াল ওরা। খিটখিটে মেজাজের ওলন্দাজটি গুঁড়ির সঙ্গে শেকলটাকে বেঁধে দিয়ে কি যেন বলল ওদের। থুতনি দুটো উঁচু করে তুলে ধরে গলা দুটো দিল সামনের দিকে এগিয়ে। শেকলটা তাতে টান হয়ে গেল। প্রথমে ইঞ্চি-ইঞ্চি, তারপর এক-এক ফুট করে ত্রিশ ফুটের গুঁড়িটা গোলাকৃতি একটা টফির মতো মসৃণভাবে গড়িয়ে চলতে লাগল।

খাঁড়ির ধারে অপেক্ষা করছিল গিল। গুঁড়িটা নিয়ে বলদ দুটো সেখানে পৌছবার আগেই জর্জ উইভার তার গুঁড়িটা পৌছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল আবার। কিন্তু অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি ছিল না গিলের। সে শুধু ডিমুখের এই বলদ জোড়াকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। ধীরগামী চলনটা যেন ওদের দেহের ঐ শক্তির মধ্যে অদ্ভুত একটা মর্যাদার সৃষ্টি করেছে।

ঝোপের বরাবর গুঁড়িটাকে জায়গা মতো রাখবার জন্য ক্লেমকে সাহায্য করল গিলবার্ট। চাপ লেগে ঝোপটা গেল কুঞ্চিত হয়ে। এমন একটা সুন্দর গাছ যে বেঁচে থাকবার জন্য এই গুড়িটার মধ্যে দিয়ে মাটি থেকে রস টানত সেই কথাটা আদৌ ভাবল না গিল। এর আগাটা কেটে ফেলায় যে-জমিটা উন্মুক্ত হল তার কথায় সে ভাবল। বীচগাছ জমির উর্বরতা নষ্ট করে ফেলে। নিজের জমিতে বীচগাছের সংখ্যা খুব কম বলে খুশী হল গিল।

গোমড়া মুখ করে উইভারের ছেলে দুটি এসে উপস্থিত হল। আগুনের তাপ যাতে না লাগে সেই জন্য অনভ্যস্ত বুট জুতো পরে এসেছে। রিয়েলের উলঙ্গপ্রায় ছেলেগুলোর দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওরা। কোলের শিশুটি ছাড়া বাকী সব ক'টি সন্তানই বাবার সঙ্গে এসে পড়েছে এখানে। রবিবাসরীয় ধর্মশিক্ষার ইস্কুলে যে-সব শিক্ষকরা বক্তৃতা দেয় তাদেরই একজন ব্যর্থ শিক্ষকের মতো বাবাটি ওদের হতোদ্যম অবস্থায় পেছনে পেছনে হেঁটে আসছিল।

রিয়েলের কর্তৃত্বাধীনে ওদের কাজ করতে দিতে দ্বিধা করছিল গিল। তার মতো একজন অপারদর্শী লোক হয় তো আগুনটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারবে না। কিন্তু বড় বড় গুঁড়িগুলোকে পোড়াবার সময় নিজেই কাছে থাকবে বলে ভাবল সে। একেবারে নিখুঁতভাবে পুড়িয়ে দেওয়ার কাজটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ক্রিশ্চিয়ান রিয়েলের ছেলেমানুষি স্বভাবের কথাটা মনে ছিল না ওর। একটা জলন্ত কাঠ এনে সবার আগে আগুন ধরাবে বলে সে ছেলেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গিলের বাড়ির দিকে ছুট্ মারল। প্লাবনের জলের মতো ছেলের পাল নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে লানাকে প্রায় ডুবিয়ে মারবার উপক্রম করল। ধাক্কা খেয়ে লানা সরে গেল একটা দেয়ালের গায়ে। দেয়ালের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে রাগ ও কৌতুকের মনোভাব নিয়ে উনোনের আগুনটাকে নষ্ট হতে দেখল লানা। প্রতিটি সন্তানই এক-একটা করে জলন্ত কাঠ নিতে চায়।

কিন্তু বাইবেল পাঠ করার সুরে রিয়েল তাদের দমন করে বলল, "আমি ছাড়া আর কেউ আগুন ধরাতে পারবে না!" গর্জন করে সে-ই বলল আবার, "গাছের ডাল দিয়ে আগুনের গায়ে ঝাপটা মারবার কাজ করবি তোরা।"

ওদের সঙ্গে নিয়ে প্রথম সারিটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল রিয়েল। "সব ঠিক আছে তো, গিল?" চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল সে। কিন্তু গিল যে হাত উচু করে কি বলছে সেদিকে নজর দিল না রিয়েল। জলন্ত কাঠখানা শুকনো ডালগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, আগুনটা ধরে উঠছে। ডালগুলোর পাতায় আগুন জলে উঠবার পর আলাদা আলাদা-ভাবে সৃষ্টি হল বর্ণোজ্জল ছোট ছোট অসংখ্য নকশা-চিত্র। শিখাগুলো এক সঙ্গে ঠেলে উঠল ওপর দিকে। তারপর ক্রমশই বড় হতে হতে ছড়িয়ে গেল ঝোপের তলায় এবং একসঙ্গে মিশে গেল সবগুলো শিখা। অসংবদ্ধ প্রলাপ বকার মতো ছোট ছোট শব্দগুলো ডুবে গেল একটা গভীর আওয়াজের মধ্যে এবং তীক্ষাগ্র হৃৎপিণ্ডের আকারের মতো বড় শিখাটা এই প্রথম উঠে এল ওপর দিকে।

এইটে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপেলেরা তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল। জলন্ত কাঠখানা হাতে নিয়ে কোমরের সঙ্গে ঠেকিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আগুনটা দেখছিল রিয়েল। তারপর হাত পা ছড়ানো কাঁকড়ার মতো সারির মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্য একটা অংশে আগুন ধরিয়ে দিল।

আধঘণ্টার মধ্যে গাছের গুড়ির পুরো সারিটাই ধরে উঠল। তলা থেকে খুব দ্রুতগতিতে জলে উঠে আগুনের ক্রমবর্ধমান আওয়াজ ছেয়ে ফেলল প্রথম শরতের আকাশ।

খাঁড়ির ধারে গুঁড়িগুলো জড়ো করতে করতে আর তার ওপরে শুকনো ডালপালা সব ছড়িয়ে দিতে দিতে ধোঁয়ার আক্রমণ আর সহ্য করতে পারছিল না গিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অতিশয় কটু গন্ধযুক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী মেঘের মতো উড়ে চলেছে ওর চারপাশ দিয়ে। ছাই আর ঘূর্ণিত স্ফুলিঙ্গ এবং ওপর লাফিয়ে ওঠার সহজ প্রবণতায় হালকা হয়ে আগুনের হল্কা ওর ঘর্মাক্ত দেহটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। গিলবার্টের মনে হল, অরণ্যের অশরীরী আত্মাটা পুড়ে যাওয়ার গন্ধ পাচ্ছে সে—বৃদ্ধিশীল ব্যাঙের ছাতা, ক্ষয় আর যা কিছু বিষাদযুক্ত সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেল বুঝি। আগুনের আওয়াজ ছাপিয়ে রিয়েল আর ছেলেপেলেদের চিৎকারধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

দুজোড়া বলদ নিয়মিত এক-একটা করে গুঁড়ি নিয়ে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে এসে উপস্থিত হচ্ছে। উইভার কিংবা কপারনল পাশে পাশে হেঁটে আসছে। ঠিক জায়গা মতো গুঁড়িগুলোকে রেখে দিয়ে যাচ্ছে বলদগুলো।

প্রথমে উইভার আর কপারনলের সঙ্গে গিলের দু একটার বেশি কথা হয় নি।

"আগুনটা সুন্দরভাবে ধরে উঠেছে।"

"হ্যাঁ, গুঁড়িগুলো এবার ঠিকমতো জলছে।"

"গম চাষের পক্ষে জমিটা খুব ভাল হবে।"

"এখানকার মাটির উর্বরতা বেশ গভীর, গিল।"

সবগুলো সারিতেই আগুন ধরেছে এবার। পলায়নরত ইঁদুরের সারির মতো গুঁড়ির সারিগুলোর মাথা থেকে ধোঁয়ার স্রোত ছুটে চলেছে। গিলের মাথার ওপর দিয়ে খাঁড়িটা পার হওয়ার সময় স্রোতের ঐ প্রচণ্ড বেগ হ্রাস পেয়ে গিয়ে মৃদু হাওয়ার সঙ্গে ধীরগতিতে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। ঘুরে দাঁড়াতেই গিল দেখতে পেল, বিরাট বড় একটা মেঘখণ্ডের মতো ধোঁয়ার রাশি গাছের শাখাগুলোর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে আকাশের দিকে পথ ধরেছে। এর বিশালতার আনন্দে বুক ভরে উঠল ওর। ক্লেম কপারনলের কথা পর্যন্ত কানে ঢুকছিল না গিলের।

ক্লেম কপারনল বলছিল, "পরের সারিটার কাছে গুঁড়িগুলোকে এবার টেনে নিয়ে যেতে হবে, মার্টিন। বলদগুলোর খুবই কাছে আগুনটা এগিয়ে আসছে।"

এখন ওদের তাড়াতাড়ি কাজ করতে হচ্ছে। আগুনের তাপ আর ধোঁয়ায় ওদের সকলেরই প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেকটা গুড়ি থেকে ছাই উড়ছিল প্রচুর।

এক কেটলী জল নিয়ে লানা এসে উপস্থিত হল সেখানে। জল খাওয়ার পর গিল অনুভব করল, ওর দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যদিয়ে শীতলতার স্রোত বয়ে এসে চামড়া স্পর্শ করছে, যেন দেহটা গরম হয়ে ওঠবার পর জলের ছোঁয়া লাগলেই একটি নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে সে। লানা যখন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর ঝলসানো চুল আর ভস্মাচ্ছাদিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গিল তখন দাঁত বার করে হাসতে লাগল। কিন্তু আগুনটা যে কতোটা কাজ সম্পাদন করেছে সেটা লানাকে দেখাবার জন্য আগুনের দিকে হাত তুলল সে।

দু'জনেই একসঙ্গে গর্জনশীল যজ্ঞাগ্নির দিকে দৃষ্টি ফেলে মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময়ে সবুজ গাছের সারিতে আবৃত ছিল জায়গাটা।

"ও গিল!" আনন্দে চিৎকার করে উঠল লানা, "কি সুন্দর!

গিলকে চুম্বন করল লানা। তাসের হরতনের আকারের মতো ঠোঁটের টাটকা ছাপ পড়ল ওর গালে।

ওদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর কোনো কিছুই নির্ভর করল না, দুপুরবেলা ওখান থেকে ওদের সরে আসতেই হল। সবগুলো গুঁড়িতেই আগুন ধরেছে। বড়বড় গুঁড়িগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এবং গুলী ছোড়ার আওয়াজের মতো ওখান থেকে শব্দ বেরুচ্ছে। নিজেরাই আগুন ধরিয়ে দিয়ে এসেছে। এখন সবাই মিলে ঘরের বাইরে বসে ওরা গাছগুলোকে পুড়তে দেখছে। কালি-মাখা, ঝল্সানো আর শুকনো খরেখরে মুখ—খাবার খেতে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন ছাই খাওয়ার স্বাদ পাচ্ছে মুখে।

রোদ থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করে এমা-ই সহসা বলে উঠল, "কে ওখানে?"

ওরা দেখল, আগুনের ধার ঘেঁসে ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে কে যেন ওদের দিকে ছুটে আসছে। ঠিক সেই সময় খাঁড়ি বরাবর একটা গাছে আগুন ধরে উঠল। টর্চ বাতির মতো জ্বলে উঠল আগুন। মনে হল যেন মুহূর্তের জন্য নীল আকাশটা একেবারে কালো হয়ে গেল।

আগুনের শিখা হাওয়া চুষে নিচ্ছিল বলে ধোঁয়ার আক্রটা অপসারিত হল। সবাই তখন দেখল, খালিগায়ে ইণ্ডিয়ানটি দুলকি চালে ওদের দিকেই ছুটে আসছে। পুরনো ফেল্টের টুপীটা সে নিচুকরে চোখের উপর টেনে দিয়েছে।

॥ ১৩ ॥

আকস্মিক বিপর্যয়

গাড়ির পেছন দিকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লানা। গিল আর ব্লু ব্যাক যে-সব জিনিস ওর হাতে তুলে দিচ্ছিল সেগুলো সে গাদাগাদি করে ফেলে রাখছিল একদিকে। ঠিক মতো জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নেওয়ার সময় ছিল না। কাপড়-চোপড়, দুটো ট্রাঙ্ক, চীনেমাটির বাসন-কোসন, কুঠার, বন্দুক ছুরি, কাস্তে, নিড়ানি, মাখন তৈরীর চরকি—এই সবই লানার চিন্তার মতো তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

এক মুহূর্ত আগেই দরজার সামনে বসে বসে ওরা দেখছিল যে, ওদের পরিকল্পনাগুলো ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে, আর তার ঠিক পরের মুহূর্তেই সেই নোংরা বুড়ো ইণ্ডিয়ানটি এসে উপস্থিত হল। দশ মিনিট পরে ওরা নিজেরা ছাড়া সেখানে আর একটিও জনপ্রাণী রইল না। জর্জ উইভার বলেছিল, "নষ্ট করবার মতো আমাদের হাতে এক মিনিটও সময় নেই। ব্লু ব্যাক বলেছে এক ঘণ্টা, এমন কি তার আগেও ওরা এসে উপস্থিত হতে পারে।"

"আমরা যাব কোথায়?" জিজ্ঞাসা করেছিল রিয়েল।

"স্কাইলার আর লিটল্ স্টোন্ অ্যারাবিয়া স্টকেড-এর দিকে রওনা হবো আমরা। ক্লেম, তুমি এক্ষুনি ডিমুথের কাছে ছুটে যাও।"

খিটখিটে মেজাজের বুড়ো ওলন্দাজটি মাথা নাড়িয়ে বলে উঠল, "পারব না। আমার বলদগুলোকে ফেলে যাব না।"

"জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসো ওদের," বলল উইভার, "স্থানিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে যখন ফিরে আসব আবার তখন ওখানেই খুঁজে পাব ওদের।"

"আমি ওদের সঙ্গে নিয়ে যাব," ক্লেম বলল, "ভাল বলদ ওরা। লুকিয়ে রাখবার মতো ওখানে একটা জায়গা আছে।"

"বুদ্ধু কাঁহাকার, এক্ষুনি তা হলে ব্যবস্থা করো। ব্লু ব্যাকের কাছে শুনলাম, সেনেকারা তাকে বলেছে যে, ওদের ইচ্ছে মতো যা খুশি তাই ওরা করতে পারবে। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সেনেকাদের মতো সাংঘাতিক প্রকৃতির উপজাতি আর কেউ নেই। জনসনের সঙ্গে আমি উইলিয়াম হেনরীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ওরা আমাদের হয়ে যুদ্ধ করছিল।"

কপারনল যখন রওনা হয়ে গেল উইভার তখন তার চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "জন, ক্যাপটেন ডিমুথের কাছে ছুটে যা তুই। আমরা যা যা শুনেছি সব বলবি তাকে। মনে রাখিস আটজন সাদা চামড়ার লোক আর ছ'জন ইণ্ডিয়ান। ব্লু ব্যাক বলছে যে, তারা সেনেকা উপজাতির লোক—রঙচঙ মাখা।"

"যাচ্ছি, বাবা।"

"ঝড়ের মতো ছুটে যা, জন।"

"জুতোটা খুলে রেখে যাব? জুতো পায়ে দিয়ে জোরে জোরে দৌড়তে পারি না আমি"

"হ্যাঁ, তাই কর। কোবাস তোর জুতো জোড়া বাড়ি নিয়ে যাবে। ছুট্ দে।"

জনের কাছ থেকে জুতো জোড়া হাতে নিয়ে কোবাস জিজ্ঞাসা করল, "আমারটাও কি খুলে নেব, বাবা?"

"কোনো প্রশ্ন করিস নে এখন।" গুরুগম্ভীর স্বরে গর্জন করে উঠল উইভার। কিন্তু এমা উইভার ছোট ছেলেটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়িয়ে সায় জানাল।

উইভার বলতে লাগল, "রিয়েল, তুমি বরং এক্ষুনি কেটে পড়ো। ভারী ওজনের জিনিস কিছু সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করো না। জিনিসপত্র জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জন্য একটু সময় পাবে তুমি। কিন্তু কুড়ি মিনিটের বেশি নয়। আমার বাড়িতে চলে এসো, কিন্তু যদি দেরি করো তা হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করব না।"

"আমরা চলে আসব।"

রিয়েলের অবিচলিত ভাবটা খুবই বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। বাছুরদের দল বেঁধে গোয়ালে ফিরিয়ে আনবার মনোভাব নিয়ে সে তার ছেলেপেলেদের জড়ো করল। তারপর তাদের পথ দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় গাছের ডাল ভেঙে একটা ছড়ি তৈরি করল। যারা পিছিয়ে পড়ছিল তাদের ওপর ছড়ি চালাতে লাগল সে।

গিল আর লানাকে সম্বোধন করে উইভার বলল, "তোমাদেরই সবচেয়ে দূরের পথ ধরতে হবে। তোমরা বরং তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নাও।"

তার আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে বাদামী রঙের ঘোড়াটাকে ধরে আনতে যাচ্ছিল গিল। দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে ধরেছে সে।

উইভারকে জিজ্ঞাসা করল লানা, "আপনার কি বিশ্বাস ওরা আমাদের ক্ষতি করবে?"

"ভগবান জানেন," বলল উইভার। তারপর কোবাসের হাতটা টেনে নিয়ে সে-ই আবার বলল, "আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। ওরা ডিমুথেরই গর্দান চায়।"

"আহা বেচারী।" আগুনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল এমা। তার নিজের শুরুটা যে খুবই সামান্যভাবে সংঘটিত হয়েছিল সেই কথাটা মনে পড়ল আজ।

"এমা!" রাস্তার তলা থেকে চিৎকার করে ঠেকে উঠল জর্জ।

লানা বুঝতে পারল চর্বিমাখা ইণ্ডিয়ানটার সঙ্গে সে একা রয়েছে। তখনো মুখ দিয়ে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল, কিন্তু কটা কটা চোখ দুটো মেলে করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে লানার দিকে চেয়ে ছিল লোকটা।

"তুমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমি সাহায্য করব।" মন্তব্য করল ব্লু ব্যাক।

মাথা ঝিম ঝিম করছিল লানার। কোথা থেকে যে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছিল না। ইণ্ডিয়ানটা যখন ওর পেছনে পেছনে আসছিল তখন তার গায়ের গন্ধে চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছিল সব। কিন্তু এখন ওর বিরূপ মনোভাবের উদ্রেক হল না। এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে চেয়ে রইল, তারপর

ঠেলা মেরে টুপীটা মাথার ওপর সরিয়ে দিয়ে সুতো কাটার চরকাটা তুলে নিল হাতে।

বলল, "তুমি এবার ওপরে উঠে গিয়ে কম্বলগুলো নিয়ে এসো।"

উঠে গেল লানা।

ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল গিল। যে-সব জিনিস গাড়ির ওপরে আনা হয়েছিল সেগুলোই ওরা এখন গাদা করে রাখল। তারপর সে আর ব্লু ব্যাক দোতলা থেকে পুরো খাটখানা নামিয়ে এনে তু'জনে ধরাধরি করে রেখে এল বনের মধ্যে। হেমলকগাছের ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে আবার ওরা ফিরে গেল কাবার্ডটা আনতে। লানার কাছে মনে হল, স্বপ্নেদেখা অর্ধ-মত্ত অবস্থার বিভ্রান্তিকর মানুষের মতো ওরা তু'জন যেন কাজ করে চলেছে।

ব্লু ব্যাকের সঙ্গে করমর্দন করল গিল।

"ধন্যবাদ," ওর গলার স্বর স্থির এবং শুষ্ক। "তুমি আমাদের একজন প্রকৃত বন্ধু, ব্লু ব্যাক।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে ইণ্ডিয়ানটি বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়—সত্যিকারের বন্ধু আমরা।"

"আবার হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।"

"নিশ্চয়ই দেখা হবে। কিন্তু এক্ষুনি তুমি সরে পড়ো। ওরা খুব তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে পারে।"

"তাদের মধ্যে কাউকে তুমি চিনতে পেরেছিলে কি?

"যার হাতে বাঁশি ছিল তার নাম কল্ডওয়েল।"

"কল্ডওয়েল!"

গিল ঘোড়াটাকে আঘাত করল। ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ির একপাশে হঠাৎ গড়িয়ে পড়তে গিয়ে কোনাটা ধরে ফেলল লানা। পথ দিয়ে নিচে নেমে যেতে যেতে তু'জনেই পেছন ফিরে চেয়েছিল। দেখছিল, পাহাড়ের গা বেয়ে তখনো রাশি রাশি ধোঁয়া মেঘের মতো উঠে আসছে ওপর দিকে। কিন্তু আগুনের শিখাগুলো খানিকটা ছোট হয়ে এসেছে। ক্যাবিনের অন্য দিকে মৃতু হাওয়ায় ভুট্টা গাছের পাতাগুলো ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে উঠছে। ইণ্ডিয়ানটি উধাও হয়ে গিয়েছে এবং এরই মধ্যে জায়গাটা একেবারে পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে।

রুক্ষস্বরে গিল বলল, "ওদিকে তাকিয়ে থেকো না, লানা।"

আজ্ঞানুবর্তিনীর মতো মুখটা ঘুরিয়ে ফেলল সে। কিন্তু চোখ দুটো ওর ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতে লাগল। প্রথমে ক্যাবিনটা ওর একেবারেই ভাল লাগত না। কোনো কোনো দিন এখনো ভাল লাগে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন মনে হচ্ছে, ছেড়ে আসাটা যেন ওর নিজের আর গিলের জীবনের একটা অংশ সেখানে ফেলে আসার মতো বেদনাদায়ক।

জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে ব্লু ব্যাক ওদের চলে যেতে দেখল। প্রকৃত বন্ধু ছিল ওরা। ব্যাপারটা সত্যই খুব খারাপ।

ওরা যখন বাঁক থেকে মোড় নিয়ে কিঙ্‌সরোডে উঠে গেল ব্লু ব্যাক তখন কাঁচের মধ্যে দিয়ে ওদের আর দেখবার চেষ্টা করল না। সযত্নে শার্সি থেকে কাঁচগুলো খুলে নিতে লাগল। সারাজীবন ধরে একটা কাঁচের জানালা লাগাবার ইচ্ছা ছিল তার। এখন নষ্ট করবার মতো সময় নেই হাতে। তার মনে হচ্ছিল, কল্‌ওয়েল লোকটা এখানে এসে যখন দেখবে যে, উপনিবেশ ত্যাগ করে সবাই চলে গিয়েছে তখন সে কারো প্রতিই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে না। এক হাত দিয়ে বগলের ফাঁকে কাঁচখানা ধরে রেখে অন্য হাতে বন্দুকটা তুলে নিল। টাট্টু ঘোড়ার মতো আগুনের পাশ দিয়ে ছুটে এসে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে পড়ল খাঁড়ির ধারে। খাঁড়ির জল পার হয়ে এসে নদীতে পৌঁছল সে। বেশি জলের মধ্যে এসে এমন ভাবে দাঁড়াল যে, তার চোখ দুটো নদীর তীর থেকে একটু ওপরে রইল। বোধহয় মিনিট পনেরো অপেক্ষা করল সে। তারপর দেখতে পেল, বিলুয়াভূমির কিনার থেকে ঘাসের মাথা ছাপিয়ে লোহার পাত দিয়ে ঘের দেওয়া সেনেকাদের একটা পাগড়ি উঁচু হয়ে উঠছে।

কালো এবং রঙ-মাখা মুখটা ছবির মতো স্থির হয়ে আছে। একটুও নড়ছে না। দেখে মনে হল, ভাল জাতের কুকুরের মতো নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে লোকটিও বোধহয় শত্রুর সন্ধান করছে।

তারপর ইণ্ডিয়ানটি হাত তুলতেই অন্য একজন এসে তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। দু'জনের মধ্যে এমন সাদৃশ্য রয়েছে যে, আলাদা মানুষের চেহারা বলে আর বোঝা যাচ্ছে না। একসঙ্গে দুটো শেয়াল, দুটো বেজি কিংবা দুটো বেড়ালের মতো মনে হল ওদের।

"বেড়াল!" অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে কথাটা মনে মনে আওড়ে গেল ব্লু ব্যাক।

বিলুয়াভূমির মধ্য দিয়ে ইণ্ডিয়ান দু'জন এবার এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে তাদের দেখতে না পেলে ওখানে ওদের উপস্থিতি ধরাই যেত না। উদ্বিগ্নভাবে ব্লু ব্যাক সেনেকাদের এগিয়ে আসার প্রতি দৃষ্টি রাখল। ফাঁড়ির ধারে সে নিজে যেখানে নেমে এসেছে সেখানে এসে লোক দুটো না উপস্থিত হলেই এখন রক্ষা।

কিন্তু জায়গাটা ঠিক বুঝতে না পেরে এগিয়ে গেল ওরা। খাঁড়ির ধারে নিচু হয়ে বসে ক্যাবিনের দিকে আধ মিনিট পর্যন্ত চেয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল। একজন হাত নেড়ে ইশারা করল। যেখানে আগুন জ্বলছিল সেখান থেকে খানিকটা দূরে বাঁশি বেজে উঠতেই বাকী দলটি ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে আবির্ভূত হল। সবাই এসে একসঙ্গে দরজার সামনে ভিড় করল। তীব্রবেগে ঢুকে গেল ভেতরে, তারপর বেরিয়ে এল আবার। দল বেঁধে দরজার সামনে দাড়িয়ে রইল ওরা।

সহসা ছ'জন ইণ্ডিয়ানই প্রস্থান করল ওখান থেকে। শেয়ালরা যেমন গর্ত থেকে ইঁদুর ধরবার চেষ্টা করে ওরাও তেমনি কি যেন খুঁজতে লাগল জায়গাটার চারদিকে। যেখানে আগুন জ্বলছিল তার ধার পর্যন্ত চলে গেল, ফিরে এল আবার। রিয়েলের বাড়ি যাওয়ার পথ ধরে ওপরে উঠল, তারপর বনের ধারে এসে উদয় হল এবং গাড়ি চলার রাস্তাটার দিকে মুখ করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল।

দরজার সামনে বাকী যারা অপেক্ষা করছিল তাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কল্ডওয়েল লোকটি সতর্কভাবে ওদের ওপরে নজর রাখছিল। এখন ওরা রিপোর্ট পেশ করবার জন্য ছুটে এল তার কাছে। অতো দূর থেকেও ব্লু ব্যাক লক্ষ্য করল, লোকটির মুখ রক্তিমাভ হয়েছে। ঠিক সেই সময় দুর্ভাগ্য বশতঃ মার্টিনের গরুটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। একজন ইণ্ডিয়ান গরুটার দিকে হাত তুলে নির্দেশ করতেই কল্ডওয়েল মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

এক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। গরুটা ওপর দিকে তার লেজ তুলে ধরল। কিন্তু নাগালের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার আগেই ইণ্ডিয়ানটা লাফিয়ে পড়ে ওর গলায় ছুরি ঢুকিয়ে দিল। গাড়ি চলার পথ ধরে নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল গরুটা। মনে হল, অন্ধ হয়ে গিয়েছে বুঝি। পড়তে

পড়তে সহসা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা গেল। ধাক্কা লেগে ঠিকরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে একবার গর্জন করে উঠল যে, পাহাড়ের সর্বত্র প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তারপর যতক্ষণ না লুটিয়ে পড়ল মাটিতে ততক্ষণ সে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মুখটা এগিয়ে ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিমধ্যে সাদা চামড়ার একটি লোক আগুন থেকে একটা জলন্ত কাঠ তুলে এনে ঢুকে গিয়েছিল ক্যাবিনের ভেতর। কল্ডওয়েলের বাঁশি শুনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল সে।

গাড়ি চলার পথ ধরে ওরা সবাই ছুটতে লাগল কিঙস্‌রোডের দিকে। একেবারে শেষের লোকটি যখন বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ব্লু ব্যাক তখন জড়তা কাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্যাবিনের দরজা দিয়ে এক ঝাপ্‌টা ধোঁয়া বেরিয়ে আসবার পর হরিণের চামড়ার ঘাগরার তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ময়ূরের পালকটা বার করে আনল সে। টুপীর দুটো ফুটোর মধ্যে গুঁজে রাখল পালকটা। এমনভাবে রাখল যে, হাঁটবার সময় পালকের চোখ বসানো অংশটা যেন তার মুখের সামনে দুলতে থাকে। তা হলে সব সময়েই ওটা সে দেখতে পাবে। এটা যেদিন প্রথম দেখেছিল সেইদিন থেকেই পালকটা পাওয়ার জন্য মনে মনে আশা পোষণ করছিল ব্লু ব্যাক। কিন্তু গরুর ব্যাপারটা সত্যিই বড় খারাপ। গিল মার্টিন যদি ফেলে রেখে যায়, তা হলে গরুটাকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য ফিরে আসবে বলে ভেবে রেখেছিল সে। এখন ঐ অবস্থায় গরুটাকে নিয়ে আসতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

তা ছাড়া হ্যাজেনক্লেভার পাহাড়ের চূড়া থেকে হরিণের মাংসটা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে এখন। হরিণ শিকার করার জন্য স্ত্রী তার রাগ করবে, কিন্তু ময়ূরের পালকটা উপহার দিয়ে মেজাজ তার ঠাণ্ডা করে দেবে সে।

॥ ১৪ ॥

লিট্‌ল স্টোন অ্যারাবিয়া স্টকেড

লাগাম দিয়ে ঘোড়াটাকে আঘাত করতে লাগল গিল। গাড়িটাকে জোর করে ধরে বসে রইল লানা। তিড়িং বিড়িং করে চাকাগুলো লাফাচ্ছে, ক্যাঁচ

ক্যাচ আওয়াজ বেরুচ্ছে গাড়ির গা থেকে আর তালগোল পাকানো জিনিস-গুলো ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ করতে করতে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

"জিনিসগুলো গোছগাছ করে বেঁধে নেওয়ার কাজ কিছু করো নি।" ক্রুদ্ধ ভাবে বলে উঠল গিল।

জবাব দিল না লানা। ঝাঁকি খেয়ে খেয়ে পীড়িত বোধ করছিল সে। প্রত্যেকটা ঝাঁকি যেন এক-একটা ঘুষির মতো ওর পিঠে আর তলপেটে এসে আঘাত করছে। গর্ভাবস্থায় যে গাড়িতে চাপা উচিত নয় সে সম্বন্ধে কি একটা কথা যেন মনে পড়ল ওর। সে ভেবেছিল, প্রথম অবস্থায় বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না। কারণ, ভারী ওজনের বস্তুর মতো দেহটা ওর চেপে বসে গিয়েছিল সীটের ওপর। যাতে পীড়িত বোধ না করে, কান্না না পায়, গাড়ি থেকে পড়ে না যায় তার জন্যে সংগ্রাম করছিল সে। নিঃশ্বাস ফেলাও কষ্টকর বোধ হচ্ছিল।

লানাকে একবার দেখে নিয়ে ঘোড়োর পিঠে বেত চালালো গিল। লানার অবস্থাটা এখনো ঠিক সে বুঝতে পারছে না। ভাগ্যের বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে শুধু।

পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজটা পথের ওপর ধ্বনি প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছে। উইভারের বাড়ির কাছে এসে রিয়েলের গাড়িটা ধরে ফেলল সে। রিয়েল চালাচ্ছিল একটা কালো রঙের বুড়ো এবং অকর্মণ্য ঘোড়া। প্রজননের কাজে ভাড়া খাটিয়ে ধনী হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই অতি সামান্য দাম দিয়ে ঘোড়াটা কিনেছিল সে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ঐ বিশেষ ঘোড়াটাকে অশ্বশাবকের পিতা হিসেবে কল্পনাও করে নি। তাকে দেখলে সন্দেহ হয় প্রজননের ক্ষমতা তার আছে কি না।

মিসেস রিয়েল একই সীটের ওপর স্বামীর পাশে বসে ছিল, মুখে উদ্বেগের ছায়া। কোলের বাচ্চাটাকে নিজের কাছে রাখতে বাধ্য হয়েছে। অন্যান্য ছেলেপুলেদের কাছে এই নতুন সম্পত্তিটি ছেড়ে দিতে সাহস পায় নি সে। টমসনের বাড়ি থেকে আনা মূত্রত্যাগের সেই চীনেমাটির পাত্রটার ফাঁকে বাচ্চাটাকে আঁটো করে বসিয়ে দিয়ে পাত্র আর বাচ্চাকে এক সঙ্গে ধরে রেখেছে মিসেস রিয়েল।

গাড়ির মধ্যে যেখানে যে যতটুকু জায়গা পেয়েছে সেই জায়গা দখল করে

ছেলেপেলেগুলো স্থির হয়ে বসে রয়েছে আর ইণ্ডিয়ানদের দেখবার আশায় পেছন দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। গিলের বাদামী রঙের ঘোড়াটা পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় ওরা উচ্চ ও তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল।

উইভাররা এল সবার শেষে। জর্জ এবং এমা দুজনেরই মুখের ভাব কঠোর। গিলের দিকে একবার সে হাত তুলে ইশারা করেছিল। তারপর ঘোড়ার লাগামটা এমার হাতে তুলে দিয়ে গাড়িতে উঠে কোবাসের কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে নিল। বন্দুকের মুখ থেকে পুরনো বারুদের গুঁড়োগুলো ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে দিয়ে গুলী ছোঁড়াব ঘোড়াটা পরিষ্কার করে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসল। পেছনদিকটার ওপর যে নজর রাখতে পারছে সেই কথা ভেবে স্বস্তি অনুভব করল সে।

ডিমুথের বাড়ি পৌঁছে দেখল, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে জন। ছোট খাটো মানুষটি, বেচারার মুখটা সাদা ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। ও বলল যে, ক্যাপটেন তাঁর স্ত্রীকে হাল্কা ধরনের একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে সিধা চলে গিয়েছেন স্কাইলারের দিকে। স্থানিক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করবার জন্যই সেখানে তিনি গিয়েছেন।

ক্লেম কপারনল জঙ্গলের মধ্যে বলদগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিল। এখন সে আর ন্যানসি সেই অদ্ভুত ধরনের ঘোড়াটা চালিয়ে সামনের দিকে কোথাও এসে পড়েছে।

কসবীর ম্যানরের দিকে গিল যখন তার মাদী ঘোড়াটাকে মোড় ঘোরাল তখন বেশ কষ্ট হচ্ছিল ঘোড়াটার। রিয়েলের বুড়ো ঘোড়াটার হাঁটুর জোর এসেছে কমে। সাময়িক বিরামের মাঝখানে লানা তার বোধশক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিল। অর্ধমৃতের মতো অবস্থা তার। প্রথম এই একটু উদ্বেগমোচনের পর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা পথের ঝাঁকানি খাওয়ার চেয়ে বেশি কষ্টকর বলে মনে হচ্ছিল ওর।

লাগামটা লানার হাতে তুলে দিয়ে গিল বলল, "মিসেস উলফ যদি এখানে থাকেন তা হলে খবরটা তাঁকে দিতেই হবে।"

লাফিয়ে নেমে পড়ে স্টোরের সামনে দেউড়ির দিকে ছুটে চলে গেল গিল। টমসনের বাড়ির মতো এই বাড়িটাও জনশূন্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দরজার কড়া নাড়াতেই মিসেস উলফ দরজা খুলে দিল।

জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই এখানে ?" ফেকাশে মুখে সে ওর দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন, গিলকে সে কোনোদিনই দেখে নি।

গিল বলল, "একদল ইংরেজ আর ইণ্ডিয়ান আমাদের অঞ্চলে হানা দিতে আসবে বলে আমরা খবর পেয়েছি। চলে আসুন, আমাদের গাড়িতে আপনাকে জায়গা দিতে পারি।"

"ধন্যবাদ।"

"আপনাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হবে। ওরা বেশি দূরে আছে বলে মনে হয় না।"

মিসেস উলফ তবুও তাকিয়ে রইল গিলের দিকে।

"ইণ্ডিয়ানদের বরং বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু তোমাদের করব না।" বলল মিসেস উলফ।

ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হল উইভাররা এবং গাড়ি চালিয়ে মার্টিনের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল।

"ভাল চান তো আমাদের সঙ্গে চলে আসুন।" জর্জ বলল।

"আমি এখানেই থাকব", গলার স্বর উঁচু করে মিসেস উলফ বলতে লাগল, "জনকে আমি বলছি এখানে আমি তার জন্য অপেক্ষা করব। তোমাদের সাহায্য আমি চাই না। তোমরাই তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। জর্জ উইভার, তুমি তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিলে।" একটু অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠে সে-ই বলল, "আজকাল আমি প্রার্থনা করছি, উইভার। আমার বিশ্বাস, ভগবান আমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন।"

ওরা সবাই মিসেস উইভারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ফেলল। ঐ দিক থেকে যখন টাটকা ধোঁয়া উঠতে দেখল তখন ওরা বুঝতে পারল ওটা মার্টিনের বাড়ি থেকে উঠছে না, উইভারের বাড়ি থেকে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি।

নিজের গাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে জনকে উদ্দেশ করে উইভার গর্জন করে উঠল, "উঠে পড় গাড়িতে।" আতঙ্কিত ছেলেটাকে বুট জুতো দিয়ে প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিল। সবলে টানতে টানতে ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার পর এমাকে উইভার বলল, "চলো, গাড়ি চালাও। মিসেস উলফ যদি চায় যে, ইণ্ডিয়ানরা এসে তাকে গরম তেলে ভাজুক তবে তাই হোক। আমি তাতে দুঃখিত হবো না।"

স্কাইলারে পৌঁছবার মাঝামাঝি জায়গায় এসে ওরা ঘণ্টা বাজতে শুনল। প্রথমে আওয়াজটা বেশ কমই ছিল। চাকার হুড়মুড় শব্দ আর ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে আওয়াজটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু রিয়েলের একটি ছেলে যখন ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তখন ওরা সবাই ঘণ্টা-ধ্বনিটা পরিষ্কার শুনতে পেল। এমন কি লানার কানেও পৌঁছল।

পথ চলতে চলতে লানা অনুভব করল, ঐ মন্থর কর্কশ কলরবটা ওর নিজের মধ্যে ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটাও আঘাত করে চলেছে। এখন যখন ঐ ঘণ্টাধ্বনিটা ওর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে একটানা বেজে চলেছে তখন সে ভাবল, এই আওয়াজ থেকে আর কোনো দিনই নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।

গিল যে ওর দিকে চেয়ে চিৎকার করছে তাও সে শুনতে পেল কি পেল না। ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে গিলকে গর্জনের স্বরে কথা বলতে হল। ডুবন্ত মানুষের মতো সংগ্রাম করে চেতনা ফিরিয়ে আনতে হল লানাকে।

"কি হয়েছে তোমার ?"

ভেতর থেকে কথাগুলোকে জোর করে মুক্ত করে এনে বলল লানা, "আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না।"

"না করে উপায় নেই।"

হড়কে পড়ে যাচ্ছিল লানা, গিল ওকে আঁকড়ে ধরে ফেলল। বাকী পথটা নিজের সীটের ওপর ধরে রাখল ওকে।

তিনটে ঘোড়াই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জঙ্গলটা পার হয়ে চলে এল স্কাইলারে এবং শেষ পর্যন্ত সমতল রাস্তাটা পেয়ে গেল ওরা। ফাঁকা জায়গায় ঘণ্টাধ্বনিটা পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল এখন।

এখানকার আকাশ, মাঠ, বেড়া এবং বাড়িঘর সব নিরাপদ ঠেকছে। চারণভূমিতে গরুর পাল এসে জড়ো হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে কৌতূহলী এবং অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে ওরা চেয়ে রয়েছে বাড়ি ফেরার পথের দিকে। মেয়েরা এসে দরজার সামনে ইতস্তত: ঘোরাফেরা করছে আর নদীর ওপারে দুর্গটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হেঁটে নদী পার

হওয়ার জায়গাটার ওধারে ডিমুখের ছোট গাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে। লোকজনরা সেই দিকে ছুটে চলেছে।

দৃশ্যটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে গিলের চিন্তাশক্তি ফিরে এল। জল ছিটতে ছিটতে নদীর মধ্য দিয়ে ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে এসে ডিমুখের গাড়ির পাশে এনে নিজের গাড়িটা দাঁড় কররিয়ে দিল সে। ক্যাপটেন তার আগেই নিচে নেমে গিয়ে নিজের রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখছিল।

জিজ্ঞাসা করল সে, "সবাই এখানে এসে পৌছেছে কি?"

"ন্যানসি আর কপারনল ছাড়া সবাই এসেছে।"

"ওরা ফোর্টের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তোমরা বরং তোমাদের জিনিসপত্র সব ওখানে রেখে এসো। আমাদের এখুনি আবার ফিরে যেতে হবে।" এমা উইভার বলল, "তুমি চলে যাও, গিল। আমি লানাকে দেখাশোনা করব।"

খোঁটা পুঁতে পুঁতে বেড়া তুলে একটা উন্মুক্ত স্থানকে ঘেরাও করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে স্টকেড। একটা কুয়োর চারদিকে বারো ফুট লম্বা খোঁটাগুলো জমির উচ্চতা অনুযায়ী পোঁতা হয়েছে। মনে হয়, ভ্যালির এই বিস্তৃতির মধ্যে দৈবদুর্ঘটনা প্রতিহত করবার পক্ষেও শক্তি এর ক্ষীণ। এমন কি কাঠের দোতলাটা খোঁটার চেয়ে পাঁচ ফুট উঁচুতে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলেও শরৎ আকাশের পটভূমীতে খুবই ছোট বলে মনে হচ্ছে।

ভেতরে, জায়গাটা আরো অপরিসর। বেড়ার চারিদিকেই নিচু নিচু চালা ঘর। রাইফেল ছোড়ার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ছাদগুলোকে ব্যবহার করা হয়। ঘেরাও করা বেড়ার ধারে ঘরগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। ছাদের ঢালুর প্রলম্বিত অংশগুলোকে মাটির দিকে এতো নিচুতে নামিয়ে নিয়ে এসেছে যে, মিসেস উইভারের সাহায্যে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে লানাকে ভেতরে ঢুকতে হল।

এমা উইভারকে দেখে মনে হয় যেন এখানে সে সারাজীবন বাস করে গিয়েছে। তার হাবভাবে আতঙ্ক কিংবা অধৈর্য, কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না। দুটি ছেলেকে সে লানার বিছানার জন্য কম্বল আনতে পাঠিয়ে দিল এবং তারপর জাজিম তৈরি করবার জন্য আবার তাদের পাঠাল টাটকা খড় জোগাড় করে নিয়ে আসতে। ন্যানসি এসে উপস্থিত হতেই সে তাকে জল আনবার হুকুম করল এবং পরে যদি দরকার হয় সেই উদ্দেশ্যে আগুনের সংস্থানও রাখতে

বলল, মিসেস ডিমুথ যখন নিজের কাজের জন্য ন্যানসিকে ডেকে পাঠালেন এমা তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে মিসেস ডিমুথের মুখোমুখি হয়ে বলল, "আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত," তার কর্ণপীড়াদায়ক কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, "নিজের হাতে আপনাকে কেউ কাজ করতে বলছে না। মিসেস মার্টিনের শরীর খুব খারাপ। যাদের মনে খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধ আছে তাদের তার উপকার করতে দিন, নইলে কেটে পড়ুন।"

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আতঙ্কিত অবস্থায় মিসেস ডিমুথ বললেন, "ক্যাপটেনকে বলব আমি।"

"বলুন। এক্ষুনি গিয়ে বলুন," কঠোর স্বরে এমা বলতে লাগল, "এবং যে-ভাবে সায়েস্তা করা উচিত সেভাবে তিনি যদি আপনাকে শায়েস্তা না করেন তা হলে আমি করব, আপনার ভালর জন্য না হোক, নিজের জন্যই করব, মিসেস ডিমুথ।"

এই সব ঝগড়াঝাঁটি সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন ছিল না লানা। উপনিবেশ থেকে যে মেয়েরা আর ছেলেপেলেরা অতি কষ্টে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে তাও যেন বুঝতে পারছে না সে। কয়েকজন বৃদ্ধ আর অল্পবয়স্ক ছেলেদের তত্ত্বাবধানে সবাই এসে ভিড় করেছে দুর্গের মধ্যে। ডিয়ার-ফিল্ড থেকে লোকেরা এসে পৌঁছবার পর সংখ্যা হল পঞ্চাশের বেশি। বিছানাপত্র এবং যে-সব জিনিস তাড়াতাড়ি সহজে তুলে আনতে পেরেছে সেগুলো সব যেখানে পেরেছে সেখানেই ফেলে রেখেছে। তারপর ঠেলাঠেলি করে ছেলেরা গিয়ে উঠে পড়ল ঘরের ছাদে। বৃদ্ধ লোকেরা চলে গেল দুর্গের মধ্যে। সেখানে চিলেকোঠায় ফুটো দিয়ে ক্রেম কপারনল দূরের শত্রুদের ওপর নজর রাখছিল। সঙ্গে ছিল ঠাকুরদা কাস্ট। শেষ পর্যন্ত চিলেকোঠার ঘণ্টা বাজা বন্ধ হল।

স্কাইলারের লোকেরা যে বিপদাশঙ্কায় বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল তা নয়। কিন্তু আক্রমণের গল্পটা শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। মোহক ভ্যালির পশ্চিম প্রান্তে এই ধরনের ঘটনা এই-ই প্রথম, যদিও স্কোহারিতে কিছু কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল আগে।

যে-ঘরটাতে খড়ের বিছানায় পশুর মতো শুয়ে ছিল লানা সেই ঘরের

প্রবেশপথে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল মেয়েরা। ভিড়ের মধ্য থেকে সবাই ওরা এমার প্রতিটি কাজকর্মের দিকে সতর্ক নজর রাখছিল।

"বাচ্ছাটা কি নষ্ট হবে না কি?" জানতে চাইল ওরা।

প্রতিকারের নানারকম উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল সবাই। একজন বলল, "একটা তক্তা দেয়ালের গায়ে কাত করে রেখে তার ওপর ওকে মাথাটা নিচের দিকে দিয়ে শুইয়ে দাও।"

এমার মতে এটাই হল প্রথম যুক্তিযুক্ত কথা। জিজ্ঞাসা করল সে, "কথাটা কে বলল?"

"আমি", মুখের চামড়া কোঁচকানো বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক বলতে লাগল। "আমি যখন রেনসেলার ম্যানরে বাস করতাম তখন একবার এই উপায়ে ফল পেতে দেখেছিলাম। অবিশ্যি একটা নিগ্রো মেয়ের ওপর দিয়ে ব্যাপারটা চালিয়েছিল ওরা। এখানে সেটা ফলপ্রসূ হবে কিনা জানি না।"

"একটা তক্তা খুঁজে নিয়ে এসো তো।"

বেড়ার ধারে একটাও পাওয়া গেল না। একটি ছেলে নিজে থেকেই বাইরে বেরিয়ে কাস্ট-এর বাড়ির কাছে নদীর ওপারে গিয়ে একটা তক্তা খুঁজে নিয়ে আসতে চাইল। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান। কিন্তু তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে তার মা তাকে যেতে দিল না। ব্যথার জন্য হাত-পা ছুড়ছিল লানা। আর কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে চারজন স্ত্রীলোক তাকে ধরে রাখল।

জায়গাটা একটা নরকের মতো হয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোয় হলদে হলদে জোনাকিগুলো ঝলকে উঠছে, ঘরের ছাদের তলায় মেয়েদের মূর্তিগুলোকে দেখাচ্ছে ছায়ার নকশার মতো, ছাদের ওপর থেকে ছেলেগুলো চঞ্চল হয়ে ভেতরের ব্যাপারটা দেখবার জন্য চেষ্টা করছে। মেয়েদের চাপা কণ্ঠ আর দুর্গ থেকে বৃদ্ধদের কণ্ঠপথে উচ্চারিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণাক্লিষ্টা যখন সশব্দে তার কণ্ঠ প্রকাশ করছে তখন তাদের কণ্ঠস্বর নৈঃশব্দের যতিচিহ্ন দ্বারা খণ্ডিত হয়ে উঠছে।

প্রথম আধঘণ্টা পার হওয়ার পর এই ব্যাপারে লানা নিজে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে শুধু সজাগ হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল ঘণ্টা বাজা থেমে গিয়েছে। কিন্তু সেই ফাঁকা স্থানটা এখন নিজের যন্ত্রণায়

ভরে উঠেছে। কোনো কোনো মুহূর্তে সে বুঝতে পারছিল অপরিচিত হাতের ছোঁয়া লাগছে ওর দেহে…

মধ্যরাত্রিতে লানা যখন জেগে উঠল তখন চারদিকেই অন্ধকার। বেড়ার ধারের ঘরগুলিও অন্ধকারে আবৃত। শুধু তার নিজের ঘরে অল্প পরিমাণ কয়লা জ্বলছে আর ল্যাম্পের ছোট্ট শিখাটা হাওয়ার টানে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এমা ছাড়া ঘরে আর কাউকে দেখতে পেল না সে।

হাড্ডিসার স্ত্রীলোকটি ওর পায়ের কাছে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল।

"ব্যাপারটা কি হল, এমা ?"

"আহা বেচারী।" ঘুরে বসে এমা জিজ্ঞাসা করল, "এখন একটু সুস্থ বোধ করছ তো ?"

"শুধু ক্ষতের যন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছে। কেমন একটা অবসাদগ্রস্ত ভাব। ব্যাপারটা কি হল ?"

ধীরে ধীরে এ[illegible]র উলটে[illegible] দুটো জলে ভরে উঠল। অনভ্যস্ত করুণা প্রকাশের জন্য মুখটা তা[illegible] করুণার উ[illegible]দখাচ্ছে।

"অস্থির [illegible]" লানার ভিজা চুলে হাত বুলিয়ে সে বলল।

"আ[illegible] রাত্রে দ[illegible]র বাচ্ছা !"

মনে এসে[illegible], লানা যেন নিঃশব্দে বহু ঘণ্টা ধরে শুয়ে আছে ওখানে।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি কেটে গিয়ে ওর চিন্তা ও কথার মধ্যে সামঞ্জস্য এল।

"বাচ্ছাটা কি মরে গিয়েছে ?"

মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এমা।

ডিমুখের ভস্মীভূত বাড়ি আর গোলাঘরের কাছে পৌঁছে স্থানিক সেনাবাহিনী উন্মুক্ত আকাশতলে রাত্রিযাপন করল। ক্লান্ত পশুর মতো শুয়ে পড়ল সবাই। শুধু গিল আর উইভার জেগে রইল। পাহারা দেবার কাজটা নিজেরাই চেয়ে নিল ওরা। পশ্চিম আর উত্তরের আকাশে ক্ষীণ দীপ্তি দেখতে পেয়ে ওরা বুঝতে পারল, পুরো অঞ্চলটাই ভস্মীভূত হয়েছে।

আগুনের আলোর সীমানার বাইরে ওরা দু'জনে একসঙ্গে বসে ছিল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছিল না। ডিমুখের গম সব পুড়ে গিয়েছে।

কোনো কিছুই রক্ষা পায় নি। নিজেদেরও এক কণা শস্য যে রক্ষা পায়নি তা ওরা বুঝতে পারল।

গিল জিজ্ঞাসা করল, "এখন কি করবে বলে ভাবছ, জর্জ?"

"ভাববার সময় পাইনি এখনো। হাতে টাকাপয়সা নেই। টাকা জমাবার সুযোগও নেই এখানে।"

"গোটা কয়েক বলদ কেনবার মতো টাকা জমিয়েছিলাম আমি।" বলল গিল, "অন্য কোথাও কাজ ধরতে না পারলে এই টাকা ভেঙেই খেতে হবে। তাও বেশিদিন চলবে না। তার ওপর লানার বাচ্চা হবে।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে জর্জ উইভার বলল, "মজুর খেটে নগদটাকা রোজগার করার কাজ পাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার।"

গিল বলল, "হয়তো সেনাবাহিনীতে কাজ জুটতে পারে।"

"সেই কথাটা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন কি হবে বলতে পারি না। সবাই যদি সেনাবাহিনীতে গিয়ে যোগ দেয় তা হলে এখানকার জায়গাজমি আর বাড়িঘর দেখাশোনা করবে কে?"

"একটু আগে পর্যন্তও এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি," বলল গিল, "কী ভীষণ পরিশ্রম করেছিলাম আমি! এখন দেখছি ভস্মে ঘী ঢালা হয়ে গেল।"

কসবীর ম্যানরের পশ্চিমদিক থেকে কোনো কিছুই রক্ষা পায় নি। বাড়ি, গোলাঘর, রিয়েলের জাঁতাকল, এমন কি জাঁতার পাথর না থাকা সত্ত্বেও সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গিয়েছে। মার্টিনের বাড়িতে স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা এসে দেখল যে, গরুটার থেকে মাংস কেটে নেয় নি বটে, কিন্তু মৃত অবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে। যে কারণেই হোক এই ব্যাপারটাই ওদের মনে সবচেয়ে বেশি ক্রোধের উদ্রেক করল, যদিও গরুটার গা থেকে দুপুরের খাওয়া শেষ করবার জন্য ফালি ফালি মাংস কেটে নিল তারা।

ডিমুথের বলদগুলো এবং উইভারের এক জোড়া বলদ ওরা পেয়ে গেল এবং বাড়ির পথে তাদের চালিয়ে নিয়ে চলল। উলফের দেকানে তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করল।

মিসেস উলফের হদিস কিছু পাওয়া গেল না। ওদের আর টমসনের বাড়ি জনশূন্য। পায়ের দাগ থোক বোঝা গেল কল্ডওয়েলের দলটা এখানেও এসেছিল। স্ত্রীলোকটি নিজের ইচ্ছায় কানাডায় চলে গেল, না কি ধরা পড়ল, কিংবা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে তাকে কেটে ফেলল ওরা সে সম্বন্ধ কোনো কিছুই সঠিকভাবে বুঝতে পারল না ওরা। বিনাশকারীরা কোথা থেকে যে ধ্বংসকার্য শুরু করেছে সেটা বোঝবার জন্য তাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হয় না কিছু। কতোটা ক্ষতি যে তারা করেছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পুরো আক্রমণটাই একটা উন্মাদের কাজ বলে মনে হচ্ছে।

এই প্রথম ওরা উপলব্ধি করল যে, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হবে। মোহক ভ্যালির জনসাধরণের মধ্যে এমন একটা অভাবনীয় শক্তির জন্ম হচ্ছে, ক্ষতিসাধনের সম্ভাব্য ক্ষমতা যা পুরনো আমলের ফরাসীদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তির মতো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। জীমস ম্যাকনড যখন দলবল নিয়ে টমসন আর উলফের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাতে গেল ডিমুথের অপত্তিটা তখন সত্যিই করুণার উদ্রেক করল।

সেই রাত্রে দলের সঙ্গে গিল ফিরে এল লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়া স্টকেডে। ফিরে এসে দেখল, যন্ত্রণা আর লজ্জায় চুপ করে শুয়ে রয়েছে লানা। গিলের চোখের দিকে তাকিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলল সে। চালাঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অপ্রত্যাশিতভাবে গিলের গালে চুম্বন করে গেল এমা উইভার।

মাটির ওপর লানার বিছানার পাশে বসে পড়ে লানার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল গিল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না, "ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।" খবরটা রিয়েল যখন ওকে দিয়েছিল তখন সে কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি। রিয়েল বলেছিল, "সত্যিই ভারি খারাপ কথা, মার্টিন। কিন্তু আরো তো গণ্ডায় গণ্ডায় হবে।" লানার হাতটা শুধু ধরে বসে রইল গিল। কারণ এছাড়া অন্যকিছু করবার কথা ভাবতে পারল না সে।

॥ ১৫ ॥

শীতকাল

শীতকালের জন্য গিলবার্ট আর লানা এমন একটা বাড়ি ভাড়া করল যাকে বাড়ি না বলে কুঁড়েঘর বলা উচিত। একটাই মাত্র ঘর। ভারী কাঠের বদলে পাতলা পাতলা তক্তা মেরে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। আগুন জ্বালাবার মতো কোনোরকমে ঘরের মধ্যে একটা চুল্লী তৈরি করে রেখেছে। বাড়িটা জার্মান ফ্লাটের উল্টোদিকে নদীর তীরের কাছাকাছি। এখান থেকে নদীর ওপারে পশ্চিম কানাডা ক্রীকটা দেখা যায়। বন থেকে খাঁড়িটা যেন সোজাসুজি বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। বাড়িটা ছিল ন্যানসির মা মিসেস স্কাইলারের। এখন যখন একটি ছেলে তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, মেয়েটাও কাজ করছে মার্ক ডিমুথের কাছে এবং অন্য ছেলেটাও বাইরে গিয়েছে কাজ করতে তখন নিকোলাস হারকিমার বেশ ভাল মনেই নিজের বাড়ির সীমানার মধ্যেই ঝরনার পাশে বোনকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন বাস করবার জন্য।

এই বন্দোবস্তটা ন্যানসিরই কাজ। ক্যাপটেনের চিঠি নিয়ে যেদিন সে লানার কাছে গিয়েছিল সেদিন থেকেই লানার প্রতি ভালবাসা জন্মেছিল ওর। মাসে এক ডলার করে ভাড়া দিতে হবে। অক্টোবর মাসে লিটল স্টোন অ্যারাবিয়া স্টকেড থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ওরা উঠে এল এইখানে।

সারাটা শীতকাল ছোট্ট ঘরটার মধ্যে খাঁচাবন্দী হয়ে রইল লানা। প্রতিদিন সকালবেলা নদীর উজানের দিকে একটা খামারে মজুর খাটতে যায় গিল। হার্টাররা যখন স্কেনেকটাডিতে চলে গিয়েছিল তখন ডিমুথ এই খামারটা আবার অধিকার করে নিয়েছিলেন। ক্লেম কপারনলের সঙ্গে এখন সেখানে কাজ করতে যাচ্ছে গিল। অস্থির আর খিটখিটে মেজাজ নিয়ে সন্ধ্যার পর ফিরে আসে সে। কারণ গিলবার্ট বুঝতে পারছে যে, দয়া দেখাবার জন্যই ক্যাপটেন ওকে কাজ দিয়েছেন। কপারনলের মতো একজন বুড়ো লোকও শীতের সময় একা হাতে গরু আর ঘোড়াগুলো দেখাশোনার ভার নিতে পারত।

বাপের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য লানা ওকে খুবই পেড়াপীড়ি করেছিল।

দু'জনের জন্য সেখানে জায়গার কোনো অভাব নেই। গিলের জন্য কাজও রয়েছে প্রচুর। ওরা সেখানে গেলে সবাই খুশী হতো খুব। গিলবার্ট যদিও স্বাধীনচেতা মানুষ, তবু লানার ধারণা, প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করার চেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের ওপর নির্ভর করা ভাল।

কিন্তু কথাটায় কান দেয় না সে। গিল বলল যে, ওকে পশ্চিম অঞ্চলে নিয়ে আসবার ব্যাপারটা পছন্দ করেন নি তাব মা। এখন একবছরের মধ্যে সেখানে আবার ফিরে গিয়ে সে তাঁদের আমোদ উপভোগেব সুযোগ দেবে না। লানা যখন অন্য উপায়ে ওকে রাজী করবাব চেষ্টা করল তখন সে এমন কর্কশভাবে কথা বলে উঠল যে, এই বিষয়ে আর কখনো আলোচনা তুলল না।

এই ছোট্ট বাড়িটায় একা একা বাস করতে প্রথমে ওর ভয় করত। যদিও ওরা ফোর্ট হারকিমারের খুব কাছাকাছি আছে, তবু ডিয়ারফিল্ডের চেয়ে এখানেই সে বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করছে। ন্যানসি স্কাইলার মাসে একবার করে আসে। ক্যাপ্টেন যখন জানলেন কোথায় গিয়ে সে অপরাহ্নটা কাটায় তখন বিকেলে বেড়াতে বেরুনো তার নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই সরল মেয়েটি তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা সত্ত্বেও লানাকে বিষণ্ণ করে তুলত। ময়ূরের পালকটা যে যথাস্থানে নেই তা ন্যানসিই প্রথম লানার গোচরে এনেছিল।

"আপনি তো দেখছি পালকটা কোথাও সাজিয়ে রাখেন নি," প্রথম এসেই বলেছিল ন্যানসি, "আপনার কিন্তু সাজিয়ে রাখা উচিত। এই ঘরটা তাহলে নিজের বাড়ির মতো মনে হবে।"

কথা শুনে খুশী হল লানা। বলল সে, "এক্ষুনি আমি নিয়ে আসছি।" কিন্তু কোথাও সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না। গোটা কয়েক সামান্য জিনিসপত্র যা সঙ্গে এনেছিল সবই উল্টেপাল্টে খুঁজে দেখল দু'জনে। কিন্তু ব্যর্থ হল।

লানা বলল, "আমি প্যাক করেছি ওটা। আমার মনে আছে আমি যখন সাদা চীনেমাটির পট্-টা আনতে গিয়েছিলাম তখন টেবিলের ওপর থেকে পালকটাও তুলে এনেছিলাম।"

"আপনি নিশ্চয়ই কোথাও রেখেছেন। কিংবা মিস্টার মার্টিও রেখে দিতে পারেন।"

সেই রাত্রে গিলকে জিজ্ঞেস করল লানা, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে বলল যে

"পালকটা সে দেখে নি। ওটা যে কোথায় আছে তা তো তোমারই জানা উচিত, লানা। জিনিসপত্র গোছগাছ করেছ তুমি।"

আলোচনাটা বন্ধ করে দিয়ে উদাস ভাবে গিলের জন্য রাত্রির খাবার তৈরি করে যেতে লাগল লানা। বিশেষ কিছু না, ভাপে সিদ্ধ ভুট্টার মণ্ড। মণ্ডের সঙ্গে জল মিশিয়ে নিলে ওরা। দুধের অভাব। ডিমুথের দুধ থেকে হ্যানসি যখন একটু-আটটু দুধ সরিয়ে রেখে গিলের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় তখনই যা একটু পাওয়া যায়। নুন এতো দুর্লভ যে, সপ্তাহে একদিন শুধু খরচ করে। গিলের সামনে পাত্রটা রেখে দিয়ে সে নিজে উনোনের সামনে আনত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে খেয়ে নাও।" বলল গিল।

"কিছুই আমি খাব না।"

"ডাক্তার বলেছে ঠিকমতো খাওয়া দরকার তোমার।" ওর দিকে এক পলক দৃষ্টি ফেলল গিলবার্ট। মুখটা ফেকাশে এবং শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মনে হয় যেন লম্বাটে হয়েছে মুখ। এবং চোখের তলায় অস্বাভাবিক ধরনের কালি পড়েছে। তা সত্ত্বেও এখনো ওকে পুরোপুরি যুবতীই দেখাচ্ছে। একটু আহত হয়েছে বলে মনে হল গিলের। "কেন খাওয়া দরকার তা তো তুমি জানোই।" রূঢ়ভাবে বলল সে।

"জানি। কিন্তু সাহস পাচ্ছি না।"

"ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করা উচিত।"

"এখন বাচ্চা হয় তা চায় কে? এই তো অবস্থা এখানকার। নতুন করে আবার সব শুরু করা এই বছর আর হয়ে উঠবে না। কোনোদিন হবে কি না কে জানে।"

"বসন্তকালে আমরা হয়তো ফিরে যেতে পারব। সেই জন্যই শীতকালটা এখানে কাটিয়ে যেতে চাই।"

"সেখানে ফিরে যাব? ডিয়ারফিল্ডে?"

"তা নয়তো কোথায় যাওয়ার কথা বললাম আমি?"

"এখান থেকে কতদূর, গিল!"

"আগে যা ছিল তার চেয়ে দূরত্ব নিশ্চয়ই বাড়ে নি।"

জবাব দিল না লানা। এমন কি ওর দিকে চেয়েও দেখল না। খাওয়া

শেষ করে পাত্রের মধ্যে যে চামচেটা ফেলে রাখল গিল তার শব্দটা সে শুনল। উঠে পড়ল গিলবার্ট। উল্টো দিকে হেঁটে গিয়ে দরজার গা থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিল।

"ওটা দিয়ে কি করবে?"

"কাল রবিবার। জঙ্গলে গিয়ে ঢুকব। দেখি একটা হরিণ শিকার করে আনতে পারি কি না।"

নিঃশব্দে রাইফেলটা পরিষ্কার করতে লাগল সে।

লানা জিজ্ঞাসা করল। "খুব ঘন হয়ে বরফ পড়ছে না?"

"বরফের উপর দিয়ে হাঁটবার জন্য আড্যাম হেল্‌মার আমায় একজোড়া জুতো দিয়েছে। হয়তো সেও আমার সঙ্গে যাবে।"

আড্যাম হেলমার গিলের একটি নতুন বন্ধু। বয়স বেশি নয়। খুব লম্বা-চওড়া। দেখতে অনেকটা প্রায় দৈত্যের মতো। মাথার চুল আর পাতলা দাড়ি ঈষৎ স্বর্ণাভ এবং ধূসর চোখ দুটো আশ্চর্যরকম উজ্জ্বল। তার দৈহিক শক্তি আর সুন্দর চেহারার জন্য মেয়েরা তাকে পছন্দ করে খুব। কিন্তু সে এখনো বিয়ে করে নি। প্রায়ই বলে সে, বিয়ে করলে তাকে কাজ করতে হবে। এমনিতেই যে কোনো মেয়ে ওকে খাওয়াতে পারলে খুশী হয়। লানা খুশী হয় নি কখনো! সে মনে করে, যে-কটা দিন বাড়ি থাকবার সুযোগ পায় গিল সেই ক'টা দিনই হেলমার ওকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যায় বাইরে।

সেই রবিবারে হেলমার একটা হরিণী শিকার করল। কিন্তু তিন তিনটে হরিণীর গায়ে গুলী লাগাতে পারল না গিল। হরিণীটাকে বহু ভাগে ভাগ করল ওরা। তারপর ফোর্ট ডেটনের তলায় গ্রামে পৌঁছে দুজন চলে গেল দু'দিকে। ডাক্তার পেট্রির অফিসঘরে যখন আলো জ্বলতে দেখল তখন নদী পার হয়ে বাড়ির দিকে পথ না ধরে গিল গেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, অফিসঘরে একাই বসে ছিলেন ডাক্তার।

"এই যে—" ঘন ভুরু ওপর দিকে তুলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন। "কি চাই তোমার?"

হরিণের একটা ফালি মাংস তাঁর হাতে দিয়ে গিল বলল, "ডাক্তারসাহেব,

আপনার জন্য খানিকটা হরিণের মাংস এনেছি। মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ভুলে গিয়েছেন। আমার নাম মার্টিন। গত সেপ্টেম্বর মাসে লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়ায় আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আপনি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।'

"হ্যাঁ, তার কথা মনে আছে আমার। তোমাকে চিনতে পারলুম। সত্যি গর্ভ নষ্ট হওয়ার ব্যাপারটা ভারি দুঃখের। মেয়েটি খুবই ভাল। কিন্তু তুমি তো আমায় ভিজিটের টাকা দিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ।"

"এখন সে কেমন আছে ?"

"সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। ওকে সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। কিছুই খেতে চায় না। সারাদিন বাড়ির চারদিকে শুধু ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়।"

"এতোদিনে সেইভাবটা তার কাটিয়ে ওঠা উচিত ছিল। ওকে একবার দেখা দরকার। নিয়ে এসো এখানে।"

"তাতে ওর কোন উপকার হবে না। আপনাকে ভয় পায়। সব কিছুতেই ভয় ওর।" হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গিলের মুখ লাল হয়ে উঠল। দেয়ালের গায়ে তাকের ওপরে একটা বোতলের দিকে নজর পড়ল ওর। ওতে লেখা ছিল: সল. এ্যামন। বাচ্চা একটা মেয়ের নামের মতো লাগছে।

"গণ্ডগোলটা কি, মার্টিন ?"

"আবার একটা বাচ্চা হবে ভাবলে ভয়ে মরে যায়, ডাক্তার। আমাকে দেখেও এতো ভয় পায় যে, ওকে একলা রেখে বাইরে বেরিয়ে যাই আমি। কি যে করব বুঝতে পারছি না।"

মুখ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ বার করে গিলের দিকে চেয়ে রইলেন ডাক্তার পেট্রি।

"ওসব কি আমার করা উচিত, ডাক্তার ? ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। কিন্তু আমাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠে তাও তো আমি সহ্য করতে পারি না।"

"মেয়েদের অনেক রকমের খেয়াল জন্মায়", মন্তব্য করলেন ডাক্তার পেট্রি।' "কিন্তু তাকে তো বেশ সুবুদ্ধিশালিনী মেয়ে বলে মনে হয়েছিল আমার।"

"হ্যাঁ, চিরকালই বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। স্ত্রী হিসেবে তুলনাহীন। আগেও তাই ছিল।"

"প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময় কি ভয় পেয়েছিল খুব?"

"একটুও না। সেই জন্যই তো ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না এখন। একজন পুরুষ যা আশা করে তাই পাওয়া যেত ওর কাছ থেকে। এই ব্যাপার নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। কিন্তু তাই বলে যে লজ্জাশরম ছিল না তা নয়। যথেষ্ট ভদ্র মেয়ে সে।"

"হ্যাঁ, বুঝেছি।"

"কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি, আমি যদি অন্যরকমের ব্যবহার করতাম ওর সঙ্গে তাতে ওর ভাল হতো কি না।"

জোরে শ্বাস টেনে শ্বাসটা আবার ছেড়ে দিলেন ডাক্তার পেট্রি। মার্টিনের স্ত্রীকে তাঁর মনে আছে—তখন তার মনে হয়েছিল মেয়েটি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং মনটাও আবেগে ভরা। অতএব এই যুবকটির সমস্যা যে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। কেউ পারত না। জেকব স্মলের স্ত্রীর কথাই ভাবা যাক। ভালভাবে একটি বাচ্চা হওয়ার পরে আরো একটির জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল সে। জেকব আর বেটসীকে সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন যে, আবার একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার যদি চেষ্টা করে ওরা তা হলে মিসেস স্মলের জীবন নিয়ে টানাটানি হবে। অথচ মিসেস মার্টিনের মতো মেয়ে, যার বারো-চোদ্দটি সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে হয়তো জন্ম দিতে আরম্ভও করেছিল, সে কিনা এখন দ্বিতীয়বার সন্তান ধারণ করতে ভয়ে মরে যাচ্ছে।

ডাক্তার পেট্রি ভাবলেন যে, মা এবং ঠাকুরমায়ের সময়কার মেয়েদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলে তাঁর এতো ভুল হতো কিনা। এখন তিনি জোর করে কিছু বলতে পারছেন না। সেনাবাহিনীতে সার্জন হওয়ার জন্য শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি। তারপর চলে এলেন এখানে। চোদ্দ বছর আগে এই জার্মান ফ্লাটে এসে জায়গা নিলেন। এই চোদ্দ বছরের মধ্যে হয়তো একশটি স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব করিয়েছেন। অথচ এই যুবকটি যখন তার কাছে একটা অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন উত্থাপন করল তখন তিনি ঠিকমতো জবাব দিতে পারলেন না।

ছেলেটিকে সাহায্য করবার ইচ্ছা তাঁর। দু'জনকেই সাহায্য করবেন। পেট্রি নিজে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেন নি বলে দুনিয়ার সব সুন্দরী মেয়েদের প্রতি খামখেয়ালী ধরনের দরদ পোষণ করেন। কিন্তু গিলকে বলবেন, তার প্রশ্নের জবাব তিনি জানেন না—জবাব নেই।

ব্যাভেরিয়ার লোকেদের মতো ডাক্তারের লাল আর ভারী মুখটা দেখে ভয় পেল গিল। জিজ্ঞাসা করল, "ডাক্তারসাহেব, আমার স্ত্রীর কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো? মানে, ভেতরের গণ্ডগোলের কথাই বলছি আমি।"

জার্মান ভাষায় একটা গালভরা অভিশাপ দিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়ে ডাক্তার বললেন, "না, কোনো গণ্ডগোল হয় নি। সন্তান প্রসবের সময় ওরা আক্রমণ করেছিল বলে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। তিন সপ্তাহ পরে যদি ব্যাপারটা ঘটত তা হলে কোনো গোলমালই হতো না। যত বাচ্চা চাও সবই সে জন্ম দিতে পারে—ঝুড়ি ভর্তি বাচ্চা। জানি বউ তোমার দেখতে ছোটখাটো, কিন্তু আমার মতো একজন বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে যদি ছাখো, তা হলে আর ছোটখাটো মনে হবে না।"

দুর্বল বোধ করল গিল।

বলল সে, "ওর মা আমাকে এই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, বোর্স্ট পরিবারের মেয়েদের সহজেই বাচ্চা হয়ে যায়। তাই আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন......"

"হ্যাঁ," বললেন ডাক্তার, "কিন্তু এখন ..." গিলের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে চোখ দুটো তাঁর স্ফীত হয়ে উঠল, "আমি জানি না। বুঝতে পারছ? আমি জানি না।"

স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়িয়ে গিল বলল, "হ্যাঁ, বলা মুশকিল।"

"তুমি ভাবছ আমিই যেন বিপদে ফেলেছি তোমায়", গর্জন করে উঠলেন ডাক্তার। "কিন্তু এই ব্যাপারে আমারও কিছু করবার নেই। ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে পারি আমি। কেটে গেলে চামড়া সেলাই করতে পারি। সন্তান প্রসব করাতে পারি।" হঠাৎ তিনি ধর্মের দোহাই পাড়তে লাগলেন। "আত্মার প্রতি নজর রাখা শুনেছি ভগবানের কাজ। আমি সব কিছুই জানব তেমন আশা তুমি করতে পার না।"

"প্রশ্নটা আমার করা উচিত হয় নি। আমি শুধু চেয়েছিলাম যেন ভুল না করে বসি।"

ওর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও উঠে পড়লেন এবং করমর্দন করে বললেন, "তুমি একটি ভালমানুষ, মার্টিন। কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। কিংবা নির্ভর করতে হয়, ভগবানের অথবা অন্যকিছুর ওপর। মনে হচ্ছে এটা ঠিক নির্ভর করার মতোই ব্যাপার। ভগবান দয়া করলে তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারতাম। কিন্তু পারছি না। আমি ক্লান্ত। তুমি বরং বাড়ি গিয়ে এক গেলাস মদ্য পান করে খানা খেতে বসে যাও।"

হরিণের মাংসের অর্ধেকটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল গিল।

"শোনো," পেছন থেকে ডাক্তার বললেন, "ধৈর্য হারানো খুবই সোজা কাজ। বুঝতে পারছ? এতদিন তুমি ধৈর্য ধরেছ। আর কিছু সময় ধৈর্য ধরে থাকলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।"

নদীর কিনারে নেমে গেল গিল এবং বরফের ওপর দিয়ে নদীটা পার হয়ে গেল। ডিমুথের বাড়িতেও এক টুকরো মাংস কেটে দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হল ওর। তার বাড়িতে এসে দেখল, ন্যানসি ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই। মৃদু হেসে ন্যানসি ওকে বলল যে, ক্যাপটেন আর তার স্ত্রী হারকিমারদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন এবং রাত্রিটা সেখানেই কাটাবেন তাঁরা? কপারনলও বাড়ি নেই। গিলকে ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্য দরজাটা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ন্যানসি। মাথা নাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওর হলদে রঙের চুলের ওপর মোমবাতির আলোটা ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি করছিল।

"আপনি বরং বসুন। একটু গরম হয়ে নিন," ওর হাত থেকে মাংসের টুকরোটা নিয়ে ন্যানসি বলল, "আমি এটা রেখে দিচ্ছি, মিস্টার মার্টিঙ। আপনার জন্য এক গেলাস বলকারক শরবৎ নিয়ে আসছি। ক্যাপটেন বাড়ি থাকলে তিনিও আপনাকে খেতে বলতেন।"

রান্নাঘরটা বেশ গরম। উনোনের আগুনটা বেশ গনগনে।

শ্লেটের মতো ছাই-রঙা দেওয়াল ঘেরা আরামদায়ক ঘরটিতে এমন

সুন্দর ভাবে আগুনটা জ্বলছে যে, গায়ে তাপ লাগাবার লোভ সংবরণ করতে পারল না গিল। ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে শিকারসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই জন্য আগুনের আতপ্ত আরামটা যেন দেহের সর্বত্র গিয়ে প্রবেশ করল ওর। তন্দ্রালুভাবে বসে রইল ন্যানসির ফিরে আসবার অপেক্ষায়। কান পেতে শুনতে লাগল প্যানট্রির ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল ন্যানসি। তারপর সেখান থেকে চলে গেল পেছন দিকের একটা ঘরে। বেশ খানিকক্ষণ দেরি করল সে। ফিরে আসবার সময় গিলের জন্য একটা গেলাস নিয়ে এল। ওর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে গিল লক্ষ্য করল, মাথায় সে একটা লাল রঙের ফিতে বেঁধে এসেছে।

ফিতেটার জন্যই ওর দিকে ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখল গিল। বলল সে, "আমার পাশে এসে বসো। জায়গাটা গরম এখানে।"

খিলখিল করে হেসে উঠল একটু। তারপর উনোন আর গিলের মাঝখানে উঁচু হেলানওয়ালা একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল ন্যানসি।

"তুমি সত্যিকারের সুন্দরী, ন্যান্স।" বলল গিলবার্ট।

লজ্জায় কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠে নীল চোখ দুটি সে ধীরে ধীরে গিলের দিকে ঘুরিয়ে বলে উঠল, "ও মিস্টার মার্টিঙ!"

চুপ করে বসে বসে গিল দেখতে লাগল, কি একটা কথা বলবার জন্য যেন মেয়েটা মনে মনে সংগ্রাম করছে। ওর মুখের বোকা বোকা ভাবটার জন্য সৌন্দর্য কিছু হ্রাস পেল না। লানার কামনাহীন মলিন মুখটির কথা ভাবতে লাগল সে। এবং ন্যানসির মসৃণ ফেকাশে লাল চামড়ার সঙ্গে তুলনা করতে লাগল। অবিশ্বাস্য রকম আবেগ-উত্তপ্ত বলে মনে হল ওকে। যেন দেহ থেকে ফেটে পড়ছে স্বাস্থ্য।

"এই নাও," গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে গিল বলল, "তোমার ভাগটা খেয়ে নিতে হবে তোমায়।"

"না মিস্টার মার্টিঙ, আমার যা মাথা তাতে মদ খেতে বারণ করে দিয়েছে মিসেস ডিমুথ।"

"বাজে কথা। কোনো ক্ষতি হবে না তোমার। জীবনে আর বিশেষ কিছু মজা নেই আমার।"

"হ্যাঁ, মিসেস মার্টিঙের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়!"

"তা ঠিক। তবে দোষটা তার নয়। খাও।" কণ্ঠস্বর দৃঢ় করল গিল।

গিলবার্টের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে চেয়ে গেলাস থেকে চুমুক দিয়ে মদ খেতে লাগল ন্যানসি। গলায় আটকে গেল একবার। তারপর হেসে উঠে চুমুক মারল আবার।

ওর মুখটাকে ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গিল। মদ্যপানের ফলে রক্তিমাভ ভাবটা মুখের ওপর বসে গিয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পশুর মতো কামনা চরিতার্থতার একটা অদ্ভুত প্রত্যাশায় মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে উঠে বসল সে। উদ্দীপ্ত স্বরে বলল, "ও মিস্টার মার্টিঙ!"

ন্যানসির কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে ওকে টেনে নিয়ে এল গিল। অনুভব করল, হাতের চাপে কোমরের মাংস একটু স্ফীত হয়ে উঠল। যখন চুম্বন করল তখন শুধু ওর দৈহিক শক্তির টানেই গিল যেন ওপর দিকে উত্তোলিত হল। তারপর গিলের বাহুবন্ধনের মধ্যে দেহটা শিথিল করে ছেড়ে দিয়ে একটা দুরমুশের মতো পড়ে রইল ওর গায়ের ওপর। মাথাটা সে চিৎ করে ফেলে রাখল গিলের ঘাড়ের ওপর। আলোর সামনে উন্মুক্ত গলাটা পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক হাত দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টায় দুই স্তনের মাঝখানে জামার ফিতেটা খুলে ফেলবার জন্য টানাটানি করতে লাগল ন্যানসি। কিন্তু ওর নিজের অক্রিয় অবস্থার জন্য হাতটা আবার এসে গড়িয়ে পড়ল তারই কোলের ওপর। মুখটা ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে ঠোট দুটো আবার স্বাভাবিক আকার ফিরে পেল। জীবনের একমাত্র লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল যখন ওর কপাল আর ওপরের ঠোঁটে ঘামের বিন্দু জমে উঠতে লাগল।

মুহূর্তের জন্য ন্যানসির দিকে তাকাতে গিয়েই গিল বুঝতে পারল কথা বলবার জন্য মুখটা ওর তৈরি হচ্ছে। "ও মিস্টার মার্টিঙ।" এই কথা ছাড়া অন্য কিছু যে বলবে না, গিল তা জানত। এবং এই কথাটা শুনলেই পীড়িত বোধ করে সে। ঠেলা মেরে কোনায় ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল গিল।

রাত্রিটা এতো ঠাণ্ডা যে গায়ে সূচ ফুটছে যেন। হাওয়া বরফের মতো স্বচ্ছ। ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণও বটে। পিঠের ওপর হরিণটাকে ঝুলিয়ে

নিয়ে হাতে রাইফেল ধরে গিল তুষারাবৃত পথ দিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে। হাতের দস্তানার আঙুলগুলোর খাপ নেই। সেই জন্য হাতের তালুতে রাইফেলটা বরফের মতো জমে যাচ্ছিল যেন।

নদীর ওপারে পুরনো প্যালাটাইন উপনিবেশের আলোগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো আকার ধারণ করেছে। তুষার ঢাকা টিলার ওপর দুর্গটাকে একটা কালো ছকের মতো দেখাচ্ছে। রাস্তার ধারে ছোট ছোট বাড়ি আর গোলাঘরগুলো খালি বাক্সের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভ্যালির আরো তলায় মাটির বাঁধগুলির ওপরে ফোর্ট হারকিমারের খোঁটা দিয়ে তৈরী বেড়াটা, কাঠের দুর্গ দুটো আর পাথরের পুরনো গির্জাটা আকাশের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে তুষারাবৃত রাত্রির সুপ্তির মধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার জুতোর নিয়ত এবং দ্রুত কিচমিচ আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

এমন কি এই আওয়াজটাও গিলের কানে ঢুকল না। ভ্যালিটাও চোখে পড়ল না ওর। প্রচণ্ডভাবে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পথ চলছিল সে। ন্যানসি, লানা, সে নিজে এবং মানবসুলভ শালীনতা বোধ সব কিছুই যেন ওর ক্লান্ত মগজে ধোঁয়ার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। স্কাইলারের কুঁড়েঘরটার দিকেও নজর পড়ল না। বরফে পূর্ণ নদীর বুকের ওপর যে জানালার মধ্য দিয়ে একটিমাত্র ক্ষীণ আলোর রেখা এসে পড়েছে তাও দেখতে পেল না গিল।

বাইরে থেকে ধাক্কা মেরে কুঁড়েঘরের দরজাটা যখন খুলে ফেলল সে, লানা তখন ওর রাত্রির খাবার নিয়ে বসে ছিল। গিল বলল, "এই ধরো, অ্যাডাম একটা হরিণ শিকার করেছে। এসো, নরম মাংসের একটা ফালি কেটে নিয়ে ভেজে নিই আমরা।"

টুলেরওপর স্থির হয়ে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে উনোনের সামনে লানার ধীর এবং নিরাসক্ত আজ্ঞা পালনের ব্যাপারটা দেখতে লাগল গিল। কাপড়-চোপড়ে তাপ লাগার দরুন নিজের গায়ের ঘামের গন্ধ ঢুকতে লাগল ওর নাকে। ছিদ্র-যুক্ত দেওয়াল ঘেরা ছোট্ট ঘরটার প্রতি অসীম ঘৃণা এল তার মনে। ডাক্তার পেটি, লানা এবং নিজের ওপর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বসে রইল সে। ওকে সাহায্য করার উপায় সম্বন্ধে পেটির সত্যি সত্যি কোনো জ্ঞান নেই। অন্ততঃ সেই কথাই বললেন তিনি।

মাংসের ফালিটা যখন লানা টেবিলের ওপর রাখতে গেল গিল তখন ওর হাতের কব্জিটা জোর করে চেপে ধরে বলল, "বোসো, মাংস খাও।"

"আমি খেতে চাই না, গিল।"

"আমি বলছি, বোসো ওখানে। একটু মাংস খাও।"

"রাত্রির খাওয়া আমি খেয়ে নিয়েছি।"

"ওখানে বোসো বলছি। একটু মাংস তোমায় খেতেই হবে।"

লানা বসে পড়ল।

"এবার একটা প্লেট নিয়ে এসো। টেবিল থেকে মাংস তুলে খেতে পারবে না।"

প্লেট নিয়ে এল লানা। গিল ওর প্লেটের ওপর মাংস তুলে দিল। তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করল না, বোবার মতো নীরবে সে তাকিয়ে রইল মাংসখণ্ডের দিকে। তারপর বলল, "আমি পারব না, গিল।" চোখ ভরে জল এল ওর। বসে বসে গিল দেখতে লাগল, নাকের পাশ দিয়ে গাল বেয়ে জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। এতো ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে যে, দেখলে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে।

"তোমাকে তবু খেতেই হবে। তোমার এই নির্জীবের মতো ব্যবহার আমি আর বরদাস্ত করব না। আজ রাত্রেই আমাদের আবার মিলন হবে, বুঝলে ?

খেতে ইচ্ছে নেই, তবু মাংসের টুকরোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল লানা। বসে বসে লক্ষ্য করতে লাগল গিল। সে ভাবল, লানা বোধহয় বমি করে ফেলবে। কিন্তু তা না করে কোনো রকমে মাংসটুকু গলাধঃকরণ করে ফেলল। কর্তব্যপালনের জন্য কুকুর যেমন দু-একটা প্রশংসাসূচক কথা শোনবার জন্য প্রভুর দিকে চেয়ে থাকে তেমনিভাবে লানাও যখন স্বামীর দিকে মুখ তুলল তখন সে গিলের মনের কথাটা বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে মৃতের মতো ফেকাশে হয়ে গেল মুখ। এবং চোখের মধ্যে ফুটে বেরুলো স্পর্শনযোগ্য অশ্রুবিন্দুর মতো ভয়ের চিহ্ন। একটা কথাও বলল না সে।

পরের দিন সকালবেলা কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না। কয়েক সপ্তাহ ধরে নীরব হয়েই রইল। খুব দরকারী কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই ওরা

বলল না। ভিমুখের ভাড়াটে চাকরানীটার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে এটাই যে ভাল সেই কথাটা বার বার নিজেকে বোঝাতে লাগল গিল। কিন্তু লানার দিকে দৃষ্টি তুললেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে অতি কষ্টে দমন করে রাখতে হয়। এখন সে গিলের ইচ্ছাপূরণে পুরোপুরি সম্মত। কিন্তু এই সম্মতির মধ্যে অসদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কুকুরের মনোভাবের মতো একটা ভীতিকর বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

খ্রীস্টের জন্মোৎসবের দিন গিল আর ধৈর্য ধরতে পারল না, ভেঙে পড়ল। পয়সার অভাব থাকা সত্ত্বেও স্টোর থেকে লানার জন্য একটুকরো চুলের ফিতে কিনে এনেছিল। হাস্যকর যৌনআবেদনের ভঙ্গীতে লানা যখন কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশের হাবেভাবে যন্ত্রচালিতের মতো ফিতে দিয়ে চুল বাঁধছিল গিল তখন আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে বলে উঠল, "দোহাই তোমার, ওটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

চুল বাঁধতে বাঁধতে হাতটা থেমে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গিল যখন লাফ মেরে উঠে পড়ল লানা তখন এগিয়ে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ডাকল, "গিল।"

ওর মুখটা এতো বেশি ফেকাশে হয়ে উঠেছিল যে ওকে দেখে ভয় পেয়ে গেল গিলবার্ট। ওপর দিকে হাত তুলে মুষ্টি বদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সহসা ভেঙে পড়ল।

বলল সে, "সব ভুল, লানা। আমারই ভুল।"

এই কটা কথা বলার পর কুটীরের ভেতর ওদের দুজনের মধ্যে নৈঃশব্দ্যটা বাইরের শীতের নৈঃশব্দ্যের মতো ঘনতম হল। গিল তার নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিল। তারপর সবিস্ময়ে লানার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনল সে।

"হয়তো ভুল হয় নি।" বলল লানা।

"মৃতের মতো অবস্থা তোমার," গিল অনুভব করল কথাগুলো যেন তার অন্তরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল, "মনে হচ্ছে আমি যেন তোমায় খুন করে ফেলেছি।"

"কি জানি বুঝতে পারছি না।" মুখটা ফেকাশে হওয়া সত্ত্বেও লানাকে

চিন্তান্বিত দেখা গেল। জবাব দিল বটে, কিন্তু তাতে আর প্রাণের সাড়া ছিল না। কথাটা ভাবতে গিয়ে ওর মনে হল, এই স্বাভাবিক প্রতিবেদনশীলতা লানার মন থেকে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সে বলল, "এর জন্যে তুমিই শুধু দায়ী নও, গিল, আমিও দায়ী।"

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনল ওরা। গির্জার ঘণ্টাঘর থেকে ওটাকে সরিয়ে এনে ব্যারাকবাড়ির দরজার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এখন সেখানে বিপদ-সংকেত জ্ঞাপনের কামান রেখেছে ওরা। গিল আর লানা শুনতে পেল বরফের ওপর দিয়ে ঘণ্টার ধ্বনিটা মন্থর গতিতে ভেসে আসছে এই দিকে।

লানার চোখের মর্মন্তুদ প্রশ্নটা বুঝতে পারল গিল।

বলল, "চলো, যাই।"

বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গির্জায় এসে ঢুকে পড়ল ওরা। ধর্মোপসনার অনুষ্ঠানে আনন্দ পাচ্ছিল না। উষর ও নির্জন প্রান্তরে ভগবানের সান্নিধ্য সম্বন্ধে রেভারেণ্ড মিস্টার রোজেনক্র্যানৎসের ভারিক্কি ধর্মোপদেশ কিংবা এখানকার মাটি যেন অবিরাম ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা—এসব কিছুই ওদের মনে আনন্দের সঞ্চার করতে পারল না। গির্জার পাথরের দেওয়াল থেকে তুষার-গলা জল পড়ছে বেঞ্চির ফাঁকে ফাঁকে স্থাপিত চ্যাপ্টা ধরনের পাত্রগুলোর মধ্যে—জানালার কাঁচের শার্সির ভিতর দিয়ে বরফের মতো সাদা আলো ঢুকে পড়ছে গির্জায়—আর্দ্র ঠাণ্ডা বাতাস ধীরে ধীরে যেন পা মেপে মেপে এগিয়ে এসে ওদের হাড়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে—এসবও কিছুই ওদের অনুভূতিরাজ্যে দাগ কাটতে পারছে না। পাশাপাশি বসে রয়েছে বটে, কিন্তু মাঝখানে ব্যবধান—তবু কাছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরসক ানি (১৭৭৭)

॥ ১ ॥

বৈঠকী-আগুন

ডিয়ারফিল্ডের পশ্চিমে, যেখানে মোহক নদী উত্তর থেকে পুবদিকে মস্ত বড় একটা বাঁক নিয়েছে সেখানে স্ট্যানউইক দুর্গের চারদিকে নতুন নতুন খোঁটা-চিহ্নিত আত্মরক্ষার ঢিবিগুলো জলাভূমি ও বরফে আচ্ছাদিত ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে মাথা খাড়া করে রেখেছে। পুরনো খোঁটাগুলোর জায়গায় নতুন খোঁটা পোঁতা হয়েছিল। পরিষ্কৃত ফাঁকা জমি ছড়িয়ে বনভূমিটাকে তুষারের ভেতর দিয়ে সংকুচিত দেখাচ্ছে। নিজেদের নিঃশ্বাসের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে প্রহরীরা সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো টহল দিচ্ছে ওরা। দেখবার মতো চোখে পড়ছে না কিছু। নভেম্বর মাস থেকে এই অবস্থা চলেছে। এমন কি বরফের তলা দিয়ে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে তাতেও কিছু দেখবার নেই। দুর্গের কাছাকাছি দুটো পরিত্যক্ত খামারে জনমানবের সাড়া কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দেখবার মতো চোখে পড়ছে না কিছু। শুধু বরফের ওপরে ওনাইদা-ইণ্ডিয়ানদের জুতোর দাগ দেখা যাচ্ছে। সেদিন সকালবেলা পাচজন ওনাইদা-ইণ্ডিয়ান পশ্চিমদিক থেকে দুর্গের ঢালের মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাদের দুর্গের নির্গমপথ দিয়ে ভেতরে ঢোকান হয়েছিল।

এখন ওরা সেনাপতির বাড়িতে বসে রয়েছে। দুর্গের উত্তরে বেড়ার গায়ে সেনাপতির বাড়ি। গোয়ালের মতো নিচু ধরনের বাড়িটা। একেবারে শেষের চিমনিটা দিয়ে নীল, পাতলা এবং স্বচ্ছ একটি ফিতের মতো ধোঁয়া উঠছে ছাই-রঙা আকাশের দিকে।

সেনাপতির অফিসটাই হচ্ছে অন্যান্য অফিসারদের ভোজনকক্ষ। ঘরের

দেওয়ালগুলো হাতে চেরাই তক্তা দিয়ে তৈরী। কিন্তু কলে চেরাই কাঠ দিয়ে টেবিল আর ভারী ভারী চেয়ারগুলো তৈরি করে ঘর সাজানো হয়েছে। দুর্গের সৈনিকরাই তৈরি করেছে এগুলো। আরাম করে বসবার মতো চেয়ার একটাও নেই। নিউ ইয়র্ক থেকে আগত কর্নেল এল্‌মোর শার্টের আস্তিন গুটিয়ে বড় টেবিলটার একেবারে শেষের দিকে বসে ছিলেন। চেয়ারের গায়ে কোটটা ঝুলিয়ে রেখে জলন্ত চুল্লীর দিকে পিঠ রেখে বসেছেন তিনি। একটু দূরে তাঁর সামনেকার টেবিলের নীচে চারজন ইণ্ডিয়ান কম্বল মুড়ি দিয়ে গাদাগাদিভাবে অবস্থান করে দাঁড়িয়ে ঘামছে আর সারা ঘরময় গায়ের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সবই লক্ষ্য করছে, অথচ মনে হচ্ছে যেন কিছুই দেখছে না।

টেবিলের অন্য প্রান্তে সেনাপতির উল্টো দিকে পঞ্চম ইণ্ডিয়ানটি দাঁড়িয়ে ছিল।

এই লোকটি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু হাবভাবটা সাহসী যুবকের মতো। কৃশ, তামাটে এবং বাজপাখীর মতো মুখটি সে ধীরে ধীরে কর্নেল এল্‌মোরের দিকে ঘোরাতে লাগল। ধীর আর গভীর স্বরে কথা বলছিল সে। স্বরটা সমতালে ওঠা-নামা করছে। সেই সময় দুর্গরক্ষী সেনাবাহিনীর একজন অফিসার অন্য একটা টেবিলে বসে বসে খসখস শব্দে হাঁসের পালকের কলম দিয়ে ইণ্ডিয়ানটির ব্যক্তব্য অনুবাদ করে চলেছে।

"ওনোনদাগা আর ওনাইদারা একসঙ্গে হয়ে আমায় এখানে পাঠিয়েছে। গতকাল তারা আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছেছে। তারা আমাদের দুঃখের খবর দিয়ে বলল যে, ওনোনদাগার সভাস্থলের বিরাট অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত হয়েছে……।" এক মুহূর্তের জন্য গলার স্বর উঁচুতে তুলে বলতে লাগল আবার, "যাই হোক, আমরা স্থির করেছি যে, রাষ্ট্রের অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে শান্তিস্থাপনের জন্য আমাদের এই সামান্য শক্তিটুকু নিয়োজিত করব। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। বন্ধু, মনোযোগ দিয়ে শুনুন: আমাদের হিতার্থে এই সংবাদটা যথাশীঘ্র জেনারেল স্কাইলারকে জ্ঞাপন করা হোক। এটা যাতে কার্যকরী হয় সেই উদ্দেশ্যে স্ট্যানউইক্স দুর্গের সেনাপতি কর্নেল এলমোরের কাছে এই কটিবন্ধটি গচ্ছিত রাখলাম। শান্তিস্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করবার দায়িত্ব দিয়েই জেনারেল

স্কাইলার তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা তাঁকে অনুরোধ করছি, এই খবরটা জেনারেল হারকিমারকে আগে জানানো হোক। বন্ধু, মনোযোগ দিয়ে শুনুন: এই কটিবন্ধটা জেনারেল স্কাইলারের কাছে প্রেরণ করা হোক। তিনি যেন বুঝতে পারেন যে আগুন নিভে গিয়েছে এবং জ্বলবার আর সম্ভাবনা নেই……"

সংবাদবাহক জো বোলিয়ো লোকটি এত কৃশ যে, মনে হয় যেন তার হাত-পায়ের গ্রন্থিগুলো খুলে খুলে পড়বে। অ্যালগনকুইন উপজাতিদের জুতোর মতো বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার জুতো পরেছে সে। গোড়ালিতে নাল লাগানো। সেই জন্য সারস পাখীর পায়ের আঙুলের ছাপের মতো ছাপ পড়েছে বরফের ওপর। কর্নেল এল্‌মোর যখন ইণ্ডিয়ানদের লবণ-জারিত মাংস খেতে দিলেন, বোলিয়ো তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। নদীর দক্ষিণ-তীর ধরে গেল না সে। নদীর যেদিকটাতে হাওয়ায় উড়ে এসে তুষার জমে ছিল সেই পথটা ধরল।

অরিসক্যানির মুখে গাছের ছাল দিয়ে তৈরী একটা কুঁড়েঘরে বাস করে ব্লু ব্যাক। দুপুরবেলায় বাইরের দিকে মুখ বার করতেই বুড়ো ইণ্ডিয়ানটা সংবাদবাহকটিকে দেখতে পেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে রইল সেই দিকে। দেখল ভল্লুকের চামড়ার বিরাট বড় একটা টুপীর তলায় মুখ ঢেকে লম্বা লিকলিকে লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে ছুটে চলেছে।

"ব্যাপারটা কি," বউকে বলল সে, "জো বোলিয়ো দেখছি ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে চলেছে। তাড়া আছে মনে হয়।"

"ভেতরে আসবার জন্য চিৎকার করে ডাকো ওকে।" বউটি বলল। কথা বলবার সময় মুখের মধ্যে থুতু টেনে আনল সে। থুতু দিয়ে হরিণের চামড়াটা পরিষ্কার করছিল।

"বড্ড ঠাণ্ডা, চিৎকার করে ডাকতে পারব না।" দরজাটা বন্ধ করতে করতে ব্লু ব্যাক বলল, "তা ছাড়া জো জানে এখানে এলেই মদ খেতে পাবে সে।"

"এখন এক ফোঁটাও নেই।"

ব্লু ব্যাক বসে পড়ে পেটের ওপর হাত বুলোতে লাগল। "নেই তা ঠিক,"

স্বীকার করল সে, "কিন্তু জো বোলিয়ো-র গল্প পেলে আমার নিজেরই মদ খেতে ইচ্ছে করে।"

চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মাথায় লাগানো ময়ূরের পালকের মধ্যে দিয়ে সে তার যুবতী স্ত্রীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। পেটটা ক্রমশঃই বড় হচ্ছে ওর। ওটা দেখে নানারকম পরস্পরবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হল তার। এই বয়সে সে যে বৈধভাবে একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে গোষ্ঠীর সবাইকে দেখাতে পারবে সেই কথা ভেবে যেমন আত্মতৃপ্তি লাভ করছে, তেমনি আবার এই বয়সে শিকার করে লোকের পেট চালানোও যে কষ্টকর ব্যাপার সেই কথা ভেবে মনও খারাপ করল একটু।

ইণ্ডিয়ানদের কুঁড়েঘরগুলো দেখতে পেয়েছিল জো বোলিয়ো। কাঠবেড়ালের মতো গোল এবং ছোট ছোট কালো চোখ দুটি দিয়ে সে লক্ষ্যও করেছিল যে, ব্লু ব্যাকের দরজার ফাঁকটুকু সহসা বন্ধ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল সে, "ঝানু বুড়ো বুনো জানোয়ারটা ভাবল যে, তার ঘরে ঢুকে আমি মদ খেতে চাইব।"

দু'ঘণ্টা পরে ডিয়ারফিল্ডে পৌঁছে মার্টিনের ক্যাবিন-ঘরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। কাঠের দেয়ালের একটা কোনা অঙ্গারে পরিণত হয়ে তেরছাভাবে বরফের মধ্যে কালো কালো দাঁতের মতো ঢুকে রয়েছে। দৃশ্যটা ওর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। বরং সে খুশী হল এই কথা ভেবে যে, ঔপনিবেশিকরা কয়েক বছর আর ফাঁদ পেতে পশু শিকারের এই অঞ্চলটিতে পা দিতে পারবে না।

মনের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বলে বিশেষ কিছু ছিল না ওর। জো বোলিয়ো শুধু বিশ্বাস করত যে, মোহক ভ্যালিতে তার মতো অন্য কেউ আর বন্দুক ছুড়তে পারে না, ওকে ছাড়া মেয়েদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব— অন্ততঃ সুস্থ মনের মেয়েরা তো পারবেই না; হুইস্কীর বিকল্পে রাম যদি ভাল মদ না হয় তা হলে রামের বদলে হুইস্কীই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। ইণ্ডিয়ানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সলোম পশুচর্মের মূল্য আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছে বলে ইংরেজদের ওপর বিরক্ত বোধ করছে সে। এসব যদি না করত তা হলে জো বোলিয়ো হয়তো জনসনদের অনুসরণ করে চলে যেত কানাডায়।

কিন্তু তুমি যদি একজন ইণ্ডিয়ানকে ঠকাতে না পারো তা হলে এই ধরনের একটা পাণ্ডববর্জিত দেশে আর কাকে ঠকাতে পারবে বাপু ?

স্কাইলার উপনিবেশ পার হয়ে যাওয়ার সময় সে দেখল, গোলাবাড়ি আর গোয়াল থেকে লোকজনেরা বেরিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় শক্ত মাটির গায়ে নিজের ছায়াটা লম্বা হয়ে জো'র সামনে এসে পড়েছে। লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়া স্টকেডের বিপদসংকেতের ঘণ্টাটার মুখে একটা রক্তাভ দ্যুতি এসে পড়ল। বালতির মধ্যে দুধ সব জমে যাবে বলে চাষীরা ছুটতে লাগল ঘরের দিকে। জো ভাবল খামারের কাজ বড় খারাপ জিনিস। সুখ বলে কিছু নেই। ছ'মাস ধরে একটা গরুর দুধ দোয়াতে থাকো, তারপর যখন দুধ দেওয়া বন্ধ করল তখনই আবার নূতন বাচ্চা বিইয়ে দুধ দেওয়া শুরু করে দিল সে। কিন্তু যখন সে দেখল যে, দরজাগুলো বন্ধ করতে গিয়ে খানিকটা গরম বাষ্প বেরিয়ে এল বাইরে তখন ওর মনে হল, চাষী হওয়ার কতকগুলো সুবিধেও আছে। শীতকালে সে ঘরে বসে মেয়েদের ওপর হুকুম চালাতে পারে। মনের সুখে যখন সে হুকুম চালাচ্ছে তখন একটি সংবাদ-বাহক ছুটে চলেছে ত্রিশ মাইল পথ পার হয়ে জেনারেল হারকিমারকে খবর দিতে যে, একজন ইণ্ডিয়ানের বাড়িতে আগুন আর নেই, নিবে গিয়েছে।

অবাক হয়ে জো ভাবতে লাগল এটা একটা দৈবদুর্ঘটনা কি না, কিংবা আগুনের প্রতি নজর রাখার ভার ছিল যাদের ওপর সেই বুড়ীগুলো ঘুমতে গিয়েছিল, না কি কোনো মতলব হাসিল করবার জন্য আগুনটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইণ্ডিয়ানরা বলেছিল যে, মানবজাতির জীবনের শুরুতেই আগুনটা জ্বলে উঠেছিল। এবং সেই সময় থেকেই ইরোকোইরা আর নিবতে দেয় নি। এমন কি ওরা যখন স্থান ত্যাগ করে চলে এসেছিল তখনো তারা পাথরের হাঁড়িতে করে আগুনটা নিয়ে এসেছিল।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার পর জো বোলিয়ো পা টেনে টেনে ফোর্ট ডেটনে উঠে এসে খবরটা পৌঁছে দিল। তাপর ঝরনা পর্যন্ত নেমে যাওয়ার জন্য একটা স্লেজ-গাড়ি চাইল। দুর্গের সেনাপতি তখন তাকে গাড়ি আর একজন ড্রাইভার সঙ্গে দিয়ে খুব ঠেসে মদ খাইয়ে বিদায় করে দিলেন। অতঃপর তিনি কমিটির সভ্য ডিমুথ, পেট্রি আর পিটার টাইগার্টকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে চুল্লীর সামনে বসে খবরটা সরবরাহ করলেন।

মুখগুলো ওদের উদ্দীপিত হয়ে উঠল। খবরটা খারাপ হলেও। কারণ কথা বলবার মতো নতুন কিছু একটা পেল ওরা।

সেনাপতিটি বললেন, "আমি ম্যাসাচুসেটস-এর লোক। হয়তো আমি বোকা। কিন্তু এই খবরটার অর্থ কি ?"

ডিমুথ তখন গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "এর অর্থ হচ্ছে যে, আগুনের চার-দিকে সভা করতে না বসে ছটি উপজাতির লোকেরা একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ সেনেকা, মোহক, কায়ুগা এবং অন্যান্যরা এখন স্বাধীন ভাবে কাজ করবার অধিকার পেল। আগুনটা যতক্ষণ জ্বলছিল ততক্ষণ ওরা কেউ আলাদাভাবে অন্য পাঁচটি উপজাতির সম্মিলিত সম্মতি ছাড়া যুদ্ধে যোগ দিতে পারছিল না।"

সেপ্টেম্বর মাসে ট্রায়ন কাউন্টির স্থানিক সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন হারকিমার। তিনি স্কাইলারের কাছে দুর্বোধ্য ইংরেজীতে চিঠি লিখলেন একটা। সেটা আইজেনলর্ড নামে একজন কেরানীকে অনুবাদ এবং নকল করতে দিয়ে জো বোলিয়োর সঙ্গে বসে ভদ্রভাবে মদ খেতে লাগলেন তিনি।

জো-র মতামত জানতে চাইলেন হারকিমার।

সাদা চতুষ্কোণ তক্তা দিয়ে তৈরী দেয়াল ঘেরা ঘরে টেবিলের ওপর হাত ছড়িয়ে বসে ছিল সংবাদবাহক। জানালা দিয়ে নদী আর ঝরনাটা দেখা যায়। এখন সে মদ দিয়ে আলতোভাবে দাঁত বলতে যে কয়টা তাঁর অবশিষ্ট ছিল সেই ক'টা দাঁতই ধুয়ে ফেলছিল।

"এসম্বন্ধে আমার কি ধারণা তা যদি জানতে চান," বলতে লাগল সে, "তা হলে আমি বলব যে, স্ট্যানউইক্সে ঝুলে থাকা নিরাপদ নয়। প্রাচীরটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অন্যগুলো যাতে পড়ে না যায় তারজন্য গোঁজ পুঁতেছে অনেক। সর্দি লাগলে ওখানে প্রহরীর কাজ করতে পারে না কেউ। কারণ হাঁচি দিলেই ঘরবাড়ি সব পড়ে যাবে বলে ভয় পায়। বেচারী ডেটন বহুবার নালিশ জানিয়েছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয়, এপর্যন্ত ছাদের একটা ফুটোও বন্ধ করা হয় নি।"

হারকিমার বললেন যে, দুর্গটা তিনি দেখেন নি।

"দেখবার দরকার নেই আপনার," বলল জো, "আমিই আপনাকে সব বলছি। ঐ জায়গাটাকে ঠিক মতো মেরামত করতে একটা পুরো সৈনদলের চারমাস লাগবে। তাতেও কারো কিছু বিশেষ উপকার হবে না। জন রুফ যদি সেখানে বাস করত তা হলে না হয় তার নিরাপত্তার পক্ষে খানিকটা সুবিধা হতো। কিন্তু ডিয়ারফিল্ড ভস্মীভূত হওয়ার পর সে-ও পাততাড়ি গুটিয়েছে। চলে এসেছে আপনার খামারে। ইংরেজরা যদি ঐ পথে ধরে আসতে চাইত তা হলে অনায়াসেই এসে পড়তে পারত তারা।"

হারকিমার বললেন, "হয়তো ওখান দিয়ে আসবার কথা ভাবছে না তারা। অন্তত কোনো পেশাদার সেনাবাহিনীর অফিসার তা করব না। যোগাযোগের পথটা তাকে খোলা রাখতে হবে।"

"হে ভগবান!" বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল জো, "তার মানে কি?"

"সে চাইবে না যে, পেছন দিকের পথটা কেউ এসে কেটে দেয়।"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে জো বলল, "তার মানে বাড়ির দিকে পালাবার পথটা সে খোলা রাখবে। আমি ভেবেছিলাম পেটের গণ্ডগোলের কথা বলছিলেন বুঝি। কিন্তু সেই কথা যদি বলেন তবে আমার তো মনে হয়, ডেটন আর হারকিমার দুর্গে যদি দুটো ভাল সেনাদল থাকে তা হলে যোগাযোগের পথটা সহজেই কেটে দেওয়া যেতে পারে। এই দুর্গ দুটোর অবস্থা অনেক ভাল। কাছে বলে আমাদের পক্ষে সাহায্য পাঠানোও সুবিধে। স্টানউইক্স দুর্গের কথা ভাবুন। এতো দূরে যে, আমরা তাদের কোনো উপকারও করতে পারব না। যুদ্ধের সময় দু' দু'টো সৈন্যদল অতোটা পথ হেঁটে আসবে শুধু একটা দল অন্য দলটাকে ধ্বংস করবার জন্য তার মধ্যে আমি কোনো যুক্তি দেখতে পাই না। যুদ্ধের মধ্যেও সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে হবে।"

পঞ্চাশ বছর বয়সের হারকিমারকে আরও অধিকবয়স্ক দেখাচ্ছিল, কিন্তু তা মদ্যপানের জন্য নয়। মুখটা তাঁর কঠিন আকার ধারণ করেছে। চুল্লীর আগুনে মুখের চামড়া এবড়ো-খেবড়ো দেখাচ্ছে। আগুনের সামনে নাকটা বড় হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো উদ্দীপ্ত আর ঠোঁট দুটো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

"যাই হোক, আমাদের স্থানিক সেনাবাহিনী লড়াই করার ভাল সুযোগ পাবে। শত্রুরা যদি খানিকটা ভেতরে ঢোকে তা হলে আমাদের জয় হবে

নিশ্চয়ই।" জয় কথাটা জার্মান ভাষায় বলে হারমিকার জো'র দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "যোসেফ ব্র্যান্টের খবর পেলে? অন্য কোনোদিকের খবর কিছু জানো?"

"না, ব্র্যান্টের খবর কিছু পাই নি।" জো বোলিয়ো জিজ্ঞাসা করল, "মনে মনে কি ভাবছেন, হন্নিকল? হারকিমারের পুরনো নাম এটা। ছেলেবেলায় একসঙ্গে যখন শিকার করতে বেরুত তখন এই নাম ধরেই ডাকত জো। তখন হারকিমার ভূসম্পত্তির মালিক হতে পারেন নি। এবং ধনসম্পদে শুধু জনসন ছাড়া আর সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠালাভও করতে পারেন নি। একসঙ্গে মানুষ হয়ে উঠতে উঠতে দুজন কি করে যে দুই ভিন্ন পথে সরে এল কথাটা ভাবতে গিয়ে অদ্ভুত ঠেকল জো-র কাছে। এখন হন্নিকল একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর জো একজন সাধারণ স্কাউট—সংবাদ সংগ্রহের কাজ করে বেড়ায়। তা হোক, জো এখনো একশ গজ দূরপাল্লার বন্দুক ছোড়ার প্রতিযোগিতায় বাজি ধরে হন্নিকলকে দশবারের মধ্যে ন বারই হারিয়ে দিতে পারে।

॥ ২ ॥

মিসেস্ ম্যাকক্লেনার

"শোনো গিল", বলল ক্যাপটেন ডিমুথ, "ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবাও আমার পক্ষে বোকামি। জর্জ উইভার আর রিয়েলকে কি দেখছ না তুমি?",

"দেখছি।"

"তারা কি ফিরে যাচ্ছে?"

"না।"

"আমিও যাচ্ছি না। গণ্ডগোল মিটে না যাওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব। আমরা যদি সবাই মিলেই সেখানে যাই, তবু ওরা যখন ইণ্ডিয়ানদের লেলিয়ে দেবে তখন আমরা ওদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠব না।"

"আপনার কি মনে হয় ইণ্ডিয়ানদের লেলিয়ে দেবে ওরা?"

"সবকিছু দেখেশুনে সেই রকমই মনে হচ্ছে। স্কাইলার আর

হারকিমারের বিশ্বাসও তাই। বউকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে তুমি খুন করতে চাচ্ছ। তুমি যদি যেতেই চাও তা হলে বউকে সঙ্গে নিয়ো না। এখানে রেখে যাও।"

"আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, মিস্টার ডিমুথ।" টেবিলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল গিলবার্ট। কোনো কিছু একটা জিনিসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল ওর। কিন্তু ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। শীতের সময় মুখটা ওর রোগা হয়ে গিয়েছে। মুখের পাশে আর চোখের তলার রেখাগুলো গভীর ভাবে বসে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে যন্ত্রণার চিহ্ন।

"যখন জমির কথা ভাবি," বলতে লাগল সে, "তখন খাটুনির কথাটা মনে পড়ে। কী সাংঘাতিক পরিশ্রম করে জমিটা তৈরি করেছিলাম। এখন আবার সেটা জঙ্গলে পরিণত হয় তা আমি চাই না।"

"জানি," বলল ক্যাপটেন, আমারও মনের অবস্থা সেই রকম। কিন্তু ভেবে দ্যাখো গিল, একদিন না একদিন স্থানিক সেনাবাহিনী বিতাড়িত হবেই। তোমাকেও চলে আসতে হবে। তখন লানাকে তো আর ফেলে আসতে পারবে না, সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।"

"চুলোয় যাক স্থানিক সেনাবাহিনী।"

"তাতে তোমার কোনো সুবিধা হবে না।"

"আমাকে সেখানে বাস করতে হবেই। সুন্দরভাবে কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। প্রকৃত সুখেই বাস করছিলাম আমরা। এখানে কাজ করবার মতো আমার কোনো জমি নেই। এবং আপনার ওখানেও যে আমার সত্যকারের কাজ নেই তা আপনি জানেন।"

"এখন শোনো গিল," পায়ের ওপর পা তুলে বসে টেবিলের গায়ে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে মারতে ক্যাপটেন বলতে লাগলেন, "তুমি যা ভাবছ তাতে তোমার ভাল হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি তোমার কথা চিন্তা করেছি। একটু আগেই আমি খবর পেলাম যে, মিসেস ম্যাকক্লেনারের লোকটি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। সে যে কানাডায় পালিয়ে গিয়েছে তাতে অর সন্দেহ নেই। ভ্যালির বিরূপ মনোভাবের লোকদের যখন থেকে ওরা গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করেছে তখন থেকে অন্যান্যরাও স্থান ত্যাগ করছে।" এখবর গিলেরও জানা আছে। টোরি

দলের লোকেরা স্থান ত্যাগ করবার পর তাদের পরিবারের চারশটি স্ত্রী এবং ছেলেপেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে অলব্যানির কমিটি। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, এদের সবাইকে জামিনরূপে ধরে রাখা।

"মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁর ওখানে জমিতে কাজ করবার জন্য আমার কাছে একজন লোকের খোঁজ করছিলেন। তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে তাঁকে বলেছি।"

ভ্রূকুটি করে গিল বলল, "স্ত্রীলোকের কাছে আমি কাজ করব না।"

"ভেবে গ্যাখো। মহিলাটি বেশ ভদ্র। সাংসারিক ব্যাপারে উন্নতি করবেন তিনি। মেজাজ একটু খারাপ বটে, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে যে, তিনি আয়ারল্যাণ্ডের মেয়ে। শোনো গিল, এর মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সত্যিকারের যুদ্ধ বাধবে এবার। চ্যামপ্লেন লেকের ধার থেকে আলগু-কে তাড়িয়ে দিয়েছে কার্লটন। এই অঞ্চলটা দখল করবার জন্য ইংরেজরা নিশ্চয়ই একবার চেষ্টা করবে। ওসওয়েগোতে এরই মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়ে গিয়েছে। স্পেনসার লিখেছে যে, নায়েগ্রা থেকে বাটলার মে মাসে সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে আসবে। এই পথ ধরেই আসতে হবে তাদের। তা যদি হয় তবে ডিয়ারফিল্ড ওদের পথের ওপরেই পড়বে। দু'এক বছরের জন্য মিসেস ম্যাকক্লেনারের কাছে চাকরি নিলে তুমি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারবে যে, কাছেপিঠে একটা ভাল দুর্গের মধ্যে স্ত্রী তোমার আশ্রয় পেয়েছে। এল্ডরিজ ব্লকহাউসটাও কাছে। সামরিক কাজে তোমার যদি কখনো বাইরে চলে যেতে হয় তখন সে ডেটন কিংবা হারকিমার দুর্গেও চলে আসতে পারবে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারটা ছোট হলেও ভাল।"

"স্ত্রীলোকের কাছে চাকরি করব না আমি।" দ্বিতীয়বার কথাটা বলল গিল।

খুবই উত্ত্যক্ত বোধ করল ক্যাপটেন।

"তাঁর সঙ্গে যদি একবার গিয়ে কথা বলো তাতে এমন কি ক্ষতি হবে তোমার ?" এমন তীক্ষ্ণস্বরে কথাটা বলল যে, তার দিকে দৃষ্টি ফেলল গিল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, "না, যাব না।"

ক্যাপটেনের প্রস্তাবটা লানার কাছে উল্লেখ করবার পর ডিমুথকেই সমর্থন করল লানা। মুখের ভাবটা ওর মিষ্টি আর সান্ত্বনা দেওয়ার মতো বলে মনে হল গিলের। লানার কণ্ঠস্বরটা যদিও চাপা এবং মুখটা একটু সে নিচু করে রেখেছিল, গিল তবু ভাবল ওর দৃষ্টির সততার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। শীতকালটা একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো কাটাতে হয়েছে ওকে। লানার কাছেও নিশ্চয়ই সেই রকমই মনে হয়েছিল। সে ভাবছিল। কুঁড়েঘরটা এখন ত্যাগ করে অন্য কোথাও উঠে যাওয়া দরকার। অথচ লানার বাপের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার মতো জায়গাও নেই। সেখানে যাওয়ার সপক্ষে যুক্তিটা নিজের কাছে উত্থাপন করতেও ভয় পাচ্ছিল গিল। কিন্তু লানা ওকে সেই ভয় থেকে উদ্ধার করল। বলল সে, "ফক্সেস মিল্‌সে বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। যদি ভাল লাগে তা হলে মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারে থেকে যাব আমরা। মজুরির টাকা থেকে জমাতে পারলে ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাওয়ার সময় কাজে লেগে যাবে।"

একদিন রবিবার হাঁটতে হাঁটতে ওরা মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারের দিকে চলে গেল। বরফ গলে গিয়ে নদীর বুক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আকাশে-বাতাসে বসন্তের আগমন-আভাস। সেবার ১৭৭৭ সালে যেন একটু তাড়াহুড়া করেই বসন্তকাল এসে উপস্থিত হল। একদিন রাত্রিবেলা লানা আর গিল শুতে যাওয়ার সময় দেখতে পেল, বাইরে বরফের ওপর থেকে কুয়াশা উঠছে। খুব ভোরের দিকে চন্দ্র অস্ত যাওয়ার আগে বরফ বিদীর্ণ হওয়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। ববফ ফাটার প্রথম আওয়াজটা বিলম্বিত হয়ে পুবদিকে প্রায় ঝরনা পর্যন্ত গিয়ে পৌছল।

সকালবেলা গোটা ভ্যালিটার দৃশ্য গেল বদলে। হাওয়া খুব মৃদু আর আর্দ্র। কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের মাথায় একটা গোলকের বলের মতো সূর্য উঠে এসেছে এবং সূর্যের আলো গরম বোধ হচ্ছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, পুঞ্জীভূত বরফের দীর্ঘ নৈঃশব্দের পর নদীর জল থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সর্বত্রই জল। নদীর চিরাচরিত পথ দিয়েই বয়ে চলেছে স্রোত। তুষারাবৃত দুই তীর ছুঁয়ে কালো আর অপরিষ্কার জল যাচ্ছে বয়ে। কিন্তু নদীর অগভীর স্থানটির নিচে চিড়ের ওপর রক্তিম দীপ্তি ঝলমল করে উঠছিল। চুইয়ে পড়ার অবিরাম আওয়াজ তুলে জলস্রোত নিচু জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসে উপচে পড়ছে

বরফে আবৃত জলাভূমির মধ্যে। এবং স্লেজ গাড়ির চাকার চাপে উৎখাত পথ-রেখার ওপর পুকুরের মতো জল জমে গিয়েছে। পাহাড়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঢালুগুলোর মধ্যে পীত বর্ণের ঝরনার জল ধনুকের মতো বক্রভাবে গড়িয়ে পড়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে তলার দিকে।

গিল আর লানা দু'জনেই আজ সযত্নে জামাকাপড় পরল। পশমী গেঞ্জির ধরনে কালো রঙের একটা ভাল কোট গায়ে দিল গিল। লানা পরল ডোরা-কাটা নীল আর সাদা রঙের খাটো গাউন। পেটিকোট পরল, তাও ডোরা-কাটা। মাথার ওপর চাপিয়ে দিল একটা শাল। কিন্তু কালো চুলের ওপর সাদা টুপীও পরেছিল সে। পা দুটো কর্দমাক্ত হওয়া সত্ত্বেও গিলের পাশে পাশে যখন সে হেঁটে যাচ্ছিল তখন ওকে অপ্রত্যাশিতভাবে আশ্চর্য সুন্দর বলে মনে হল ওর। ছিট কাপড়ের পকেট-টা সামনের দিক ধরে রেখে গম্ভীর-ভাবে পথ চলছিল সে। ওর দিকে এমন ভাবে বারবার চেয়ে দেখছিল গিল যেন এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে লানার দেহটাকে নতুন করে আবিষ্কার করল সে। মজুর খাটবার পক্ষে ওকে অত্যন্ত সুন্দর আর নম্র দেখাচ্ছিল।

লানার রক্তে নিশ্চয়ই পুরানো প্যালেটাইন আমলের নির্যাতন ভোগের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওদের জাতিগত ইতিহাসই হচ্ছে নির্যাতনভোগের এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকবার ইতিহাস। সেই জন্যই প্যালে-টাইনরা শক্তিমান রয়েছে। দুঃখকষ্ট ভোগ করতে করতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

অতএব এখন সে গিলের সঙ্গে তর্ক না করে ওকে ওর নিজের পথ ধরেই চলতে দিল। লানা নিজে পরিতৃপ্তি সহকারে পান করত লাগল প্রকৃতির সৌন্দর্য—বসন্তের আবির্ভাব, গাছ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নিরন্তর জল ঝরে পড়া, কম্পনরত জলের দীপ্তি, তুষারমুক্ত মৃত্তিকার স্বাদু গন্ধ এবং এপ্রিল মাসের মেঘশূন্য আকাশের অন্তহীন বিস্তৃতি। গিলের পাশে এমনিভাবে পথ চলতে ভাল লাগছে। একমাত্র গির্জায় যাওয়া ছাড়া সারা শীতকালের পরে এই প্রথম ওরা বাইরে বেরিয়ে পাশাপাশি পথ চলছে। লানা তার নিজের পরিতৃপ্তির প্রলেপে গিলের অসন্তুষ্ট মনোভাবটাকে দিল হাল্কা করে। এবং যখন ম্যাক-ক্লেনারদের খামারটা চোখে পড়ল তখন ওরা প্রায় পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ভাবেই হেঁটে যেতে লাগল।

একটা ছোট খামারের পক্ষে জমির অবস্থানটা ভারি সুন্দর। কিঙস্-রোডের দু'পাশের কিনার ঘেঁষে জমি। নদীর ধারে যেখান থেকে হঠাৎ পাহাড় উঠতে শুরু হয়েছে সেই দিকে পড়েছে জমির পেছনের অংশটা আর সামনের অংশটা নদীমুখী। বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত জমির বিলিব্যবস্থাটা এক দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়। জোয়ারের জল যেখান পর্যন্ত উঠে আসে তারই ঠিক ওপরে নদী বরাবর লম্বাভাবে বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে পশুচারণ-ভূমি। ছায়া দান করবার জন্য অনেক উইলো গাছ লাগানো হয়েছে সেখানে। বড় বড় গাছগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বৃক্ষশাখারা এখন তাদের উর্ধ্বমুখী পল্লবগুলোকে দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের বেগনী রঙের ছায়ার সামনে পেতলের তীরের মতো উঁচু করে তুলে ধরেছে।

পশুচারণভূমির পেছন দিকে জমিটা লাঙল দেওয়ার মতো সমতল। নিম্নভাগে অবস্থিত উর্বর জমি। নিজেকে দমন করে রাখবার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও এসব দেখে গিলের বুকটা আবেগে স্ফীত হয়ে উঠল এবং ডিয়ারফিল্ডের কথা ভেবে বেদনা বোধ করল সে। এই জমিতে অনেক বছর ধরে কাজ হচ্ছে। তলার দিকে ঘাসের জমি এবং ভিজা অংশটা ঘাসের চাপড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। ওপরের দিকটা দেখে মনে হচ্ছে বিলেতী ঘাস। আলের বেড়াগুলোও যে সুন্দরভাবে তোলা হয়েছে তাও সে দেখে বুঝতে পারল।

মনে মনে খুব আগ্রহসহকারে খামারের বাড়িঘরগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছিল গিল। একটা বাড়ি যা দেখল তা ওর কল্পনার বাড়ির চেয়েও সুন্দর। বাড়িটা পার হয়ে এল সে। পাথরের বাড়ি ওটা। বাড়ির সামনে রাস্তার দিকে একটা ভ্রমণোদ্যান। তার পেছনে ঢালু জমিতে হাতে চেরাই কাঠ দিয়ে তৈরী একটা গোলাঘর। দেওয়ালের সংযোগস্থলে চুন-বালির পোঁচড়া মারা। ছাদ ছাওয়া হয়েছে পাইন গাছের কাষ্ঠফলক দিয়ে। দেখলেই মনে হয় ভেতরটা বেশ আরামপ্রদ, ঠাণ্ডা ঢোকে না।

লানা কিন্তু গোলাঘরটা ছাড়িয়ে ঝরনার ডান পাশে অন্য একটা ছোট্ট বাড়ির দিকে চেয়ে ছিল। এটাও হাতে চেরাই কাঠ দিয়ে তৈরী। কিন্তু যে-ভাবে জমির উপরিভাগে বাড়িটা চেপে বসেছে তাই দেখে লানা বলে দিতে পারে যে, সত্যিকারের গোবরাটের ওপর কাঠের মেঝেটা পাতা হয়েছে।

দরজার সামনে যেখানে রোদ পড়েছে সেই জায়গায় কতকগুলো মুরগী নোংরার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"গিল !" বিস্মিতভাবে বলে উঠল লানা, "মুরগী পোষে ওরা।"

এবার সে ভয় পেতে লাগল এই ভেবে যে, জায়গাটা এড়িয়ে চলতে চাইবে গিল। স্ত্রীলোকটিকে পছন্দ করবে না কিংবা স্ত্রীলোকটিই ওদের প্রীতির চোখে গ্রহণ করবেন না। চেপে ঠোঁট বন্ধ করে রাখল লানা। মনে মনে একটা প্রার্থনা আওড়ে গেল এবং সামনের দিকে চোখ তুলে দৃষ্টি ফেলতে সাহস পেল না।

একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর ওকে সজাগ করে দিয়েছিল বলেই আবার সে চোখ তুলে দৃষ্টি ফেলল সামনের দিকে

"গুড মর্নিং। তোমার নামই কি মার্টিন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" জবাব দিল গিল।

"এসেছ বলে আমি খুশী হয়েছি।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনব।

যে-চেহারা নিয়ে ওখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাই দেখে লানা কিছুতেই ভাবতে পারত না যে, ইনি একজন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ভদ্রমহিলা। পায়ের বুটজুতা কর্দমাক্ত, তার উপরিভাগে পেটিকোটের ভেতরের দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পটিকোটের তলাটা উল্টে দিয়ে চারদিকে পিন আটকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তুলে ফেলেছেন। চুলগুলোকে একসঙ্গে গোছা করে মাথার পেছন দিকে টেনে এনে সুতোর জাল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। মনে হয় যেন কতকগুলো পাখি তাড়াহুড়ো করে তাঁর মাথার ওপরে বাসা বেঁধে রেখেছে। ঘেমে উঠেছেন তিনি। তাঁর গা থেকে গোয়ালের দুর্গন্ধ ছাড়ছে।

"হ্যাঁ", লানার সঙ্গে হঠাৎ চোখোচোখি হতেই তিনি বললেন, "ঘেমে গিয়েছি, গা থেকে গন্ধ ছাড়ছে। ভূতের মতো চেহারা হয়েছে আমার। পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কাঁটাওয়ালা আঁকশি দিয়ে যতবার গোবরের সার গাদা তুলি ততবারই আমার ঐ হতভাগা লোকটার কথা মনে পড়ে। বিশেষ কিছু না বলেই পালিয়ে গেছে সে। প্রথম আমি টের পেলাম যখন বকনা বাছুরটা গোলাবাড়িতে গর্জন করে ডাকতে শুরু করে দিল। আমি ভেবেছিলাম, লোকটা বোধহয় মদ টেনে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। বিছানা থেকে ধাক্কা মেরে

তুলে দেওয়ার জন্য নেমে গেলাম নিচে। মদ খেলে বিশেষ কিছু মনে করি না আমি। কিন্তু মার্টিন, সে যদি তার কর্তব্যকাজ না করে তা হলে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ ধরতে পারে। যত তাড়াতাড়ি যায় ততই মঙ্গল তার পক্ষে।"

গলায় ঘণ্টা বাঁধা ঘোটকীর মতো চিঁহিহি শব্দ করলেন তিনি। তারপর সজোরে পা ঠুকতে ঠুকতে ওপরে উঠতে লাগলেন।

"ভেতরে এসো।"

সঙ্গে করে ওদের রান্নাঘরে নিয়ে এলেন। লানার চোখে ঘরটা অত্যন্ত সুন্দর ঠেকল। পাথরের দেয়ালগুলোর ওপর পাইন কাঠের চৌকোনা তক্তা মারা হয়েছে। তার গায়ে লেপন করেছে বাদামী রঙ। পুরোপুরি বাদামী নয়। খানিকটা নস্যের রঙ মিশ্রিত বলে মনে হয়। মাথার ওপরের কড়িকাঠগুলো কালো রঙ মাখানো, তলার দিকের দু'পাশে রঙ লাগিয়েছে গাঢ় লাল। উঁচু হেলানওয়ালা লম্বা একটি বেঞ্চির ওপর বসে পড়লেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। অন্য একটা বেঞ্চিতে বসবার জন্য গিল আর লানাকে আঙুল তুলে ইশারা করলেন। ওরা দুজনে পাশাপাশি বসল।

"এখন", মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "কাজের জন্যই তোমরা এসেছ এখানে। কাজের কথা এবার বলা যাক। একটি লোকের দরকার আমার। ডিমুথের কাছে শুনলাম যে, তোমারও একটা কাজ চাই। সত্যি তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খামারের কাজে তোমাকে উপযুক্ত কৃষক বলে ধরে নেয়া যায় তো?"

"আমার নিজেরই খামার ছিল।"

"আমি শুনেছি যে, সেটা নাকি পুড়ে গিয়েছে। সত্যিই ভারি দুঃখের কথা। অমঙ্গলের হাওয়া উঠেছে। সর্বত্রই বয়ে চলেছে হাওয়াটা। তা যাক, কৃষিকাজ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে মার্ক তোমাকে আমার কাছে পাঠাত না। বিরাটভাবে কৃষিকাজ আমি করি না। পশুচারণের জায়গাগুলোই দেখেশুনে রাখি আর পশুগুলোকে ভাল করে খেতে দিই। আমি বিধবা। আমার স্বামীর নাম ছিল ক্যাপটেন বার্নাবাস ম্যাকক্লেনার। অ্যাবারক্রম্বির দলভুক্ত ছিলেন তিনি। এমন কথাও আমি বলতে পারি যে, সারাটা জীবনই আমায় সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এবং আমি চাই

যে, হুকুম দিলেই সেটা যেন পালন করা হয়। তুমি চাও বা না চাও, হুকুম তোমায় পালন করতই হবে। বুঝেছ ?"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল গিল। বলল সে, "মাইনে নিলে আমি আমার যথাসাধ্য করব।"

"আমি চাই না যে, পরে আমার কাছে এসে অসন্তোষ প্রকাশ করো। কত মাইনে চাও ?"

"আগে কখনো আমি কারো কাছে কাজ করি নি। আপনি কি দিতে চান ?"

"ডিমুথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বছরে পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড দেওয়ার কথা বলল সে। এর ওপরে থাকবার বাড়ি, জ্বালানিকাঠ আর খাবার পাবে। মাইনে অবিশ্যি বেশি নয়। তবে যদি ভাল করে কাজকর্ম করো তা হলে নিজের বাড়ির মতোই বাস করতে পারবে এখানে। তা ছাড়া তোমার স্ত্রী যদি সেলাই-ফোঁড়াই জানে তা হলে আমার কাজের জন্য তাকে আলাদা পয়সা দেব। সেলাই-ফোঁড়াই করতে পারো ? কি নাম তোমার ?"

"লানা।"

"ওটা তো ডাকনাম তোমার। ভাল নাম বোধ হয় ম্যাগডেলানা।"

লজ্জিতভাবে, মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করল লানা।

তীক্ষ্নস্বরে মিসেস ম্যাকক্লেনার জিজ্ঞাসা করলেন, "সেলাইয়ের কাজ করতে পারো, ম্যাগডেলানা ?"

"পারি।" বলল লানা।

"আমার সেলাইয়ের কাজ করে দেবে ?"

"করে দেব।" লজ্জিতভাবে জবাব দিল লানা।

"তা হলে এই কথাই রইল। সেলাই করতে বিরক্ত বোধ করি আমি। ঘরের কাজ করতেও ভাল লাগে না। সেইজন্য গোলাবাড়ির কাজটা আমি নিজে করি আর সেই নিগ্রো মেয়ে ডেইজীকে দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ করাই। স্বামীর যত্নআত্তির ভার সব আমার হাতেই ছিল। কিন্তু এখন তো তিনি আর বেঁচে নেই। অতএব আমার যা খুশি তাই করব। আমার নাকটা খুব উঁচু মার্টিন। যেখানে ইচ্ছে সেখানেই নাক গলাই। তুমি হয়তো ভাবছ, আমি একটি জঘন্য প্রকৃতির মেয়েমানুষ।"

"আজ্ঞে হ্যা।" কি যে বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না গিল।

"আমি জঘন্য?" তীক্ষ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠে গিল বলল, "না, না, আমি তা বলি নি।" তারপর মিসেস ম্যাকক্লেনারের চোখ দুটি স্নিগ্ধ কৌতুকে ঝকমক করছে দেখে দাঁত বার করে হেসে ফেলল গিল। বলল, "যদি নাক গলাতে আসেন তা হলে ঐ রকমই ভাবব।"

ভয়ে লানার বুক সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফেলল একবার। মহিলাটি যে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। মুহূর্তের জন্য মুখটা তাঁর ঘোড়ার মুখের মতো মনে হল। তারপর রৌদ্র-জলে বিবর্ণ গাল দুটিতে আকস্মিক সংকোচন হল একটু। মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁর হাতটা লানার চুলের ওপর রাখলেন এবং কুকুরকে আদর করার মতো ওর মাথায় মৃদু আঘাত করলেন।

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে আপস-বিরোধী মনোভাবটা রয়েই গেল। তিনি বললেন, "তোমার চিন্তা তোমার নিজস্ব সম্পত্তি, মার্টিন। কিন্তু যখন চিন্তার উদয় হবে তখন সেটা নিজের মনেই রেখে দিয়ো। নিজের সুন্দর মুখটির ওপর ভরসা করে তা প্রকাশ ক'রো না।"

"আজ্ঞে করব না।" বলল গিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লানা। সে বুঝতে পারল গিলের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং চাকরিটা নেবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে।

মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "বাড়িটা বোধহয় দেখতে চাও তোমরা?" লানার দিকে তাকিয়ে গলার স্বর উঁচু করে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি দেখবে, ম্যাগডেলানা?"

মনটাকে সচল করে তুলল লানা। ভীরু ভাবে বলল, "হ্যাঁ দেখব।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার নাক দিয়ে জোরে আওয়াজ বার করলেন। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে গেলেন ওদের। ঐদিকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বললেন, "আমার কাছে আসবার দরকার পড়লেই তোমরা এই পেছনের দরজা দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। নোংরা পায়ে রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করা আমি চাই না। আমার নিজের পা থেকে কম ময়লা লাগে না ওখানে।"

একটি মোটাসোটা নিগ্রো মেয়ে মাথায় একটা উজ্জ্বল রঙের চওড়া ফিতে বেঁধে চালাঘর থেকে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার গ্রাহ্য করলেন না ওকে, শক্ত গোড়ালিওয়ালা জুতো প'রে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছোট্ট বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

"একেবারে জগাখিচুড়ির মতো অবস্থা। ম্যাকলোনিস কখনো ঘরদোর পরিষ্কার করত না। একা মানুষ ছিল সে। তোমার এখানে অনেক কাজ, ম্যাগডেলানা। তবে হ্যাঁ, জলের অভাব নেই। পিপের মধ্য দিয়ে ঝরনার মতো জল আসে। বিছানা এনেছ সঙ্গে ?"

"আমাদের প্রায় সব জিনিসই পুড়ে গিয়েছে," বলল গিল।

"আচ্ছা আচ্ছা, আমিই আমাদের একটা বিছানা দেব," দরজা খুলে তিনিই বললেন, "ঘরের চিমনিটা ভাল। বাড়িটা বেশ ঘটখটে।"

ভেতর দিকে কাঠের উপরিভাগগুলো দেখে মনে হল কাঠগুলো কাঁচা নয়। শুকনো কাঠ দিয়েই ঘরটা তৈরী। মিসেস ম্যাকক্লেনার দৃঢ় পদক্ষেপে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন তিনি, "দোতলায় বেশ প্রমাণ সাইজের শোবার ঘর আছে একটা। আলো-বাতাস ঢোকে। প্রথমে এই বাড়িটাই ছিল। পাথরের বাড়িটা তৈরি করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল বার্নে। কিন্তু এই বাড়িটাই আমি পছন্দ করতাম। অনেকদিন আমি এখানে বাস করে গিয়েছি।"

চোখ ঘুরিয়ে ঘরটা দেখে নিল লানা। চিমনিটা ভাল, রান্না করবার পক্ষে সুবিধে হবে। তলায় উনোন বসানো। মায়ের উনোনটার কথা মনে পড়ল ওর। গিলের দিকে ঘুরে মৃদু স্বরে বলল সে, "এটা খুব সুন্দর বাড়ি।"

"বোঝবার মতো তোমার বুদ্ধি আছে বলে খুশী হলাম। আমার দিক থেকে আর কোনো বাধা নেই, চাকরিটা তোমারই। নেবে কি নেবে না সেটা এখন তোমার ওপরেই নির্ভর করছে, মার্টিন।" একটু থেমে তিনিই আবার বললেন। "হয়তো দু'চারটে প্রশ্ন করতে চাও তুমি।"

গিল বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ডিমুথের পরিচালিত সৈন্যদলের লোক আমি। যুদ্ধের জন্য যদি ডাক পড়ে এবং তাদের সঙ্গে যদি চলে যেতে হয় তা হলে কি আপনি আমায় মাইনে দেবেন ?"

"যুদ্ধের ব্যাপারে ভাগ্যে কি আছে কেউ তা বলতে পারে না," স্বীকৃতি-

সূচক মাথা নাড়িয়ে মিসেস ম্যাককেনার বললেন, "আশা করি মিসেস মার্টিন তখন দুধ দোয়াবার কাজটা করে দেবে।"

"নিশ্চয়ই," আগ্রহ সহকারে বলল লানা।

"আরো একটা কথা আছে—" দ্বিধা করতে লাগল গিল।

"কি কথা?" রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করলেন মিসেস ম্যাককেনার।

"আমি জানতে চাই, আপনি আমাদের দলের লোক কিনা।"

"মেয়েমানুষের কোন রাজনৈতিক মতামত নেই। আমি আমার খামার নিয়ে ব্যস্ত। কেউ যদি আমার ব্যবসার মধ্য নাক গলিয়ে বাঁদরামি করতে আসে তা হলে গুলী মেরে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব—সে ইংরেজ কিংবা আমেরিকান যাই হোক না কেন। বুঝতে পেরেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," গম্ভীরভাবে বলল গিল।

"এই বিষয়ে তুমি হয়তো আলোচনা করতে চাও।"

"দরকার নেই, মিসেস ম্যাককেনার। আপনার জন্য আমরা যথাসাধ্য করব। খামারটা আমার পছন্দ হয়েছে। মনে হয়, আমার স্ত্রীও আপনার কাজে লাগবে।"

দাঁত বার করে হেসে উঠে মিসেস ম্যাককেনার বললেন, "চমৎকার," পুরুষ-মানুষের মতো হাতটা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে নাগাদ তোমরা আসতে পারো?"

"কালকে। আমার একটা মাদী ঘোড়া আছে।"

"এখানেই তাকে রেখে দিতে পারবে।"

লানা বলল, "আমি যদি মুরগীগুলোর দেখাশোনার ভার নিই তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?

"মুরগী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িতে আমিই ওদের দেখাশোনা করতাম। তারপর জঙ্গলে এসে ঘর বাঁধবার পর ওদের জন্য মন পুড়ত আমার।"

নাক দিয়ে জোরে আওয়াজ করলেন বিধবাটি।

। ৩ ॥

একটি প্রার্থনা

সবাই জায়গা নিয়ে বসে পড়েছে। এখন ওরা সামনের দিকে ঝুঁকে আনত হয়ে আছে। বেঞ্চিগুলোতে আর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে না। হারকিমার-গির্জার ভেতরে বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই। রেভারেণ্ড মিস্টার রোজেনক্র্যানৎস যখন চেয়ার থেকে নেমে কোটের বোতাম লাগিয়ে হাত জোড় করে হাঁটু ভেঙে বসতে গেলেন তখনই শুধু হঠাৎ একটা আওয়াজ হল। নিকটবর্তী ফোর্টের প্রহরীদের টহল দেবার পথ দিয়ে সৈনিকরা যখন হেঁটে যাচ্ছিল তখন তাদের ভারী বুটজুতোর আওয়াজটা গির্জার খোলা জানালা দিয়ে ঘড়ির কাঁটার নৈর্বক্তিক একঘেয়ে এবং কস্টসাধ্য টিক্‌টিক্ শব্দের মতো ঢুকে পড়ছিল ভেতরে।

মিস্টার রোজেনক্রানৎস একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। অন্যান্যদের মতো তিনিও ভাল করেই জানেন যে, উপাসকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করে রাখতে হলে ধর্মযাজককে এমন কিছু বলতে হবে যে-সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে তারা বাড়ি ফিরতে পারে। নরক এবং নরকযন্ত্রণা সম্বন্ধে একঘেয়ে প্রচার শুনে শুনে তাদের রবিবারের নৈশভোজের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

গির্জার একবারে পুরোভাগে বেশ উঁচুতে প্রচারবেদীর ওপর হাঁটু ভেঙে বসলেন তিনি—সাদা চুলগুলো তাঁর শার্টের কলার পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, মুখটি কৃশ, ঈগল পাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক। চোখ বন্ধ করবার পর পাতা দুটো প্রসারিত করে অক্ষিগোলকের ওপর আঁটো ধরে চেপে ধরে রাখলেন। বিবর্ণ ঠোঁট দুটির মধ্যে দিয়ে সহজ গতিতে প্রার্থনার প্রথম কথা বেরিয়ে এল :—

"হে সর্বশক্তিমান, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীস্টের পরমপিতা, আমাদের কথা শ্রবণ করো, আমাদের সনির্বন্ধ প্রার্থনা মঞ্জুর করো, বিপদ থেকে উদ্ধার করো এবং যারা ভগবৎসান্নিধ্যে উপস্থিত তাদের প্রয়োজনানুসার শুভবুদ্ধি আর সান্ত্বনা দাও।"

পুরোহিতের নাসিকাগর্জনপূর্ণ শ্বাসফেলার শব্দে প্রার্থনায় ক্ষণিকের জন্য ছেদ পড়ল। উপাসকমণ্ডলীর দৃষ্টির সামনে ঠিক হয়ে বসে আবার তিনি গলার স্বর উঁচুতে তুলে প্রার্থনার কাজ শুরু করলেন :—

"হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমরা এই মুহূর্তে মেরী মার্টি ওলাবারের কথা চিন্তা করছি। মাত্র পনরো বছর বয়স তার, কিন্তু ফোর্ট ডেটনের একটি সৈনিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে ভগবান, লোকটি ম্যাসাচুসেটস্ থেকে এসেছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে, হিঙ্গহাম শহরে বিয়ে করেছে সে। তার বাবা এবং মাকে দিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা বলিয়েছি এবং আমি নিজেও তার সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু আমাদের কারো কথাতেই সে কান দিচ্ছে না। হে সর্বশক্তিমান, যে-ধর্মপথ থেকে সে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস সেই পথে তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি।

"হে ঈশ্বর, এবার তুমি তাড়াতাড়ি বসন্তকাল এনে দিয়েছে, যতদিন না ফল পেকে ওঠে ততদিন যেন দয়া করে তুষারপাত ঘটতে দিয়ো না। হে প্রভু, নিকোলাস হারকিমার বিলেতী আপেলের সঙ্গে স্থানীয় আপেলের জোড়কলম পুঁতেছিল। এবার সেই গাছে ফুল এসেছে। ফল ধরতে দাও, প্রভু। তোমার করুণা প্রদর্শনের এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত এবং তা দেখতে যাওয়ার পরিশ্রমও সার্থক বলে মনে করি আমরা। নিকোলাস হারকিমার সকলকে দেখতেও দেবে। হে সর্বশক্তিমান, স্বর্গে অধিষ্ঠিত আমাদের পরমপিতা, এই বৎসর ভেড়ীগুলো ভালভাবেই বাচ্চা প্রসব করেছে বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে জা বেলিঙ্গারের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করছি। তার বারোটা ভেড়ী এগারো জোড়া বাচ্চা প্রসব করেছে। এই অঞ্চলে এটাই রেকর্ড।

"হে ভগবান, আমাদের মধ্যে যারা পীড়িত তাদের জন্য তোমার করুণা ও সাহায্য ভিক্ষা করছি। পিটে প্যারিসের জন্যই সাহায্য চাই তোমার। শনিবার দিন রক্তনিঃসরণ হয়েছিল তার। অবস্থা সত্যিসত্যি খারাপ হয়ে উঠেছিল। খবরটা আমাদের পাঠিয়েছিলেন ওর কাকা, আইজাক প্যারিস। ভাইপো-র মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর ঘরে নতুন নতুন মাল উঠেছে। যথা, ক্যালিকো কাপড়, পুরুষের পোশাকের জন্য কালো মিহি পশমী বস্ত্র, বার্চগাছের ছালের তেল থেকে তৈরি চামড়া, শৌখিন রুমাল, নতুন টুপী, মোটা চামড়ার ভারী বুট জুতো, কাস্তে আর শানপাথর।

"হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবার যাদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সেই স্ত্রীলোক দুটিকে সান্ত্বনা দাও। উভয় স্ত্রীলোকই অতি শীঘ্র সন্তান প্রসব করবে, বিশেষ করে হিল্‌ডা ফক্স। এই জুলাই মাসে তার বয়স মাত্র ষোল বছর হবে এবং তার সময় খুব ঘনিয়ে এসেছে। এই-ই তার প্রথম সন্তান প্রসব করা। আর জোসিনা ক্যাসলার প্রসব করবে এই মাসের শেষের দিকে।"

আরো একবার থেমে গেলেন পুরোহিত। জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন :—

"হে সর্বশক্তিমান ও করুণাময় প্রভু, তুমি যুদ্ধ-বিগ্রহেরও ভগবান, দয়া করে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো এবং যারা আজ এখানে তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে তাদের অনুগ্রহ করো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করো। মনে হচ্ছে সরাসরি আমাদের ঘাড়ের ওপরেই যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। হে ভগবান, ক্রাউন পয়েন্টে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে এবং শোনা গিয়েছে যে, দশ হাজার লোক নিয়ে এগিয়ে আসছেন জেনারেল বারগয়েন। তার মধ্যে রুশ আর ইণ্ডিয়ানরাও আছে। টিকনডেরোগা দখল করবার জন্যই আসছে তারা। টিকনডেরোগা রক্ষা করছে সেইন্ট ক্লেয়ার, অতএব তাকে সাহায্য করো ভগবান। এবং হে ঈশ্বর, তৃতীয় নিউ ইয়র্ক সেনাবাহিনীকে ফোর্ট স্ট্যানউইক্সে প্রেরণ করবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওদের ওপর আমাদের আস্থা আছে, তা যেন শিথিল না হয়। কারণ স্পেনসার আমাদের খবর দিয়েছে যে, বাটলার, গাই জনসন আর ড্যানিয়েল ক্লজ ওসওয়েগোতে এসে মিলিত হচ্ছে। এবং ওরা যে শক্ত মানুষ তা আমরা জানি। বর্বর উপজাতিদের সঙ্গে নিয়ে আসবার মতলব করছে ওরা। রীতিমতো যুদ্ধ বাধবে বলেই মনে হচ্ছে আমাদের।

"হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের কর্নেল পিটার বেলিঙ্গার চাইছে যে, চতুর্থ সেনাবাহিনী যেন আগামীকাল, ষোলই জুন তারিখে, ফোর্ট ডেটনে সমাবেশের জন্য উপস্থিত থাকে। সে তাদের নিয়ে মার্চ করে ক্যানাজোহারিতে গিয়ে হারকিমারের সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারপর একত্র হয়ে ওরা মোহক বর্বরদের দলপতি যোসেফ ব্রান্টের খোঁজ করবার চেষ্টা করবে। উনাডিলাতে গণ্ডগোল করছে সে। স্থানিক সবগুলো সেনাবাহিনী যেন ঠিক সময় মতো সেখানে গিয়ে জড়ো হতে পারে এবং বাটলার যদি আগে এসে উপস্থিত

হয় তা হলে ওরা যেন এই উপনিবেশটি রক্ষা করবার জন্য যথাসময়ে এখানে ফিরে আসতে পারে। প্রভু! আমাদের শুধু প্রার্থনা, আমরা যেন এখানে শান্তিতে বাস করতে পারি এবং চাষবাস করে তার ফলভোগ করতে পারি।

"সোমবার সকালে ঠিক আট-টায় সৈন্যসমাবেশের সময়।

"খ্রীষ্টের নিমিত্তে, তথাস্তু।"

কালো সিল্কের জামাকাপড় পরে বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে নিজের আসনটিতে বসে ছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। তাঁর জামাকাপড় থেকে গোলাপের কড়া গন্ধ ছাড়ছিল। তাঁর ঠিক পেছনেই মাথা নিচু করে বসে ছিল গিলবার্ট মার্টিন। বুঝতে পারল সে, লানা তার নিজের হাতটা তাড়াতাড়ি ওর হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। নড়াচড়া করল না একটুও, লানার দিকে চেয়েও দেখল না। সমগ্র নিশ্চল উপাসকমণ্ডলীর মতো গিলবার্টও বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম ওরা যুদ্ধের আসন্নতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হল।

রেভারেণ্ড মিস্টার রোজেনক্রান্‌ৎস যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন যে তাঁর হাঁটু থেকে আওয়াজ হল সেই আওয়াজটা সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া গেল।

॥ ৪ ॥

উনাডিলা

স্থানিক সেনাবাহিনীর নিজস্ব সামরিক পোশাক কিছু ছিল না। সামরিক পোশাক বলতে শুধু ডিমুথের দলটিরই টুপীর ওপরে লাল ফিতে বাঁধা ছিল। সেই কারণে ওদের কুচকাওয়াজ অন্যান্য দলের চেয়ে ভাল হল। দলের প্রায় অর্ধেক লোকই পা মিলিয়ে মার্চ করছিল। ম্যাসাচুসেটস্ থেকে আগত ডেটন দুর্গরক্ষী সৈন্যদল দুর্গের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে ওদের সম্ভাষণ-সূচক হর্ষধ্বনি করল। এই উপহাসের অর্থটা জর্জ উইভারের একেবারেই বোধগম্য হল না। সেও হর্ষধ্বনি করে বলল, "হাপ্, হাপ্, হাপ্।"

ওদের বিদায়সম্ভাষণ জানাবার জন্য ভ্যালির অর্ধেক মেয়েরাই উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বিদায়সম্ভাষণের উচ্চ ও তীক্ষ্ণ ধ্বনি শুনতে শুনতে গিল ভাবল যে, লানা এখানে না এসে ভালই করেছে। সে নিজেই ওকে বারণ

করেছিল। বলেছিল যে, মিসেস ম্যাকক্রেনারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়েই তো লানা তাকে দেখতে পাবে। মিসেস ম্যাকক্রেনার তাঁর স্বভাবগত ঘোড়ার মতো নাকের আওয়াজ করে সমর্থন করেছিলেন গিলকে।

"ঠিক, ঠিক কথাই বলেছে গিল," বলেছিলেন তিনি, "বার্নে যখন অ্যাবারক্রম্বির সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছিল তখনকার কথা মনে পড়ছে আমার। বিছানায় শুয়েই চুমু খেয়েছিল আমায়। তারপর পিঠের ওপরে প্রহার দিয়ে বলেছিল, 'এখানেই শুয়ে থাকো, স্যালি লক্ষ্মীটি। যতদিন না ফিরে আসি বিছানাটা গরম করে রাখো।' কোনরকম ভাবালুতা সে সহ্য করতে পারত না।"

কিন্তু যখন তিনি কিঙস্‌রোড়ের ওপরে স্থানিক সৈন্যবাহিনীর ঢাকগুলোর কর্কশ আওয়াজ শুনতে পেলেন তখন যুদ্ধে ব্যবহৃত ধাড়ী ঘোড়ার মতো সজোরে ও সশব্দে মাটিতে পদাঘাত করতে করতে বেড়ার ধারে লানার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিধবাটি। যুবতী মেয়েদের মতো হাত তুলে সৈনিকদের বিদায় জানাতে লাগলেন এবং হাততালিও দিলেন।

কর্নেলের মাদী ঘোড়াটা সামনে দিয়ে যাচ্ছে। লেজের ঠিক পেছনেই ঢাকের বাদ্য শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আশপাশের হাওয়া গরম করে তুলছে সে। ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল চীৎকার করে বলছে যে, বাজাবার জন্য ঘোড়াটাকে একটা ভেরী জোগাড় করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কর্নেল বেলিঙ্গার ঘোড়ার ওপর পা ফাঁক করে এমন একটা ভাব করে বসেছিল যে, রিয়েলের চিৎকার এবং ঘোড়াটার ছটফটানি সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন নয়।

দু'জন স্ত্রীলোকই বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে পরিচিত মুখগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। সেনাবাহিনীর লাল পতাকটা সামনের দিকে পতপত করে উড়ছে। বন্দুকগুলো ঘাড়ের ওপর বাঁকাভাবে ধরে রয়েছে সৈনিকরা—এইসব দেখতে দেখতে গিলের ওপর নজর পড়ল তাদের। জর্জ উইভার আর মুখের হাড়-বার করা জিমস ম্যাকনডের মাঝখানে সে মার্চ করতে করতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। ওদের মাঝখানে গিলকে এতো লম্বা এবং তার গায়ের রং এত ঘোর ও মুখটা এতো দৃঢ় দেখাচ্ছিল যে, তাই দেখে লানার গলা শুকিয়ে গেল। মিসেস ম্যাকক্লেনার যখন ওর হাতটা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলেন তখন সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল।

তিনি বললেন, "বড় সুন্দর দেখতে ছেলেটা। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।"

জার্মান ফ্ল্যাটের সৈন্যদলটির উনাডিলাতে পৌছতে পাঁচদিন লাগল। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা ফক্সেস মিলস্-এর ওপরে প্যালাটাইন গির্জায় এসে তাঁবু গাড়ল ওরা। পরের দিন সকালবেলা কর্নেল ক্লকের অধীনে প্যালাটাইন সৈন্যদলের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। দুটো দল একত্র হওয়ার পর সৈন্যদের সংখ্যা হল প্রায় দু'শ। পুবদিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। সৈন্যসমাবেশের জন্য পূর্বেই ক্যানাজোহারিতে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। দুপুরবেলা সেখানে পৌছে গেল ওরা। ক্যানাজোহারির সৈন্যদল আর অলব্যানি থেকে প্রেরিত কর্নেল ভ্যান শাইকের অধীনস্থ প্রথম নিউ ইয়র্ক লাইন সেনাবাহিনীর মাঝখানে আবার ওরা তাঁবু ফেলল। নীল সামরিক পোশাক পরা পেশাদার সৈনিকদের দেখে ওদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হল। বিশেষ করে পরের দিন যখন তাদের রণবাদ্য বাজিয়ে প্যারেড করাতে নিয়ে গেল তখন ওদের উদ্দীপনার মাত্রা আরো বেড়ে গেল। পেশাদার সৈনিকদের ঢাকগুলো ছিল তিন ফুট গভীর। সেইজন্য অনুরণনের ধ্বনিটা এতো ভাল যে, অন্য কোনো ঢাকের সঙ্গে তুলনাই হয় না। স্থানিক সেনাবাহিনীর ঢাকের আওয়াজের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। ঢাক বাজিয়ে স্থানিক সেনাবাহিনী সারাটাদিন মোহক থেকে দক্ষিণদিকে মার্চ করল। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যতবারই ওরা ওপর দিকে মার্চ করে উঠল ততবারই দেখা গেল পা মিলিয়ে মার্চ করছে সবাই।

কিন্তু চেরী ভ্যালিতে এসে কর্নেল শাইক তার সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দিল। জেনারেল হারকিমারকে সে বলল যে, খাদ্য সরবরাহ এসে না পৌছানো পর্যন্ত আর এগিয়ে যেতে পারবে না, এখানে অপেক্ষা করবে। কিন্তু এর মধ্যে ইণ্ডিয়ানরা যদি এসে হানা দেয় তা হলে সে জেনারেলকে সাহায্য করবে।

বিষণ্নমনে হারকিমার তাঁর বুড়ো সাদা ঘোড়াটার ওপর বসে কর্নেলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বেড়াটার দিকে। ক্যাম্পবেলের খামারটাকে এই বেড়াটাই ঘেরাও করে রেখেছে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে উপনিবেশটাকে রক্ষা করবার পক্ষে এটাই একমাত্র দুর্গ। কোনোরকম মন্তব্য প্রকাশ না করে কথাগুলো শুনে গেলেন তিনি। তাকিয়ে তাকিয়ে ভূদৃশ্য

দেখছিলেন—পিরিচাকার পাহাড়ের কোলে পড়ে রয়েছে সবুজ মাঠ। শীতের সময় থেকেই এই জার্মান ভদ্রলোকটির মনে অশুভঙ্কর কিছু একটা ঘটবে বলে বিষাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেই অশুভঙ্কর ব্যাপারটা সত্যি সত্যি ঘটল।

কর্নেলের দিকে চেয়ে নিজের তেকোণা টুপীটার প্রান্তে হাত ছোঁয়ালেন হারকিমার। তারপর অর্ধবৃত্তাকারে সবেগে ঘোড়া চালিয়ে উঠে এলেন রাস্তায়। প্রহরারত ছোট্ট একটা অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে কর্নেল জন হারপার তার জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে। কর্নেল আর তার দলটিকে দেখে আনন্দে হারকিমারের মুখটি উজ্জ্বল হল। তিনি জানতে চাইলেন যে, ব্রাণ্ট এখনো ওগকাওয়াগাতে রয়েছে কিনা। হারপার যখন মাথা নাড়িয়ে সায় দিল তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন যে, ঐ অঞ্চলটা ভাল করে জানা আছে বলে সে তার দলটিকে অনুসন্ধানের কাজ লাগিয়ে দিতে পারে কিনা। রাজী হল হারপার। হারকিমার আদেশ দিলেন তাকে।

গ্রন্থিচ্যুত সাপের মতো স্থানিক সৈন্যদল এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। কুড়ি মিনিট পরে তিনশ লোকের ছোট্ট সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগটা উপনিবেশটা পার হয়ে এসে ওস্‌টেগো হ্রদের দিকে পথ ধরল। আধঘণ্টার মধ্যে পুরো বাহিনীটাই বনের ভেতর অদৃশ্য হয় গেল।

উনডিলার সঙ্গে যেখানে এসে সাসকুয়েহানা মিলিত হয়েছে তার তিন মাইল নিচুতে দক্ষিণ উপকূলে বিশ তারিখে ওরা এসে শিবির স্থাপন করল। সেদিন বিকেলবেলা ওগকাওয়াগায় একজন সংবাদবাহক পাঠানো হল ব্রাণ্টকে বলবার জন্য যে হারকিমার তার জন্য অপেক্ষা করছেন। এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশী যেমন সমানে সমানে কথা বলে তিনিও তেমনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান।

জেনারেলের ছাড়া আর কারো মাথার ওপর তাঁবু ছিল না। হেমলক গাছের ছাল ছাড়িয়ে বাঁশের মাথায় জুড়ে দিয়ে উত্তর মুখো করে টাঙিয়ে দিল ওরা। কারণ দিনটা বেশ গরম ছিল। জেনারেলের আদেশ অনুসারে পরের দিন সকালবেলা গাছের ছাল দিয়ে একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা চালাঘর তৈরি কবল ওরা। সিকি মাইল তলায় একটা গোলাকার টিলার ওপর খাড়া

করল ঘরটা। যদৃচ্ছাক্রমে কতগুলো আপেল গাছ জন্মেছিল ওখানে, কোনো কোনো গাছে ফুল রয়েছে তখনো।

সকালবেলার দিকেই সংবাদবাহকটি ফিরে এসে সোজাসুজি হারকিমারের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে পড়ল। জেনারেল তখন শার্টের আস্তিন গুটিয়ে একা একাই বসেছিলেন সেখানে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী ছোট্ট একটা ডেস্ক রয়েছে তাঁর হাঁটুর ওপরে। হাতের মুঠোতে ধরে রেখেছেন একটা পালকের কলম। লেখবার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তা ছাড়া এই অবস্থায় লেখার কাজ করা একরকম অসম্ভবই ছিল।

জো বোলিয়ো বসে পড়ল।

বলল সে, "তার সঙ্গে দেখা করেছি।"

"আমার সঙ্গে এসে কথা বলতে রাজী হয়েছে?"

"নিশ্চয়। বললে যে, কয়েকদিনের মধ্যেই এসে দেখা করবে?"

"চারদিকটা ভাল করে দেখে এসেছ তো?"

"কাল রাত্রে বেশি কিছু দেখতে পাই নি। কিন্তু আজ সকালে ভাল করে নজর দিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান যারা আছে তাদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়।"

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে দেখল।

"হন্নিকল," আন্তরিকভাবে বলল জো বোলিয়ো, "আপনি এই ব্যাটাকে আটকে ফেলতে চান, তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন যদি ওকে ধরতে গিয়ে ধরতে না পারি তা হলে এটা যুদ্ধ বলে গণ্য হবে।"

"ওর সঙ্গে দু'শ লোকও নেই।"

"জানি। কিন্তু কংগ্রেস এখনো ভাবছে যে, ইণ্ডিয়ানদের দলে টানতে পারবে। গতবছর কংগ্রেসের একদল লোক ওদের ওখানে গিয়ে জন হ্যানকক-কে একজন মহৎলোক কিংবা ঐ রকমের কিছু একটা বলে অভিহিত করে এসেছিল।"

"শুধু মহৎলোক, আর কিছু বলে নি?" জিজ্ঞাসা করল জো বোলিয়ো, "হায় ভগবান, মস্তবড় সুযোগটা নষ্ট করেছে তারা।"

"হ্যাঁ। ব্র্যাণ্টকে এখন নিরপেক্ষ রাখাই আমার কাজ। কিন্তু সত্যি

বলছি কোথাও ওকে আটক করে রাখতে পারলে খুশী হতাম আমি।"

"সে যখন এখানে আসবে তখন কেন আপনি কংগ্রেসের কথা তোয়াক্কা না করে ওকে ধরে ফেলেন না?"

ভীষণ গরম সহ্য করে সাতটা দিন স্থানিক সৈন্যদলটি ওখানেই পড়ে রইল। কোনো কিছুই করতে হল না তাদের। তারপর সাতাশ তারিখের সকালবেলা অনুসন্ধানকার্যে নিযুক্ত লোকেরা শিবিরে এসে খবর দিল যে, ব্র্যাণ্ট দেখা করতে আসছে। এখন সে চার মাইল দূরে আছে। দুপুরবেলা একজন ইণ্ডিয়ান শিবির এলাকায় ঢুকে জেনারেল হারকিমারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা খুঁটির মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ছোট ছোট কালো চোখ দুটি তার অস্থিরভাবে শিবিরের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। কোট-টা গায়ের ওপর টেনে দিতে দিতে জেনারেল হারকিমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন।

ইণ্ডিয়ানটি জিজ্ঞাসা করল, "কি সম্বন্ধে ব্র্যাণ্টের সঙ্গে কথা বলতে চান আপনি?" হারকিমারের মতোই ইংরেজী বলল সে।

"আমি তার পুরনো প্রতিবেশী হিসেবেই কথা বলতে চাই।"

"বেশ ভাল," ইণ্ডিয়ানটি বলল, "আশপাশের এরাও সবাই যে তার পুরনো প্রতিবেশী সেকথাও কি বলব তাকে?"

ঠাট্টা করছে বলে মনে হল না তাকে, কিন্তু হারকিমার দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ, তাই তাবে বলো।"

চলে গেল লোকটা। আধ ঘণ্টা পর ফিরে এসে বলল যে, সদ্য-তৈরী চালাঘরটাই সাক্ষাতের জায়গা হতে পারে যদি হারকিমার সেখানে পঞ্চাশ জন নিরস্ত্র লোক নিয়ে উপস্থিত হন। ব্র্যাণ্টও তা হলে পঞ্চাশজন নিরস্ত্র লোক নিয়ে উপস্থিত হবে। চারদিকের বন থেকে গুলী ছুঁড়লেও চালা পর্যন্ত পৌছবে না। বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নেই, কারণ চালাঘরে পৌছবার পথটা একেবারে ফাঁকা।

দুপুরের একটু পরেই হারকিমার পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে চালাঘরের ছাদের ছায়ায় বসে পড়লেন। সঙ্গে করে কর্নেলদেরও নিয়ে এলেন। প্রত্যেকটি

কর্নেল কক্স, হারপার, ক্লক এবং বেলিঙ্গার যার যার দল থেকে কয়েকজন করে লোক নিয়ে এল। বেলিঙ্গারের লোকদের মধ্যে ছিল গিল।

ওরা দশ মিনিটের জন্য বেঞ্চির ওপর বসে রইল। তারপরেই বনের প্রান্তে এসে উপস্থিত হল ব্র্যাণ্ট।

শীতের সময় থেকে যে-লোকটার নাম প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘুরছিল সেই লোকটাকে এই প্রথম দেখল গিল। লম্বায় ছ'ফুটের চেয়ে একটু কম, কিন্তু এমনভাবে হাঁটে যে মনে হয় ছ'ফুটের চেয়ে বেশি। তার জামাকাপড়গুলো ইণ্ডিয়ানদের ধরনেই তৈরী। শুধু হরিণের চামড়ার জুতো না পরে বিলাতি কাপড়ের জুতো পরেছে। নিজের জাতিগত প্রথানুযায়ী মাথায় পাগড়ি না বেঁধে, তার বদলে তেকোনা টুপী লাগিয়েছে। টুপীটার চারদিকে বেশ জাঁকালভাবে একটা সোনালী ফিতে বাঁধা। উজ্জ্বল নীল রঙের কম্বলটা ঘাড়ের ওপর থেকে পেছন দিকে এমনভাবে রেখেছে যে, ভেতরের লাল টকটকে আস্তরণের কাপড়টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

তার পেছনে যে-সব সঙ্গীরা এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের জামাকাপড় দরিদ্র-লোকদের মতো জীর্ণ। যোদ্ধাদের সামনে ছিল গুটি পাঁচেক লোক। তাদের মধ্যে হরিণের চামড়ায় সজ্জিত একটি শ্বেতকায় লোককে ক্যাপটেন বুল্ নামে পরিচয় করিয়ে দিল ব্র্যাণ্ট। মাথা নিচু করে অভিবাদন করতে গিয়ে লোকটা একটু বোকার মতো হেসে উঠল। দ্বিতীয়টি একজন বর্ণসংকর ব্যক্তি—আধা ইণ্ডিয়ান। সার উইলিয়াম জনসনের জারজ পুত্র বলে পরিচয় বেরিয়ে পড়ল তার। ব্র্যাণ্টের ভগ্নীর গর্ভজাত সন্তান। তৃতীয় জনের চামড়া কৃষ্ণাভ এবং তার মুখের আদলটা আইরিশদের মতো। চতুর্থজন মোহক উপজাতির একজন দলপতি। তার নামটা বুঝতে পারল না গিল। পঞ্চমটি আধা-নিগ্রো, আধা-ইণ্ডিয়ান। তার পরিচয় দিতে গ্রাহ্য করল না ব্র্যাণ্ট।

হারকিমারের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ব্র্যাণ্ট একটু হাসল। লোকটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ঋজু এবং সুগঠিত। প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগ করছিল সে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সৈন্যদলটিকে দেখছিল, যেন ওদের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো বোঝাবার চেষ্টা করছিল ব্র্যাণ্ট। কিন্তু এদের যা মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা শুধু ওকেই কেন্দ্র করে, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার কোনো

সম্পর্ক ছিল না। একদৃষ্টিতেই এরা বুঝে ফেলেছে যে, লোকটি দাম্ভিক প্রকৃতির।

যদিও তার মধ্যে ষোল আনা মোহক-রক্ত রয়েছে, তবু যোসেফ ব্র্যাণ্টকে একজন শ্বেতকায় জাতির লোক বলে ভুল করতে পারে সবাই। বুড়ো হারকিমার যদি তিন বার জন্মগ্রহণ করে তিন বার কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করতেন তাহলেও ব্র্যাণ্টের মতো মার্জিত ইংরেজীতে কথা বলতে পারতেন না। লোকটির আচরণও বেশ মর্যাদাপূর্ণ। তার পাশে স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকদের খুবই সাদাসিধা ধরনের লোক বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু যোসেফ ব্র্যাণ্টের এই মর্যাদাপূর্ণ চালচলনটা একজন সাধারণ ইণ্ডিয়ান-চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়। রাজ দরবারে যাওয়া-আসা আছে তেমন একজন লোকের মতো তার আচার-আচরণ। এমন কি ক্রিশ্চিয়ান রিয়েলের মতো একজন ধার্মিক গোছের মানুষের কাছেও মনে হল ব্র্যাণ্টের এই দম্ভ প্রকাশের ব্যাপারটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক নয়।

ব্র্যাণ্টের পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে জো বোলিয়ো মৃদু আওয়াজ করে জর্জ উইভারকে বলল, "আগে একটি ভাল ছেলে ছিল ব্র্যাণ্ট। এখন সে চায় যে, সারা দুনিয়ার লোক ওকে একজন ভাল লোক বলে জানুক।"

ব্র্যাণ্টের চরিত্রের দুর্বল স্থানটিকে উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিল বোলিয়ো। ইণ্ডিয়ান আর শ্বেতকায়, চাষী আর ভদ্রলোক সকলের কাছ থেকেই প্রশংসা আদায় করতে চায় সে। যখন যার সঙ্গে কথা বলে তার কাছেই সে শ্বেতকায় এবং ইণ্ডিয়ান এই উভয় আদর্শের মাপকাঠিতেই, একজন মহৎ লোক বলে গণ্য হওয়ার প্রত্যাশা করে—পরবর্তীকালে বোঝা যাবে যে, তার নির্বিচার দয়া ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন এবং নিষ্ঠুর কার্যকলাপ আর বিদ্বেষ ইত্যাদির জন্য দায়ী ওর এই বিশেষ মনোভাবটি। সব সময়ই যে-ভুলটা সে করে সেটা হচ্ছে, বোলিয়ো কিংবা হারকিমার অথবা গিলের মতো সরল প্রকৃতির মানুষরাও যে তার মনোভাবটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ব্র্যাণ্ট তা ধরতে পারে না। এটা তার চরম অক্ষমতা। ওর চেয়ে যারা বেশি দাম্ভিক তাদের মনে ক্রোধের সৃষ্টি করে সে।

ব্র্যাণ্টের অভিযোগ হচ্ছে যে, যারা নিজেদের শহরে বাস করে উপনিবেশের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল সেই মোহকদের একরকম বন্দী

অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছে। তাদের ধর্মযাজক মিস্টার স্টুয়ার্টের অবস্থাও তাই। তা ছাড়া মিস্টার বাটলারের স্ত্রী-পুত্রদেরও জামিন স্বরূপ আটক করে রাখা হয়েছে এবং ইণ্ডিয়ানদের জমির ওপর দুর্গ তৈরি করা হচ্ছে।

হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই সব অভিযোগগুলো যদি মিটিয়ে দেওয়া হয় তা হলে ইণ্ডিয়ানরা নিরপেক্ষ থাকবে কি না। তাতে ব্র্যাণ্ট জবাব দিল যে, ছটি উপজাতি সব সময়েই ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এখনও আছে। এর চেয়ে বেশী কিছু আর বলতে পারে না সে। তারপর হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন, আগামীকাল ব্র্যাণ্ট এখানে এসে আবার একবার কথাবার্তা বলতে পারবে কি না। রাজী হল ব্র্যাণ্ট। কিন্তু চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে আস্তে বলল সে, "আমার অধীনে শ-পাঁচেক লোক আছে। আপনারা যদি গোলমাল শুরু করেন তা হলে ওরা প্রস্তুত থাকবে।"

সেই রাত্রে জো বোলিয়ো, ভাগনার নামে একটি লোক, জর্জ আর এব্রাহাম হারকিমারের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা করলেন জেনারেল।

"কোনো লাভ নেই," বললেন হারকিমার, ব্র্যাণ্ট তার মন স্থির করে ফেলেছে। এই ব্যাপারে আমাদের আর কিচ্ছুই করবার নেই। পাঁচ'শ জন লোক আছে তার। ইচ্ছে করলে আমাদের সে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে।"

"আমি ওর মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি।" মন্তব্য করল জো বোলিয়ো।

মাথা নাড়ালেন হারকিমার।

"ছোঃ—" বলতে লাগল জো, "ইণ্ডিয়ানদের আচ্ছামতো ঠ্যাঙ্গানি দিতে পারি আমরা। ব্র্যাণ্টকে ধরে রাখতে পারলে বাকী যারা আছে তারা সবাই শশকের মতো দৌড়ে পালাবে।"

"আমি ঝুঁকি নিতে পারি না। এই লোকগুলোকে মোহক পর্যন্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমায়। এরা সবাই আমাদের কাজে লাগবে।"

তার ভাইপো জর্জ বলল, "কালই যদি সে গোলমাল শুরু করে তা হলে কি হবে?"

"সেই জন্য তো তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। তা যদি সে করে তা হলে তোমরা ওকে গুলী করে মেরে ফেলবে। পাহাড়ের চূড়ার পেছনে

ওৎ পেতে বসে থাকবে তোমরা। সূর্য ওঠবার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ওরা তোমাদের দেখতে পাবে না। ফার্ন গাছগুলোর পেছনে চুপ করে বসে থাকবে। কিন্তু গুলী-টুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করো না।"

পরের দিন কোনো কিছুই ঘটল না। হারকিমারকে নম্রভাব অভিবাদন করল ব্র্যাণ্ট। এবং ঘোষণা করল যে, ইণ্ডিয়ানরা কোনো কারণেই রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের শপথ ভঙ্গ করবে না।

ঘাড়ের মাংসে দোলা দিয়ে হারকিমার বললেন, "ঠিক আছে, যোসেফ। কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো অর্থ হয় না।"

যা হওয়ার তাই হল। তিন শ জন লোক মার্চ করে নব্বই মাইল পথ অতিক্রম করে চলে এল দক্ষিণে। এখন আবার নব্বই মাইল পথ পার হয়ে ফিরে যেতে হবে।

"না, কোনো অর্থ হয় না," স্বীকার করল ব্র্যাণ্ট, "তবু আপনাদের দর্শন লাভে খুশী হয়েছি।" বিদ্রূপটা পুরোপুরি গোপন রইল না। বলল সে, "পুরনো প্রতিবেশী আপনি, আপনারা সবাই—সেই জন্যই আপানাদের বাড়ি ফিরে যেতে দিচ্ছি। এই অঞ্চলে আমরা আর উপদ্রব সৃষ্টি করব না। সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল বাটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য আমায় এখন ওসওয়েগো-তে যেতে হবে।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হারকিমার। করমর্দন করবার পর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, ধীর পদক্ষেপে ব্র্যাণ্ট তার পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে টিলা থেকে নেমে বনের দিকে চলে যাচ্ছে। জো বোলিয়ো আর ভাগনারকে ইশারা করতে গিয়ে দো-মনা অবস্থায় ছিলেন বলেই যেন তিনি ট্রাউজারের পকেট হাত ঢুকিয়ে মুষ্টি বদ্ধ করে রেখেছিলেন। একেবারে সর্বশেষ ইণ্ডিয়ানটি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হারকিমার।

তারপর তিনি বললেন, "সবাইকে হাজির হতে বলো।"

পুরো সৈন্যদলটি বন্দুক হাতে নিয়ে পাহাড়ের ওপর তাড়াতাড়ি উঠে এসে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড গর্জনধ্বনি বেরিয়ে এল বন থেকে। হঠাৎ দেখা গেল একদল ইণ্ডিয়ান ঝোপের ভেতর থেকে যেন উগরে পড়ল বাইরে। ফাঁকা জায়গায় এসে গাদা বন্দুকগুলো

ঘোরাতে লাগল। যুদ্ধকুঠারগুলো ওপর দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে আরো একবার তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল তারা।

"কেউ তোমরা লক্ষ্য ক'রো না ওদের।"

হারকিমারের কণ্ঠস্বর শান্ত এবং সংযত। পাইপের তামাক ধরিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তিনি সৈন্যদলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"কি জঘন্য ব্যাপার," বললেন তিনি, "ঝড় আসছে দেখতে পাই নি আমি। মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজতেই হবে আমাদের। চলো, শিবির তুলে দিয়ে বাড়ির দিকে কেটে পড়ি আমরা।"

ইণ্ডিয়ানরা তখনো বনের ধারে তীব্রস্বরে চিৎকার করছিল আর হাত-পা তুলে লাফালাফিও করছিল। ততক্ষণে ওরাও বজ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। হঠাৎ চারদিক থেকে মেঘ এসে গ্রাস করে ফেলল সূর্য। তা সত্ত্বেও ঢেউখেলানো উপত্যকার মধ্যে গুমোটপূর্ণ উত্তাপ তবু রয়েই গেল। তারপর আকাশ থেকে গোলাবর্ষণের মতো বড় বড় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল বৃষ্টি। ইণ্ডিয়ানরা ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। সৈন্যদলটাই শুধু একা একা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

একটু পরেই ওরাও ছুট মারল তাঁবুর দিকে। ছুটতে ছুটতে শুনতে পেল, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বন্দুক তুলে ইণ্ডিয়ানরা ফট্-ফট্ আওয়াজ করছে। কিন্তু ঝড় আর বজ্রপাতের মধ্যে খেলনার বন্দুকের আওয়াজের মতো শোনাল।

যখন শেষ লোকটি এসে শিবিরে পৌঁছে গেল তখন জেনারেলের তাঁবুটা খুলে ফেলা হয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত বুড়ো ঘোড়াটার পিঠের ওপর কুঁজো হয়ে বসে ছিলেন তিনি। জো বোলিয়ো বলল, "ওরা সবাই ভেগে গিয়েছে।"

দাঁত বার করে হেসে হারকিমার বললেন, "মুখে রং মাখার পর ওরা মেয়েমানুষদের মতো খুঁতখুঁতে হয়ে ওঠে।"

"যুদ্ধে যাওয়ার আগে এই ধরনের রং মাখে ওরা।" বলল কক্স।

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি," চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না জেনারেল। বলতে লাগলেন, "এবার বাড়ি ফিরতে হবে।" বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়িয়ে গলার স্বর উঁচুতে তুলে তিনিই বলতে লাগলেন, "এই অভিযানটা আমাদের পুরোপুরি ব্যর্থ হয় নি। একসঙ্গে মার্চ করতে শিখলাম আমরা। কেউ কারো সঙ্গে

খোঁচাখুঁচি করে নি।" দাঁত বার করে হাসলেন এবং মুখের ওপর থেকে জল মুছে ফেলে বললেন আবার, "ওহে শোনো তোমরা। মনে হচ্ছে খারাপ সময় আসছে। কিন্তু অনুতাপ করবার কারণ নেই তোমাদের। রঙমাখা ইণ্ডিয়ানদের দেখবার সুযোগ পেলে তোমরা। অতএব কাদের তাক্ করে গুলী ছুঁড়তে হবে তা তোমরা এখন জানতে পারেলে।"

এদের মধ্যে অনেকেই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই অভিযানের কি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এই ছোটখাটো জার্মান ভদ্রলোকটি যখন কথা বলে যেতে লাগলেন তখন এরা উপলব্ধি করল যে, সঙ্গে এদের এমন একজন লোক আছেন যিনি ওদের অনায়াসেই বনের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছেন এবং যিনি বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও মাথা ঠিক রাখতে পারেন। "ওহে শোনো তোমরা," বলতে লাগলেন হারকিমার, "বাড়ি ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাস কেটে শুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা ক'রে ফেলো। পিটার—" কর্নেল বেলিঙ্গারকে ডেকে বললেন, "যে-পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই ফিরে যাচ্ছি আমি। চেরী ভ্যালিতে আমাদের জন্য খাদ্য মজুত আছে, অবিশ্যি যদি ঐসব ইয়োরপীয় সৈনিকরা এর মধ্যে যেয়ে সব শেষ না করে দিয়ে থাকে। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যথেষ্ট খাবারই দিয়ে দিচ্ছি আমি। শর্ট-কাটের রাস্তা ধরবে। বাটারনাট ক্রীকের পথ ধরে যাবে। ইণ্ডিয়ানরা যদি কখনো জার্মান ফ্ল্যাট আক্রমণ করে তা হলে ঐ পথ দিয়েই আসবে তারা। ঐ অঞ্চলটা তোমার ভাল করে দেখে রাখা উচিত। জো বোলিয়া পথঘাট তোমায় চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

অতঃপর জার্মান ফ্লাটের সৈন্যদলটি উনাডিলার ওপরে সাসকুয়েহানা নদীটা হেঁটে পার হয়ে গেল। এখান থেকে সিধা উত্তরে বাড়ির দিকে পথ ধরল ওরা। বাটারনাট ক্রীকের পথ ধরে বাড়ি পৌছতে ইণ্ডিয়ানদের চলার পথ একটার বেশি পার হতে হল না ওদের।

এই অঞ্চলটা গভীর জঙ্গলে আবৃত। নাকানি-চোবানি খেয়ে একটা জলাভূমি পার হতে গিয়ে অ্যাডাম হেলমারকে ঠিক পাশেই দেখতে পেল গিল। শীতকালে এই লোকটির সঙ্গেই শিকার করতে বেরিয়েছিল সে।

"শিকারের পক্ষে এই অঞ্চলটা খুবই ভাল জায়গা," বলল হেলমার, "বহু বছর ধরে এখানে আমি শিকার করে বেড়িয়েছি। এই জায়গাটার সব কিছু আমার নখদর্পণে। আমাকে ধরতে পারে তেমন কোনো

ইণ্ডিয়ান এখনো জন্মায় নি। কিংবা এমন কোনো ইণ্ডিয়ান নেই যাকে আমি ধরতে পারব না এখানে।"

ওরা যখন অ্যান্‌ড্রাস্ টাউনে এসে পৌছল হেলমার তখন সৈন্যদল থেকে কেটে পড়বার অনুমতি চাইল! বাওয়ার-এর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। অনুমতি পাওয়ার পর পিছিয়ে পড়ে গিলের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল সে, "তুমিও তো আসতে পারো? পালির একটা বোন আছে। তার সঙ্গে বেশ মজা করতে পারবে।"

দাঁত বার করে হেসে গিল বললে, "আমি এখন মজুর খাটি, অ্যাডাম। কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আমাকে এখন ফিরে যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি ফসল কেটে খড় শুকিয়ে ঘরে তোলবার কথা যে হারকিমার বললেন তা তো তুমি শুনলে।"

"তুমি বলতে চাও তুমি বিবাহিত।" হেলমার তার স্বর্ণাভ কেশযুক্ত প্রকাণ্ড বড় মাথাটা নেড়ে বলল, "তুমি তো বীজ বপনের ব্যাপারে পিছিয়ে আছ, মিস্টার।" হো হো করে হেসে উঠল সে। লাইন থেকে বাইরে সরে এসে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

অ্যাডামের কাছে প্রতিটি মেয়েই এক-একটি হরিণী। কাউকে কাউকে এখনো শিকার করা হয়নি।

সৈন্যদলটি গোটা আষ্টেক খামারের মধ্যে দিয়ে সশব্দে চলে গেল। স্ত্রীলোক এবং ছেলেপেলেরা ছুটে চলে এল বেড়ার ধারে। কারণ, ইণ্ডিয়ানদের পায়ে চলার পথটা হঠাৎ ঘুরে গিয়ে এমন একটা রাস্তায় এসে পড়েছে সেটা সোজাসুজি চলে গিয়েছে ফোর্ট হারকিমার পর্যন্ত।

ফেরার মুখে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা সৈন্যদলটিকে ভেঙে দেওয়া হল। অন্ধকার হওয়ার আগেই বাড়ি পৌছে গেল গিল। নিজের বাড়িতে আলো দেখতে পেল না বলে পাথরের বাড়িটায় গিয়ে উঠল সে। দরজায় ফাঁক দিয়ে দেখল লানা, মিসেস ম্যাকক্লেনার আর নিগ্রো মেয়েটি একসঙ্গে বসে রয়েছে।

গিলকে নিয়ে বেশ খানিকটা হৈচৈ করল ওরা। মিসেস ম্যাকক্লেনার ছুটে গিয়ে মদ্য-ভাণ্ডার থেকে খানিকটা মদ নিয়ে এলেন। তারপর নিগ্রো মেয়েটিকে বাদ দিয়ে তিন জনে মদ খেলেন। গিলের বর্ণনা শুনে তিনি বেশ কয়েকবার শব্দ করলেন নাক দিয়ে। বললেন তিনি, "তোমার কথা শুনে মনে

হচ্ছে যে, একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক যেন সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছিল। আমাদের দরকার হচ্ছে পেশাদার সেনাবাহিনীর।"

"হারকিমারের সাহসের কিছু অভাব নেই।" বলল গিল।

"আমি তাতে সন্দেহ করছি না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি তাকে চিমটি কাটে তবেই সে সাহসী হয়ে উঠে। কিন্তু ভাই, চিমটি কেটে তো যুদ্ধ জেতা যায় না।" নাক দিয়ে শব্দ করলেন, গেলাসে চুমুক মারলেন, তারপর দাঁত বার করে হাসতে হাসতে তিনিই আবার বললেন, "কিন্তু বাছা, তুমি ফিরে এসেছ বলে খুশী হয়েছি আমরা। কি বলো ম্যাগডেলানা?"

লানাকে কেমন যেন একটু চুপচাপ বলে মনে হল। প্রশ্নটা শোনাবার পর মুখ নিচু করে সেলাইটা তুলে নিল হাতে। মুখটা ওর রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে।

"হাপ্, হাপ্," বলে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "সেলাইটা এখন রেখে দাও। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, লানা। ফিরে এসে ওখানেই তোমার সঙ্গে গিলের দেখা হওয়া উচিত ছিল। চলে যাও।"

হাতের ওপর লানার মৃদু স্পর্শটা গিল প্রায় অনুভবই করতে পারল না। প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গিলের দিকে চেয়ে লানা বলল, "ফিরে এসেছ বলে আমি খুশী হয়েছি, গিল।" তারপর সেই আবার বলল, "তুমি খুশী হও নি? আমি কিন্তু সত্যিই খুশী হয়েছি।"

"হ্যাঁ," গিল বলল, "বাঘের মতো খিদেও পেয়েছে আমার।"

॥ ৫ ॥

ঢোলশোহরত

অন্যান্য বছরের মতো এবারেও মোহক ভ্যালির উত্তর অংশে গ্রীষ্মকাল এসে গেল। শুধু গরম পড়ল বেশি। জুলাই মাসে এতো গরম পড়তে আগে কেউ কখনো দেখে নি। প্রতিদিনই তাপের মাত্রা এতো বেশি বাড়তে লাগল যে, বনজঙ্গল পর্যন্ত শুকিয়ে উঠতে লাগল। সেইজন্য ঘোড়া এবং গরুর পাল মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে লাগল গোলাবাড়িতে। হাওয়া আর্দ্র এবং তার মধ্যে এমন একটা ধুলোর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল যে, মনে হয়, কোথাও একটু স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে পড়লেই বুঝি সারা পৃথিবীটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

পুরুষরা ঘাসের মধ্যে দিয়ে কাস্তে চালাতে চালাতে হাতলের ওপর থেকে হাতের তালু পর্যন্ত ঘাসগুলোর পলকা শুষ্কতা অনুভব করছিল। মেয়েরা আঁকশি দিয়ে টেনে আনবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছে, ঘাসগুলো নিজে থেকেই শুকিয়ে খড় হয়ে গিয়েছে।

জার্মান ফ্ল্যাটের লোকেরা ঘাস কেটে শুকতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। ওরা ভাবতে পারছিল না যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এখন যুদ্ধ চলছে। সরল প্রকৃতির চাষীরা তাদের খড় আর গম চাষের চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছে। কেন যে যুদ্ধ হচ্ছে তার কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই তাদের। সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন হয়ে যখন তারা যুদ্ধের কথা ভাবতে বসে তখন ১৭৭৫ সালের গোড়াকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে তাদের। বাটলার আর জনসনরা আলেকজাণ্ডার হোয়াইট নামে শেরীফকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ভ্যালিটা পার হয়ে এসে হারকিমার-গির্জার সামনে থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার পতাকাস্তম্ভটা ভেঙেচুরে ফেলে দিয়ে এসেছিল। কগ্‌নাওয়াগাতেও তাই করেছিল ওরা। এখন দু'বছর ধরে কানাডায় গিয়ে বসে আছে।

কিঙসরোড দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যেসব বার্তাবহনকারীরা যাওয়া-আসা করছে তাদের সম্বন্ধেও কোনো খবর রাখে না এরা। দ্রুতবেগে চলে যায় তারা। মদ খাওয়ার জন্য থামেও না এখানে। যুদ্ধ সম্বন্ধে এদের যা ধারণা তা হচ্ছে যে পয়সা দিয়ে কিংবা খোশামোদ করেও দিন-মজুর পাওয়া যাচ্ছে না। স্ট্যানউইক্স দুর্গের চারদিকের জঙ্গলে পয়সা দিয়ে লোকজনদের কাজ করাচ্ছে কংগ্রেস। যেমন উদ্ভট জায়গা তেমন তাদের উদ্ভট কল্পনা—গরমের মতোই প্রাণান্তকর ব্যাপার।

স্ট্যানউইক্স দুর্গের কর্তৃত্ব করছে দু'জন লোক। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে একটি ওলন্দাজ যুবক। মুখের আকৃতিটা আপেল ফলের মতো এবং উঠতি বয়সের ছেলেদের মতো মুখটা তার গোমড়া। চোখ দুটো স্বচ্ছনীল। লোকটির নাম হচ্ছে পিটার গ্যানসভুর্ট। কর্নেল পদমর্যদাসূচক পোশাক পরে সে। পোশাক-পরিচ্ছদে ধোপদোরস্ত লোক। একটি সৈনিকের বউ (নামেমাত্র বউ) কাজ করে তার কাছে। সেই জন্য সৈনিকটির পরিবারে এখন ডবল আয় হচ্ছে। তার অধীনস্থ দ্বিতীয় অফিসারের নাম হচ্ছে লেফটেনেণ্ট কর্নেল

ম্যারিনাস উইলেট। চাষী বলে মনে হয় তাকে। মুখের আকৃতিটা লণ্ঠনের মতো দেখতে। মরচে ধরার মতো লাল লাল দাগ পড়েছে মুখে। নাকের আকারটা ময়লা তোলার নিড়ানির মতো। প্রথম যখন এল তখনই উপনিবেশের লোকেরা বলেছিল যে, ওর গায়ের গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা ইয়াঙ্কী। তা হোক, নিউ ইয়র্কের লোক সে। হাসতে আর আমোদ-আহ্লাদ করতে জানে।

সৈন্যদলের পাঁচ শ জন লোকই মনে করে যে, তাদের অফিসার দু'জন এক সময়ে ক্রীতদাসদের মজুর খাটাবার কাজ করত। তারা যে শুধু বেড়াটাকে নতুন করে তৈরি করল তা নয়। জন রুফের বাড়িটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে ধূলিসাৎ করে ফেলল। ফাঁকা জায়গায় জলপাইগাছের ঝোপগুলোকেও কেটে ফেলে দিল। তার চেয়েও খারাপ কাজ করল যখন ওরা উড ক্রীকের ওধারে গাছ কাটবার জন্য রোজ দুই দল করে লোক পাঠাতে লাগল। স্থানীয় মজুররা এই কাজের কোনো অর্থ বুঝতে পারল না ব্রিটিশদের যদি ভেতরে ঢুকতে দিতে না চাও তা হলে দুর্গটাকে এখন ভেঙেচুরে মেরামতের কাজ শুরু করলে কেন?

তারপর জুলাই মাসের সাত তারিখে আকস্মিক বজ্রপাতের মতো খবর এসে পৌঁছল যে, বারগয়েন টিকোনডেরোগা দুর্গটা দখল করে নিয়েছে। অবিশ্যি অধিক লোকই জানত না টিকোনডেরোগা জায়গাটা কোথায়। কিন্তু কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে হল, চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে ওরা।

সেই মুহূর্তেই জর্জ হারকিমার তার সৈন্যসমাবেশ করে ফেলল। এবং সৈন্যদের সে কয়েকটি রেঞ্জার দলে বিভক্ত করে দিল। কম্পাসের চারটি বিন্দুর মতো চারদিকে চারটি দলকে দিল পাঠিয়ে—ব্রিটিশদের অগ্রগমনের পথ বন্ধ করতে গেল তারা।

একদল গেল পশ্চিমে স্কাইলারের রাস্তা বন্ধ করতে, দ্বিতীয় দল গেল পুবে লিটল্ ফলস্ এর পাশে ফ্র্যাঙ্কের চটি পর্যন্ত। তৃতীয় দল এল দক্ষিণে অ্যানড্রাস-টাউনে আর চতুর্থটি গেল উত্তরে স্নাইডারবুশে। গুজব রটে গেল যে, বাটলার আর জনসনরা ভ্যালিতে ফিরে আসছে। সঙ্গে আসছে ইণ্ডিয়ান আর স্কচ হাইল্যাণ্ডাররা। সেনেকাদের প্রতি যত ভয় হাইল্যাণ্ডাদের প্রতিও তত ভয় জার্মানদের।

খবর এল স্কোহারী আর জারজিফিল্ডের জঙ্গলে লোক দেখা গিয়েছে।

রাতারাতি ছোট্ট টাউন ফেয়ারফিল্ড জনশূন্য হয়ে গেল। সাফ্রেন্স ক্যাসেল-ম্যান নামে একটি লোক টোরিদলের সমর্থক। সে গ্রামবাসীদের নিয়ে চলে গেল পশ্চিমদিকে। ব্ল্যাক ক্রীক উপনিবেশের একটি লোক খবরটা নিয়ে এল। বর্ণনা করে বলল সে, "মশাই, কুড়িজন স্ত্রী, পুরুষ এবং তাদের ছেলেমেয়েরা যে যা পেরেছে তাই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।"

খেতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর জার্মান ফ্ল্যাটের লোকেদের মনে সেই পুরানো জাতিবৈষম্যের ভয়টার পুনর্জন্ম হল। নিরাপত্তা-কমিটি নতুন নতুন আইনকামুন বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করতে লাগল। অনুমতি ছাড়া একজন নিগ্রো সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে বেরিয়েছিল বলে গুলী খেয়ে মরল। সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই শত্রু রোখবার বেড়াগুলোকে মেরামত করতে লাগল। এলড্রিজ ব্লকহাউসে হাতুড়িপেটার আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভেদ করে উঠে আসছিল ভ্যালির ওপর পর্যন্ত। গিল মার্টিন লানার সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টায় শেষ খড়-কুটা ব্যারাকবাড়ির ছাদের নীচে রাখতে রাখতে হাতুড়ির আওয়াজটা স্পষ্ট-ভাবে শুনতে পেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এলড্রিজ থেকে এসে জেকব স্মল বলল, "আমরা দুর্গের ওপরে একটা কামান বসিয়েছি।" এমন গর্ব সহকারে বলল যেন বেট্সী স্মল একটি নতুন পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। "একবার যদি আওয়াজ শোনো তা হলে বুঝবে ইণ্ডিয়ানরা এসে পড়েছে। যদি দু'বার কামান দাগার শব্দ হয় তা হলে কোনো জিনিসপত্র সঙ্গে না নিয়ে ষাট মাইল বেগে ছুটতে থাকবে। যদি তিন বার দাগে তবে নদী পার হয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তিনবার দাগার অর্থ হচ্ছে যে, ওরা এতো কাছে এসে পড়েছে যে ফোর্টের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেয়ারও সময় নেই।"

রাত্রের খাওয়া শেষ করে মেরিট রাইফেলটা নামিয়ে নিয়ে এল গিল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলে এসেছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিলকে বন্দুকটা পরিষ্কার করতে দেখে অনুমোদনসূচক মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, "তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, ম্যাগডেলানা। ওরা এখনো এসে পৌছয় নি।"

জ্যোৎস্না রাত্রে ধনুকের তীরের মতো নদীর ভাঁটির দিকে ছোট্ট একটা নৌকা এগিয়ে আসছিল। পেছনে বসে চওড়া-কাঁধওয়ালা একটি লোক ধীরে

ধীরে দাঁড় বেয়ে চলেছে। আর সামনের দিকে বসে বৈঠা দিয়ে জল টানছে বোলিয়ো। ওর স্বভাব অনুযায়ী মুখের ওপর একটা নিদারুণ শ্রান্তির ভাব দেখা যাচ্ছে।

ঝরনার ওপরে একট জায়গায় এসে নৌকাটা দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওয়ারনার ডাইগার্টের বাড়ির পাশ দিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে নেমে যেতে লাগল। ওরা এসে দেখল, নিকোলাস হারকিমার তাঁর বাড়ির দেউড়িতে বসে রয়েছেন।

"কে?"

"আমি স্পেনসার, হন্নিকল।"

উঠে পড়লেন হারকিমার। সেই চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল।

"তুমি কোথা থেকে, টম?"

স্পেনসার বলল, "ওনোনডাগা।"

"ব্যাপার কি?"

"ইণ্ডিয়ানরা ওসওয়েগোতে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে আছে বাটলাররা আর সার জন জনসন।"

"সবসুদ্ধ কত লোক?"

"চার শ পেশাদার সৈন্য। তা ছাড়া ইংরেজদের অষ্টম আর চৌত্রিশ নম্বর সেনাবাহিনী আছে। সবুজ ইউনিফর্ম পরা টোরিদলের ছ'শ লোক রয়েছে সঙ্গে। ব্র্যাণ্ট আর তার মোহকদের সঙ্গে সেনেকারাও সবাই এসেছে। কায়ুগা আর কিছু কিছু ওনোনডাগাদেরও দেখলাম। হয়তো হাজার লোক হবে।"

ভীষণ আওয়াজ করে হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন, "সৈন্য পরিচালনা করছে কে?"

"শিলিঙ্গার নামে একটি লোক।" (স্থানীয় ভাষায় কর্নেল ব্যারি সেইণ্ট লেজারের নামটা ছোট করে বলল স্পেনসার।) "তার একটি বিরাট তাঁবু এবং পাঁচটা চাকর আছে।"

"তার নাম আমি শুনি নি কখনো," বললেন হারকিমার, "সে কি সৈন্য-বাহিনীর লোক, টম?"

ইণ্ডিয়ান কামারটি জবাব দিল, "আমি জানি না। সোনালী ফিতে লাগানো লাল কোট গায় দেয়।"

"খবরটার জন্য ধন্যবাদ।" বললেন হারকিমার। তারপর চিৎকার করে একজন নিগ্রোকে ডেকে বললেন, "মিস্টার আইজেনলর্ডকে খবর দাও। ফ্রাঙ্কের চটিতে তাকে পাবে। তাড়াতাড়ি যাও।" জো-র দিকে ঘুরে তিনিই আবার বললেন, "আমি নিজে এসব লিখতে পারব না। কী বিশ্রী গরম আজ।"

জেনারেল যা বলে যেতে লাগলেন আইজেনলর্ড তাই ইংরেজী করে স্পষ্টাক্ষরে লিখে যেতে লাগল :

যেহেতু ইহা নিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে যে, খ্রীষ্টান এবং বর্বর সহ প্রায় দুই সহস্র শত্রু আমাদিগের সীমান্ত আক্রমণের উদ্দেশ্য ওসওয়েগোতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেই হেতু ইহাই আমি যুক্তিযুক্ত এবং অতীব জরুরী বলিয়া মনে করি যে, শত্রুগণ সমীপবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষার জন্য আমার আদেশ পাইবামাত্র ১৬ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রতিটি সুস্থ পুরুষ কর্তব্য সম্পাদন হেতু তৎক্ষণাৎ অস্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম লইয়া আমার পূর্ব নির্দেশিত স্থানে উপস্থিত হইবে ; এবং তৎপর দেশরক্ষার ন্যায্য দাবি লইয়া প্রকৃত দেশভক্তের মতো সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং যাহারা ষাট বৎসরের অধিকবয়স্ক কিংবা প্রকৃতই অসুস্থ এবং পথভ্রমণে অশক্ত তাহারাও শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে সশস্ত্র অবস্থায় যার যার নিজস্ব গৃহে একত্র হইয়া স্ত্রীলোক ও বালক-বালিক-গণ সহ সবসাধ্য প্রয়োগ করিয়া, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবে···।

স্পেনসার ইতিমধ্যে বনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। সেইণ্ট লেজারের সম্মুখ-বাহিনী উড ক্রীকে এসে পৌছল কিনা তার উপর নজর রাখবে সে।

হারকিমারের ঢোলশহরতের কপিগুলো সারা দেশময় বিলি করে দেবার জন্য আইজেনলর্ডকে নদীর ওপারে পার করে দেওয়া হয়েছে। জো বোলিয়ো ছাড়া এখানে অন্য কেউ আর ছিল না। নিজের মনেই বলছিল সে, শুকিয়ে গলাটা তার এতো বেশী খরখর করছে যে, মুরগী পর্যন্ত ডেকে উঠত। অর্থাৎ একটু মদ্যপান করতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু হন্নিকল এমন কঠোর মুখ করে অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন যে, কথাটা তুলতে সাহস পেল না সে। কেনো একটা মজার গল্প মনে করবার চেষ্টা করল। কিন্তু

লোবেলিয়া জ্যাকসন আর সেই খেতমজুরটার গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প তার মনে পড়ল না। হুন্নিকল আবার অশ্লীল গল্প শুনতে ভালবাসেন না।

অতএব মনের স্ফূর্তিতে জো বোলিয়ো বসে বসে এক চুমুক বীয়ার পানের কথা ভাবতে লাগল। একবার সে দাগ কাটা নীল গেলাসের মধ্যে বীয়ার দেখছে আবার দস্তা নির্মিত মগ-এর মধ্যেও কল্পনা করছে। বীয়ারের চিন্তায় ক্রমে ক্রমে এতো বেশি তৃষ্ণার্ত বোধ করতে লাগল যে, কল্পনায় এক বীয়ার-ভর্তি ছিপি খোলা পিপে দেখতে পেল এবং তাতে মুখ ঠেকিয়ে সত্যি সত্যি সে যেন মদ খাচ্ছে এরূপ ভাবতে লাগল।

নিজেকে নাড়া দিয়ে হারকিমার বললেন, "এ্যাঃ, জানি তোমার তেষ্টা পেয়েছে।"

"কি করে বুঝলেন আপনি, হুন্নিকল? আমি তো কিছু বলিনি।"

এক মুহূর্তের জন্য সেই ছোট-খাটো জার্মানটির কণ্ঠস্বর কৌতুকরসে সিক্ত হয়ে উঠল।

"এ্যাঁঃ," বললেন তিনি, "বুঝে ফেলেছি।"

"বুঝলেন," জো স্বীকার করল, "তা যদি বলেন তবে কথাটা সত্যি।"

"মারিয়া", জেনারেল ডাকলেন।

তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এসে ঝুঁকে দাড়াল সামনে। মেয়েটির বয়স কম আর দেখতে বেশ মোটাসোটা এবং শান্ত। স্ত্রী না হয়ে মেয়েটি জেনারেলের কন্যা হতে পারত। সিঁড়ির ওপর উঠে আসতেই হারকিমার হাত বাড়িয়ে তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, "মারিয়া, জো বোলিয়োর তেষ্টা পেয়েছে। এবং আমারও তেষ্টা পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দুটো বড় মগে করে আমাদের দু'জনের জন্যই বীয়ার নিয়ে এসো।"

"নিয়ে আসছি, নিকোলাস।"

ত্রুটি স্বীকার করার মতো স্বরে তিনি বললেন, "নিগ্রোগুলোকে এখানে এখন চাই না।"

"আমি বুঝতে পেরেছি।" বলল তাঁ স্ত্রী।

ফিরে আসতে অনেক সময় লাগছে বলে মনে হল জোর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে এল সে। স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে হারকিমার তাকে হাত দিয়ে ধরে রাখলেন।

"তা হলে এসো জো, একটু আনন্দ করা যাক।" মগ্‌টা উঁচু করে তুলে ধরলেন জেনারেল।

বনবেড়ালদের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি সম্বন্ধে যে গল্পটা প্রায়শঃই বলে থাকে জো, সেটা বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। মগটা তুলে ধরে জো বলল, "মিস্টার আর মিসিসের উদ্দেশে।"

মদ্য-ভাণ্ডারে মজুত করে রাখা ছিল বলে বীয়ার বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে। রাত্রির অন্ধকার ঘন। নিচু হয়ে চন্দ্র নেমে এসেছে ঝরনা পর্যন্ত এবং জ্যোৎস্নার আলোয় চিকমিক করছে জল। ভাঙাচোরা জলস্রোতের আওয়াজ বাড়ি থেকে অল্প অল্প শোনা যাচ্ছে।

"আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি," ধীরে ধীরে বলতে লগলেন হারকিমার, "মারিয়ার বয়স কম।" হাতটা শক্ত করে তিনিই বললেন, "স্ত্রী যখন মারা যায় তখন আমি ভাবতে পারি নি যে, তার ভাইঝিকে আমি বিয়ে করব।"

"সবই এক পরিবারের মধ্যে রইল।" জেনারেলকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল জো।

"হ্যাঁ," গম্ভীরস্বরে জেনারেল বললেন, "তা তো এখানেও দেখতে পাচ্ছি। স্কাইলার সাহায্য করতে চায় না। সে লিখেছে যে, আমি সাহায্য চেয়েছি বলে আমার লজ্জিত বোধ করা উচিত। সে বলে যে, যোসেফ ব্র্যাণ্টের সঙ্গে শত্ত করার আমার কোনো অধিকার নেই। এখন কক্স আর ফিশার এবং আরো কেউ কেউ আমাকে দোষ দিচ্ছে, কারণ ব্র্যাণ্টকে আমি কেন গুলী করে মেরে ফেলে নি এবং অলব্যানি থেকে কেন আমি সৈন্য চেয়ে পাঠাই নি। ওরা ম্যাসাচুসেটস্-এর কিছু সৈন্য ডেটন দুর্গে পাঠাবে। ব্যস, সাহায্য বলতে এইটুকুই। আমি যা করি সবই না কি ভুল।"

"চুলোয় যাক—হন্নিকল, সবাই আপনার পেছনে আছে। গেঁয়ো চাষীর দল আর আমার মতো জংলী মানুষরা সকলেই আপনাকে সমর্থন করে।"

"খুশী হলাম। যাই হোক, প্রচণ্ড রকমের যুদ্ধ একটা আমাদের করতেই হবে। জো, আমরা সবাই এক পরিবারের লোক। আমাদের এবং জনসনের —কারো দিকেই শেষ পর্যন্ত একটিও সৈন্য আর বেঁচেবর্তে থাকবে না। তুমি হয়তো ভাবছ, আমার কথার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনো সম্পর্ক নেই।"

॥ ৬ ॥

সৈন্যসমাবেশ

ফোর্ট স্ট্যানউইক্স

২৮শে জুলাই, ১৭৭৭

স্যার,

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি যে, জার্মান ফ্ল্যাট এবং আমাদের মধ্যে যোগাযোগের পথগুলো বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একদল ইণ্ডিয়ানকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য কর্নেল বাটলারকে আদেশ করেছেন সার জন জনসন। আজ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে, হয়তো তার আগেই, ওসওয়েগো থেকে যাত্রা করবে তারা। এদের পেছনে পেছনে টোরি দলের পেশাদার সৈন্য আর ভবঘুরে কানাডিয়ানদের নিয়ে গঠিত এক হাজার লোকের একটি বাহিনী নিয়ে রওনা হবেন সার জন। এ ছাড়া আরো যত ইণ্ডিয়ান সংগ্রহ করতে পারবেন তাদেরও সঙ্গে আনবেন। আমি আশা করি এই সব খবর শুনে নিরুৎসাহিত না হয়ে আপনারা সবাই একযোগে দুর্বৃত্তদের শাস্তি দেওয়ার জন্য অস্ত্রধারণ করবেন। এবং আস্থা রাখবেন আমাদের যা করবার তা আমরা করব।

ভবদীয়

ম্যারিনাস উইলেট।

চিঠি পাওয়ার পর জেনারেল হারকিমার নাক ঝাড়ার মতো মুখ দিয়ে শব্দ বার করলেন। তারপর সবচেয়ে ভাল কোট-টি গায়ে চাপিয়ে সোজাসুজি ফোর্ট ডেটনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কর্নেল ওয়েস্টনের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি।

কর্নেল ওয়েস্টন একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ম্যাসাচুসেটস থেকে আগত লোকেদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সৈনিক যিনি জার্মান উপনিবেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন। বিশেষ করে জার্মানদের তিনি পছন্দ করেন না কিন্তু যাদের গায়ে ব্রিটিশ অভিজাত্যের গন্ধ আছে তাদের আরো বেশি অপছন্দ করেন। এবং তিনি তাঁর সরবরাহের বিভাগ থেকে

খাদ্য পাঠাবার জন্য তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। আরো বললেন যে, যত তাড়াতাড়ি পারেন কর্নেল মেলনের অধীনে দু'শ লোক তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

উনত্রিশ তারিখে স্পেনসারের কাছ থেকে একটা লিখিত বার্তা পেলেন হারকিমার। যুদ্ধের মধ্যে ওনাইদা উপজাতির লোকেরা যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে এটা তার প্রথম স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি।

স্পেনসারের লিখিত বার্তা:-"উপজাতিদের দলপতিরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে আমায় জানিয়েছে যে, স্ট্যানইউইক্স দুর্গ দখলের জন্য রাজার দলের সেনাবাহিনী আর চারদিনের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবে। ওরা মনে করে যে, তার আগেও চলে আসবার সম্ভাবনা আছে।

তারা বলছে যে, স্ট্যানউইক্সের সেনাপতিরা যেন দ্বিতীয় একটি টিকোনডেরোগার সৃষ্টি না করেন। তাঁরা সাহসের পরিচয় দেবেন বলেই আশা করছে দলপতিরা।

খবরটা যেন জেনারেল স্কাইলারের কাছে তাড়াতাড়ি পৌছয় এবং তিনি যেন একটা সুদক্ষ সেনাবাহিনী এখানে পাঠিয়ে দেন। নিউ ইয়র্কে সৈনিকদের কিছু করবার নেই। আমাদের বিশ্বাস সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক বসে রয়েছে। আমাদের মনে হয়, শত্রুপক্ষের একটি দল বনের মধ্যে ঢুকে জনসাধারণের আসা-যাওয়ার পথটা কেটে দিয়েছে। ওরা এসে পৌছলেই আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাব। এটাই হয় তো আমাদের শেষ বার্তা প্রেরণ......

একটা কাজ আর বাকী ছিল। রাত্রির আগেই ভ্যালির থেকে শুরু করে জন্‌স্টাউন পর্যন্ত লোক পাঠিয়ে হারকিমার খবর দিলেন যে, আগস্ট মাসের তিন তারিখে স্থানিক সেনাবাহিনীর সবাই যেন ডেটন দুর্গে এসে মিলিত হয়।

সেই রবিবার সকালবেলা নদীর ওপারে হারকিমার-গির্জার ঘাটাধ্বনি শুনে গিলের মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণ খামারটার দিকে চেয়েছিল সে। আগস্টমাস হলেও হাওয়া তখনো

গরম রয়েছে। চেয়ে চেয়ে দূরের ঐ নীল নদী আর জঙ্গলে আবৃত পাহাড়টা দেখছিল সে। আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত কেল্লার ঢিবিগুলোর বাইরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করতে করতে ঘণ্টাধ্বনি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে পা টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে গির্জায় গিয়ে ঢুকে পড়ল।

নিজের বাড়িঘর পুড়ে যাওয়ার পর ওর মনে যেরকম বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল, দৃশ্যটা দেখে এখন সেই রকম বেদনাই অনুভব করল গিল। শীতকালের কথাটা মনে পড়ল। ভাবল, তার আগে পর্যন্ত সে আর লানা কতো সুখেই না বাস করছিল সেখানে। ওর মনে হচ্ছে, লানা যেন সম্প্রতি সেই পুরনো মনোভাবটা ফিরে পাচ্ছে আবার।

কিন্তু অ্যাডাম হেলমার এসে সৈন্যসমাবেশের খবর দেওয়ার পর লানা আবার নির্জীবের মতো হয়ে গেল। হেলমার এখন রেঞ্জার দলে ভর্তি হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের কাজ করে সে।

এমন নিঃশব্দে রান্নাঘরে কাজ করছিল লানা যে, গিল বুঝতে পারছিল না ওখানে সে কি করছে। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে গিল দেখল ওর টুপীর জন্য দলের নিদর্শনস্বরূপ একটা নতুন ফিতে সেলাই করছে আর গাল বেয়ে ধীরে ধীরে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। ওর আনত মাথা আর নিঃশব্দ কান্না দেখে গিলের মনটা নরম হয়ে এল।

"এমনি করে কেঁদো না, লানা।"

"জানি", লানা বলল, "কাঁদা উচিত নয়।" মুখ না তুলেই বলতে লাগল, "কিন্তু গিল, শেষের দুটো দিনের কথাই শুধু ভাবছি। নতুন রকমের অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছিলাম। জানি না দেরি হয়ে গেল কিনা।"

"দেরি?" অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করতে করতে গিল বলল, "ও হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি ভাবছ আমি যদি গুলি খেয়ে মরে যাই..... না লানা, আমি মরব না।"

"না, না, না—সেকথা নয়। ভাবছিলাম আবার আমায় তুমি ভালবাসতে পারবে কি না।"

"নিশ্চয়ই।" বলল সে।

"জানি। তোমার মতো ভাল স্বামী অন্য কারো ভাগ্যে কখনো জুটবে না। আমি চাই এই কথাটা তুমি বিশ্বাস করো।" তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে।

হাতের মুঠোর ওপর টুপীটা তুলে ধরে হাতের পেছন দিয়ে চোখের জল মুছে মৃদু হেসে বলল, "টুপীটা পরো।"

স্কাইলারে প্রথম সৈন্যসমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার দিন গিল যেমনভাবে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আদেশ পালন করেছিল আজো তাই করল। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিটা যে আলাদা দু'জনেই তা বুঝতে পারল।

"লানা, তোমার কোনো ভয় নেই। মিসেস ম্যাকক্লেনারের কাছেই থাকবে তুমি।" একটু থেমে গিল আবার বলল, "যদি সেরকম কোন ভয়ের ব্যাপার ঘটে ····।"

"থাকব, গিল।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁর বাড়ি থেকে নেমে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনো যাও নি? ভালই হয়েছে। এই জিনিসটা গিলকে দিতে চেয়েছিলাম আমি।" কাঁচা চামড়ার ফাঁসে আটকানো ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক গিলের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

"এর মধ্যে ব্র্যাণ্ডি আছে," বললেন তিনি, "যুদ্ধ করবার সময় বারুদের পরেই সবচেয়ে দরকারী জিনিস হল ব্র্যাণ্ডি।"

ভদ্রভাবে লানা বলল, "জিনিসটা ভারি সুন্দর।"

"আমার স্বামী রাত্রে এটা ব্যবহার করত।" লম্বা নাকের ছিদ্র দিয়ে বিধবাটির নিঃশ্বাস ফেলার কেমন যেন একটু অসুবিধা হল। তিনি বললেন, "এখন এটা আমার কোনো কাজেই লাগে না। তাই ভাবলাম তোমাকে দিয়ে দিই। তোমার দরকার হবে।"

গিল তাঁকে ধন্যবাদ দিল।

এক মুহূর্তের জন্য অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। তারপর মিসেস ম্যাকক্লেনার মুখ তুলে বললেন, "রণবাদ্য।"

অবিশ্রান্তভাবে ঢাকের বাদ্য বেজে চলেছে। তারই ঘর্ঘর শব্দ কিঙসরোড পর্যন্ত উঠে আসছে। দরজার দিকে এগিয়ে গেল গিল। তারপর কণ্ঠস্বর একটু উঁচুতে তুলে বলল, "ঐ ক্লক আর প্যালাটাইন রেজিমেণ্ট আসছে। আর দেরি করতে পারছি না, চলি।"

লানাকে চুম্বন করবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে, কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার এসে

দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "তোমাকে আমি চুম্বন করব, গিলবার্ট মার্টিন। এখনই বরং শেষ করে ফেলি। কেননা বিধবার মুখের স্বাদস্পর্শ নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই চলে যেতে চাও না।" গিলের মুখটা দুহাত দিয়ে টেনে নিয়ে তার গালের ওপর অদম্য উৎসাহে চুম্বন করলেন।

"এসো বাছা, গুডবাই।" স্কার্টের কাপড়ে খসখস আওয়াজ তুলে দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

গিল তার টকটকে লাল মুখটা লানার দিকে নিচু করে দিল।

"চললুম, লানা।"

লানা তার ঠোঁট দুটো উঁচু করে ধরে হঠাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলল। গিল দেখল, ওর চোখের পাতার কালো কালো লোমের গোড়ায় জল জমে উঠেছে।

"চলি" দ্বিতীয়বার বলল সে, "চিন্তা করো না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা দুজনেই বিপদ কাটিয়ে উঠব।"

বন্দুকটা উঁচুতে ধরে কম্বলের গাদাটা ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখল সে। তারপর দৃঢ়পদে এগিয়ে গেল বেড়ার দিকে। সেখানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বিদায় জানাল। রাস্তায় যখন নেমে পড়ল তখন প্যালটাইন সেনাদলটা একশ গজের চেয়েও কাছে এগিয়ে এসেছে।

লানা শুধু ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। ঘাড়ের ওপর রাইফেলটা রেখে বেড়ার ওপাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। রাইফেলের লম্বা নলটা যেন আঙুলের মতো বাড়ির দিকে দিক নির্দেশ করছে। তারপর মুহূর্তের জন্য ঢাকের কর্কশ আওয়াজটা ওর বোধশক্তিকে দিল লুপ্ত করে।

লানা অনুভব করল মিসেস ম্যাকক্লেনার ওর কোমর জড়িয়ে ধরে কানের পাশে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছেন।

"মেয়েদের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই কঠিন," বিধবাটি বলতে লাগলেন, "বহুবার অনেককেও এমনিভাবে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে দেখেছি। বলত, বিদায়। তারপরেই ব্যস, চলে যেত। হয়তো গিয়ে হাত তুলে ইশারা করছে, কিন্তু তোমার দিকে তখন তার দৃষ্টি নেই, আর তখন সে তার সঙ্গীদের কথা ভাবছে। পুরুষরা একত্র হওয়ার পর তোমার কথা তার মনে নেই আর।"

আরো একটু দৃঢ়ভাবে কোমরটা পেঁচিয়ে ধরলেন তিনি।

"সে যদি তোমার ছেলে হয় তা হলে ব্যাপারটা দুঃখজনক হয়ে ওঠে, এমন কি বাপের বেলায়ও তাই।" নাকের ছিদ্রে আবার যেন অসুবিধে বোধ করলেন তিনি। বলতে লাগলেন, "সে যদি তোমার ছেলে হয় তা হলে উপায়ান্তর থাকে না—আর যে কোন লোকই বাপ হতে পারে। কিন্তু মেয়েদের জীবনে ভাল স্বামী পাওয়ার সুযোগ বারবার আসে না।"

রাস্তার বাঁকের মুখে পৌছে গিয়েছিল গিল। পেছন দিকে আর ফিরে তাকায় নি সে। সেই রাস্তা ধরে এখন প্যালেটাইন চাষী-সৈনিকদের অসমান সারিগুলো কস্টসহকারে হেঁটে চলেছে। এমনভাবে কুঁজো হয়ে হাঁটছে মনে হচ্ছে যেন মাঠে লাঙল দিচ্ছে বুঝি। সাধারণ সৈনিক আর অফিসারদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সাধ্য নেই—শুধু কর্নেলকে দেখে চেনা যাচ্ছে। ময়দার বস্তার মতো সে তার কালো রঙের ঘোড়াটার ওপর চেপে বসেছে। এই ঘোড়ায় করেই কর্নেল তার জমির জন্য সার বয়ে নিয়ে আসত।

॥ ৭ ॥

কুচকাওয়াজ সহকারে যাত্রা

উপনিবেশের চারদিক থেকে অস্বস্তি বোধ করতে করতে সৈনিকদের দলটা এসে উপস্থিত হতে লাগল। যে-টিবিটার ওপর দুর্গটা তৈরি করা হয়েছে তারই ধারে নিকোলাস হারকিমার সাদা রঙের বুড়ো ঘোড়াটার ওপর দু' পা ফাঁক করে বসে হাত দুটো গুরুভারের মতো ফেলে রেখেছেন ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপর।

তিনি তাঁর গভীর কণ্ঠস্বরটির সদ্ব্যবহার করছিলেন। প্রতিটি সৈন্যদলের সমাবেশের আলাদা আলাদা স্থান নির্বাচনের জন্য কখনো একটি অফিসারকে ইংরেজীতে আদেশ দিচ্ছেন, আবার কখনো বা বলদ এবং ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে যে-সব রসদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেগুলোর লিস্ট মিলিয়ে দেখছিলেন। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী কিংবা চেনালোক সামনে পড়লে দেহাতী জার্মান ভাষায় তাদের তিনি প্রীতিসম্ভাষণও জানাচ্ছিলেন।

গিল যখন প্যালটাইন সৈন্যদলের আগে আগে গ্রামের মধ্যে এসে পৌছল

তখনো সে জেনারেলকে সেই একই অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে দেখল। যুদ্ধে যাওয়ার সেই পুরনো রঙ-ওঠা নীল কোটটাই পরেছেন তিনি। শ্বাসরুদ্ধ করার মতো গরমের মধ্যে জামাটা আরো বেশি গরমের সৃষ্টি করছে। তার ফলে গাল বেয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় ঘামের স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বসে বসে তিনি কর্নেল কক্সের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কথা শুনছিলেন।

"ঠিক আছে কর্নেল," শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি, "তুমি যদি আজ রাত্রেই এগিয়ে যেতে চাও তো যেতে পারো। কিন্তু স্টারিং ক্রিক ছাড়িয়ে আর যেও না। অবিশ্যি তোমার রেজিমেণ্টের সব কটি লোক এসে না পৌছনো পর্যন্ত যেতেও পারবে না। স্নেইপ আর ডিভেনডর্ফের সৈন্যদল দুটোর টিকি এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

গরম আর মদ্যপানের ফলে কক্সের মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল। সে বেশ জোরে জোরে বলল যে, এখানে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে এবং সে শুধু তার নিজের দলটিকে নিয়েই টোরীদের আচ্ছামতো প্রহার দিতে পারে। কারো নির্দেশ ছাড়াই কক্স তার নিজের দলের লোক কটাব দায়িত্ব নিতে পারবে।

"যা তোমায় বললাম তা হচ্ছে গিয়ে আমার আদেশ," শেষবারের মতো তীক্ষ্মস্বরে হারকিমার বললেন, "আদেশগুলো যদি না মানো তা হলে কর্নেল ওয়েস্টন তার সাক্ষী থাকবে।"

ডেটন দুর্গের সেনাপতি কর্নেল ওয়েস্টন রূঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়ে হারকিমারকে সমর্থন করল এবং রণপিপাসু কর্নেলটির চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখের ইয়াঙ্কী-তেজ বিস্ফুরিত করে বলল, "আগে থেকেই আমি সব লক্ষ্য করছিলাম।"

"বেলিঙ্গারের সেনাদলটাকে দেখছি না তো?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"ডাক্তারের বাড়ি এখনো পার হয় নি তারা।" সিগুর্সবুশের একটি চাষী পরমানন্দিত মেজাজে প্রশ্নটার জবাব দিল। বলতে লাগল সে, "সেবারের কথা মনে পড়ছে। লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছিল কক্স।" দাঁত বার করে হাসতে হাসতে সেই-ই বলল, "ছেলেবেলায় শিকার করে বেড়াত আর দশক জনমনের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলত। এই তো কাজ ছিল তার। আর এখন ভাবছে কর্নেল টাইটেল পেয়ে ভদ্রলোক বনে গিয়েছে।"

কিন্তু সিগুর্সবুশের লোকটি যা লক্ষ্য করে নি গিল তাই লক্ষ্য করল।

সে দেখল, অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে অনেকেই কক্সের দিকে চেয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করছে। কক্সের মতো তারাও বেশ সুন্দর সুন্দর ঘোড়ায় চেপে এসেছে। ঘোড়ার জিনগুলো বিলেতী। তাদের পায়ের বুট জুতো-গুলোর চাকচিক্য চোখে পড়বার মতো। তাদের পাশে হারকিমারের সাজসজ্জা, ঘোড়া আর তার গায়ের কোটটাকে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ দেখাচ্ছে। তাঁকেও যে একটি জীর্ণ মানুষ বলে ভাবছে ওরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জর্জ উইভার প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে বলল, "একেবারে ঠিক শেষমুহূর্তে এসে গিয়েছে গিল। লানা কেমন আছে? প্রায় একমাস হল ওকে আমরা দেখি নি।"

"ভাল আছে সে," গিল জিজ্ঞাসা করল, "এমা কেমন আছে?"

"ভালই। সে ভাবছিল, লেপের একটা প্যাটার্ন আনবার জন্য লানার কাছে যাবে। আমি চলে আসবার পরে সেখানে যাবে বলে বলছিল এমা।"

"খুব ভাল কথা।" বলল গিল।

পুরো দলটিকে এখানে উপস্থিত দেখে বাড়িঘর ভস্মীভূত হওয়ার আগে সেই প্রথম সমাবেশের দিনটার কথা আরো বেশি স্পষ্টভাবে মনে পড়ল গিলের। রিয়েল তার সেই একবার পরিষ্কার করে রাখা বন্দুকটা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যুদ্ধের চিন্তায় ম্যাকনডকে একটু ফেকাশে দেখাচ্ছে। রেম কপারনলও এসেছে।

গিল তাকে বলল, "আমি ভেবেছিলাম ষাট পার হয়ে গিয়েছ তুমি।"

সাদা চুলওয়ালা ওলন্দাজটি বলল, "ভাবছ, খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছি? যীশুর নামে দিব্যি কেটে বলছি, ইংরেজদের তাক্ করে গুলী ছুঁড়তে ওলন্দাজরা কখনো বুড়ো হয় না।"

উইভার বলল, "আজ রাত্রে রাস্তার ধারে ঠিক এই জায়গাতেই তাঁবু গাড়তে হবে আমাদের। ফিশারের মোহকদল আর ক্যাম্পবেলের দ্রুতগামী সেনাদল দুটোর জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।"

"আমি তো ভেবেছিলাম ব্র্যাণ্টের সঙ্গে এখানে কোথাও থাকবে ওরা।"

"ব্র্যাণ্ট পশ্চিম অঞ্চলে ফিরে গিয়েছে আবার," বলল উইভার, "এখন সে স্ট্যানউইক্সে আছে।"

কথা শুনে একটি লোক অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "সেই ইণ্ডিয়ানটা বনের ভেতর দিয়ে হাওয়ার আগে আগে দৌড়তে পারে। তার খবর পাওয়ার আগেই হয়তো উপস্থিত হবে সে।"

"যেখানে এসেই উপস্থিত হোক নিজের মাথা সম্বন্ধে তার বরং একটু সাবধান থাকা ভাল।" উত্তেজিত স্বরে বলল রিয়েল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের বাগানের একটা বাঁধাকপির দিকে তাক্ করে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল।

একটা থাবড়া মেরে নলটাকে নিচু করে দিয়ে গর্জন করে উঠল জর্জ উইভার, "কাউকে খুন করতে চাও না কি?"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মনে হল, অনাবৃষ্টির কষ্ট বোধহয় শেষ হয়ে এল; দক্ষিণের পর্বতচূড়ার ওপর দিয়ে ছাই-রঙা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ যেন সাদা সাদা উড়ন্ত ঘোমটা পরে মাথা খাড়া করতে লাগল। বজ্রপাতের দূরাগত গুড় গুড় শব্দ শোনা গেল, কিন্তু বৃষ্টি পড়ল না। বলদের গাড়িগুলোর পাশে আগুন জ্বালাল ওরা। খাদ্যদ্রব্য নামিয়ে আনা হল। শুয়োরের মাংস ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। একসঙ্গে বসল সবাই। আরামদায়ক বিছানা থেকে এদের বার করে এনেছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল ওরা। ফেড কাস্টের মতো মানুষরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, শুধু মাটির ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবার জন্য পুবদিকে সাত মাইল পথ হেঁটে এসে আবার পরের দিন সাত মাইল পথ হেঁটে ফিরে যাওয়ার অর্থ কি।

"আমি অবিশ্যি একসঙ্গে শুতে হচ্ছে বলে তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করছি না," ব্যাখ্যা করে বলল কাস্ট, "একটা কথার কথা বললাম শুধু।"

"সঙ্গে করে বিছানাটা তুমি নিয়ে এলেই পারতে।" কে একজন বলল।

হ্যাঁ, ক্যাটিকে সুদ্ধ।" মন্তব্য করল রিয়েল।

হাসতে হাসতে কাস্ট বলল, "কথাটা আমিও ভেবেছিলাম। তারপর মনে হল তোমাদের মতো একটি শুয়োরের দল মাথা গোঁজবার চেষ্টা করলে বিছানায় আর জায়গা থাকবে না।"

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নদী পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফেলল জর্জ উইভার। সেখানে পিটার টাইগার্টের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন হারকিমার। মোহক রেজিমেণ্ট বেশ দেরি করে এসে পৌঁছল। অনেকেই তাদের লক্ষ্য

করে নি। লক্ষ্য করল, যখন ওরা দেখল কর্নেল ফ্রেডরিক ফিশার, মাথার সব ক'টি চুল পেকে যাওয়া সত্ত্বেও ফুলবাবু সেজে ঘোড়ায় চেপে স্বচ্ছন্দ গতিতে টাইগার্টের বাড়ির দিকে চলে গেল।

"বুঝলে, ওরা এসে পৌঁছে গিয়েছে। আমি এবার শুয়ে পড়ছি।" বলল উইভার।

কম্বলের ওপর গড়িয়ে পড়ল সে। রিয়েল বলল, "শুয়ে পড়লে বটে, কিন্তু রাস্তার ওপর থেকে পা দুটো ভেতর দিকে টেনে নাও।"

ডিমুথ এল সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়। ঘরে বোনা কাপড়ের কোট পরে এসেছে সে। এই কোটটা গায়ে দিয়েই সে খামারের কাজকর্ম দেখা-শোনা করে। সবাই তাকে দেখে খুশী হল। অন্যান্য রেজিমেণ্টের অফিসারদের ভাল ভাল সাজ-পোশাক দেখে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল ওদের। ডিমুথের এই পোশাক দেখে তারা নিজেদের সাদাসিধে জার্মান বলেই আবার ভাবতে পারল। অন্যান্যেরা তাদের তাই বলত।

"সবাই উপস্থিত?" উইভারকে জিজ্ঞাসা করল ডিমুথ।

"হ্যাঁ, কাউকে অনুপস্থিত দেখছি না।"

"খুব ভাল কথা।" সতর্ক এবং ত্বরিত দৃষ্টিতে সকলকে একবার দেখে নিল ডিমুথ।

"শোনো তোমরা," বলল সে, "হারকিমার আমাদের দলটাকে একেবারে সামনের দিকে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কক্সের উত্তেজিত অবস্থা দেখে তিনি তাকে আগে যাওয়ার আদেশ না দিয়ে পারলেন না। রক্ষীবাহিনী হিসেবে যাচ্ছে বেলিঙ্গার আর ক্লকের রেজিমেণ্ট। ফিশার এতো ক্লান্ত যে, স্বাভাবিক কারণেই তাকে পেছনে থাকতে হবে। তোমরা যখন শুনবে যে, দুর্গ থেকে হারকিমারকে সোল্লাসে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হচ্ছে তখন তোমরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়বে। তারপর তিনি যখন তোমাদের সামনে দিয়ে চলে যাবেন তখন তোমরাও তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকবে। আমি যাই কক্সকে বিদায় করে দিয়ে আসি। তোমাদের আমি রাস্তার ওপরে ধরে নেব।"

"ঠিক আছে, ক্যাপটেন।" বলল জর্জ।

দাঁত বার করে দু'জনেই হাসল।

স্টারিং ব্রুকে পৌঁছতে ওদের পুরো একদিন লাগল। দশ মাইলের পথ। সৈন্যদলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। এই গরমে তাড়াহুড়ো করবার প্রয়োজন বোধ করল না। কক্স তার ক্যানাজোহারি সৈন্যদল নিয়ে পুরোভাগে এগিয়ে চলেছে। সর্বক্ষণই সে তার আহত আত্মশ্লাঘার জন্য কষ্ট পাচ্ছিল। তারপর অনেকটা পথ ফাঁক যাওয়ার পর হারকিমার তাঁর বুড়ো সাদা ঘোড়াটার ওপর বসে ধ্যান করত করতে এসে উপস্থিত হলেন। ঘোড়াটা খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে ফেলতে পথ চলেছে। হারকিমারের সঙ্গে রয়েছে প্রায় আধ ডজন অফিসার—ফিশার, ভীডার, ক্লক, ক্যাম্পবেল এই সব কর্নেলরা আর সৈন্যদের বেতন দেবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আইজাক প্যারিস। এই ধরনের সামরিক অভিযান কি করে পরিচালনা করতে হয় সেই সম্বন্ধে বাক্‌পটুতা সহকারে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে প্যারিস। সে বলতে চাইছে যে, অসময়ের নীল ফুলের মতো ওদেরও নীল কোট গায়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল। এদের পেছনে এল জার্মান ফ্ল্যাটের রেজিমেন্ট, তার পেছনে প্যালাটাইন—সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শ লোক। তারপর আবার একটা ফাঁক। ফাঁকের পরে বলদে-টানা গাড়ির লম্বা লাইন। ঝাঁকি মারতে মারতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। নিজেদের পায়ের ধুলোয় পশুগুলোর আর ড্রাইভারদের দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম। তার ওপর বড় বড় মশামাছির কামড় খেয়ে অস্থির হয়ে উঠছে। আরো একটা ফাঁকের পরে সহজ গতিতে এগিয়ে আসছে মোহক রেজিমেন্ট।

সেনাবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা হচ্ছে আট শ। সেদিন সকালে এই সংখ্যার কথা ভেবে হারকিমারের মনে দুশ্চিন্তার উদয় হল। তিনি জানতেন সেইন্ট লেজারের অধীনে চার শ পেশাদার সৈনিক আর ছ'শ টোরি দলের লোক আছে। এরাও তার নিজের বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর চেয়ে খারাপ তো নয়ই, হয়তো বেশি সুদক্ষ। তা ছাড়া সেইন্ট লেজারের সঙ্গে এক হাজার ইণ্ডিয়ানও আছে।

ফোর্ট স্ট্যানউইক্স-এ গ্যানসভূর্টের কাছে সশস্ত্র সৈনিকের সংখ্যা হল সাত শ। কিন্তু সাত শ জন লোকই সে সাহায্য করবার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দেবে তা কখনো আশা করা যায় না। শত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গটাকে রক্ষা করাই হচ্ছে তার কাজ। কিন্তু সময় মতো যদি তার কাছে প্রস্তাব পেশ করা যেত তা

হলে হয়তো শত্রুদের বিভ্রান্ত করার জন্য শ-দুই লোককে সে ছেড়ে দিতে রাজী হত।

অপরাহ্নের গোড়ার দিকে সেনাবাহিনীর সম্মুখের দলটা স্টারিং ক্রক পার হয়ে এল। বলদের এবং ঘোড়ার গাড়ির লম্বা লাইনটার আর পশ্চাতের রক্ষীদলটার পৌছতে তিন ঘণ্টা লাগল। রাস্তার ওপর যেখানেই জায়গা পেয়েছে সেখানেই তাঁবু ফেলেছে সেনাবাহিনী। দু'মাইল জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং শৃঙ্খলাহীন লোকেদের একটা অবিন্যস্ত সমাবেশ। জোনাকির আলোর মতো বড় বড় কাঠের টুকরোয় আগুন জলছে—লোকজনেরা আগুনের ধারে শুয়ে আস্তে আস্তে কথা বলছে। মশামাছিকে অভিশাপ দিতে দিতে গায়ে ধোঁয়া লাগাবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে আগুনের কাছে আর বাড়ি-ঘরের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করছে।

সকালবেলা দশটার সময় তাঁবু-তুলে ফেলা হল এবং সৈনিকরা এবার দ্রুতপদক্ষেপে পথ চলতে লাগল। দুপুরের একটু আগেই গিল আর উইভার পাশাপাশি মার্চ করে আসতে আসতে ডিয়ারফিল্ডে নিজেদের জায়গায় এসে উপস্থিত হল।

কত তাড়াতাড়ি যে জায়গাটা বনজঙ্গলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যেন মালিকরা সবাই পালিয়ে গিয়েছে বলে আগাছা-গুলোর সাহস বেড়েছে। এর মধ্যেই গিলের পোড়ো-জমির ওপর নীলবৈঁচির গাছ গজিয়ে উঠেছে। অঙ্গারে পরিণত গুঁড়িগুলোর মধ্যে বিশেষ একরকমের আগাছার ঝাড় সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে ঐ জায়গায় ভুট্টাগাছের মাথায় সুতোর মতো ফুল আসবার কথা। বাড়িঘর কিছুই নেই। দেয়ালগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এখন পোড়া কাঠের কয়লা দিয়ে চৌকো মতো চারদিকে সীমারেখা টানা।

"ওসব দেখে আর কোনো লাভ নেই, গিল!"

উইভার অলডার গাছের তলার দিকে দৃষ্টি ঘোরাল। গত বছর শরৎকালে ওরই তলা দিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়িগুলো পার হয়ে গিয়েছিল বলে চাকার চাপে পথের ওপর গভীর দাগ বসে গিয়েছিল। এই রাস্তাটাই সিধা চলে গিয়েছে নদী পর্যন্ত।

এক মাইল দূরে, যেখানে পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া যায় সেখানে কম্বের রেজিমেণ্টের লোকেরা কাদা ছিটিয়ে নদী পার হচ্ছিল।

"ভাগ্য ভাল, জল খুবই কম এখানে," বললেন ক্যাপটেন ডিম্‌থ।

"সবগুলো গাড়ি একসঙ্গে পার হলে জলের আর কিছু থাকবে বলে মনে হয় না।"

দু'শ লোক পার হয়ে যাওয়ার পর নদীর তলাটা থকথকে হয়ে উঠল। তারপর যখন ব্লক আর বেলিঙ্গারের রেজিমেণ্ট দুটো পার হল তখন কাদার অবস্থা মণ্ডের মতো হয়ে গেল।

ব্লক আর বেলিঙ্গার তাদের সৈন্যদলদের নদীর ধারে থামতে বলে অস্ত্রশস্ত্র সব গাদা করে রেখে দিয়ে প্যাণ্টগুলো খুলে ফেলবার আদেশ দিল। কিন্তু মশারদল যে-ভাবে ওদের ছেঁকে ধরেছিল তাতে ওরা ভেজা জুতো আর লম্বা মোজার মতো আবরণটা পরে থাকাই যুক্তিসংগত মনে করল। ওরা কর্কশ কণ্ঠে অফিসারদের বলল যে, জামাকাপড় খুলতে রাজী নয় তারা।

কিঙস্‌রোডের মোড়ের মাথায় প্রথম জোড়া বলদ দুটিকে যখন দেখতে পাওয়া গেল তখন এক ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। কাদের শিরাসমুক্ত রাস্তার ওপর দিয়ে পশুগুলো নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকার আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে আসছিল, আর এমনভাবে মাটির ওপর প্রতিটি পা ফেলছিল যেন ফসল জন্মাবার জন্য মাটি চাষ করছে ওরা। নদীর ধারে পর্যন্ত এসে নির্দ্বিধায় নেমে পড়ল জলে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল খেতে লাগল।

চালকটি এসে চাবুক চালালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও নড়বার নাম করল না বলদ দুটি। পেছন দিকে একটার পর একটা গাড়ি এসে থেমে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অল্‌ডার গাছের জলাভূমিটার মধ্যে দাঁড়াবার মতো একটুও আর জায়গা রইল না। বিরাট একটা পশুর দল লেজ নাড়াচ্ছে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমচ্ছে।

অন্যান্য চালকরা এসে তখন প্রথম সারির বলদ জোড়ার ওপর চাবুক চালাতে লাগল। বন্দুক ছোড়ার আওয়াজের মতো পট পট আওয়াজ হচ্ছে চাবুকের। এই গাড়িটার আশপাশ দিয়ে অন্য গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার

মতো জায়গা ছিল না। ইতর প্রকৃতির একজোড়া বলদ সকলের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কর্নেল ফিশার পেছন থেকে এসে ধরে ফেলল ওদের। রাস্তার ধার দিয়ে পিঙ্গলবর্ণের ঘোড়ায় চেপে ঝড়ের বেগে গালাগালি করতে করতে এসে উপস্থিত হল সে। বলদ দুটির দিকে তাকিয়ে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, "এরা দেখছি বলদ দুটোকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ভেবে নিয়েছে।" সৈনিকরা তার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

এই সব লম্বা-চওড়া কথা বলার কর্নেলদের অধীনে এই ওরা প্রথম সামরিক কাজ করতে এসেছে। কি যে জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। বেলিঙ্গারও কথাটা শুনতে পেয়েছিল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল সে। জিজ্ঞাসা করল, "কি বললে তুমি, ফিশার?"

"জল পার হতে যে রকম সময় নিচ্ছে তাতে আমি ভাবলাম যে, এরা বোধহয় এক জোড়া ব্রিগেডিয়ার।"

"ওরা বোধহয় তুমি আসবে বলে অপেক্ষা করছিল।" বেলিঙ্গার বলল।

প্যালেটোইন আর জার্মান ফ্ল্যাটের লোকেরা হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু পশুচালকটি তিক্তবিরক্ত হয়ে এমন একটা কথা বলল যে, পরিস্থিতির গুরুত্ব গেল হাল্কা হয়ে।

"আমাকে হার মানিয়ে দিল", অসহায়ের মতো বলল সে, "হতভাগা জানোয়ার দুটো মলমূত্র পর্যন্ত ত্যাগ করতে চাচ্ছে না।"

ফিশার নদীর মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে জল ছিটতে ছিটতে চলে গেল কক্সের সন্ধানে।

"কোনো রকমই কি এদের নিয়ে যেতে পারছ না?" পশুচালকটিকে জিজ্ঞাসা করল বেলিঙ্গার।

"মারধোর করলাম। লেজ মুচড়ে দিলাম। কান ধরে টানাটানিও করলাম। তবু আমায় হার মানতে হল।"

বুড়ো কপারনল নদী পার হল। সে বলল, "বলদের জন্য একটা চাবুক কেটে নিয়েছি আমি। তোমরা বুদ্ধুর দল যদি ওদের দু'দিকে বেড়ার মতো সারি দিয়ে দাঁড়াতে পারো তা হলে আমার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের কথা ওরা শুনতে পারে।"

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু ডিমুথ বেলিঙ্গারকে ডেকে বলল, "ক্লেমকে চেষ্টা করতে দাও। বলদদের চেনে সে।"

ক্লেম বলল, "এইসব পশুদের বোকা ভাবলে চলবে না। এদের বুদ্ধি আছে। ধর্মযাজকদের শিষ্য হওয়ার জন্য জন্মায় নি ওরা। ফস করে কোনো কিছু বিশ্বাস করে না ওরা। বিশ্বাস করাতে হয়। তা ছাড়া আশেপাশে এতোগুলো কর্নেল দেখে বিরক্ত হয়েও উঠেছে "

"আমাকে বলছ বুঝি ?"

বেলিঙ্গারের দিকে চেয়ে ক্লেম বলল, "না, পাগল না কি ! আপনি তো এমন কি একজন ব্রিগেডিয়ারের ভাগ্নেও নন। তাঁর ভাগ্নীকে শুধু বিয়ে করেছেন।"

চারদিকে হাসির রোল উঠল। খোশ-মেজাজে বেলিঙ্গার বলল, "বেশ বেশ ক্লেম, তুমি একবার চেষ্টা করে গ্যাখো।"

সবাই জলে নেমে দুদিকে বেড়ার মতো সারি দিয়ে দাঁড়াল ! কিন্তু ক্লেম এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগল যেন সে ওদের দেখতেই পাচ্ছে না। বলদ দুটোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল, শিং-এর পেছনে হাত বুলিয়ে আদর করল এবং তারপর দু'সারি লোকের মাঝেখানে দিয়ে জল পার হয়ে গিয়ে ফিরে এল আবার। বলদ দুটিকে বলল সে, "আমার মতো বুড়ো মানুষ যদি পার হতে পারে তা হলে তোমাদের মতো বিরাট দুটি সর্বশক্তিমানেরও পারা উচিত।"

তারপর বলদের গায়ে লাঠি দিয়ে মেরে বল, "হাপ্।"

অলৌকিক মনে হলেও বলদ দুটো ভস ভস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল, মাথা দুটো নিচু করল এবং মোটা মোটা গাঁটওয়ালা হাঁটুগুলোকে টান করে দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল গাড়িতে। চাকাগুলো কাদার মধ্যে একটু বসে গেল বটে, কিন্তু থামল না। পশুদুটোকে আবার কাজে লাগতে হল।

চিৎকার করে ক্লেম বলল, "অন্যগুলো এবার আসতে আরম্ভ করবে। কিন্তু দেখবেন অন্য কোনো গাড়ি যেন আবার দাঁড়িয়ে না যায়। যদি দেখেন যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তা হলে চাকার শিক ধরে সর্বশক্তিমান ভগবানের মতো খুব জোরে টান মারবেন।"

পশুচালকটি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্লেম তাকে সহিষ্ণুতার সুরে বলল,

"আমার বন্দুকটা তুমি নিয়ে এসো। এইসব বৃদ্ধগুলোকে কেউ না কেউ পথ দেখাবে তো।"

পিঙ্গল রঙের পশুগুলোর মতো ধীরে ধীরে এবং নির্বিকারভাবে হাঁটতে হাঁটতে আর মনের আনন্দে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সামনের দিকে চলে গেল সে। তাকে দেখে মনে হল, সৈন্যসমাবেশের পর এই প্রথম যেন এমন একটা কাজ পেয়েছ যা যে সে করতে পারে।

সেই রাত্রে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত সেনাবাহিনীর সামনের দলটা অরিস্‌ক্যানি ক্রীক পর্যন্ত এসে পৌছতে পারল। পূবতীরে তার তাঁবু ফেলবার জায়গা ঠিক করে নিল কর্নেল কক্স। উল্টোদিকে ওনাইদাদের কতকগুলো কুঁড়েঘর নিয়ে ছোট্ট একটা গ্রাম। কিন্তু কুঁড়েঘরগুলোতে লোকজন কেউ ছিল না। জো বোলিয়ো বুঝিয়ে দিল যে, ইংরেজ আর ইণ্ডিয়ানরা যেদিন ওসওয়েগো থেকে চলে এসেছিল সেইদিনই ওনাইদারা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সেনাবাহিনীর অন্যান্য দলগুলো আগের রাত্রির মতো যেখানে জায়গা পেল সেখানেই রাস্তার ওপর রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু ফেলল। অন্ধকার হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ডিমুথের দলটি রাত্রির খাওয়া শেষ করে নোংরা জায়গায় শুয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হল।

কিন্তু যখন ওরা নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে মাটির ওপরে বসল তখন গাছের গুঁড়িগুলোর গায়ে আঁকা বাঁকা ডোরার মতো আলো এসে পড়ছিল আর নদীর দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল সাদা কুয়াশা। সেই সময় একটা লোক প্রাণপণ চেষ্টায় ছাউনির কাছে উঠে এসে বার বার করে ডাকতে লাগল, "ক্যাপটেন মার্ক ডিমুথ, ক্যাপটেন মার্ক ডিমুথ।"

"এই যে এই দিকে," ক্যাপটেন নিজেই জবাব দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই তোমার?"

"হারকিমার তাঁর তাঁবুতে গিয়ে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।"

"তুমি কে?"

"অ্যাডাম হেলমার। আপনি কি বলতে পারেন জো বোলিয়ো এখন কোথায় আছে?"

"এখানেই আছি আমি," জবাব দিল জো, "ওহে হারকিমারের কাছে কি খানিকটা মদ পাওয়া যাবে?"

ক্যানাজোহারি সৈন্যদলের একটু পেছনেই ফাঁকা মাঠে হারকিমারের তাঁবু ফেলা হয়েছিল। কুয়াশা লেগে তাঁর বুড়ো সাদা ঘোড়াটাকে ধূসর আর ভূতের মতো দেখাচ্ছে। তাঁবুর পাশে ঘুরে ঘুরে গপ্‌ গপ্‌ করে ঘাস খাচ্ছিল সে। দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার একটানা আওয়াজ আর গোড়া থেকে ঘাসগুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলার মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ওরা। পাহারা দেবার লোক কেউ নেই। কেউ ওদের সম্ভাষণ জানাল না। এমন কি ঘোড়াটা পর্যন্ত শব্দ শুনে কান খাড়া করল না একবার।

আলগা করে ঝোলানো তাঁবুর দরজাটা টান মেরে সারিয়ে দিয়ে জো জিজ্ঞাসা করল, "কি নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছেন আপনি, হন্নিকল ?"

"ভেতরে এসো জো।"

কম্বলের ওপর বসে বেঁটেখাটো জার্মানটি চিন্তান্বিতভাবে পাইপ টানছিলেন। ওরা সবাই ভেতরে ঢোকবার পর তিনি বললেন, "বোসো তোমরা। স্পেনসার স্কেনানডোয়াকে নিয়ে আসছে।"

নিচু তাঁবুর তলায় তামাকের সুগন্ধ। কিন্তু কেউ ওরা তা লক্ষ্য করল না। এমন কি জো বোলিয়ো পর্যন্ত জেনারেলের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে মদের প্রশ্ন তোলার কথাটাও ভুলে গেল। জিজ্ঞাসা করল সে, "সেই বিকৃতমস্তিষ্ক লোকগুলো এখানে এসে আবার উঁকি মারছিল বুঝি ?"

"বিকৃতমস্তিষ্ক লোক বলতে যদি কক্স, ফিশার আর প্যারিসকে বোঝায় তা হলে বলব হ্যাঁ।" পাইপের পেটের মধ্যে নির্মমভাবে বুড়ো আঙুলটি দিয়ে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন তিনি। "তাদের নিয়ে আমার দুর্ভাবনা নেই।"

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে এরা বুঝতে পারল যে, অফিসাররা বিরক্ত করছে তাঁকে।

"না, তাদের নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই," বলতে লাগলেন হারকিমার, "আমি ভাবছি স্পেনসারের কথা। সে বলছে যে, স্কেনানডোয়ার বিশ্বাস, বাটলার তার ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং আমাদের আক্রমণ করবার জন্য অপেক্ষা করছে।" পশ্চিমদিকে মুখটা এগিয়ে ধরলেন তিনি। এক মিনিটের জন্য চারটি মানুষই এমন নিঃশব্দ হয়ে গেল যে, কুয়াশায় আবৃত অরিসক্যানি খাঁড়িতে জল বয়ে যাওয়ার শব্দ পর্যন্ত তাঁবুতে বসেও শোনা যেতে

লাগল। এবং সেই সঙ্গে আরো নানারকমের অদ্ভুত সব মিশ্র শব্দ আসছিল ভেসে—ঘোড়ার গলায় বাঁধা আঙ্‌টার ঠুং শব্দ, দূরাগত কোনো লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর, হেমলক গাছের ডালে বসে ছোট্ট একটা পেঁচার ডাক, জলের ধারে বসে একটা ব্যাঙের একটানা ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ।

"স্কেনানডোয়াক স্পেনসার নিয়ে আসছে।" আবার একটু থেমে তিনিই বললেন, "ঐ ওরা নিশ্চয়ই এল।"

নিঃশব্দে দু'জন ইণ্ডিয়ান এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চারজন শ্বেতকায় লোক দেখতে পেল, কামারের মতো হাতটি তুলে ধরে তাঁবুর দরজাটা স্পেনসার খুলে ধরেছে। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ওনাইদা উপজাতির বৃদ্ধ দলপতিটি। মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গীতে মাথাটা নিচু করল সে। কম্বল মুড়ি দিয়ে এসেছিল লোকটি। দরজার কাছে মাটিতে উবু হয়ে বসবার সময় কম্বলের ভাঁজ নষ্ট হল না। আগুনের সামনে মুখটা নিচু করে ধরতেই তার কালো বলিচিহ্নিত মুখ আর মাথার লাল আবরণীটা দেখতে পেল ওরা।

তার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে স্পেনসার বলল, "স্কেনানডোয়ার দলের ছেলেরা সবাই ফিরে এসেছে।"

হারকিমার কিছু বললেন না। এক মিনিট পরে মাথা নেড়ে কথাটা স্বীকার করল স্কেনানডোয়া। তারপর বলল, "ওরা বলছে যে বাটলার আর ব্র্যাণ্ট ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে এদিকের পথ ধরেছে। এখন নেমে আসছে তারা। শ্বেতকায় লোকেরাও শিগগীরই এসে যোগ দেবে।"

শান্তভাবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু বলবার নেই?"

"না।"

"তোমরা ওনাইদারা কি করবে তা কিছু স্থির করো নি?"

মনে হল দলপতিটি তার পুরনো চিন্তাটার মধ্যে ডুবে গেল।

তারপর যখন জবাব দিল তখন সে কণ্ঠস্বর নিচুকরে বলল, "মোহক আর সেনেকারা ভয় দেখাচ্ছে। মিস্টার কার্কল্যাণ্ড আমার বন্ধুমানুষ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যোগ দেবে।"

"ধন্যবাদ।"

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনভাবেই ইণ্ডিয়ান দু'জন স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

"বুঝলে," বলতে লাগলেন হারকিমার, "এই রকম কিছু একটা ঘটবে বলেই আমাদের আশা করা উচিত। কিন্তু এইসব রণবিশারদরা চান যে, রণবাদ্য বাজিয়ে একেকবারে সোজাসুজি শত্রুব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়বেন। কল্ক বলে, কী লজ্জাকর ব্যাপার যে আমাদের ভেরী নেই।"

"আমাদের কি করতে বলেন, হন্নিকল?"

"সারাদিন ভাবছি। আচ্ছা গ্যানসভুর্টকে বলে যদি ওদের বাধা দেওয়ার জন্য কিছু লোক আনানো যায়? কি বলো?"

মাথা নড়িয়ে সায় দিয়ে ডিমুথ বলল, "জো আর অ্যাডাম তোমরা তো জঙ্গলের অন্ধি সন্ধি সব চেনো। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে? ইণ্ডিয়ানরা যখন এই পথ দিয়ে নেমে আসছে তখন ঘুরে গিয়ে অন্য পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবে না?"

হো হো করে হেসে উঠল হেল্‌মার। ইতস্তত: না করে বলে ফেলল সে, "নিশ্চয়ই।"

"বেলিঙ্গার কিংবা ক্লককে আমি যেতে দিতে পারি না। মার্ক, তুমি যাবে? জঙ্গলের পথঘাট এবং ইণ্ডিয়ানদের তুমি ছাড়া অন্য কোনো অফিসার আর জানে না।"

"গ্যান্‌সভুর্টকে কি বলব?" জিজ্ঞাসা করল ডিমুথ।

"যদি পারে তা হলে কিছু লোক পাঠিয়ে দিতে বলবে। তিনবার' কামান দেগে আমাদের যেন জানিয়ে দেয়।" উঠে পড়লেন তিনি। দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "বেশ কুয়াশা জমেছে। গা-ঢাকা দিয়ে চলে যাওয়ার পক্ষে ভাল আচ্ছাদন।" পাইপের ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তিনি বললেন, "তুমি বরং এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো।"

সকালবেলা সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত সব ক'টি অফিসারকে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন হারকিমার। সৈন্যদলের লোকেরা যখন ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিল তখন তারা এসে উপস্থিত হল সেখানে। ভাবনাচিন্তাহীন অফিসাররা সামরিক পোশাক পরে হেমলকগাছের ডালগুলোকে পেছনে রেখে জোট বেঁধে

দাঁড়িয়ে ছিল। কল্পের সমরপ্রিয় মুখটি রক্তিমাভ, জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে ; সৎ, সরল এবং কৃশ ধরনের বেলিঙ্গারকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ; গুরুভার দেহ নিয়ে ক্লক শুকনো নস্য চিবচ্ছিল। তার গা থেকে তখনো গোবরের একটু-একটু গন্ধ বেরুচ্ছে এবং এরই মধ্যে ঘামতেও আরম্ভ করেছে। ক্যাম্পবেলের মুখ-খানা সদ্য কামানো। দরজির বাড়ি থেকে অর্ডার দিয়ে করা কোট গায়ে দিয়ে ফিশার এসেছে ফুলবাবু সেজে, মাথায় চাপিয়েছে একটা নতুন তেকোনা টুপী কালো কোট পরে এসেছে কেরানীসুলভ মনোভাবাপন্ন, হিসেবী মিস্টার প্যারিস। এদের পেছনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ক্যাপটেন আর মেজররা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সব।

অন্য সময়ের মতো কল্পই কথা বলল প্রথম। জিজ্ঞাসা করল, "হারকিমার, মার্চ করবার আদেশ দেবেন বোধহয় আমাদের?"

"খুব শিগগিরই দেব।"

"এক্ষুনি নয় কেন? যত তাড়াতাড়ি আমরা অগ্রসর হতে পারব তত তাড়াতাড়ি শিলিঙ্গার বাড়িমুখো পথ ধরতে পারবে।"

"শোনো তোমরা, ওনাইদারা কাল রাত্রে আমায় বলে গিয়েছে যে, ব্র্যান্ট আর বাটলার ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে সামনের ঐ রাস্তায় কোথাও বসে রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছে ওরা। জনসনের সেনাবাহিনীরও এতক্ষণে ওখানে এসে পৌছবার কথা।"

"খুব ভাল," হৈ-চৈ করে বলে উঠল কল্প, "টোরীদলের লোকদের মার দেবার পর পেশাদার সৈনিকদের সম্বন্ধে যত্নবান হতে পারব আমরা। লবণে জারিত শুয়োরের মাংসের সঙ্গে ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার মতো যত্ন নেব আর কি।"

বোধহয় সমর্থন লাভের জন্য চিন্তাপূর্ণভাবে হারকিমার প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন, কিংবা অফিসারদের মনোভাবটা কি তাই দেখবার জন্য শুধু চেয়েছিলেন তাদের দিকে। বেলিঙ্গার আর হয়তো বা ক্লক ছাড়া অন্য কারো মনোযোগ ছিল না।

"এক্ষুনি আমরা শিবিরটা তুলে দেব না, একটু সময় দেখতে চাই," বললেন হারকিমার, "ডিমুথ আর অন্য দু'জন লোককে ফোর্টে পাঠিয়েছি। একদল সৈনিক পাঠাবার কথা বলেছি। যদি পাঠায় তা হলে তিন বার কামান দাগবে। শব্দ পাওয়ার পর আমরা অগ্রসর হবো।"

এক মুহূর্তের জন্য একটা কথাও বলল না কেউ। কিন্তু হারকিমারের দিকে চেয়ে রইল সবাই। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। সকালবেলা পাখির দল কিচিরমিচির শব্দ করে চারদিকের গাছে উড়ে বেড়াতে লাগল।

"আপনি বলছেন মাটিতে পাছা ঠেকিয়ে আমরা এখানে বসে থাকব?" জিজ্ঞাসা করল কক্স।

"তোমাদের ইচ্ছে হলে ঐভাবেই বসে থাকবে," বললেন হারকিমার, "আমার আপত্তি নেই।"

"ব্যক্তিগত ভাবে বলতে গেলে," ফিশার বলল, "বসে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।"

কিছু বললেন না হারকিমার।

"আপনার ধারণাটা ভাল।" আনুগত্য প্রকাশ করল বেলিঙ্গার।

"তুমিও ভাই ভয় পাচ্ছ না কি?" জিজ্ঞাসা করল প্যারিস।

পাইপটা হাতে ধরে হারকিমার হাতটা উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, "নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার কোনো মানে হয় না।"

"ব্যাপারটা কি? শ্বেতকায় লোকদের চেয়ে আমরা সংখ্যায় বেশি। আর ইণ্ডিয়ানদের আমরা সহজেই কাত করে দেব।"

"গোপনে বসে থেকে ওরা যে কিভাবে অতর্কিত আক্রমণ করে তা তো তুমি দ্যাখ নি।" বললেন হারকিমার।

"দেখি নি!" চেঁচিয়ে উঠল কক্স, "এটা ১৭৫৭ নয়! আপনার ঐ মোটা বুদ্ধির জার্মান মাথা থেকে ধারণাটা দূর করতে পারছেন না?"

সারা রাস্তায় গুজব রটে গেল যে, সৈন্যদলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। মজার কথা শোনবার জন্য সবাই আগুনের আরাম ফেলে রেখে বেরিয়ে এল বাইরে। অনেকে বন্দুক নিয়ে আসতেও ভুলে গেল। ফাঁকা মাঠটার চারদিকের রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল ওরা। তারপর ওরা এসে দেখল বেঁটে জার্মান ভদ্রলোকটি তাঁর তাঁবুর সামনে বসে রয়েছেন আর এক শ জোড়া চোখ তাঁকে কেন্দ্র করে ঘিরে ধরেছে।

বাকী যারা ছিল তাদের সঙ্গে এল গিল মার্টিন। অপরিচিত লোকদের কথাবার্তা শুনতে লাগল সে। প্রায় এক ঘণ্টার ওপরে বোকা-বোকা মন্তব্য

প্রকাশ করতে লাগল তারা। কেউ বলল অতো দূর থেকে কামান দাগার শব্দ শোনা যাবে না; কেউ বলল, তিনটি লোকই যে ধরা পড়বে তাতে আর সন্দেহ নেই। একজন আবার মত প্রকাশ করল যে, তারা বোধহয় দুর্গের দিকে যায়-ই নি। শেষোক্ত লোকটি হচ্ছে প্যারিস।

হারকিমার মাঝখানে বসেছেন আর তাঁর মাথার ওপর দিয়ে কণ্ঠস্বরগুলো যাওয়া আসা করছে। তাঁর শার্টের বোতামগুলো এখনো খোলা। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উলের নোংরা গেঞ্জিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ থেকে পাইপটা বার করে নিয়ে এমন দু'একটা কথার উত্তর দিচ্ছেন যার মধ্যে একটু-আধটু বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাকী সময়টা আওয়াজ শোনবার জন্য পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তিনি যেন কিছুই শুনছেন না, কিন্তু যারা তাঁর কাছে বসে ছিল তারা দেখছিল যে, থেকে থেকে হারকিমারের গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ছে এবং চামড়াটা লালও হয়ে উঠছে।

কক্সই শেষ পর্যন্ত বারুদস্তূপে দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে দিল।

"যীশুখ্রীষ্টের নামে দিব্বি দিয়ে বলছি", গর্জনের সুরে চিৎকার করে বলতে লাগল সে, "ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার। হারকিমার হয় ভয় পেয়েছেন, নয়তো ব্রিটিশের সঙ্গে তাঁর স্বার্থের সম্পর্ক আছে। বসে বসে মেয়েদের মতো সেলাইফোঁড়াইয়ের কাজ করবার জন্য সৈন্যদলটিকে আমি এতোদূর পর্যন্ত টেনে আনি নি।" জ্বলন্ত চোখ দুটো অন্য দিকে ঘুরিয়ে কক্সই বলে উঠল, "কে আসছে ওখানে?"

"আমি," চিৎকার করে বলল ফিসার।

হঠাৎ সব ক'টি অফিসারই চিৎকার করতে শুরু করে দিল। তাদের দেখাদেখি অন্য লোকেরাও চেঁচাতে লাগল। সারা জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ওদের চিৎকারধ্বনি।

গিলের মনে হল সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ আর হারকিমারের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। ব্যথিতমুখে বেচারী একা একা বসে রয়েছেন ওখানে। চোখ দুটিতে উদ্বেগের চিহ্ন। গিল দেখল, হাতের ওপর পাইপটা ঠুকলেন তিনি, জোরে নিঃশাস ফেললেন। তারপর মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, "শোনো তোমরা আহাম্মকের দল।" জার্মান ভাষা ব্যবহার করলেন। কোটটা টান মেরে হাতের ওপর ফেলে রেখে উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু ওদের

কথাবার্তা বন্ধ করবার পক্ষে তাঁর গলার আওয়াজটাই যথেষ্ট বলে পরিগণিত হল। "শোনো," ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলেন তিনি, "তোমরা কি করছ তা তোমরা বুঝতে পারছ না। তুমি ফিসার, কক্স আর তোমাদের পুরো দলটিকে বলছি। কিন্তু তোমরা যদি যুদ্ধ করা অতো জরুরী মনে করো তা হলে ভগবানের নামে শপথ করছি তোমাদের আমি নিয়ে যাব সেখানে।"

বুড়ো সাদা ঘোড়াটার ওপর উঠে বসলেন হারকিমার। কোনো পরিবর্তন হয় কিনা দেখবার জন্য ওদের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"কি যে হবে ভগবান জানেন। কিন্তু একটা কথা বলছি তোমাদের," তিক্তস্বরে বললেন তিনি, "যুদ্ধ করবার জন্য যারা এখানে চেচামেচি করছিল তারাই দেখবে আক্রান্ত হওয়ার পর সটকে পড়বে সকলের আগে।"

সবাই সবিস্ময়ে হাঁ করে তাঁর দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল।

"আগে বাড়ো!" চিৎকার করে আদেশ দিলেন হারকিমার। তারপর গাড়ির দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। জল পার হয়ে ওপারে গিয়ে তিনি যখন অপেক্ষা করছিলেন তখনো কেউ কেউ এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর অফিসাররা যার যার সৈন্যদলের কাছে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করতে লাগল, "সারি দাও, সারি দাও।"

সৈনিকরা ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে তখন হাতড়ে হাতড়ে বন্দুক আর কম্বল-গুলো খুঁজে খুঁজে বার করে নিতে লাগল।

"আগে বাড়ো! আগে বাড়ো!" শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল সারা জঙ্গলময়। ব্রেকফাস্ট তৈরি করবার জন্য সকালে যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল সেখান পর্যন্ত কথাটা এসে পৌছল। গাছের গুঁড়িগুলো থেকে তখনো লম্বা হয়ে উঠে আসছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সামনে নদীর ধার থেকে একজন ঢক্কা-বাদক কাঠি দিয়ে দু'-দু'বার ঢাকের ওপর টোকা মেরে রওনা হওয়ার সংকেত জ্ঞাপন করল। এ যেন বসন্তের আগমন-আভাস পেয়ে তিত্তির পাখীর দুরু দুরু বুকে ডানায় ঝাপটা মারার শব্দের মতো শোনালো। বসন্ত আসতে এখনো অনেক দেরি, তবু শব্দটা ঠিক ঐ ধরনেরই মনে হল।

তারপর গাড়িগুলোর লম্বা সারিটার পাশ দিয়ে অসংখ্য চাবুক বিদ্যুৎ ঝলকের মতো খেলে যেতে লাগল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে গাড়িগুলো চলতে আরম্ভ করল। বনের উত্তাপের চেয়েও বেশি উত্তাপের সৃষ্টি করল

নানারকমের আওয়াজ—লোকজনের চিৎকার, পশুগুলোর খুরের শব্দ, কাঠের শিরালযুক্ত পথের ওপর গাড়িগুলোর ঘর্ঘর আওয়াজ এবং লোকজনের পায়ে-চলার শব্দ।

স্তম্ভাকারে স্থাপিত সৈন্যদলের মাথার ওপর দিয়ে ধুলোর ঝড় বইতে লাগল। একই সঙ্গে সবকিছু হেঁচকা টান মেরে নড়েচড়ে উঠে চলতে আরম্ভ করল সবাই।

কল্ম তার বড় ঘোড়া চালিয়ে চলে এল সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে হারকিমারের পাশে। বিজয়ীর মতো মুখের হাবভাব তার। আরো একবার তাকে একজন হাসিখুশী মেজাজের লোক বলে মনে হল। কারণ সে তার ইচ্ছাকে সৈন্যদলের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে। খানিকটা শুধু দুঃখ বোধ করল বেচারী জার্মান জোতদারটির প্রতি। কিন্তু লোকটাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য সাহায্য করবে।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা প্রায় সিধাভাবে মোহক ভ্যালির উচ্চতা বরাবর নিচু পাহাড়ের পথানুসরণ করে চলে এসেছে উপত্যকার ধার পর্যন্ত। কখনো কখনো ছোটখাটো নদী পার হওয়ার সময় রাস্তাটা যেন হঠাৎ ডুব মেরে নেমে পড়ছে নীচে। কিন্তু তলায় খুব ভালভাবে কাঠ পাতা আছে বলে গাড়িগুলো মাটির মধ্যে বসে যেতে পারছে না। এমন কি সৈনিকদের একটু আগে আগেই বেরিয়ে এসেছে গাড়িগুলো।

গাছের ঘননীল ঠাণ্ডা আশ্রয়ে বসে নীল রঙের জেই পাখিরা ডানা ঝাপটে ক্যা ক্যা শব্দে চীৎকার করছে। কাঠবেড়ালরা কিচকিচ আওয়াজ করতে করতে গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ছোটাছুটি করছে। একটা শজারু মাঝপথ পর্যন্ত উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, এলোমেলো বিরাট একটা মানুষের দল কষ্ট-সহকারে ওপরে উঠে এসে সবকিছু দেখেশুনে আবার তারা সরু পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল।

গাড়ির চাকার দাগযুক্ত দু'পাশের পথরেখা ধরে দুই সারিতে হেঁটে চলেছে সৈনিকরা। তাদের ঘাড়ে বন্দুক আর হাতে টুপী। একটা ছোট্ট নদীর কাছে এসে পৌছতেই যারা তৃষ্ণার্ত হয়েছিল তারা পেছনে পড়ে জল খেয়ে নিল। কেউ তাদের বাধা দিল না। জল খেয়ে মুখ মুছে সামনের দিকে তাকাতেই ওরা চমকে উঠে দেখল যে, ওদের সৈন্যদলের জায়গায় অন্য একটা সৈন্যদল

এসে উপস্থিত হয়েছে। শেষোক্তদের মধ্যে যারা জল খেতে নামল তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে ওরা ঠেলাঠেলি করে ঝোপের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দলটাকে ধরে ফেলবার জন্য ছুট দিল। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার মতো রাস্তার ওপর এক ইঞ্চি ফাঁকা জায়গা ছিল না।

এমন কি জর্জ হারকিমারের রেঞ্জার-দলটিও ঝরনা দেখলেই তার সামনে থেমে থেমে যাচ্ছে। তারপর যখন ওরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখন তারা লতা-গুল্মের সঙ্গে পা জড়িয়ে বন্য পশুর মতো হুড়মুড় শব্দে পড়ে পড়ে যাচ্ছে। তাদেরও বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। চলাচলের পথ একটাও নেই। জঙ্গলের মধ্যে ধুলো উড়ছে সর্বত্র। গাছের ডালগুলো সজোরে উত্তপ্ত মুখ-গুলোর ওপর ধাক্কা খাচ্ছে। ঠোঁটের গায়ে লেগে যাচ্ছে লোনাস্বাদ। গরম বাড়ছে ক্রমশই। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না, হাওয়া নেই। মাথার ওপরে আকাশের বুকে কোথাও একটু মেঘ দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু গাছের পাতা আর পাতা। সরু পথ ধরে অপ্রতিরোধ্য আর হৈ-চৈপূর্ণভাবে ওদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া বনের কোথাও কিছু আর ঘটছে না।

পেছন থেকে ধাক্কা খেল গিল। ওর ঠিক সামনেই জর্জ উইভারকে ঠেলা মেরে অদূরস্থিত একটা জলাভূমিতে পাখিরা যে গান করছে তাই সে শুনতে লাগল? এখান থেকে মাটি খাড়া ভাবে নেমে গিয়েছে শান্তভাবে প্রবাহিত ছোট্ট একটা নদী পর্যন্ত। নদীর তলাটা শীতল শেওলা দিয়ে ঢাকা। গিল বুঝতে পারল যে, জল খাওয়ার আর ঠাণ্ডা বোধ করার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষায় পদক্ষেপ ওর দ্রুত হয়ে উঠছে। জর্জ উইভারের গোলাকৃতি বলিষ্ঠ ঘাড়ের ওপর দিয়ে ক্ষণিক দৃষ্টি ফেলে দেখল যে, নদীর মধ্যে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী বাঁধের দিকে রাস্তাটা ঘুরে গিয়েছে। সে আরো দেখল যে, জর্জ হারকিমারের রেঞ্জার-দলটা জুতো না ভিজিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য ভিড় করেছে সেখানে; ক্যানাজোহারি রেজিমেন্টের লোকেরা ঠেলাঠেলি করতে করতে কাদার মধ্যে নেমে গিয়ে মুখ নিচু করে নদী থেকে জল খাচ্ছে; কক্স তার লাল ঘর্মাক্ত মুখটি হারকিমারের দিকে ঘুরিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলছে, "বাটলার কোথায় আছে তুমি বলেছিলে যেন?" নদীর দুই তীরই খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গিয়েছে এবং কচি কচি হেমলকগাছ দিয়ে ঘনভাবে আচ্ছাদিত। এমন নরম, শীতল, আর্দ্র আর ছায়াচ্ছন্ন মনে হচ্ছে যে, ওখানে

শুয়ে বিশ্রাম করার ইচ্ছা হয় খুব। গিলের এখন মনে হতে লাগল যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। বাধা দিতে পারছে না, পেছন থেকে ধাক্কা খেতে খেতে বাঁধের ওপরে এসে পৌঁছে গেল সে। কক্সের সৈন্যদলের অর্ধেকটা পার হয়ে এসে অন্য দিকটা ওরা বন্ধ করে দাঁড়াল। ওদের পেছন দিকে ক্লকের সৈন্যদল নদীর ধার দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল নিচে। পেছনে বনের মধ্যে শোনা যাচ্ছে গাড়ির শ্রুতিকটু ঘর্ঘর আওয়াজ, নিরন্তর চাবুক চালানোর পট্‌পট্‌ শব্দ আর ফিশারের ঢক্কা-বাদকদের অর্থহীন কাঠি নাড়ার ধ্বনি। সবাই তৎক্ষণাৎ বলে উঠল "আমি একটু জল খেতে চেয়েছিলাম," ওর ঘাড়ের কাছে কাছে মুখ এনে বলে ফেলল রিয়েল। "আমিও খেতে চাই," বলল গিল। "হায় ভগবান," বলল উইভার, "ওটা কি?"

হেমলকগাছের মাথার ওপর দিয়ে একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে হঠাৎ যেন দেখা দিল কমলালেবু রঙের একটা তীক্ষ্ণাগ্র জিনিস। চিড় খাওয়ার মতো শব্দটা শুনল সবাই। কি একটা কথা বলতে বলতে তার মাঝখানেই কক্স তার কণ্ঠস্বরটা ভীষণ উঁচুতে তুলে ফেলল। ঘোড়ার ঘাড়ের সামনে তার প্রকাণ্ড বড় দেহটা দোল খেয়ে পড়ল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল ঘোড়াটা। ময়দার বস্তার মতো কক্স যখন গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল ঘোড়াটা তখন একেবারে চিৎপাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

একটা রুপোর বাঁশি থেকে উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দ হল। বিস্ফোরণের আওয়াজ হল তিন বার। ছোট ছোট হেমলকগাছের ঝোপ থেকে অগ্নি উদ্গীরণের সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটা একযোগে এসে প্রবেশ করল কানে। গিল অনুভব করল উইভার ওর বুকের ওপর সজোরে ছিটকে পড়ে ওকে ধাক্কা মেরে পাশের দিকে রিয়েলের গায়ের ওপর ফেলে দিল। একটা ঘোড়া আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার করে লাফ মারল ঝোপের মধ্যে। উঠে বসতে গিয়ে গিল দেখল যে, জানোয়ারটা নিজের মাথার ওপরে গোত্তা মেরে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। হারকিমারের সেই সাদা বুড়ো ঘোড়া এটা। হঠাৎ যেন বলীয়ান হয়ে উঠে পাগলের মতো প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছে সে। গিল অনুভব করল, কে যেন ওর হাতে চেপে ধরেছে। বেলিঙ্গার চিৎকার করে বলছিল, "বুড়োকে সাহায্য করবার জন্য এসো তোমরা।" দুই হাত দিয়ে হাঁটুটা চেপে ধরে বুড়ো জার্মানটি বাঁধের

ওপর বসে ছিলেন। মুখটা তাঁর ধূসর হয়ে গিয়েছে, এবং চকচক করছে। তারই মধ্যে ঠোঁট দুটো নাড়াচ্ছেন তিনি।

কিন্তু বাক্‌শক্তি নেই।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ঢালুর দিকে পেছন দিয়ে গিরিখাতের দিকে তাকিয়ে ছিল গিল। নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা যেন বন্যার জল থেকে ছিটকে আসা কতকগুলো লাঠির মতো, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। মৃতব্যক্তিদের পেটের ওপর বন্দুকগুলোকে ঠেকা দিয়ে রাখল। তারা ছিল অস্বাভাবিক রকম নীরব। কিন্তু অবিরাম গুলী ছোড়ার ক্লান্তিকর আওয়াজ আর বন থেকে ভেসে আসা একটা ভুতুড়ে চিৎকারধ্বনি ওদের চারদিকের নিস্তব্ধ পরিবেশটাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল।

তারপর ওদের থেকে দূরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পেল গিল। লোকগুলোর গায়ে গিরগিটির মতো লাল, কালো আর সাদা রঙের ডোরা কাটা। ওপারে যেখানে গিয়ে ঢালুটা উঁচু হয়ে উঠল সেখান থেকে এই প্রথম ইণ্ডিয়ানরা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গুলী ছুড়তে লাগল। এবং ওর মাথার ওপর দিয়ে এমন জোরে জোরে হাওয়া কেটে গুলিগুলো বেরিয়ে গেল যে, গিলের মনে হল কে যেন প্রকাণ্ড বড় একটা কাস্তে চালিয়ে গেল বুঝি। গিল দেখতে পেল, সবুজ কোট পরা লোকগুলো ওকে লক্ষ্য করেই গুলী চালাচ্ছে। কিন্তু সে নিচু হয়ে জেনারেলের হাঁটুটা দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে সবলে তুলে ফেলল তাকে আর বেলিঙ্গার তার বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নদীর ধার দিয়ে ওপরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

খুব অদ্ভুত ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছিল কর্নেল। শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে সে বলল, "ভগবানের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি, ফিশার সরে পড়েছে!"

বাঁধের পুবদিকে যেখানে সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগরক্ষী দলটা দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে চিৎকার আর গুলিবর্ষণের আওয়াজ ক্রমশই ক্ষীণ হতে হতে চলে গেল বনের ভেতরে। একটা গুঁড়ির পেছনে জেনারেলকে ধপ্‌ করে ছেড়ে দিয়ে ওরা দু'জনে বসে পড়ল তাঁর পাশে। গুঁড়িটার ওপরে রাইফেলটা রেখে, বনের ধারে সবুজ কোট পরা যে-লোকটা প্রথম ওর দৃষ্টির সামনে পড়ল তাকে লক্ষ্য করে রাইফেলের ঘোড়া টিপল গিল। রাইফেলের বাঁটটা গালের ওপর লাফিয়ে উঠল একটু। টান মেরে বন্দুকটা আবার তুলে নিয়ে তার মুখের

মধ্যে ফ্লাস্ক থেকে বারুদ ভরল সে। গিল দেখল, গুলী খেয়ে লোকটা ধীরে ধীরে ঝোপের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। তারপর কোমরটা মটকে যাওয়ার মতো ত্বম্ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ওখানে। গিল অনুভব করছিল, পেটের ভেতরটা ওর সংকুচিত হয়ে নাড়িভুঁড়ি সব এক হয়ে গিয়েছে। তারপর হঠাৎ যেন মনে হল, যে যার জায়গায় ফিরে এসেছে আবার। বিস্মিত হয়ে ভাবল, "এটাই আমার প্রথম লক্ষ্যভেদ।"

"পিটার।"

"বলুন, হন্নিকল।"

"মনে হচ্ছে যেন বেশিরভাগ ইণ্ডিয়ানরা ফিশারকেই তাড়া করে গিয়েছে। তুমি বরং চেষ্টা করে ছাখো সৈনিকদের এখানে ডেকে নিয়ে আসতে পারো কি না।

জার্মান ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর শান্ত।

॥ ৮ ॥

লড়াই

প্রথমে যা যা করল তার কোনো অর্থ হয় না। গুলীবর্ষণ শুরু হয়েছিল সকাল দশটায়। সেনাবাহিনীর লোকেরা যেখানে শুয়ে পড়েছিল সেখান থেকেই আধঘণ্টা পর্যন্ত গুলী চালিয়ে গেল তারা। যখনই বনের ধারে আলোর ঝলক দেখছে তখনই তা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছে। সৈনিকরা মোটামুটি রাস্তাটা-বরাবরই ছড়িয়ে ছিল। যেখানে গাড়ীগুলো বিশৃঙ্খল আর ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে ছিল সেখান থেকে শুরু করে ওদের গুলী চালনার লাইনটা শেষ হয়েছে এসে পশ্চিমদিকে। তারই ঠিক ওপরে উঁচু জমিটার মাথায় কানাজোহারির কিছু লোক, জার্মান ফ্ল্যাট রেজিমেণ্টের ডিমুথের দল আর হারকিমারের রেঞ্জারদলের বাদবাকী লোককয়টি একসঙ্গে মিশে গিয়ে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ হিসেবে আবর্জনার স্তূপের ওপর পেট ঠেকিয়ে শুয়ে ছিল। এই স্তূপগুলো ছাড়া নিজেদের নিরপত্তার জন্য অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করার কথা একেবারেই ভাবে নি তারা। ইণ্ডিয়ানরা যদি ওখানে

থাকত কিংবা ফিশার যদি পালিয়ে না যেত তা হলে সমগ্র বাহিনীটাই ধ্বংস হয়ে যেত।

কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ফিশারকে তাড়া করে যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারে নি ইণ্ডিয়ানরা। অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক ইণ্ডিয়ান ফিশারের দলটাকে ম্যারিসক্যানি ক্রীক পর্যন্ত তাড়া করে এসে আর অগ্রসর হল না। বাকী ইণ্ডিয়ানরা যখন দেখল যে, সামনের দিকে বহুলোকের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার স্বর্ণ সুযোগ রয়েছে তখন তারা এক এক জন করে গুপ্তভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর শেষ পর্যন্ত বেলিঙ্গার যখন সাহস দিয়ে তার বিশৃঙ্খল সৈনিকদের একত্র করে ঢালুর ওপরে পরিচালনা করে নিয়ে আসতে লাগল তখন ইণ্ডিয়ানরা তাদের অনুসরণ না করে ঘোড়াগুলোকে গুলী করে মারতে আরম্ভ করল। ঘোড়াগুলোকে হত্যা করা যেন ওদের কাছে একটা নেশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

ঢালু দিয়ে ওপরে উঠে আসাটাই হল যুদ্ধের প্রথম সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৈন্য পরিচালনা। এই থেকে ইংরেজ দলের প্রথম ভুলটাও ধরা পড়ল। ওদের পার্শ্বদেশের সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের যোগাযোগ না থাকার দরুণ গিরিখাতের ধার থেকে সরে গিয়ে বড় বড় গাছের আড়ালে ওদের আশ্রয় নিতে হল। তার ফলে আমেরিকানরা পা রাখবার মতো জায়গা পেয়ে গেল। গিরিখাতটার বরাবর ডান আর বাঁ দিকে অগ্রসর হয়ে এসে মাঝখানের বাহিনীটাকে সামনে রেখে খাতের দিকে পেছন দিয়ে ওরা একটা অর্ধবৃত্তের মতো লাইন করে দাঁড়াল।

স্থানিক সেনাবাহিনীর একটা দলও অক্ষত অবস্থায় ছিল না। এই অবস্থায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সুচতুর আদেশ দেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল এবং সে রকম আদেশ দিলেও আদেশ পালনের সম্ভাবনা ছিল না। আলোর ঝলক দেখতে পেলেই গাছের ওপরে বসে সামনের দিক গুলি চালায় সৈনিকরা। যুদ্ধের এই নতুন ব্যবস্থাটা প্রায় এগারটা পর্যন্ত বলবৎ রইল এবং এই ব্যবস্থার জন্যই সেনাবাহিনটা রক্ষা পেয়ে গেল। ওরা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল যে, নিজেদের সাফল্যের সীমানাটা রক্ষা করতে পারবে। এবং এমন ধারণাও জন্মাল যে, ভ্যালি পার হয়ে পেছনে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নির্ঘাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।

নিজের আদেশ অনুসারেই জেনারেলকে তুলে আনা হল ঢালুর আরো খানিকটা ওপরে। একটা বীচ গাছের তলায় সমতল মাটির ওপরে বসলেন তিনি যেখান থেকে বড় বড় গাছগুলির ফাঁক দিয়ে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবেন। বসবার জন্য ঘোড়ার জিন্‌টা এনে দেওয়া হয়েছে তাঁকে এবং ডাক্তার পেট্রিকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। ডাক্তার এসে যখন তাঁর ভাঙা হাঁটুটা বেঁধে দিচ্ছিলেন হারকিমার তখন চক্‌মকি ঠুকে পাইপের তামাক ধরাবার চেষ্টা করছিলেন। তারপর পাইপটা যখন ধরে উঠল তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রটা পর্যবেক্ষণ করে সেইদিনকার দ্বিতীয় আদেশ ঘোষণা করলেন।

"প্রত্যেকটা গাছের পেছনে দু'জন করে লোক দাঁড়াবে। একজন বন্দুক তুলে ধরবে আর ইণ্ডিয়ানদের দেখলেই গুলি করবে।"

এই রকম একটা স্বতঃসিদ্ধ সতর্কতা অবলম্বনের কথা সৈনিকরা নিজেরা কেউ ভাবতে পারত না। একটা ভূপতিত গাছের পেছনে সরে এল গিল। পেছনে কার যেন পায়ের শব্দ শুনল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল। এক হাতে একটা বর্শা আর অন্য হাতে একটা বন্দুক নিয়ে একজন কালো দাড়িওয়ালা বৃষস্কন্ধ লোক নিচে থেকে হঠাৎ ওর সামনে এসে উপস্থিত হল।

"তুমি একটা ভাল জায়গা পেয়েছ," লোকটা বলল। বর্শার হাতলটা মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সে-ই বলল, "দরকারের সময় এটা কাজে লাগতে পারে।"

"কোথায় পেলে?"

"একজন ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকে।" অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল সে, "ঐখানে। মৃত লোকদের মাথার খুলির ছাল ছাড়াচ্ছে ওরা। খচ্চরদের মধ্যে একটা লোক এখনো রয়েছে ওখানে।" গাছের গুঁড়ির ওপর বন্দুকটাকে সরিয়ে এনে গুলী ছুড়ল সে।

"হায় ভগবান, গুলীটা লাগল না! তুমিই বরং অতো দূরে তাক্ করবার দায়িত্বটা নাও, বাপু। ওখানে তোমার একটা রাইফেল রয়েছে দেখছি। রাইফেল ছোড়ার ব্যাপারে হাত আমার ভাল নয়।"

গাছের শেকড়ের দিকে একটা ফাঁক দেখতে পেল গিল। সেই ফাঁকের মধ্যে রাইফেলের নলটা ঢুকিয়ে দিয়ে ইণ্ডিয়ানটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে

আসে কিনা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যখন অপেক্ষা করছিল তখন সে বলল, "আমার নাম মার্টিন।"

"আমার নাম গার্ডিনিয়ার," দাড়িওয়ালা লোকটা বলতে লাগল, "ফিশারের রেজিমেণ্টের ক্যাপটেন। এখানে কেন এসেছি আমি তা আমায় জিজ্ঞেস ক'রো না। ফিশার যখন পালিয়ে গেল তখন তার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি আমাদের মাথায় খেলে নি। আমরা পঞ্চাশ জন রয়ে গেলাম। কিন্তু ওরা যে এখন কোথায় আছে তা আমি জানি না। বুড়ো হারকিমার সামনে যেতে বললেন আমায়। একথাও বললেন যে, পরের বার আমরাও যাতে পালাই তা তিনি দেখতে চান।"

শাপান্ত করতে লাগল গার্ডিনিয়ার। গিল দেখতে পেল, একটা গাছের পাশে আবরণহীন একটা মানুষের ঘাড় ঘামে ভিজে চকচক করছে। অতি সহজেই বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে দিল গিল। ইণ্ডিয়ানটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। ওরা তাকে দেখতে পেল না বটে কিন্তু ঝোপটা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হচ্ছে তা ওরা দেখল।

"সাবাস্, সাবাস্", বলে উঠল গার্ডিনিয়ার, "আমাদের দুজনের মধ্যে সহযোগিতার একটা চুক্তি হওয়া উচিত। তুমি আমার গাদা বন্দুকটা চালাবে, আর আমি ওতে বারুদ ভর্তি করে দেব। যীশুর নামে দিব্বি দিয়ে বলো তো গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘের তুমি একজন সভ্য নও ?"

"না।" বলল গিল।

"তোমার হওয়া উচিত।" রাইলেফের নলটা গিলের কাঁধে ছুঁইয়ে সে বলল, "এই নাও তোমার রাইফেল, বাব্।'

নীচু হয়ে ঝুলে পড়া একটা গাছের ডালের ঠিক ওপরেই একটু লাল রঙ আর একটা পাগড়ি দেখতে পেল গিল। খুব সহজ নাগালের মধ্যেই ছিল লোকটা, কিন্তু গিল তাকে ছেড়ে দিল। ইণ্ডিয়ানটা বিজয়োল্লাসে চিৎকার করে উঠল এবং ঠিক তার পরের মুহূর্তেই হরিণের মতো লাফ মেরে মেরে গাছের গুঁড়িটার দিকে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল। রোগা দেখতে লোকটি, সেনেকাদের মতো গায়ের চামড়া ঘোর রঙের। বুকে আর মুখে রঙ মাখা ছাড়া গায়ে তার এক টুকরো কাপড় নেই, পুরোপুরি উলঙ্গ।

গিল অনুভব করল ভেতরটা ওর শক্ত হয়ে আসছে এবং গার্ডিনিয়ার কি

করছে তাই দেখবার জন্য গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু মেদবহুল দেহের ফরাসীটি তখন তার কালো দাড়ির মধ্যে দিয়ে সাদা সাদা দাঁত বার করে হাসছিল।

গাদা বন্দুকটা রেখে দিয়ে বর্শাটা হাতে তুলে নিয়েছিল গার্ডিনিয়ার ইণ্ডিয়ানটা গাছের গুঁড়ির মাথা ছাপিয়ে লাফ মারতে মারতে নেমে আসছিল। গার্ডিনিয়ার বুকের তলায় বর্শাটাকে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরল। ইণ্ডিয়ানের হাত থেকে তার কুঠারটা লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ওর রঙ-মাখানো মুখের রেখায় ফুটে উঠল একটা মানবসুলভ বিস্ময়বোধের ভঙ্গী। বর্শাটা ওর তলপেটে ঢুকে গিয়ে দুই কাঁধের মধ্যস্থলের চামড়াকে দিয়েছে বিদীর্ণ করে। তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল একবার। কিন্তু ফরাসীটি বর্শাযুদ্ধ লোকটাকে উঁচু করে তুলে ধরে গুঁড়ির ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"নরকে যাক," বলল সে, "বারুদ নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।"

বনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল গিল। বর্শাটা পেটের মধ্যে ঢুকে রয়েছে, সেই অবস্থায় ইণ্ডিয়ানটা হামাগুড়ি দিয়ে কোনো কিছুর আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, লোকটার গা থেকে রক্তপাত হচ্ছে না। কিন্তু বর্শার ওপর বার বার পড়ে পড়ে যাচ্ছিল, যেন বর্শাটাকে খুলে ফেলবার মতো হাতের কব্জিতে একবিন্দু শক্তি নেই আর।

"দেহাই তোমার লোকটাকে গুলী করে মেরে ফেলো।"

গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে মাথা বার করল ফরাসীটি।

"হে ভগবান!" মন্তব্য করল সে। কিন্তু জায়গা থেকে নড়বার নাম করল না।

কষ্টসহকারে নিজেকে যেন টেনে তুলল ইণ্ডিয়ানটি। গুঁড়ির দিকে অর্ধেকটা ঘুরে গেল। তারপর মুখটা হাঁ করে খুলে ধরল। মনে হল, বর্শাটা যেন মুখের মধ্যে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ছে। রক্তটা ওপর পর্যন্ত উঠে আসবার জন্য এতোটা সময় নিয়েছে। হাঁ করা মুখের ভেতর থেকে হড়হড় করে রক্ত পড়তে লাগল। রঙ-মাখা বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে দেহের সামনের দিকটা ভিজে গিয়ে একেবারে লাল হয়ে উঠল।

গিল চিৎকার করে লাফিয়ে উটে সোজাসুজি হাঁ করা মুখের ভেতরে গুলী চালিয়ে দিল। বর্শার ফলাটা দু'হাত দিয়ে খুলে ফেলতে ফেলতে ইণ্ডিয়ানটা পেছন দিকে একটা ঝাঁকি দিয়ে ধুপ্ করে পড়ে গেল।

গার্ডিনিয়ার বলল, "তোমার ওরকমভাবে মারা উচিত হয় নি। একটা গুলী নষ্ট করলে।"

"দোহাই তোমার, পরে যখন কোনো ইণ্ডিয়ানকে মারবে তখন সোজাসুজি মেরে ফেলো তাকে।"

"বেশ বেশ তাই করব। তোমার এতো রাগ করার কারণ নেই।" কিন্তু একটু পরেই আবার বিড়বিড় করে বলল সে, "আহা, প্রথমেই আমার টান মেরে বর্শাটা খুলে আনা উচিত ছিল। ভারি সুবিধাজনক অস্ত্র ছিল ওটা।"

প্রত্যেকটি মানুষ তার সামনেকার জঙ্গলের অংশটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছিল। হেমলক গাছের উঁচু উঁচু ডালপালার জন্য জায়গাটায় গাঢ় সবুজের অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে। ডালপালার ভেতর দিয়ে ক্ষীণভাবে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসার মতো গরম। একটুও হাওয়া চলাচল করছিল না। শুধু বন্দুকের গুলীগুলো গভীর আওয়াজ করে উত্তাপের আব্রু কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শেষ ঘোড়াটা মরে যাওয়ার পর সেনাবাহিনীর পেছনে গিরিখাতটা অনেকক্ষণ থেকে শান্ত অবস্থা ধারণ করে ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যুদ্ধের বিজয়োল্লাসের উচ্চ ধ্বনি গাছের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল ডাইনে কিংবা বাঁয়ে। মাঝখানের বিরতিটুকু যেন গুলী ছুড়ে জবাব দেওয়ার অপেক্ষার মতো মনে হচ্ছিল।

আমেরিকানদের বিশৃঙ্খল সৈন্যসারির মধ্যে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য এমন সব লোক এসে উদয় হচ্ছে যাদের পদমর্যাদার সঙ্গে দায়িত্ব নেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যে লোক তার পাশের লোকের চেয়ে ভাল গুলী চালায় সে-ই সামরিক আদেশ দিতে লাগল। বাঁ দিক থেকে জেকব শ্যামসনস্ কুড়ি জন লোকের একটি দল নিয়ে লাইনের বাইরে বেরিয়ে গেল প্রথম। এবং ইণ্ডিয়ানদের পার্শ্বদেশ দ্রুত আক্রমণ করে বসল। বীচ গাছের তলায় একটা টিলার ওপর দলটিকে থামবার হুকুম দিয়ে সামনের দিকে শ্বেতকায় সৈনিকদের লক্ষ্য করে আড়াআড়ি ভাবে গুলী চালাতে লাগল। জঙ্গলের খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়েছে দেখে সেনাবাহিনীর মাঝখানের দলটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গিল গেল এদের সঙ্গে। গার্ডিনিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকটা

ভ্যালিটাকে খোলামকুচিতে পরিণত করবে। আমেরিকান সৈন্যবাহিনী লোকেরা যা স্বচক্ষে দেখছে তা যেন মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারল না।

তারপর মনে হল, যুদ্ধের এই উন্মত্ত ক্ষুধাপূরণের স্রোতে ভেসে যা সবাই। গুলী ছোড়াছুড়ি করছে। তারপর বন্দুকগুলোকে ছুড়ে ফেলে দি এরা গেল একে অপরের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে। ইণ্ডিয়ানরা যেখা ছিল সেখানেই তাদের ছেড়ে দিয়ে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বভাগ ভেতরের দিকে ঘুরে গেল। সহসা সারা বন জুড়ে সৈনিকরা একে অপরের স ধস্তাধস্তি করতে লাগল। বন্দুকের চোঙ দিয়ে কেউ গুঁতো মারছে, কেউ বে বা বনবন করে কুঠারগুলো ঘুরিয়ে চলেছে আর ইণ্ডিয়ানদের মতো নিজের উচ্চ চিৎকারে আকাশ-বাতাস গরম করে তুলছে। গুলীর আওয়াজ কোথ নেই। তারপর সেনাবাহিনীটা যখন প্রথম আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হ তখন চিৎকারও গেল বন্ধ হয়ে। লোকজনরা নিচে নেমে যে লাগল।

ঈষৎ পূর্বের নিস্তব্ধতা হঠাৎ আবার নতুন করে ভঙ্গ হল। ধাক্কা খে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে গিল ঠিক ওর সামনেই একটা মুখ দেখতে পে বন্দুকের বাঁটের গুঁতো লেগেছে মুখে। মনে হচ্ছিল মুখটা ফেটে বেরি আসবে বুঝি। যে-হাত দিয়ে বন্দুকটা ধরে রেখেছিল লোকটি, সেই হাতে ওপর আস্তে করে কুঠারটা চালিয়ে দিল গিল। মনে হল আঙুল ছিঁ কুঠারটা পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে। লোকটা কেঁদে উঠল। স্পষ্ট এবং অ আওয়াজটা যেন গভীর একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘোষণামূলক উক্তির ম শোনাল। কান থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে যাওয়ার পর গিল শুনতে পে কে যেন কাঁদছে। একটা মানুষের দেহের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াতেই সে অনু করল তার জুতোর তলায় দেহটা একটু সংকুচিত হয়ে এল। সংকুচি হওয়ার জন্য পড়ে গেল গিল। জঞ্জালের মতো দেহটার সঙ্গে হাঁটু ঠেকল ও ঠিক সেই সময় ওর সামনেই গুলী ফাটার শব্দ হল একটা। এবং ওর ম হল, একটা গোটা হাতই ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল দেহ থেকে।

হেমলকগাছের ডালগুলো যেন পায়ের গোড়ালি দেখিয়ে ওর কাছ থে পালিয়ে যেতে লাগল। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল গিল। এ লোক তখন তিন বার পা ফেলে ওর দেহের পুরো অংশটাই হেঁটে পার হ

গেল। পীড়িত বোধ করল সে, তারপর সবকিছু ভুলে গেল। শুধু অনুভব করতে লাগল, মরণের মুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

স্পষ্ট বোধশক্তি আর নেই। মাটির ওপর পড়ে রয়েছে সে। ওর কাছে মনে হল, ঝরে পড়া ফারগাছের প্রতিটি পাতা আর পল্লব যেন খাড়া হয়ে খোচা মারছে পিঠে। একটু দূরেই কে যেন ক্রমাগত চিৎকার করে বলে চলেছে, "দোহাই তোমার, উঃ, দোহাই তোমার।" গিল ভাবল যে, যদি দৃষ্টি তোলার শক্তি থাকত তা হলে দেখতে পারত কোথা থেকে শব্দটা আসছে, দৃষ্টি তুলতে পারল না সে।

তারপর বনের মধ্যে অন্ধকার নেমে এল। চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক উঠল একটা। সে অনুভব করল কে যেন ওর ঘাড়টা হাত দিয়ে চেপে ধরছে। মনে হল, গিল যেন পিছিয়ে যাচ্ছে আর পা দুটো মাটির ওপর হেঁচড়াচ্ছে। ঝাঁকি মেরে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল কেউ এবং সে বুঝতে পারল বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। গিল ভাবল, "বৃষ্টিহীন অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটল।"

পরপর বজ্রপাতের ফলে হেমলকগাছগুলি প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল। শুকনো মাটির ওপর হিস্‌হিস্ শব্দ করতে করতে খাড়াভাবে এসে বৃষ্টি পড়ছে। গাছের মাথায় সৃষ্টি করছে কুয়াশা। প্রবল বৃষ্টিপাত আর বিরামহীন মারাত্মক বজ্রপাতের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। চোখ খুললেও কোনো কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু গাছের গুঁড়ি যেন মাটি থেকে উঠে কাছে এগিয়ে আসছে, জলে ভিজে কালো কুচকুচে অন্ধকার চিকমিক করছে, আর ভাঙাচোরা বিদ্যুতের আলোয় জঙ্গলের আঁকাবাঁকা সরু সরু পথগুলো একবার আলোকিত হয়ে উঠে আবার নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

গিলের সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করছিল ওকে, "হাঁটতে পারবে, বাব্?"

হাঁটতে চেষ্টা করল, কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের ক্লান্তির ভারে পা দুটো ভেঙে পড়ছিল।

"পা দুটো মাটিতে রাখো, বাব্। পায়ের পাতা বেশ চওড়া করে বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়াও। একটু মাল খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

গিল আবার চোখ খুলল। দেখল, পাটির বুননির মতো গার্ডিনিয়ারের

দাড়িতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। ফরাসীটির চোখে জলন্ত দৃষ্টি আর সাদা সাদা দাঁতগুলো বন্য পশুর দাঁতের মতো হিংস্র দেখাচ্ছে।

"ব্র্যাণ্ডি খেলে পৃথিবীটাকে সুন্দর মনে হয়," ফরাসীটি বলতে লাগল, "হাতের কাছে মেয়ে পাওয়া যায়। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মায়। ব্র্যাণ্ডি পেটে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার তো একটা হাত শুধু ছড়ে গিয়েছে—আমাকে ছাখো, আমার একটা কান নেই।"

ওর মুখের একটা দিক থেকে স্রোতের মতো রক্ত ঝরে পড়ছে শার্টের কলারের ওপর।

"ওরা পালিয়ে গেছে, বাব্। নরকে গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা ওদের মার দিয়ে একেবারে পগার পার করে দিয়েছি। চলো, যাই। ডাক্তার তোমার ঠিক করে দেবেন।"

একটা ছোট্ট টিলার ওরর গিলকে বসিয়ে দিল সে। ডাক্তারের বিরাট বড় মাংসবহুল মুখ থেকে যেন খই ফুটছিল। ক্রুদ্ধ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার পেট্রি গিলের হাতের ওপর অ্যালকোহল ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর গিলের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি। ক্ষতের মধ্যে খোঁচা খেয়ে চেতনা ফিরে এল ওর। ওপর দিকে চোখ তুলতেই বুড়ো হারকিমারকে দেখতে পেল সে। মুখটা তাঁর ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও পাইপ টেনে চলেছেন তিনি। বৃষ্টি পড়ছিল বলে পাইপের মুখটাকে উল্টো করে ধরেছেন।

"ওরা আবার ফিরে আসবে," হারকিমার বলছিলেন, "আসতে বাধ্য। কিন্তু বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমরা একটু বিশ্রাম করে নিই।"

একটু দূরেই গাছের গুঁড়ির ওপর বসে একটা লোক খাবার খাচ্ছে। বাকী লোকদের মধ্যে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ কেউ বা মাটিতে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। সকলকেই ক্লান্ত পীড়িত আর কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন একটু আগেই সুরাপানের বিরাট একটা আড্ডা জমেছিল বোধহয়।

শত্রুদের দিকে কারো আর নজর নেই। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শুধু দাড়িয়ে রইল ওরা।

হঠাৎ যেমন জল নেমেছিল তেমনি হঠাৎ আবার বন্ধও হয়ে গেল। উঠে পড়ল ওরা এবং অন্যদেরও লাথি মেরে মেরে উঠিয়ে দিয়ে রাইফেলগুলো তুলে নিল হাতে। পুরনো বারুদই রেখে দিল কেউ, অনেকে আবার নতুন বারুদ ভরে নিল বন্দুকে।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল গিল। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে তখনো ওর হাতে রাইফেলটা ধরা রয়েছে। মনে হল, অনেকক্ষণ আগেই বুঝি বৃষ্টি পড়া থেমে গিয়েছিল। বনের চেহারাটা বদলে গিয়েছে বলে দিক্‌নির্ণয় করতে পারল না। বুঝতে পারছিল না কোন্ দিকটা পশ্চিম আর পুব।

একটু পরেই সে দেখল, সেনাবাহিনীর অবস্থানটা অন্য দিকে সরিয়ে এনেছেন হারকিমার। প্রথম গিরিখাত আর ছোট্ট অগভীর একটা খাতের মধ্যবর্তী সমতলভূমির ঠিক মাঝখানে বাহিনীটাকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। কোনো নতুন আক্রমণ হলে পাশের দিকে সরু জায়গাটাতে এসে প্রতিরোধ করতে হবে, নয়তো নতুন ঢালু ধরে সরাসরি উঠে যেতে হবে ওপরে। সেখানেই সেনাবাহিনীর লাইনটা তৈরী হয়েছে।

প্রথম গুলীগুলো বিক্ষিপ্তভাবে এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেক দূর থেকে গুলী চালাচ্ছিল ইণ্ডিয়ানরা। মনে হল, যুদ্ধ করবার তেমন আর ইচ্ছা নেই তাদের। এখন এরা খুবই সতর্ক হয়েছে। প্রত্যেকেই সতর্ক। আড়াল রেখে সেনাবাহিনী নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

নতুন অবস্থানের উত্তর থেকে দক্ষিণে একগাদা মৃতদেহের স্তূপ কোনো অসম্ভব শস্যের অসমান সারির মতো এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে। যে-সব সবুজ কোট-পরা লোক হেমলকগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আক্রমণ করতে এসেছিল তাদের মৃতদেহের সংখ্যা আর সেনাবাহিনীর নিহত লোকদের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। অদ্ভুতভাবে পড়ে রয়েছে ওরা। হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। কারো হাতে ছুরি, কুঠার কিংবা বন্দুক ধরা রয়েছে। উদ্দেশ্যটা যেন তখনো এদের প্রাণহীন মুখের ওপরে আস্তরের মতো লেগে ছিল। অনেকে আবার চিত হয়েও শুয়ে ছিল। হাতগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছে, যেন বৃষ্টির জল ধরতে যাচ্ছে তারা।

কারো সঙ্গে যেন বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই তেমনি মনোভাব নিয়ে

সেনাবাহিনীর লোকেরা মৃতদেহের সারিটার ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলছিল। একজন ইণ্ডিয়ানকে কোমরের ওপরে বেয়োনেট মেরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে গাছের সঙ্গে বিদ্ধ করে রেখেছে। নির্জীব পা দুটো তার মাটির একটু ওপরে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো তার খোলা। পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় গিলের যেন মনে হল লোকটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে।

একটু এগিয়ে আসবার পর একটা মুখ যেন চেনাচেনা লাগল। আরো একবার তার দিকে চেয়ে দেখল গিল। গাছের গুঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে লোকটি। থুতনিটা একটু ওপর দিকে তোলা। আগ্রহসহকারে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল লোকটি হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল। খুলির ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। তালুটা সমতল আর লাল হয়ে রয়েছে। মাথার চাঁদির ছালটা কেটে নেওয়ার জন্য মাংসপেশী ঢিলে হয়ে গিয়েছে বলে গাল দুটো ঝুলে পড়েছে চোয়ালের হাড়ের ওপর। ঝুলে-পড়া মাংসপিণ্ডের টানে চোখ দুটো খোলা রয়েছে। তলার চোখের পাতার ভেতরটা ভীষণভাবে রক্তাক্ত দেখাচ্ছে।

দুটো বাহিনী আড়ালে দাঁড়িয়ে একঘণ্টা পর্যন্ত শুধু গুলী ছোড়াছুড়ি করল। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে সমতলভূমির বরাবর শত্রুবাহিনীর দ্বিতীয় আক্রমণ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠতে লাগল। প্রথমে এরা ভুল করে ভেবে নিয়েছিল যে, দুর্গ থেকে এদের সাহায্যার্থে সেনাদল পাঠানো হয়েছে। যে-দিক থেকে আসছিল ওরা তাই দেখেই ভুলটা হল। তা ছাড়া আমেরিকান সৈনিকদের তেকোনা টুপীর মতো ওরা নিজেদের টুপীর ধারগুলো মুড়ে দিয়েছিল বলেও ভুলটা ধরতে পারে নি।

আড়াল থেকে আমেরিকান সৈনিকরা বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে করমর্দন করবে বলে হর্ষধ্বনি করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা এদের এগিয়ে আসতে দিল, বাধা দিল না। বন্দুকও দাগল না কেউ। তারপর শেষ মুহূর্তে যখন বৃষ্টিতে ভেজা গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে চারদিকটা আলোকিত করে তুলল তখন ওরা আক্রমণকারীদের গায়ের সবুজ কোট দেখে ভুলটা বুঝতে পারল।

দুটো বাহিনীর সংঘর্ষের স্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না গিলের। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে থেকে মনে হল গিল যেন সমস্ত ব্যাপারটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

কিন্তু অন্য একটা দল সবুজ কোট গায়ে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছিল এবার। প্রথম দলটার মতোই এরাও নিঃশব্দে আর চকচকে বেয়োনেট খাড়া করে মার্চ করে আসছিল।

পালিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হল গিল। হঠাৎ যেন মনে হল খিদে পেয়েছে ওর। ব্রেককাস্ট কিংবা রাত্রিতে খাবার খাওয়ার মতো নিত্যকার খিদে এ নয়—এ একেবারে সর্বক্ষণ লেগে-থাকা, সর্বগ্রাসী আর যন্ত্রণাদায়ক খিদে। খিদেটা যেন পেটের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে আর খোঁচা মারছে। ওর মনে হল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যারা বেয়োনেট হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছিল তাদেরও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে ওদের বোধহয় যুগযুগান্তর কেটে যাবে। ওরা এমনভাবে এগিয়ে আসছিল যেন ইচ্ছা থাকলেও নিজেদের রুখতে পারছে না। আর গিলও পালিয়ে যাওয়ার মতো নিজের পায়ে শক্তি খুঁজে পেল না।

আগের মতো এবার ওরা হল্লা-চিৎকার করল না। বৃষ্টির জলে অনাবৃষ্টির শুষ্কতা লোপ পেয়েছিল বটে, কিন্তু ওদের কণ্ঠনালীর শুষ্কতা দূর হয়নি। অবিশ্রান্তভাবে ধীরে আর ক্লান্ত ভঙ্গীতে একে অপরকে আঘাত করে চলেছে। এতো ক্লান্ত যে আঘাতগুলো এড়িয়ে যেতেও পারছে না। এবং আঘাত খেয়ে এমনভাবে পড়ে পড়ে যাচ্ছে যে, বিশ্বাস করাও কঠিন। এমন লড়াই বেশিক্ষণ চলতে পারল না।

গিল দেখল, সেনাবাহিনীর মধ্যে সে একাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। জনকয়েক লোক ওর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু একটা মুখও ওর চেনা নয়। এমন ভাবে একজন অন্যজনের দিকে তাকাচ্ছে যেন কথা বলবার ইচ্ছা হচ্ছে ওদের।

সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগে তখনো গুলী চলছিল। ইণ্ডিয়ানরা হাতাহাতি

লড়াই করছিল। তাও বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপক গুলীবর্ষণের অবশিষ্টাংশের মতো মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা গুলীর আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

বনের মধ্যে ইণ্ডিয়ানরা চিৎকার করে ডাকাডাকি করছিল। বর্বরদের ভাষায় শুধু একটা কথাই ডেকে ডেকে বলছিল তারা, "উনাহ্, উনাহ্, উনাহ্।" তারপর হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ওরা!"

প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আবার বোধহয় ঝড় উঠল। তারপর বুঝতে পারল, একটু আগে যে-আওয়াজটা ওরা শুনতে পেয়েছিল সেটা আসলে হচ্ছে তিনবার কামান দাগার শব্দ।

সংবাদবাহকরা দুর্গে গিয়ে পৌছতে পেরেছিল এবং শত্রুদের মনোযোগ অন্য দিকে চালিত করবার জন্য দুর্গের সৈন্যদল কৌশল অবলম্বন করছিল।

ধীরে ধীরে এদের প্রত্যেকের মুখের ওপর বোধশক্তির একটা সুস্পষ্ট আভাস ফুটে উঠতে লাগল। রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখল। বনটা ফাঁকা—পড়ে আছে শুধু ওরা আর উভয়পক্ষের মৃতদেহ-গুলো। শত্রুদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা পালিয়ে গিয়েছে।

যাদের হাঁটবার ক্ষমতা ছিল তারা পেছনে একটা টিলার দিকে হেঁটে যেতে লাগল। গাছের তলায় টিলাটার ওপর বসে ছিলেন হারকিমার। বুড়ো ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। কালো কালো চোখ দুটি তাঁর তখনো উৎসাহের আগুনে প্রদীপ্ত। এদের সকলের মুখের ওপর আকুলভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি চোখ ঘোরালেন মৃতদেহের সারিগুলোর দিকে।

একজন অফিসার জড়বুদ্ধির মতো বলে উঠল, "আমরা কি এখন দুর্গের দিকে রওনা হবো, হন্নিকল?" একটু থামল, ঢোক গিলল, তারপর যেন নিজের ত্রুটি স্বীকার করবার জন্য লোকটি বলল, "জানি, আমরা যে এখানে আছি দুর্গের লোকেরা তা অবশ্যই জানে।"

হ্রস্বকায় জার্মানটি চোখ ঘোরালেন বক্তাটির দিকে। চোখ দুটো জলে ভরে এল তাঁর। হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রাখলেন তিনি।

পিটার বেলিঙ্গার আর পিটার টাইগার্ট এগিয়ে এসে কাঁধ স্পর্শ করল তাঁর। অফিসারকে বলল ওরা, "সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নেই আমাদের।"

হাতে ধরে হারকিমারকে তুলে ফেলল ওরা।

"আমি হাঁটতে পারব না।" সশব্দে চোখের জল গিলে ফেলে তিনি বললেন, "শিলিঙ্গার এখনো ওখানে রয়েছে। ইংরেজ পেশাদার সৈনিকদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। আমাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। তার চেয়ে বরং আমাদের বাড়ির দিকে পথ ধরা ভাল।"

যারা বেঁচে আছে তাদের তিনি একজায়গায় জড়ো করে গুনে দেখতে বললেন। তাড়াতাড়ির কাজ এটা নয়। প্রতিটি লোককে টেনে টেনে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে গাছের তলায় এনে সারি দেওয়াতে হল। বৃষ্টি জলে মাটি তখনো ভেজা রয়েছে। গিরিখাতের দিক থেকে বিশ্রী একটা রক্তের গন্ধ ভেসে আসছিল।

নাম ডেকে হিসেব করার কাজটাতে সময় লাগল অনেক। কম্পমান সারিগুলোর সামনে গিয়ে অফিসাররা প্রতি দশজন সৈনিকের মাঝখানে এক একটা লাঠি বসিয়ে ভাগ করে দিল। ওরা তখন হিসেব করে দেখল যে, মোহক-সৈন্যদলকে নিয়ে ফিশার পালিয়ে যাওয়ার পর ছ'শ পঞ্চাশজনকে যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ অতর্কিত আক্রমণের কাজ করেছে, কেউ কেউ বা সরাসরি লড়াই করেছে। এদের মধ্যে প্রায় দু'শ জন হাঁটতে পারবে বলে সাব্যস্ত করা হল। আরো চল্লিশ জন ছিল যারা এখনো বেঁচে রয়েছে। ক'জন সত্যি সত্যি মরেছে আর ক'জন শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে সে সম্বন্ধে হিসেব পাওয়া গেল না।

বাঁশের সঙ্গে গায়ের কোট বেঁধে খাটুলি তৈরি করা হল—স্ট্রেচার। যারা খুব বেশি আহত হয়েছিল তাদের তুলে ফেলা হল খাটুলির ওপর। সৈনিকদের মধ্যে যারা খাটুলির বাহকের কাজ নিল না তারা উৎসাহহীন ভাবে বন্দুকের মধ্যে বারুদ কিংবা গুলী ভরে নিয়ে পথ চলতে লাগল। পুবদিকের পথ ধরল সেনাবাহিনী।

গিরিখাতের যে-অংশটাতে লড়াই শুরু হয়েছিল সেটা যেন অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে বলে মনে হল ওদের। কবে যে সেই জায়গাটা শেষবারের মতো দেখেছিল তাও যেন মনে করতে পারছে না। মাঝখানে যেন বহুসময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে বলে ভাবল ওরা। অরিসক্যানিতে যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

সেখান থেকে আগে আগে লোক পাঠানো হল নৌকা যোগাড় করতে। বলে দেওয়া হল, আহতদের তুলে নেওয়ার জন্য নৌকাগুলো যেন মোহক নদী দিয়ে একেবারে ঘাট পর্যন্ত এসে পেঁছয়। মন্থরগতিতে বয়ে চলেছে নদী। যতক্ষণ না নৌকাগুলো এসে পেঁছল ততক্ষণ ওরা নদীর ধারে অন্ধকারের মধ্যে গা এলিয়ে শুয়ে রইল। বেদনাবোধহীন মানুষের মতো হয়ে গিয়েছিল ওরা।

নৌকোগুলো যখন এসে ঘাটে ঠেকল ঠিক তখনই ওরা উঠে দাঁড়িয়ে আহতদের নৌকোয় তুলতে গেল। এক মুহূর্ত আগে গেল না। আগুনের আলোয় হারকিমারের মুখটা কি রকম দেখাচ্ছিল সেই সম্বন্ধে অনেকেই গল্প করত পরে। পাইপ টানা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দাঁতের ফাঁকে পাইপটা ধরে রেখেছিলেন দৃঢ়ভাবে। কথা বলছিলেন না। হাঁটুটা ধরে রেখে অনড় হয়ে বসে ছিলেন তিনি।

সেই সময় ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল, হারকিমারকে নৌকাতে তুলে নিয়ে গিয়ে তলায় একটা ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর ওদের নদীটা পায়ে হেঁটে পার হয়ে গিয়ে রাস্তা বরাবর চলবার জন্য আদেশ দিলেন তিনি। ক্লান্তিভরে চলতে লাগল ওরা। এতো শ্রান্ত যে কথা বলতে কিংবা চিন্তা করতে পারছে না। এখানে আসবার সময় এই পথটাই পার হতে তিন দিন লেগেছিল। এখন আবার সেই পথটাই ফেরার মুখে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে পার হতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

উপনিবেশে পেঁছবার পর জনসাধারণের আতঙ্কগ্রস্ত ফেকাশে মুখগুলোর দিকে দৃষ্টি দিল না কেউ। দৃষ্টি দিতেও ক্লান্ত বোধ করছিল। আগেই খবর রটে গিয়েছিল যে, শত্রুবাহিনী এসে হানা দেবে এখানে। অতএব এখানকার লোকেরা তাদের জন্যই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল।

চরম দুর্দশার ব্যাপার এটা। পশ্চিম অঞ্চলে রওনা হওয়ার সময় স্থানিক সেনাবাহিনীটাকে এতো বড় দেখাচ্ছিল যে, কেউ ভাবতেও পারে নি শত্রুবূহ ভেদ করে তারা দুর্গে গিয়ে পেঁছতে পারবে না। এখন তারাই ফিরে এল এখানে। বেদম মার খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং মার খাওয়া লোকের মতোই কথাবার্তা বলছে। তাও তো পেশাদার সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় নি ওদের। অতএব শত্রুরা ওদের আগে যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করেছে তেমন কথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

পরে কে যেন বলেছিল যে, দুর্গের বেড়ার ধার থেকে মেজর ক্লাইড নামে একজন অফিসার নাকি চিৎকার করে ওদের সামরিক কর্তব্য থেকে বিদায় হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিল। বলেছিল যে, বাড়ি ফিরে গিয়ে ওরা এখন বিশ্রাম করতে পারে। শিগগীরই নাকি লড়াই করবার জন্য আবার ওদের ডাক পড়বে।

কিন্তু তার কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করে নি কেউ। বন থেকে বেরিয়ে স্কাইলারে এসে পৌছবার পর ওরা এক-একজন করে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে সরে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁাছবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাটা দমন করে রাখতে পারছিল না। সেনাবাহিনী বলে কিছু আর রইল না এবং এই কথাটা ওদের কেউ বলে না দিলেও ভাল করেই মনে মনে বুঝতে পারল ওরা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্ট্যানউইক্স (১৭৭৭)

॥ ১ ॥

মহিলাগণ

দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কথায় কিছুতেই কান দিচ্ছেন না মিসেস ম্যাকক্লেনার। তিনি বলেন, "যুদ্ধের সময় মেয়েরা যদি বাড়ি বসে পুরুষদের কাজকর্মগুলি দেখাশোনা না করতে পারে তা হলে তাদের এখানে রেখে যাওয়ার মানে কি?"

"ঠিক কথা, ম্যাডাম।"

এল্ডরিজ ব্লকহাউসের কর্তৃত্বের ভার পড়েছে ক্যাপটেন জেকব স্মলের ওপর। রান্নাঘরে ঘোরাঘুরি করতে করতে টুপীটা হাত দিয়ে বার দুই উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর চুল্লীটার দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে থেকে বলল সে, "যদিও এটা হচ্ছে গিয়ে আদেশ: 'স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগকে একজায়গায় একত্র করিতে হইবে।' আমি এবং আমার মতো যাদের বয়স ষাট বছরের বেশি আর যারা ষোল বছরের কম তাদেরও ফোর্টের আশ্রয়ে এনে জড়ো করতে হবে। তাদের রক্ষা করবার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের।"

"হুঃ—ক্যাপটেন স্মল, তোমার কি ধারণা আমি নিজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিজে নিতে পারি না?"

"পারেন, ম্যাডাম।" অস্বস্তি বোধ করছিল ক্যাপটেন, "কিন্তু এগুলো হচ্ছে গিয়ে সরকারী আদেশ—অর্ডার। আমার এলাকার মধ্যে পড়েছেন আপনি। আপনি যদি এল্ডরিজে আসতে না চান, তা হলে বোধহয় নদী পার হয়ে হারকিমারের ওখানে চলে যেতে পারেন। আমরা শুধু একটা চালা-ঘরে আপনার জন্য একটু জায়গা করে রেখেছি।"

"চালাঘরে!" ভোঁস-ভোঁস শব্দ করে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন,

"আমাকে দেখে কি তোমার মনে হচ্ছে আমি একটি সেই ধরনের স্ত্রীলোক যে এই বয়সে একটা চালাঘরে গিয়ে বাস করবে ? ভাবছ আমি একটা বকনা বাছুরের মতো পালের মধ্যে গিয়ে জুটে যাব ?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম," আতঙ্কিত হয়ে ক্যাপটেনই আবার বলল। "অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছিলাম ও-রকমভাবে আপনি থাকতে পারেন না।"

"গোল্লায় যাও তুমি, আমার দিকে চেয়ে ছাখো। কি মনে হচ্ছে ? নিজের দেখাশোনার ভার আমি নিজে নিতে পারি না ?"

"পারেন, ম্যাডাম।" ক্যাপটেন স্বল চোখ তুলল, তারপর হঠাৎ আবার মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইল চুল্লীর দিকে।

"যদি থুথু ফেলতে চাও," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "তা হলে, দোহাই তোমার, তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে মুখটাকে মুক্ত করো।" ক্যাপটেন যখন ছাইয়ের মধ্যে থুথু ফেলছিল তখন তার মনে হচ্ছিল, স্ত্রীলোকটির লম্বা নাকটা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওর ভেতরে প্রবেশ করছে।

মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "এই বোকা স্ত্রীলোকটিকে স্থবুদ্ধির পথটা দেখাতে এসেছ বলে তোমায় ধন্যবাদ, ক্যাপটেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, তোমাদের সংবুদ্ধির ধারণার সঙ্গে আমার ধারণাটা মেলে না।"

ক্যাপটেন বলল, "প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন করতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আপনার মনের যদি পরিবর্তন হয় তা হলে কোনার দিকের জায়গাটুকু আপনার জন্য ঠিক করে রাখব আমরা। ফিল্ হেলমার সেখানে এখন তার গরুগুলো রেখেছে। কিন্তু যে-কোনো সময়ে সেগুলো আমরা সরিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ, ক্যাপটেন।"

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্যাপটেন স্বল খক্‌খক্ করে কেশে উঠল একটু। যেখানে থুথু ফেলল তার ওপর দিয়ে নদীর ওপারে ফোর্ট হারকিমারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে অর্থপূর্ণভাবে বলল সে, "ম্যাডাম, ঐ দেখুন কয়েকজন স্ত্রীলোক দুর্গের দিকে যাচ্ছে।"

গরুর গাড়ির একটা নড়বড়ে লাইন দক্ষিণের পাহাড় থেকে নেমে এসে সমতলভূমির ওপর দিয়ে ক্লান্তিভরে এগিয়ে চলেছে। স্ত্রীলোক, ছেলেপেলে আর জিনিসপত্র দিয়ে গাড়িগুলোকে অত্যধিকভাবে বোঝাই করা হয়েছে।

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "গত দু'দিন থেকে

আমি ওদের দেখছি। দৃশ্যটা আমায় পীড়িত করে তুলেছে। খরগোশের মতো ভীত হয়ে আছি।"

ক্যাপটেনকে রাস্তা দিয়ে কষ্ট সহকারে নেমে যেতে দেখলেন তিনি। তারপর দেউড়ির ওপর সজোরে পদাঘাত করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হেঁটে গেলেন গোলাঘরের দিকে। নিজের মনে বলে উঠলেন, "হতচ্ছাড়া ইণ্ডিয়ানগুলো!"

তিনি দেখলেন, মাখনভর্তি মাটির পাত্রটা হাতে নিয়ে লানা এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। "কতটা হল?" জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"প্রায় তিন পাউণ্ড," জবাব দিল লানা। মুখে ওর গোলাপী আভা, আর শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু চোখের মধ্যে বিষণ্ণতার ছায়া। জিজ্ঞাসা করল সে, "ক্যাপটেন স্মল এসেছিল বুঝি, মিসেস ম্যাকক্লেনার?"

"হ্যাঁ।"

"কোনো খবর দিল কি?"

"সে আমাদের ব্লকহাউসে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার যুক্তি দিতে এসেছিল। একটা পশুর থাকার মতো একটু জায়গা আমাদের জন্য সে ঠিক করে রেখেছে। এখন সেখানে গোটা কয়েক গরু আছে। তবে হ্যাঁ, আন্তরিকতার অভাব নেই তার। বললে যে, আমরা যদি যাই তাহলে গরুগুলোকে বার করে দেবে সে।"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল লানার মুখে। বিধবাটির কথাবার্তার ধরনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল।

মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "তারপর মেয়েরা যে ফোর্ট হারকিমারে যাচ্ছে আশ্রয় নিতে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। এবং ইণ্ডিয়ানরা যে কি ভাবে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করেছে সে সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলল।" একটু থেমে লানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এসম্বন্ধে তুমি কি বলো, ম্যাগডেলানা? ভয় পাচ্ছ না কি?"

শান্তভাবে লানা জবাব দিল, "না।" মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে দৃষ্টি ছিল না ওর। মাটির পাত্রটা হাতের ওপর রেখে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ছিল সে। বলল, "এখানেই থাকবার কথা বলেছে গিল। অন্তত: যতদিন না খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, পশ্চিম অঞ্চলে মার খেয়েছে ওরা। যখন সে ফিরে আসবে তখন এখানেই আমি আছি বলে আশা করবে গিল।"

"হ্যাঁ, তোমার পক্ষে সেই ভাল।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। জোরে জোরে পা ফেলে তিনি গোলাবাড়ির দিক চলে গেলেন। ঘোড়াগুলোকে দলাই-মলাই করবেন তিনি। এই কাজটার কথা তক্ষুনি তাঁর মনে পড়ল। কি যে ঘটত পারে সে সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন কোনো খোঁয়াড়ে শুয়োরের মতো বাস করবার ইচ্ছা নেই তাঁর। সেখানে গেলে চাষীদের বউ-ঝিরা সর্বক্ষণই উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবে গাউনের তলায় কি রকমের অন্তর্বাস পরেছেন তিনি……

পাথরের বাড়ি থেকে নিজের রান্নাঘরে আসবার পথে লানা শুনতে পেল, আস্তাবলভর্তি কর্মরত একগাদা সহিসের মতো বিধবাটি হিস্ হিস্ শব্দ করছেন। দরজার মধ্যে ঢুকে আবার একবার দাঁড়িয়ে পড়ল লানা। ভ্যালির ওপর দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সে।

দু'দিন পার হয়ে গেল—কোনো খবর পৌছল না ওদের কাছে। ভ্যালি নিস্তব্ধ এবং গরম। মাটি শুকনো; নদীতে জল খুব কম এবং স্রোত নেই। যখনি সে নদীর ওপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে তখনি ওর মনে হয় পাহাড়গুলো যেন গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াচ্ছে। পেছন দিকে অরণ্যের অবস্থিতি অনুভব করে সে। মনে হয় যেন উত্তরের খাড়াইটার ওপর থেকে উষর ও নির্জন প্রান্তরটা বুঝি চুপিসাড়ে কাছে এগিয়ে এসে অদৃশ্য গুপ্তচরের মতো ওর সারাদিনের চলাফেরার ওপর নজর রাখছে।

গিলের সঙ্গে সঙ্গে খামারের নিত্যপরিচিত প্রাণচাঞ্চল্যটাও যেন বিদায় নিয়ে গেছে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের হৈ-হল্লা সত্ত্বেও তিনটি স্ত্রীলোকই গাছগাছড়ার সবুজ নিস্তব্ধতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। নিজেদের কণ্ঠস্বর আর সন্ধ্যাবেলার কাকের চিৎকার ছাড়া আর কোনো আওয়াজই কানে আসে না। এমন কি কিঙস্‌রোড দিয়েও ঘোড়ার গাড়ি যাওয়া-আসা করে না। নদীতে নৌকা চলে না। মনে হয় ভ্যালিটি বুঝি দম বন্ধ করে বসে আছে, যেন স্থানিক সেনাবাহিনীটা এর জীবন থেকে সব কিছু নিঙড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিনা কারণে কথা বন্ধ করে কান পেতে শোনবার একটা অপ্রত্যাশিত প্রবৃত্তি জন্মায়। কি শুনতে চায় সে? বলতে পারে না লানা। কিন্তু বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে।

হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা সর্বক্ষণই জেগে থাকে মনে। গিল নিশ্চয়ই মরে যাবে।

কখনো কখনো মনে হয় গত শরৎকাল থেকেই ওরা দু'জনেই মরে রয়েছে। স্কাইলারে সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরটায় বাস করবার সময়েও এই মনোভাবটা আসত। গাদাগাদি করে বাস করত। এতো কাছাকাছি বলেই একে অপরের কাছ থেকে সরে থাকতে চাইত, যেন দৈহিক সন্নিধ্যটা এড়িয়ে যেতে চায়। পরে গরমের শুরুতে জীবনটা সহজ হয়ে এল। কাজের মধ্যে ভাল থাকে গিল। সে এমন ধরনের মানুষ যে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হতে চায়। কিন্তু লানার কাছে বেঁচে থাকাটা হয়ে উঠল শুধুমাত্র নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলা ও গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওরা কি করছে কিংবা বলছে তার মধ্যে ব্যক্তিগত তাৎপর্য কিছু খুঁজে পায় নি সে।

তারপর প্রথম সৈন্যসমাবেশের জন্য উনানডিলায় চলে গেল গিল। সেখান থেকে যখন বাড়ি ফিরে এল তখন আগুন দেখে পতঙ্গের প্রলুব্ধ হওয়ার মতো ওর মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়েও গেল আবার। সেই সময় আগের চেয়ে স্বাস্থ্য ওর ভাল ছিল। কিন্তু সুখী হওয়ার জন্য গোড়াকার সেই বিলুপ্ত আবেগানুভূতি আর সে ফিরিয়ে আনতে পারল না।

গিলকে মনে হতো এসম্বন্ধে সে অচেতন, নিরাসক্ত এবং ব্যর্থ। লানা প্রায়ই মেয়েদের অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে শুনত যে, স্বামীদের সঙ্গে ওরা "মানিয়ে" চলছে। অবাক হয়ে ভাবত লানা সেও গিলের সঙ্গে ঐ রকম ভাবে মানিয়ে চলছে কি না। খামার পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যেমন বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে নিঃশব্দে এবং অন্ধের মতো গিলের কাছে আত্মসমর্পন করেছিল সে। অন্ধের মতোই সঁপে দিয়েছিল নিজেকে যতক্ষণ না দেখল ফোর্ট ডেটনের দিকে মোড় ঘুরল গিল আর তার পেছনে পেছনে অস্থিরগতিতে ঢাক পেটাতে পেটাতে চলে গেল প্যালাটাইন বাজনদাররা। গিল নিশ্চয়ই মরে যাবে বলে সেই দমবন্ধ করা চিন্তাটা যখন মনের মধ্যে উদয় হল তখন খুবই দেরি হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই স্কাইলারদের সেই বাড়িটা দেখতে পেল সে। পরিত্যক্ত আর জানালাদরজা বন্ধ অবস্থায় নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুঁড়ে-

ঘরটা। কিন্তু লানার কাছে মনে হল, সে যেন আবার শ্রান্ত, এবং নির্জীব অবস্থায় সেই সরু মাচাটার ওপর শুয়ে রয়েছে আর বুকের ওপর চেপে বসেছে দারুণ আতঙ্ক ও অপমানবোধের একটা বোঝা। স্মরণশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগল সে। কথাগুলো স্পষ্টভাবে মনে আসছে না। এই কথাগুলো দিয়েই তো পরে গিলকে বোঝাতে হবে যে, সেইসময় ওরা দুজনেই অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। আত্মস্থ ছিল না কেউ। বলতে হবে সেই দুঃসময়টা পার হয়ে এসেছে এবং সেই অবস্থার জন্য ওরা কেউ দায়ী নয়। বাধ্য হয়েই দুরবস্থাটাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল এবং সেটা যে ওদের বুদ্ধি কিংবা কৃতকর্মের দ্বারা সৃষ্ট হয় নি সেই কথাটাও বলতে হবে ওকে। কিন্তু উপযুক্ত কথা আর যুক্তিগুলো খুঁজে আনবার চেষ্টাটা ওর এতো অপর্যাপ্ত মনে হল যে, করুণার উদ্রেক করে। ঐ দৃশ্যটার সামনে থেকে নিজেকে জোর করে টেনে নিয়ে এল সে। নিজের রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে করে এমন একটা অনুভূতি নিয়ে এল যার দ্বারা লানা বুঝতে পারলে যে, ঐ অবস্থার মধ্যে দুটি মানুষ যখন একে অপরের বিরুদ্ধাচারণ করে তখন সেই মুহূর্তটাকে পরে আবার মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার শক্তি কারো থাকে না।

মিসেস ম্যাকক্লেনারই প্রথম শুনলেন যে গিল বাড়ি ফিরে আসছে। আগের দিন রাত্রিতে ফিশারের পলায়নরত উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলের হৈ-হল্লা শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর, ডেইজীর আর লানার খামার বাড়িতে এসে দরজার কড়া নেড়েছিলেন তিনি।

রাত্রির পোশাক পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল লানা। জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। সাদা টুপীর চারদিক দিয়ে আঁশের মতো চুলোগুলো ঝুলে ছিল।

"ওদের শব্দ শুনেছ, ম্যাগডেলানা?"

"শুনেছি।"

"কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে ওদের," বিধবাটি বলতে লাগলেন, 'গণ্ডগোলটা কতো খারাপ সেটা জানবার জন্য রাস্তায় বেরুচ্ছি। কালো রঙের চাদর-টাদর কিছু যদি থাকে আমায় দাও। গায়ের ওপর ফেলে নিই। দেখো বাছা, ডেইজী যেন কোথাও আবার কেটে না পড়ে।"

"আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই," বলল লানা।

"না বাছা, তোমার যাওয়া চলবে না। ওরা যে কারা বলা যায় না, আমার তো মনে হচ্ছে আমাদেরই মার-খাওয়া সৈন্যদল। কিন্তু কেউ যদি ওদের পেছন থেকে তাড়া করে থাকে তা হলে রাত্রির পোশাক পরে একটি সুন্দরী মেয়ের রাস্তার ওপরে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই।"

লানা তার শালটা নিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কোনো ভয় নেই তো?"

ভোঁস ভোঁস শব্দ করে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "বোকার মতো কথা বলো না।"

রাস্তার দিকে নেমে যেতে যেতে মিসেস ম্যাকক্লেনার ঠিক যেন নিরাপদ বোধ করলেন না। হঠাৎ মনে পড়ল বার্ণে একবার তাঁকে বলেছিল "রাত্রিবেলা সৈন্যদের তাঁবুর কাছে নেচে বেড়িও না। সৈন্যদের কথা জোর করে কিছু বলা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ হয়তো দেখলে শশকের মতো লোকটিও সিংহের মূর্তি ধারণ করে বসল।"

কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। বার্ণে তখন তাঁকে সবুজ সিল্কের নাইট গাউন পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। লাল চুলগুলো তাঁর খোলা থাকত। এখন তাঁর দেহটা মুখের মতোই শীর্ণ আর হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছে। কোমর বলতে কিছু নেই। এক সময় বার্ণে তার বিরাট বড় হাতদুটি দিয়ে এই কোমরটাই জড়িয়ে ধরতে ভালবাসত। তবু সব গিয়েও যা আছে তার পক্ষেও সৈনিকদের বিশ্বাস করা যায় না।

তিনি বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা লোক রাস্তার ধারে বসে পড়ে জুতো খুলে ফেলল। তিনি তার পেছনে এসে তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারলেন তাকে।

লোকটা লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বন্দুকটাকে ঘুরিয়ে ধরল।

"আমি একজন স্ত্রীলোকমাত্র", বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "তোমাকে কামড়ে ধরার মতো বয়স নেই আর।"

"হায় ভগবান," লোকটা বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম ইণ্ডিয়ানরা বুঝি এখনো আমাদের পিছু ছাড়ে নি।"

"কি হয়েছিল?"

রাস্তার তলায় তার বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। সাদা ধুলোয়

ওপর দিয়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল জনতার কালো ছায়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল।

"ভগবান, আমায় এক্ষুনি সরে পড়তে হবে।"

"সেনাবাহিনী মার খেয়ে পালিয়ে এসেছে বুঝি?"

"আমি ঠিক জানি না। মনে হয় মার খেয়েছে। আমরা পেছন দিকে ছিলাম। বনের ভেতর থেকে ওরা গুলি চালাতে শুরু করে দিল। ওদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। ফিশার ফিরে এসে চেঁচাতে চেঁচাতে বলল যে, সেনাবাহিনী মার খেয়েছে। ব্যস, এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না। তারপর থেকে কাউকে দেখিও নি আমরা। বনের মধ্যে ওদের তীব্রস্বরে গর্জন করতে শুনেছিলাম শুধু। ইণ্ডিয়ানদের দু'চারটে মুখ চোখে পড়েছিল আমার। সব রঙ-মাখা মুখ। কি বলব আপনাকে, দেখতে ঠিক ভূতপ্রেতের মতো।"

রাস্তা দিয়ে এর মধ্যেই খানিকটা নিচে নেমে পড়েছিল সে। তাঁর কাছ থেকে একটু একটু করে সরে যেতে যেতে ক্লান্ত পায়ে ছুট্ মারল লোকটা।

নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে মিসেস ম্যাকক্লেনার বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। যে-ভাবে লোকগুলো চলে যাচ্ছে তাতে আর ওদের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই।

"রক্ষা করো ভগবান", মিস ডেইজীর এই কথাগুলি শুনতে শুনতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি, দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন।

"আজ রাত্রিটা এখানেই বরং আমাদের থাকা ভাল। তুমি থাকো, ম্যাগডেলানা। এবং আমাদের আলো জ্বালান উচিত হবে না।" জোৎস্নার মধ্যে দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এসে বেঞ্চির ওপর বসে পড়লেন তিনি। 'ওরে ঐ কালা বানরী, বকর বকর বন্ধ কর তোর।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। তারপর বেঞ্চিতে বসে সৈনিকটি যা যা বলেছিল সব তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন।

"ফিশার পালিয়ে গেছে। আমার মনে হয় বাদবাকী সৈন্যদলদের ইণ্ডিয়ানরা ঘেরাও করেছে। জন বাটলার একটি শয়তান।"

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই বিস্মিত বোধ করল লানা। বেশ শান্তস্বরে বলল সে, "ওরা মারা পড়বে।"

"সবাই নয়, কেউ কেউ। ম্যাগডেলানা লক্ষীটি, যুদ্ধের ব্যাপারই হচ্ছে তাই।"

"গিল নিহত হবে।" বলল লানা।

শালটা ভাল করে জড়িয়ে বসে মিসেস ম্যাকক্লেনার বলতে লাগলেন, "বেশ, এই কথা ভাবতে যদি তোমার কোনো উপকার হয় তা হলে ভাবো। বার্গে যখন যুদ্ধ করতে চলে যেত আমিও তখন একটি বাচ্ছা মেয়ের মতো ভাবতাম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না।" একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে তিনিই আবার বলতে শুরু করলেন, "এখানেই আমাদের ভোর না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকা উচিত। তারপর আমরা খোঁজ নেব সত্যিসত্যি ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। দরকার হলে এমন কি একটা দুর্গে গিয়েও আশ্রয় নিতে পারি। এই ডেইজী, শব্দ করিস নে, চুপ করে বসে থাক।"

"আমি তো ভগবানের কীর্তন করছিলাম শুধু।"

রাস্তা থেকে ঘুরে না আসা পর্যন্ত বিধবাটি কাউকে এক টুকরো কাঠ পর্যন্ত জ্বালাতে দিলেন না। সূর্যোদয়ের একটু পরেই জামাকাপড় পরে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্কটা সামনে এগিয়ে ধরে একটি অশ্বারোহীর পথ রুখে দাঁড়ালেন। তারপর দেখা গেল যে, অশ্বারোহীটি ফোর্ট ডেটনের একজন বার্তাবহনকারী। ফোর্ট এডওয়ার্ডের তলায় কোথায় এক জায়গায় জেনারেল স্কাইলারের শিবিরে যাচ্ছে সে। কিন্তু ফ্লাস্ক হাতে একটি মহিলাকে কোনো সৈনিকের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাকে বাধিত করতে হয়।

অশ্বারোহীটি বলল, "না ম্যাডাম, সেনাবাহিনীর অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। একটু আগেই খবর পেয়েছি যে, নদীর ওপর দিকে কোথায় একটা জায়গায় যেন লড়াই-টড়াই হয়েছে। হারকিমারকে নিয়ে আসবার জন্য নৌকো চেয়ে পাঠিয়েছে ওরা। তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু ওরা বলছে যে, ইংরেজরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে গিয়েছিল।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "এই ফ্লাস্কটা সঙ্গে নিয়ে যাও তুমি।"

বার্তাবহনকারী ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে টুপীর সঙ্গে একবার ঠেকিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল। মিসেস ম্যাকক্লেনার তাকে চলে যেতে দেখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে ক্ষুদ্র একটা স্পন্দন অনুভব করলেন। ছেলেটার চেহারাটি ভারি সুন্দর, দুর্ভাগা সৈনিক—ভগবান জানেন পেশাদার সৈনিকরা যদি আক্রমণ করে বসে তা হলে এদেশের অবস্থা কি হবে। পুরুষের সর্বোচ্চ স্বরে একটা গান কারো উদ্দেশ্যে না এমনিতেই, গুনগুন করে গান করতে করতে পাথরের বাড়িটায় এসে পৌছলেন তিনি।

"লড়াই একটা হয়েছে। ইংরেজরা ভেগে গিয়েছে। এই বাড়ি ছেড়ে এখন অন্য জায়গায় যাওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না আমি। ম্যাগডেলানা, তুমি এবার একটু ঘুমিয়ে নাও। কী চেহারা হয়েছে তোমার। আমি নিজেই এখন হাতমুখ ধুয়ে একটু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ব। আজ সকালে দুধ দোয়াবার কাজটা ডেইজীই করতে পারবে।"

·

নিজের বাড়ির দোতালায় ছিল লানা। গিলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছে অনেক। এখন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে তখন আর প্রার্থনা করে লাভ নেই বলে মনে করল সে। কিন্তু প্রার্থনা ছাড়া অন্য কিছু করার কথাও ভাবতে পারল না।

বিছানার পুরু গদির মধ্যে কনুই ঠেকিয়ে দুই হাত দিয়ে মাথাটা ধরে রেখে তখনো সে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে ছিল। এমন সময় উঠোন থেকে মিসেস ম্যাকক্লেনার চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, "ম্যাগডেলানা, ম্যাগডেলানা! গিল এসেছে!"

এক মুহূর্তের জন্য বরফের মতো জমে গিয়েছিল লানা। তারপর পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চলে গেল একতলায়। সেখান থেকে এক দৌড়ে উঠোনে। সে দেখল, প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ঘোড়ার জাবনা-ভাণ্ডের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে মাথা নিচু করে জল খাচ্ছে গিল আর পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার হাত দিয়ে ওর মাথায় ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

সবটুকু চিন্তার দ্বারা লানা শুধু ভাবল কী সাংঘাতিক অপরিষ্কার দেখাচ্ছে ওকে। পুরুভাবে ঝুলকালি লেগে মুখটা বেজায় নোংরা হয়ে উঠেছে, ঘাম আর হেমলকগাছের পাতা একত্র হয়ে জট বেঁধেছে চুলে। গায়ের জামাটা শতচ্ছিন্ন, ট্রাউজারটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কাঁটাঝোপের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে।

জাবনা-ভাণ্ডটার ওপর দিয়ে লানার দিকে মুখ তুলল গিল। লানার মনে হল, এতো বুড়ো হয়ে গিয়েছে গিল যে বিশ্বাস করা কঠিন। তারপর লানাকে দেখার যেন স্বাদ মিটে গেল বলে ঠাণ্ডা জলের ওপর ঠোঁট ঠেকিয়ে জল খেল গিল।

মাথা নাড়িয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "এদিকে এসো। বহুৎ জল খেয়েছে। এসো, আমরা ওকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই।"

গিলের অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াল লানা। শার্টের আস্তিনটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। হাতের ওপরের অংশে নোংরা একটা নেকড়া বাঁধা। বাদামী রঙের রক্তের চাপ শুকিয়ে যাওয়ার জন্য নেকড়াটা শক্ত হয়ে বসে গিয়েছে।

"গিল", মৃদুস্বরে ডাকল লানা।

কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার হঠাৎ একটু কঠিনস্বরে বলে উঠলেন, "ওঠো, বাছা উঠে পড়ো।"

উঠে পড়ল গিল। দু'দিকে দুটি স্ত্রীলোকের গায়ে ভর দিয়ে খামারবাড়ির দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল সে।

"ওকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি এনে দিতে হবে," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "ওর যা অবস্থা দেখছি তাতে ব্র্যাণ্ডি খেলে কসাইয়ের কুঠারের মতো ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়লে আমরা ওর তত্ত্বাবধান করব।"

"আমাদের একজন ডাক্তার ডাকা উচিত না?"

"ডাক্তার?" লানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "ঐ বুড়ো বুদ্ধু পেট্রি যা করবে আমিও তা পারব। এই হাতটায় তেমন কিছু হয় নি। হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। তেমন কিছু হলে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারত কি? ওর দরকার শুধু একটুখানি ঘুম।"

"হ্যাঁ," টলমল করতে করতে গিল বলল, "আমি ক্লান্ত।"

॥ ২ ॥

গিল

মিসেস ম্যাকক্লেনার যা বলেছিলেন ঠিক তাই হল। ব্র্যাণ্ডি খাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল গিল। মিসেস ম্যাকক্লেনার এমনভাবে

কাজকর্মের দায়িত্ব নিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে লানার প্রতিবাদ করবার কিছু রইল না। ঘুমিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেলাইয়ের কাঁচি দিয়ে গিলের ব্যাণ্ডেজটা কেটে ফেললেন। কাঁচির মুখ দিয়ে নোংরা নেকড়াটা তুলে ধরে নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকে বললেন, "পচন ধরে নি। কিন্তু ঘা-টা পুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে।" একটা বার্চগাছের ডাল চিবিয়ে টুথ ব্রাশ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এখন সেটা ব্র্যাণ্ডির মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে গুলী বেরিয়ে যাওয়ার খাঁজটা তাই দিয়ে ঘসে ঘষে পরিষ্কার করে দিলেন। লানার কাছে একটা নির্দয় অস্ত্রোপচারের মতো মনে হল।

"বাজে বকো না", বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "যতক্ষণ না ব্যথা পাচ্ছে ততক্ষণ আমরা ভালভাবে কাজটা শেষ করে ফেলব।"

"জেগে যেতে পারে।"

"বোকার মতো কথা বলো না। ওকে তুমি কখনো মত্ত অবস্থায় দেখেছ কি না জানি না। কিন্তু মদ খেয়ে ডোবার মধ্যে পড়ে থাকার চেয়েও এখন ওর বেশি বেহুঁশ অবস্থা।"

সুনিপুনভাবে হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন তিনি।

"এখন একটা কাজ করো," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "ওকে স্নান করাতে হবে। আমি গরম জল নিয়ে আসছি। এই ফাঁকে ওর জামাকাপড়গুলো খুলে ফেলো তুমি।"

তিনি বেরিয়ে যেতেই জামাকাপড়গুলো গিলের গা থেকে খুলে ফেলল লানা। গাছের গুঁড়ির মতো বেহুঁশ পড়ে ছিল সে। লানা বুঝতে পারল যতই ওকে নাড়াচাড়া আর টানাটানি করুক না কেন ঘুম ভাঙবে না ওর। যে-কোনো কারণেই হোক কাপড়চোপড় খুলে দিতে ভাল লাগছিল লানার। তোয়ালে আর গরম জলের বালতি নিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার ফিরে আসবার আগেই গিলের নগ্ন দেহটাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল সে।

"কম্বলটা খুলে দাও।" বিধবাটি আদেশ দিলেন।

"ধন্যবাদ," বলল লানা, "বাকী কাজটুকু আমিই করতে পারব।"

হঠাৎ হেসে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। বললেন, "তুমি কি ভাবছ উলঙ্গ মানুষ আমি দেখিনি? তা ছাড়া আমি ওর মা কিংবা দিদিমার মতো। ভগবানের দোহাই, খুলে দাও।"

নিজেই তিনি দৃঢ় হাতে কম্বলটাকে টেনে নিচের দিকে সরিয়ে দিলেন। সরলমনে কৌতূহলী দৃষ্টিতে গিলের পীতাভ ঋজু দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর লানার দিকে চোখ তুলে বললেন, "অতো লজ্জিত বোধ করার কারণ নেই, বাছা। তোমার বরং গর্বিত বোধ করা উচিত!"

কিন্তু লানা ঠিক গর্বিত বোধ করতে পারল না। মনে হল, ওর আর একটি বিধবা মহিলার একসঙ্গে গিলকে ওভাবে স্নান করিয়ে দেওয়ার কাজটা ঠিক ন্যায়সংগত নয়। কিন্তু কোনো কথা না বলে, মিসেস ম্যাকক্লেনার যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ধুয়ে দিচ্ছিলেন সেগুলো মুছে দিতে লাগল লানা।

ওর প্রতি ন্যায়বিচার করবার জন্য বিধবাটি আর সময় নষ্ট করলেন না।

তিনি বললেন, "এবার ওকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। ছেলেটা ক্লান্ত। ব্যাস, আর নয়। মাথাটা তো কুমড়োর মতো হয়েছে, জেগে যেতে পারে।"

জলের বালতি আর ময়লা তোয়ালেগুলো তুলে নিয়ে তিনিই আবার বললেন, "যাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

ভোঁস-ভোঁস শব্দ করে বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "ধন্যবাদ না হাতী। তুমি তো ভাবছিলে এই বুড়ীটা কতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে।"

ইচ্ছাকৃতভাবে পা দিয়ে শব্দ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন তিনি।

সারাটা দিনই ঘুমিয়ে রইল গিল। যখন সূর্য অস্ত গেল তখনো সে ঘুমচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবার পর কেমন একটু অস্থিরতা বোধ করতে লাগল। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লানা যখন কোনোরকমে মুখে একটু খাবার গুঁজে দিচ্ছিল তখন সে শুনল, ওপরতলায় বিড়বিড় করে কথা বলছে গিল। অলক্ষিতে তাড়াতাড়ি ওর কাছে ছুটে গেল লানা। বারবার বলছিল গিল, "আমি পালাব না। হে ভগবান, আমি পালাব না!" লানা ওর কপালের ওপর হাত রাখতেই বিছানার ওপরে সংগে ঘুরে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল সে "দোহাই তোমার, পরের লোকটাকে মারো।" ভয়ে কেঁপে উঠল লানা। মুখের

কোনো পরিবর্তন হয় নি বটে, কিন্তু গিলের গলার স্বর শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে।

কপালে হাত দিয়ে দেখল একটু জরজরভাব। আবার একতলায় নেমে গিয়ে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল এবং যতক্ষণ না বিড়বিড় বন্ধ হল ততক্ষণ সে জল দিতে লাগল মাথায়। তারপর আলোটা নিয়ে এসে সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে এমন জায়গায় বসল যেখান থেকে গিলের ওপর নজর রাখতে পারে।

বিড়বিড় বন্ধ হওয়ার পর গিলের মুখের ওপর থেকে বার্ধক্যের ভাবটা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যেতে লাগল। বাচ্চা ছেলের মতো নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরে শুল।

ভ্যালির ওপরে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে লানা শুনল, বিধবাটি দুধ দোয়ানো শেষ করে গরুগুলোকে উঠোনের দিকে ছেড়ে দিলেন। একটু পরে পাথরের বাড়িটার জানালায় আর আলো দেখা গেল না। আলো নিবে গেল। নিঃশব্দ হয়ে গেল চারদিকের পরিবেশ। শুধু ঘুমিয়ে পড়বার আগে নিজেদের বাসায় বসে মুরগীগুলো ডেকে উঠল একটু। পুরো খামারটাই অন্ধকার। শুধু এখানকার ঘরটাতেই আলো জ্বলছে। লানার মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতির সৃষ্টি হল। মনে হল, পৃথিবীটা যেন ওদের দু'জনকে একা থাকতে দিয়ে সরে যাচ্ছে দূরে। গিলের মুখের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে থাকতে সময়ের হিসেব গেল হারিয়ে।

ঘরের মধ্যে সামান্য একটু হাওয়ার চলাচল হতেই আলোর শিখাটা কেঁপে উঠল একটু। নিজের হাতের মধ্যে-থেকে মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরতেই লানা দেখল, গিল ওর দিকে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে।

চেয়ার থেকে উঠে সে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। চোখ দিয়ে লানাকে অনুসরণ করতে লাগল গিল। হাত দুটো সামনে কম্বলের ওপর ফেলে রেখেছিল সে।

"মনে হচ্ছে, কতো দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে যেন, লানা।"

"আমরাও তাই মনে হয়েছে, গিল।"

"আমায় তুমি লক্ষ্য করো নি।"

"জেগে উঠতে লক্ষ্য করি নি।"

"আমি তোমায় লক্ষ্য করছিলাম। তোমাকে দেখে কস্নেস মিলস্-এ যেদিন শণগাছে আগুন দিচ্ছিলে ঠিক সেদিনকার মতো লাগছিল তোমায়। মনে করতে পারো? পাহাড়ের সেই ধারটাতে?"

লানার গলাটা ধরে এল একটু। বলে ফেলল, সে, "আমিও সেইদিনটার কথাই ভাবছিলাম।"

"সত্যিই ভাবছিলে?"

লানা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়ে গিলের হাত স্পর্শ করল। স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ঘুরিয়ে দিয়ে নিজের মুটোর মধ্যে লানার কব্জিটা ধরে ফেলল গিল।

"আমার পাশে বসে রাত জাগছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ ধরে ঘুমচ্ছিলাম আমি?"

"বলতে পারব না। এখন যে ক'টা বেজেছে আমি তা জানি না।"

কোনো মতামত প্রকাশ করল না গিল। কিন্তু লানার কব্জির ওপর ক্রমশই হাতের চাপ বাড়াতে লাগল যে। ভয় পেল লানা। বাধ্য হয়ে গিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হল। হাতের মুঠোতে কব্জিটা এতো জোরে চেপে ধরল যে, আঙুলগুলো যখন ফাঁক ফাঁক আর শক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তখন লানা দেহটাকে দিল শিথিল করে।

গিল ছেড়ে দিল ওর হাত।

"দুঃখিত। তোমাকে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার।"

"ব্যথা লাগে নি।"

"নিশ্চয়ই লেগেছে।"

"সামান্য।" স্বীকার করল লানা।

"আমি দুঃখিত।"

"আবার ধরবে?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল লানা।

"তুমি চাও আমি ধরি?"

"কি জানি।"

লানা অনুভব করল কেমন একটা সম্মোহিতভাব মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে ওর। বাইরের অন্ধকার, না কি হাতের ওপর গিলের স্পর্শ কিংবা উভয়

কারণের জন্যই দীর্ঘ প্রহরার ক্লান্তিটা মনের এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে সঠিকভাবে বুঝতে পারল না সে। ওকে দেখে আর ভয় পাচ্ছে না, আবার পাচ্ছেও। যখনি ওর কব্জিটা চেপে ধরেছিল তখনি গিলের কালো কালো চোখ দুটি থেকে অনিশ্চয়তা গিয়েছিল ঘুচে।

"বোসো।"

হাত দিয়ে টানতে টানতে নিজের পাশে লানাকে বসিয়ে দিল সে। লানা অনুভব করল দেহটা ওর কাঁপছে। গিল যদি বুঝতে পেরেও থাকে মুখে তা প্রকাশ করল না।

"ওদিকে কি দেখছ ?"

"একটা আলো," লানা বলল, "দুর্গ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে পাহাড়ের ওপরে।"

পাহাড়ের চূড়ায় একটা আলোর শিখা জিবের মতো লকলক করে ওপর দিকে উঠে আসছিল। হাতটা ধরে রেখেই বিছানা থেকে মাথাটা একটু উঁচু করে আলোটা দেখল গিল। সেই সময় শিখাটা অতিদ্রুত ওপরে উঠে আবার ছোট হয়ে গেল।

"ইণ্ডিয়ানরা আগুন জ্বালিয়েছে।"

"এর মানে কি ?"

"জানি না। এই থেকে বোঝা যায় যে, দুর্গটা আত্মসমর্পণ করলেও আমরা জানতে পারব না। যে-কোনো দিন হানা দিতে পারে ওরা।"

"বুঝেছি।"

"ভয় করছে তোমার ?"

জবাব দেওয়ার আগেই আগুনটা তলায় পড়ে গেল এবং এক মুহূর্ত পরেই আর দেখা গেল না। পালকের গদিওয়ালা চওড়া বিছানার ওপর নিচুছাদের ঘরটাতে আবার ওরা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ রইল না। শুধু দু'জন।

"ক্লান্ত তুমি ?"

"ছিলাম।"

লানার মাথার কালো চুল আর গোলাকৃতি মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গিল। কথা বলতে বলতে চোখের পাতা বুঁজে এল লানার।

ঠোঁটের রেখাগুলো শিথিল হয়ে ঠোঁট দুটো সুডৌল আকার ধারণ করল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো গিলের পাশে বসে রইল সে।

গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে বলে নড়াচড়া করতে পারছিল না। অসহায়ের মতো বসে বসে নিঃশব্দে সে সারা দেহে, বক্ষে, উরু আর বাহুতে রক্তের উষ্ণতা অনুভব করতে লাগল। হঠাৎ গিল ওর কব্জিটা ছেড়ে দিল। লানা তখন দু'হাত দিয়ে নিজের কপালের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছ ঠেলে ঠেলে পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে গিলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

গিল বুঝতে পারল দেহটা ওর একটু সংকুচিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

"লানা।"

"বলো গিল।"

"ওখানে গিয়ে তোমার কথা সব সময়ে মনে করেছি।"

"সত্যি?"

"বাড়ি ফেরবার ব্যাপারটা কতো সুখের হবে তাই ভাবতাম।"

বিরতিটা বিলম্বিত হতে লাগল। লানা তার নিজের বুকে স্পন্দন অনুভব করছিল। আস্তে আস্তে গিল বলল, "আসবে?"

"তুমি যদি চাও।"

"এসো।"

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে পড়ল লানা। খাটো গাউনের ফিতেগুলো খুলতে খুলতে ওর মনে হল, আঙুলগুলি পুরোপুরি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গিলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই মুখটা ওর ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে উঠতে লাগল। গিল যে ওর স্বামী সেকথা ভেবে এখন লাভ নেই। একজন অচেনা লোক হলেও লানার ওপর অধিকার অর্জন করেছে। ওকে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা কিংবা ক্ষমতা আর নেই। সম্পূর্ণ শক্তিহীন সে। কিন্তু সহজাত সংস্কারবশেই গিলের কাছ থেকে ঘরের কোনায় সরে গেল সে।

গিলের কণ্ঠস্বরটা যেন চিনতে পারল না লানা।

গিল বলল, "চলে যেয়ো না।"

দ্বিধা করতে লাগল লানা।

"ঘুরে দাঁড়াও।"

আবারও সে গিলের আদেশ পালন করল। হাত দুটো চুলের ওপর উঠিয়ে নিয়ে এল

লানা অনুভব করল, বাধা দেওয়ার শেষবিন্দু শক্তিটুকুও নিঃশেষিত হয়ে গেল। আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম। খাটো গাউনের ফিতেগুলো টেনে কাঁধের ওপর তুলে ফেলল। তারপর নগ্ন বাহুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ফিতে। ঘাড় নিচু করে পেটিকোটটা যখন খুলছিল তখন গায়ের ওপর আলো পড়ে ত্বকটা চক্‌চক্‌ করে উঠল। গোড়ালির চারদিকে আলগা হয়ে খুলে পড়ল পেটিকোট।

পেটিকোটের এলোমেলো ভাঁজগুলির মাঝখানে পরিবেষ্টিত হয়ে অর্ধ-আনত অবস্থায় মুহূর্তখানিক দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দুরু দুরু বুকে বৃত্তটার মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসতেই ক্ষণিকের জন্য গিলের সঙ্গে চোখাচোখি হল। চুলটা খুলে ফেলবার জন্য হাতদুটো ওপর দিকে তুলেও ইতস্ততঃ করতে লাগল সে। গিলের অভিসন্ধিমূলক অথচ প্রণয়োদ্দীপক প্রভুত্বের সামনে ওর আর ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু রইল না। আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে যেন অনন্তকালের জন্য দাঁড়িয়ে রইল লানা।

গিল মাথা নাড়িয়ে ইশারা করতেই ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পেল সে। বিদ্যুৎগতিতে আঙুল চালিয়ে চুলের পিন্‌গুলো খুলে ফেলতে লাগল। নিজের ভারেই চুলের গুচ্ছ ভেঙে পড়ল পেছন দিকে। বুকের ভেতর থেকে একটা কম্পনক্লিষ্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতেই চুলের পিন্‌গুলো চওড়া কাঠের মেঝেতে পড়ে গিয়ে ক্ষীণ আওয়াজ তুলল। হাত দুটো তুলোর মতো শিথিলভাবে দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্ছা মেয়ের মতো চেটো দুটো সামনের দিকে ঘুরিয়ে রাখল লানা।

আরো এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে রইল গিল। তারপর মৃদু হেসে হাতটা বাড়িয়ে ধরে প্রদীপের ছোট্ট শিখাটার ওপর চাপ দিয়ে আলোটা দিল নিবিয়ে।

॥ ৩ ॥

হারকিমার দুর্গে

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা হারকিমার দুর্গে ঘরের চুল্লীর সামনে বসে এমা উইভার সমস্ত ব্যাপারগুলো নিজের মনে উল্টেপাল্টে চিন্তা করছিল। দুর্গের এই সামরিক জীবনটা তার বড়ছেলের মনের ওপর যে কিরকম প্রভাব বিস্তার করছে সেটাই ছিল তার প্রধান চিন্তার বিষয়। এই শীতে পনরো বছরে পড়ল জন। খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে ছেলেটা। এখনি সে প্রায় মায়ের মতো লম্বা হয়ে উঠেছে। যেদিন থেকে একটা পুরনো ফরাসী গাদা বন্দুক দিয়ে ওকে প্রহরার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে সেদিন থেকে নিজেকে সে একজন সাবালক পুরুষ-মানুষ বলে ভাবছে।

সে যে মায়ের প্রতি অমনোযোগী তা নয়; কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে ছেলেটা যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে মায়ের কর্তৃত্ব আর মানতে চাইছে না, এমা উইভার তা বুঝতে পারছে।

লিকলিকে হাড্ডিসার ছেলেটা যখন বেড়ার ধার দিয়ে দৃঢ়ভাবে পা ফেলে ফেলে মিলিটারী কায়দায় সামনে-পেছনে হাঁটাহাঁটি করে তখন সে তার নিজের চালাঘর থেকে এক পলক দেখে নিয়েই বুঝতে পারে যে, জন তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। ডিউটি শেষ করে যখন সে রাত্রিতে খেতে বসে তখন তার মুখের ওপর অধৈর্যের লক্ষণগুলো দেখতে পায় এমা উইভার। কতক্ষণে ব্লকহাউসে গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে সমানে-সমানে বসে তাদের কাথাবার্তা শুনবে সেই জন্য তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে। আজকাল এসব কথাবার্তাকে পুরুষোচিত কথাবার্তা বলে মনে করে জন। সন্ধ্যার সময় বেড়ার ধারে থেকে উচ্চ হাসির কর্কশ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

পুরুষের মতো কথা বলার জন্য কিছু মনে করে না এমা। পুরুষরা যখন একসঙ্গে হয় তখন তাদের নিজেদের রুচি অনুযায়ী হাসিঠাট্টা করার অধিকার জন্মায়। কিন্তু জন এখনো খুবই ছেলেমানুষ। খারাপ ধারণাগুলো মনের ওপর গেঁথে বসে যায়। তা ছাড়া ঐ জায়গাটা যে-ভাবে জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে তাতে গোপনে কথা বলারও উপায় নেই। যাকে সে নিজে পছন্দ করে না

তেমন মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে জন। অনেক মেয়ে আছে ওখানে। এবং এমা অনেকবার দেখেছে যে, প্রথম যৌবনের উত্তেজনাটুকু জাহির করবার মতলবে ব্লকহাউসের সামনে রোদের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে ছেলেটা। অন্যান্য পুরুষদের মতো গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলে হাড্ডিসার বুকটাকে বার করে দেয়। ঝিমিয়ে পড়বার ভান করতে করতে বুকটাকে অর্ধবৃত্তের মতো বাঁকা করে ঘনভাবে শ্বাস টানতে থাকে।

এখন পর্যন্ত বিশেষ কোনো মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। যৌবনোদ্গমের ধারণাটাই পেয়ে বসেছে ওকে। কিন্তু দু' একটা মেয়ে যে ওকে লক্ষ্য করছে তা সে মায়ের চোখ দিয়ে ধরে ফেলেছে। রিয়েলদের বড় মেয়ে মেরী হচ্ছে একজন। এই মেয়েটার বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলবার নেই তার। তবে রিয়েলরা অলসপ্রকৃতির লোক। কার্যসাধনে অপারদর্শী আর বড় বেশি বাজে এবং এলোমেলো কথা বলার লোক ওরা। জন যদি তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চায় তা হলে ওর এমন মেয়ে বিয়ে করা উচিত যার চিন্তাভাবনার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে। জর্জ এখন তাড়াতাড়ি ফিরে এলেই ব্যাপারটার দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেবে। কোনো বাজে ব্যাপার সহ্য করবে না জর্জ। শান্ত মেজাজের লোক হলেও জর্জের মধ্যে একটা ন্যায়পরায়ণতার প্রবৃত্তি রয়েছে। সেই প্রবৃত্তির দ্বারাই ছোঁড়াটাকে দমন করে রাখতে পারবে সে। বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকে এই উপায়েই জর্জ তার নিজের বদমেজাজটাকে দমন করে রেখেছিল।

দুটো বেড়া পার হয়ে গেলেই রিয়েলদের বাড়ি। ওরা সবাই শুধু আমোদ-প্রমোদ করে ঘুরে বেড়ায়। ধরা-বাঁধা কোনো কাজ নেই ওদের। গবাদি পশু নেই যে দেখাশোনা করতে হবে। বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে চারদিকে ছেড়ে দিয়ে মিসেস রিয়েল নিজে সারাটা দিন ঘরে বসে আরাম করে। কোলের বাচ্চা পিবলস্‌কে মাই ছাড়ানো হয়েছে। কুকুর ছানার মতো প্যারেড করবার মাঠে সে হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে। সন্ধ্যাবেলা তাকে খুঁজে এনে বিছানায় শোয়াতে হয়। এই কর্তব্যটা মেরীকে পালন করতে হয়। রান্নাবাড়াও করে সে। যদি একটা ঝাড়ু ধার করে আনতে পারে তা হলে আট বর্গফুটের উঠোনটাও ঝাঁট দেয় মেরী। হেমলক গাছের শুকনো পাতা দিয়ে তৈরী তোশকগুলোকে বিছানা থেকে তুলে নাড়াচাড়া করে আবার তাকে বিছানায়

পেতে রাখতে হয়। এবং নজর রাখতে হয়, রাত্রে মূত্র ত্যাগ করার পাত্রটা ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কেউ একজন বেড়ার বাইরে ময়লা ফেলবার জায়গায় গিয়ে ফেলে এল কি না। একটি সন্তান শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে বলে মিসেস রিয়েল পা ছড়িয়ে বসে শৌখিনতা করতে পারছে। পেটে আবার বাচ্চা এসেছে এবং সেই কারণে আলস্যে দিন কাটাবার পক্ষে সুবিধে হয়েছে তার।

মেরী রিয়েলের চোদ্দ বছর বয়স এখন। মুখটা ফেকাশে। ফিকে বাদামী রঙের চুলগুলো অবেণী-বদ্ধ অবস্থায় ঝুলে থাকে পিঠের ওপর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ওর বাবার মতো চোখা চোখা আর দুর্বল। কিন্তু ওর লম্বাটে ধরনের মুখের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছে বেশ। কদাচিৎ যদি উত্তেজনা, উত্তাপ কিংবা দুর্ভাবনা হেতু মুখটা রক্তিম হয়ে ওঠে তা হলে যারা ওকে চেনে তারা মেরীকে হঠাৎ সুন্দরী হয়ে উঠতে দেখে চমকে যায়। লোকগুলো গাদাগাদিভাবে ক্রমে ক্রমে স্থির হয়ে দাঁড়াবার পর এমা উইভার লক্ষ্য করল যে, ছেলেদের হাতে এবার বন্দুক দেওয়া হচ্ছে। ত্রিশ জনকে মাত্র সাতটি বন্দুক দেওয়া হবে। চালাঘরের দেয়ালে আলস্যভরে হেলান দিয়ে বসে যখন সে ছেলেদের দিকে তাকাল তখন তাদের ভেতর থেকে জন উইভারকে আলাদাভাবে দেখতে পেল এমা।

অন্যান্য ছেলেদের মতো জনকেও খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ভাবছিল, সেনাবাহিনীর সার্জেণ্টের কাছ থেকে বন্দুক পাওয়া খুবই একটা সম্মানের ব্যাপার। যুদ্ধ, সৈনিক এবং বন্দুক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক সে। লোকটি বুড়ো। গায়ের রঙ ধূসর। নাকটা লাল আর ফোলা ফোলা। ঠোঁটের ভাঁজে কামুকতার ছাপ রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। ছেলেগুলোকে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে নামগুলো জেনে নিয়ে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিল ওদের। অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিল জন উইভার। কিন্তু সে অনুভব করছিল, অন্যান্য ছেলেরা ওর পেছনে কি যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বোঝবার উদ্দেশ্যে তির্যকভাবে বেড়ার দিকে দৃষ্টি ফেলতেই মেরী রিয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। মেরীকে বুঝতে দিল না যে, ওকে সে চেনে। আস্তে আস্তে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চট্ করে সে মুখটা তুলে ফেলল সামনের দিকে। উত্তেজনায় ওর চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। মেয়েটা এতো বড় হয়ে উঠেছে দেখে বিস্মিত

বোধ করল। রঙ-ওঠা সুতী কাপড়ের খাটো গাউনটা বুকের ওপর আঁটো হয়ে বসে রয়েছে। লম্বা আর সরু সরু পা দুটো আগের মতো নোংরা নয়।

"তুমিই প্রথম", সার্জেন্ট বলল এবং তর্জনী দিয়ে জনকে খোঁচা মারল সে। জনের মুখ গেল সাদা হয়ে এবং দুর্বল বোধ করতে লাগল সে। কিন্তু বন্দুকটা নেওয়ার জন্য সারি থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এমনভাবে পা ফেলে এগিয়ে গেল যে, বিশ্বাস করা কঠিন। ওখানে যদিও ওর চেয়ে বেশি বয়সের ছেলে কয়েকজন ছিল, তবু বাছাই করে জনকেই বন্দুক দেওয়া হল সকলের আগে। সে বুঝতে পারছিল, পেছনে দাঁড়িয়ে অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল খুব। তারপর মাথা নেড়ে সার্জেন্ট ইশারা করতেই বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে ব্লকহাউসের গেটের দিকে চলে গেল জন। সেখানে গিয়ে সত্যিকার সৈনিকদের সঙ্গে এক হয়ে গেল সে।

খানিকক্ষণ পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল মেরী রিয়েল। স্থান পরিবর্তন করে নি। কিন্তু সেখানেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, ডিয়ারফিল্ডে থাকতে জন উইভারের সঙ্গে কতো হামেশাই না দেখা হতো ওর। তখন ওকে অন্যান্যদের মতো ময়লা জামাকাপড় পরা সাধারণ একটি ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। এখন দেখছে কতো লম্বা গিয়েছে ছেলেটা। ঘাড়ের পেছনে পুরুষ লোকের মতো মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠছে। ওদের পাশের বাড়িতে মানুষ হয়ে ওঠার জন্য জনের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব এল। অন্যদিক দিয়ে ভাবতে গেলে জনের এই প্রথম পদোন্নতির গৌরবের অংশ মেরীও নিতে পারে।

নিজেদের কুঁড়েঘরটিতে ঢুকে যখন দেখল, রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু হয়নি, তখন সে লজ্জিত বোধ করল। এই কথাটা মিসেস রিয়েলকে বলতেই ভ্যাংচানোর স্বরে বলে উঠল সে, "তাতে কি হয়েছে ?" জানতে চায়, "কি হয়েছে তাতে ?" সঠিক জবাবটা নিজেকেও দিতে পারল না মেরী। কিন্তু অস্পষ্ট একটা ধারণা এল মনে যে, জন যদি পুরুষের কাজ করতে পারে তাহলে ওরও স্ত্রীলোকদের মতো সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। খাবারের ব্যবস্থা শেষ করে ম্যাগপাই পাখীদের নোংরা পরিষ্কার করল সে। ঘরের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে ওরা। ছেলেপেলেদের শার্টগুলো

২০

মাটির মেঝের ওপর পড়ে ছিল। পা দিয়ে মাড়িয়ে গিয়েছে ওগুলো। ঝে
ঝেড়ে জামা থেকে ধুলো পরিষ্কার করে সেগুলোকে ঝুলিয়ে রাখল মেরী
পাশের চালা থেকে একটা ঝাড়ু চেয়ে এনে মেঝেটা ঝাঁট দিয়ে দিল। "অ
ঘোষণা করছি", বলল মিসেস রিয়েল্, "ঘরটাকে নিজেদের বাড়ির মতো সুন্দ
করে তোলার কৃতিত্ব হচ্ছে তোর।"

গর্ব বোধ করল মেরী। ক্লান্তও লাগছে। কিন্তু কাজ শেষ করে সাম
দিকে দৃষ্টি তুলতে গিয়ে প্রথম যখন দেখল, উল্টো দিকে প্রহরা দেওয়ার
ধরে সামনে পেছনে মার্চ করছে জন তখন সে লজ্জিত বোধও করল
পাহারা দেওয়ার পথটা গির্জার পেছনে এসে শেষ হয়েছে বলে রাস্তার
প্রান্তেই জনকে দেখতে পাচ্ছে মেরী। কান্না পাচ্ছিল ওর। কারণ জ্বালা
মতো ঘরে ওদের চর্বির তৈরি মোমবাতিও নেই। আলো থাকলে জন
কাজ করতে দেখত। এবং কাজের শেষে প্রবেশপথের ওপর ওকে ব
থাকতেও দেখত। তা হল না বলে এখন সে অন্য একটা দরজার সামনে গি
দাঁড়িয়ে পড়ল এবং জনের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল এবং
সঙ্গে সাবধান হল, যেন অন্যলোকেরা ওকে দেখতে না পায়। এদের ক
থেকে জিজ্ঞেস করেই একটা আলো ধার এনেছিল সে।

এই জায়গাতেই এমা ওকে প্রথম দেখতে পেয়েছিল এবং এখানেই
আবার দেখল ওকে। কারণ বেড়ার বাইরে যতটা মনোযোগ দিয়ে ঘুটঘ
অন্ধকারের দিকে চেয়ে প্রহরার কাজ করছিল, ঠিক ততটা মনোযোগ দি
ভেতরের আকর্ষণটির প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল সে।

ডিউটি শেষ হওয়ার পর ব্লকহাউসে যাওয়ার জন্য ওদের চালার সামনে দি
যে-রাস্তাটা দীর্ঘতর হয়ে ব্লকহাউসে গিয়ে পৌছেছে সেটা ধরেই চলতে লা
জন এবং তখনো সেখানে মেরীকে দেখতে পেয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞ
করল, "কে ওখানে? মেরী রিয়েল কি তুমি?"

"এই যে," আশ্চর্য হওয়ার চেষ্টা করতে করতে মেরী বলল, "তোম
আমি আগে দেখতে পাইনি, জন। কেমন আছ?"

"দেখতে পাওনি?" প্রতিবাদ না করে পারল না সে, "আমার ধা
ছিল, ওরা যখন আমাদের বন্দুক দিচ্ছিল তখন তুমি তাকিয়ে তাকি
দেখছিলে।"

"হ্যা, দেখছিলাম তা ঠিক," বলল মেরী, "কিন্তু বিশেষ কারো ওপরে নজর দিই নি।"

রাগ হল ওর। কিন্তু বন্দুক বিতরণের জন্য ওকেই যে প্রথম বাছাই করা হয়েছিল সেই কথাটা বলতে চাইল না সে। অতএব জন শুধু বলল, "আশা করি ভাল আছ তোমরা।"

"খুব ভাল আছি আমরা। তোমরা কেমন আছ?"

"আমরাও ভাল। আশ্চর্য লাগছে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আস নি। আজ সকালেই আমরা এসেছি।"

"লোক গিজগিজ করছে ওখানে," বলল মেরী, "তুমি তো বুঝতেই পারো বিচ্ছিরী ব্যাপার।"

"হ্যা", জন বলল, "আমরা ওখানে গাদাগাদি অবস্থায় আছি।"

এক মুহূর্তের জন্য থামল সে, তারপর আনাড়ির মতো বন্দুকটা ঘাড়ে তুলে বলল, "চলি। সার্জেন্টের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।" দৃঢ় ও সদম্ভ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে যেতে জনই বলল, "আবার দেখা হবে—হয়তো হবে।"

তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে চলে যেতে দেখল মেরী। তারপর নিজের জায়গাটুকু দখল করে শুয়ে পড়বার জন্য দ্রুতপায়ে সরে এল ওখান থেকে। ঘুমন্ত ভাইবোনদের গায়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে কোনার দিকের জায়গাটুকুতে এসে শুয়ে পড়ল। এটা ওরই জায়গা। খুশী হল, ঘরে এখন কোনো মোমবাতি জ্বলছে না। কারণ চোখ দিয়ে জল পড়ছিল ওর। অবাক হয়ে ভাবছিল, দুনিয়ায় এতো কথা থাকতে জনের সঙ্গে ঐসব কথাগুলো বলতে গেল কেন।

দুর্গটা দম আটকে আসবার মতো জায়গা। বারো ফুট লম্বা লম্বা খোটা পুঁতে বেড়া তুলেছে বলে আলোবাতাস যা একটু ঢুকত তাও আর ঢোকে না। গাছের ছাল দিয়ে আচ্ছাদিত চালাঘরের ছাদগুলো মাথার ওপরে মাত্র এক ফুট উঁচু। রোদ আটকাবার জন্য শুধু এই ছাদগুলোই আছে। জ্বলন্ত কাচের মতো গুমোট ঘরে সাংঘাতিক তাপের সৃষ্টি করে। এমন কি গির্জার ভেতরে

যেখানে দেয়ালগুলো পাথরের বলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা সেখানেও গুমোটের জন্য লোকজনরা বসতে পারে না। বাইরের গরমে বেরিয়ে আসে।

আবহাওয়া এমন যে কাজকর্ম করতে ইচ্ছা হয় না, দুর্বল বোধ করে সবাই ব্যায়ামের সুযোগ নেই। শুধু মাঠের চারদিকে বেড়াটার কাছাকাছি ঘুরে বেড়ানো যায়। তাও বন কিংবা ভুট্টা ক্ষেত থেকে বেশ খানিকটা দূর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। কারণ ওখানে হয়তো ইণ্ডিয়ানরা লুকিয়ে থাকতে পারে সবচেয়ে নিকটের খামারগুলোতেই শুধু যাওয়ার সাহস করে ওরা। কেননা প্রাচীরের বাইরে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোনো উপায় নেই সৈনিকদের। প্রাতঃকালীন কাজকর্ম শেষ হলে বালতিগুলো ডোবার ধারে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে আনা হয়। ঘরদোর ঝাড়পোছ করে জল তুলে আনবার পরে আর কোনো কাজ থাকে না। শুধু খাওয়া আর বসে বসে কথা বলা।

এমন কি শেষপর্যন্ত কথাও যায় ফুরিয়ে। এখানে এমন একটি পরিবার নেই যাদের বাবা, ভাই কিংবা ছেলে কেউ না কেউ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে হারকিমারের সঙ্গে পশ্চিম অঞ্চলে যায়নি। সাংসারিক খবরাখবর ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু'চারটে আলোচনা বিনিময় হওয়ার পর আর কোনো কথা থাকে না। শুধু আবহাওয়ার উত্তাপ সম্বন্ধে কথাবার্তা চলে।

সেনাবাহিনীর খবর কিছু পায় নি। স্ট্যানউইক্স দুর্গের কি অবস্থা সে সম্বন্ধে কিছু জানে না। পুব অঞ্চল থেকেও খবর আসে নি কিছু। ওদের কাজ হচ্ছে শুধু কথা শোনা, অপেক্ষা করা এবং ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সঙ্গে শত্রুবাহিনীর সম্ভাব্য উপস্থিতির প্রতি নজর রাখা।

ম্যাসাচুসেটস্-এর সৈনিকদের দলটা শুধু ব্লকহাউসে বসে ইয়াঙ্কী ধরনে নাকীসুরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যায়। কিন্তু ওদের আলাপ-আলোচনা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্যালাটাইনদের মতো ওরাও এদের ভয় এবং অপছন্দ করে। দুর্গরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ওদের ক্যাপটেনটি, প্রায়ই নদী পার হয়ে চলে যায় ডেটন দুর্গের কর্নেল ওয়েস্টনের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাবার জন্য। খাওয়া-দাওয়া করে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে। ফেরবার সময় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সংকেতচিহ্ন দেখায়। গায়ে তার মর্চে-রঙের কোট আর মাথায় তেকোনা টুপী। ভেতরে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে, সে

শব্দের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার ভঙ্গীতে, মার্চ করে চলে আসে ব্লক-হাউসে। গার্ডরুমের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কাঠখোট্টার মতো সংক্ষিপ্ত ভাবে "গুড নাইট" বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে উঠে আসে ওপরের ঘরে। সেখানেই তার কোয়ার্টার। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ছায়া দেখা যায় তার। একা একা ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছে কিংবা জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শোয়ার আগে শেষ বারের মতো পাইপ টানছে।

ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে এসব ব্যাপারগুলো কতো তাড়াতাড়ি ওদের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, যেন এই আবদ্ধ জায়গাটিতে বহুদিন ধরে বাস করছে ওরা। এই কারণেই ওদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ঔদাসীন্য, হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব আর ভয়। সৈনিকরাও জার্মান জাতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলে।

এই অবস্থার মধ্যে মেরী আর জন নীরব প্রত্যাশায় একে অপরের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। আলাদা আলাদা জীবন দুটো জনাকীর্ণ, একঘেয়ে আর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলেছে ওরা, যেন এমন একটু কুয়াশার আড়াল সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে একজন অন্যজনের উপস্থিতি অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তবু সাক্ষাৎগুলোর মধ্যে মনোবেদনার এমন একটা তীক্ষ্ণতা থাকে যা শুধু ওদের মতো দুটি নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব।

মাঝরাত্রিতে ঘুম ভেঙে গিয়ে মেরী যখন কান পেতে শুনে বুঝতে পারে যে, মাথার ওপরে প্রহরারত সৈনিকের পদধ্বনিটা জনের তখন মনে হয় জনও নিশ্চয়ই ওর নড়াচড়ার আওয়াজটা চিনতে পেরেছে। ব্যাপারটা রহস্যময় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরের দিন সকালবেলা কুয়োর ধারে যখন দেখা হয় তখন দু'জন দু'জনকে ভদ্র এবং সামাজিক রীতি অনুযায়ী সম্ভাষণ জানায়। এবং মুখ দেখে বুঝতে পারে যে, রাত্রের রহস্য আর ঘনিষ্ঠতার অংশ নিয়েছে দুজনেই।

এমা উইভারের সন্দেহ সত্বেও ছ'তারিখের রাত পর্যন্ত ওদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হল। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার অনেক পরে ডেটন দুর্গের দিক থেকে একটা নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ল। সেনাবাহিনীর হঠে আসবার খবরটা দিয়ে গেল ওরা।

তার তিন ঘণ্টা পরে জেনারেল হারকিমারকে নিয়ে অন্য একটা নৌকো এসে পৌছল। দুর্গ থেকে সম্ভাষণসূচক ধ্বনি উঠল। গেট খুলে দেওয়া হল এবং যারা টর্চ হাতে নিয়ে নীরবে অপেক্ষা করছিল তাদের সামনে দিয়ে জেনারেলকে বহন করে গির্জায় নিয়ে গেল ওরা। দুর্গের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গির্জার জানলাগুলোর ধারে এসে ভিড় করল সবাই এবং ভেতরে যাদের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলে জানতে পারল যে, পায়ে আঘাত পেয়েছেন জেনারেল। যারা তাঁকে বহন করে নিয়ে এসেছিল তারা গিয়ে শুয়ে পড়েছে পশ্চিমদিকের ব্লকহাউসে। কোনো প্রশ্নেরই জবার দিতে চাইল না তারা। জানোয়ারদের মতো ঘুমতে লাগল লোকগুলো।

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অন্যান্য নৌকোগুলোও এসে পৌছে গেল। প্রথম যাদের বাড়ি নিয়ে আসা হল তাদের মধ্যে ছিল জর্জ উইভার। তাকে সাহায্য করবার জন্য দুর্গের সৈন্যদল থেকে জনকে পাঠানো হয়েছিল। বাবাকে নিয়ে যখন ভেতরে ঢুকছে তখন সে দেখল, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। নতুন যারা আসছে তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। জন বুঝতে পারল যে, ওদের পরিবারের মধ্যে শুধু মেরীই এসেছে, তার বাবাকে খুঁজতে।

হেমলকপাতার বিছানার ওপর বাবাকে শুইয়ে দেওয়ার সময় সাহায্য করল জন। তারপর পেছন দিকে সরে গিয়ে দেখতে লাগল, বাবার বুকের ওপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা খুলে দিচ্ছে মা।

জর্জ উইভার বলল, "এই যে জন, খবর কি।"

বাবাকেও সম্ভাষণ করল সে।

এমা বলল, "তোর বাবাকে আমিই দেখাশোনা করব। তুই বরং তোর কাজে যা। কোবাস আমায় জিনিসপত্র এনে দেবে।"

"যাচ্ছি", বলল জন। বাবার বিরাট বড় দেহটার দিকে দ্বিধাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে।

"ওরে, বন্দুকটা কোথায় পেলি তুই ?"

একটু গর্ব বোধ না করে পারল না, এমা বলল, "ছেলেটা এখন পাহারাদার সৈনিক হয়েছে।"

"তুই বরং তোর কাজ করতে চলে যা।" চিত হয়ে শুয়েছিল জর্জ উইভার। নির্মমহাতে এমা যখন ব্যাণ্ডেজের নেকড়াটা টেনে খুলে ফেলল তখন সে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর চোখ খুলতেই জনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। জিজ্ঞাসা করল, "কিছু বলবি?"

"ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল কি···?"

মায়ের পিঠটা শক্ত হল।

"আমি জানি না। তাকে আমি দেখি নি। জীমস ম্যাকনড বাইরে আছে। সে জানতে পারে।" জর্জ উইভার চোখ বন্ধ করল। চোখ না খুলে প্রায় কৈফিয়ত-এর সুরে বলল সে, "আমি শুরুতেই আহত হয়েছিলাম কি না।"

বাবা আর মা হয়তো একা একা থাকতে চাইছে, কথাটা হঠাৎ মনে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জন। গেটের কাছে চলে এল সে। স্কুলমাস্টারটি শতচ্ছিন্ন একটা কালো কোট গায়ে দিয়ে বসেছিল ওখানে। মাথায় টুপী নেই, দাড়ি কামায় নি অনেকদিন। ভয়ংকর একটা বিদ্বেষপূর্ণ আতঙ্কের ছাপ তখনো তার মুখের ওপর লেগে রয়েছে।

জনের প্রশ্ন শুনে সে ওর মুখের দিকে চোখ তুলল।

"কিটি রিয়েলের কথা জিজ্ঞেস করছ?" ম্যাকনড বলল, "তুমি জানতে চাও কিটি রিয়েল কোথায় আছে? দাঁড়াও, বলছি। গাছের গুঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা বললাম তা ওর অর্ধেক বর্ণনাও নয়—"

ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করল জন, "আপনি কি জানেন তিনি মরে গিয়েছেন?"

"বলছি···কি বলব তোমায়? তাকে শুধু মেরে ফেলেই সন্তুষ্ট হয় নি ওরা। আগে আমি কখনো ইণ্ডিয়ানদের দেখি নি। ওঃ, ভগবান, একে যুদ্ধ বলে না!"

ঘুরে দাঁড়াতেই জন দেখল, গির্জার কোনার রাস্তায় মেরী রিয়েল তখনো ওর ওপর নজর রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখটি একটু নিচু করে রেখে ভুরু দুটি উঁচু করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

এমন এক ধরনের সমবেদনার ঢেউ বয়ে যেতে লাগল ওর মনের ওপর দিয়ে যে, পীড়িত বোধ করতে লাগল জন। মেরীর কাছে গিয়ে তার হাতটা নিজের

হাতে তুলে নিল সে। কোনো কথা বলল না। বাধা দিল না মেরী, জনের সঙ্গে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে লাগল। সামনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে এমন একটা জায়গা খুঁজছিল জন, যেখানে বসে নিরিবিলিতে কথা বলতে পারে। কিন্তু বেড়ার ভেতর দিকে এক ইঞ্চিও খালি জায়গা ছিল না। তারপর হঠাৎ ওর পাহারা দেওয়ার পথটার কথা মনে পড়ল।

লোকজনরা সবাই তখন গেটের সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে খোঁটাগুলোর ওপর দিয়ে নদীর দিকে চেয়ে ছিল।

"আমার সঙ্গে ওপরে উঠে এসো।" মই বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, জন। খোঁটার বেড়া আর ব্লকহাউসের প্রাচীরের মাঝখানে কোনাকুনি জায়গাটায় এসে দাঁড়াতে পারলে তলা থেকে কেউ ওদের দেখতে পাবে না।

ওপরে উঠে মেরীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল জন। চোখ দুটো রইল ওর বেড়াটার সীমানা ছাড়িয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে। খালি পায়ে মই বেয়ে ওপরে উঠে এসে ওর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মেরী, খাড়া খাড়া খোঁটাগুলোর গায়ে দু'জনেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওকে সত্যিসত্যি চেনবার পর এটাই মেরীর সবচেয়ে কাছে আসা। ওর জামাটা জনের গা স্পর্শ করছিল। জামার মধ্য দিয়ে মেরীর রোগা গড়নের গোলাকৃতি দেহটার শক্তভাবটা অনুভব করছিল সে। তার চুলেরও একটা নিজস্ব গন্ধ ছিল, যেমন দেহের গন্ধের সঙ্গে অন্য সুগন্ধি মিশে থাকে।

ওর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল মেরী। সে নিজে এখনো একটা কথাও বলে নি। সে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে তার কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল, খোঁটার একটা সুঁচাল ডগা তার দুই স্তনের মাঝখানে বর্শার মতো উদ্যত হয়ে রইল। জন মুখ ঘোরাল, কিন্তু মেরীর মুখটি স্থির হয়ে রইল।

"মেরী," ডাকল জন।

"বলো।" আবার অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু যখন দেখল জন আর কথাটা প্রকাশ করতে পারছে না তখন খুব শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ঐ লোকটার কাছ থেকে বাবার খবর কিছু শুনলে?"

"হ্যাঁ।"

খবরটা বলা খুবই একটা ভয়ংকর ব্যাপার। নিজের কথা দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েলকে যেন মেরে ফেলছে তেমন একটা ভাব প্রকাশ করল জন।

"বাবা মারা গিয়েছেন, তাই না?" জনের পক্ষে কথাটা বলা সহজসাধ্য করতে চাইল সে।

"হ্যাঁ, মেরী।"

জন আশা করছিল মেরী কাঁদতে আরম্ভ করবে, নয়তো অন্য কিছু একটা করে বসবে। কিন্তু কিছুই সে করল না। মুখটা শুধু হঠাৎ সে জনের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। ব্লকহাউসের ছাল ছাড়ানো গাছেরগুঁড়ির সামনে মুখটা ওর জনের কাছে ডিম্বাকৃতি দেখাল।

"জন, অনুগ্রহ করে খবরটা এনে দিলে তুমি। আমি নিজে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম না।"

"এ কোনো কাজই নয়। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।"

"তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

জন অনুভব করল দেহটা যেন ক্রমশই ওর শক্ত হয়ে উঠছে আর কণ্ঠস্বরও কঠিন হচ্ছে।

"ব্যাপারটা ভয়ংকর। কিন্তু মেরী, তোমাকে সাহায্য করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকব আমি। তোমার যখন যা দরকার হবে আমায় জানাবে। আমার বিশ্বাস, জার্মান ফ্ল্যাটে তোমার মতো ভাল মেয়ে আর একটিও নেই।"

ঠিক এই কথাগুলোই বলবে বলে ভাবে নি সে, কিন্তু মনের উদ্দেশ্যটা প্রকাশ পেল এতে।

মেরীও ওর মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। "তোমার অনুগ্রহের কথা ভোলবার নয়", বলছিল সে, "সবসময়েই মনে রাখব, জন।"

"আমি নিজেই তোমায় বলতে চেয়েছিলাম—" বলল জন। তারপর সহসা সে বন্দুকের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। মেরীও ওর দিকে মুখটা একটু এগিয়ে দিল। দু'জন দু'জনকে চুম্বন করল, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য।

তাড়াতাড়ি পেছনে সরে এল জন। মেরী তখন নিজের হাতটা ওর হাতে তুলে দিল। এক মুহূর্তের জন্য হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রইল এরা। জন বলল, "এবার আমার গেটের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ, জন।"

"তুমি বরং এখান দিয়ে নেমে যাও, আমি রাস্তা ঘুরে যাচ্ছি।" এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ওরা, তারপর জনই বলল, "ভাল দেখাবে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ জন।"

ওরই চোখের সামনে দিয়ে লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি মই দিয়ে নেমে যেতে লাগল মেরী। তারপর সে ঘুরে গিয়ে পাহারা দেওয়ার রাস্তা ধরে বন্দুকটা হাতে ঝুলিয়ে প্রকাশ্যভাবে মার্চ করতে লাগল।

মেরী রিয়েলের মতো একটি মেয়েকে লাভ করা সত্যি সত্যি ভাগ্যের কথা। ওকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেওয়ার একটা মনোভাব এল ওর, যেন বন্দুকটা হাতে রাখবার একটা অর্থ রয়েছে। যেন এই উদ্দেশ্যের জন্যই সার্জেণ্ট ওকে বাছাই করে নিয়েছে। এবং নিজের মতামতগুলো কেউ যখন মেরীর মতো অবলীলাক্রমে মেনে নেয় তখন ভারি ভাল লাগে। জন ভাবল বাগ্‌দত্ত হয়ে থাকাটাও একটা সুখের ব্যাপার।

॥ ৪ ॥

ম্যারিনাস উইলেট

আহতদের সীমানার ভেতরে নিয়ে আসবার পর প্যালাটাইন আর ক্যানাজোহারি সৈন্যদলের লোকেরা যখন যার যার ঘরের দিকে চলে গেল তখন জার্মান ফ্ল্যাটের ওপর চেপে বসল একটা আতঙ্কের বোঝা। এমন কি দুটো দুর্গের সৈন্যদলের লোকেরাও জার্মানদের কথা শুনলেই রেগে ওঠে এবং তাদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে। সবাই ভাবছে যে, টোরী আর ইণ্ডিয়ানদের এখানে এসে উপস্থিত হতে দু'চার দিনের বেশি লাগবে না।

খবর রটে গেল ডাক্তার পেট্রির বাড়িতে যে সব আহতরা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে ওরা। একটা অসুস্থ কৌতূহলের সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই তাকে দেখতে এল। লোকটি আর কেউ নয়, জর্জ ওয়াল্টার। গট্টাগোট্টা একজন জার্মান কৃষক। ফল্ হিল-এর তলায় তার

বাড়ি। খোশ মেজাজের লোক বলে সবাই তাকে চেনে। এই অবস্থাতেও রসিকতাবোধ তার লোপ পায় নি। তার পুরোপুরি ইচ্ছা যে, লোকজন আসুক, তাকে দেখুক আর ডাক্তারকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে মদ খাওয়াক।

"হাঁ, হাঁ—" বলছিল সে, " আমি একটা গাছের আড়ালে শুয়ে ছিলাম। ইণ্ডিয়ানটা এসে গুলী করল আমায়। তারপর সে তার ছোট্ট কুঠারটা চালিয়ে দিয়ে আমার খুলির ওপরটা কেটে নিয়ে চলে গেল। ভেবেছিল আমি মরে গিয়েছি।" একটু থেমে দাঁত বার করে হেসে আবার সে বলল, "আমিও ভেবেছিলাম মরে গিয়েছি আমি," যেন দু'জনের ভাবার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা মিল দেখতে পেল সে।

যারা দেখে গেল তারা উপনিবেশের অন্যান্যদের কাছে ওর দাঁত বার করে হাসির ব্যাপারটাই সবিস্তার বর্ণনা করতে লাগল। ওরা বলল যে, মুখের মাংস সব শুকিয়ে যাওয়ার জন্য মনে হচ্ছে যেন নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি থুতনি থেকে বেরিয়ে আসছে বুঝি। যখন সে দাঁত বার করে হাসে তখন নাক, মুখ, চোখ সব একত্র হয়ে যেন থুতনির তলায় এসে ঝুলতে থাকে। এতো জোরে সে হেসে উঠেছিল যে, চামড়ার সেলাইগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল। ডাক্তারকে আবার সেলাই করে দিতে হল। এখন তিনি তাকে একেবারে ওপরের তলায় তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তার উল্টো দিকে মেপল্ গাছে উঠে ছোট ছোট ছেলেরা জানালার ভেতর দিয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করছে।

অন্যান্য যারা আহত হয়েছিল তাদের গল্পগুলোর মধ্যে ওয়াল্টারের মতো ভাষার আড়ম্বর ততোটা ছিল না। তা ছাড়া টোরীদের সম্বন্ধে এই গল্পগুলো ওরা অপরের মুখ থেকে শুনেছিল, নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিছু ছিল না। বিপক্ষদলের সেই সব টোরীদের তারা চিনতেও পেরেছিল। এদের গল্পগুলোই উপনিবেশের লোকেরা আবার চারদিকে বলে বেড়াতে লাগল। দু'জন ইণ্ডিয়ান কি করে রিটারকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল, আর রিটারের ভূতপূর্ব প্রতিবেশী ক্যাসেলম্যান কি করে ইণ্ডিয়ান দু'জনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারপর ক্যাসেলম্যান নিজের হাতে কি করে রিটারের গলা কেটে দিয়েছিল সেই সব গল্পগুলো ছড়িয়ে পড়ল তাদের মুখে মুখে। সার

জন জনসনের সেনাদলের কয়েকজন স্কচ হাইল্যাণ্ডারের সম্বন্ধেও গল্প চালু হয়ে গেল। তারাও নাকি আমেরিকানদের মাথার খুলির ছাল তুলে নিয়েছে।

এইসব আতঙ্কজনক গল্পের ভয় দূর করবার জন্য অল্প কয়েকজন লোকই শুধু চেষ্টা করল। তাও ক্ষীণ চেষ্টা।

ধর্মযাজক রোজেনক্রানৎস গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা-সংগীতের গ্রন্থ থেকে একানব্বই সংখ্যক স্তোত্রটি পাঠ করলেন :—

"যিনি রক্ষাকর্তা তিনিই তোমাকে তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় দেবেন এবং তাঁর আশ্রয়ই তোমার সর্বআস্থার স্থল : তাঁর সত্যই তোমার আত্মরক্ষার বর্ম এবং ঢাল।

"রাত্রির আতঙ্কে ভয় পাবে না তুমি ; দিবালোকে দ্রুতগতিযুক্ত শর নিক্ষিপ্ত হতে দেখলেও ভয় পাওয়ার কারণ নেই তোমার।"

কিন্তু রক্ষাকর্তার উপস্থিতিটা জন বাটলারের স্ট্যানউইক্স দুর্গের সামনে এসে উপস্থিত হওয়ার মতো বাস্তব ব্যাপার নয়। এখানকার লোকেরা সবাই বলাবলি করতে লাগল যে, একসময়ে সার উইলিয়াম জনসনের সর্বাধিক আস্থাভাজন লোক ছিল সে। ইণ্ডিয়ানদের ওপর তখন যত্ন নেওয়া হতো। ঘুষ আর অত্যধিক প্রশ্রয় দিয়ে কাজও আদায় করা যেত। যে-কোনো লোক তখন জমি নিয়ে নিরাপদে চাষবাস করতে পারত। সেই সময় যোসেফ ব্র্যাণ্ট ছিল শুধুমাত্র একজন প্রতিবেশী। এই সব অলাপ-আলোচনা শুনে দু'চার জন লোক মাথা নাড়াতে লাগল এবং ভাবতে লাগল যে, বোকার মতো কাজ করেছে তারা। পুরনো দিনগুলো আবার যদি ফিরে আসে তেমন কথাও ভাবছিল ওরা।

জার্মান ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা কমিটির সভ্যরা জনসাধারণের এই পরিবর্তিত মনোভাব সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল। বেঁচে যাওয়ার দরুণ পিটার টাইগার্ট তার নিজের এলাকার মুখপাত্র হিসেবে আগস্ট মাসের ন' তারিখে এই সম্পর্কে অলব্যানি কমিটিকে চিঠি লিখল একটা।

ছ' তারিখ রাত্রিতে ডিমুথ, হেলমার আর জো বোলিয়া স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সন্ধানকারী ইণ্ডিয়ান দলগুলিকে এড়াবার জন্য

নানা জায়গা দিয়ে ঘুরেফিরে পৌঁছতে ওদের তিন দিন লাগল। জার্মান ফ্লাটে এসে ওরা খবর দিল যে, রসদ আর গোলাগুলীর মজুত মাল প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। কর্নেল গ্যানসভুর্ট সৈনিকদের এখন দিনে একবার করে শুধু খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেচে। এর মধ্যে একমাত্র সুখবর যা ছিল তা হচ্ছে, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল উইলেটের একটি দুঃসাহসিক কাজ সম্পর্কে। লড়াইয়ের দিন টোরী অবরোধকারীদের আক্রমণার্থে তাদের গিয়ে হানা দিয়েছিল সে। আক্রমণটা যে দুঃসাহসিক তাতে আর সন্দেহ নেই। তার ফলে শত্রুদের শিবিরে যত খাদ্য আর যুদ্ধোপকারণ পাওয়া গিয়েছিল সবই দুর্গের মধ্যে সরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বাটলার আর জনসনের কাগজপত্র ও গোটা ছয় পতাকাও নিয়ে আসা হয়েছিল। উইলেটের আচরণ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে কথা বলছিল ওরা। বলল যে, মেজাজটি তার ঠাণ্ডা এবং তাড়াহুড়ো বিশৃঙ্খলভাবে কাজ করবার লোক নয় সে। কিন্তু একথাও ওরা বলল যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইণ্ডিয়ান আর পেশাদার সৈনিকরা দুর্গটাকে খুব ঘনসন্নিবেশিতভাবে অবরোধ করে রেখেছে। প্রতিটি খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলে যে আট ডলার করে পুরস্কার পাবে তার অনুমোদনমূলক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বাটলারের কাগজপত্রে।

ভেতরে প্রবেশ করবার পর ওরা যখন উইলেটের এই হানা দেওয়ার খবরটা শুনল তখন সেটা যে শুধু সামান্য একটা বিজয়বার্তা বলে মনে হয়েছিল তা নয়, ব্যাপারটা বিদ্রূপাত্মক বলেও ভেবেছিল ওরা।

এইসব ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করবার পর টাইগার্ট এবার প্রকৃত যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করল :—

জেনারেল হারকিমার আহত ; মনে হয় কর্নেল কক্স বেঁচে নেই ; অনেক অফিসারেরই মৃত্যু ঘটেছে। টোরীরা আমাদের অবরোধ করে আছে। তাদের মধ্যে একশ জনের একটি দল বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে এখন……

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করুন আমাদের। কমিটির অধিকাংশ সভ্যদের ও সামরিক অফিসারদের মৃত্যু ঘটায় এবং জেনারেল হারকিমার আহত হওয়ায় এখানকার সবকিছু শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের মনে বিন্দুমাত্র আশা কিংবা উৎসাহ নেই। এসোপাসে আমাদের কাউন্টির কোনো প্রতিনিধি নেই। আপনাদের সাহায্য

না পেলে আমরা আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারব না। ক্ষেত-খামারের যা অবস্থা সে সম্বন্ধে উল্লেখ আর নাই বা করলাম! দেশের প্রতি কর্তব্যপালনে নিষ্ঠাবান।

আপনাদের দুঃখী ভ্রাতৃবৃন্দ,
কমিটির কতিপয় সভ্য।

এই চিঠিখানা হেলমারকে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার দু'দিন পর, অনুসন্ধান-কার্যে নিযুক্ত একটি সৈনিকদল দু'জন লোককে ডেটন দুর্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে অল্পবয়স্ক লেপটেন্যাণ্ট স্টকওয়েল, অন্যজন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল ম্যারিনাস উইলেট। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এদের কর্নেল ওয়েস্টনের কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হল এবং সে-ও সঙ্গে সঙ্গে টাইগার্ট, ডিমুথ আর ডাক্তার পেট্রিকে ডেকে পাঠাল।

এরা তিন জন কর্নেল উইলেটকে দেখেই স্বস্তি বোধ করল। চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এরা ঘরে ঢুকতেই উইলেট তার বঁড়শির মতো বাঁকা নাকটি হুত্তের গেলাসের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিয়ে এল। নাকের ডগায় একটা মদের বিন্দু টলমল করে ঝুলতে লাগল আর এদের দিকে কঠিন নীল চোখ দুটি তুলে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কমিটির তিনজন সভ্যের সঙ্গে যখন তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন তার নাকের ডগা থেকে দোদুল্যমান বিন্দুটি ভেঙে পড়ল জামার ওপর। এদের সে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, "দেখুন মশাইরা, আপনাদের ডাকিয়ে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি জানতে চাই স্কাইলারকে যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন তাতে কি লিখেছেন আপনারা।"

অলব্যানি কমিটিকে লেখা চিঠিখানির বক্তব্য যখন পুনরাবৃত্তি করল টাইগার্ট তখন সে আবার মাথা নাড়াল।

"চিঠিটা বড্ড কড়া হয়েছে দেখছি। জেনারেল স্কাইলারের কাছে চিঠিখানা পাঠিয়ে দেবে কমিটি। তাঁর সঙ্গে আমি নিজেই যাচ্ছি দেখা করতে।" ওদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সে-ই বলল, "ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার হয়। গ্যানসভুর্ট মনে করে সেই কাজের উপযুক্ত লোক আমি।"

তার বিরাট বড় নাকটা যেন ধনুকের মতো বাঁকা হল।

"স্ট্যানউইক্সের অবস্থা ঠিক কতোটা খারাপ?" জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার পেট্রি।

"বেশ খারাপ। কয়েকদিনের জন্য অবিশ্যি খাদ্যের সংস্থান আছে। কিন্তু গুলীগোলার অবস্থা সংকটজনক। ঠিক এই মুহূর্তে সেইন্ট লেগার চিঠি লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমরা যদি আত্মসমর্পণ না করি তা হলে সে আমাদের ও আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারে সেই সম্বন্ধে চিঠি লিখছে। কিন্তু সৈনিকরা ওদের নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। ইয়োরোপীয় নমুনা অনুযায়ী আমরা একটা পতাকা তৈরি করেছি এবং হানা দিয়ে ওদের যেসব পতাকাগুলো নিয়ে এসেছিলাম সেগুলোর ওপরে ঐ পতাকাটি উড়িয়ে দিয়েছি আমরা। তাতে ওরা বেশ মজা পাচ্ছিল। তখন ওদের 'ওল্ড টেসটামেণ্টের বুক অব জোএল' থেকে একটা অনুচ্ছেদ পড়িয়ে শোনাবার ইচ্ছা হল আমার।" অনুচ্ছেদটি যখন সে ভক্তিসহকারে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল তখন তার উঁচু নাকটির দু'দিক ঘেঁষে নীল চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করে উঠল—

"আমি তোমাদের কাছ থেকে দক্ষিণের আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব, শত্রু বিতাড়িত করব এক অনুবর আর নির্জন ভূখণ্ডে, তার সম্মুখভাগ থাকবে পূর্ব সাগরের দিকে আর পশ্চাদ্ভাগ থাকবে সর্বদূরের সাগর অভিমুখে এবং তার পচনশীল গলিতদেহের তীব্র দুর্গন্ধ ছাড়া আক্রমণ করার দ্বিতীয় কোনো অস্ত্র থাকবে না।"

প্যারাড করবার মাঠে একটা হৈচৈ শোনা গেল। সেই সময় একজন প্রহরী ঘরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল যে, একজন বার্তাবহনকারী এসেছে। কাগজপত্র হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটি।

"কর্নেল ওয়েস্টনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমিই কর্নেল ওয়েস্টন।"

"জেনারেল স্কাইলারের কাছ থেকে চিঠি এনেছি।"

কাউকে সৌজন্যমূলক কোনো কথা না বলেই কর্নেল তক্ষুনি চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিল। তারপর সভ্যদের দিকে চেয়ে বলল সে, "স্কাইলার জেনারেল আরনল্ড আর লেনাডকে পাঠাচ্ছেন এখানে। তাতে প্রথম নিউ ইয়র্ক লাইন সেনাবাহিনীটা আরো শক্তিশালী হবে বলে মনে করেন তিনি।"

ঘরের মধ্যে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল। নিস্তব্ধতা ভেদ করে বার্তাবহনকারীর ঘোড়াটার দ্রুত হাঁফ ছাড়ার শব্দটা ঢুকে পড়েছিল ঘরে। সকলেই সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তারপর মুখ মুছে উইলেট বলল, "এই ছেলেটিকে এক গেলাস মদ খাওয়ানো উচিত।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," বলতে বলতে ওয়েস্টন তার নিজের গেলাসটা ভর্তি করে নিয়ে উইলেটকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনি কি মনে করেন এক্ষুনি আপনার হেড-কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়া দরকার?"

"নিশ্চয়ই। যাতে সময় নষ্ট না হয় তার জন্য আমায় নিশ্চিত হতে হবে। আপনি যে একটা ভাল ঘোড়ার কথা বলছিলেন সেটা কি পাওয়া যাবে এখন?"

"বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে সে।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল সবাই। তারপর উইলেট ঘোড়ায় চেপে উঠে বসবার পর গেটের কাছে চলে এল। লাগামটা গুছিয়ে নেওয়ার সময় একটু চুপ করে রইল উইলেট। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "ঘোড়াটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে কাকে দাম দিতে হবে?"

জবাব শোনাবার আগেই একটু হেসে পা দিয়ে গুঁতো মেরে ঘোড়াটাকে ধীরে ধীরে চালিয়ে নিয়ে গেল উইলেট। খাঁড়ির জল পর্যন্ত উইলেটকে নেমে যেতে দেখল ওরা। উত্তেজিত হলকর্ষণকারীর মতো ঘোড়ার জিনের ওপর মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ছিল সে। কিন্তু যখন তার বেশ চওড়া কাঁধ দুটো মেইপল গাছের ডালপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তার দীর্ঘাকৃতি মুখের ওপর বিরাট বড় নাকটা আর নির্মম চোখ দুটোর কথা মনে পড়ল ওদের। যে-কাজের জন্য সে রওনা হল সেই কাজ শেষ না করে ফিরে আসবার লোক নয় উইলেট।

'আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে রাখলেও, এর কথা তারা না শুনে পারবে না," বললেন ডাক্তার পেট্রি, "আচ্ছা মার্ক, পতাকা সম্বন্ধে কি যেন বলছিল লোকটা. কিসের পতাকা ওটা? তুমি দেখেছ?"

মাথা নাড়িয়ে মার্ক ডিনুথ বলল, "দেখেছি। লাল-সাদার তেরোটা ডোরা কাটা; ওপরের কোনায় নীল একটা বাক্স আর গোল করে তেরোটা তারা আঁকা আছে। গোলাগুলী বহনের শার্ট, একটা নীল রঙের ঢিলে কোট আর

স্ত্রীলোকের একটি লাল পেটিকোট কেটে পতাকাটা তৈরি করেছে।" দাঁত বার করে অল্প একটু হেসে ডিমুথই বলতে লাগল, "সৈনিকদের কাছে নিশ্চয়ই সে একজন বীরাঙ্গনা বনে যাবে। ওরা বলছে যে, সং উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকটি এই প্রথম একটি পেটিকোট উৎসর্গ করল।"

টাইগার্ট গুরুগম্ভীর ভাবে বলল, "এমন কথা আগে কখনো শুনি নি। পতাকার পক্ষে নকশাটা অভিনব মনে হচ্ছে।"

॥ ৫ ॥

ন্যানসি স্কাইলার

অলব্যানি কমিটির কাছে মিস্টার টাইগার্ট যে চিঠি লিখেছিল তাতে একশ জন টোরীর একটি দলের কথার উল্লেখ ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পনেরো জনের একটা দল তেরো তারিখে রুডলফ্ শুমেকারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

শুমেকার একটি নিয়মবহির্ভূত মানুষ। লড়াই শুরু হওয়ার আগে রাজার অধীনে সে ছিল শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত স্থানীয় একজন শাসক বিশেষ, জাস্টিস অব দি পিস। ১৭৭৫ সালে রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে রাজার প্রকাশ্য ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিল সে। কিন্তু সেই বছরের শেষের দিকে বাটলার এবং জনসনদের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলে চলে না গিয়ে নিকোলাস হারকিমারের আত্মীয়তার ওপর নির্ভর করে জার্মান ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা কমিটিতে যোগ দিয়েছিল সে। সেই সময় থেকে তার সরাইখানাটা উভয়দলের কাছে একটা নিরপেক্ষ জায়গা বলে গণ্য হচ্ছে। অতএব ভ্যালিতে যখন খবর রটে গেল যে, শত্রুপক্ষের একটি দল তার ওখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে তখন শুধু এই কারণের জন্যই কেউ তেমন বিস্মিত বোধ করল না।

সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে ক্যাপটেন ডিমুথ যখন ন্যানসিকে জিজ্ঞেস করল গ্রেম কপারনল এখন কোথায় তখনই সে খবরটা প্রথম শুনল। সোজাসুজি

প্রশ্ন করলে গ্যানসি যেমন ক্যাপটেনের সামনে লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে ওঠে এখনও তাই হল।

"সে বললে যে, শুমেকারের বাড়ি যাচ্ছে।"

"ওখানে সে কি করছে জানিস, গ্যানসি?"

"সে বললে যে, পশ্চিম থেকে কয়েকজন লোক এসেছে ওখানে।"

ভ্রূকুটি করল ক্যাপটেন। তার কালো চুলওয়ালা মাথার ওপর দিয়ে গ্যানসি যখন দৃষ্টি ফেলল, তখন সে দেখল, প্লেটের ওপর পুডিং ঢেলে নিয়ে ক্যাপটেন তার পরিচ্ছন্ন হাত দুটি দ্বিধাগ্রস্ত মনে নাড়াচাড়া করছে। তাড়াতাড়ি করে খাওয়া শেষ করে ক্যাপটেন আবার বাইরে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে স্ত্রীকে বলে গেল, "এই সম্বন্ধে ওয়েস্টনকে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, সারা। সেও হয়তো খবর কিছু পেয়েছে।"

এসব কথা শোনবার ধৈর্য নেই মিসেস ডিমুথের। কিন্তু গ্যানসি তাঁর দিকে নজর দিল না। অন্যান্য হাজার খবরের চেয়ে এই খবরটাই যে ওর জীবনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তেমন কথাটা ভাবতে পারল না সে। টেবিল থেকে থালাবাসন নামিয়ে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে রাখল। টেবিলটা মুছে দিয়ে মিসেস ডিমুথের আলোটা পৌছে দিয়ে গেল তার কাছে। তারপর নিজের ঘরটিতে গিয়ে বসে রইল সে। রাত্রির ডিউটি শেষ হল গ্যানসির।

জার্মান ফ্ল্যাটে এসে সুখী হয় নি গ্যানসি স্কাইলার। সুখী হবে বলেই আশা করেছিল সে। ভেবেছিল, জীবনটা খুব রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে। দুটো দুর্গে সৈনিকের অভাব নেই আর আশপাশের খামারে যুবকও আছে অনেক। এমন একটা জায়গায় ওর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতো অবিবাহিত লোকের অভাব হবে না বলেই মনে করেছিল গ্যানসি।

কিন্তু গ্যানসির কাছে যেন এসব লোকের, অস্তিত্ব কিছু নেই, থাকলেও মিসেস ডিমুথ এত কড়া নজর রাখেন ওর ওপরে যে, তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় না। শীতের শুরুতে সেই রাত্রে যা একটু রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছিল সে। হরিণীর মাংস নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে এখানে ঢু মেরেছিল গিলবার্ট মার্টিন। আহা, বেচারীর জন্য দুঃখ বোধ করেছিল গ্যানসি।

ভেবেছিল, সেই রাত্রে গিলবার্টের প্রেমে পড়েছিল সে এবং ওকেও ভালবেসেছিল গিলবার্ট। তার আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে অনুভব করেছিল, যেন পুরো অস্তিত্বটাই একটা গভীর সুখের স্রোতে ভেসে চলেছে। তারপর হঠাৎ বিনা কারণেই ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল সে। এর অর্থটা যে কি ন্যানসি তা বুঝতে পারে নি।

পরে অবিশ্যি ওর ভাই হন্ ইয়োস্টের কথাটা মনে পড়েছিল। বিবাহিত লোকদের সম্বন্ধে সতর্ক করেছিল সে। বলেছিল যে, বিবাহিত লোকদের ওপর মেয়েদের নির্ভর করা উচিত নয়। ন্যানসির ধারণা, বিবাহিত বলেই গিলবার্ট মার্টিন সেদিন অসুবিধায় পড়েছিল।

মাঝে মাছে হন্-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা হয়। বাড়ির মধ্যে সে-ই একমাত্র লোক যে ওর মনের কথা বুঝতে পারে। হন্ যেমন নিজেই বলে, এর কারণ হচ্ছে সে একটু অস্থিরচিত্তের লোক।

গত বছরের শেষের দিকে ন্যানসির মা এসেছিল এখানে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তার নিজের কথানুসারে দেখা করবার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম হচ্ছে কি ধরনের মেয়ে হয়েছে ন্যানসি তাই দেখতে আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ওর পুরো বছরের মাইনেটা আদায় করে নিয়ে যেতে। কালো শালটি গায়ে জড়িয়ে মা যখন ক্যাপটেনের স্ত্রীর সামনে মুখ উঁচু করে কথা বলছিল তখন তাকে দেখে গর্বে ওর চোখ-মুখ থেকে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল।

"আশা করি, ন্যানসির কাজকর্ম দেখে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন মিসেস ডিমুথ।"

"নিশ্চয়ই, ওর কাজকর্ম খুবই ভাল।" সম্ভ্রান্ত মহিলাতুল্য ভারিক্কী আর ঠাণ্ডা সুরে কথাটা বললেন বটে মিসেস ডিমুথ কিন্তু মিসেস স্কাইলারের হারকিমারদের বৈশিষ্ট্যসূচক কালো আর কর্তৃত্বপূর্ণ চোখ দুটোর ভাবভঙ্গী তাতে বিন্দুমাত্র সংযত হল না।

"মেয়েটা কখনো অলস ছিল না," বলল ওর মা, "আমার বিশ্বাস ষোল আনা কাজ দেখিয়েই মাইনে নিচ্ছে সে। মিসেস ডিমুথ, এখন যদি অনুগ্রহ করে

তাড়াতাড়ি মাইনেটা ওর চুকিয়ে দেন তা হলে এখুনি আমি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার ভাই হচ্ছে গিয়ে একজন জেনারেল।"

"ন্যানসি, টাকার থলিটা আমার এনে দিতে পারবি?" মিসেস স্কাইলারের কথাগুলো মিসেস ডিমুথ যদিও ভাল করে কান দিয়ে শোনেন নি। ন্যানসি তবু ভাবল, তার মনিবগিন্নীটি মায়ের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। টাকার থলিটা নিয়ে এল সে। তিনখানা নোট বার করে তিনি বললেন, "তুমি হয়তো আসতে পারো ভেবে ক্যাপটেন ডিমুথ ওর মাইনের টাকাটা বাড়ি রেখে গিয়েছেন।"

নোটগুলো দেখতে লাগল মিসেস স্কাইলার।

"এগুলো কি?" বলল সে, "এগুলো তো দেখছি পাউণ্ড নোট নয়।"

"না," বললেন মিসেস ডিমুথ। "এগুলো হচ্ছে গিয়ে কনটিনেণ্টাল ডলার। এক একটা নোট পাঁচ ডলার করে।"

"হ্যাঁ, তারের বাদ্যযন্ত্র আঁকা নোটগুলো দেখতে সুন্দর। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বরং ইংলিশ পাউণ্ডেই আমায় টাকাটা দিন।"

"দুঃখিত, এছাড়া ঘরে অন্য টাকা আর কিছু নেই। যা আছে এই-ই সব। অবিশ্যি তুমি যদি চাও ক্যাপটেন ডিমুথকে আমি বলব। কিন্তু তিনি বলেন, পাউণ্ডের চেয়ে ডলার কিছু খারাপ নয়।"

"আপনার সঙ্গে যা শর্ত ছিল সেই অনুসারে বছরে তিন পাউণ্ড করে দেওয়ার কথা," প্রতিবাদ করে মিসেস স্কাইলার বলল, "এসব নতুন টাকা আমি নাড়াচাড়া করি নি।"

"পাউণ্ডের মতোই সমান পরিমাণের জিনিস তুমি কিনতে পারবে, মিসেস স্কাইলার। সত্যি কথা বলতে কি, ক্যাপটেন ডিমুথ বলেন যে, তিন পাউণ্ডের চেয়ে তুমি একটু বেশিই পাচ্ছ। খুচরো নেই বলে তোমায় পাঁচ ডলারের তিনখানা নোটই দিয়ে দিলেন। তিনি বলেছেন যে, বেশি পয়সা ক'টা তুমি যদি নিতে না চাও তা হলে ভাল কাজকর্মের জন্য ন্যানসিকে বখশিশ দিয়ে দিতে।"

তিন পাউণ্ডের চেয়ে যে পাঁচ ডলারের তিন খানা নোটের দাম বেশি সেই কথাটাই জানতে চেয়েছিল ওর মা।

"ধন্যবাদ", বলল সে, "বেশি পয়সা ক'টা দিয়ে ওকে হয়তো কিছু

একটা কিনেটিনে দেব। আমার মনে হয় ওর হাতে নগদ পয়সা থাকা ভাল নয়।"

দু'জন দু'জনকে মাথা নিচু করে অভিবাদন করল। তারপর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কোনা পর্যন্ত চলে এল গ্যানসি।

এখান থেকেই ওদের ছাড়াছাড়ি হল।

তার আগে বেশ হাসিখুশী মনে মিসেস স্কাইলার বলল, "শোন্, মিসেস ডিমুথ খুব প্রশংসা করলেন তোকে। শুনে আমার খুব ভাল লাগল। তোর মামা শুনলেও খুশী হবেন। দুষ্টুমি করিস নে, ভাল মেয়ের মতো কাজ করে যাবি।"

"আচ্ছা মা।"

"বাড়ির জন্য মন পোড়ে না কি তোর ?"

"না, মোটেই না।" বলল গ্যানসি।

"তা হলে চলি রে, মেয়ে।"

সব সময়ে এই ভাবেই বিদায় নেয় মা। গ্যানসিকে "মেয়ে" বলে সম্বোধন করে যায়। কথাটা যেন তার নিজের অন্তরে খোঁচা মারবার মতো সূক্ষ্মাগ্র একটা অঙ্কুশ বিশেষ। কিন্তু এটা এমন একটা সম্পর্ক যার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না সে। মায়ের উপর সত্যি সত্যি ওর কোনো অধিকার নেই। জেনারেলের বোন হওয়াটাই বড় কথা। মায়ের যা চিন্তাভাবনা সবই জেনারেলকে কেন্দ্র করে। সব সময়েই জেনারেল কিংবা তাঁর প্রকাণ্ড বড় বাড়িটা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে। নয়তো তিনি যে এখন জাতির কাছে একজন অসামান্য ব্যক্তি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করে মা। গ্যানসির বাবার কথা উল্লেখ করে না কখনো। তার মৃত্যুর পরে এই ভুলের ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করছেন জেনারেল। মায়ের অসমীচীন কাজের স্মৃতি বহন করছে শুধু গ্যানসি আর তার ভাই হন্। কারণ অন্য ভাইটি নিকোলাসের গায়ের রঙ কালো এবং সে অবিচলিত চরিত্রের লোক। মৃত স্বামীর মতো পুত্র হন্-এর কথাও মিসেস স্কাইলার আলোচনা করে না কখনো।

কোনো কোনো সময় ঘরের কোনায় বসে নিজের নিঃসঙ্গতার বোঝা বুকে নিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে গ্যানসি। তখন সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে

হন্ যেন জার্মান ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হয়। আসবে বলে এক বছর আগে কথাও দিয়েছিল সে। হন্ যদি চিঠি লিখতে পারত আর ন্যানসি যদি পড়তে পারত তা হলে চিঠি পড়ে জানতে পারত সে বাড়িতে বসে এখন কি করছে হন্। এমন চিন্তাভাবনাশূন্য ধরনের ছেলে হন্ যে, তার উপস্থিত কাজকর্ম সম্বন্ধে শুধু খবর শুনলেও ভাল লাগত ন্যানসির।

এখন সে রুমালের কাপড় সেলাই করতে করতে হনের সম্বন্ধে যতো কথা মনে করতে পারল তাই ভেবে আমোদ উপভোগ করতে লাগল ন্যানসি। যেমন ধরা যাক, একবার সে পেশাদার সেনাবাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। সেনাবাহিনীর নামটাও মনে আছে ওর—অষ্টম কিংস রেজিমেন্ট। যোগ দেওয়ার আগে যে-কথাটা বলে গিয়েছিল হন্ তাও মনে আছে ওর। ডিয়ারফিল্ডে থাকতে মিসেস মার্টিনের কাছে একবার সে পুনরাবৃত্তিও করেছিল। কথাগুলো এখন আবার মনে পড়তে লাগল। ন্যানসি মিসেস মার্টিনকে বলেছিল, "হন্ বলেছে আমার জন্য একজন অফিসার নিয়ে আসবার চেষ্টা করবে।"

সেলাইয়ের ওপর মাথাটা ঝুঁকে ছিল ন্যানসির। ঠোঁট দুটো একটু বাঁকা হয়ে উঠল। ঘরের উল্টো দিক থেকে মিসেস ডিমুথ ওকে লক্ষ্য করলেন। ধৈর্য হারাবার ভঙ্গী করে তিনি ভাবলেন যে, ন্যানসি স্কাইলারের মতো একটি সরল ও মূর্খ মেয়ের পক্ষে সুখী হওয়া কতো সহজ।

ওরা যখন ক্যাপটেন ডিমুথকে বাইরে দাঁড়িয়ে ক্লেমকে ডাকতে শুনল তখন দু'জনেই চমকে উঠল।

"কোথায় গিয়েছিলে তুমি, ক্লেম?"

"শুমেকারের ওখানে।"

"কি কাজ ছিল সেখানে?" ক্যাপটেনের গলার স্বর কঠিন শোনালো।

একটু রূঢ়স্বরে জবাব দিল ক্লেম, "শুনেছিলাম ওখানে ক'জন ইংরেজ এসেছে। ভাবলাম ব্যাপারটা কি হচ্ছে জেনে এলে কোন ক্ষতি হবে না।"

"কি করছিল ওরা?"

"বিশেষ কিছু না।"

"শোনো ক্লেম। আমি যা জানতে চাই তা যদি না বলো, তা হলে তোমায় ফোর্টে নিয়ে গিয়ে গাউহাউসে বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হবো আমি।"

"আপনি নিজে সেখানে গিয়ে দেখে আসেন না?" খিটখিটে মেজাজে বলে উঠল ওলন্দাজটি।

"ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা তোমার বন্ধ করো।'

"ওরা তো কিছু করছে না, গোল হয়ে বসে একটু মদ খাচ্ছে শুধু। বাটলার নামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন ছোটখাটো অফিসার একটা কাগজ এনেছে, তাই থেকে কি যেন পড়ছে সে।"

"বাটলার?"

"হ্যা, ঐ তো যা বললাম।"

"জন বাটলার! না, সে তো একজন কর্নেল।"

"না, এ কর্নেল নয়, ছেলেমানুষ। কথাবার্তায় ভাবি সুন্দর। এর নামে নাম হচ্ছে ওয়াল্টার বাটলার। অষ্টম কিংস্ রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত। একটা লাল কোট গায়ে দেয়। ইণ্ডিয়ানরা ছাড়া অন্য সকলেই লাল কোট পরেছে।"

"ক'জনকে দেখলে ওখানে?

"দশ কি বারোজন। আমি গুনে দেখি নি। ওরা সেই কাগজ পড়ে পড়ে বলছিল যে, যারা ওদের সঙ্গে যোগ দেবে তাদের রক্ষা করবার ভার নেবে তারা। যারা যোগ দেবে না তাদের গলা কেটে দেবে ইণ্ডিয়ানরা। ওখানে শুধু চারজন ইণ্ডিয়ান ছিল বলে আমি আর গুনে দেখিনি।"

রাজার অষ্টম বাহিনী! ওটাই হচ্ছে গিয়ে হন্-এর রেজিমেণ্ট। মিসেস ডিমুথ, "ন্যানসি" বলে ডাকা সত্ত্বেও সে বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল।

"ক্লেম", রুদ্ধশ্বাসে ন্যানসি জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে হন্‌কে দেখলে?"

"হন্?" দুজনেই ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মদ খেয়ে এসেছিল ক্লেম। মুখের সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে অট্টহাস্য করে বলল সে, "হ্যা, তাকে আমি দেখেছি। কি হয়েছে তাতে?"

কিন্তু ন্যানসি তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। সেখানে গিয়ে হন্-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। ইতিমধ্যে মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিল। দুর্গের এতো কাছে এসে হন্-এর দেখা করতে আসাটা নিরাপদ নয়। অতএব ন্যানসি নিজেই যাবে শুমেকারের

বাড়িতে। মিসেস ডিমুথ যা-ই বলুক না কেন তাতে সে কান দেবে না। ওদের কাউকে জানতেও দেবে না গ্যানসি।

টুলের ওপর বসে পড়ার পর বুকের স্পন্দন এতো দ্রুত হয়ে উঠল যে, সূচের ফুটোয় সুতো পরাতে পারল না। সে জানে মিসেস ডিমুথ অকরুণ দৃষ্টি ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তা সত্ত্বেও বারবার চেষ্টা করেও বিফল হল। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সে ভান করতে লাগল যেন সুতো পরাতে পেরেছে। সূচের ফুটো দিয়ে সুতোর মুখটা টেনে তোলবার ভঙ্গী করে খালি সূচ দিয়ে রুমালের মুড়ি ভেঙে তার ওপর খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফোঁড় বসিয়ে যেতে লাগল।

ওর গালের ওপর রক্তোচ্ছ্বাস চিকমিক করে উঠল। সে বুঝতে পারল যে, মিসেস ডিমুথ বোকা বনে গিয়েছেন। এর আগে এমন চাতুর্যপূর্ণ কাজ আর কখনো করতে পারে নি। অতএব এটা একটা শুভলক্ষণ বলে মনে করল সে। বাড়ির বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টলতে টলতে ক্লেম তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ক্যাপটেনও আর দেরি করেন নি। তাড়াতাড়ি ফোর্টেই আবার ফিরে গিয়েছেন তিনি। সারা পথ জুড়ে ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিপোকার গান শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ঝিঁঝিঁপোকার স্বর একত্র হয়ে এসে মিশে যাচ্ছে গ্যানসির হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে। তার ফলে অন্ধকারের নৈকট্য আরো বেশি অনুভব করছে সে।

এখন শুধু মিসেস ডিমুথের শয্যাগ্রহণ করার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু মিসেস ডিমুথ এর মধ্যেই হাই তুলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

॥ ৬

শুমেকারের বাড়িতে চোরীদের আগমন

শুমেকারের বাড়ি পৌছতে প্রায় দু'মাইল পথ হাঁটতে হয়। যত তাড়াতাড়ি পারে হেঁটে চলল ন্যানসি। এই রাস্তা দিয়ে আগেও সে গিয়েছে এবং দিক্ নির্ণয়েও ভুল করল না, তবু অন্ধকারের জন্য অসুবিধা বোধ করতে লাগল। মাঝে মাঝে খানিকটা ভাল রাস্তা সে পাচ্ছে, কিন্তু গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করে চলতে গিয়ে পথিপার্শের বুনো ঘাসের মধ্যে নেমে পড়েছে। তার ভেতর দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে ওকে।

আকাশে চাঁদ কিংবা তারা নেই। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। শুধু ডেটন দুর্গের বড় ফটকের সামনে দুটো টর্চবাতির আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতো পেছনে রয়েছে যে, দুটো স্ফুলিঙ্গের চেয়ে বড় মনে হচ্ছে না। লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গে স্ফুলিঙ্গ দুটোও মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে যাওয়ার পর অন্ধকারের ঘনত্ব মারাত্মক হয়ে উঠল। এমন কি ঝিঁঝিপোকা-গুলোও নীরব হয়ে আছে, যেন এক্ষনি ঝড় উঠবে বলে আশঙ্কা করছে ওরা।

নিজেকে গোপন করে রাখবার জন্য সে এমনভাবে একটা কালো শাল মাথার ওপর থেকে টেনে দিয়েছে যে, ওকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। শাল আর জামা-কাপড়ের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। রাস্তার উল্টো দিকে অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা লোক বেরিয়ে এল। কিন্তু সে ওকে দেখতে পেল না। ভীতসন্ত্রস্তা হরিণীর মতো নিশ্চল হয়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে জড়িয়ে পড়বার সময় পেল ন্যানসি।

শুমেকারের বাড়ির দিক থেকেই আসছিল লোকটা। ন্যানসির মতো তাকেও ত্বরান্বিত মনে হল এবং সেও যেন নিজেকে গোপন করে রাখতে চাইছিল। লোকটি যে কে তা সে ধরতে পারল না, কিন্তু, চলে যাওয়ার পর তার জামাকাপড় থেকে ছড়িয়ে পড়ল তামাকের গন্ধ। মদের একটা কড়া গন্ধও ন্যানসির নাকে এসে ঢুকল।

লোকটার পায়ের শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল ততক্ষণ সে অপেক্ষা করল

ওখানে। তারপর আবার চলতে লাগল। ভয় পায় নি ন্যানসি। কিন্তু কোনো পরিচিত লোক যদি ওকে দেখে ফেলে তা হলে ওর এই নৈশঅভিযানের খবরটা হয়তো মিসেস ডিমুথের কানে গিয়ে পৌছতে পারে। হন্-এর সঙ্গে সাক্ষাতের চিন্তায় এতো বেশি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, ভয়ের কোনো প্রশ্নই উঠল না।

শুমেকারের বাড়ি পেঁছিতে আধ ঘণ্টা লাগল।

কাছাকাছি আসতেই আরো কয়েকজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। তাদের মধ্যে দু'একজন তার নাগাল ধরে ফেলল এবং সেই একই দিকে হেঁটে চলল তারা। সবচেয়ে অদ্ভুত ঠেকল এরা কেউ কথাবার্তা বলছে না। অলক্ষিত ভাবে হেঁটে চলেছে এবং মনে হল, একে অপরকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। প্রথম লোকটির সম্মুখীন হওয়ার পর থেকে আরো বেশি সতর্ক হয়ে পথ চলছিল ন্যানসি। কান পেতে প্রতিটি পদধ্বনি এমনভাবে শুনছে যেন শোনবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াবার যথেষ্ট সময় পায়। কখনো রাস্তার ধারেই লুকিয়ে থাকছে, কখনো বা কাছাকাছি উইলোগাছের ঝোপ দেখলে তার পেছনে গিয়ে গা-ঢাকা দিচ্ছে।

রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতর দিকে শুমেকারের বাড়ি। ন্যানসি যখন সামনে গিয়ে পেঁছিল তখন তার বাড়িটাকে আরো বেশি অন্ধকারে আবৃত চৌকো একটা জায়গা ছাড়া আর কিছু মনে হল না ওর। জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ। ফাঁক দিয়ে সুতোর মতো সরু সরু আলোর রেখা বেরিয়ে আসছিল বলে জানালার কাঠামটা কোনোরকমে ধরতে পারা যাচ্ছিল। জনমানবের চিহ্ন বলতে শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে চাপা কণ্ঠস্বর।

রাস্তাটার দূর কোনায় শুমেকারের পশুচারণভূমির বেড়ার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল ন্যানসি। এতো কাছে এগিয়ে এসে মনটা কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল। হন্-এর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হতে হঠাৎ সে সংকোচ বোধ করতে লাগল। ওর মনে হল, ঘরের মধ্যে সবাই নিশ্চয়ই খুব জরুরী কথাবার্তা নিয়ে ব্যস্ত আছে। প্রথমে ভেবে রেখেছিল যে, হন্ যদি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে না থাকে তা হলে দরজার কাছে গিয়ে বলবে, হন্-এর সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। গোড়াকার সেই পরিকল্পনাটা এখন কার্যকরী করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। এমন কোনো কাজ সে করতে চায় না যার জন্য অতোগুলো লোকের সামনে অপ্রস্তুত বোধ করতে পারে হন্। ওর উপস্থিতিতে সে যে বিরক্ত হয়ে উঠবে

পারে তা নয়। সারাটা জীবন ধরে ওকে বোঝানো হয়েছে যে, লোকজনের সামনে ওর উপস্থিতিটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

সামনের দরজাটা খুলে যেতেই ন্যানসি দেখল, একেবারে পুরোপুরি আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। এক পলকের মধ্যেই ঘরের ভেতরটা দেখে নিল একবার। দেয়াল ঘেঁষে চাষীরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাষীদেরই ভিড় খুব। কথাবার্তা কিছু বলছে বলে মনে হল না। তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে ওদের মুখগুলো খুব বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। দরজার ভেতর দিয়ে ওরা সবাই তাকিয়ে ছিল শুমেকারের মদ্যপানের ঘরটার দিকে।

দরজার মধ্যে দিয়ে ন্যানসিও দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু বিশেষ কিছু নজরে পড়ছিল না। দু'একটা লাল টকটকে কোটের পাশ দিয়ে ক্ষণিকের দৃষ্টিতে একটি লোকের মুখ দেখতে পেল সে। মাথার চুল তার কালো, মুখটা ফেকাসে আর বয়সও বেশি নয়। জনতাকে উদ্দেশ্য করে সেই যুবকটি উচ্চ আর দ্বিধাহীন স্বরে বক্তৃতা দিচ্ছিল।

ঘরে ঢোকবার সিঁড়িটার ওপরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা এবার দরজাটা দিল বন্ধ করে। জায়গাটা আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। লোকগুলো সিঁড়ি থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যানসি যেন বুঝতে পারল দু'দিক থেকে বন্দী হয়ে গেল সে। ওর হাত ধরে ফেলেছিল। সবলে টেনে ওকে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখল। কাঁদতে যাচ্ছিল ন্যানসি, কিন্তু হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে ওর কান্না দিল বন্ধ করে। যারা ওকে ধরে রেখেছিল তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না সিঁড়ির ওপর থেকে লোকগুলো রাস্তা দিয়ে অনেকটা নিচে নেমে গেল।

তারপর একজন বলল, "এইবার চলো তুমি।"

তাড়াতাড়ি ওকে বাড়ির দিকে ধরে নিয়ে গেল ওরা, কিন্তু সামনের দরজার দিকে গেল না। কোনা ঘুরে বাঁ দিকে রান্নাঘরের বারান্দার দিকে নিয়ে গেল ওকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল ন্যানসি।

এখন আর ভয় করছে না ওর। শুধু আশ্চর্য বোধ করছে আর লজ্জা পাচ্ছে ভেবে যে, এতো সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ধরা পড়ে গেল। এবং হুন্-এর সামনে এই রকম একটা অপমানকর অবস্থায় উপস্থিত করা হচ্ছে বলেও লজ্জিত

বোধ করতে লাগল সে। ন্যানসি বুঝতে পারল না লোকগুলো ওর এতো কাছে এগিয়ে এসেছিল কি করে। দরজাটা যখন খুলে গিয়েছিল তখনো সে ওদের দেখতে পায় নি। এখন এই দেউড়ির কাঠের ওপরেও ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলল। ন্যানসি টের পেল, এখন একটা লোকই ওকে দু'হাত দিয়ে জোর করে ধরে রাখল। অন্য লোকটা যখন দরজার দিকে এগিয়ে গেল তখন একটা বেশ কড়া, তেলতেলে স্বাদুগন্ধ ভেসে এল ওর নাকে। তক্ষুনি সে বুঝতে পারল লোক দুটি ইণ্ডিয়ান। দরজাটা খুলে যাওয়ার পর যে-লোকটা ওকে ধরে রেখেছিল তার দিকে দৃষ্টি তুলল ন্যানসি।

লোকটি শক্তিশালী এবং পেশল। মাথায় লাল কাপড়ের শিরাবরণ। বাঁ কানের পাশদিয়ে ঈগল পাখির পালক ঝুলছে একটা। কোমরের ওপর থেকে আর জামাকাপড় নেই। লোমহীন তেলতেলে বুকটাতে তার পুঁতির মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সেই জন্য আলো লেগে চামড়াটা চক্‌চক করছে আর তামাটে রঙের জেল্লা বেরুচ্ছে। লোকটা কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ন্যানসির দিকে। মুখের লাল আর হলদে রঙের পেছনে চোখ দুটো থেকে প্রকাশ পাচ্ছে একটা অদ্ভুতধরনের বাঙ্গকর বুদ্ধিমত্তা।

"হৈচৈ ক'রো না।" লোকটা বলল এবং ওকে ছেড়ে না দিয়ে হাতের চাপটা সামান্য একটু ঢিলে করে দিল।

দরজাটা আবার খুলে যেতেই দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ানটিকে আর সেই লাল কোট পরা সৈনিকটিকে দেখতে পেল ন্যানসি।

"ওকে এখন ছেড়ে দিতে পার।" সৈনিকটি দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ানটিকে বলল।

ন্যানসির দিকে দৃষ্টি দিল সে। তার কোটের বোতামগুলো খোলা। বুক খোলা কোটের ফাঁক দিয়ে ন্যানসি দেখল, শার্টটা তার ভিজে সপসপ করছে। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "বাঃ, মুক্ত হাওয়াটা বেশ ভালই লাগছে। ভেতরে যেন ওলন্দাজদের কবর খোঁড়া হচ্ছিল। কি গো মেয়ে, এখানে কি করতে এসেছিলে?"

শাল দিয়ে মুখ ঢেকে ন্যানসি তার আবেগোচ্ছ্বাস গোপন করে রাখল। কথা বলবার চেষ্টা করছিল সে।

"ঠিক আছে", সৈনিকটি বলল, "কেউ তোমার ক্ষতি করবে না।"

"আমি জানি।" বলল ন্যানসি। যুবতীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে সৈনিকটি ভাল করে নজর দিল ওর দিকে।

বলতে লাগল ন্যানসি, "একটু আগেই শুনেছিলাম যে, হন্ এখানে আছে। হন্ হচ্ছে আমার ভাই। দু'বছর ধরে তাকে আমি দেখি না। তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম।"

দয়ার্দ্রস্বরে সৈনিকটি জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের সঙ্গে তোমার একটি ভাই আছে বললে?"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল ন্যানসি।

"কি নাম বললে যেন?"

"হন্ ইয়োস্ট।"

"ঐ নামে আমাদের এখানে কেউ নেই। তোমার কি নাম?"

"ন্যানসি স্কাইলার।"

"ন্যানসি নামটা ভারি সুন্দর।" তখনো ওর দিকে চেয়ে সৈনিকটি দ্বিধা করতে লাগল। তারপর নিজেকে যেন সংযত করতে না পেরে কোমরের বেল্ট থেকে হাতটা তুলে নিয়ে ওর মুখের ওপর থেকে শালটা সরিয়ে দিল। আলোর সামনে দাঁড়িয়ে রাঙা হয়ে উঠল ন্যানসি। ইতস্তত: করতে করতে বড় বড় চোখ দুটো মেলে সৈনিকটির দিকে তাকাল সে। সুডৌল ঠোঁট দুটো ওর কেঁপে উঠল একটু।

ওর সরল দৃষ্টির অর্থটা সৈনিকটি ঠিক বুঝতে পারল না। চেয়ে চেয়ে মুখটা ওর দেখতে লাগল। দেখতে লাগল ওর প্রণয়োদ্দীপক ঠোঁট দুটি, হলুদ বর্ণের ঘন চুল আর পাতলা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুনো দেহলতার আঁকাবাঁকা রেখাগুলি।

"জ্যাক স্কাইলার কি তোমার ভাই? তোমায় সঙ্গে তার চেহারার একটু মিল আছে। তবে খুব বেশী নয়। ভগবান!" নিঃশ্বাস টেনে সে-ই বলল, "গত এপ্রিল মাসে মণ্টিয়ল থেকে বেরুবার পর তোমার মতো একটি সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়েনি আমার," মনে হল যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করতে করতে বলে চলল, "জ্যাকের চুলও তোমার মতো হলদে। তুমি কি মনে কর সে তোমার ভাই?"

মোহাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে ছিল ন্যানসি। কিন্তু চোখ দুটো ছিল সার্জেন্টের জামার ঝকঝকে ডোরাগুলোর ওপর। শুধু তাই নয়, তার লাল কোট আর সাদা ব্রীচেসটাও দেখছিল সে। অবিশ্যি ব্রীচেসটা এখন পুরোপুরি সাদা নেই, বনের পথ দিয়ে আসবার সময় ময়লা দাগ লেগে গিয়েছিল তাতে। সার্জেন্টের চোখমুখ থেকে যে আকুল আকাঙ্ক্ষা ফুটে বেরুচ্ছে তা সে লক্ষ্যই করল না।

"আমি জানি না," ভীরুভাবে বলল ন্যানসি, "মাথার চুল তার হলদেই ছিল, কিন্তু আমি হন্ বলেই ডাকতাম।"

"জনকে ওলন্দাজরা হন্ বলে। অষ্টম বাহিনীর সবাই ইংরেজ বলে জানতাম। যাই হোক তাকে আমি ডেকে আনছি। তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।" ওর দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে মৃদু হেসে বলল সে, "তুমি এখানেই থাকো।" ওর ঘাড়ের ওপর হাত রাখল সার্জেন্ট। ন্যানসির বাহুর ওপর দিয়ে হাতটাকে গড়িয়ে দিল। তারপর খোলা দরজাটার দিকে চলে গেল সে।

"সেই হাবা স্কাইলারটা কোথায়?" অন্য একটা লাল কোট পরা লোককে যে প্রশ্ন করল সার্জেন্ট, ন্যানসি তা শুনতে পেল।

"কি দরকার তাকে?"

"ওর বোন বাইরে অপেক্ষা করছে। দেখা করতে চায়।"

"ওর বোন?" হো হো করে হেসে উঠল লোকটা।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সে। একজন ইণ্ডিয়ান দরজাটা বন্ধ করে দিতেই এদের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ন্যানসি। দেউড়িতে ওর পাশ দিয়ে লোকগুলো বেড়ালের মতো পা ফেলে নিঃশব্দে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। এখন সে তাদের মাথাগুলো দেখতে পেল। ছায়ার নক্‌শার মতো সিঁড়ির ওপর থেকে একসঙ্গে ওরা তাকিয়ে রয়েছে পুবদিকে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল ওকে। তারপর দরজাটা আবার খুলল। কিন্তু হন্ ইয়োস্ট নয়, যে-সৈনিকটি তাকে ডাকতে গিয়েছিল সে লোকটাই ফিরে এসে বলল, "ঠিক মুহূর্তে জ্যাক আসতে পারল না।"

দুরু দুরু বুকে জিজ্ঞাসা করল ন্যানসি, "মিস্টার, তাকে কি বলেছিলে আমি এখানে অপেক্ষা করছি?"

"হ্যাঁ। তোমাকে আরো একটু অপেক্ষা করতে বলল। তাকে বলে এসেছি, ভয় নেই যতক্ষণ না সে আসছে তোমাকে আমি দেখাশোনা করব।"

দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ন্যানসির দিকে তাকাতে লাগল সে। দরজাটা একটু ফাঁক করে রেখে এসেছিল বলে ওর গায়ের ওপর আলো পড়ছিল। কিন্তু একটু সরে যেতেই লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "সরে যেও না, লক্ষীটি। এতোদিন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো যে কী প্রানান্তকর ব্যাপার তা তুমি জানো না। গরমে আর মশামাছির অত্যাচারে প্রায় ক্ষেপে যাওয়ার অবস্থা। নিজের মতো কতকগুলো পুরুষ ব্যাটাদের মুখ দেখা ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না এতোদিন পর একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার মানে কি।"

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ন্যানসী। এখন আর লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু আলোর রেখাটার ধারে তার কানের ওপর ঝুলে পড়া পিঙ্গল রঙের চুলগুলো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সৈনিকটির দৃষ্টি যে ঠিক কোথায় ঘোরাফেরা করছে তা সে বুঝতে পারল।

লোকটি বলল, "কানাডা ক্রীকের উল্টো দিকে ডেটন দুর্গ ছাড়িয়ে এই অঞ্চলে একসময়ে বাস করতাম আমি। ম্যাকক্লেনার নামে একটা বুড়ীর কাছে চাকরি নিয়েছিলাম। অদ্ভুত লাগছে, তোমার নাম কখনো শুনি নি।"

কি যে বলবে ভেবে উঠতে পারছিল না ন্যানসি। হনকে খুঁজছে আর কান পেতে রেখেছে তার পায়ের আওয়াজ শোনবার জন্য। কিন্তু সৈনিকটির কণ্ঠে অসুখী মনের এমন একটা স্বর বেজে উঠল যে, তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মৃদুভাবে হাসল একটু। হাসির মতো অর্থহীন আন্তরিকতা প্রকাশ পেল।

লোকটা বলল, "আমার নাম জারি ম্যাকলোনিস।"

"বলো, মিস্টার ম্যাকলোনিস।" ন্যানসি আবার একটু হাসল। লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই সংশয়হীন কণ্ঠের আওয়াজটা আবার শুনতে পেল ন্যানসি। কস্টসাধ্য যথাযথতা বজায় রেখে সে পড়ে যাচ্ছিল :—

"...সেই কারণবশতই ইণ্ডিয়ানরা ঘোষণা করছে যে, আর বিনা প্রতিরোধে যদি দুর্গের সৈন্যদলটি আত্মসমর্পণ না করে তাহলে মৃত্যুর হাত থেকে একটি লোকও রক্ষা পাবে না—শুধু যে সৈন্যদলের লোকেরাই নিহত হবে

তা নয়—এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকেই ইণ্ডিয়ানদের হাতে নিহত হতে হবে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বয়স্ক এবং শত্রুমিত্র ইত্যাদি কিছুই গ্রাহ্য করবে না তারা; সেই কারণ হেতু, ফলাফলের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে আপনারা আপনাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীকে প্রেরণ করুন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে সৈন্যদলটি যাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় তার জন্য তাঁদের রাজী করান; তা হলে খ্রীষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে আমরা আপনাদের ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করব।

"বিজয়ী সেনাবাহিনীর দ্বারা যেভাবে আপনারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে অর্ধেক লোকই যেখানে (অর্ধেকের বেশিও হতে পারে) গভর্নমেন্টের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, সেমত অবস্থায়, সাহায্য পাওয়ারও যখন কোনো সম্ভাবনা নেই তখন শর্তগুলো মেনে নিতে আপনারা নিশ্চয়ই একমুহূর্তও দ্বিধা করবেন না। দেশের যাঁরা হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু তাঁরাই এই শর্তগুলি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

"এই ঘোষণাপত্রটা স্বাক্ষর করেছেন জন জনসন, ডি-ডব্লউ ক্লজ এবং আমার পিতা জন বাটলার। এটা একটা সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার এবং প্রাণ বাঁচাবার এটাই আপনাদের শেষ সুযোগ। পরশুদিন আমি ফিরে যাব। আমার সঙ্গে যাঁরা যাবেন তাঁরা প্রত্যেকেই একটা করে সামরিক কোট পাবেন। যদি দরকার হয় তাহলে একটা করে বন্দুকও পাবেন এবং নির্ভরযোগ্য বিলেতী মুদ্রায় মাইনেও পাবেন। তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিনামূল্যে জমিও দান করা হবে তাঁদের।"

আবার নৈঃশব্দ্য আবার সেই চাপা গুঞ্জনধ্বনি।

"ইস ভগবান, ওসব শুনতে শুনতে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেল, ন্যানসি। একই কথা গত দু'দিন থেকে বারবার শুনছি।" জারি ম্যাকলোনিস ন্যানসির হাতটা স্পর্শ করল, "জ্যাক এক্ষুনি আসতে পারবে না। চলো, যেখানে একটু নির্জনতা আর আড়াল আছে সেখানে যাই।"

সৈনিকটির দিকে দৃষ্টি ঘোরাল ন্যানসি। চোখের মধ্যে ওর জিজ্ঞাসা, সংশয় আর বুদ্ধিহীনতার চিহ্ন।

"বুঝলে, তোমায় একটু দেখাশোনা করতে বলেছে জ্যাক।"

বাটলারের একঘেয়ে কণ্ঠস্বর শুনে ন্যানসির চিন্তাভাবনা সব তালগোল

পাকিয়ে গিয়েছে। ম্যাকলোনিস ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরেছে। তার হাতের ওপর ভর দিয়ে হাঁটতে আরাম লাগছে বেশ। ইণ্ডিয়ানরা সিঁড়ির ওপরে উঠে ওদের দিকে চেয়ে দেখল একবার, তারপর নেমে এল আবার।

অন্ধকারে পা ফেলতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে ন্যানসির কোমরটা আরো বেশী জোর করে আঁকড়ে ধরছিল ম্যাকলোনিস। শুমেকারের গোলাঘরের পেছন দিকে নিয়ে গেল ওকে। সেখানে গিয়ে ন্যানসিকে মুক্ত করে দিয়ে কাঠের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ন্যানসি দূরে সরে গেল না। একই জায়গায় ম্যাকলোনিসের হাতের নাগালের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর ভাবতে লাগল হন্-এর জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিন্তু ঐ বাড়িটা আর ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে আসতে পেরেছে বলে খুশী হল সে। পাশে দাঁড়িয়ে সৈনিকটি যে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে ন্যানসি তা শুনতে পেল।

হঠাৎ আবার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে টান মেরে ম্যাকলোনিস ওকে সামনের দিকে নিয়ে এল। খালি হাতটা দিয়ে পিঠে ওর চাপ দিতেই এতো জোরে এসে সৈনিকটির বুকের ওপর লেপ্টে পড়ল যে, ন্যানসির মনে হল লোকটার দেহ ভেদ করে সে যেন কাঠের দেওয়ালটাকে স্পর্শ করতে পারে। সে বুঝতে পারল লোকটা এবার ওর মুখের দিকে মুখ তুলছে, থুতনিটা ওর কাঁধের পাশ দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে বুকের উন্মুক্ত স্থানটিতে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর গালের ওপর দিয়ে ঠোঁট দুটো টেনে এনে ওর ঠোঁট দুটোকে সজোরে চেপে ধরল। মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল সে, হতবুদ্ধির মতো অবস্থা হল। লোকটার বুকের চাপে যেন শক্তির শেষ বিন্দুটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর তার বহুবন্ধনের চাপে সজীব হয়ে উঠল ন্যানসি। লোকটিকে সে এবার নিজে থেকে জড়িয়ে ধরে আরো বেশি নিবিড়তর হল এবং ওপর দিকে মুখটা তুলে ধরল।

জানোয়ারের মতো নীরব হয়ে রইল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ যখন ছেড়ে দিল ওকে তখন সে তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। কিন্তু হাত দুটো আবার এগিয়ে ধরতেই তার আলিঙ্গনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ন্যানসি। লোকটার ঘাড়ের তলায় জেবড়া-জোবড়াভাবে হাত দিয়ে চাপ দিতে লাগল। তারপর চুম্বন শেষে নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গোঙানির মতো একটা শব্দ

বেরিয়ে এল। স্তনযুগল ধনুকের ছিলার মতো টনটন করে উঠল। হন্-এর কথা আর মনে নেই, শুধু নিজেকে আর নিজের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ লোকটিকে ছাড়া মন থেকে সবকিছু উহ্য হয়ে গিয়েছে। সৈনিকটি বার বার বলবার চেষ্টা করছিল, "তুমি—" কিন্তু ঐ একটি কথা ছাড়া আর কোনো কথা এল না তার মুখে।

লম্বা লম্বা ঘাসের উপর শুয়ে রইল ন্যানসি। অন্ধকার ভেদ করে উঁচু হয়ে ওঠা একটা মিনারের মতো সৈনিকটি তার পায়ের তলা থেকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে গেল সে। তারপর বিদায়সম্ভাষণ জানাবার তেমন কিছু একটা চেষ্টা না করে সৈনিকটি হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করল। বাড়ির দিকে গেল না, গেল নদীর ধারের সেই পাহাড়টার দিকে ঝোপের ভেতর দিয়ে সবেগে ছুটে যাচ্ছিল লোকটি। ন্যানসি তার বিপন্ন বোধশক্তির দ্বারা মুহূর্তের জন্য আওয়াজটা অনুসরণ করল। সহসা আওয়াজটা গেল বন্ধ হয়ে। ন্যানসি তখন পুরোপুরি সচেতন হয়ে বুঝতে পারল যে, শুমেকারের বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে।

লোকজনের চেঁচামেচি আর গোলাঘরের ও-পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঘাসের মধ্যে বসে পড়ে ন্যানসি হাতড়ে হাতড়ে তার শালটা খুঁজতে লাগল। মাথার চুলে গিঁট আর ঘাস লেগেছে অনেক। ওর মনের ওপর দিয়ে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। হন্-এর কথা মনে রইল না। বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে পড়বার স্বাভাবিক আগ্রহে শালটা খুঁজে পেল এবং রাস্তার দিকে দৌড়তে আরম্ভ করল।

উঠোনের বেড়া ডিঙিয়ে পার হওয়ার সময় একজন চিৎকার করে বলে উঠল, "ঐ ঐ একজন যাচ্ছে।" ওর পেছন দিকে প্রচণ্ড জোরে বন্দুক ছোড়ার শব্দ হল একটা, কিন্তু এতো কাছে ছিল যে, আওয়াজটা ঠিক কানে পৌঁছল না ন্যানসির। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর স্কার্টের প্রান্তটা টেনে তুলে প্রাণপণে ছুটছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল ওর পেছু নিয়েছে লোক। তারপরেই রাস্তায় বেরিয়ে এসে পড়ি কি মরি করে দৌড়তে লাগল সে।

যতক্ষণ না বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল ততক্ষণ আর থামল না। থামতে বাধ্য হল তখন কারণ এক পা দৌড়বারও আর সাধ্য ছিল না। আহত হরিণের মতো গতিপরিবর্তন করে রাস্তা থেকে ছিটকে এসে একেবারে লম্বা হয়ে পড়ে গেল মাটির ওপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মধ্যেই হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল।

রাস্তা দিয়ে লোকজনেরা যখন সশব্দে ওর দিকে নেমে আসছিল তখনো সে ওখানেই ছিল। পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হল প্রথম, কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে খরগোশের মতো হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঝোপের আড়ালে গিয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অনেক লোকের হাতেই টর্চবাতি ছিল। ধোঁয়াটে আলোর মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা মানুষের গাদা রাস্তা দিয়ে নেমে আসছে আর উইলোগাছের ডালগুলো যেন মানুষের হাতের মতো ওদের মাথার ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। সুবিন্যস্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আসছিল ওরা। কেউ কথা বলছিল না। সবারই ঘাড়ের ওপর বন্দুক। দু'জনের মাঝখানে এক-একজন করে বন্দী। যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তারা সবাই ডেটন দুর্গের সৈন্যদলের সৈনিক।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ন্যানসি দেখল, শোভাযাত্রার সামনে রয়েছে ক্যাপটেন ডিগ্‌খ আর গিলবার্ট মার্টিন। তার হাতে তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এ দু'জন ছাড়া ফোর্টের একজন অফিসার কর্নেল ব্রুকস্‌ও রয়েছে ওদের সঙ্গে। এই অফিসারটি মাঝে মাঝে হার্টারদের বাড়িতে রাত্রিবেলা খেতে আসত। সৈন্য-শ্রেণীগুলো ওর পাশ দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল সে এদের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বন্দীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। প্রথম বন্দীটি ডেমকারের বাড়িতে ঘোষণাপত্রটা পড়ছিল। তাকে এন্‌সাইন বাটলার বলে ডাকতে শুনেছে সে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সর্বনিম্ন অফিসারকে এনসাইন বলে। ওয়াল্টার বাটলারকে ন্যানসি এই প্রথম দেখছে। অ্যাটর্নীদের মুখের মতো মুখটা তার শাণিত, মাথার কালো চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা আর চোখ দুটিও কালো। ঠোঁটের কাছে মুখটা ম্যাকলোনিসের মতো লম্বাটে, আর

ঠোঁট দুটো পাতলা ধরনের। কিন্তু এর ঠোঁটের ভাঁজে প্রচণ্ড একটা ঘৃণার ভাব রয়েছে ম্যাকলোনিসের যা ছিল না।

টকটকে লাল রঙের কোট পরেছে বাটলার। ঘাড়ের দুদিকে তার পদমর্যাদাসূচক কাপড়ের পটি লাগানো। ম্যাসাচুসেটস্-এর সৈনিকশ্রেণীর মাঝখানে যারা তার পেছনে পেছনে আসছিল তারাও বাটলারের রেজিমেণ্টের লোক। ম্যাকলোনিসকে খুঁজছিল ন্যানসি। কিন্তু এদের মধ্যে তাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই সে পালিয়েছে। ভয় পাওয়া সত্ত্বেও ন্যানসির মনে আশা হচ্ছিল যে, ভাইকে সে দেখতে পাবে। তারপর যখন শ্বেতকায় বন্দীরা সবাই চলে গেল তখন তাকে দেখতে পেল ন্যানসি।

অস্পষ্ট আলোর মধ্যেও মনে হল হন্ ইয়োস্ট ঠিক আগের মতোই আছে। হলদে চুলগুলো কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে, দেহটা ঋজু, গাল দুটো লাল। নীল চোখ দুটিতে বেপরোয়া ভাব। এমনভাবে হেঁটে চলেছে যেন ভয়শূন্য মনে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছে সে। সৈনিকদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঝোপের মধ্যে আরো একটু নিচু হয়ে বসল ন্যানসি। দাঁত দিয়ে নিজের হাতটা কামড়ে ধরল যেন গলা দিয়ে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে না আসে। কি যে করবে ভেবে ঠিক করবার আগেই শোভাযাত্রার শেষের অংশটা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। সে দেখল, মোহক উপজাতির চারটি বন্দীর মুখের ওপর টর্চের আলোটা চকমক্ করছে।

ওদের প্রত্যেকেরই রঙ-মাখা মুখের ওপর দিয়ে আলোর ঝলকটা বেরিয়ে এসে প্রথম ইণ্ডিয়ানটার গায়ের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার বুকে নেকড়ে বাঘের একটা মাথা আঁকা রয়েছে আর মাথার ঢাকনা থেকে একটা ঈগল পাখির পালক ঝুঁকে পড়েছে তলার দিকে। চর্বিমাখা চামড়ার ওপর আলো পড়ে কালচে ধরনের জেল্লা বেরুচ্ছে।

ওরা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর ন্যানসি যখন দেখল নদীর জলে টর্চবাতিগুলোর আলোকচ্ছটা ঝক্‌মক্ করে উঠল, পড়ে যেতে যেতেও কোনো রকমে সে উঠে দাঁড়াল। বাড়ি পৌঁছে দেখল কোথাও আলো নেই, সব অন্ধকার। যদিও তখনো সে আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল তবু

যতটা সম্ভব শব্দ না করে গোলাঘরের কোনাটা পার হয়ে গেল। ওখান থেকে বাড়ি পৌঁছবার মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই ক্লেম কপারনল হঠাৎ ওর সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মদের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল দু'জনেই।

"কে?" টলমল করতে করতে জিজ্ঞাসা করল ক্লেম। ন্যানসি পালাবার চেষ্টা করতেই সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্কার্টের প্রান্তটা ধরে ফেলল সে। ওটা টেনে ধরেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। "যাই হোক, বাচ্ছা মুরগী এটা," অস্পষ্টস্বরে বলল ক্লেম, "ন্যানসি না তুমি?"

"হ্যাঁ।" ফিসফিস স্বরে জবাব দিল সে।

"বাইরে গিয়েছিলে। বাইরে বেরুতে তোমায় আমি দেখেছি। হ্যাঁ, দেখেছি। অস্বীকার করতে পারবে না।" ওর কাঁধের কাছে এগিয়ে সে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লেম জিজ্ঞাসা করল, "শুমেকারের বাড়ি গিয়েছিলে, হন্-এর সঙ্গে দেখা হল?"

কেঁপে উঠল ন্যানসি, চোখের পাতা দুটো ভিজে এল।

"না, না। আমায় ছেড়ে দাও, ঘুম পাচ্ছে।"

"অন্য কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই। সত্যি কথা বলো, ছেড়ে দেব তা হলে।" অর্থপূর্ণভাবে কথাটা বলল সে।

"হ্যাঁ, একজন সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে।"

মুখটিপে হেসে ক্লেম বললে, "সুন্দর মেয়ে। আমার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো, তাই না? আমি এক ডলার বাজি রাখতে পারি, তার কাছে ধরা দিয়েছিলে।"

"না।" মরিয়ার মতো বলে উঠল ন্যানসি।

"দিয়েছিলে। তা না হলে তোমার ভাবসাব এই রকম হতো না। হন্ কোথায়?"

আবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তাকে ওরা ধরে কোর্টে নিয়ে গেছে। কি করবে ওকে, ক্লেম?"

"ভাল কথা। এবার এসো, একটা ভাল কারবার করি।" খালি হাতটা দিয়ে মাথা চুলকতে চুলকতে বলল, "বোধহয় ফাঁসি দেবে। পুরো দলটাকেই লটকে দেবে। হ্যাঁ মশাই, দেবে।"

ন্যানসী কোনো রকমে ফিসফিস করে বলল, "দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দিতে পারি। না-ও পারি। এখন আমার সঙ্গে ভাব করতে হবে, নইলে ফাঁস করে দেব সব।"

"হ্যাঁ করব।"

"বুঝলে আমি একটু নেশাগ্রস্ত এখন।"

"বুঝেছি।"

"কিন্তু সত্যিসত্যি মাতাল নই," মুখটা মুছে ফেলবার জন্য একটু থেমে ক্লেম বলল, "মাতাল হই বা না হই, আমার কাছে তুমি সব সময়েই ভাল ন্যানস। মনটা যদি স্থির করে ফেলো তাহলে বিপদে-আপদে তোমার পাশে থাকব আমি। রাজী থাকলে বিয়ে করব তোমায়।"

ওর হাতের মুঠো থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এসে বাড়ির দিকে ছুটে পালিয়ে গেল ন্যানসি। ওকে তাড়া করবার জন্য পা বাড়াল না ক্লেম। অন্ধকারের মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল একটু আগে কি বলেছে সে। ন্যানসি বাড়ি পৌছবার অনেকক্ষণ পরে কথাটা মনে পড়ল তার।

"ও হরি!" জোরে জোরে বলে উঠল সে, "আমি মাতাল।"

॥ ৭ ॥

একটি ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু

এতো সহজে আর অপ্রত্যাশিতভাবে বাটলারকে বন্দী করে ফেলতে পারল বলে জার্মান ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা কমিটির সভ্যদের মনে খানিকটা আশার সঞ্চার হল। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণও সুস্থির হল একটু। একেবারে পাইকারী ভাবে সেইণ্ট লেশরের দলে গিয়ে যোগ দেওয়ার ভয় রইল না আর। ব্যায়াম অভ্যাসের জন্য বন্দীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে শুনে কৌতূহলী

লোকেরা তাদের দেখতে এল। দুর্গের মাঝখানে প্যারেড করবার ছোট্ট একটা জায়গায় স্থায়ী সৈন্যদলের নির্দিষ্ট কোট গায়ে দিয়ে বন্দীরা হাঁটাহাঁটি করছিল।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হল ওদের। বছর দুই আগে বসন্তকালে ওয়াল্টার বাটলারকে দেখেছিল ওরা। তারপরে আর দেখে নি। সেদিন সে শেরিফ হোয়াইটকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ভ্যালির ওপরে উঠে এসেছিল হারকিমার-গির্জার সামনে থেকে স্বাধীনতার প্রতীকদণ্ডটাকে ভেঙে ফেলবার জন্য। তারপর থেকে জনসন আর বাটলারদের মতো ওকেও সবাই ভয় করতে লাগল। কোনো আইন-কানুনের ধার ধারত না সে। এখন সেই লোকটিকেই কৃশ দেখাচ্ছে। হাতপায়ে দুর্বলতার লক্ষণ। যেন বিশেষ ভাবে বিবেচনা ও চিন্তা করে ব্যায়াম করছিল সে। ওরা গুনে গুনে দেখছিল, প্রত্যেকবারই বাটলার প্যারেড গ্রাউণ্ডের চারদিক দিয়ে দশ বার করে ঘুরছে। ঠিক দশবার, একবারও বেশি কিংবা কম নয়। ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছে না। ফেকাশে মুখটা তার সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। ওর সৈনিকরা চলতে চলতে থেমে গিয়ে গার্ডের সঙ্গে কিংবা প্যালাটাইনদের সঙ্গে খোশগল্প করছে। হন্ ইয়োস্ট মাঝে মাঝে পূর্বের পরিচিত লোকদের দেখে অভিবাদন করছে এবং তাদের পরিবারবর্গের কুশলসংবাদ জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু ওয়াল্টার বাটলার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যেন একেবারে অচেতন। দর্শকদের কাছে তাকে অন্য চারজন ইণ্ডিয়ানদের মতো মনে হচ্ছিল, যারা একে অপরের কাছ থেকে দূরে দূরে হাঁটছিল এবং নিজেদের মধ্যে কথা পর্যন্ত বলছিল না।

একদিন সকালবেলা অন্যান্যদের মতো গিলবার্ট মার্টিনও এল বন্দীদের দেখতে এবং পরে সে ক্যাপটেন ডিমুথের সঙ্গে কথা বলতে গেল। হার্টারদের বাড়িতেই দেখা হল তার সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করল সে, "বন্দীদের বিচার বসবে কবে?"

"ওরা এখন সামরিক আইনের শাসনাধীন। সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত আদালতে বিচার হবে, গিল। জেনারেল আরনল্ডের জন্য অপেক্ষা করতে চায় ওয়েস্টন। সরকারীভাবে সে এখন জেনারেল আরনল্ডের আজ্ঞাধীন।"

গিল বলল, "আমার মনে হয় বিচারটা শেষ করে ফেলতে পারলেই ভাল

হতো। শুমেকারের বাড়িতে যারা ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘাবড়ে যেতে পারে।"

মৃদু হেসে ডিমুথ বলল, "অনেক সাক্ষী আছে যারা ঘাবড়ে যাবে না। যেমন তুমি একজন আছ। সেই জন্যই সেদিন রাত্রে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।" মুখটা গম্ভীর হল তার। ডিমুথই বলল, "বুঝলে গিল, ব্যক্তিগতভাবে সেনা-বাহিনীর হাতেই বিচারের ভারটা তুলে দিতে চাই আমি। বাটলারদের জানতাম আমি। প্রতিপত্তিশালী বন্ধুবান্ধব আছে ওদের। কমিটির হাতে যদি বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় তা হলে কোনো কোনো সভ্য তাকে শাস্তি দিতে ভয় পেতে পারে।"

"কি শাস্তি তাকে দেবে ওরা ?"

"গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হবে।" সহানুভূতিহীন সুরে বলল ক্যাপটেন।

"অন্যদের বেলায় কি হবে ?"

"তাদের সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। ওরা আদেশ পালন করছে বলে হয়তো শুধু জেল খাটবে। হন্ ইয়োস্টের বেলায় তা হবে না। সে একজন পলাতক। ট্রায়ন কাউন্টির স্থানিক সেনাবাহিনীর তৃতীয় সেনাদলের তালিকায় নাম ছিল ওর। আমরা ওকে হাল্কা শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি না।"

"ন্যানসি কি ইয়োস্টের সঙ্গে দেখা করেছে ? আমি শুনেছি যে, ভাইকে খুবই ভালবাসত সে।"

"ন্যানসিকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন মিসেস ডিমুথ! খবর শোনবার পর থেকে থেকে মূর্চ্ছা যাচ্ছে সে। হিস্টিরিয়া। আমরা ভেবেছি যে, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করতে দেওয়াই ভাল। ন্যানসির মা-ও তাই মনে করে।"

"লোকটা হাবাগবা গোছের," বলল গিল, "তাকে গুলী করে মারবার অর্থ হয় না কিছু।"

"ব্যাপারটা আমাদের হাতে নেই, গিল। আগেই তো বলেছি আমাদের হাতে না থাকার জন্য খুশী হয়েছি আমি। তোমার হাতটা কেমন আছে ?"

"ভাল। কিন্তু বেশি কাজ করবার মতো হয়নি এখনো। এই কারণেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। মিসেস ম্যাকক্লেনার জানতে

চেয়েছেন কাজ করবার জন্য কোথায় একটি মজুর পাওয়া যায়। আমাদের গম পেকে গিয়েছে। পড়েপড়ে যাচ্ছে।"

"আমাদের সকলের খেতেই সেই অবস্থা। দু'সপ্তাহের মধ্যে যদি ফসল কেটে তুলে ফেলা না যায় তা হলে অর্ধেক ফসলই নষ্ট হয়ে যাবে।" মাথা নাড়িয়ে ক্যাপটেনই বলতে লাগল, "কোথায় যে লোক পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না। ফোর্টে বহু লোক কাজকম না করে বসে রয়েছে। কিন্তু তারা কাজ করতে চায় না। বলছে যে, আরনল্ড না এসে পৌছনো পর্যন্ত কিছুই করবে না।"

গিল বলল, "হ্যাঁ, বুঝেছি।" দ্বিধা করতে করতে শেষ পর্যন্ত গিলই বলল, "মিসেস ম্যাকক্লেনার জানতে চেয়েছেন জেনারেল হারকিমার এখন কেমন আছেন সেই সম্বন্ধে আপনি কোনো খবর রাখেন কিনা। তিনি ভাবছিলেন হারকিমার যদি তাঁর একটি দাসমজুরকে এক সপ্তাহের জন্য ছেড়ে দেন তা হলে মিসেস ম্যাকক্লেনার তাকে নিয়োগ করতে পারেন।"

"কিছুদিন ধরে হারকিমারের কোনো খবর পাই নি আমি। পা-টা তাঁর বিবশ হয়ে গিয়েছে। পেট্রিও সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখতে পারছে না। অতএব বিশেষ কিছু জানি না আমরা।"

"আমি যদি নিজে সেখানে যাই তাতে কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

"না, অসুবিধা আবার কি। আমার কাছ থেকে খবরাখবর শুনলে তিনি বরং খুশীই হবেন। আমার হয়ে তুমি তাঁকে বলতে পারো যে, আমরা শুনেছি প্রথম নিউ ইয়র্ক বাহিনী ক্লক পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে।"

পরের দিন সকালবেলা তার সেই বাদামী রঙের মাদী ঘোড়াটায় চেপে হারকিমারের সঙ্গে দেখা করতে গেল গিল। এই প্রথম সে তাঁর বাড়িতে এল। বাড়িটার বিরাট আয়তন আর সযত্নে রক্ষিত শস্যক্ষেতগুলো দেখে মুগ্ধ হল গিল।

বিপুলবক্ষা একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক দরজার কাছে এসে গিলকে বলল, "জেনারেল কারো সঙ্গে দেখা করেন না।" কণ্ঠস্বরটাও তার বেশ গুরুগম্ভীর। চলে যাওয়ার জন্য গিল যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন ডান দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিসেস হারকিমার। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেরে, ক্রুইলটি?"

"এই যুবকটি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়।" অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করে বলল স্লেইলটি।

মাথা থেকে টুপী খুলে গিল বলল, "আমি মিসেস ম্যাকক্লেনারের কাছ থেকে আসছি, ম্যাডাম। তিনি জানতে চেয়েছেন, গম কেটে ঘরে তোলবার জন্য দিন কয়েকের জন্য একটি দাসমজুর আপনি তাকে দিতে পারবেন কি না। আমি নিজেই তাঁর ওখানে কাজ করি। কিন্তু হাতটা আমার জখম বলে এখন কিছুই করতে পারছি না।"

ঘাড় বেঁকিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সেই লড়াইটাতে যোগ দিয়েছিলে।"

"হ্যা।"

মহিলাটির চোখ দুটিতে যন্ত্রণার জালা বাড়ল। কিন্তু তিনি দরজা দিয়ে পেছন দিকে সরে গিয়ে বললেন, "ভেতরে এসো। হন্নিকলের সঙ্গে যারা লড়াই করতে গিয়েছিল তাদের দেখলে খুশী হন তিনি।"

জেনারেলের মস্ত বড় বিছানাটা পাতা হয়েছে উত্তর-পশ্চিমের ঘরে। মাথাটা চুল্লীর দিকে ঘোরানো যাতে জানালা দিয়ে তিনি নদীর দিকটা দেখতে পান। হারকিমার ফ্ল্যানেল কাপড়ের একটা নাইট শার্ট পরেছেন। গলার কাছে খোলা বলে বুকের কালো কালো লোম দেখা যাচ্ছে। বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছেন বলে গিলের কাছে তাঁর কাঁধদুটো আগে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে ভারী মনে হচ্ছিল।

হারকিমারের মুখের চামড়া টান হয়ে আছে। দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে ধরবার মতো মুখটা শক্ত। অতএব তিনি যে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কালো চোখ দুটি মেলে প্রগাঢ় দৃষ্টিতে গিলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "গুড মর্নিং।"

পাইপের তামাক ধরিয়ে দেবার জন্য একটা মোমবাতি জালিয়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। গিলের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই পাইপ টানতে লাগলেন হারকিমার।

"তুমি তা হলে একটা নিগারের সম্বন্ধে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? তোমার কথা শুনলাম। এখন বলো মিসেস ম্যাকক্লেনার কেমন আছেন? আমাকে ওরা এখানে বন্ধ করে রেখেছে, কোনো

খবরটবর পাই না, এমন কি প্রতিবেশীরা কে কেমন আছে তাও জানি না। আমার দফা সারা—বুড়ো হারকিমার—তার সেনাবাহিনীটাও গেল খতম হয়ে—এই শোনো! তুমিই তো পিটার বেলিঙ্গারের সঙ্গে আমাকে ধরে তুলে পাহাড়ের পথে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলে?"

ইটের মতো গিলের মুখ গেল লাল হয়ে। ওর কাছে ব্যাপারটা অলৌকিক ঘটনার মতো মনে হল এই ভেবে যে, চতুর্দিকের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভীষণভাবে আহত হওয়ার পরেও হারকিমার ওর অচেনা মুখটাকে মনে করে রেখেছেন। মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানালো গিল।

হারকিমারও শব্দ করলেন না। তারপর একটা হাত এগিয়ে ধরলেন তিনি। হাতের মুষ্টি এখনো দৃঢ় রয়েছে।

"নিশ্চয়ই," গভীর স্বরে হঠাৎ তিনি বলতে লাগলেন, "হ্যা, একটা দাস-মজুর তুমি নিয়ে যেতে পারো।" ঘরের কোনায় তাঁর স্ত্রী আবার গিয়ে বসে পড়েছিলেন। ভাসা ভাসা চোখ দিয়ে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। সেই দিকে চেয়ে হারকিমার বললেন, "ট্রিপ-কে বলো এর সঙ্গে তাকে যেতে হবে—ওহে, তোমার নামটি কি?"

"গিলবার্ট মার্টিন।"

"মারিয়া, ওকে বলো মিস্টার মার্টিনের সঙ্গে যেতে হবে। বলে দিয়ো, যদি ভাল ক'রে কাজ না করে তা হলে আমি যখন দু'পায়ের ওপর খাড়া হবো আবার তখন চাব্‌কে পিঠের চামড়া তুলে নেব তার।" হাত দিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করলেন যেন এই ব্যাপারটাকে আর পাত্তা না দিয়ে ধাক্কামেরে একদিকে সরিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে গিলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

তাঁর চোখ দুটো ক্লান্ত আর করুণ এবং অদ্ভুত ধরনের খুবই লাজুক ভাবাপন্নও বটে।

"এই বুড়ো লোকটিকে একটা সত্যি কথা বলবে?" মিসেস হারকিমার যখন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন তখন মাথা ঝাঁকিয়ে হারকিমার বললেন, "জানি। বয়স মাত্র আমার একান্ন, মারিয়া। আমি জানি, স্বামীরা নিজেদের বুড়ো মনে করছে তেমন কথা তাদের মুখ থেকে শুনতে চায় না মেয়েরা।" তাঁর মৃদুহাসির মধ্যে আরো বেশি দুঃখ বোধ করল গিল।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে বুড়ো মনে করছি আমি। কেউ আসে না

এখানে, কেউ কোনো খবরও দেয় না। সেনাবাহিনী মার খেল, আর আমাকে নৌকোয় করে নিয়ে এসে এখানে ফেলে রেখে গেল। মার্টিন, তুমি বলো আমার সম্বন্ধে কি বলছে সবাই।"

কি যে জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না গিল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টাও করলেন না জেনারেল।

"হয় সত্যি কথাটা বলো, নয়তো চুপ করে থাকো।"

"কেউ কিছু বলছে না।"

"কি ভাবছে?"

"আমি জানি না।" বিপন্নের মতো বলল গিল। তারপর সেই দ্বিতীয় আক্রমণের আগে টিলার কথাটা মনে পড়ল ওর। বলল, "ভগবানের নামে শপথ করে বলছি ওখানে যারা ছিল তাদের মধ্যে বহু লোকই মনে করে, সুস্থ শরীরে ফিরে এসে আপনি পা ছোড়াছুড়ি করবেন, মিস্টার হারকিমার।"

"পা ছোড়াছুড়ি।" পায়ের দিকে দৃষ্টি ফেললেন তিনি। তারপর আবার মুখ তুলে পাইপটা চুষতে চুষতে বললেন, "নিজেই একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে গেলাম। নদীর ধারের সেই সব ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ছিল না আমার। এখানে এতো বড একটা বাড়ি তৈরি করাই ভুল হয়েছে। পছন্দ করেনি ওরা।" তারপর হঠাৎ আবার আসল বক্তব্যে ফিরে এসে বললেন তিনি, "তবু বলব, আমরা লড়াই করেছি ভাল। বোকাগুলো হয় নিহত হল, নয় তো পালিয়ে গেল।" ঘরের মধ্যে আর শব্দ নেই।

বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে শেষ পর্যন্ত হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর কি? বাটলারের কি ব্যবস্থা করবে ওরা?"

"জেনারেল আরনল্ডের জন্য ওরা অপেক্ষা করছে, সার।"

"বেনিডিক্ট আরনল্ড। কুইবেক পর্যন্ত পৌছেও জায়গাটা সে দখল করল না। আমি শুনেছি সে আসছে। নদীর ওপারে ফ্রাঙ্কের ওখানে গিয়ে খবরটা শুনে এসেছে ট্রিপ।" তিক্তস্বরে কথাটা বললেন তিনি।

তাঁর স্ত্রী এবার বললেন, "হন্নিকল, তুমি যে-ভাবে চিন্তা করো অন্য কেউ সেভাবে চিন্তা করে না। অথচ তোমার ধারণা তোমার মতোই ভাবছে সবাই।"

"ভাবছে না? এখানে কেউ কদাচিৎ আসে। শুধু ওয়ার্নার, পিটার আর

জন রুককে দেখতে পাই। জন রুক তো আমার এখানেই থাকে।" পার্শ্ব পরিবর্তন করে হারকিমার জিজ্ঞাসা করলেন, "আরনল্ড এসে পৌছচ্ছে কখন ?"

ক্যাপটেন ডিমুথ আপনাকে বলতে বলেছেন যে, "গতরাত্রে প্রথম নিউ ইয়র্ক বাহিনী ক্লকের ওখানে পৌছেছে। আজ সকালেই তাদের এখানে পৌছনো উচিত।"

হারকিমারের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হল।

"খুব ভাল খবর", বললেন তিনি, "মারিয়া জানালাটা খুলে রাখো। ওরা যখন এখান দিয়ে যাবে তখন তাদের চলে যাওয়ার শব্দটা শুনতে চাই।"

মনের বিষণ্ণতা কেটে গেল তাঁর। ভ্যালিতে এসে উপনিবেশ স্থাপনের গোড়াকার কথা নিয়ে গিলের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন তিনি। অরিসক্যানি এবং সেখানকার লোকজন ও যুদ্ধবিগ্রহের গল্প করলেন। গিলের কাছে খুবই আশ্চর্য লাগল যে, কতো লোকই না তিনি দেখেছেন এবং তাদের স্বতন্ত্র কাজকর্মগুলির কথাও ভোলেন নি। তারপর গিলের মনে পড়ল যে, আজ সকালেই ঘোড়ার পিঠে বসে সেই জায়গা আর লোকজনদের দেখতে দেখতে ছ'টি ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে সে।

যখন সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসার প্রথম শব্দ শোনা গেল তখনো তিনি কথা বলে চলেছেন। সেই মুহূর্তে শব্দটা মনে হচ্ছিল যেন দূরের নিস্তব্ধ পরিবেশ থেকে ভেসে আসা তিত্তির পাখির ডানা নাড়ার খসখস আওয়াজের মতো। তারপর সহসা তিন জনেই বুঝতে পারল। ওটা হচ্ছে ঢাকের বাদ্য। এরা শুনতে পেল দাসমজুররা খালি পায়ে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। একটি বাচ্চা ছেলে চিৎকার করে বলল। "আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি।" গলার স্বরটা উচ্চ ও তীক্ষ্ণ। কয়েকটা নিগ্রো ছেলেমেয়েও তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি।"

ঘরের মধ্যে তিন জনই তিন জনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নিগ্রো ছেলেমেয়েদের চিৎকারের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য ঢাকের আওয়াজটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মিসেস হারকিমার জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন।

"না, মারিয়া—ওরা চেঁচামেচি করুক। আমার নিজেরও ওদের মতো চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে।" মুখ থেকে পাইপটা সযত্নে নামিয়ে রেখে হারকিমার বললেন, "কিন্তু আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না।"

মারিয়া হারকিমারের চোখ দুটি আবার জলে ভরে এল। তারপর গিলের দিকে চেয়ে বললেন, "আমরা দু'জনে মিলে কি বিছানাটা জানালার ধারে টেনে আনতে পারব?"

"না," বললেন হারকিমার, "লোক ডাকো। ট্রিপ আর যোসেফ আসুক। মার্টিনের হাতে জখম রয়েছে।"

মারিয়ার নীরব মিনতি বুঝতে পারল গিল। ঘরের মধ্যে অন্য কোনো লোকের উপস্থিতি তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

"নিশ্চয়ই টেনে আনতে পারব।" বলল গিল। হাতটা ওর কমজোরী আর মহিলাটি কৃশতনু হওয়া সত্ত্বেও দু' জনে মিলে দেহের পুরো শক্তি নিয়োগ করে বিছানাটাকে জানালার ধারে টেনে নিয়ে এল ওরা। কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসলেন হারকিমার।

নদীর ওপার থেকে হলেও ঢাকের আওয়াজ এবার ছেলেমেয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠল। "ওটা বাজনা বাজাবার সংকেতজ্ঞাপন", বলে উঠলেন হারকিমার।

ঢাকের ওপর পৃথকভাবে দু'-দু'বার করে টোকা মারতেই গিলের সারা দেহ শিহরিত হয়ে উঠল। এদের ঢাকগুলোতে স্থানিক সেনাবাহিনীর ঢাকের মতো ঘর্ঘর আওয়াজ হয় না। ঢাকের ওপর তিনবার আওয়াজ হতেই উৎসাহিত বোধ করল গিল। তিনটি টোকা যেন তিনটি হৃৎ-স্পন্দনের মতো। তারপর "রোজলিন ক্যাসেল" গৎ-এর প্রথম লাইনটা দুম্ করে অতি উচ্চ শব্দে বেজে উঠল।

ছন্দটা সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হওয়ার পর নিগ্রোরা যেন স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হারকিমার হাতড়ে হাতড়ে কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে তুলতে লাগলেন। "ছোট বাঁশিগুলোও বাজছে" হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি। "হা ভগবান! আমাদের সেনাবাহিনী ওটা।"

ঢাকের আওয়াজের মধ্যে দিয়ে বাঁশিগুলোর আর্তনাদটা যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো নদীর ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। দূরত্বের জন্য শব্দটা মৃদু বটে কিন্তু

সবুজ পাহাড়টার সামনে থেকে স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছিল। তারই ঠিক পেছনে পেছনে কিঙ্‌স্‌রোড থেকে এগিয়ে আসছে সেনাবাহিনী।

রেলিং দেওয়া বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, একটা অবিচ্ছিন্ন নীল জলস্রোতের মতো ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে নেমে আসছে ওরা। ঘাড়ের ওপর বন্দুকের বাঁটগুলো কাঠের রশ্মিরেখার মতো তেরছা হয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে সারিবদ্ধ তেকোনা টুপীগুলো দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। এমনভাবে মার্চ করে আসছে যেন মনে হয় লম্বা লম্বা পা ফেলে অতিক্রম করায় অভ্যস্ত এরা। কম্বলগুলো গোল করে পেছনে বাঁধা। তার টানে মাথাটা যাতে পেছন দিকে হেলে না পড়ে সেইজন্য মুখগুলোকে সামনের দিকে একটু এগিয়ে রেখেছে। বাজনদারদের পেছনে দু' শ পঞ্চাশ জন লোক রাস্তার সিধা অংশটায় পৌঁছে ধীরে ধীরে বড় বাঁকটা পার হয়ে পশ্চিমের ঝরনার দিকে পথ ধরল।

সৈনিকদের সারির পরে একটু ফাঁক। তারপরেই এল গাড়ির লাইন। সেই একই গতিতে এগিয়ে আসছিল গাড়িগুলো। পশুচালকরা সজাগ হয়ে ঘোড়াগুলোকে ঠিকঠাক মতো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবার একটু ফাঁকের পরে দুটো কামানের গাড়ি এসে উপস্থিত হল। ছোট কামান দুটো গাড়ির ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এদের পিছনে ঘোড়ায় চেপে একদল অফিসার এল। ঘোড়াগুলোর মুখের সামনে সাদাটে ধুলো উড়ছে। তারপর দেখা গেল পশ্চাদ্ভাগরক্ষী সৈনিকদের। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ।

এর মধ্যে নদীর ধারে উইলো গুল্মের পেছন দিকে বাজনদারেরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাঁশির শব্দটা ভেসে ছিল হাওয়ায়। ওদের যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও গিলের মনে হল শব্দটা সে শুনতে পাচ্ছে। হারকিমারের কণ্ঠস্বর শুনে সহসা সে মুখ ঘোরাল তাঁর দিকে। তিনি বলছিলেন, "হে ভগবান, ওরা যদি আমায় শুধু একটি সৈন্যদল পাঠাত, শুধু একটি!"

মুখের কিছু পরিবর্তন হয়নি তাঁর। স্ত্রীর নীরব কান্না তিনি শুনতে পাননি।

বিছানাটাকে আবার আগের জায়গায় সরিয়ে রাখবার জন্য সাহায্য করল গিল। চওড়া মেঝের ওপর খাটের পায়ার কয়েকটা আঁচড় ছাড়া বোঝা

গেল না যে, খাটটাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে এল গিল। জেনারেলকে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে গেল না। কারণ স্পষ্টই সে বুঝতে পেরেছিল কথা বলবার ক্ষমতা নেই জেনারেলের। কিন্তু মারিয়া হারকিমার ওর পেছনে পেছনে হল্‌ঘর পর্যন্ত এলেন। এসে বললেন, "মিস্টার মার্টিন, ট্রিপ তোমার সঙ্গে যাবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" দুটো হাতই বাড়িয়ে দিয়ে গিলের মুখটা টেনে নিয়ে তার গালের ওপর চুম্বন করলেন তিনি।

বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিগ্রোটাকে খুঁজছিল গিল। এমন সময় অবাক হয়ে সে দেখল, খেয়ানৌকো থেকে একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে আসছে নিগ্রোটা। সে-ই অফিসারকে নদী পার করে নিয়ে এল। যুবক অফিসারের মুখটি বেশ কচি। নিজের সৈন্যদলের নির্দিষ্ট নীল রঙের পোশাক পরে হাতে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, "এটাই কি হারকিমারের বাড়ি?"

মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল গিল। হলঘরের সামনে এসে মিসেস হারকিমার বললেন, "আমি মারিয়া হারকিমার, সার।"

"জেনারেল আরনল্ড তাঁর শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমাকে আদেশ করেছেন জেনারেল হারকিমারের বাড়িতে এসে অনুসন্ধান করতে যে আমি তাঁর কোনো সাহায্যে করতে পারি কি না।" মাথা থেকে টুপীটা খুলে নিয়ে আনত হয়ে বলল সে, "ম্যাডাম, আমার নাম রবার্ট জনসন। নিউ ইয়র্ক লাইন সেনাবাহিনীর প্রথম রেজিমেন্টের সার্জেন।"

নিজের মালপত্র আনতে গিয়েছে ট্রিপ। সে ফিরে আসবার আগে ওখানে দাঁড়িয়ে গিল ঘরের ভেতরের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

"ভেতরে এসো, ডাক্তার। আমার পা-টা তুমি দেখতে পারো।"

এক মুহূর্তের বিরতি।

"আরনল্ড কি অনেক পিছনে?"

"আজ রাত্রের মধ্যে তাঁর আসা উচিত, সার। ভীষণ তাড়াহুড়োর মধ্যে আছেন তিনি।"

"তোমায় এখানে পাঠিয়েছে, এটা তার অনুগ্রহ।"

"এ বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। কি যেন বলছিলেন

আপনার সম্বন্ধে, হেরে গেলেও মর্যাদা বজায় রেখেছেন আপনি। বলছিলেন যে, লড়াইটা নিশ্চয়ই খুব একটা উচুদরের ব্যাপার হয়েছিল।"

"তার সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।" আবার বিরতি। তারপর ডাক্তার তার যুবকোচিত সতেজ গলায় বলল, "বুঝেছি, বুঝেছি।"

"পা-টা রক্ষা পাবে বলে কি মনে হয় তোমার? পেটি বলে পা-টা রাখতেই হবে। অবিশ্যি সে আহত হয়েছে বলে আমায় এসে দেখতে পারছে না।"

" রক্ষা পাবে কিনা বলছেন? হায় ভগবান, সাতদিন আগেই যে কেটে ফেলা উচিত ছিল! অবিশ্যি অসম্মান করছি না, এই সব পাড়াগাঁয়ের সার্জেনরা কখনো কখনো......"

"পেটি একটা একগুঁয়ে গাধা। অসুস্থ হয়ে পড়ো না, মারিয়া। তাতে আমার কিছু উপকার হবে না। আমি একটু মদ চাই আর পাইপটা নিয়ে এসো আমার। যে-পাইপটার মুখে বিরাট বড় গর্ত আছে সেটা আনবে।"

কথা শুনতে শুনতে গিল বুঝতে পেরেছিল ট্রিপ ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গিলের মুখটা দেখছিল সে।

"এসেছি, সার।"

একটা কথাও বলল না গিল, খেয়াঘাটের দিকে নেমে গেলে সে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘরেই কাজ সব শেষ হয়ে গেল। হাতে টুপী নিয়ে সার্জেন বিদায় জানিয়ে বলল, "আজ রাত্রেই ডেটন দুর্গে গিয়ে আমায় হাজিরা দিতে হবে।"

হারকিমার তাঁর কালো কালো চোখ দুটি মেলে বেশ শান্ত ভাবেই ডাক্তারের দিকে চেয়ে ছিলেন। ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। ফ্রেইলটি কোনো ব্যস্ততা না দেখিয়ে নিঃশব্দে রক্তমাখা চাদরটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। টেবিলে পাতা হয়েছিল ওটা। মিসেস হারকিমারের ফেকাশে মুখটা ফুলে উঠেছে। চাদরটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল বলে তিনি একটু সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলেন।

"যাত্রা তোমার শুভ হোক, ডাক্তার। আমার হয়ে জেনারেল আরনল্ডকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ো।"

"ধন্যবাদ, জানাব সার।"

"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি তোমায়। এর আগে তুমি কি কখনো কারো পা কেটেছ ?"

লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে সার্জেন জবাব দিল, "না, সার।"

"তোমার লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই। যারই হোক কারো একজনের পা কেটেই তো শুরু করতে হয়। গুলী করে প্রথম হরিণ শিকারের কথাটা মনে পড়ছে।" মুখটা তাঁর সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "মারিয়া, কোনো একটা ছোকরাকে পাঠিয়ে খবর নেও তো বোলিয়ো ওয়ারনার-এর ওখানে আছে কি না।" পাইপটা তিনি মোমবাতিদানের গায়ে ঠেকিয়ে রাখলেন। ঘরের কোনায় পুঁটলিটার ওপর দৃষ্টি পড়ল তাঁর।

"মাটির তলায় পুঁতে ফেলবার জন্য জনি রুফকে ওটা দিয়ে দাও। এই কাজটা ঐ একটা ছোকরাকে দিলে খুশী হবে সে।" পেছন দিকে ঢলে পড়ে চোখ বন্ধ করে রাখলেন উনি। দাঁত কড়মড় করা ছাড়া কেউ তাঁকে কখনো শব্দ করতে শোনে নি। এখন তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটা ঘুষির মতো বারবার করে ঘরের দেওয়ালের ওপর গিয়ে আঘাত করতে লাগল।

ঘুমিয়ে পড়বার পর দুটো নিগ্রো ছেলে এসে কাটা পা-টা তুলে নিয়ে চলে এল ফলবাগানের মধ্যে। কবর দেওয়ার জন্য ভাল একটা জায়গা খুঁজছিল ওরা। তারপর এদের মধ্যে একজন বিশেষ একটা চেরী গাছের কথা ভাবল। ঐ গাছটাকে জেনারেল খুব ভালবাসেন। তারই তলায় মাটি খুঁড়ে পা-টাকে পুঁতে ফেলল ওরা।

এদের মধ্যে একটি নিগ্রো ছেলে গেল ওয়ারনার ডাইগার্টের চটিতে। সেখানে গিয়ে হারকিমারের পা কেটে ফেলবার খবরটা সে দিল। জো বেলিয়োর নেশা কেটে যেতে লাগল। বলল সে, "হায় ঈশ্বর, পা কাটল কেন ?" ঘরের কোনা থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে টলমল করতে করতে নিগ্রো ছেলেটার পিছু ধরল সে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

হারকিমার ঘুমচ্ছিলেন বলে উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে আলো নেই। শ্রান্ত হয়ে চুল্লীর সামনে চেয়ারের ওপর বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মারিয়া। হাত দিয়ে খোঁচা মেরে তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে জো বোলিয়ো বলল, "আমি জো।"

"ও জো।" মারিয়া আস্তে আস্তে বলল।

"পা কেটে ফেলেছে না কি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ভেবেছিলাম নিগারটা মিছে কথা বলছে।"

মিসেস হারকিমার তার হাতের তলা থেকে আস্তে করে উঠে পড়ে অল্প আলোকিত হলঘরটায় গেলেন। সেখান থেকে একটা মোমবাতি নিয়ে এসে বিছানার ওপর দু'জনেই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হারকিমারকে দেখতে লাগলেন।

"বেচারী হন্নিকল! যাই হোক, খুব তাড়াতাড়ি সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারছিল না।"

রক্তশূন্য মুখে নাকটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেদিকে বোলিওর মনোযোগ আকর্ষণ করেন নি তিনি, আঙুল তুলে দেখালেন তিনি কম্বলের দিকে।

জো রক্তমাখা কম্বলটার দিকে চেয়ে গালাগালি করল। সে নিজেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সবগুলো নিগ্রোকেই ঘুম থেকে টেনে তুলল।

"শিগগীর একবার ফোর্ট ডেটনে যা," হুকুম করল সে, "পেট্রিকে নিয়ে আয়। ডাক্তার পেট্রি। যদি ঘোড়ায় উঠতে না পারে তা হলে নৌকায় বসিয়ে নিয়ে আসবি। বলবি যে সেনাবাহিনীর একটা বুদ্ধু লোক এসে হন্নিকলের পা কেটে দিয়ে গিয়েছে। এখনো রক্ত পড়া বন্ধ হয় নি।" বাড়ি ফিরে এল সে।

"এই যে হন্নিকল।"

"কে? জো না কি?"

"চুপ।" বলল জো। রক্তাক্ত কাটা পা-টার ওপরে রক্তমোক্ষণ হচ্ছিল। শিরা চেপে সেটা নিরোধ করবার জন্য মারিয়া হারকিমারকে সাহায্য করল সে। "ব্যাণ্ডেজটা যেমন আছে তেমনি থাক। রক্তের চাপ বেঁধে যেতে পারে।"

"আমার তা মনে হয় না," আস্তে আস্তে বললেন হারকিমার, "আমার পাইপটা নিয়ে এসো, মারিয়া। জো-র জন্যও একটা এনো আর আমাদের দু'জনের জন্যই বীয়ার আনবে। দু'জনেরই বীয়ার পান করা দরকার। তেষ্টা পেয়েছে আমার। তোমার কি অবস্থা, জো?"

"সে কথা আর কি বলব, হন্নিকল! দু' সপ্তাহ ধরে গলাটা শুকিয়ে রয়েছে, এক ফোঁটাও খাই নি।"

কয়েক ঘণ্টা ধরে দু'জনেই মদ খেল আর ধূমপান করল। হারকিমার থেকে-থেকে তাঁর পুরনো দিনের শিকার করতে যাওয়ার গল্প বলতে লাগলেন। যুদ্ধের কথা কেউ উল্লেখ করল না।

"জো, মনে আছে শেলের চড়া নামে একটা জায়গায় আমরা একবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম?"

"নিশ্চয়ই," বলল জো, "মনে আছে হন্নিকল।"

"আজকাল মাছ ধরতে যাওয়ার সেসব ব্যবস্থা কিছু আছে কি না জানি না, জো।"

শেষ পর্যন্ত হারকিমার যখন ঘুমিয়ে পড়লেন জো তখন বাইরে বেরিয়ে এসে নিরাশভাবে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেখবার কিছু নেই। সকালের আগে ডাক্তার পেটি্‌কে ওরা নিয়ে আসতে পারল না। রক্তক্ষরণ বন্ধ হল না।

অশান্ত মনে বাড়ির চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে জনি রুফ আর অন্য ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বোলিয়োর। দুটো কোদাল হাতে নিয়ে ফলবাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা।

"তোমরা ওখানে কি করছ?" খিটখিটে মেজাজে জিজ্ঞাসা করল জো। ওরা বলল যে, জেনারেল মরে যাচ্ছেন বলে শুনেছে। তাই ভাবছিল মাটি খুঁড়ে পা-টা বার করে আনবে কি না। "কিসের জন্য?" ওরা বলল, জেনারেলের সঙ্গেই কবর দিতে চায়। ওদের শাপান্ত করে আরো ঘণ্টাখানিক অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে বেড়াল জো। হন্নিকলকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একা থাকতে দিল। মেয়েরা অবিশ্যি তাই আশা করে।

সকালবেলার দিকে হন্নিকলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি নদীর ওপার থেকে কর্নেল উইলেট এসে যখন খবর দিল যে, উত্তর তীর ধরে জেনারেল আরনল্ড চলে যাচ্ছেন তখনো শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলেন না হারকিমার।

সকাল ন'টা নাগাদ জীবনীশক্তি পুনরায় ফিরে আসতেই পাইপটা চাইলেন তিনি। পাইপটাতে দু'-একবার টান মেরে বাইবেল আনতে বললেন এবং আটত্রিশ সংখ্যক স্তোত্রটা দৃঢ়কণ্ঠে জোরে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পড়তে পড়তে কণ্ঠস্বর ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। মনে হল এসম্বন্ধে তিনি সচেতন নন, ধীরে ধীরে ঠোঁট নাড়িয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বাক্‌শক্তি ফিরে আসছিল, দু'-একটা কথা শোনা যাচ্ছিল শুধু। তাঁর স্ত্রী আর রোগাপট্‌কা শিকারীটি অশান্ত মনে রৌদ্রালোকিত জানালার গায়ে হেলান দিয়ে মাঝখানের কয়েকটা কথা শুধু শুনতে পেল :—

"হে প্রভু, আমার প্রতি ক্রধোন্মত্ত হয়ে তিরস্কার করো না……"

একজন মেজর জেনারেলের আগমন

হারকিমারের মৃত্যুতে জনসাধারণের মনে আঘাত লাগল খুব। তিনি ছিলেন ভূসম্পত্তির অধিকারী ভদ্রলোক। টাকা-পয়সাও ছিল তাঁর। তিনি এতো বড় একটা বাড়ি তৈরি করেছিলেন যার সঙ্গে সার উইলিয়াম জনসনের সুপ্রসিদ্ধ বাড়িটার তুলনা করা যায়। এখন নিজেদেরই একজন আপনজন ছিলেন বলে মনে হচ্ছে তাঁকে। শান্ত স্বভাবের মানুষটি গায়ে শুধু শার্ট পরে নেমন্তন্ন খেতে আসতেন। তাঁর অবিচলিত মনোভাবের অভাবটাই বোধ করছে সবাই। অরিসক্যানির যুদ্ধে যারা ওঁর সঙ্গে ছিল তারা সবাই এমন কি তাঁর পাইপ ধরাবার ভঙ্গীটার কথাও পুনরায় স্মরণ করতে লাগল। এখন তাঁর মৃত্যুর পর এমন কেউ রইল না যার ওপরে এরা নির্ভর করতে পারে।

তিন দিন পর কুড়ি তারিখের সকালবেলা পেশাদার সেনাবাহিনীর অফিসাররা তাদের নীল রঙের কোট গায়ে দিয়ে ভাল ভাল ঘোড়ায় চেপে জার্মান ফ্ল্যাটের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে একটা ঘোষণাপত্র পড়তে লাগল :—

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন মোহক নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহের প্রধান

সেনাপতি মাননীয় মেজর জেনারেল বেনিডিক্টের আদেশানুসারে এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে,

যেহেতু গ্রেট ব্রিটেনের জর্জের অধীন একটি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনৈক ব্যারি সেইণ্ট লেজার অ্যামেরিকার বর্বরদিগকে ও তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর বর্বর ব্রিটনদিগকে (ইহাদের মধ্যে কুখ্যাত সার জনসন, জন বাটলার ও ড্যানিয়েল ক্লজ আছে) লইয়া গঠিত একটি চোর, ডাকাত, খুনী ও বিশ্বাসঘাতকদের দলসহ সম্প্রতি এই দেশের সীমান্তে আসিয়া হানা দিয়াছে…"

ঘোষণাপত্রের বক্তব্য শুনে এদের মনে সাড়া জাগল না। জার্মান ফ্ল্যাটে টোরী পক্ষের লোক খুব কমই ছিল। অতএব তাদের ক্ষমা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপারটা এমন কিছু প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হল না। ঘোষণা-পত্রের পছন্দসই কথাগুলো শুনে বরং আলোড়ন অনুভব করল এরা। এমন একজন লোকের পরিচয় পেল যিনি ভুয়ো কথা লেখেন নি, কথাগুলো বিশ্বাস করেন এবং দুর্বৃত্তকে যিনি দুর্বৃত্ত বলতে ভয় পান না।

স্থানিক সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা আর পশ্চিম অঞ্চলে যুদ্ধ করতে যাবে না বলে ভেবে রেখেছিল তারা আবার আরনল্ডের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা বলাবলি করতে লাগল। ইনিই হচ্ছেন সেই লোক যিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে স্থলের ওপর দিয়ে মেইন-এর মধ্যে দিয়ে কুইবেকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর হাঁটুতে যদি একটা গুলী বিদ্ধ না হতো তা হলে তিনি কুইবেক আর পুরো কানাডাই জয় করে ফেলতে পারতেন। ঠিক হারকিমারের মতোই গুলীটা তাঁর হাঁটুতে লেগেছিল। মিলটা লক্ষ্য করবার মতো। সেইণ্ট লেজারের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে তিনি আহ্বান জানালেন। এমন কি যারা সেনাবাহিনীর কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল তাদেরও ডাকলেন। কিন্তু লোকটি কি করে তাই দেখবার জন্য দু'-একটা দিন অপেক্ষা করল এরা।

অনেক কিছুই করলেন তিনি। জার্মান ফ্ল্যাটের চারদিকের দুর্গগুলি পরিদর্শন করলেন। প্রতিটি দুর্গে এসে তাঁর অভিযান সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। মাঠের শস্য সম্বন্ধেও এদের যত্ন নিতে বললেন।

"এই ভ্যালির শস্য শুধু আপনাদেরই খাদ্য জোগাবে না, জেনারেল ওয়াশিং-টনের সেনাবাহিনীর জন্যও খাদ্যের সংস্থান করবে। সেই জন্য আমি আপনাদের

শস্তের দামও দেবে বেশি। ঠিক এই সময়ে পেষাই ছাড়াই তারা সাত শিলিং করে গম কিনছে।" এরা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে আর চেয়ে চেয়ে লক্ষ্য করছে তাকে। মুখটটি তার কালচে আর বাজপাখির মতো রোখা-চোখা, দেখলে সমৃদ্ধিশালী বলে মনে হয়। গোলাকৃতি চোখ দুটিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে। বলতে লাগলেন তিনি, 'শুধু নিজেদের পরিবারবর্গের দায়িত্ব নেওয়া ছাড়া অন্য দায়িত্বও আপনাদের রয়েছে। সেনাবাহিনীর রুটি অপনাদের কাছে। সেইণ্ট লেজার তারই ওপর নজর দিয়ে রেখেছে। স্ট্যানউইক্সে বসে গ্যানসভুর্ট সেই রুটিই রক্ষা করছে এবং সেই কারণে আমরাও গ্যানসভুর্টকে রক্ষা করব।" আবেগোচ্ছ্বাসের ফলে মুখটা তাঁর লাল হয়ে উঠল। গলার স্বরটা অদ্ভুতভাবে স্বচ্ছন্দগতিতে নিচে থেকে স্বরগ্রামের উচ্চতায় গিয়ে পৌছচ্ছে। কিন্তু তাঁর লঘুচরণে হাঁটাহাঁটি করাটা পছন্দ হল ওদের। বনের পথঘাট দিয়ে যারা চলাফেরা করে তারাও ঠিক এমনি ভাবে হাঁটে।

"আমার কথা আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বেনিঙটনে কর্নেল স্টার্ক আর একটি দ্রুতগামী সেনাদল হেসিঅ্যান ক্যাভেলরির পাচ শ জন অশ্বারোহী সৈনিককে বেদম প্রহার দিয়ে বন্দী করেছে। আপনারা কি জানেন হেসিঅ্যান অশ্বারোহীরা কেন ওখানে গিয়েছিল? কারণ বারগয়েন এখন খাদ্য যোগাতে পারছে না। জেনারেল স্কাইলার তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করিয়ে রেখেছেন। বেরুবার পথ পাচ্ছে না। নরহত্যায় অভ্যস্ত তার ইণ্ডিয়ান অনুচররা বাড়ি ফিরে গিয়েছে। জেনি ম্যাকরে-র মতো হত্যা করবার আর কোনো মেয়ে খুঁজে পায় নি তারা। ঘেরাও হয়ে বারগয়েন চুপ করে বসে আছে আর প্রার্থনা করছে সেইণ্ট লেজার এসে কখন তাকে উদ্ধার করবে। এবং সেইণ্ট লেজারকে বাধা দেওয়ার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। সেইণ্ট লেজারকে ঠ্যাঙানি দিন তাহলেই বারগয়নকেও ঠ্যাঙানি দেওয়া হবে। আপনারাই পারবেন। একবার তো প্রায় ওদের শেষ করে এনেছিলেন। আমি আপনাদের সাহায্য করব, আর একবার গুঁতো মারুন ওদের। আমরা একসঙ্গে হয়ে এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি এবং এখানেই জয়লাভ করব আমরা।"

লার্নেড-এর গোলন্দাজ বাহিনীটিকে তিনি সুকৌশলে পেট্রির জমিতে পরিচালনা করে নিয়ে এলেন। দুর্গ এবং বেড়ার ধার থেকে লোকজনরা ছুটে

এল দেখতে কেমন করে গাড়িতে তুলে কামানগুলোকে টেনে আনা হচ্ছে। সামনে-পেছনে সৈনিকরা এক-একজন করে সারি দিয়ে দাঁড়াল এবং নদীর দিকে কামান দাগল। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ওরা দেখল ভারী-ওজনের জলন্ত গোলাটা স্তম্ভের মতো ওপরে উঠে নদীর ভাটির দিকে তিন শ গজ দূরে গিয়ে টুকরে-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ওরা ভাবল, আরনল্ডের গোলন্দাজ বাহিনীকে যদি পাওয়া যেত তা হলে অরিসক্যানিতে ইণ্ডিয়ানদের কি অবস্থা হতো।

"যীশুর নামে দিব্যি কাটছি", বিষণ্ণ মনোভাবটাকে দূর করে দিয়ে জো বোলিয়ো বলে উঠল, "আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চললাম। শিলিঞ্জারের মাথার ওপর আমি নিজেই একটা ঐ রকমের গোলা ছুড়তে চাই।"

ওয়াল্টার বাটলারের সামরিক বিচারটা শেষ করাই হল আরনল্ডের দ্বিতীয় কাজ। উইলেটকে তিনি সরকারপক্ষের উকিল নিযুক্ত করলেন। খবর শুনে সবারই টনক নড়ে গেল এবং তারা বুঝল যে, এই ব্যবস্থার জন্য বাটলার প্রায় চরম দণ্ডই লাভ করবে। ওরা যখন শুনতে পেল যে খোলা আদালতেই বিচার বসছে, যে-কেউ গিয়ে দেখতেও পারে তখন ডাক্তার পেট্রির দোকানে এমনভাবে গিয়ে ভিড় করল তারা যে, চারদিকে পাহারাওয়ালা মোতায়েন করতে হল। যদি কেউ দেরি করে আসে তাহলে তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না।

যারা ভ্যালিটাকে বিধ্বস্ত করেছিল তাদের একজনকে এখন একটি অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এদের মনে অদ্ভুত ধরনের একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি হল। বাটলারকে দেখে মনে হচ্ছে সয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু মুখে তার নিদারুণ অবজ্ঞার ভাব। স্পষ্ট ওকালতির সুরে সে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিল যে, একটি নিশান উড়িয়ে জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের সঙ্গে শর্তাদি সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছিল। এখানকার এই নতুন আইন সে জানে না। বাটলার শুধু রাজার আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কর্নেল ওয়েস্টনের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করার প্রয়োজন বোধ করে নি, কারণ কর্নেল ওয়েস্টন নামে কোনো লোককে সে চেনে না। সত্যি কথা বলতে কি ফোর্ট ডেটনের কোনো কর্নেলকেই জানে না বাটলার। আদালতে উপস্থিত করে তাকে যখন

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল তখনো তার মুখের স্বাভাবিক ফেকাশেভাবটার পরিবর্তন হল না কিছু। উইলেট আর আরনল্ডের পরিচালনাধীন নতুন আইনকে সে অবজ্ঞা করেছিল। এখন সেই আইনের দ্বারাই ঘায়েল হল বাটলার। ব্যাপারটা সম্বন্ধে চিন্তা করবার একটু সময় পেল সবাই।

সেই তুলনায় হন্‌ ইয়োস্ট স্কাইলারের ট্রায়ন কাউন্টির সেনাদল পরিত্যাগ করে আসার অপরাধে বিচারটা হয়ে দাঁড়াল একটা প্রহসনের মতো। কিন্তু এই থেকে বোঝা গেল যে কৌশল উদ্ভাবনে জেনারেল আরনল্ডের দক্ষতা কম নয়। দর্শকদের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক ছিল যাদের মনে করিয়ে দেওয়া হল যে, তারা খুব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। স্কাইলারের মতো সেনাবাহিনী পরিত্যাগের অপরাধে তারাও এক শ বেত্রাঘাতের দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারত।

সামরিক বিচারালয়ে এনে বাটলারকে বিচার করার আইন-সংগত অধিকার ছিল না আরনল্ডের। গেইটস আর স্কাইলার বন্দীদের অলব্যানিতে স্থানান্তরিত করার নির্দিষ্ট আদেশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বিলম্বটা যে অপরিহার্য সেটা দেখাবার জন্য আরনল্ড আর উইলেট ভান করতে লাগলেন। তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা এসে পৌঁছচ্ছে না। সৈন্যদের খাদ্য নিয়ে গাড়িটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে কে জানে।

সেইদিন রাত্রিবেলা হেডকোয়ার্টারের তাঁবুতে বসে দু'জনে মিলে নতুন কৌশল উদ্ভাবনের কথা ভাবছিলেন। আদেশ অমান্য করে বাটলারকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া যায় কি না সেই সম্বন্ধে যখন চিন্তা করেছিলেন তখন একজন প্রহরী এসে খবর দিল যে, দু'জন স্ত্রীলোক জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। স্ত্রীলোক দু'জন হচ্ছে মিসেস স্কাইলার আর তার মেয়ে ন্যানসি।

দু'জন অফিসারই সোজাসুজি কথা পছন্দ করেন। নিজের লজ্জা গোপন করবার জন্য সময় নষ্ট করল না মিসেস স্কাইলার। শুধু উল্লেখ করল, সে হচ্ছে হারকিমারের বোন। অতএব অফিসাররা নিশ্চয়ই তার সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছেন। ছেলের কাছ থেকে সে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। আরনল্ড যদি তাকে ছেড়ে দেন তা হলে হন্‌ ইয়োস্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, শিলিঞ্জারের শিবিরে গিয়ে সে বলবে আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাত থেকে পালিয়ে এসেছে এবং ইণ্ডিয়ানদের মনে মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দেবে সে। হন্‌ নিজে থেকেই একটা খবর দিল যে, ওয়াল্টার বাটলারের সঙ্গে যখন সে চলে আসছিল তখনই

ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অশান্তির হাওয়া উঠতে দেখে এসেছে ইয়োস্ট। ওর বিশ্বাস, ইণ্ডিয়ানরা যদি কেটে পড়ে তাহলে টোরীরা এবং শিলিঙ্গার নিজেও ঘাবড়ে যাবে।

আরনল্ড আর উইলেটের মতো লোকের কাছে এই ধারণাটা খুব মনঃপূত হল। এবং তাঁরা তা স্বীকারও করেন। কিন্তু আরনল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে তার জন্য জামিনদার হবে কে ?"

"মেয়েকে সঙ্গে এনেছি," বলল মিসেস স্কাইলার, "ওকে আপনারা জামিন রাখতে পারেন।"

মিসেস স্কাইলারকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে ন্যানসির দিকে দৃষ্টি ফেললেন আরনল্ড। ন্যানসির মুখটা মলিন আর চোখ দুটি ভাবাবেগে বিস্ফারিত। জেনারেলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ন্যানসির ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল। মায়ের কাছে প্রস্তাবটা সে নিজেই তুলেছিল এবং হন্ যদি অবিশ্বাসের কাজ করে তাহলে ওর হয়ে নিজের পিঠেই শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুতও আছে সে।

কঠোরভাবে মৃদু হেসে আরনল্ড বললেন, "মিসেস স্কাইলার, তোমার বুদ্ধিকে তারিফ করতে হয়। একটি মেয়েকে যে আমি জামিন হিসেবে রাখতে চাইব না তা তুমি জান। একটা মেয়ের খালি পিঠে আমি যদি আমার সার্জেণ্টকে একশটা বেত লাগাতে বলি তা হলে সবাই আমাকে কি মনে করবে ?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিসেস স্কাইলার বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। বেশ, হন্ যতদিন না ফিরে আসে আমার অন্য ছেলে নিকোলাস আপনাদের কাছে জামিন থাকতে রাজী আছে।"

রক্তোচ্ছ্বাসে ন্যানসির মুখটা লাল হয়ে উঠে আবার ফেকাশে হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সে। সহানুভূতিসূচক মৃদু হাসি ভেসে উঠল অফিসারদের মুখে। ব্যাপারটা ওঁদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হল। ন্যানসির সাহস দেখে প্রশংসা করলেন তাঁরা। মা বলল, "স্থির হয়ে দাঁড়া।"

নড়াচড়া করল না ন্যানসি কিংবা কথাও বলল না সে।

॥ ৯ ॥

স্ট্যানউইক্স দুর্গের বিপদমোচন

আগস্ট মাসের একুশ তারিখে স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা ডেটন দুর্গে এসে উপস্থিত হতে লাগল। ব্লক উপনিবেশের মতো দূরের জায়গা থেকেও আসতে লাগল তারা। প্রথম দল লোক এসে উপস্থিত হওয়ার পর জার্মান ফ্ল্যাটের লোকেরা এসে পৌছতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যের মধ্যেই সংখ্যা হল তিন শ। উইলেট আর স্থানিক সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন আরনল্ড। যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য পরামর্শ-সভা বসবে।

"ভদ্রমহোদয়গণ, কালই আমরা যাত্রা করব।"

প্রতিটি মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলতে বুলতে যাদের মুখে দ্বিধার ভাব দেখলেন তাদের ওপর স্থিরদৃষ্টি ফেললেন আরনল্ড। পিটার টাইগার্ট বিড়বিড় করে বলল, "আর একটা দিন সময় পেলে ভাল হয়, হয়তো আরো শ-খানিক রাইফেল জোগাড় করে আনতে পারব।"

"আর একটা দিনের মধ্যে," বললেন আরনল্ড, "কর্নেল গ্যানস্‌ভূর্টকে হয়তো মরিয়া হয়ে স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার বিশ্বাস, এখানকার চেয়ে ওখানেই আমরা কাজে লাগব বেশি। ঐ একশ-টা বন্দুক কাল আপনি নিয়ে আসতে পারেন।" চোখ দুটো ওদের দিকে এগিয়ে ধরে তিনিই বললেন, "মুড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে কাপড় সেলাইয়ের নীতি এই দেশটাকে একেবারে অকর্মণ্য করে তুলেছে। এতোদিনে কারো কিছু একটা করা উচিত ছিল। কেউ যখন করে নি তখন আমিই করব। স্থানিক সেনাবাহিনীগুলোর অবস্থা কি? তারা বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত আশা করি?"

ক্যাপটেন ডিমুথ শান্তভাবে জবাব দিল, "একেবারেই বিশৃঙ্খল। অনেক অফিসার হয় গুলী খেয়ে মরেছে নয়তো বন্দী হয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ অফিসারই প্রথম দুটি সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

মাথা নাড়িয়ে আরনল্ড বললেন, "বেশ কথা আমি তা হলে প্রস্তাব করছি যে, যেসব অফিসাররা বেঁচে গিয়েছে তাদের হাতেই ঐ দুটো দলের দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং তাদের নিয়ে একটা অপেশাদার সৈনিকের ব্রিগেইড তৈরি করা হোক। তাদের সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে রাখুন। তারা যেন গা ঝাড়া দিয়ে আমাদের সঙ্গে মার্চ করতে করতে চলে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর আমরা রওনা হবো।"

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু ঠাণ্ডা বেশি। উপত্যকার মাঝখানে নদীর জল কাচের মতো স্বচ্ছ। নদীর জলে প্রতিফলিত গাছের পাতার ছায়া পর্যন্ত কাঁপছে না।

ভোরবেলা হাওয়া এমন নিশ্চল হয়ে আছে যে, লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গ থেকে এল্ডরিজ ব্লকহাউস পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ঢাকের আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। গিল মার্টিনও এসে হাজিরা দিল। স্কাইলার সৈন্যদলের মধ্যে যে-ক'জনকে এনে জড়ো করতে পারল, অস্থায়ীভাবে তাদের সার্জেন্ট নিযুক্ত হল সে। পঁচিশজনের মধ্যে মাত্র এগারোজনকে পাওয়া গেল। রিয়েল নিহত হয়েছে, উইভার আর কাস্ট আহত। অন্য এগারোজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে, দুজন শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, তিনজন আহত আর বাকী ক'জন উধাও।

অন্যান্য সৈন্যদলগুলোর মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তাদের ভাগ্য আরো খারাপ। এদের মধ্যে অ্যাডাম হেলমার আর জো বোলিয়োকে ডিমুথের সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আদেশ দেওয়া হল। এরা সবাই একত্রে দল বেঁধে দাঁড়াতেই ডিমুথ ঘোড়ায় চেপে নিজেই এসে ওদের গুনতে আরম্ভ করল। "প্রশংসনীয় কাজ করেছ, মার্টিন।" বলল ডিমুথ। তারপর জেনারেল আরনল্ডকে সরু রাস্তাটা দিয়ে পার হতে দেওয়ার জন্য ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে সরে দাঁড়াল সে।

কিন্তু জেনারেল তাঁর নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "ক্যাপটেন, এটাই কি তোমার সৈন্যদল?"

"হ্যাঁ, সার।

"সবাই বোধ হয় সুস্থ নয়।"

"সুস্থ বলেই তো মনে হয় আমার।" বলল ক্যাপটেন ডিমুথ।

সহসা মৃদু হেসে আরনল্ড বললেন, "বেশ বেশ। তা হলে আসুক ওরা। বনের পথ ঘাট সব চেনে তো? ভাল কথা। আমি বলি, সম্মুখভাগের রক্ষীবাহিনী হিসেবে এগিয়ে যাক ওরা।" মুখ ঘুরিয়ে গিলকে বললেন, "আমাদের সামনে সিকি মাইল এগিয়ে থাকবে।" যে-ভাবে কথাটা তিনি বললেন তাতে গিল খুব গর্ব বোধ করল।

"থাকব, সার।" তারপর গিল জিজ্ঞাসা করল, "সারা দিনে কতটা দূর পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, সার?"

"যতটা দূর যাওয়া যায়।" দাঁত বার করে হেসে আরনল্ড বললেন, "বনের পথঘাট সব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাবে, আমরা ঠিক পেছনে পেছনে থাকব।"

রওনা হল ওরা। পেছনে ওদের আবার রণবাদ্য বাজতে আরম্ভ করল। ছোট ছোট বাঁশিগুলোর আওয়াজ কাঁটার মতো মাথার চামড়ায় খোঁচা মারতে লাগল।

বনের সবুজ নির্জনতার মধ্যে দিয়ে দ্রুতগতিতে ওরা পশ্চিমদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। গিলের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। সে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল হেলমার যখন বলল, "স্থানিক সেনাবাহিনীকে হার মানায় এ। আমরাই আমাদের মুরুব্বী, কাউকে তোয়াক্কা করতে হচ্ছে না।" স্কাইলার পার হয়ে আসবার পর সৈন্যদলকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিল জো বোলিয়ো আর হেলমার। কিন্তু গিলের মন বুঝে চলার ক্ষমতা প্রদর্শন করল বোলিয়ো। বলল সে, "তুমি তো আমার আর হেলমারের মতো বনের জন্তু নও, মার্টিন। তুমি যদি পেছনে পেছনে না থেকে আমাদের ছেড়ে দাও তা হলে আমরা দুটিতে মিলে কোথায় কি হচ্ছে তার খবর এনে দিতে পারব। তোমরা রাস্তা ধরে একটু আস্তে আস্তে এসো। কোথাও যদি কিছু দেখতে পাই তা হলে ছুটে এসে খবর দেব আমরা। যতক্ষণ না ফিরে আসি নদীর ঘাটে অপেক্ষা ক'রো তোমরা।

দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওরা দু'জন রাস্তার দু'দিকে আলাদা আলাদা ভাবে

বনের মধ্যে ঢুকে গেল। পায়ে তাদের হরিণের চামড়ার জুতো ছিল বলে আওয়াজ হল না। গিল এবং অন্যান্যরা রাস্তা ধরেই চলতে লাগল।

এই পথ দিয়েই স্থানিক সেনাবাহিনী স্ট্যানউইক্সের দিকে প্রথম যাত্রা করেছিল। তার চিহ্ন এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বলদের গাড়ির চাকা যেখানে বসে গিয়েছিল সেখানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও বা একটা জীর্ণ কম্বল, নয়তো একটা পরিত্যক্ত বেয়োনেট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে চারদিকে ঘাস গজিয়ে উঠে জিনিসগুলোকে ঢেকে ফেলতে আরম্ভ করেছে। ফার্নগাছের পাতাগুলো ধার ঘেঁষে সোজা হয়ে ওপর দিকে উঠে পড়েছে আর কম্বলের একটা ফুটো দিয়ে তলা থেকে মাথা খাড়া করেছে ঘাস। রাস্তার ওপর দিয়ে হরিণের দল যাওয়া আসা করছে বলে গাড়ির চাকার দাগগুলো গিয়েছে মুছে।

দুপুরের অনেক আগেই ডিয়ারফিল্ড পার হয়ে ওরা নদীর দিকে মোড় ঘুরল। প্রথমবার নদী পার হওয়ার সময় বলদ দুটো যেখানে থেমে গিয়েছিল তারই কাছাকাছি নদীর ধারে বসে খেতে লাগল ওরা।

খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই গিল শুনতে পেল, নদীর ওপার থেকে কে যেন ডেকে উঠল একবার। হাতটা ওপরে তুলে বন থেকে বেরিয়ে এল অ্যাডাম হেলমার। একটু পরেই সে জল ছিটতে ছিটতে নদীটা পার হয়ে এল। তার বিরাট বড় আর সুন্দর মুখটির দিকে এক পলক দৃষ্টি ফেলতেই ওরা বুঝে নিল ভাল খবর নিয়ে এসেছে হেলমার।

বলল সে, "রাস্তার ওধারে জো-র সঙ্গে গ্যানসভুর্টের একদল লোক রয়েছে। ওরা বলল যে, শিলিঙ্গার পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে ?"

"হ্যাঁ, একেবারে পাততাড়ি গুটিয়েছে। গতকাল ইণ্ডিয়ানরাও কেটে পড়েছিল। বাদবাকী যারা ছিল তাদের নিয়ে ভেগে যাচ্ছে শিলিঙ্গার। জিনিসপত্র যা নিয়ে এসেছিল কিছুই সঙ্গে নিতে পারে নি।" হো হো শব্দে হেসে উঠল অ্যাডাম।

অন্যান্য সকলেও হঠাৎ ওর সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে দিল।

"হায় ভগবান!" ওরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছিল, একজন ইংরেজ ব্রিগেডিয়ার পড়ি কি মরি করে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে ওনাইদার দিকে পালিয়ে

যাচ্ছে। বিছানা, তাঁবু, লেখবার টেবিল, বাক্সভর্তি মদ, রান্নার বাসনপত্র, ভোজনকার্যে ব্যবহৃত রুপোর কাঁটা, তরোয়াল, বুটজুতোর গোড়ালির নাল, ঘাড়ের ওপরকার পদমর্যাদাসূচক সামরিক চিহ্নসমূহ এবং শপথপত্র ইত্যাদি সব কিছু ফেলেই ওরা পালিয়েছে।

"সত্যিই পাত্‌তাড়ি গুটিয়েছে।" বিরাট একটা তামাশার ব্যাপার বলে মনে করল ওরা।

কয়েক মিনিট পরে নীরব হয়ে গেল ওরা এবং একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওদের সঙ্গে কোথায় দেখা হল?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"খাঁড়ির কাছে হুন্নিকল যেখানে তাঁবু ফেলেছিল।"

"কি করছিল ওখানে?"

"খাচ্ছিল," বলল অ্যাডাম, "দুপুরের খাওয়া খাচ্ছিল। জো যখন ওদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল তখন ওকেও খেতে বলল ওরা।"

কোনো কারণ ছিল না তবু ওরা আবার হো হো করে হাসতে হাসতে ফেটে পড়তে লাগল।

বাকী পথটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল ওরা। খবরটা আরনল্ডকে জানানো হল। তিনি তখন তাঁর লটবহর আর গোলন্দাজবাহিনীকে তাদের ইচ্ছা মতো আসতে বলে নিজে শুধু সৈন্যদের নিয়ে গেলেন। পরেরদিন ভোরবেলা মোহক অতিক্রম করল সেনাবাহিনী। দু'ঘণ্টা পরে অরিস্ক্যানি-খাঁড়িও পার হয়ে গেল।

গিল তার ছোট্ট দলটিকে নিয়ে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে আগে আগে এগিয়ে চলেছে। চলতে চলতে এই অঞ্চলের জায়গা-জমিগুলো ক্রমশই চিনতে পারল ওরা এবং আস্তে আস্তে কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেল ওদের।

জো বোলিয়োই প্রথম থেমে গিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে নিঃশ্বাস টেনে টেনে গন্ধ শুঁকতে লাগল। অন্য সবাই তার পেছনে এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

"ব্যাপার কি, জো?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"নিজেই তুমি গন্ধ শুঁকে ভাখো, ভাই।"

আবার সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। রাস্তাটা এখন চেনা মনে হচ্ছে। হেমলক গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। এবার সেই পচা গন্ধটা খুব বেশি করে ওদের নাকে ঢুকতে লাগল। জো বোলিয়ো অনেক আগে এই দুর্গন্ধটারই অস্তিত্ব ধরতে পেরেছিল।

দুর্গন্ধটা এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। যেন একটা প্রাচীরের মতো গন্ধটা নাকের সামনে উঠে এল। সেটা ভেদ করে পার হয়ে আসা যেন অসাধ্য বলে মনে হল ওদের। হঠাৎ ওরা দেখল সেই গিরিখাতটার ধার এসে দাঁড়িয়েছে। নদীর মধ্যে উঁচু করে বাঁধান পথটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। আবার থেমে গেল ওরা। তারপর হেলমার বলল, "ইস্ ভগবান! এসে পড়ো।" ঢালুর পথ পার হয়ে এসে কাঠের শিরালযুক্ত রাস্তাটায় নেমে পড়ল ওরা।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, কিন্তু গিল তাকিয়ে ছিল রাস্তাটার দিকে। তা সত্ত্বেও দু'-একবার তাকে অত্যন্ত সাবধানে পচ-ধরা শবদেহগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হল।

শবদেহগুলো আস্ত নেই, শেয়াল আর নেকড়ের দল কমেড়ে কামড়ে খণ্ডাকার করে রেখেছে। প্রতিটি মৃতদেহের চারদিকের ঘাসপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে গিয়েছে লোকেরা, সেই মৃতদেহ ঘোড়ার অথবা মানুষের সে বিচার কেউ করেনি। কঙ্কালের ফাঁক দিয়ে পাঁজরাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন জলাভূমির পচন-ধরা গাছ-গাছড়ার সাদা সাদা শেকড়ের মতো।

খাড়াইটা যত ওপর দিকে উঠেছে শবদেহের সংখ্যা তত কমে আসছে। হাওয়াটাও হাল্কা মনে হচ্ছে। সবাই তখন একে অপরের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তারপর অধিত্যকার ওপর উঠে আসবার পর শবদেহের সংখ্যা আবার বাড়তে লাগল। গিরিখাতটার কিনার পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ওরা দেখল শবদেহগুলো ক্রমশই ঘন হয়ে উঠেছে। এতো বেশী ঘনভাবে ঠাসাঠাসি হয়ে এখানে ওরা পড়ে রয়েছে যে, শিকারী জন্তুগুলো প্রতিটি মৃতদেহের গায়ে দাঁত বসায় নি। কেউ কেউ লড়াই করবার ভঙ্গীতে পড়ে রয়েছে, নয়তো ফোলা ফোলা হাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ সীমানাটা দেখতে পেয়েই জীবন্ত মানুষের এই ছোট দলটি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল। গিরিখাতের শেষপ্রান্তে যখন এসে পৌঁছল তখন ওরা ছুটছে।

এখানে এসে যখন অপেক্ষা করছিল তখন ওরা ঐসব শবদেহগুলোর নৈঃশব্দ্যের পেছন থেকে সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসবার শব্দ শুনল। কাঠের শিরালযুক্ত রাস্তার ওপর পায়ের শব্দ হচ্ছে। ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের ঘর্ঘর আওয়াজ আর কামানবাহী গাড়িগুলোর ঠন্ ঠন্ শব্দও শুনতে পেল ওরা। অল্পক্ষণের জন্য সেনাবাহিনীটা থেমে যাওয়ার পর জো বোলিয়ো ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "বলতে পারো মিস্টার বেনিডিক্ট আরনল্ড শবদেহগুলো দেখে কি ভাবছেন?"

এই প্রথম ওদের মধ্যে কথা বলল একজন। একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। প্রত্যেকের মুখই মলিন এবং ভেজা।

তারপরেই রাস্তা দিয়ে নীল কোট পরা সৈনিকদের প্রথম দলটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল ওরা। দুটো সারি বেঁধে আসছিল। পায়ে তাদের সাদা ব্রীচেস। ঘাড়ের তলায় ঘোরানো কোটের কলারগুলোর মুখে বোতাম আঁটা। সাদা সাদা কলারের মুখগুলো ঘাড়ের সঙ্গে যেন তাল রেখে দুলে দুলে উঠছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে ভারী বুটজুতো পরে দৃঢ়ভাবে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছিল তারা। ডান দিকের ঘাড়ে বন্দুক ধরে, সামনের দিকে চোখ তুলে সামরিক হুকুম মাফিক ঋজু ও স্থিরভাবে মার্চ করছিল সৈনিকরা। প্রথম সৈন্যদলটির মাথার ওপর দিয়ে প্রসারিত বৃক্ষশাখাগুলির সমান উঁচুতে বেনিডিক্ট আরনল্ডের ঘাড় আর রক্তিমাভ মুখটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এমনভাবে ঠোঁট নাড়ছিলেন যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। চোখ দুটো ক্রোধোন্মত্ত। ডিমুখের সৈন্যদলের পচিশটি লোকই একসঙ্গে মোড় ঘুরে দুর্গের দিকে পথ ধরল আবার।

বেলা তিনটের সময় সম্মুখভাগের সৈন্যদলটি মোহকের বিরাট বড় বাঁকের

সামনে উপত্যকায় এসে উপস্থিত হল। আর আধ মাইল হেঁটে গেলেই দুর্গের প্রাচীর। ঘাসের মাথার ওপর দিয়ে চারদিকের বাদামী রঙের প্রাচীরগুলো দেখা যাচ্ছে। দুর্গের ভেতরকার চারটে বাড়ির নিচু ছাদগুলোকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। আত্মরক্ষার্থ সম্মুখভাগের দক্ষিণের প্রাচীর বরাবর বেড়ার খোঁটাগুলো পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আক্রমণকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্গমপথটি ছায়াবৃত।

এরই ঠিক ওপরে উত্তর-পুর কোনায় খুঁটির মাথায় নতুন পতাকাটিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতো উজ্জ্বল যে দূর থেকেও পতাকার লাল রঙ আর সাদা সাদা ডোরা এবং নীল জমিনটাও ধরতে পারছে ওরা। একটুও হাওয়া নেই বলে পতাকাটা স্থির হয়ে আছে।

গেটের বাইরে মাঠের মধ্যে দিয়ে লোকজনরা চলাফেরা করছিল। উত্তর দিকে একটা উঁচু জায়গায় কতকগুলো তাঁবু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারই ভেতর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে এসে দুর্গের সেই নির্গমপথটার দিকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের চিহ্ন কোথাও নেই।

রণ-বাদ্যের গভীর আওয়াজ এখন গিলকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সে দেখল, প্রহরা দেওয়ার পথটার ওপর একটা লোক লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল এবং মাঠের মধ্যে যারা হাঁটাহাঁটি করছিল তারা সবাই ঠেলাঠেলি করে নিজেদের পথ করবার চেষ্টা করছিল। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল গাড়িটা। ঘোড়া দুটো ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে দেখতে লাগল। ঢাকের আওয়াজ ক্রমশই উচ্চতর হচ্ছে আর সেই সঙ্গে সৈনিকেরাও তাদের পাগুলো আরো বেশি উঁচুতে তুলে তুলে মার্চ করছে। দুর্গের পেছন থেকে দুটো রেখার মতো সূর্যের রশ্মি তেরছাভাবে এসে একটি অফিসারের কাঁধদুটো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বেড়ার খোঁটাগুলোর পেছনে এক-একজন করে লোক এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন বরফের মতো জমে গিয়ে নীরব হয়ে আছে। তারপর হঠাৎ মাথা থেকে টুপীগুলো খুলে ফেলে ওপর দিকে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল ওরা। দক্ষিণ-পূর্বের ঘাঁটি থেকে চারটে কামানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কমলা রঙের আগুনের গোলা। পুঞ্জপুঞ্জ কালো ধোঁয়ার মধ্যে দুর্গের দিকটা সম্পূর্ণভাবে আবৃত হয়ে গেল। কামানের গর্জনের তলায় ঢাকের

আওয়াজটা চাপা পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার ঢাকের বিজয়-নিনাদে চতুর্দিকটা ছেয়ে গেল। ইশারা করতেই বাঁশিবাদকরাও গাল ফুলিয়ে ফুঁ মারল বাঁশিতে। উচ্চ ও তীক্ষ্ণ ধ্বনিগুলো ভ্যালির মধ্যে দিয়ে কেটে বেরিয়ে যেতে লাগল।

এগিয়ে যেতে যেতে গিল দেখল, কামানের কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো বেড়ার ধার থেকে ওপরে উঠতে উঠতে পতাকা স্তম্ভটিকে ঢেকে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে যেতে লাগল ধোঁয়া। পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর গিল আবার দেখল, খুঁটির মাথায় পতাকাটি ঘাড় নেতিয়ে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পতাকা দৃষ্টে ওর মনে অদ্ভুত উত্তেজনার সঞ্চার হল। ভবল সে, জয় ও শান্তির বার্তবহনকারী পতাকাটার গৌরব তার নিজেরও গৌরব।

॥ ১০ ॥

ডাক্তার পেট্রি, দুটি রোগী দেখলেন

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় হারকিমার-গির্জার পাশ দিয়ে ডাক্তার পেট্রি যখন তাঁর ছাই-রঙা বুড়ো ঘোড়াটায় চেপে বাড়ি ফিরেছিলেন সূর্য তখন দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার পাহাড়ের চূড়ার ওপর নেমে এসেছে। দুর্গটাকে প্রায় পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। একটি সৈন্যদলের অবশিষ্ট জনকয়েক সৈনিক ছাড়া জর্জ উইভার আর রিয়েলের পরিবারের লোকেরাই শুধু এখন বাস করছে ওখানে। জর্জ উইভারকে আর চিকিৎসা করবার দরকার নেই। তাতে বরং তিনি খুশীই হয়েছেন। কারণ এমা উইভার তার ছেলে জন আর রিয়েলদের একটা মেয়েকে নিয়ে এতো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে যে, তার সঙ্গে বসে কথা বলতেও অপ্রীতিকর ঠেকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মায়ের ঈর্ষা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। এমার হাবভাব সাদাসিধা হলেও পুরুষদের ওপর আধিপত্য করার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। তা ছাড়া এখন ডাক্তার ক্লান্ত হয়েও পড়েছিলেন।

এতো ক্লান্ত যে, তাঁর পেছনে জিনের সঙ্গে ছালায় বাঁধা বেল-এর দেওয়া সেই জঘন্য মুরগীটা যদি ডেকে ডেকে না উঠত তা হলে তিনি বেশ আরাম করে একটু ঝিমিয়ে নিতে পারতেন।

জিনের ওপর বসে ঘুমিয়ে নেওয়ার কায়দাটা অনেক আগেই তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। বুড়ো ঘোড়াটার স্বচ্ছন্দে চলার ভঙ্গীটা বেশ অবিচলিত। পৃষ্টদেশটা এমন সমতল আর চওড়া যে, ওখানে একটা টেবিল পাতা যায়। ট্রায়ন কাউন্টির পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিটি রাস্তা, সেতু, পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার জায়গা এবং ফুটপাত সে চেনে। লোকেরা বলে যে, ডাক্তারের রোগীদেরও সে চনে। শুধু তাই নয়, রোগীদের কি অসুখ এবং ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্র কি হবে তাও নাকি বলে দিতে পারে।

ডাক্তার মাথা থেকে টুপীটা খুলে নিয়ে বস্তার গায়ে আঘাত করলেন জোরে। একটা অপ্রত্যাশিত রকমের পাখা ঝাপটানির আলোড়ন উঠল। তারপরেই চুপ করে গেল মুরগীটা। সেই জন্য তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। টুপীটা আবার মাথায় লাগিয়ে সামনের দিকে টেনে একটু কাত করে দিলেন। টুপীর প্রান্তটা চোখের ওপর ঝুঁকে রইল। তার তলায় চোখ বুজলেন তিনি। এবার বাড়ি পৌঁছে পা থেকে জুতো খুলে চুল্লীর সামনে বসে এক গেলাস মদ খাবেন। আগুনের তাপে আরাম লাগবে বেশ। ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা বাড়ছে, তুষারপাতের সময়ও ঘনিয়ে এল। আহত পা-টিতে তিনি যন্ত্রণা অনুভব করছেন, যেন আগে থেকে সতর্ক করছে তাঁকে। কাজটা ভালই করেছে, লোকেরা খেত থেকে ফসল কাটা শেষ করে এনেছে। অ্যানড্রাস টাউনের এককণা শস্যও আর মাঠে পড়ে নেই, সবই কেটে ফেলেছে। আগামী সপ্তাহে ভুসি ছাড়ান হবে বলে শস্যের গাদাগুলোকে তৈরি করে রেখেছে। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করেছে ওরা।

"উঃ কী জঘন্য, কী জঘন্য এই মুরগীটা!" কে জানে নাক না ঠোঁট দিয়ে কাতরানির আওয়াজ বার করছে। মুরগীটা তিনি নিতে চান নি। বাড়ির চারদিকে মুরগী ঘুরে বেড়ায় বলে বিরক্তি ধরে গিয়েছে। কিন্তু জর্জ বেল দিবিব দিয়ে বলছে যে, মুরগীটা ডিম পাড়ছে। এবং রাম-এর সঙ্গে একটা ডিম মিশিয়ে নিলে, থাক এখন ..। অসন্তোষ প্রকাশ করাও যায় না। এই মুরগী দিয়েই বেল তাঁকে ফী দিয়েছে। আর কিছু দেওয়ার ছিল না তার।

ঘোড়ায় চেপে ত্রিশ মাইল যাওয়া-আসার এই তাঁর মজুরি। ভোর চারটের সময় রওনা হয়েছিলেন, এখন ফিরে আসতে আসতে বিকেল পাঁচটা বেজে গেল।

কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ করাও চলে না। ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে। এবছর জন্মেছেও ভাল। গমের দাম বাড়ছে হুহু করে। এই শীতে বিল পেটির পুরনো হিসেবের দরুণ কিছু আদায়পত্র হওয়া উচিত। মনে হচ্ছে যুদ্ধ যেন সত্যি সত্যি শেষ হয়ে গেল। হন্ ইয়োস্টের ডাহা মিথ্যেকথা শুনে সেইণ্ট লেজার ভয় পেয়ে কানাডায় পালিয়ে গিয়েছে। বীরপুরুষ সেজে গিয়েছিল হন্। এখন সে নাকি আবার আমেরিকান দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। স্ট্যানউইক্স দুর্গের অবস্থা খুবই ভাল। সেই অবিচলিত ওলন্দাজটি, গ্যানসভূর্ট, তাদের সেনাপতিত্ব করতে আবার ফিরে এসেছে। সবচেয়ে ভাল খবর হচ্ছে যে, ফ্রীম্যানস ফার্ম নামে একটা জায়গায় তিন সপ্তাহ আগে বারগয়েনের সঙ্গে একটা লড়াই হয়েছে এবং সাংঘাতিকভাবে হেরে গিয়েছে সে। আমেরিকান সেনাবাহিনীতে না কি বিশ হাজার লোক এসে যোগ দিয়েছিল (ইংল্যাণ্ডের রাজার কানে খবরটা ভাল শোনাবে) এবং বারগয়েন পালাতেও পারে নি। তাকে বন্দী করেছে এবং তাড়াতাড়ি তাকে লটকে দেওয়া উচিত। গ্রেট ব্রিটেনকে যে এখন পরাজয় স্বীকার করে অ্যামেরিকান স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই।

এই জঘন্য মুরগীটা যত ইচ্ছে ডাকতে থাকুক। দাঁত বার করে ডাক্তার একটু হাসলেন এবং ঘোড়াটা কান খাড়া করে শুনে নিয়ে নদী পার হওয়ার জায়গাটার দিকে পথ ধরল। বাড়ি পৌছতে আর আধ ঘণ্টা লাগল। ডাক্তার যখন তাঁর ক্লান্ত পা দুটো পাদান থেকে মুক্ত করছিলেন ঘোড়াটা তখন ভদ্রভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নেমে পড়বার পর ঘোড়াটা এবার নিজের পথ ধরল গোলাবাড়ির দিকে। ডাক্তার বাধা দিলেন না। ব্যাগটা হাতে নিয়ে তিনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। উনোনের উপর পাত্রটার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে নিগ্রো স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রান্না হচ্ছে?" "ভাপে সেদ্ধ খরগোশের মাংস।—" তার সঙ্গে শালগম আর সাইডার ভিনিগার। ময়দা মিশিয়ে বেশ সুগন্ধপূর্ণ বাদামী রঙের মসলাসমেত ভারী ঝোলও তৈরি করা হবে।"

"আমাকে এক গেলাস রাম এনে দাও," বললেন ডাক্তার, "আর এই মুরগীটা ধরো।"

একঘেয়ে কাজকর্মের মধ্যে নিগ্রো স্ত্রীলোকটি নতুন কিছুর জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। ছালাটা সাবধানে খুলতে খুলতে মুখ দিয়ে মৃদু আওয়াজ করে বলল সে, "ডাক্তারসাহেব, আপনি নিশ্চয়ই মুরগীটাকে মারধোর করছিলেন না? মড়ার মতো পড়ে রয়েছে দেখছি, হায় ভগবান, কী রকম নোংরা করে রেখেছে। আয়, আগবাড়া .....দেখিস। আমার রান্নাঘর যদি নোংরা করিস তা হলে তোকে দিয়ে মুরগীর ঝোল রাঁধব আমি।" কালো হাত দিয়ে বাচ্চা মুরগীটাকে সে গলায় ধরে টেনে বার করল।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে নিজের দোকানঘরে চলে এলেন ডাক্তার। হিসেবের খাতায় গভর্নমেন্টের নামে বকেয়া টাকাটা লিখে রাখলেন তিনি। খুব সতর্কভাবে নিজের হাতে লিখলেন :—

১৭৭৭ সাল, ১৪ই অক্টোবর, জর্জ বেলের উরুতে একটা ছুরিকাঘাত, এবং মাথার খুলি থেকে ছাল ছাড়ানো। দিনে দু'বার করে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। আমার চিকিৎসায় ছ' সপ্তাহ ছিল। অদ্য সেখানে গিয়ে তাকে আরোগ্য বলে ঘোষণা করে চিকিৎসা বন্ধ করলাম .....ফী—১৬ পাউণ্ড।

বাইরের দরজায় করাঘাত শুনতেই চমকে উঠলেন তিনি। এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু একটি ভীরু হাতের ছিটকিনি নাড়ার শব্দ শুনলেন ডাক্তার। বললেন, "ভেতরে এসো।"

ঘরের উল্টো দিকে দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে আবার তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। ভারী গলায় ডাক্তার বললেন, "এই সময়ে রোগী দেখি না আমি।"

কাঁচুমাচুভাবে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে গেল। উঁকি মেরে তিনি তাকে দেখলেন। কিন্তু শাল দিয়ে মুখ ঢাকা ছিল বলে চিনতে পারলেন না।

"কে তুমি?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"আমি ন্যানসি স্কাইলার।" কণ্ঠস্বর চাপা এবং শ্বাস রুদ্ধ। বলতে লাগল সে, "আমি জানি এখন আপনার রোগী দেখবার সময় নয় কিন্তু খাওয়ার পর ক্যাপটেনকে ফোর্টে যেতে হল। তাঁর সঙ্গে মেমসাহেবও গেলেন। হাওয়া খেতে গিয়েছেন তিনি।"

"তার সঙ্গে তোমার এখানে আসার সম্বন্ধ কি?"

"আমি যে এখানে এসেছি ওঁদের জানতে দিতে চাই না।"

"ও, বুঝলাম।" বললেন ডাক্তার। অর্ধস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। সেই পুরনো ছুতো ধরে এই সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে মেয়েটা। অমুক লোক খেতে বসেছে বলে আগে আসতে পারে নি। অতএব এখন তাঁকে রোগী দেখতে হবে। গলার স্বর উঁচুতে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "কি হয়েছে তোমার ?"

শালের তলায় এমন বেদনাদায়ক ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল ন্যানসি যে, ওর মনে হচ্ছিল কি যেন একটা দেহ থেকে ফেটে বেরিয়ে পড়বে বুঝি। কিন্তু ডাক্তারের প্রশ্ন শুনে মুখটা এখন ওর ফেকাশে হয়ে গেল।

"কি যে হয়েছে বুঝতে পারছি না," বলল সে, "গা বমি-বমি করে। সকাল-বেলা কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না আমি।"

ডাক্তারের গলা দিয়ে আর্তনাদের মতো আওয়াজ বেরুলো। কষ্টসহকারে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। একটা একটা করে প্রতিটি জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিলেন। তারপর ভেতর থেকে বাইরের দরজার ছিটকিনিটাও দিলেন টেনে। রান্নাঘরে গিয়ে উনোনের আগুন থেকে একটা গন্ধকমিশ্রিত পলতে ধরিয়ে এনে কাউণ্টারের ওপরকার আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। কয়েকটা কম্বল, একটা বড় মুখওয়ালা বোতলভর্তি ভল্লুকের চর্বি, কড়াইশুঁটির বীচি লাগানো একটা মাটির পাত্র এবং ইণ্ডিয়ানদের পুঁতির মালার কয়েকটা গুটিকা কাউণ্টারের ওপর ছড়িয়ে পড়ে ছিল। সেগুলোকে সরিয়ে রেখে কর্কশ স্বরে ডাক্তার বললেন, "এসো এদিকে। কাউণ্টারের ওপর উঠে পড়ো।"

এমন সাংঘাতিকভাবে কাঁপছিল ন্যানসি যে কাউণ্টারের ওপর উঠে শুয়ে পড়বার মতো শক্তিও যেন ছিল না আর। ওকে যখন স্পর্শ করলেন ডাক্তার তখন তার মাংসপেশী প্রবলভাবে আক্ষেপ-পীড়িত হয়ে উঠল।

"ব্যস, হয়েছে।" বললেন ডাক্তার। তারপর কাউণ্টারের পেছন দিকে গিয়ে বেসিনের ওপর ঘটি থেকে জল ঢেলে হাত ধুতে লাগলেন। কাউণ্টার থেকে নেমে পড়ে কাপড়-চোপড় গোছগাছ করবার সময় দিলেন ন্যানসিকে।

"কবে ঘটল ব্যাপারটা ?"

"আগস্ট মাসে।" চাপাকণ্ঠে জবাব দিল ন্যানসি।

"আমি জিজ্ঞেস করছি কোন্ তারিখে ?"

"জানি না। যেদিন হন্‌কে গ্রেপ্তার করেছিল সেইদিন।"

"ওদের দলের কেউ না কি ?"

মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল ন্যানসি। লম্বা লম্বা লোমওয়ালা ভুরু দুটি তাঁর সংকুচিত হয়ে উঠল, ভ্রূকুটি করে ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। সাংঘাতিক ভাল দেখতে মেয়েটা। মাঝে মাঝে বুদ্ধিমতী বলেও মনে হয়। এখন যেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে ; যেভাবে থুতনিটা ওপর দিকে তুলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে তাতে ওকে বুদ্ধিমতী না ভেবে পারা যায় না। "কি করে সেই লোকটা ডিমুথের বাড়িতে ঢুকে পড়ল বলতে পারো ?"

"সেই রাত্রে শুমেকারের বাড়ি গিয়েছিলাম আমি।"

"আমরা যখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে ?"

"গোলাঘরের পেছনে।"

"বিশ্বাস হয় না।"

কথাটায় কান না দিয়ে ন্যানসি বলল, "সে পালিয়ে গিয়েছিল। তার সন্ধান পায় নি কেউ। কিন্তু আমাকে তাড়া করেছিল ওরা।"

"তা হলে মাঠের ওপর দিয়ে যাকে তাড়া করা হয়েছিল সেই লোকটি হচ্ছ তুমি ? তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল ?" মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করল ন্যানসি। নাকের মধ্যে দিয়ে নিঃশ্বাস টেনে ডাক্তার বললেন, "ওরা বলছিল যে, লোকটা নাকি বেশ দশাসই দেখতে, প্রায় ছ' ফুট লম্বা আর মাথায় তার লম্বা কালো চুল ছিল। তুমি নিশ্চয়ই ভূতের মতো প্রাণপণে দৌড়চ্ছিলে ?"

"ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম আমি।"

"এখন এটার সম্বন্ধে কি করবে, ন্যানসি ?"

চুপ করে রইল সে।

"ভাবছ ব্যাপারটার ফয়সালা করব আমি ? এই কর্মটা যে করেছে তার নাম কি ?"

"জারি ম্যাকলোনিস।" চাপা স্বরে জবাব দিল সে।

অভিশাপ দিয়ে ডাক্তার বললেন, "ও, সেই কালো চামড়ার ছুঁচোটা ?"

"আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে সে।"

"করেছে বলেই তো মনে হচ্ছে। তাকে এখন খুঁজে আনবার পথ কিছু দেখছি না। হয়তো নায়গ্রাতে আছে। খুব কাছাকাছি যদি হয় তা হলে অসওয়েগোতে থাকবে। মনে হচ্ছে এখন তোমায় চেপেচুপে থাকতে হবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এই অবস্থায় যা ভাল বুঝবে তাই করতে হবে তোমায়। যদি বলো, ক্যাপটেন ডিমুথের সঙ্গে দেখা করতে পারি। অবিশ্যি হন্‌কে খুজতেই সেখানে তুমি গিয়েছিলে, আর সেই সুযোগে লোকটা তোমার সর্বনাশ করল।" বক্রোক্তির সুরে কথা বললেন তিনি।

ন্যানসির চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। বলল সে, "সত্যিই আমি হন্‌কে খুঁজতে গিয়েছিলাম। সে কোনো সুযোগ নেয় নি, ডাক্তারসাহেব। স্বাভাবিকভাবেই ঘটে গেল।"

"ওকে যদি ধরে আনতে পারি বিয়ে করতে রাজী আছ ?"

"হ্যাঁ।"

"দেখব কি করতে পারি। এখন কেটে পড়ো। আমি একটু বিশ্রাম করব। আজ আমায় ত্রিশ মাইল পথ ঘোড়ায় চেপে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে।" ওর ঘাড়ের ওপর হাত রেখে ন্যানসিকে তিনি দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে গেলেন।

"কিন্তু ডাক্তারসাহেব ?"

"কি ?"

"আপনি তো বললেন না আমার বাচ্চা হবে কি না ?"

"এতক্ষণ তা হলে কি বলছিলাম তোমায় ? হবে, হবে, হবে !"

"ধন্যবাদ, ডাক্তারসাহেব। কবে হবে ?"

"ন মাস লাগবে।" ওর মুখের সামনে আঙুলগুলো মেলে ধরে ক্রোধদীপ্ত স্বরে গুনে গুনে বললেন, "মে মাসে হবে।"

"তার আগে হবে না ?" আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করল ন্যানসি।

"কি জ্বালারে বাবা! না। তোমার মতো মেয়ের পেটের ভেতরটা একটা ঘড়ির মতো। বাচ্চা হবে ১৩ই মে রাত সাড়ে বারোটায়।" ধাক্কা দিয়ে ওকে বাইরে বার করে দিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। তারপর

চেয়ারে বসে পড়ে নিগ্রো মেয়েটাকে ডেকে বললেন, ক্লো, রামের গেলাসটা নিয়ে এসো এখানে। আরো এক গেলাস ঠিক করে রেখে দাও। দ্বিতীয় গেলাসটাও এখানে বসে শেষ করব।"

"আচ্ছা, সার।"

বিপুল বক্ষটি উঁচু করে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল। হাতে করে গেলাসটা নিয়ে এসেছে। কড়ে আঙুলটা গেলাসের গায়ে উল্টে ধরেছে। বলল সে, "মেমসাহেব বললেন খাবার তৈরী। আপনার হয়ে গেলেই খেতে আসবেন।" ভগবান রক্ষে করুন ডাক্তারদের।

"আচ্ছা, ক্লো। এখানে আগে একটু বসে বিশ্রাম করতে চাই। তারপর চুল্লীর কাছে গিয়ে বসব একটু। খিদেটা বাড়িয়ে নিতে চাই আমি।"

"বুঝেছি, সার।" বিশাল আয়তনের দেহটাকে টেনে নিয়ে অস্বাভাবিক ধরনের ক্ষিপ্রগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ক্লোরি। গেলাসে চুমুক দিলেন ডাক্তার। ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় টোকা মারার শব্দ হল।

"কে?" গর্জন করে উঠলেন তিনি।

একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চিনতে পারলেন না, চিৎকার করে বললেন তিনি, "ভাগো এখন।" বলার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত বোধ করলেন। এতো ক্লান্ত না হয়ে পড়লে ফিরিয়ে দেওয়া সহজ হতো। কিন্তু এতো ক্লান্ত হওয়ার জন্যই যেন ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি রইল না তাঁর। রোগী দেখতে দেখতে নিজেকে মেরে ফেলবেন তিনি।

"একটু অপেক্ষা করো।" চিৎকার করে বললেন ডাক্তার। বাড়ির ভেতরে ঢোকবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দোকানের সামনের দরজাটা খুলে দিলেন।

"আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা ছিল না, ডাক্তার।"

অন্ধকারের মধ্যে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "কে?"

"আমি ম্যাগডেলানা মার্টিন, ডাক্তার।" মুখের বিরক্তি ভাবটা সহসা কেটে গেল। মার্টিনের সুন্দরী বউটি এসেছে। বেশ চালাকচতুর মেয়ে। ঐ আধা জানোয়ার আর বোধশক্তিহীন মূর্খ স্ত্রীলোকটার পরে মার্টিনের স্ত্রীর সঙ্গটা মন্দ লাগবে না। "আরে এসো এসো, মিসেস মার্টিন। আমার ঐ তর্জন-গর্জন শুনে কিছু মনে করো না। তোমার নিজের ব্যাপারেই কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ

"হ্যাঁ, ডাক্তার। কিন্তু বেশিক্ষণ লাগবে না আপনার।"

"এসো, বসো এখানে। রামের সঙ্গে ডিম মিশিয়ে খাওয়া পছন্দ করো? কোনো দিন খেয়ে দ্যাখো নি? কোথায় তুমি মানুষ হয়েছ? আমার গেলাস থেকে একটু চেখে দ্যাখো।"

বিনা প্রতিবাদে লানা তাঁর হাতের দিকে একটু ঝুঁকে বসল। ওর ঠোঁটের দিকে কিছু একটা তুলে ধরতে পারলেন বলে খুশী হলেন তিনি। পাখির মতো ঠোঁট বাড়িয়ে গেলাস থেকে রাম পেল সে। তিনি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন।

"ভাল লাগল?"

মাথা নাড়িয়ে সায় জানাল লানা।

"ক্লো, ঐ দ্বিতীয় গেলাসটা নিয়ে এসো।"

"না, না, ডাক্তার, আর নয়।"

"তোমার উপকার হবে।"

"এখন আমার খাওয়া উচিত নয়। সেই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।" সরলভাবেই ডাক্তারের দিকে চেয়ে লানা বলল, "আমি গর্ভবতী। আমি জানতে এসেছি সেই ঘটনাটার পর—ওসব ব্যাপার সম্বন্ধে আমার বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত কি না।"

"না, না, কিচ্ছু না। তুমি বেশ ভাল আছ। অবিশ্যি তুমি যদি চাও।"

"হ্যাঁ, আমি চাই।"

"খুব ভাল কথা। শুনে খুব খুশী হলাম। তখন তোমার কথা ভেবে দুঃখ বোধ করেছিলাম। এটাই তো মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম, মিসেস মার্টিন। এর চেয়ে ভাল কাজ আর কি আছে। তা ছাড়া সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে তুমি। ক'মাস হল?"

দিনটার কথা মনে পড়তেই লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে উঠল লানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৃদু হেসে বলল, "মে মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে।"

ডাক্তারের মুখ দিয়ে অভিশাপের কথা বেরুলো না একটাও। তিনি বরং চোখ দুটো বড় বড় করে লানার দিকে তাকালেন।

এমন অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিলেন যে, সশব্দে হেসে উঠল লানা। জিজ্ঞাসা করল, "আমায় নিশ্চয়ই ভূতের মতো লাগছে?"

"আরে না, না। সত্যিই না।" গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাক্তারই

বললেন, "এমনই একটা ব্যাপার ঘটেছে যে, ঠিক ঐ একই সময়ে অন্য একটি মেয়েরও বাচ্চা হবে। তুমি আসবার একটু আগেই সে এসেছিল এখানে। অবাক হয়ে আমি ভাবছিলাম আমার রোগী দুটির হল কি!" তেরছাভাবে লানার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বাচ্চা হওয়ার সময় পর্যন্ত তোমরা কি এখানে থাকবে?"

"হ্যাঁ। গিল বলছে ততদিন এখানেই থাকব আমরা। খুব খুশী হয়েছে সে।" ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একটু। বলল লানা, "ও ডাক্তার, মনে হচ্ছে আমি আবার বাঁচতে আরম্ভ করেছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে।" বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা মারছিল ক্লো। ভেতরে ডেকে তিনি তাকে বললেন, "ঐ গেলাসটা মিসেস মার্টিনকে দাও। খেয়ে নাও, বাছা। ভাল জিনিস দিয়েই আজ তোমাদের উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালন করব আমরা। দ্বিতীয় গিল কিংবা দ্বিতীয় ম্যাগডেলানার উদ্দেশে—অথবা উভয়ের উদ্দেশেই মদ্যপান করছি আমরা।" হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার।

লানাও হাসতে হাসতে তাঁর সঙ্গে রাম খেতে লাগল।

"গিল বলে বাচ্চা হওয়ার পরে ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যাব আমরা। বসন্তকালের ফসল কেটে গোলায় তোলবার সময়েই ফিরে যেতে পারব বলে ওর ধারণা। উইভাররাও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

"ভাল কথা," ডাক্তার বললেন, "ভাল কথা। আচ্ছা শোনো, তোমার স্বামী এখন কেমন আছে? তার হাতটা আর কষ্ট দিচ্ছে না তো?"

"একটুও না। ক্যাপটেন ডিমুখের সঙ্গে দেখা করতে ফোর্টে নেমে এসেছিল সে। বারগয়েনকে বন্দী করবার ব্যাপার নিয়েই বোধহয় কথাবার্তা বলতে এসেছিল। আমি ভাবলাম, যাই আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।"

"খবর পাওয়া যাবে।"

লানাকে বিদায় করে দিয়ে আবার এসে তিনি বসে পড়লেন। ভারি ভাল মেয়ে। ডাক্তারের মেজাজটাও এখন আগের চেয়ে ভাল হল। অবিশ্যি বসন্তকালটা ব্যস্ত থাকবেন তিনি। খুবই ব্যস্ত। যাকগে, এখন বোধহয় তাঁর খেতে যাওয়া উচিত।

ভেতরে গিয়ে কর্তব্যের খাতিরে স্ত্রীকে চুম্বন করলেন। তারপর ক্লো এসে

দু'জনের জন্তই টেবিলে খাবার দিল। খরগোশের মাংসটা মুখে দিতে যাবেন এমন সময় ডিমুথ এসে উপস্থিত হল সেখানে।

"ডাক্তার," বলল সে, "এলিসের ওখানে একবার আসতে পারেন? এখুনি। আমি বলে এসেছি আপনাকে নিয়ে আসছি সঙ্গে করে।"

"কি হয়েছে, মার্ক?"

"জারজিফিল্ডে গণ্ডগোল হয়েছে। আপনি তো জর্জ মাউণ্টকে চেনেন? সেই লোকটা যে নাকি সেইণ্ট লেজার অরিসক্যানিতে এসে উপস্থিত হওয়ার পরেও সরে যেতে চায় নি?"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে পেট্রি মুখের মধ্যে বড় একটা মাংসের খণ্ড ভরে দিলেন।

"হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে এলিসের ওখানে তাকে আমি দেখেছিলাম। প্যারিসের দোকানে বউকে সঙ্গে নিয়ে জিনিস কিনতে এসেছিল। এক সপ্তাহ বাড়ি ছিল না ওরা। নিগ্রো চাকরটার কাছে ছেলে দুটোকে রেখে এসেছিল। তারপর ফিরে গিয়ে দেখল যে, বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছে আর ছেলে দুটির খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। একজন তখনো বেঁচে ছিল। নিগারটাকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে মাউণ্ট। নিগারটার গায়ে হাত দেয় নি তারা। ছেলেটার বয়স মাত্র সাত। ওরা বলছে যে বাঁচবে না। কিন্তু মাউণ্ট ভাবছে যে আপনি যদি একবারটি তাকে গিয়ে দেখে আসেন।

ডাক্তারের মুখ থেকে একটুকরো মাংস গেল পড়ে।

মাছের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তারপর মুখ মুছে ধীরে ধীরে বললেন, "তা হলে দেখছি যুদ্ধবিগ্রহের গোলমাল এখনো থামে নি।"

ডিমুথের মুখের রেখায় বেদনার চিহ্ন। বলল সে, "মাউণ্টের ওখানে ক্যাডেরক আর হেস্ বলে দু'জন ইণ্ডিয়ান বাস করত। এটা তাদেরই কাজ। নিগ্রোটা ওদের চিনতে পেরেছিল। ঐ দলের মধ্যে কয়েকজন সাদা চামড়ার মানুষও ছিল। তারা অবিশ্যি খুলির ছাল ছাড়ায় নি। তারা শুধু প্রথম ছেলেটাকে গুলি করে মেরেছিল।"

"নিগ্রোটা ওদের কাউকে চিনতে পারে নি?"

"হ্যাঁ, ক্যাসেলম্যানকে চিনেছিল। বলল যে, দলপতিটির নাম হচ্ছে কল্ডওয়েল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন উলফের যাত্রা (১৭৭৭)

॥ ১ ॥

গিরিগুহা

জন উলফ এক বছরের ওপর নিউগেট বন্দীশালায় বাস করেছে, কিন্তু তা সে নিজে বুঝতে পারে নি। সময়ের হিসেব রাখবার মতো বোধশক্তিও যেন ছিল না তার। কখনো কখনো হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারত না যে, গতকল্যটা শেষ হয়ে গিয়ে আজকের দিনটা শুরু হয়েছে কি না। ওর কাছে দিনগুলো ছিল হিসেবের বাইরে।

মাঝে মাঝে ওকে বলতে শোনা যেত, "সোম, মঙ্গল, বুধ…" কিংবা হয়তো মাসগুলোর নামও বলে যেত সে। অনেক রকমের কথাই নিজের মনে বলত। যেমন, "লুসি লকেট,

হারিয়েছে তার পকেট…"

কখনো কখনো পাশের বন্দীদের ঘুম থেকে তুলে দিত। তারা তখন ওর বিছানার দিকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারত আর তীক্ষ্ণস্বরে গর্জন করত। ভারি বিশ্রী শোনাতো ওদের গর্জন। সত্তর ফুট উঁচুতে বায়ু চলাচলের পথ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিগুলো ঘূর্ণিঝড়ের মতো পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরত। ঘরের মেঝেটা ছিল পঞ্চাশ ফুট লম্বা। কিন্তু সঠিকভাবে তা কেউ বলতে পারত না। কারণ ঘরের একদিকে জল জমে থাকত বলে পা ফেলে ফেলে মাপা যেত না। কিন্তু মাথার ওপরে হাওয়া চলাচলের পথটা ছিল চার ফুট চওড়া। পাথরের দেয়ালের গায়ে লোহার ঝাঁঝরি বসিয়ে পথটা তৈরি করা হয়েছিল। কাঠকয়লার আংটাগুলো থেকে এতো ধোঁয়া উঠত যে, দুপুরবেলা ছাড়া সূর্যের অবস্থান সম্বন্ধে বোঝা যেত না কিছু। উত্তর অয়নান্তের একটু আগে

এবং পরে সূর্য নিজেই এসে উঁকি দিত ঝাঁঝরির ওপর। তাও জলের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে না গেলে দেখতে পাওয়া যেত না। মনে হতো ঈষদুষ্ণ সূর্যের তাপ লাগছে মাথায়। জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে এই তাপটুকু মাথায় লাগিয়েছে জন উলফ। ওর পরে যে-লোকটি এল সেও উত্তাপের আরামটুকু অনুভব করেছে। কিন্তু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন খিঁচুনি শুরু হল যে, ডুবে যাওয়ার ভয়ে তাকে সেখান থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে হল।

কিন্তু ওরা যখন তীক্ষ্মস্বরে গর্জন করে উঠত এবং আওয়াজটা মাথার ওপরে প্রতিধ্বনি তুলত তখনই শুধু পীড়িত বোধ করত জন উলফ। একটা কণ্ঠস্বর অন্য একটা কণ্ঠস্বরকে লুফে নিয়ে তাকে ছাপিয়ে নিয়ে ওপরে-নিচে ওঠা-নামা করতে করতে শেষ পর্যন্ত কণ্ঠস্বরগুলো একটি থেকে অপরটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠত। প্রতিটি স্বর আবার যার যার নিজের নিজের প্রতিধ্বনি তুলত এবং প্রতিধ্বনিরও প্রতিধ্বনি উঠত। এমন কি লোহার মইটার ওপরে চোরা দরজা খুলে প্রহরীটি যখন উঁকি দিয়ে তীব্রস্বরে ওদের ভর্ৎসনা করত তখনো সেই বিরামহীন হট্টগোলপূর্ণ অবস্থার অবসান ঘটত না। প্রতিধ্বনিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওরা তখন একটা অদ্ভুত ধরনের একঘেয়ে সুরের সৃষ্টি করত এবং প্রতিধ্বনিগুলোর ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে এদের সুরগুলোরও উত্থানপতন হতো। এরা সবাই শ্রান্ত হয়ে পড়লেও আওয়াজগুলো ধ্বনিত হতে থাকত অন্তহীনভাবে।

এ যেন অনন্তকালে ধরে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়া বিবর্ধিত আওয়াজের মতো। সবাই নীরব হয়ে থাকলে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়লে অবস্থাটা ঠিক এই রকমই দাঁড়ায়। প্রথমে মনে হবে তোমার ঠিক পাশের দেয়াল থেকেই জল পড়ছে। ফোঁটা পড়ার টুপ টুপ আওয়াজের ফাঁকে বিরতি। একটা ফোঁটা পড়ার মৃদু আওয়াজটা কানের মধ্যে ঢুকে ক্রমশই তোমার মনোযোগটিকে দূরে ঠেলে নিয়ে যাবে। সেখানেও জল পড়ার শব্দ শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবে তুমি। অনতিবিলম্বে আরো দূরে জল পড়ার শব্দের সঙ্গে তোমার শ্রুতিযন্ত্রের সুর বাঁধা হয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে দূরত্বহেতু শব্দের ক্রমউচ্চতা সম্বন্ধে সচেতন হবে তুমি। হঠাৎ একসময়ে প্রথম আওয়াজ যেটা শুনেছিলে সেটাই তখন ঘণ্টার মতো

ক্রমাগত কানে তোমার ঢং ঢং শব্দ করতে থাকবে। তোমার চেতনাশক্তিকে শব্দটা তখন এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে, পূর্বের সেই প্রথম আওয়াজটাকে আর তুমি তার সমপর্যায়ে তুলে এনে আলাদা করে ভাবতেই পারবে না।

কখনো কখনো কোনো একটি লোক হয়তো তার ভেজা খড়ের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ফোঁটা পড়ার বিশেষ একটি জলরেখাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ঘাসপাতা শূন্য পাহাড়ের গায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করতে থাকে সে। একঘেয়ে শব্দটার মধ্যে পরিবর্তন এনে মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনবার জন্যই চেষ্টা করে লোকটি।

একদিন রাত্রিবেলা যখন এদের সেই একঘেয়ে সুরের উত্থানপতন চলছিল তখন ওদের প্রহরীটি ঠেশে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে ছিল। হয়তো একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল তাকে। যাই হোক চোরা দরজাটা খুলে গুলী চালিয়ে দিল সে। পঞ্চাশ ফুট ওপরে আলোকিত চোরা দরজাটার মাঝখানে এরা সবাই দেখতে পাচ্ছিল তাকে। ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে, এবং প্রচণ্ড ক্রোধজনিত শাস্তিমূলক অঙ্গুলিনির্দেশের মতো বন্দুকটা সে বাগিয়ে ধরেছে। ওদের গর্জনের আওয়াজ ভেদ করে গুলীর শব্দটা শুনতে পাওয়া গেল না এবং গুলির শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করছিল ওরা। সেই রাত্রে এমন কি জন উলফও চেঁচাচ্ছিল। মাথা প্রহরীটির পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল। বারবার গুলী চালাতে লাগল সে। শেষ পর্যন্ত একটা গুলী পাহাড়ের গা থেকে ঠিকরে এসে একজন বন্দীর মৃত্যু ঘটাল। এই লোকটিই জন উলফের সঙ্গে এখানে এসেছিল। এবং তার স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার জন্য একটি সৈনিককে মার লাগিয়েছিল সে। কিন্তু পরের দিন ওপরে ওঠবার আগে পর্যন্ত কেউ লক্ষ্য করে নি যে, লোকটি ওখানে মরে পড়ে রয়েছে।

দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে টেনে তুলতে হল ওপরে। কামারশালায় নিয়ে গিয়ে তার শেকলগুলো খুলে ফেলা হল। তারপর কবর দেওয়া হল তাকে। বন্দীশালার অধ্যক্ষ ক্যাপটেন ভিয়েটস্ ভীষণ ভাবে রেগে গিয়ে ছ'জন বন্দীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন। যে-প্রহরীটি লোকটিকে গুলি করে হত্যা করেছিল সে নিজেই ঐ ছ'জনকে বাছাই করে দিল। একটি বন্দী এর কাছ থেকে ছ' শিলিং ধার নিয়েছিল বলে তাঁকে পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে উল্টো করে দেড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হল। দুদিন ধরে খেতে পাচ্ছে না কেউ।

প্রহরীটির তাতে সুবিধেই হল খুব। কারণ কারাধ্যক্ষকে যদি তার নিয়মিত টাকা পেতে হয় তা হলে তাকে দেখাতে হবে যে, বন্দীশালার বরাদ্দ গরুর মাংস সব শেষ হয়ে গেছে।

এরপর মৃতলোকটিকে নিয়ে চিন্তা করতে একটু অদ্ভুতই লাগছে। বন্দীশালার উঠোনেই তাকে খবর দেওয়া হয়েছে। অথচ তার যে-কোনো সহ-বন্দীদের চেয়ে ষাট ফুট ওপরে আছে সে। মাটির তলায় কোথাও তার দেহটা পচে উঠছে বটে, কিন্তু ওরা আছে তার চেয়েও আরো বেশি নিচে। তার আগমন প্রতীক্ষায় একটি লোক বলে উঠল, "জলের ফোঁটা হয়ে নেমে এসো তুমি।" এই ঘর পর্যন্ত নেমে আসতে প্রথম ফোঁটাটির কতক্ষণ সময় লাগতে পারে সেই সম্বন্ধে একটা জটিল হিসেব করতে বসে যায় লোকটা। নিজের বিছানার পাশে পাথরটার ওপর যে টুপটুপ করে ফোঁটা পড়ছে জন উলফ তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

ইংরেজ সেনাবাহিনী যে কতটা পথ এগিয়ে এল তাই নিয়ে এদের মধ্যে মাঝে মাঝে দীর্ঘ এবং উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার সৃষ্টি হয়। এরা প্রত্যেকেই জানে যে, একটা বাহিনী এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্রহরীটির কাছ থেকে কোনো খবরই পাওয়া যায় না। কেউ জিজ্ঞেস করতে গেলে মার খেয়ে আসে। সেই জন্যই ওরা বুঝতে পারল যে, সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে। একদিন রাত্রিবেলা রাতের পোশাক পরে পরে খালি পায়ে সেনা-পতি নিজেই এসে চোরা দরজার মাঝখানে উবু হয়ে বসে চিৎকার করে বলল, "জেনারেল বারগয়েনের খবর শুনতে চেয়েছিল ওরা, তাই না?"

শুধু জলের ফোঁটাগুলোই তার প্রশ্নের জবাব দিল। ওরা কেউ কথা বলল না। কিন্তু চুপ করে থাকবার পাত্র নয় ক্যাপটেন ভিয়েটস্। সে বলল, "পুরো সেনাবাহিনী সহ আত্মসমর্পণ করেছে বারগয়েন। সাত হাজার লোক," গলার স্বর আরো উঁচুতে তুলে চিৎকার করে ক্যাপটেনই বলল, "ভারমন্টের বেনিংটনে হেসিয়ানরাও বেদম মার খেয়েছে। বেনিডিক্ট আরনল্ড স্ট্যানউইক্স থেকে শিলিঙ্গারকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন। খবরগুলো কেমন লাগছে শুনতে? বলো?"

নিছক অভ্যাস বশতই ওদের সেই একঘেয়ে কণ্ঠস্বরের উত্থানপতন শুরু হয়ে গেল। সশব্দে চোরা দরজাটা বন্ধ করে দিল ভিয়েটস্। সারারাত্রি ধরেই

এই ধরনের গান চলল ওদের। এখন ওরা বুঝতে পারল যে, গিরিগুহা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশাটা আপাতত মুলতবী রইল। প্রকৃত পক্ষে এখান থেকে কোনোদিনও উদ্ধার পাবে কিনা সেটাই এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ওরা যে কোথায় আছে বহু লোকই তা জানে না। সত্যিকথা বলতে কি ওদের নিজেদেরও তা জানা নেই। মাথার ওপরে শিলাময় পাহাড়ের বিরা স্তর উঠে গিয়েছে শুধু সেই সম্বন্ধেই সচেতন ওরা। অপরিমেয় কালো পাথর ছাড়া আর কিছু নেই। পাহাড়ের এতো নিচে খোঁজবার কথা কেউ ভাবতেও পারবে না।

বিষয়ান্তরে নিজেদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখবার জন্য জেনারেল বারগয়েন সম্বন্ধে কে কি ভাবে তাই নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা করল ওরা। কল্পনা করল, বারগয়েনকে যদি এখানেই বন্দী করে রাখা হত। যদি সত্যি সত্যি এখনেই থাকতেন তিনি। কিন্তু জেনারেল বারগয়েনের মত লোকেরা যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করে ইণ্ডিয়ানদের দলে টানবার ক্ষমতা রাখেন, ঘাড়ের ওপর পদমর্যাদাসূচক সামরিক চিহ্ন লাগান এবং নিজস্ব হুইস্কী রাখেন সঙ্গে তাঁদের কখনো এই ধরনের জায়গায় বন্দী করে রাখা হয় না। যে-লোক মঞ্চে উঠে রাজাকে সমর্থন করে বক্তৃতা দেয় কিংবা যে বলে সে রাজভক্ত ব্যক্তি, অথবা নতুন ইয়াঙ্কী জজের কাছে যে টাকা ধারে, কিংবা স্ত্রীকে ধর্ষণ করবার জন্য যে-স্বামী অপরাধী সৈনিকটিকে আঘাত করে—শুধু সে-ই হচ্ছে নৃশংস চরিত্রের দুর্বৃত্ত।

॥ ২ ॥

জলনালীর উচ্চতা

বেশিরভাগ লোকই ভাবল জন উলফের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। নিজে সে এসম্বন্ধে সচেতন নয়। যা যা সে জানে শুধু সেসব কথার পুনরাবৃত্তি করতে ভাল লাগে ওর। প্রতি সপ্তাহে নিজের মনে মনে স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখ

চলেছে। যদি সত্যিই তার লেখবার ক্ষমতা থাকত তা হলে ঘুষ দিয়ে চিঠি পাঠাবার মতো পয়সাও দিতে পারত না সে। বাড়ি বসে কি করছে বউ সে সম্বন্ধে তাকে লিখতে বলত উলফ। তারপর বন্দীশালার খবর দিয়ে জবাব লিখত সে। এমন কি তার নিজের কাছেও মনে হল চিঠিগুলো সব একই রকমের হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য বিরক্তি ধরে গেল তার। ক্যাপটেন যেদিন করেগয়েনের আত্মসমর্পনের খবরটা দিল তার পরের দিনই অ্যালিকে এই সম্বন্ধে চিঠি লিখল। তাতে আর কিছু লেখবার মতো খুঁজে পেল না সে। মিস্টার হেনরী বলে যে-লোকটি তাকে প্রথম দিন গিরিগুহায় অভ্যর্থনা করেছিল সে যখন জিজ্ঞাসা করল কি অসুবিধা হচ্ছে তার, জন উলফ তখন বলল, "আমার স্ত্রী অ্যালিসের কাছে চিঠি লিখছি। কিন্তু লেখবার মতো নতুন কিছু পাচ্ছি না।"

"আমাদের এই সুন্দর বাসস্থানটির বর্ণনা দিয়েছ তো?" জিজ্ঞাসা করল মিস্টার হেন্‌রী।

"না।"

"কেন দিচ্ছ না? যা যা দেখবার আছে চারদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নাও"

অনেকেই হেসে উঠল, কিন্তু জন উলফ সেদিকে কান দিল না। এর থেকে লেখার ভাব কিছু পাওয়া গেল। চারদিকে চেয়ে চেয়ে সে দেখতে লাগল এবং হাওয়া চলাচলের ঝাঁঝরি, বিছানা, জল এবং জলের ধারের বিচিত্র ঐ বালির তীর সম্বন্ধে মনে মনে চিঠি সাজাতে লাগল। "জলটা কি অদ্ভুত," বলল সে, "সব সময়েই দেওয়ালগুলো থেকে জল ঝরে পড়েছে। কিন্তু জলের উপরিভাগ কখনোই উঁচু কিংবা নিচু হয় না।" জন বুঝতে পারল সে এমন একটা কিছুর কথা বলছে যা কেউ লক্ষ করে নি।

হঠাৎ ওর হতবুদ্ধি অবস্থাটা কেটে গিয়ে সারা দেহে কম্পন উপস্থিত হল। ঘরের এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার জন্য সবাই যেমন কম্পন অনুভব করে এটা ঠিক সেরকমের নয়। এটা হচ্ছে উত্তেজনার কম্পন। উঠে গিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

উলফ জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কেউ পায়ে হেঁটে জল পার হয়েছ?"

"জল বেশ গভীর।" কে একজন জবাব দিল।

"সাঁতার কাটবার চেষ্টা করেছ কেউ?" জিজ্ঞাসা করল জন উলফ।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। গোড়ালি আর কব্জির শেকলগুলোর ঠনঠন আওয়াজ করতে করতে একজন লোক জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মন্তব্য করল সে, "আধ মন লোহার ওজন নিয়ে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করে ছাখো না একবার।" ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জন উলফ প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। পাহাড়ের ধুলো, কাঠকয়লার ধোঁয়া আর অপরিষ্কৃত দাড়ির জন্য মুখগুলোকে শুকনো আর নোংরা দেখাচ্ছে। ওর মনে হল নিজের চেহারাটাও নিশ্চয়ই এদের মতোই দেখাচ্ছে। দাড়িতে হাত ছোঁয়াল সে। আগে কখনো দাড়ি রাখত না। সব সময়েই দাড়ি কামাত উলফ।

তারপর ওর চোখ দুটিতে চতুরতার চিহ্ন দেখা গেল। অনুভব করল চোখ দুটিতে তার চাতুর্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। অন্য কেউ ধরে ফেলবে মনে করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল সে। শুয়ে পড়ল জন উলফ। ওকে নিয়ে তখনো সবাই ঠাট্টা-ইয়ারকি করছিল, এমন সময় চোরা দরজা খুলে প্রহরীটি চিৎকার করে বলল, "উঠে পড়ো।" ব্যায়াম করতে যেতে হবে ওদের।

বিছানায় শুয়ে উলফ লক্ষ্য করতে লাগল, অত্যন্ত কষ্ট সহকারে মই বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। এক হাতে মলত্যাগের বালতি, অন্য হাত দিয়ে মইয়ের ধাপ ধরে ঠেলাঠেলি করতে করতে ওপরে ওঠবার সময় লোহার ধাপের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শেকলগুলো থেকে ঝনঝন্ আওয়াজ উঠছে। কাঠকয়লার আংটা থেকে ধোঁয়া উঠে ঢুকে পড়ছিল প্রহরীটির ঘরে। দরজা থেকে সরে দাঁড়াল সে। ওরা যতক্ষণ না সবাই ওপরে উঠে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে রইল জন উলফ।

"ওহে কে ওখানে," গর্জন করে উঠল প্রহরী, "কি যেন নামটা তোমার? হ্যাঁ, উলফ।"

জন উলফ জবাব দিল না।

"ওপরে উঠে এসো।"

যত রকমের নোংরা গালাগালি সে জানত সবই বর্ষণ করল প্রহরীটির উদ্দেশে। গালি শুনে সশব্দে হেসে উঠে প্রহরী বলল, "আচ্ছা, তুমি শুয়ে থাকো। একটা সপ্তাহ তোমার ওপরে না উঠলেও চলবে।" উলফ হচ্ছে

একটি গোবেচারী মানুষ। এখন নিচে নেমে গিয়ে তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে তুলে বেত্রাঘাত করার মতো কাজ এটা নয়। মজুরি পোষাবে না। সশব্দে চোরা দরজটা বন্ধ করে দিল সে।

উঠে পড়ল জন উলফ। ঠন্ঠন্ শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে জলের ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে জল দেখতে লাগল সে। তারপর খড়ের বিছানাগুলোকে ওলোটপালট করে ফেলল। বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন বিছানার তলায় পাতবার জন্য প্রহরীর কাছ থেকে তক্তা কিনেছিল। নিজে সে কিনতে পারে নি। কারণ এক ফুট তক্তার দাম হচ্ছে এক শিলিং করে। শেকল বাঁধা বলে আস্তে আস্তে লাফিয়ে লাফিয়ে সে বিছানার তলা থেকে তক্তাগুলো নিয়ে এসে জলের ওপর ভাসিয়ে রাখল। পাশাপাশি এক-একটা তক্তার ওপর অন্যটা চাপিয়ে দিল। তারপর জলের মধ্যে নেমে দুই পা ফাঁক করে তক্তার ওপর বসতে গিয়ে দেখল যে, চাপ লেগে তক্তাগুলো ডুবে যাচ্ছে। খড়ের বিছানা হাঁতড়ে আরো কয়েকটা তক্তা নিয়ে এল সে। এবার আর ডুবে যাওয়ার ভয় রইল না। নিজের কম্বল ছিঁড়ে নিয়ে তক্তাগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলল জন।

ভেলার ওপর বসে পা দিয়ে ঠেলা মারল। তারপর হাত দিয়ে জল টানতে লাগল সে। যতই সাবধানে টানুক না কেন হাতে শেকল বাঁধা বলে জল ছিটকে পড়বার আওয়াজ হতে লাগল। অবিশ্যি আংঠার আগুনের আলো টুকুর আড়ালে যাওয়ার জন্য অল্প একটু পথই পার হতে হল ওকে।

জন উলফ বহুক্ষণ ধরেই ভাবছিল পালাবার সময় কোন্ নালীটা ধরবে সে। কিন্তু কোনো কিছু ঠিক করতে না পেরে একেবারে শেষের নালীটাই ধরল। এখানে প্রবেশ করবার পর জল ছিটকে পড়বার আওয়াজটা গেল কমে। জলের সমতল উচ্চতা আর নালীর সিলিংটা ওপরে নিচু বলে পেছনের আলো সীমিত হয়ে গিয়েছে। পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলতেই ওর মনে হল অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে সে। সামনের দিকে পথটা বাঁক নিয়েছে বলে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না। ঐ বাঁকটা পর্যন্ত ধীরে ধীরে জল টেনে টেনে এগিয়ে এল। তারপরেই পুরোপুরি অন্ধকার। উলফ বুঝতে পারল ভেলার সামনের দিকটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেল। ধাক্কাটা জোরে লাগে নি বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও টাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে প্রায় ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি হাত দুটো তুলে পাহাড়ের গায়ে ঠেকা দিয়ে কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে। সে এখন বুঝতে পারল স্রোতের জলের উচ্চতা সিলিং এর সমান সমান। বেরুবার পথ নেই। চারদিকে চেয়ে চেয়ে জলের উচ্চতা বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর নিশ্চিত হয়ে ভেলাটাকে ঘোরাতে লাগল।

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ঘোরাবার মতো জায়গা পেল না সে। অতএব সেখান থেকে ফিরতে হল। এ একটা শ্রমসাধ্য এবং কষ্টকর ব্যাপার। হাত দুটো ক্লান্তিভরে হেঁচড়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, পা দুটো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছে। শুধু গোড়ালির ক্ষতগুলোতে ঠাণ্ডার দরুণ যন্ত্রণাবোধটা লোপ পায় নি।

যখন সে বালির পাড়, এলোমেলো খড়ের বিছানা আর আংটাগুলোর কাঠকয়লার আগুন দেখতে পেল তখন সে নিদারুণ শ্রান্তিহেতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। তক্তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে রাখল উলফ। নিত্যকার অভ্যাস বশতঃ অ্যালির কাছে মনে মনে চিঠি লিখতে লাগল সে।

ডান দিকের স্রোতটা ছাদ পর্যন্ত উঁচু। অতএব ঐ পথ ধরে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অন্য পথটা ধরবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু হাত দিয়ে জল টানা খুবই কষ্টের কাজ।

তারপর হঠাৎ ওর খেয়াল হল আরো একটা দিন অপেক্ষা করে বসে থাকা অসম্ভব। পঞ্চাশ ফুট পথ জল টেনে পাড়ে ফিরে যেতে যতটা সময় লাগবে প্রায় ততটাই সময় নেবে অন্য নালীটায় গিয়ে পৌছতে। যেদিকেই যাক না কেন ফিরে গিয়ে খড়ের তলায় তক্তাগুলোকে রেখে দেওয়ার সময় পাবে না আর। বিছানা নিয়ে কেউ বাঁদরামি করলে তাকে জলে ফেলে দিয়ে নাকানি-চোবানি খাওয়ায় ওরা। তারপর জামাকাপড় শুকোতে দু' সপ্তাহ লাগে।

পরের নালীটা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে বলে ঠিক করল জন।

জল টানার শব্দটা আবার যেন ওপরের সেই ঝাঁঝরিটার তলায় দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেতে লাগল। কিন্তু দ্বিতীয় নালীটার ভেতর ঢুকে পড়ার পর শব্দটা আবার বন্ধও হয়ে গেল।

এক শ ফুট পথ পার হওয়ার জন্য একঘণ্টা ধরে চেষ্টা করছে সে। একটা

পরে বন্দীরা সবাই ফিরে আসবে। যতক্ষণ জলের ওপর আলোর রেখা দু'-একটা ভেসে রইল ততক্ষণ জল টানা বন্ধ করল না সে। তার পর ছোট্ট একটা বাঁক ঘুরে এসে থেমে গেল জন।

হঠাৎ একটা নতুন উত্তেজনা অনুভব করল সে। সারা দেহ ঘামে ভিজে গিয়েছে। বহু মাস পরে এই প্রথম ওর গা থেকে ঘাম বেরুলো। দুর্বল বোধ করছিল, যেন ঘাম বার করবার জন্যই দেহের সবটুকু শক্তি জল টানার কাজে প্রয়োগ করেছিল সে। কিন্তু দুর্বল বোধ করলেও মনে একটু সাহসের সঞ্চার হল। কারণ ঘাম বার করবার মতো কাজটাও অন্ততঃ করে উঠতে পেরেছে।

এই সাহসটুকুই জল টানবার শক্তি জোগাল ওর হাতে। চারদিকে পাথরের দেওয়াল ঘেরা জায়গা থেকে পেছনে অনেকটা দূরে শেকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনতে পেল উলফ। বন্দীরা মই দিয়ে নিচে নেমে আসছে। জল টেনে এগিয়ে চলল জন।

এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কোনো রকমে কষ্টেসৃষ্টে নালীটার ধার ঘেঁষে জল টেনে টেনে এগিয়ে চলল সে। যখন পেছন দিকে ওর নাম ডাকতে লাগল তখন সেই শব্দটা খুবই অস্পষ্টভাবে কানে এসে পৌছল তার। প্রতিধ্বনিটা যেন নালীর ভিতরে এসে ফিস ফিস করে তার নাম ধরে ডাকছে! জন উলফ, জন উলফ—তারই উদ্দেশে যেন এই চাপা কণ্ঠের আহ্বান, যে চলে যাচ্ছে এই পৃথিবী ছেড়ে।

হাত দুটো ওপরে তুলছে আর নিচে নামাচ্ছে। অনেকটা পথ পার হতে হয়েছে। কি করছে সে সম্বন্ধে এখন আর পুরো সচেতন নয়। ভেলাটা দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেতেই একপাশে জলের মধ্যে ছিটকে পড়ে গেল সে। এই জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না উলফ। আকস্মিক ধাক্কা লাগার ফলে কম্বলের টুকরোগুলো গেল ছিঁড়ে। তক্তাগুলো সব আলাদা হয়ে ভাসতে লাগল। ভেবেছিল ডুবে যাবে বুঝি। তারপর জলের তলাটা পায়ে ঠেকতেই মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়াল সে। অন্ধকারের মধ্যে ওর ভেজা মুখের ওপর এক দমক ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ লাগল।

জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল সে। জলের তলায় মাটিটা মসৃণ, কিন্তু জল ক্রমশই গভীর হতে হতে থুতনি পর্যন্ত ডুবে গেল। জন বুঝতে পারল

দিক্ নির্ণয়ে ভুল হয় নি। কারণ সামনের দিক থেকে তখনো ওর কপালের ওপর বাতাস লাগছিল।

তক্তাগুলো নাগালের বাইরে চলে গেল। অবিশ্যি তাতে কিছু এসে গেল না। কারণ অন্ধকারের মধ্যে কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে জোরে জোরে বলতে লাগল জন উলফ: "প্রিয়তমা অ্যালি, আমার মুখ পর্যন্ত জল। ক্রমশই গভীরতর হচ্ছে। কিন্তু সামনের দিক থেকে হাওয়া আসছে। এখন ফিরে যাওয়া অসম্ভব বলে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলাম। স্থির হয়ে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ডুবে যাওয়াই ভাল। জলটা যে খুব ঠাণ্ডা তা নয়, তবু মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছি। এছাড়া আমি ভাল আছি এবং আশা করি তুমিও ভাল..." গভীরভাবে শ্বাস টেনে সামনের দিকে লম্বা পা ফেলল সে।

ওর থুতনি আর গলার তলায় জল নেমে এল। কণ্ঠাস্থির তলায় হাওয়া লাগছে। আরো একবার শ্বাস টেনে এক পা এগিয়ে যেতেই জলের উচ্চতা নেমে পড়ল কোমর পর্যন্ত। চিৎকার করে উঠল সে।

চিৎকার করল বটে, কিন্তু আওয়াজটা ক্ষীণ। হঠাৎ সে তলার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল বলে জলের শব্দে চিৎকারটা ঢাকা পড়ে গেল। গোড়ালির সঙ্গে বাঁধা শেকল দুটো হাতের মুঠোতে দৃঢ়ভাবে ধরে নিয়ে একটা সরু স্রোতের হাঁটুজলের মধ্য দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছিল জন। ওর চারদিকে এবার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল। দু' গজ রাস্তা এগিয়ে আসবার পর আবার সে চিৎকার করে উঠল। ডান দিকের দেয়ালে আলো দেখতে পেয়েছিল। খুব ক্ষীণ বটে, কিন্তু সত্যিকারের দিনের আলো। বাঁ দিকের মোড়টা ঘুরে আসতেই দেখল জলের ওপর ঝলমল করছে আলো। স্রোতটা এখানে বেশ দ্রুত গতিতে ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের তলার দিকে বয়ে চলেছে। সুড়ঙ্গটা ছোট হয়ে একটা পয়োনালীর আকার ধারণ করেছে। নিচু হয়ে হাঁটুভেঙে বসে জায়গাটা পার হতে হল। জলের মধ্যে পা টেনে হাঁটতে হাঁটতে অন্য একটা মোড় ঘুরতেই সামনে দেখতে পেল অক্টোবর মাসের অরণ্যের ধূসর রঙ।

কিন্তু অরণ্য আর ওর মাঝখানে রয়েছে সিঙ বসানো কাঠের দরজা।

এতোটা পথ এমন প্রাণান্তকরভাবে হেঁটে এসে দরজাটা চোখে পড়তেই

বিস্মিত হয়ে গেল এবং আঘাতও পেল সে। ওর কাছে দরজাটা যেন মানুষের অধার্মিকতার একটা বিদ্বেষপূর্ণ অভিব্যক্তির মতো মনে হল। বিচার করে ওকে জেলে পাঠাবার ব্যাপারটার চেয়েও এটার মধ্যে যেন আরো বেশি শয়তানির পরিচয় রয়েছে।

ক্লান্ত দেহে অতিকষ্টে দরজার কাছে এসে তলার দিকে একটা সিকের ওপর হাত রেখে তার ওপর মাথাটা ফেলে রাখল উলফ। আবার ওর দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখ বন্ধ করে দেহটাকে দিল সিথিল করে।

ওর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাও কাঁপতে লাগল। চোখ খুলতেই মনে হল দরজার কাঠ খুব পুরনো এবং লোহার সিকগুলোতেও মরচে ধরে গিয়েছে। একটা পাথরের গায়ে পা ঠেকিয়ে দরজার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে গেল সে।

সবসুদ্ধ নিয়ে ভেঙে পড়ল জন। পাহাড়ের ঢালু দিয়ে দরজাটার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষ বারের মতো ঠন্‌ঠন্ আওয়াজ হল শেকল দুটোতে। তারপর গড়াতে গড়াতে ঢালুটার তলায় এসে চিং হয়ে থেমে গেল। পাহাড়ের মাঝখানটা চোখে পড়ল ওর। নিশ্চল হয়ে শুয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জন উলফ।

ওপরে থেকে অবিরাম ধারায় বৃষ্টির ঠাণ্ডা জল ঝরে পড়তে লাগল।

হাতুড়ি

বনের মধ্য দিয়ে দু'ঘণ্টা হেঁটে মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করল জন উলফ। সূর্যাস্তের ঠিক পরেই একটা নতুন রাস্তা পেয়ে গেল। সেই রাস্তা ধরে একটা পশুচারণভূমিতে এসে পৌছে গেল।

পশুচারণভূমিটা ক্রমশ ঢালু হয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গিয়েছে। সেখানে রাস্তার ধারে ছোট্ট একটা বাড়ি দেখতে পেল সে। বাড়ির সংলগ্ন কাঠের একটা গোলাঘরও রয়েছে। বাড়িটার মাথার ওপর দিয়ে একটা চিমনি

উঠে এসেছে। দেখে মনে হয় কামারশালা। জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়ছিল বলে ভেজা ইঁটগুলো চকচক্ করছিল।

মাথার ওপরে অবিশ্রান্ত জল পড়ছে ওর। থেমে গিয়ে রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভেতরে আগুন জলছিল। সারা পৃথিবীটাই যেন ভেজা আর ঠাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।

সেই সময় একটা লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গোলাঘরের দিকে চলে গেল। ভাগ্য এতো সুপ্রসন্ন যে জন উলফ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে দেখল, একটা ঘোড়া নিয়ে এসে লোকটা চলে এল সামনের দরজার কাছে। বৃষ্টি আটকাবার জন্য গায়ে শাল জড়িয়ে একটু পরেই একটি স্ত্রীলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। লোকটি তখন ঘোড়ার পশ্চাৎস্থিত অতিরিক্ত গদীটার ওপর তুলে দিল তাকে। তারপর ঘোড়াটার সামনের দিকে চেপে বসে লোকটি চিৎকার করে কাকে যেন বলল যে, যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ যেন দরজাটা হুড়কো দিয়ে বন্ধ করে রাখে।

ভেতর থেকে জবাব দিল একজন। কণ্ঠস্বরটা যে একটা নিগ্রো স্ত্রীলোকের জন উলফ বুঝতে পারল তা। লোকটি বলে গেল দু' ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে তারা। পা দিয়ে খোঁচা মেরে ঘোড়া চালিয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তলার রাস্তায় নেমে গেল সে।

চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন উলফ পাহাড়ের পাশ দিয়ে নেমে এসে প্রথমে পাকা বাড়িটার সামনে চলে এল। কামারশালা হবে মনে করে দরজাটা খুলে ফেলল সে। উনোনে প্রচুর কাঠ জলছিল। সেই আগুনের আলোয় নেহাইটা এবং কয়েকটা হাতুড়ি আর উখা দেখতে পেল।

বোধশক্তিহীন মানুষের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল জন। নিঃশব্দে কাজ করবার কোনো চেষ্টাই করল না। একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে হাতকড়ার মুখটাতে আঘাত করতে লাগল। ওপরে তুলে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা সহজ হল না। ঠাণ্ডা বলে লক্ষভ্রষ্ট হয়ে যেতে লাগল। ঠিক জায়গায় না লেগে হাতুড়ির মুখটা লোহার ওপর থেকে ফসকে গিয়ে হাতের ওপর আঘাত করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতকড়ার মুখটা কেটে গেল এবং হাত থেকে বার করে নিল সেটা। কব্জিতে মরচে ধরার দাগ লেগে ছিল। মিনিট খানিক সেই দাগটা চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে হাতের পেশীগুলোকে

ঢিলে করে নিয়ে হাতটা সে তুলে ধরল ওপর দিকে। যেন আকাশের বুকে ঘুষি মারবার মতো আগ্রহ হল ওর।

অন্য শেকলটা সহজেই এবার ভেঙে ফেলে দিয়ে গোড়ালির বেড়ি দুটোকে ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল। ভাঙা সহজ হল না। কারণ লক্ষ্যের মধ্যে নেহাইয়ের ওপর পা রেখে হাতুড়িটা ওপরে তুলে বেড়িতে আঘাত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত পা দিয়ে ঠেলা মারা নেহাইটাকে উল্টে দেওয়ার কথা ভাবল।

উল্টে দিতে সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করতে হল ওকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুলতে লাগল নেহাইটা। ঠিক করে আবার বসিয়ে দেওয়ার আগেই ভীষণ আওয়াজ করে পড়ে গেল ওটা মনে হল আওয়াজটার প্রতি জন উলফের মনোযোগ নেই। পরমুহূর্তেই নিগ্রো স্ত্রীলোকটির তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেল সে। মুখটা ওপর দিকে তুলে স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের স্বর মেলালো জন—যেন গিরিগুহার সেই স্বরের খেলা এখানেও শুরু হয়ে গেল।

তারপরেই বেড়ি ভাঙার কথাটা মনে পড়ল ওর। নেহাইয়ের ওপর পা রেখে এবার সে দু'হাত দিয়ে হাতুড়িটা ধরে অর্ধবৃত্তাকারে সবেগে আঘাত করল বেড়ির ওপর। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বেড়িটা। একটা আঘাতে দ্বিতীয়টাও ভেঙে ফেলল সে।

নিগ্রো স্ত্রীলোকটা তখনো ঘরের ভিতরে চিৎকার করে চলেছে। মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরে ওর চিৎকার শুনতে শুনতে জন উলফের চোখ দুটিতে একটা অদ্ভুত ধরনের চতুরতার ভাব ফুটে উঠল।

যে-হাত দিয়ে হাতুড়িটা ধরে রেখেছিল সেই হাতটা মৃদু ঝাঁকি পেয়ে দুলতে আরম্ভ করল। হঠাৎ সচেতন হয়ে হাতের দোলানিটা বন্ধ করে দিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ক্রমশই উত্তেজনা বাড়ছে। ঘন ঘন শ্বাস টানছে আর ত্যাগ করছে।

প্রথম পা বাড়াতেই প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অতি সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে এসে আরো এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। পেছন দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কৃষ্ণবর্ণের স্ত্রীলোকটির ভয়মিশ্রিত চিৎকারটা উপভোগ করছে সে। হাতুড়ি

সুদ্ধ হাতটা আবার একটু ঝাঁকি দিয়ে উঠল। বসতবাড়িটার দিকে হাঁটতে লাগল জন।

শেকল পরে চলা ফেরা করতে করতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ওর একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেকলের ওজন থেকে মুক্ত হওয়ার পর ভারসাম্য রক্ষার বোধশক্তিটা গেল লোপ পেয়ে। গড়িয়ে পড়ার মতো ভঙ্গীতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। উঠোনের কাদার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বার লাফ মেরে ওপরে ওঠবার সময় পদক্ষেপের দৈর্ঘ্যটা সে মেপে দেখল। কষ্টেসৃষ্টে আরো বেশি ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে দেউড়ির তলায় এসে দাঁড়াল। প্রথমবার দরজায় জোরে আঘাত করতেই স্ত্রীলোকটির চিৎকার গেল থেমে।

প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে দরজার ওপর দ্বিতীয়বার মৃদু আঘাত করল উলফ। তার ফলে স্ত্রীলোকটি আবার চিৎকার করতে শুরু করে দিল। দরজার গায়ে কান পেতে শুনতে লাগল সে। তারপর যখন চিৎকারটা থেমে গেল তখন গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ডুবে গেল বাড়িটা। শুধু ছাদের কার্নিশ বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

ফোঁটা পড়ার শব্দের প্রতি মনোযোগটা ওর বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোকটির বিলাপ-কান্নার আওয়াজটা সে শুনতে পায় নি। যখন শুনল, উলফ তখন বুঝতে পারল, স্ত্রীলোকটি চোরের মতো পা টিপে টিপে বাড়ির পেছন দিকে চলে যাচ্ছে।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জন। দু'হাত দিয়ে হাতুড়িটা তুলে ধরে দরজার ওপর প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। চার সের ওজনের হাতুড়ি। দরজার একটা তক্তা ভাঙতে বার ছয় আঘাত করতে হল। দরজাটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করবার জন্য মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। ইত্যবসরে স্ত্রীলোকটির কথা ভুলে গেল সে।

একটা একটা করে দরজার প্রতিটি তক্তাই সে ভাঙল। হাতুড়ি পিটিয়ে ভেতরের হুড়কো আর তার লোহার ব্র্যাকেট দুটোও দিল ভেঙে। তারপর আলোকিত ঘরটিতে ঢুকে পড়ল সে।

ঘরের চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল। তার ওপরে একটা কেটলী চাপানো রয়েছে। জল ফুটছে তাতে। এক বছরের ওপর নলওয়ালা কেটলী দেখেনি

জন। হাত থেকে হাতুড়িটা পড়ে গেল। চুল্লীর সামনে পাথর দিয়ে বাঁধানো জায়গাটার ওপর পড়ল বলে ঢং করে একটা আওয়াজ হল। কিন্তু ওখানেই ফেলে রাখল হাতুড়িটা, তুলে নিল না আর।

উলফ ভেবেছিল যে, স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে সে। প্রকৃতপক্ষে পা দুটো ক্রমাগত জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটির কথা কিছুই আর মনে নেই। এমন কি স্ত্রীলোকটি যখন অলক্ষিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দেখতে এল লোকটা কি করছে তখনো সে তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল না। মোটা মোটা ঠোঁট দুটো হাঁ করে খুলে ধরে গোলাকৃতি চোখের মণি দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উলফকে লক্ষ্য করছিল সে।

লোকটা এতো রোগা যে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। হাল্কা তামাটে রঙের উসকোখুসকো চুলগুলো ঘাড়ের ওপর ঝুলে পড়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটা সাদা চুলও দেখা যাচ্ছে। দাড়িটা জট পাকিয়ে রয়েছে। গায়ের শার্ট শতচ্ছিন্ন, ট্রাউজারটা নোংরা আর ভেজা। পায়ে জুতো নেই। পা থেকে রক্ত পড়ছিল। চুল্লীর সামনে পাথর দিয়ে বাঁধানো জায়গাটার ওপর রক্ত দেখল সে। তারপরেই লোকটার কব্জি আর গোড়ালিতে শেকল বাঁধার ক্ষতগুলো চোখ পড়ল ওর।

"ভগবানের দোহাই", নিগ্রো মেয়েটি বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ভিখিরী নও?"

থুতনিটা জন উঁচু করল বটে কিন্তু কেটলী থেকে কাচের মতো চকচকে চোখের মণি দুটো সরাতে পারল না। বলল সে, "এক পেয়ালা চা যদি পেতাম" রুগ্ন ব্যক্তির মতো বসে পড়ল উলফ।

নিগ্রো মেয়েটা একটি তরুণী। গভীর কৌতূহল আর সহানুভূতির উদ্রেক হল তার। "তুমি একজন কয়েদি," ঘোষণা করল সে। উলফ অস্বীকার করল না বলে মাথা নাড়িয়ে মেয়েটা বলল, "যখনি তোমায় আমি দেখছিলাম তখনি মনে মনে বলেছিলাম, লিজা, এ হচ্ছে গিয়ে একজন কয়েদি। আমার পুরনো মনিবের মতো একেও জেলে ভরে দিয়েছিল। সেও এমনি করে পালিয়ে এসেছিল।" সামনে এগিয়ে এসে বলল সে, "নিশ্চয়ই চা দেব তোমায়। কিছু খাবারও আনছি।" বিশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে করতে বক্-বক্ করে চলল মেয়েটা, "সৎলোকদের ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পুরনো

মনিবের কাছ থেকে আমায় ওরা নিয়ে এল এখানে। মিস্টার ফেলপস্ হচ্ছেন নিরাপত্তা কমিটির একজন প্রতিপত্তিশালী সভ্য। আমার পুরনো মনিবদের যখন ধরে নিয়ে গেল তখন মিস্টার ফেলপস্ আমায় নিয়ে এলেন। আজকে রাত্রে তিনি কমিটির সভায় যোগ দিতে গিয়েছেন। আগে তিনি একাই যেতেন। কিন্তু আজকাল ঘোড়া থেকে পড়ে যান বলে মেমসাহেবও তাঁর সঙ্গে যেতে আরম্ভ করেছেন। । অনেক মেয়েদেরই যেতে হচ্ছে এখন। পুরুষদের যেমন আলাদা দল, মেয়েদেরও তেমনি নিজেদের মদ খাওয়ার আলাদা পার্টি।”

চা-এ চুমুক দিতেই কেঁপে উঠল জন উলফ। গরম চা-এর ছেঁকা লাগল মুখে, কিন্তু স্বাদটা এতো গভীরভাবে ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল যে, চা খাওয়া বন্ধ করতে পারল না। উষ্ণ অনুভূতিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে নিগ্রো মেয়েটা এক টুকরো ভারী রুটি আর শুয়োরের একখণ্ড ঠাণ্ডা মাংস দিল ওকে। গর্বের মনোভাব নিয়ে উলফকে লক্ষ্য করতে লাগল।

“কোথায় যাবে তুমি ?” মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করল সে, “এখানে তুমি থাকতে পারো।”

“না,” বলল জন উলফ, “আমি কানাডায় যাব।”

“এই অবস্থায় তুমি যেতে পারবে না।” সাহস পেয়ে মেয়েটা বুক ফুলিয়ে গালের দিকে হাত তুলে বলল, “দাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না। চেঁছে দেব আমি। আমার পুরনো মনিবের দাড়ি কামিয়ে দিতাম আমি।”

চুপ করে বসে থাকতেই ভাল লাগছিল উলফের। কালো চামড়ার মেয়েটা তার মনিবের ক্ষুর নিয়ে এসে দাড়ি কামিয়ে দিল ওর। চুলও দিল ছেঁটে। তারপর দোতলায় গিয়ে খুঁজেপেতে এক জোড়া পুরনো জুতো, একটা কোট আর একটা ট্রাউজার নিয়ে এল।

· “তোমার গায়ে এগুলো সাংঘাতিক বেমানান ঠেকবে। কিন্তু শেকলের দাগগুলো তোমায় ঢেকে রাখতে হবে তো।”

নিজের কাজের জন্য গর্বিত বোধ করল সে। ছুঁড়িটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে। বেশ কচি বয়স।

“ধন্যবাদ”, জন উলফ বলল, “আমি বরং এবার চলি।”

"আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?" অনুরাগের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল মেয়েটা।

"অ্যালিকে খুঁজে বার করতে হবে।" বলল জন।

"আমি তোমায় সাহায্য করব।"

"না। অনেক দূর। নায়েগ্রায় যাচ্ছি আমি।"

শক্তি ফিরে আসছে বলে অনুভব করল উলফ। ওখানে যাওয়ার কথা আগে সে ভাবেনি। এখন মনে হল ওখানে গেলে কেউ না কেউ অ্যালির খবর বলতে পারবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিগ্রো মেয়েটা বলল, "মনে হচ্ছে তুমি কিছুতেই আমাকে সঙ্গে করে নেবে না। মনে হচ্ছে এখানেই আমাকে পড়ে থাকতে হবে।"

অপাঙ্গদৃষ্টিতে উলফের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"বৃষ্টির মধ্যে আমাকেও বেরিয়ে পড়তে হবে দেখছি," কোনো সাড়া না পেয়ে মেয়েটা বলল, "শোনো, ঐ হাতুড়িটা দিয়ে দু'ঘা মারো আমায়।"

কেঁপে উঠে উলফ বলল, "না।"

"তা হলে আমায় বলতে হবে যে, এখানে তুমি ঢুকে পড়ে ঐসব কাপড়-চোপড় আর জুতো জোড়াটা জোর করে নিয়ে গিয়েছ। নইলে মিস্টার ফেলপস্ মেরে আমার হাড় গুঁড়ো করে দেবেন। তিনি তেমন চালাক-চতুর নন। এখানকার কোনো লোকই চালাক-চতুর নয়।"

হাতুড়িটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জন উলফ। তারপর বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল সে। নিগ্রো মেয়েটা পেছন থেকে ডেকে কর্কশ স্বরে বলল, "বাঁ দিকের রাস্তা ধরে যেও। ঐ পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেল ক্যানানে গিয়ে পৌছতে পারবে।"

কোনো কথা বলল না জন, এগিয়ে যেতে লাগল।

॥ ৪ ॥

নায়েগ্রা

নভেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়ে এল। বিকেলের গোড়ার দিকে অল্প অল্প তুষার পড়তে আরম্ভ করেছে। বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে তুষারের কুচি ভেসে আসছে, যদিও হাওয়া আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোনায় ঘন মেঘ জমে রয়েছে। মনে হয় ঝড় উঠবে।

দুর্গের দেওয়ালগুলোতে বাদামী রঙ ধরেছে আর মনে হচ্ছে, বেশ খানিকটা যেন নিচু হয়েও গিয়েছে। এমনকি পাথরের তৈরী মেস-বাড়িটা আর তার দু'পাশের দুটো আত্মরক্ষার উঁচু বুরুজ যেন হ্রদ আর আকাশের সমান্তরাল বিস্তৃতির মাঝখানে গাদাগাদিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নদী আর জমির সমতল জায়গাটা ঠাণ্ডায় ধূসর রঙ ধারণ করেছে। সৈনিকদের ব্যারাক আর অফিসারদের মেস্-বাড়ির পাতলা ধোঁয়া পড়ন্ত তুষারকুচির মধ্যে দিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। গেটের বাইরে ফাঁদ পেতে পশু-পক্ষী শিকারী, ব্যবসায়ী এবং বেসরকারী বনরক্ষকদের চালাঘরগুলো দেখলে মনে হয় গ্রামটা যেন কোনোরকমে বেঁচে রয়েছে। তাদের বাড়িগুলো এবং ইণ্ডিয়ানদের ছোট্ট একটা শিবির থেকেও ধোঁয়া উঠছিল ওপরে। ব্যারাক আর মেস্-বাড়িটার ধোঁয়া ওপরে উঠে মিশে যাচ্ছে ওখানকার ধোঁয়ার সঙ্গে।

লোকজনেরা এলোমেলোভাবে হেঁটে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হচ্ছে, এরা যেন সবাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বেশি বলছে না এবং আগ্রহহীন দৃষ্টিতে একমাস্তলওয়ালা ক্ষুদ্র একটা জাহাজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছিল জাহাজটা। হ্রদের জল যে-কোনো দিন জমে বরফ হয়ে যেতে পারে। এপ্রিল মাসের আগে অন্য কোনো জাহাজ আর ঘাটে লাগবে না। এটাই শেষ জাহাজ।

একদল সৈন্য তাদের লাল টকটকে কোট গায়ে দিয়ে ইণ্ডিয়ান আর শ্বেতকায় লোকদের ভেতর দিয়ে মার্চ করতে করতে নেমে এল অস্থায়ী জাহাজ-ঘাটের মুখ পর্যন্ত। বন্দুকের বাঁটগুলো মাটির ওপর ঠেকিয়ে রেখে সামরিক

কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। বেশি লোকের ভার বহন করবার মতো শক্ত নয় ঘাট। এর আগের জাহাজটা যখন এসেছিল এখানে তখন জলের তলায় ঘাটটা ডুবে গিয়েছিল এবং সামনের অংশটা ভেঙে পড়েছিল। তবিশ্যি এই জাহাজে করে যে অনেক কিছু জিনিসপত্র আসছে তেমন আশা কারো নেই......

জাহাজের সামনের ডেক্ থেকে জন উলফ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, কূলের মাটি ক্রমশই নিচু হয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। জনতার মুখের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যহীনভাবে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল সে। নায়েগ্রায় পৌছতে ছ'সপ্তাহ লাগল তার। চেহারাটা শুক্নো দেখাচ্ছে। অত্যধিক হাঁটার ফলে পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মুখের ফেকাশে ভাবটা আর নেই।

উত্তরদিকের মুখে এসে হাডসন নদী পার হয়ে সে বল্স্টন গ্রামে এসে পৌছেছিল। সেখানে দৈবক্রমে কেনেডি আর মিলার নামে দুটি লোকের সঙ্গে চেনা হয়ে গেল। সেইণ্ট জন থেকে পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তারা। ভেলায় করে চ্যামপ্লেন নদী পার হয়ে শত্রুরাজ্যের ভেতর দিয়ে ষাট মাইল পথ হেঁটে এসেছে। যেদিন জন উলফ এসে পৌছিল সে দিন ওরা ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল। ওকে তারা সঙ্গে নিয়ে গেল। সেইণ্ট জনে এসে উলফ শুনল যে, মেজর জন বাটলার নায়েগ্রার সৈন্যশিবিরেই রয়েছে। অনেকেই বলাবলি করছিল যে, বাটলার তার নিজের সৈন্যদল গঠন করবার জন্য লোকজন ভর্তি করছে। এছাড়া আর কেউ বিশেষ কিছু জানে না। তবে হাঁ, বাটলারের মতো একজন ভাল লোকের অধীনে কাজ করা যেতে পারে। ইচ্ছে করলে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার কাজও নেয়া যায়।

জাহাজটা ঘাটে লাগতেই ওপর থেকে লোকজনেরা ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল। জাহাজের নাবিকরাও চিৎকার করে জবাব দিতে লাগল। বিশেষ কোনো কথা কেউ বলছিল না। বলবার মতো কথা কিছু ছিলও না।

ঘাটের বরাবর জাহাজটাকে দড়ি বেঁধে টেনে আনা হল। কোনোরকম অনুষ্ঠান ছাড়াই সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র নামাতে লাগল ওরা। কারণ জল জমে যাওয়ার আগে হ্রদ পার হয়ে ফিরে যেতে চায় জাহাজের ক্যাপটেন।

ছোট আকারের পাইপ টানতে টানতে জন উলফের পাশে এসে দাঁড়াল

সে। হাতে বোনা লাল টুপীর পেছনদিকটা লেজের মতো তার গালের পাশে ঝুলে রয়েছে।

বলল সে, "এখানেই তোমায় সরে পড়তে হবে।" রসিকতা করল বটে কিন্তু তা সত্বেও কণ্ঠস্বরটা তার বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠল।

জন উলফ বলল, "মিস্টার বাটলারের সঙ্গে হয়তো আমার দেখা হবে ভাড়ার টাকাটা তিনি আমায় ধার দেবেন।"

মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলে ক্যাপটেন বলল, "আসছে বছর বসন্তকালে চেয়ে নেব। তাড়াতাড়ি নেই।" আলগাভাবে পাইপের গোড়াটা চুষতে চুষতে পশ্চিমদিকে নদীর ওপারে দৃষ্টি তুলে বলল সে, "ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে।"

"ওখানে? আমি তো ভেবেছিলাম ওটাই হচ্ছে ফোর্ট।"

"ফোর্টই তো। ওখানেই ব্যারাক তৈরী হচ্ছে। পেরেক ফুরিয়ে গিয়েছে বলে কাজ শেষ করতে পারে নি। পেরেক এনে না দেওয়া পর্যন্ত মেজর বাটলারের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল। আসছে বছর বসন্তকালের আগে হয়তো এনে দিতে পারব না।"

পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ফেলল জন উলফ। নদীর ধার থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিচু নিচু কতকগুলো কাঠের ঘরের গাছের ছাল দিয়ে তৈরী ছাদ দেখা যাচ্ছে। তুষারের তলায় ওগুলোকে ফোর্টের চেয়েও আরো বেশি ঠাণ্ডা এবং গাদাগাদি দেখাচ্ছে।

"হে ভগবান," ক্যাপটেন বলল, "ওখানে কি করে যে লোকজন বাস করে বুঝতে পারছি না। ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের বাদ দিয়ে আশিজন স্ত্রীলোক আছে ওখানে। ছ' সপ্তাহের মতো খাদ্যের সংস্থানও নেই ওদের।" বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশ করে উলফের দিকে চেয়ে সে-ই জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বলছিলে না বউ তোমার হারিয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"এই রকমই হয়," মাথা নাড়িয়ে ক্যাপটেন বলল, "হয় তারা হারিয়ে যায় নয়তো ঐ রকমই কিছু একটা ঘটে।" পাইপ দিয়ে সংকেত করে পোতাধ্যক্ষ বলল, "এখানে এমন কি তাদের খুঁজে পাওয়াও যায় না। আমি তো বুঝতে পারছি না এখানে তুমি এলে কেন।" মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরে বলে

উঠল আবার, 'ঝরনার জল পড়ছে শোনো। ঐভাবে জল পড়তে শুনলেই আমার মনে হয় বরফ জমতে শুরু করবে। তুমি এবার সরে পড়তে পারো। এখানে আমি আর সময় নষ্ট করতে পারি না।"

বাক্স আর পিপে দিয়ে জাহজষাটটা ভরে উঠেছে এবার—তাতে রয়েছে জুতো, ময়দা, মদ, বারুদ, শুয়োরের মাংস, লবণে ভেজানো গরুর মাংস এবং কম্বল।

"এই সঙ্গে গোটা কয়েক পেরেক এলে মন্দ হতো না।" বলল পোতাধ্যক্ষ। উলফের সঙ্গে করমর্দন করল, "ঐ ত্থাখো, গুটি তুই নতুন রেঞ্জার এই দিকে নেমে আসছে। একজন হয়তো বাটলার। আমি তাই জাহাজের তলায় গিয়ে বসে পড়ছি।"

উলফ দেখল সবুজ কোট গায়ে দিয়ে তিন জন লোক হ্রদের উল্টো তীরে নেমে এল। তারপর ছোট্ট একটা নৌকো বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজের দিকে। নৌকোর সামনে গলুইতে পাকা চুলওয়ালা বেঁটে ধরনের একটি লোক বসে রয়েছে। তার মুখটা লাল, চোখ তুটি কালো আর ঠোঁট তুটো আইরিশদের মতো লম্বা।

"গ্র্যাঞ্জ!" চিৎকার করে ডাকল সে, "মিস্টার গ্র্যাঞ্জ—আমার জন্য পেরেক এনেছ?"

"না, আনি নি।" ক্যাবিনের ভেতর থেকে পোতাধ্যক্ষের টুপীটা একটু উঁচু হয়ে উঠল।

"কেন আনো নি?"

"পাই নি, তাই।"

"আমার লিখিত ফরমাশপত্রটা তাদের দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।"

রাগের ঠেলায় মেজর বাটলারের লাল মুখটা কালো হয়ে গেল।

"ওরা কিছু বলল কি?"

"বললে যে, পেরেক আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ডাহা মিথ্যে কথা!"

"মিথ্যে কথাটা কি আমি বলছি?"

"ওরা কি বলল?"

"ওরা বলল, 'হায় ভগবান, বুড়ো ব্যাটাটা এক পিপে পেরেক দিয়ে যেন যুদ্ধ জেতবার চেষ্টা করছে।"

জোরে শ্বাস টানল মেজর। তারপর যেন অসহায়ের মতো ভেঙে পড়ল সে। কিন্তু দাঁত বার করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "এই কথাটা প্রথমেই কেন বলো নি আমায় ?"

ক্যাপ্টেনটিও এবার দন্তবিকাশ করে হাসতে হাসতে জবাব দিল, "তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাই নি, মেজর।" স্বস্তি বোধ করার পর উলফকে সে খোঁচা দিয়ে পাশের দিকে এনে বলতে লাগল আবার, "মেজর, এই লোকটি তোমার দলে ভর্তি হতে চায়। কানেটিকাটের জম্‌সবেরী জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমি ভাবছিলাম, এক পিপে পেরেকের অভাবটা এই লোকটি পূরণ করতে পারবে। দেহটা ওর পেরেকের মতোই—কি বলো ?"

মেজরের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে সরে এসে দাঁড়াল জন। তারপর সে গভীরভাবে নিশ্বাস টেনে সতর্ক নজর দিল ওর দিকে। কণ্ঠস্বর নিচু করে বাটলার জিজ্ঞাসা করল, "নাম কি তোমার ?"

"জন উলফ।"

"উলফ ? উলফ ? নামটা যেন চেনা মনে হচ্ছে।"

"কসবীর ম্যানরে আমার দোকান ছিল।"

"হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তুমি বাটলারের রেঞ্জারদলে যোগ দিতে চাও ?" নিজের নামটা উচ্চারণ করতে বাটলার বেশ একটু গর্ব বোধ করল। এমনভাবে কথাটা বলল যেন দলটা তার সত্যি সত্যি গড়ে উঠেছে।

"হ্যাঁ, সার।"

"তুমি জেলে ছিলে তো ?"

"আজ্ঞে। গত আগস্টে এক বছর আগে আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।"

"সত্যি অনেক দিন।" লাল মুখটি শান্ত ভাব ধারণ করল। মেজর বলল, "নেমে এসো নৌকায়। চলো আমাদের সঙ্গে। এ হচ্ছে সার্জেন্ট ম্যাকলোনিস। ভ্যালির তোমাদের অঞ্চলের লোক এ। চেনো ওকে ?"

নৌকোয় উঠে যুবকটির সঙ্গে করমর্দন করল জন উলফ। লজ্জা পাচ্ছিল সে। ভাবছিল, ম্যাকলোনিসের মতো একটা গরম সামরিক পোশাক পরতে পারলে আরাম বোধ করতে পারবে। ভাল করে নজর দিয়ে পোশাকটা

দেখতে লাগল জন। সবুজ কোর্ট, বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ঈষৎ হলুদ রঙের চামড়ায় দুটো ফিতে বাঁধা। কোটের ভেতরকার কাপড়টা টকটকে লাল। কালো চামড়ার গোলাকৃতি টুপী মাথার সঙ্গে আঁটো করে বসানো। বাঁ দিকে কানের ওপরে টুপীর গায়ে দলের নিদর্শনস্বরূপ চামড়ার ফিতে বাঁধা। কপাল বেষ্টন করে টুপীর তলায় পেতলের পাত লাগানো। সবুজ রঙের মোটা পশমী সুতোর ওয়েস্টকোট, আর ইণ্ডিয়ানদের ঘরে তৈরী হরিণের চামড়ার পদআবরণী। কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা। উলফ ভাবল, বনজঙ্গলের পক্ষে পোশাকটা ভাল।

"বসো," বলল মেজর বাটলার, "ওহে শোনো তোমরা, আজ আর বোল্টনের সঙ্গে দেখা করব না। ফিরে চলো।" উলফকে উদ্দেশ্য করে বাটলারই বলল, "শুনলাম যে, টমসনের বাড়ি আর তোমার দোকনটা নাকি বিদ্রোহীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সত্যিই খুব খারাপ কথা। সেইণ্ট লোজার আর বারগয়েন যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে তাতে মনে হয় না তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে যেতে পারবে। গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে সামরিক অভিযানের জন্য একটা পুরো সাইজের সেনাবাহিনীর সাহায্য পাচ্ছি না। এমন কি তাদের কাছ থেকে পেরেক পর্যন্ত পেলাম না আমরা।"

ছোট ছোট ঢেউ এসে নৌকোটিকে আঘাত করল। দাঁড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। শব্দটা শুনলেই যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাওয়া ঠাণ্ডা এবং হাড়ে গিয়ে যেন খোঁচা মারছে।

"আমাদের নিজেদেরই যথাসাধ্য করে-কর্মে নিতে হবে," বাটলার জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বয়স কত, উলফ?"

"পঞ্চাশ।"

এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবার জন্য বাটলার যেন দম বন্ধ করে ছিল। প্রবল ইচ্ছা সত্বেও প্রশ্নটা সে করে উঠতে পারছিল না।

"স্বাস্থ্য ভাল থাকলে পঞ্চাশ বছর বয়স তেমন বেশি নয়। কিন্তু বনজঙ্গলের মধ্যে অভিযান চালানোটা পরিশ্রমের কাজ। যদি পারবে না মনে করো তা এখানেই তোমার কাজ একটা দিতে পারি।"

"ধন্যবাদ, সার। এখন আমি ততো শক্ত নই। কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। আগে আমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল।"

অন্য লোক দু'জন ওকে চেয়ে দেখছিল। সে দেখল, মেজর বাটলারও ওকে লক্ষ্য করছেন। হাতের আস্তিন দুটো ওপর দিকে উঠে গিয়েছিল বলে শেকলের ক্ষতগুলো দেখা যাচ্ছিল।

"খুবই কষ্ট পেয়েছ জানি," বলতে লাগল বাটলার, "হয়তো ভুলতে পারবে না। কিন্তু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করাই ভাল, উলফ।" তীরে এসে নৌকো ভিড়তেই বেশ ঋজু ভঙ্গীতে নেমে গিয়ে সে বলল, "আমার স্ত্রী আর ছেলে-পেলেদের আটকে রেখেছে ওরা। ওদের কারো সঙ্গে যে বিনিময় করব তারও উপায় নেই।"

"বুঝেছি, সার।" উলফের মুখে উত্তেজনার সঞ্চার হল। হঠাৎ সে বলে ফেলল, "ভ্যালির দিক থেকে কোনো স্ত্রীলোক কি এখনে এসেছে, সার?"

"কেউ কেউ পালিয়ে আসতে পেরেছে, কিন্তু কেন?" কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল বাটলার।

"আমার স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন—অ্যালিস উলফ? তার ডাকনাম অ্যালি? দেখতে একটু ফেকাশে মতো? আমার চেয়ে বয়সে একটু ছোট?"

মাথা নাড়িয়ে বাটলার অন্যদিকে চেয়ে রইল। অন্য দু'জনও তার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়াল। ম্যাকলোনিস বলল, "এখানে এলে আমরা নিশ্চয়ই জানতাম। গোপন থাকত না।" ম্যাকলোনিসের কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি প্রকাশ পেল।

"ওখানে কি চিঠি পাঠানো যায়?"

বাটলার বলল, "পতাকা নিয়ে যখন লোক যায় তখন পতাকার তলায় লুকিয়ে একটা চিঠি আমি পাঠাতে পারি। কিন্তু ঠিকানা না জানলে তার হাতে চিঠি পৌছবে বলে মনে হয় না।"

তার পেছনে পেছনে নিচু ছাদওয়ালা ব্যারাক বাড়িগুলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে জন উলফ বলল, "হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। দোকানটা পুড়ে গিয়েছে!"

হাওয়া চলাচল শুরু হওয়ার আগেই বরফ পড়তে আরম্ভ করল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিনাশকারীর দল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জার্মান ফ্ল্যাটস্ (১৭৭৭-১৭৭৮)

॥ ১ ॥

পাওনা মেটান

নভেম্বর মাসে প্রথম দিকে জার্মান ফ্ল্যাটে যদিও বার কয়েক অল্প অল্প বরফ পড়ল, কিন্তু স্থায়ী হল না। মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়ির রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই লানার মনে হল বরফ পড়বার সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে মনে তাই-ই চাইছিল সে। জারজ্ঞিফিল্ডে মাউন্ট পরিবারের ছেলে দুটিকে হত্যা করবার পর ভ্যালির প্রত্যেকেই বরফ পড়বার জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল। ওদের আর কানাডার মাঝখানে বনের মধ্যে শুধু বরফের স্তূপই এখন নিরাপত্তার প্রাচীর তুলতে পারে। যতদিন না বরফ জমে উঠছে ততদিন দুর্গগুলোর কাছাকাছি যারা বাস করছিল তারা কেউ নিরাপদ বোধ করতে পারছে না। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জার্মান ফ্ল্যাটে এসে আশ্রয় নিল। মিসেস ম্যাকক্লেনারের ওখানে গিল আর লানা উঠে এল পাথরের বাড়িটায়। নিজেদের কাঠের বাড়িটা দিয়ে দিল জো বোলিয়ো আর অ্যাডাম হেলমারকে। এরা দু'জনেই নিরাশ্রয়। কিন্তু গিল বলল যে, শত্রুরা যদি আক্রমণ করে তা হলে ওরা তিনজনে মিলে মিসেস ম্যাকক্লেনারের পাথরের বাড়িটা থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে। এটা একটা দুর্গের মতোই নিরাপদ।

গত দু'দিন ধরে খণ্ড খণ্ড জমাট বাঁধা মেঘ লম্বা লম্বা সারি দিয়ে উত্তর-পশ্চিম আকাশ থেকে ভেসে আসছিল। একটুও হাওয়া ছিল না ভ্যালিতে। মেঘ ছাড়া হাওয়া ওঠবার লক্ষণও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শুধু হঠাৎ হয়তো দেখা গেল উঁচু পাহাড়ের ওপর গাছের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়েছে।

জানালা দিয়ে দৃষ্টি ফেলতেই লানা দেখল বসত-বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে

এল জো বোলিয়ো। পাইপ থেকে তামাকের দুর্গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ওপর দিকে মুখ তুলে আকাশটা পর্যবেক্ষণ করছে। গোলাবাড়ির উঠোনে বেরিয়ে আসবার তাগিদ অনুভব করল লানা নিজেও।

বেরিয়ে এসে বোলিয়োকে জিজ্ঞাসা করল, "বরফ পড়বে বলে কি মনে হচ্ছে আপনার।"

ওপর দিকে চোখ তুলে একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথার অর্ধেকটায় টাক পড়েছে, পাতলা চুলগুলো যেন ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। "মেয়েমানুষরা হচ্ছে গিয়ে নরকের শয়তান।" অবাধে কথাটা বলে ফেলল জো।

"কেন, মিস্টার বোলিয়ো? আমি তো শুধু প্রশ্ন করেছিলাম একটা।"

গম্ভীরভাবে লানার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "কথাটা মিথ্যের নয়।" তার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট বিস্ময় প্রকাশ পেল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে হেসে ফেলল লানা। শীতকালের ধূসর রঙের গাছের সামনে ওর গাল দুটোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবং চোখ থেকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বোলিয়োর গা থেকে কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধ আসা সত্ত্বেও এই লিকলিকে অলসপ্রকৃতির লোকটিকে মন্দ লাগছিল না ওর। এবার সে কণ্ঠস্বর নম্র করে জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার বোলিয়ো, দয়া করে বলুন না বরফ পড়বে কিনা?"

দাঁত বার করে নিজের মনেই হাসতে লাগল জো। অ্যাডাম হেলমারের মতো এক স্বভাবের মানুষ নয় সে। কোনো সুন্দরী মেয়ে যদি পেটে সন্তান নিয়ে সামনে দাঁড়ায়, হেলমার তা হলে দৃশ্যটা সহ্য করতে পারে না। কারণ গর্ভাবস্থায় তার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ লোপ পেয়ে যায়। যে কোনো সুন্দরী মেয়েকেই পছন্দ করে জো এবং বিশেষ করে লানার প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠছে সে।

"নিশ্চয়ই", জবাব দিল বোলিয়ো, "খুব বেশি বরফই পড়বে। বড় রকমের ঝড় উঠবে একটা। কী ঠাণ্ডা পড়েছে বুঝতে পারছ তো। গায়ের চামড়ায় অনুভব করতে পারবে না, নাকের ফুটো দিয়ে শ্বাস টেনে ছাখো। প্রচণ্ডভাবে তুষারপাত হওয়ার আগে বুঝতে পারা যায়। ছাখো, ওখানে

চেয়ে স্থাখো!" গড়িয়ে পড়া মেঘখণ্ডের মাঝখানে একটা ফাঁকের দিকে আঙুল তুলে বলল সে, "এক মিনিট তাকিয়ে স্থাখো ওখানে।"

দেখবার জন্ত আঙুলটার বরাবর লানা কাছে এগিয়ে আসতেই পাশের দিকে বাঁকাভাবে দৃষ্টি ঘোরাল জো। লানাকে আজ বেশ সুখী মনে হল ওর। ভাবল, সত্যিকারের ভাল মেয়ে। ওকে আর অ্যাডামকে যে-ভাবে খাবার খাইয়ে আসে এবং ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে আসে তাতে ভাল না ভেবে উপায় নেই। "তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকো।" এমনভাবে কাঁধটা সরাল যে লানার কাঁধের সঙ্গে লেগে গেল। কাপড়ের ভেতর দিয়ে ওর গোলাকার নরম দেহের নৈকট্য অনুভব করছিল সে। এমন কি নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পর্যন্ত গায়ে লাগল জো-র।

"দেখুন, দেখুন, ওগুলো বেলে হাঁস না?"

"হ্যাঁ", মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে বোলিয়ো বলল, "সারা দিনই অনেক উঁচু দিয়ে ওরা সোজা দক্ষিণদিকে উড়ে চলেছে।"

হাঁসগুলোকে আসতে যেতে দেখল লানা। মেঘের পেছনে পেছনে হাওয়ার বুকে মৃদু আলোড়ন তুলে উড়ে চলেছে ওরা।

"আরো একটা কাজ করো", বলল জো, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, নড়াচড়া করো না। এমন কি নিঃশ্বাসও ফেলবে না।"

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ালে লানাকে দেখতে বেশ ভাল লাগে ওর।

"গানের সুরের মতো আওয়াজটা শুনতে বলছেন বুঝি? ওটা কিসের আওয়াজ?"

"ওটা জোরে জোরে হাওয়া বয়ে যাওয়ার আওয়াজ। পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে মাটির বুক সমতল সেখানে এই রকম আওয়াজ শোনা যায়। এখানেও আমরা শুনতে পাই হাওয়া যখন খুব জোরে জোরে বইতে থাকে।"

ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে লানার ঠোঁট দুটো লাল হয়ে উঠল এবং ফাঁকও হয়ে গেল।

"এখন তুমি বরং ঘরে চলে যাও," বলল জো, "শরীরের এই অবস্থায় তোমার সাবধান হওয়া উচিত। তা ছাড়া গিলের খিদেও পাবে। ফিরে এসেই খেতে চাইবে সে।"

"তা ঠিক," বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল লানা, "মাইনে দেওয়ার জন্য সেনা-বাহিনীর বক্শী আসবে আজ।"

"হ্যাঁ। স্থানিক সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য বকেয়া মাইনে সব পাব আমরা। ইস্ ভগবান, আমরা সবাই বড়লোক হয়ে যাব! আমার হাতে যা পয়সা আসবে তা থেকে তোমায় হয়তো একটা উপহার কিনে দিতে পারব।" চোরাগোপ্তাভাবে লানার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলল সে।

"ধন্যবাদ, মিস্টার বোলিয়ো। কিন্তু টাকা জমানো উচিত আপনার।"

"টাকা জমাবার অভ্যাস নেই আমার। অলব্যানিতে থাকতে কখনো কখনো ত্রিশ পাউণ্ড উপায় করে ফেলতাম। কিন্তু দু'বার ছুঁড়ে মারলেই ব্যাস, ত্রিশ পাউণ্ড শেষ হয়ে যেত।"

"ছুঁড়ে মারতেন মানে কি?"

"মানে, মেয়েরা হয়তো আমাকে নিয়ে একটু লোফালুফি করত।" সদম্ভে কথা বলতে লাগল সে, "অলব্যানিতে আমার মতো লোকের সঙ্গে মেয়েরা একটু লেগে থাকতে চাইত। উপায় ছিল না আমার।" কুঞ্চিত মুখের চামড়া সম্প্রসারিত হল। বলল সে, "ইস ভগবান, আমার জীবনে কতো ঘটনাই না ঘটেছে।"

"বলেন কি, মিস্টার বোলিয়ো।" আনন্দের আতিশয্যে টগবগ করতে লাগল লানা।

"তোমার সঙ্গে এমন খোলাখুলিভাবে কথা বলা আমার উচিত হয় নি।"

"মেয়েরা নিশ্চয়ই আপনার টাকাপয়সা কেড়ে নেয় নি। এখানকার কোনো মেয়ে এমন কাজ করতে পারে না।"

চোখের মধ্যে শোকার্তভাব ফুটিয়ে সে বলল, "ঐ তো মুশকিল। মেয়েরা হচ্ছে নরকের শয়তান।"

দুপুরবেলা ফিরে এল গিল আর অ্যাডাম। গুদামঘরে দড়ি দিয়ে বেঁধে জ্বালানিকাঠ মজুত করে রাখা সত্ত্বেও গাড়ি বোঝাই করে আরো জ্বালানিকাঠ নিয়ে এল গিল। নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করে একটা হরিণ অ্যাডাম তার চওড়া

ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত হল। ওরা তিন জনে ধরাধরি করে গুদামঘরে হরিণটাকে টাঙিয়ে রেখে পাথরের বাড়িটায় দুপুরের খাবার খেতে এল। মিসেস ম্যাকক্লেনারের সঙ্গে একই টেবিলে খেতে বসল ওরা। জো-র গল্প শুনতে একটা অস্বাভাবিক রকমের আনন্দ পান তিনি। অ্যাডাম হেলমার-কেও খুব পছন্দ তাঁর। যে-কোনো লম্বা চওড়া লোকই সুড়সুড়ি দিয়ে তাঁকে হাসাতে পারে। অ্যাডামের মুখের মধ্যে একটা গ্রাম্য বলিষ্ঠতা রয়েছে, দেখতেও ভাল এবং চুলগুলো তার হলদে আর লম্বা। অতএব খোঁচা দিয়ে তার আগ্রহকে সহজেই সে উদ্দিপ্ত করে তুলতে পারে।

ওদের জামাকাপড় থেকে তামাকের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। সেই গন্ধে রান্নাঘরের হাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। অ্যাডামের হরিণের চামড়ার শার্টের গায়ে ঘাড়ের ওপর রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। দাগটা তখনো ভেজা। এদের দুজনের পাশে গিলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বেশ গর্বের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে লানা। কিন্তু ওদের মতো গিলও আজ উত্তেজিতভাবে হৈ চৈ করছে। টাকা পাওয়ার আশায় তিন জনেই ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। টাকা দিয়ে যে কি করবে তা এরা কেউ ঠিক করে নি। কিন্তু গিল লানাকে আগেই বলে রেখেছিল যে, টাকাটা কাজে লাগবে ওদের। অল্প নগদ যা ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া বছরের মাইনে একশ বারো ডলার এপ্রিল মাসের আগে হাতে আসবে না। এই টাকাটা এখন কাজে লেগে যাবে। প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, জুতো এবং ফ্লানেল কাপড়ও কিনতে পারবে। শীতকালের কথা ভেবে বাচ্চার জন্য আগে থেকে এই কাপড় দিয়ে গোটা কয়েক জামা সেলাই করে রাখতে পারে লানা। এ ছাড়া বারুদ শেষ হয়ে আসছে বলে খানিকটা বারুদও কিনতে হবে (দামও বেড়ে গিয়েছে)।

লানা আর ডেইজী ওদের খেতে দিল। শুয়োরের মাংস সিদ্ধ, ভুট্টার সঙ্গে দুধ, ময়দার মধ্যে শুকনো স্কোয়াশের ফালি ভাজা আর মেইপল্ গাছের চিনির রসে ভাঁপানো আপেল। শেষের পদটা খাওয়া শেষ না হতেই মিসেস ম্যাক-ক্লেনার হঠাৎ উঠে গেলেন। মদ্য-ভাণ্ডার থেকে এক বোতল মদ এনে প্রত্যেকের হাতে এক-এক গেলাস করে পরিবেশন করলেন। বললেন তিনি, "মাইনের দিন আমার স্বামী সব সময়েই খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান পালন করতেন। তোমারও শুরু করে দাও।"

জিবের ওপর মদ ঢেলে দিয়ে জো বোলিয়ো বলল, "ম্যাডাম, আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া উচিত ছিল। তাঁর ধারণাগুলো সত্যি সত্যি ভাল।" বিনীতভাবে বলল সে। বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে অ্যাডামের কানে কানে জো-ই আবার বলল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি সেই শক্তিশালী আইরিশটি খুব ঠেসে মদ খেত।"

ওদের বেরিয়ে যেতে লক্ষ্য করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। "ঐ দ্যাখো।" লানাকে বললেন তিনি, "বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে।"

স্তরে স্তরে গঠিত সাদা সাদা তুষারের কুচি ভ্যালির ওপর উড়ে পড়ছে। এরই মধ্যে ধুলোর প্রলেপের মতো ছড়িয়ে পড়ছে মাটির ওপর। ওরা তিন জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ডেটন দুর্গের দিকে এগিয়ে চলেছে আর মাটির ওপর লেগে থাকছে ওদের পায়ের দাগ।

"ভগবান," বিধবাটি বললেন, "ওরা তিনটি বড় ভাল ছেলে।" তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে লানার গলা জড়িয়ে ধরলেন। ঘোড়ার মতো মুখটা তাঁর একটু কোমল হল। "ওপরে চলো," বললেন তিনি, "খেতে আসবার আগে আমি একবার চিলেকোঠায় গিয়েছিলাম। কয়েকটা জিনিস খুঁজে রেখেছি, হয়তো বাচ্চার কাজে লাগবে সেগুলো।"

আশ্চর্য হয়ে লানা ভাবল, মিসেস ম্যাকক্লেনার এমন কি জিনিস খুঁজে রেখেছেন যেগুলো বাচ্চার দরকারে আসতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বাড়ির ভেতরটা ক্রমশই গরম বোধ হতে লাগল। তারপর যখন চোরা দরজা দিয়ে চিলেকোঠায় গিয়ে ঢুকল তখন আবার ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল।

ঘরটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। কানাওয়ালা ছাদের প্রান্তস্থ ছোট্ট একটা জানালার গা দিয়ে তুষার গড়িয়ে পড়ছিল। মেঝের ঢিলে পাটাতনগুলো বিধবাটির পায়ের চাপে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছিল। তারপর হঠাৎ তিনি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "এইগুলো রেখেছি।"

লানা নিচের দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখল, ওখানে একটা দোলনা, কয়েকটা কম্বল, একটা ছোট প্লেট আর একটা রুপোর চামচে রয়েছে।

ভোঁস ভোঁস করে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন বিধবাটি। শুকনো গাল দুটিতে টোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তার রক্তিমাভ হয়ে উঠল।

"বার্নের অধীন একটি সৈনিক ঐ দোলনাটা তৈরি করেছিল। অন্য জিনিসগুলো বার্নে নিজেই সংগ্রহ করে এনে একটু রসিকতা করবার জন্য বিয়ের রাত্রে আমায় দেখিয়েছিল। মনে পড়ছে কী ভীষণভাবে হেসেছিলাম আমরা। কিন্তু ওগুলো আমরা ব্যবহার করি নি। কেন করি নি জানি না। সবচেয়ে যা ভাল তাও করে দেখেছিলাম আমরা।"

মৃদুভাবে লানা বলল, "সত্যিই জিনিসগুলোর জন্য কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব।"

"বাজে বোকো না," নাক দিয়ে শব্দ করে তিনি বললেন, "এতো ভাবপ্রবণ হওয়ার দরকার নেই, বাছা।"

নাকটা একটু ঘষে দিয়ে তিনি বললেন, "নিজের ঘরে নিয়ে রেখে দাও এগুলো। না থাক, আমি নিয়ে যাচ্ছি। ভারী ওজনের জিনিস তোমার বয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।"

ওরা তিন জনে পশ্চিম কানাডা খাঁড়িটা পার হয়ে এসে দুর্গের কাছাকাছি এল তখন বেশ জোরে জোরে ওদের মুখের ওপর বরফ ঝরে পড়ছে। রাস্তার ওপর পায়ের দাগের সংখ্যা দেখে হেসে উঠল অ্যাডাম।

বলল সে, "বাজি রেখে বলতে পারি স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা এমন সুন্দরভাবে কখনো মার্চ করতে পারে নি।"

কথা শুনে দাঁত বার করে হেসে ফেলল জো বোলিয়ো।

"মাইনের মোট টাকা কত হবে বলে মনে হয়?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"অনেক," জবাব দিল অ্যাডাম, "ওরা কি করে হিসেব করবে জানি না। জুন মাসে উনাডিলায় যাওয়ায় সময় থেকে কাজ শুরু করেছিলাম আমরা। তারপর যতদিন না আরনল্ড বাড়ি ফিরে গেল ততদিন আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম কাজ নিয়ে। এখানে পৌছনো পর্যন্ত যদি ধরো তা হলে তিন মাস তো হবেই। পুব অঞ্চলের অভিযানে আরো বেশি সময় লেগেছিল। হয়তো যুদ্ধের পুরো সময়টার জন্যই মাইনে দেবে আমাদের।"

গেটের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় জর্জ উইভারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

তাকে এতো গুরুগম্ভীর এবং বিব্রত দেখাচ্ছিল যে, ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল কি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সে।

উইভার বলল, "মিসেস রিয়েল কিটির পাওনা মাইনে আদায় করবার জন্য আসতে চেয়েছিল। আমার সঙ্গেই আসবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু জন আর মেরী রিয়েলের ব্যাপারের জন্য এমা তা পছন্দ করল না। আমি বললাম না নিয়ে আসাটা প্রতিবেশীর কাজ হবে না। ঐ একটু আগে আগেই সে যাচ্ছে।"

মিসেস রিয়েলকে এতো বেশি হাসিখুশী দেখাচ্ছিল যে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। ঘুরে দাঁড়িয়ে এদের সে শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্ভাষণ করল। সঙ্গে তার মেয়ে মেরীও ছিল। গিল ভাবল, মেয়েটা বেশ ভাল হয়েছে। ওর চোখের মধ্যে এমন একটা অচঞ্চল আন্তরিকতা প্রকাশ পাচ্ছে যে, রিয়েলদের অন্য কারো চোখে তা দেখা যায় না। এদের এবং তার মা-কে একসঙ্গে দেখে একটু আতঙ্কিত বোধ করল সে। মৃত পিতার মাইনে আদায় করতে এসেছে বলে মায়ের জন্য হয়তো একটু লজ্জাও বোধ করল সে। গিল হাতটা এগিয়ে ধরে ওদের সঙ্গে সঙ্গী দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিল।

মেয়েটির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে অ্যাডাম তার মা-কে বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন ম্যাডাম। আমরা একসঙ্গেই যাব।"

সেই অপরাহ্নের জন্য সৈনিকদের মেস্-বাড়িটাকে বক্‌শীর অফিস করা হয়েছে। দু'জন সৈনিক দরজার বাইরে ডিউটি দিচ্ছে। অ্যাডাম যখন ভিড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে সঙ্গীদের নিয়ে সামনে এসে পৌছল সৈনিকরা তখন ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"মাইনে দেওয়া শুরু হবে কখন?" জানতে চাইল অ্যাডাম।

"বকশী যখন বলবে তখন।" সৈনিকটি মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন দিকে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ফেলল।

ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের লোকদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে লাগল। কেউ কেউ মিসেস রিয়েল আর মেরীর দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু সামাজিক ভাবে "কেমন আছেন" এইটুকু ভদ্রতা দেখানো ছাড়া ওদের প্রতি আর কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না কেউ।

ভেতর থেকে জাঁকালভাবে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করে কে একজন প্রহরীদের বলল, "ছেড়ে দাও এবার।"

একজন প্রহরী চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার, পুরো দলটাকে একসঙ্গে ছেড়ে দেব না কি?"

"না। এক একবারে কুড়িজন করে ছাড়ো। কুড়ি জনের বেশি ঘরে জায়গা হবে না। কুড়ি জন ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দেবে। ওরা মাইনে নিয়ে বেরিয়ে গেলে আবার কুড়ি জনকে ছেড়ে দেবে। এখানে আমরা দম আটকে মারা যেতে পারি না।"

চওড়া ঘাড় দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে পথ তৈরি করল অ্যাডাম। গিল, উইভার, জো আর রিয়েল পরিবারের মা এবং মেয়ে ঘরে ঢুকল প্রথম।

বাইরের ঘূর্ণায়মান তুষাররাশিতে চারিদিকটা সাদা হয়ে গেছে। তার পাশে ঘরের ভেতরটা একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন লাগছিল। চুল্লীর মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি পুড়তে পুড়তে খসে গিয়ে পাহাড়ের মতো উঁচু একটা কাঠকয়লার স্তূপ সৃষ্টি করেছে। আগুনের দিকে পেছন দিয়ে বসেছে বক্শী। গায়ে তার কালো কোট এবং ওয়েস্টকোটের রঙটা লাল। সাদা টাইটা ময়লা হয়ে গিয়েছে। কর্নেল বৈলিঙ্গারের অনুরোধে পাউকীপসী থেকে এসেছে সে। সৈন্যদের নামের তালিকা আর কর্নেলের স্থানিক সেনাবাহিনীর নামের তালিকা দুটোই তার সামনে ছিল। দুটো তালিকা মিলিয়ে পরীক্ষা করছিল সে। শেষ হওয়ার পর ওরা ঘরে ঢুকতেই গর্জন করে বলে উঠল বক্শী, "সারি বেঁধে দাঁড়াও। এক একজন করে টেবিলের সামনে এগিয়ে এসো। সবাই একসঙ্গে ভিড় করলে কাজ করতে পারব না।"

টেবিলের সামনে এগিয়ে আসবার সময় গিল লক্ষ্য করল, কর্নেল বেলিঙ্গার ঘরের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। কর্নেলের মুখের ভাবটা বেশ কঠোর। কিন্তু কি তার কারণ গিল তা বুঝতে পারল না।

"এই যে ওখানে," বক্শী বলল, "স্ত্রীলোকটি এখানে কেন?"

সারির মধ্যে তৃতীয় স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ছিল মিসেস রিয়েল। এবার সে সারি থেকে বেরিয়ে এসে বক্শীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "আমি আমার স্বামীর মাইনে নিতে এসেছি।" "থক্, থক্, থক্—" মুখ দিয়ে আওয়াজ করে বক্শী বলল, "এখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।"

"কিন্তু আমি তো বললাম কেন আমি এসেছি।"

"স্বামীর নাম কি? সে নিজে আসে নি কেন?"

"তার নাম হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল," বলল মিসেস রিয়েল, "কিন্তু নিহত হয়েছে সে।"

লোকটি তখন তালিকাটা পরীক্ষা করে নিয়ে বলল। "নিহত বলে তালিকায় কোথাও উল্লেখ নেই। অতএব এবার আপনি দয়া করে পথ ছেড়ে দিন।"

"একটু দাড়াও," সামনে এগিয়ে এসে কর্নেল বেলিঙ্গার বলল, "নিহতদের নামের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান রিয়েলের নামটা এখানে কেন উল্লেখ করা হয় নি তার কারণ আমিজানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে নিহত হয়েছে সে এবং তার খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা। স্বচক্ষে আমি দেখেছি। আমার মনে হয় স্বামীর মাইনের টাকা তার বিধবাটির পাওয়া উচিত।"

লোকটি কর্নেলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "দুঃখিত, পারব না।"

নিজের পদমর্যদার গুরুত্বের কথা ভেবে লোকটি একটু ফেঁপে উঠেছিল বলে মনে হল। বলল সে, "স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকদের মাইনে দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছি আমি। মৃতলোকদের মাইনে আমি দিই না।" খকখক করে একটু কেশে উঠল সে।

"কিন্তু তার মাইনে কার কাছ থেকে নেব আমি? আইনতঃ তার টাকা আমারই প্রাপ্য। আমি তার আইনানুমোদিত বিবাহিতা বিধবা।" বলল মিসেস রিয়েল।

"শপথপূর্বক রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানান। দাবি পেশ করুন—খক্ খক্।

"কিন্তু এখন আমার টাকার দরকার। একটি টাকাও নেই। আর আমার ছেলেপেলে রয়েছে, মিস্টার।"

"সে-ভাবনা আমার নয়।"

"শোনো বক্‌শী," কর্নেল বলল, "আর পাঁচজনের মতো সেও তো টাকা রোজগার করেছিল। তার মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে আমি শপথ গ্রহণ করতে পারি। এবং মিসেস রিয়েল যে তার স্ত্রী তাও আমি শপথপূর্বক বলতে পারি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার পাওনা টাকাটা তো অবশ্যই এঁকে দিতে পারো?"

"শুনুন, মশাই," বক্‌শী বলতে লাগল, "ও-ভাবে কাজ করা আমাদের দস্তুর

নয়। প্রতিবিধানের ব্যবস্থাটা তো বলেই দিলাম। অডিটার জেনারেলের কাছে লিখিত দাবি পেশ করতে হবে এবং অনুমোদন করবেন কংগ্রেস।"

"হায় ভগবান, চামচিকেটার কথা শোনো!"

অ্যাডাম হেলমার এতো বেশি মুগ্ধ হয়ে গেল যে, কণ্ঠস্বর তার ভারী হয়ে উঠল।

"সার?"

কেউ জবাব দিল না।

মিসেস রিয়েলের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে কর্নেল বেলিঙ্গার বলল, "টাকাটা যাতে আপনি পান তার জন্য চেষ্টা করব আমি। মাইনের বাবদ কিছু টাকা যাতে আগে পেয়ে যান তাও দেখব আমি।" তাকে নিয়ে কর্নেল বাইরে বেরিয়ে গেল।

বকশীর দিকে এবার ঘুরে দাঁড়াল সবাই। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বকশী বলল, "তোমাদের নামগুলো বলো এবার। সবার নামে নামে টাকা আলাদা করে রেখেছি।"

হেস আর স্টুফল্যাগল্ নামে দু'জন লোক তাদের মাইনে নিয়ে গেল। এবার গিলের পালা।

বলল সে, "আমার নাম গিলবার্ট মার্টিন।"

"কোন্ সৈন্যদলের?"

"মার্ক ডিমুথের সৈন্যদল।"

"ও হ্যাঁ, ক্যাপটেন ডিমুথেরই বটে। এই নাও। অন্যদলের 'চেয়ে তোমাদের হিসেব একটু আলাদা। জেনারেল আরনল্ডের সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাচ দিন কাজ করার জন্য তোমাদের অনুরোধ করা হয়েছিল। এ ক'দিনের পাওনা টাকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দেবেন। যথাকালে পেয়ে যাবে তোমরা। তা হলে তোমাদের পাওনা হচ্ছে পাঁচ ডলার বায়ান্ন সেণ্টের বদলে চার ডলার সাতাশ সেণ্ট। তোমরা ছিলে ডিমুথের দলভুক্ত লোক। গত বছর গ্রীষ্মকালে স্থানিক সেনাবাহিনীর হয়ে যারা ডিউটি দিয়েছিল এটাই হচ্ছে তাদের মাইনের নিধারিত টাকা।"

ঘরের মধ্যে এমন একটা নৈঃশব্দের সৃষ্টি হল যে, মনে হল, প্রত্যেকেই বুঝি হতচেতন হয়ে গিয়েছে। প্রথম দু'জন এরই মধ্যে টাকা কটা গুনতে আরম্ভ

করে দিয়েছিল। হাতে নিয়ে টাকাগুলোর দিকে চেয়ে ছিল গিল—চার ডলার সাতাশ সেণ্ট! অরিসক্যানির কথাটা মনে পড়তেই আবেগোচ্ছ্বাসে হঠাৎ ওর গলাটা স্ফীত হয়ে উঠল। ওদের জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

লোকটা বোধহয় একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কারণ জো বোলিয়ো তার নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গে কাশতে আরম্ভ করে দিল সে। লিকলিকে কাঠুরেটা জবুথবু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল বকশীর সামনে।

"ধন্যবাদ," বলল জো, "ইংরেজদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই একটা তামাশার ব্যাপার ছিল।"

বকশীটি কাশতে কাশতে বলতে লাগল, "নিউ ইয়র্ক কংগ্রেসের আইন এটাই হচ্ছে যথানির্দিষ্ট মাইনে। স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা বাড়িতে বসে থাকবার সময় মাইনে পায় না। যখন ডিউটি দিতে যায় শুধু সেই সময়কার জন্যই তাদের মাইনে দেওয়া হয়। তোমার কথাই ধরা যাক: উনাডিলার অভিযানের সঙ্গে তুমি গিয়েছিলে—চৌদ্দদিন। তারপর ছেড়ে দেওয়া হল তোমাকে। স্ট্যানউইক্স দুর্গকে রক্ষা করার জন্য অভিযান—পাঁচ দিন, যদিও অভিযান ব্যর্থ। আবার তোমায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর জেনারেল আরনল্ডের অভিযান। এবার অভিযান সফল—পাঁচ দিন। দৈনিক তেইশ সেণ্ট হিসেবে চব্বিশ দিনের মাইনে হচ্ছে পাঁচ ডলার বায়ান্ন সেণ্ট। আমার কাছে তো জলের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে।"

"তুমি তো চামচিকে কথাটা ব্যবহার করেছিলে।" হেলমারকে রেগে গিলের পেছনে পেছনে তুষারপাতের মধ্যে বেরিয়ে গেল জো। বাড়ির ছাদগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছে। খোঁটার বেড়াটাকে বাড়িগুলোর সামনে কালো দেখাচ্ছে। হাওয়া ক্রমশই ঠাণ্ডা হচ্ছে। প্রহরারত সৈনিকরা নাকের ওপর হাত চেপে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল তার ফলে মেঘের মতো গরম বাষ্প নাক থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে মিশে যাচ্ছিল ঘূর্ণায়মান তুষার-রাশির মধ্যে।

অ্যাডাম হেলমার ধরে ফেলল ওদের। উচ্চৈস্বরে হাসতে হাসতে বলল সে, "টাকার থলিটা আমার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

গিল কিছু বলল না। দুর্গের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বাঁ দিকে মোড় ঘুরে বাড়ির দিকে পথ ধরল। দ্রুতবেগে বরফ পড়তে লাগল।

গিলের পায়ের দাগ দেখে দেখে হেঁটে চলেছিল ওরা। অ্যাডাম আগে, জো পেছনে। নিজের মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল জো।

"কি বলছ হে তুমি?" জিজ্ঞাসা করল অ্যাডাম।

"ভাবছিলাম হতভাগারা ওভাবে হিসেব করল কি করে।"

"কোন্ হতভাগাদের কথা বলছ, জো?"

"কংগ্রেসের লোকদের কথা।"

তুষারপাত

ঝড় বয়ে যাওয়ার পর দু' ফুট উঁচু হয়ে বরফ পড়ল। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। এমা ভাবল, শীতকালটা বোধ হয় আর শেষ হবে না। স্বামীর ভল্লুকচর্মের জুতো জোড়াটি পায়ে লাগিয়ে বেশ নিরাপদ মনোভাব নিয়ে হেঁটে চলেছে সে।

কোথায় যে যাচ্ছে বাড়ির পুরুষদের কাউকে বলে আসেনি এমা। দুপুরবেলা খাওয়ার সময় শুধু ঘোষণা করেছিল যে, ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে বলে বরফের ওপর দিয়ে খানিকটা হাঁটাহাঁটি করে আসবে। বড় বড় চারটি মানুষের পক্ষে ক্যাবিনটা খুবই ছোট। নিজের দেহটা ছোট নয়, জর্জও বেশ বলিষ্ঠ, জন প্রায় পুরোপুরি একটি পুরুষ হয়ে উঠেছে আর কোবাস তো জনকে ধরে ফেলল বলে। তিনজনেই খাবার প্লেটের ওপর দিয়ে তার দিকে চেয়েছিল এবং ওরা বলেছিল, "বেশ, ঘুরে এসো, মা।" দাঁত বার করে বালকোচিতভাবে হেসে উঠেছিল ছেলে দুটি। বাড়ির পুরুষদের নিয়ে গর্ববোধ করে এমা। এবং পথ চলতে চলতে ভেবে বেশ

আরাম পেল যে, ঘরের পুরুষরাও তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ববোধ করে। এমন কি জনও তাই মনে করে, যদিও গত কয়েকমাস ধরে রিয়েলদের মেয়েটাকে নিয়ে মনটা ওর আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে শুধু মেরী রিয়েলের সঙ্গে কথা বলবার জন্যই হারকিমার দুর্গের দিকে পথ ধরছে সেই কথাটা জন বুঝতে পারে নি বলেই তার বিশ্বাস।

হারকিমার দুর্গ ত্যাগ করে ওরা যখন পিটার উইভারের খামারে এই ক্যাবিনটাতে বাস করতে এল তখন থেকেই মেয়েটাকে আর দেখে নি এমা। এখানে জর্জ আর ছেলে দুটি চাষের কাজ করছে। তার বদলে ফসলের এক তৃতীয়াংশ পাবে ওরা। মেয়েটাকে দেখবার আর ইচ্ছেও ছিল না তার। জর্জ যখন বলল যে টাকাটা পাইয়ে দেবার জন্য মিসেস রিয়েলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তখন সে আহত বোধ করেছিল। ভেবেছিল, তার বিরুদ্ধে জন আর মেরীর দলে যোগ দিচ্ছে বুঝি জর্জ। কিন্তু জর্জ যখন বলল মিসেস রিয়েলের সঙ্গে বক্‌শী কি রকম খারাপ ব্যবহার করেছে তখন তার স্বাভাবিক উগ্র মেজাজটা ক্রোধের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

"আমার যাওয়া উচিত ছিল সেখানে।" বলল এমা। "আমিও চেয়েছিলাম তুমি যাও," বলল জর্জ, "খুবই আঘাত পেয়েছিল মেয়েটা। মায়ের অপমানে লজ্জিত বোধ করেছিল।"

"খুবই আশ্চর্য লাগছে, তোমরা পুরুষরা তার হয়ে লড়তে পারলে না।"

"আমাদের কিছু করার উপায় ছিল না। বেলিঙ্গার একজন কর্নেল, কিন্তু সেও কিছু করতে পারে নি।"

আলোচনাটা বন্ধ করে দিল সে। এমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। রিয়েলরা যখন টাকাপয়সা কিছু পেল না তখন মেরীর সঙ্গে কথা বলে তাকে বোঝাতে হবে যে, এই অবস্থায় ওদের তাড়াতাড়ি বিয়ে করা উচিত নয়। জন এবং মেরী দু'জনের পক্ষেই কথাটা সমান জরুরী।

হাঁটতে হাঁটতে রক্ত গরম হয়ে উঠল তার। পাকা চুলের ওপর থেকে শালটা নামিয়ে দিয়ে গলার তলায় কষে গিঁট বাঁধল একটা। ঠাণ্ডা লেগে গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। পা ফেলছিল পুরুষদের মতো। বরফের ওপর দিয়ে চলার জুতোর ওজনে একটু দুলে দুলে হাঁটছে। ট্রাউজার পরা উচিত ছিল

তার। মাকড়সার জালের মতো আলগা তুষারের গায়ে লাথি মেরে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। পাউডারের মতো তুষারকুচিগুলো ছড়িয়ে পড়বার সময় চকমক করে উঠেছে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পা দিয়ে জোরে চাপ দিতেই বরফ ভাঙার কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ শুনছে সে।

ওর মুখটিকে ভগবান সুন্দর করে সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু দেহটা তার কাজের পক্ষে খুবই সুন্দর। এখন একা একা পথ চলতে গিয়ে দেহের শক্তি ও বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে সচেতন হল এমা। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামর্থ্য অনুভব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু মাংসপেশীর সঞ্চালনের আনন্দ অনুভব করবার জন্য দৃঢ়পদে হেঁটে যাওয়ার মধ্যেও তার নারীসুলভ কমনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। বাড়িতে আয়না থাকলে সুন্দরী স্ত্রীলোকরা নিজেদের নগ্ন দেহের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে পারে। কিন্তু আয়নার বদলে এমা তাহার এই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুন করে দেখার সুযোগ পায়।

মেরী রিয়েল এমাকে গেটের ভেতর দিয়ে সবেগে ঢুকতে দেখল। এমার এই দিলখোলা বলিষ্ঠতার ভঙ্গীটা মেরীর কাছে নির্মমতার লক্ষণ বলে মনে হল। মেয়েটি ভয় করে তাকে। এমা এসে যদিও মিসেস রিয়েলের সঙ্গে দেখা করতে চাইল, কিন্তু মেরী ঠিক মনে মনে বুঝতে পারল জনের মা ওর সঙ্গে কথা বলবার মতলব নিয়েই এখানে এসেছে।

উত্তরপশ্চিমের ব্লকহাউসে থাকবার একটু জায়গা পেয়েছে ওরা। স্যানড্রাসটাউনের দুটি পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে বাস করতে হয়। মেরীর মা একটা চৌকির ওপর শুয়ে ছিল। প্রথমে এটা সৈনিকদের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। ঘরের মাঝখানে আগুন জলছিল। তাতে তিনটি পরিবারেরই আগুন পোয়াবার সুবিধে হয়। ধোঁয়া লেগে লেগে ছাদের টালু বরগা আর সিলিং-এর কাঠগুলো কালো হয়ে গিয়েছে। চোরা দরজা দিয়ে ওপর দিকে ধোঁয়া ঢুকে পড়ে এবং যদি হাওয়া থাকে তা হলে শত্রুদের ওপর নজর রাখবার ছাদের ঘরটির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এখানে বাস করা সত্যিই খুব কষ্টের ব্যাপার।

"তুমি এসেছ বলে খুবই খুশী হলাম, এমা।" বলল মিসেস রিয়েল।

"বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমি।" চোখ ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখে নিল সে। না, মেরীর সঙ্গে কথা বলবার মতো একটুও জায়গা নেই।

"কি করে সংসার চালাচ্ছ?"

মিসেস রিয়েল বলল যে, কর্নেল বেলিঙ্গার তার নিজের টাকা থেকে ধার দিয়েছে। লোকটি যেমন ভাল তেমন ভদ্র।

"হ্যাঁ," জোর করে সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করে এমা বলল।

"কিন্তু চিরকাল তো ধার করে সংসার চালাতে পারবে না। আগামী বছর করবে কি?"

বিক্ষুব্ধ বোধ করল না মিসেস রিয়েল। বলল, "নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত টাকার হিসেব করে ক্ষতিপূরণের একটা দাবিপত্র লিখিয়ে দিয়েছে কোর্ট। আমি সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি। শিগগীরই খবর পাব বলে আশা করছি। মিস্টার রেবাস হোয়াইটকে আমি দেখিয়েছিলাম। সে বলল যে, গভর্নমেন্টের উচিত আমার এই দাবি সসম্মানে মেনে নেওয়া।" কথাগুলোর মধ্যে বেশ একটা গুরুত্ব সৃষ্টি করল সে।

"এই মিস্টার হোয়াইট লোকটি কে?" জানতে চাইল এমা।

"এখানকার স্থলবাহিনীর একজন অফিসার করপোরেল। ম্যাসাচুসেটস্-এর লোক। আমি বলছি এমা, লোকটি সত্যি সত্যি ভাল। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করবে বলে ভাবছে। তার ঘর-সংসার দেখাশোনা করবার কথা আমায় সে বলছে।"

মুখ দিয়ে এমন একটা আওয়াজ বার করল এমা যা থেকে তার মতামতটা ঠিক বোঝা গেল না। বলল সে, "জর্জ ক্ষতিপূরণের দাবি করবে বলে প্রায়ই আলোচনা করে। তোমার দাবির মোট টাকা কতো?"

মিসেস রিয়েল বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, "দাবির একটা কপি এখানেই কোথায় রেখেছিলাম। ও, এই পেয়েছি। মোট টাকাটা হচ্ছে দু' শ একাত্তর পাউণ্ড পনরো শিলিং।"

"দু' শ পাউণ্ড! এতো টাকা কি করে হিসেব করলে?"

"জীমস্ ম্যাকনডকে দিয়ে কিটি লিখিয়ে দিয়েছে। একটা বসতবাড়ি—এক শ পাউণ্ড। শস্য চূর্ণ করার জাঁতা—পঁচিশ পাউণ্ড। একটা খাট—চোদ্দ পাউণ্ড। হলাণ্ডের কবার্ড—সাত পাউণ্ড।" মুখস্থের মতো প্রতিটি জিনিসই দাম সহ বলে গেল সে।

হাঁ হয়ে গেল এমা।

বলল সে, "হিসেব ঠিক হয় নি। ডলার মুদ্রায় এতো দাম হতেই পারে না। যেমন খাটটা। তা ছাড়া হল্যাণ্ডের কাবার্ড তোমাদের তো ছিল না।"

তাতেও মিসেস রিয়েলের মনের শান্তি নষ্ট হল না। "না থাকলে কি হবে, একটা কাবার্ড আমি কিনতে চেয়েছিলাম। মিস্টার ম্যাকনড সব কিছু লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলল। লিস্ট থেকে কিছু কিছু জিনিস ওরা কেটে দেবে।"

তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এমা।

তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল, "যাক গে, আমি আদার বেপারী, জাহাজের খবর রেখে আমার কি লাভ।" এবার তার দৃষ্টি পড়ল মেরীর ওপর। মেয়েটা তাকে লক্ষ্য করছিল। কৃশ মুখটা তার ঘোর লাল রঙের দেখাচ্ছে। "হায় ভগবান," ভাবল এমা, "মেয়েটা লজ্জা বোধ করছে!"

"বুঝলে এমা," বলতে লাগল মিসেস রিয়েল, "এখন আমাদের নিজেদের গভর্নমেণ্ট। যাতে আমাদের উপকারে লাগে সেই চেষ্টাই করা উচিত। মিস্টার হোয়াইটও সেই কথাই বলে।"

"যার যেমন ধারণা।" মনে মনে এমা ভাবল, এটা চুরি ছাড়া আর কিছু নয়। রিয়েলদের কোনোদিনই সে বিশ্বাস করত না। কিন্তু মনের ভাবটা খোলাখুলিভাবে বুঝতে না দিয়ে এমা জিজ্ঞাসা করল করল। "শীতকালটা কি করে কাটাবে?"

হেসে উঠে মিসেস রিয়েল জবাব দিল, "ঠিক মতোই কেটে যাবে বলে মনে হয়। ওরা আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেয়। এখানে বসেই ভাগাভাগি করে খেয়ে নিই আমরা। জুতোর অভাবে কাচ্চাবাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে। বছরের গোড়ার দিকেই পায়ে ওদের হাজা হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভগবানের দয়ালাভে কখনোই আমরা বঞ্চিত হই না।"

রিয়েলদের মতো মানুষরা সব সময়েই দয়ালাভে সমর্থ হয়। লজ্জাবোধের জন্যই এমা বলল, "কোবাসের পায়ে ছোট হয়ে গিয়েছে বলে দু'এক জোড়া জুতো পড়ে রয়েছে ঘরে। আমি গিয়ে সেগুলো পাঠিয়ে দেব।" বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে উঠে পড়ল সে। খোলা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে দু'মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে বলে খুশী হল এমা।

"গুড বাই," পেছন থেকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল মিসেস রিয়েল।

দরজার বাইরে এসে জুতো পরবার জন্য থেমে গেল এমা।

"আমি আপনাকে সাহায্য করব কি, মিসেস উইভার?" মেরীও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

এমা বলল, "নিজের জুতো নিজে পরবার মতো এখনো আমার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে।"

কথা শুনে মেয়েটা এমনভাবে পেছন দিকে সরে এল যেন ওর গালের ওপর চড় বসিয়ে দিল সে। কৃশ মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেল। চোখ দুটোও যেন বড় বড় দেখাতে লাগল।

"মিসেস উইভার—" মৃদুভাবে বলল মেরী। কিন্তু চাপা উত্তেজনায় বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বরের মতো মেরীর কণ্ঠস্বরও কঠিন শোনাল। ওকে দেখে মনে হল, অতি বিশ্রীভাবে সেলাই করা ছেঁড়া পেটিকোট পরে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এমন কি মোটা পশমী সুতো দিয়ে ঘরে বোনা মোজার মধ্যেও পা দুটোকে ভীষণ রোগা দেখাচ্ছে। দুর্গত মানুষ কিংবা পশুর প্রতি করুণা প্রদর্শনের মতো মেরীর প্রতিও করুণা প্রকাশের ইচ্ছা হল এমার।

জুতো পরে পা ঠুকে ঠুকে লেসগুলোকে ঠিক করতে করতে এমা জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছিলে, মেরী?"

ওর মুখের দিকে চেয়ে সে ভাবল, ভাল করে খেতে পাচ্ছে না মেয়েটা। ওর বয়সের তুলনায় গায়ে-পায়ে অর্ধেকও মাংস গজায় নি। মুখ তার সুন্দর না হতে পারে, ঐ বয়সে এমার তো বক্ষস্থল রীতিমতো উন্নত হয়ে উঠেছিল এবং কাঁধ দুটিও শক্ত ছিল বেশ।

কম্পিতভাবে শ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, "মায়ের সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না আপনি। ওটা তিনি চুরি বলে মনে করেন না। সাধারণ ভাবেই ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন মা।"

হাসিখুশীভাবে এমা বলল, "আমি জানি। উপায় নেই তার।" মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে ভাবল সে, আর যাই হোক মেরীর সাহস আছে বটে। ভয় পেয়েছে খুবই, অথচ ভেঙে পড়ে নি। ভাল লাগল এমার।

"আপনি বলতে চাইছেন যে, আপনি যা ভাবেন আমরাও তাই ভাবি।

বলুন ঠিক কি না? আপনি ঐ কথা ভাবছেন, কারণ আপনি জানেন যে, জন আর আমি প্রেমে পড়েছি।"

"প্রেমে পড়েছ।" কথা দুটো এমার মুখ থেকে ঠিকরে পড়ল, "তোমাদের মতো কচি দুটি শিশু প্রেমের কি বোঝ?"

"পনেরো বছর বয়সে আপনি কি বুঝতেন, মিসেস উইভার?"

· "কিছুই না।" জোর গলায় বলল এমা।

"কিন্তু আপনার তো বিয়ে হয়েছিল। হয় নি?"

মেয়েটার তেজ আছে বটে! শীর্ণ মুখের অনুপাতে কপালটা খুবই বড়। তলার ঠোঁটটা একটু একটু কাঁপছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। ওর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে না উঠে সবিস্ময়ে এমা দেখল যে, মেয়েটাকে যেন পছন্দই করছে সে।

"বিয়ে করেছিলেন বলে কি অনুতাপ করেছিলেন কখনো?"

"আর পাঁচ জন স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই নয়। মেরী।"

"মিস্টার উইভার করেছিলেন কি?"

হঠাৎ হেসে ফেলে এমা বলল, "কখনো বলতে শুনি নি।" গভীরভাবে শ্বাস টেনে সে-ই বলল, "গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেবে আমায়?"

সঙ্গে সঙ্গে এল সে। বেড়ার বাইরে এসে এমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, পায়ের ডিম দুটোতে ওর তুষারের কুচি খোঁচা মারছে। সামনের দিকে হাতে দুটোকে ধরে রেখে এমার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল মেরী।

"জনের সঙ্গে তোমার কি প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়?"

"যখন সুবিধা পায় তখন আসে," মেরীর লম্বাটে মুখটার ওপর চিন্তার ছায়া পড়ল, "আসে তা ঠিক, কিন্তু ঘনঘন নয়।"

"জন বড় ভাল ছেলে।" এমা ভাবল ওরা যে এরকম জায়গায় কি করে প্রেম করে তা শুধু ভগবানই জানেন।

"মেরী, তোমার কিংবা জনের ওপর আমি নির্দয় হতে চাই না। কিন্তু একথা ঠিক যে, বিয়ে করার গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারছ না।"

আবার সেই মৃদু হাসির লক্ষণ ফুটে উঠল।

"আমি জানি," তাড়াতাড়ি বলতে লাগল এমা, "যখনি হোক মেয়েদের

ভালবাসতে শুরু করতেই হয়। তোমার কথাই ভাবছি আমি। কি করে বুঝলে যে, জনকে তুমি ভালবাস? কিংবা জন যে তোমায় ভালবাসে তাই বা জানলে কি করে? তোমরা কেউ অসুখী হও তা আমি চাই না।"

"চেষ্টা করে দেখতে ভয় পাব না আমরা, মিসেস উইভার।"

"জানি, জানি। তোমার মতো বয়সে কেউ ভয় পায় না। ভয় পেলেও বেশি নয়। উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারবে বলে কি মনে করো তুমি? ব্যাপারটা ঐদিক থেকে ভেবে দেখো।"

মেরীর চোখে হতাশা ফুটে উঠল। বলল সে, "জানি না। তবে উপযুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করব। সংসারের কাজকর্ম শেখবার বিশেষ সুযোগ পাই নি আমি।"

"আমারও তাই বিশ্বাস—" অবজ্ঞার ভাবটা দমন করে রাখতে পারল না এমা, "তোমার মা নিজের বুদ্ধি অনুসারে যা ভাল মনে করে তাকে অবিশ্যি সুযোগ বলা যায় না।"

এমা লক্ষ্য করল, মেয়েটা আবার একবার গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করল। আবারও তার স্থিরদৃষ্টির সঙ্গে চোখোচোখি হল এমার।

"মিসেস উইভার, আপনাকে আমি বলতে চাইছি যে, আমি আর জন উভয়ে উভয়কে ভালবাসি এবং বিয়ে করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে যদি কথা রাখে তা হলে বিয়ে আমরা করবই।" মেরীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে-ই বলল, "মিসেস উইভার, আপনি আমায় খুন করে না ফেললে এ-বিয়েতে আমায় বাধা দিতে পারবেন না।"

"শোনো," বলল এমা, "আমি তোমাদের বাধা দেব না। কিন্তু আমি চাই যে, তোমাদের মনে যেন বিন্দুমাত্র গলদ না থাকে। এক বছরের মধ্যে বিয়ে করবে না তেমন প্রতিশ্রুতি আমায় দিতে পারো?" মেরীর চোখের দিকে চেয়ে এমাই আবার জিজ্ঞাসা করল, "কিংবা যদি করো আমায় জিজ্ঞেস না ক'রে করবে না?" মুখ বিকৃত করে কথাটা শেষ করল, "যাই করো না কেন প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধে গির্জা কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি ছাড়া এখানে বিয়ে করা সহজ হবে না।"

ঢোক গিলে মেয়েটা বলল, "আমরা তা করব না।"

কথাটা বিশ্বাস করল এমা। "কাঁদতে শুরু ক'রো না।" সহসা বলে উঠল সে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে পথ ধরল এমা। কোনো দিকে দৃষ্টি দিল না, হাঁটার মধ্যেই শুধু মনোনিবেশ করে রাখল। সে অনুভব করল, রক্তের স্রোতও যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বয়ে চলেছে। এমনি করে হেঁটে চলতে ভারি ভাল লাগে এমার। ক্যাবিনে যখন ফিরে এল তখন মুখটা তার লাল হয়ে উঠেছে। শ্বাস ফেলতে পারছিল না। সন্ধ্যের খাওয়া শুরু হওয়ার সময়েই ঠিক পৌঁছে গেল এসে।

জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল সে, "বল্ তো কোথায় গিয়েছিলাম, বলতে পারবি নে।" হাসতে হাসতে বলল এমা, "না, কিছুতেই বলতে পারবি নে। হারকিমার দুর্গে গিয়েছিলাম রিয়েলদের সঙ্গে দেখা করতে।"

লজ্জা পেল জন।

"কোবাসের দু'-এক জোড়া জুতো ওদের দেব বলে কথা দিয়ে এসেছি। জন যদি নিয়ে যায় তা হলে ভারি সুবিধে হয়। সেখানে গিয়ে সে যদি মেরীকে বড়দিনে নেমন্তন্ন খাওয়ার কথা বলে আসে তা হলে মন্দ হয় না।"

জনের চোখমুখ ইঁটের মতো লাল হয়ে উঠল। এমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল জর্জ। স্ত্রীর ধরন-ধারনগুলো ভাল করেই জানে সে, কিন্তু কখনো কখনো তার কাণ্ড দেখে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার বরফের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর অর্থ বুঝতে পারে না।

॥ ৩ ॥

মার্চ মাসে বরফ গলা

শীতকালটা কেটে গেল। জার্মান ফ্ল্যাটে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটল না। ঠাণ্ডা কমে নি, পথে-ঘাটে পুরু হয়ে বরফ জমে রয়েছে। লিটল্ ফলস্-এ

পেষাই ছাড়া এক বুশেল গম সাত শিলিং করে বিক্রি হচ্ছে। সেখানে সেনাবাহিনীর জন্য এলিসের জাঁতায় গম পেষা হচ্ছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই অলব্যানিতে ময়দা পাঠান হচ্ছিল। এরা যখন গল্প শুনল যে, ভ্যালি ফোর্জ নামে একটা শহরে আমেরিকান সেনাবাহিনী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তখন এদের পক্ষে গল্পটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অবাক হয়ে ভাবল, এত ময়দা তা হলে যাচ্ছে কোথায়।

কখনো কখনো দু-একটা স্লেজগাড়ি কিঙস্‌রোড দিয়ে চলে যায়। তুষারশুভ্র বরফের এই বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে সেগুলোকে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুটের মতো মনে হয়। এই থেকে এরা বুঝতে পারে যে, পশ্চিমদিকে স্ট্যানউইক্স দুর্গে এখনো সৈন্যদলের লোকেরা সামরিক ডিউটি দিচ্ছে। ডেটন দুর্গে স্লেজগাড়িগুলো রাত্রি যাপন করে পরের দিন সকালবেলা উপরিস্থিত দুর্গের দিকে রওনা হয়ে যায়। বরফের ওপর দিয়ে সবলে গাড়ি টানতে টানতে নদী বরাবর রাস্তাটাই ধরে ওরা। এটাই হচ্ছে লোকচলাচলের স্বাভাবিক পথ। তাদের সঙ্গে কোনো পাহারাদার থাকে না। এই থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেনাবাহিনীর মনে কোনো আশঙ্কা নেই। তাতে এরাও নিরাপদ বোধ করে। কেউ কেউ এমনও মনে করছে এখন যে, মাউন্ট পরিবারের ছেলে দুটির হত্যার ব্যাপারটা মাতাল ইণ্ডিয়ানদেরই দুষ্কর্ম। এমনিতেই তাদের নির্দয়তার সীমা নেই, তার ওপর মাতাল অবস্থায় তারা যে কী করে বসতে পারে সে সম্বন্ধে জোর করে কেউ কিছু বলতে পারে না, এমন কি মাতাল ইণ্ডিয়ান নিজেও নয়। শ্বেতকায় লোকদের উপস্থিতির গল্পটাও এখন এরা বিশ্বাস করছে না। শুধু একটা নিগ্রো ছেলের গল্প শুনে বিশ্বাস করাও কঠিন।

শীতকালটা যতই বিলম্বিত হতে লাগল ম্যাকক্লেনারের ওখানে জো বেলিঁয়োর মনে ততই আশঙ্কার মাত্রা বাড়তে লাগস। অ্যাডাম, গিল আর জো তিন জনে মিলে যখন বনে শিকার করতে বেরয়, জো তখন শৈলশিরার ধার দিয়ে গুপ্ত খবর সংগ্রহের জন্য পথ চলতে থাকে। সেখান দিয়ে অন্ততঃ আধ মাইল পথ অনুসন্ধান না করে খাঁড়ির তলায় নামতে চায় না সে। বলে, "ইণ্ডিয়ানদের জলের ধারে ওত পেতে বসে থাকা অভ্যাস।" বরফের ওপর দিয়ে চলার জুতোয় ভর দিয়ে ঝুঁকে লম্বা গলাটা বাড়িয়ে তুষারাবৃত দোপাটি ফুলের ঝোপের মধ্যে যে চেহারা ধরে সে চলতে থাকে তাই দেখে গিল আর

অ্যাডাম হাসাহাসি করে। "ওহে বুদ্ধুরা, এখন তোমরা হাসছ বটে," বলে জো, "কিন্তু একবার বরফ গলতে শুরু করুক, তখন দেখবে।" তারপর ওদের নিয়ে এসে হরিণের একটা আবাসস্থলের কাছে উপস্থিত করে। সে আর অ্যাডাম তখন হরিণ শিকার করতে শুরু করে দেয়।

শিকারের ব্যাপারে বোলিয়োকে ঈর্ষা করে অ্যাডাম। মাঠের মধ্যে দিয়ে মাইলের পর মাইল ছুটতে ভালবাসে সে। গায়ে ওর প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু সাধারণতঃ জো-ই বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বিচরণ করতে করতে সন্ধান পায় হরিণের। বরফের ওপর উবু হয়ে বসে ওদের দু'জনের জন্য অপেক্ষা করে। ওখানে বসে হরিণগুলো করুণ তাকিয়ে থাকে। আবাসস্থলটির দূরকোনায় গাদাগাদিভাবে শব্দ করে ওরাও জোর দিকে আলতো এবং করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে থা স্বরে জো বলবে, "আহা বেচারী, আহা বেচারী!" অ্যাডামের মতে, জো এমন ভাবে দুঃখপ্রকাশ করতে করতে কথাটা বলে যে, একটা বুড়ী কাঠঠোকরা পাখির ডাকের মতো শোনায়। তারপর অ্যাডাম এসে যখন পৌঁছয় তখন সে গুলী চালাতে শুরু করে দেয়। কখনো কখনো ওরা দু'জনে মিলে তিন-চারটে হরিণও শিকার করে ফেলে। জঙ্গলের ধার থেকে সরে এসে হরিণের গায়ের দাগগুলো লক্ষ্য করে গুনে গুনে গুলী চালাতে থাকে। গিল এসে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত নির্বিচার গুলী চালানো বন্ধ করে না।

"চুলোয় যাও তুমি," বলে ওঠে জো, "চোখের তাক্ ঠিক রাখতে হবে আমাদের।"

"গাছ তাক্ করলেই তো হয়।" মন্তব্য করে গিল।

"গাছের ওপরে গুলী আর বারুদ আমরা নষ্ট করতে পারি না।" ভর্ৎসনার স্বরে বলে ওঠে অ্যাডাম।

তারপর মাংসওয়ালা বেশ মোটা-সোটা ধরনের একটা মাদী হরিণ বেছে নিয়ে গুলী করে মেরে ফেলবে তাকে। অন্যগুলোকে তখন ফেলে রেখে দিয়ে এটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। শুধু ম্যাকক্লেনারের ওখানেই যে সবাইকে ওরা পেট ভরিয়ে মাংস খাওয়াচ্ছে তা নয়। দুর্গগুলির এবং উপনিবেশের লোক-দেরও একটার পর একটা হরিণ যোগান দিচ্ছে। কখনো হরিণের মাংস বিক্রিও করে, আবার বিনে পয়সায় বিতরণও করে দেয়। সবই ওদের মেজাজের ওপর নির্ভর করে!

সন্ধ্যেবেলা ওদের গোলাবাড়ির ঘরে চুল্লীতে খুব বেশি করে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নেয়। চুল্লীর সামনে শুয়ে শুয়ে রাম মদ আর গুড় খায়। গিলও ওদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য প্রায়ই চলে আসে এখানে। পাথরের বাড়িটাতে মেয়েরা বসে সেলাই -ফোঁড়াই করে, বাচ্চার জন্য জামাকাপড় তৈরি করে এবং চরকায় সুতোও কাটে। মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁর বড় চরকাটায় সুতো কাটতে ভালাবাসেন খুব। বলিষ্ঠ পা দিয়ে চরকা চালান তিনি। চরকার গুঞ্জনটা যেন ঠাণ্ডা পরিবেশের মধ্যে কণ্ঠস্বরের মতো শোনায়। তিনটি স্ত্রীলোক একসঙ্গে বসে নানান বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করে। এককোনায় বসে ডেইজি বাচ্চার জন্য কাঠের কুরুশ-কাঠি আর ফালি নেকড়াকে সুকম্বল বয়ন করছিল। ডেইজি সেলাই-এর কাজ জানে না। সেই জন্য সে ডেটন দুবোধ করছিল বলে মিসেস ম্যাকক্লেনার তাকে কম্বল বুনতে বললেন। পাঁচ দর্গের লম্বা একটা কম্বল বুনতে শুরু করে দিল সে। অতো বড় একটা কম্বল বাচ্চার কি কাজে লাগবে সে সম্বন্ধে একমাত্র ডেইজি ছাড়া আর কেউ তার অর্থ বুঝতে পারল না। কখনো কখনো হয়তো লাল রঙটাই শেষ করে ফেলল সে। আবার হয়তো দু'রাত্রি ধরে শুধু বাদামী রঙটাই ব্যবহার করে চলল, যেন এই রঙটাই ওর সবচেয়ে প্রিয়। এই পরিবেশের মধ্যে পুরুষমানুষের জায়গা নেই।

গোলাবাড়ির পরিবেশে শিকারী দু'জন আগুনের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে একজন অন্যজনকে গল্প শোনায়। ভ্যালির খবরাখবর বলতে বলতে আরামে সময় কাটায়।

হারকিমারের বাড়ির খবর শুনতে ভালবাসে জো। তার বাড়ির একধারে একটা স্মৃতিসৌধ তোলার কথা হয়েছিল। অলব্যানির নিরাপত্তা কমিটি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছে। পাঁচ শ ডলার খরচ করবার কথা হয়েছিল। বাড়ির পাশে স্মৃতিসৌধটা কেমন লাগবে দেখতে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে একদিন গিয়েছিল জো। কিন্তু ফিরে আসবার পরেও বিস্ময় তার ঘোচে নি।

ফেব্রুয়ারী মাসে শুনতে পাওয়া গেল যে, ম্যাসাচুসেটস-এর সৈন্যদল তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে ডেটন আর হারকিমার দুর্গ ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। মার্চ মাসে চলে যাবে বলে শোনা গেল। তাদের জায়গায় অন্য কোনো সৈন্য-দল মোতায়েন করার ব্যবস্থা হল না। প্রতিবাদের জন্য জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ডিমুথ আর বেলিঙার প্যালাটাইনে গিয়ে কর্নেল ক্লকের সঙ্গে দেখা করল।

স্ট্যানউইক্স দুর্গ ত্যাগ করে জার্মান ফ্ল্যাটের দুর্গগুলিকে যাতে আরো বেশি সুরক্ষিত করা যায় তার জন্য এরা তিন জনেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু কংগ্রেস এদের যুক্তিগুলোকে মেনে নিল না। কংগ্রেসের বিশ্বাস ভ্যালিটাকে রক্ষা করার পক্ষে সমর-কৌশলের দিক থেকে স্ট্যানউইক্সই বেশি সুবিধাজনক। এদের জানালো হল যে, চেরী ভ্যালিতে কিছু সৈন্য পাঠান যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু করা যাবে না।

মাথা নাড়িয়ে জো বলল, "তার চেয়ে বরং কাউকে না পাঠানই ভাল। বরফ গলে যেতে দাও আগে, তারপরে দেখবে।"

"কি দেখব ?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে জো জবাব দিল, "ইণ্ডিয়ানদের।"

অবিশ্বাসের সুরে অ্যাডাম বলল, "অরিসক্যানিতে যা ঠ্যাঙ্গানি খেয়েছে তা আর ওরা সহজে ভুলবে না।"

"ঐ তো মুশকিল। এতো বেশি ঠ্যাঙানি না খেলে পরে হয়তো সেনা-বাহিনীর সঙ্গে আসবার জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন আর অপেক্ষা করবে না। মুখ রক্ষার জন্য সবাই ওরা চেষ্টা করবে। খলিব ছাল ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য আসবে। কার ছাল ছাড়াবে তা ওরা গ্রাহ্য করবে না। গোঁ চেপে যাবে তাদের। শোনো ভাই, সেনেকাদের সঙ্গে আমি বাস করে এসেছি। ওরা যে কী সাংঘাতিক লোক তা আমি জানি।"

"ওদের সঙ্গে তুমি বাস করেছ, জো ?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

রোগা লিক্‌লিকে শিকারীটা চুল্লীর দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে গোড়ালি দিয়ে একটা কাঠের গায়ে খোঁচা মারল। আগুনের শিখাটা জলে উঠল ওপর দিকে। ওর ঘর্মাক্ত দেহের ওপর ছড়িয়ে পড়ল রক্তিমাভ আলো। তামাক, রাম আর ওদের গায়ের দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছিল। দম আটকে আসবার মতো গরমে ঝিমিয়ে পড়ছিল ওরা। জো-র কণ্ঠস্বরই সব চেয়ে নিচু।

"হ্যা, তোমাদের মতো বয়স যখন আমার কম ছিল তখনকার কথাই বলছি। চিনিসী দুর্গে ফাঁদ পেতে প্রায়ই পশুশিকার করতে যেতাম। তারপর সেনেকাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। সেখানে বিয়ে করলাম আমি।" অলসভাবে একটু নড়েচড়ে উঠে জো-ই বলল, "সেনেকাদের মেয়েরা যদিও একটু রোগা, কিন্তু মোহক ছুঁড়িদের মতো অতো হাল্কা নয়।"

এক চুমুক মদ খেয়ে চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টিতে গিল আর অ্যাডামের দিকে চেয়ে রইল সে। অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে হাওয়া চলা বন্ধ হয়ে গেল। চুল্লীর আগুন এখন বেশ সমানভাবে জোরে জোরে জ্বলছিল।

"আমি জানতাম না যে, তুমি বিয়ে করেছ, জো।"

"আলবৎ করেছি," বলল জো, "চার বছর ছিলাম ওখানে। একদিনের জন্যও বউকে ছেড়ে বাইরে আসি নি।" পূর্বস্মৃতি স্মরণ করতে করতে এমন ভাবে হাসল যে, মুখটা তার অবিশ্বাস্য রকম সরল বলে মনে হল। বলল সে, "বিশ্বাস করবে না, মেয়েটা রীতিমতো আঁকড়ে ধরে রেখেছিল আমায়!"

জো-র সামনে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল অ্যাডাম। আগুনের আলো পড়ে বিরাট্ বড় মুখটা ওর টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। হলদে চুলের ওপরেও ছড়িয়ে পড়েছে আলো। হাঁটুর ওপর হাত রেখে সামনের দিকে দু'হাত দিয়ে গেলাসটা ধরে রেখেছে। ওর চওড়া কাঁধের ছায়াটা উল্টো দিকের দেওয়াল-টাকে ঢেকে ফেলেছে। ইয়ার্কিপূর্ণ দৃষ্টিতে গিলের দিকে তাকাতেই হেসে ফেলল গিল।

কিন্তু ওরা যে কি ভাবছে জো তা বুঝতে পারছিল। গম্ভীরভাবে বলল সে, "সেই সময় তুমি যদি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে তা হলে ভাল হতো, অ্যাডাম। তোমার খুব ভাল লাগত। গিল অবিশ্যি সংসারী মানুষ, তার কথা আলাদা।" ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে একটা ঢেঁকুর ছেড়ে সে-ই বলতে লাগল, "তখনকার দিনে একজন সাদা চামড়ার লোক পেলে ইণ্ডিয়ান মেয়েরা মনে করত হাত দিয়ে আকাশ ছুঁয়ে দিল। নিজেদের শহরে ভীষণ দাম বেড়ে যেত তাদের। প্রথম যখন সেখানে গেলাম তখন ওরা সাদা চামড়ার লোকদের নিজেদের দলপতিদের মতো খাতির দেখাত। হোমরাচোমরা লোক দেখা করতে আসত তার সঙ্গে। সেই শহরেই থাকবার জন্য বাড়ি দিত তাকে এবং সব চেয়ে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের পাঠিয়ে দিত সেখানে। তারপর তোমার পছন্দসই মেয়েটাকে বেছে নাও। যে-কটা দিন থাকবে আরাম করে বাস করো। ব্যবস্থাটা বেশ ভাল বলতে হবে। শুধু বেছে নেওয়ার কাজটা খুব সহজ ছিল না। ওদের মধ্যে এমন কয়েকজন মেয়ে থাকত যাদের রীতিমতো সুন্দরী বলা চলে। আরো এক গেলাস মদ ঢেলে

তলানির গুড়টুকু আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে চলল জো, "কোনো কোনো শিকারীর কাছে ব্যবস্থাটা বেশ ভাল লেগেছিল। শিকার করতে গিয়ে ওখানে থেকে যেত তারা। তারপর দু'-একদিনের জন্য কেটে পড়ে আবার তারা ফিরে গিয়ে নতুন মেয়ের সঙ্গে মজা লুটতে আরম্ভ করত। এর মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না। কারণ বিয়ের আগে মেয়েরা কে কি করছে তাই নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না কারো। বুঝলে? কিন্তু আমার বেলায় ঠিক তা হলো না। আমাকে ওরা চিনিসী ক্যাসল নামে একটা বাড়িতে থাকতে দিল। আজকাল অবিশ্যি ওরা তাকে লিটল্ বিয়ার্ডস টাউন বলে। বাছাই করে আঠারোটি মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ মেয়েটিকে আমি চাই তা আমার ঠিক হয়ে গেল। আমার পক্ষে বেশ উপযুক্ত হল। আমার তখন উঠতি বয়স, অতএব আমাকেও সে উপযুক্ত মনে করল। ওহে জংলী জানোয়ার, হাসছ কেন? এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। অন্যান্য মেয়েদের মতো সেও মাটির দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল সবাই অমনি করে দাঁড়িয়ে আছে তখন সেই সুযোগে আমার দিকে এমন একটা দৃষ্টি ফেলল যে, এক মুহূর্তের মধ্যেই মনস্থির করে ফেললাম আমি। ওরে ভাই, সে কী চাহনি!"

"তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না।" বলল অ্যাডাম।

"চুলোয় যাও তুমি। মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এসো, তোমাকে দিয়েই আমার খুব সুবিধে হবে।' তখনো ওদের ভাষা আমি শিখতে পারি নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাটা আমার সে বুঝতে পারল। ওকে রেখে ঘর থেকে অন্য সবাই বেরিয়ে গেল। ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা। লজ্জা পাচ্ছিল, আবার একটু ভয়ও পাচ্ছিল। বয়স আমার কম ছিল বটে, কিন্তু নিজেকে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক বলে ভাবলাম আমি।

"আমার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল সে। চুলের বিনুনি দুটো উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গায়ের রঙ তামাটে এবং সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় পরে এসেছিল। ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে। গায়ের ওপরে লাল রঙের একটা ঢিলে কোট চড়িয়েছিল। ওরা তাদের নিজেদের ভাষায় আ-ডি-এ-ডা-উই-সা বলে। পুঁতির কাজকরা স্কার্ট ঝুলছিল তলায়। পুঁতির কাজে ওস্তাদ ছিল

মেয়েটা। সেই জন্য বিয়ের বাজারে চড়া দাম ছিল তার। মাদী হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরী প্যান্টের মতো একটা জিনিস পরে এসেছিল। তার পায়ের দিকে পুঁতির কাজ করা।"

"চড়া দাম ছিল বুঝি?"

"তার মা-কে কি করে যে দাম দেব বুঝতে পারছিলাম না," গম্ভীরভাবে বলতে লাগল জো, "দেওয়ার মতো বিশেষ কিছু ছিল না আমার সঙ্গে। পুঁতির ব্যবসাও আমি করি না। বুঝতে পারছ তো সবকিছুই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার? ওর মায়ের নাম-ডাক ছিল খুব। একজন দলপতির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। ওদের হচ্ছে গিয়ে মাতৃশাসিত সমাজ। মায়ের নামেই বংশের পরিচয়। যে-ভাবে ওদের সন্তানাদি জন্মায় তাতে পরিচয়টা ঠিক রাখতে গেলে মায়ের নাম ছাড়া চলে না···কিন্তু আমার এবং মেয়েটির কথা থেকে আমি দূরে সরে এসেছি। ওরা চলে যেতেই মেয়েটা আমায় চুল্লার সামনে গিয়ে বসবার জন্য ইশারা করল। এবং গায়ের শার্টটা খুলে ফেলতে বলল। কোমরের বেল্ট থেকে হাড়ের একটা চিরুনি বার করে এনে আমার চুল আঁচড়ে দিতে লাগল। চর্বি মাখিয়ে দিল চুলে। উকুন বেছে দিয়ে কোঁকড়া চুলগুলোকে কষ্ট করে আরো বেশি করে কোঁকড়া করতে লাগল। কোঁকড়া চুলই পছন্দ করত সে। বুঝলে তো সেই সময় আমার মাথায় ভারি সুন্দর কোঁকড়া চুল ছিল।"

খুব গম্ভীরভাবেই যদিও কথাগুলো বলল বটে জো, কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসি চাপতে পারল না ওরা। তার বিগত সৌন্দর্যের চিহ্ন স্বরূপ গুটি কয়েক চুলের ফাঁকে চকচকে বিরাট বড় টাকটার দিকে তাকাতে লাগল। গড়িয়ে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পেটের ওপর থেকে শার্ট-টা আলগা করে ফেলল জো। মদভারী পেটের ওপর আগুনের তাপ ঢোকাতে লাগল সে।

"ভগবান", ওদের উদ্দেশ করে ঘাড়ের ওপর দিয়ে আবার সে বলতে আরম্ভ করল, "মেয়েটাকে নিয়ে যখন বিছানায় গেলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সে যে সুন্দরী তা বোঝবার জন্য ওর দেহটাকে দেখবার আর দরকার হল না আমার। পরের দিন সকালবেলা ওকে বললাম যে, বিয়ে করতে চাই আমি।"

"তুমি তো বলেছিলে যে ওদের ভাষা তুমি জান না।"

আহত বোধ করল জো। বলল সে, "একটা মেয়ের সঙ্গে যখন ঐরকমের মনের সম্পর্ক জন্মায় তখন ভাষা না জানলেও চলে। আমি বলতেই অর্থটা সে ঠিক বুঝে ফেলল। লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে উঠল। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েই লজ্জা পায় না। কিন্তু এই মেয়েটির এটাই ছিল বিশেষত্ব। তারপর তাকে চুমু খাওয়া শেখানোর ব্যাপারটার কথা বলছি। কী ভাবেই না সুযোগটাকে কাজে লাগাল সে! এখান থেকে অলব্যানি পর্যন্ত যত ছুঁড়ি আছে তাদের সঙ্গে মস্করা করে বেড়াতে পার তুমি, কিন্তু একটা বন্য ইণ্ডিয়ানকে চুমু খাওয়া শেখান যে কী ব্যাপার তা তোমরা বুঝতে পারবে না। মেয়েটা বললে যে দারুণ ভাল লাগল তার এবং আমিও তাই বললাম। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল যে, কি জিনিস দিয়ে তাকে কিনব। আমি তখন আমার ঝুলিটা খুলে ধরলাম ওর সামনে। কুকুর যেমন খরগোশকে তাড়া করে ঠিক তেমনিভাবে ঝুলির মধ্যে হাত চালাতে লাগল সে। এমনভাবে মাথা নাড়াতে লাগল যে, আমায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, নেওয়ার মতো ব্যাগের মধ্যে তেমন কিছু নেই। ভারি খারাপ লাগল আমার। মেয়েটাও হতাশ বোধ করল। তারপর হাততালি দিয়ে উঠল সে।"

"হ্যাঁ," বলল অ্যাডাম, "হাততালি দিয়ে উঠল।"

"কচুপোড়া খাও তুমি, অ্যাডাম। নিশ্চয়ই হাততালি দিল।" জো একটু অপ্রস্তুত বোধ করল, "আমি জামাকাপড় পরতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় কাছে এগিয়ে এসে আমার কোমরের ওপর হাত রেখে আণ্ডারঅয়্যারটা খুলে ফেলবার ইশারা করল। আমার আণ্ডারঅয়্যারটা ছিল লাল ফ্ল্যানেল কাপড়ের।"

দুটি যুবকই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

"ভগবানের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি কথাটা সত্যি।" বলতে লাগল জো, "দলের প্রাধানকে মনের কথাটা বললাম আমি। মেয়েটার মায়ের কাছে আণ্ডারঅয়্যারটা নিয়ে গেল সে। ওটা দেখে বুড়ীর তো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা! পরে আমি শুনেছিলাম যে তখনি সে আণ্ডারঅয়্যারটা পরে দেখেছিল। তার পক্ষে একটু আঁট হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু টানলেই সেটা লম্বা হতো খানিকটা। যখন ওরা কূর্ম-নৃত্য করত তখন সে আণ্ডারঅয়্যারটার সামনের দিকে সুন্দরভাবে একটা ফিতে বেঁধে নিত। ওটার জন্য গাছের ছাল দিয়ে ছোট্ট একটা বাক্স তৈরি করেছিল সে। বিছানার ওপর ঝুলিয়ে রাখত।

চার বছর পরেও বুড়ীটা যখন লু-এর উদ্দেশে ওকেওয়া গান করছিল তখনে সেটা বেশ ভাল অবস্থায় ছিল।"

"ওকেওয়া ব্যাপারটা কি, জো?

"সারা রাত ধরে মেয়েলি শোক-সংগীত।"

"তোমার ছুঁড়িটা মরে গিয়েছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।" বলল জো। জলন্ত কাঠের মধ্যে ফুঁ দিতেই শিখাটা চিমনির দিকে উঁচু হয়ে উঠল। "লু-র সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর আমরা চলে গেলাম চিনিসী-তে। শিকারীদের থাকবার মতো ছোট্ট একটা ঘর তৈরি করে নিলাম সেখানে। ঐ অঞ্চলে বীবর জন্তু দেখতে পাওয়া যায় অনেক। তাদের পশম এবং চামড়া দিয়ে দস্তানা, টুপী এবং অনেক রকমের জিনিস তৈরী হয়। মাছ ধরবার পক্ষেও খুব ভাল জায়গা। এবং পুরুষের পক্ষে মেয়েটা ছিল একটি খাসা জিনিস। আমাকে খুব যত্ন করত। যত মেয়ে দেখেছি তার মধ্যে একমাত্র ওকেই কখনো উত্যক্তকর মনে হতো না। যখন হাসবার ইচ্ছে হতো তখন সে-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেত। কাউকে এতো সুখী বোধকরতেও দেখি নি। আমাকে জো বলে ডাকত না। শুধু বোলিয়ো বলত। বি কথাটা উচ্চারণ করতে পারত না বলে ডো-লিয়ো ডাকত।" গভীর একাগ্রতা সহকারে বলতে লাগল জো,"ফাঁদের মধ্যে যখন জন্তুটন্তু ধরা পড়ত না তখন সে শ্বেতকায় রমণীদের মতো বক্‌বক্ করে আমার মনোযোগ নষ্ট করত না। সে তার নিজের কাজ করে যেত। মেয়েটা যে আমার আশেপাশেই আছে শুধু সেই সম্বন্ধে আমি সচেতন থাকতাম। আশে-পাশে থাকত বলে ভালও লাগত। নিঃসঙ্গ বোধ করত না সে। মনে হতো আমি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো দিকে নজর নেই ওর। বছরে দু'-একবার করে চিনিসী ক্যাসেল-এ যেতাম আমরা। পশুচর্ম বিক্রি করতে যেতে হতো, বুঝলে?......সুন্দর এবং সুস্থ জীবন যাপন করছিলাম। ভাবতে পারবে না কী আশ্চর্যভাবে স্বাস্থ্যটিকে আমার অটুট রেখেছিল সে। হেমলকের পাতা দিয়ে আমায় চা তৈরি করে খাওয়াত। তাতে গায়ের চামড়া গরম থাকত। ইণ্ডিয়ানদের রান্নাই রাঁধত সে। কিন্তু আমাকে খুশী করবার জন্য অন্য দু'-চারটে রান্নাও শিখে নিয়েছিল। তোমাদের তো বলেছিলাম চুমু খেতে শিখেছিল মেয়েটা। ভারি অদ্ভুত লাগত যে, সাদা চামড়ার মেয়েদের মতো

হতে পারল না সে। আমার সান্নিধ্যে আসতে কেমন যেন একটু সংকুচিত বোধ করত। খাঁড়ির জলে আমার সঙ্গে স্নান করতে চাইত না। কখনো কখনো রেগে আগুন হয়ে যেতাম আমি। দিনের আলোয় কখনো আমি ওকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখি নি। বৈঁচিফল তুলতে গিয়েছিল, একটা ভল্লুক এসে মেরে ফেলল ওকে।" এক চুমুক রাম খেয়ে সশব্দে শ্বাস টেনে জো বলল, "সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল যে, আমাদের কোনো ছেলেপিলে হয় নি।"

"এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা কি দেখলে?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"আরে ভাই, ওদের মেয়েরা গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়। জন ও'বিলের কথাই ধরো। আমার কাছ থেকে পশুচর্ম কিনে নিয়ে ওখানে যেত বেচতে। সেও একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলল। একগাদা ছেলেপিলে হল তার। তাদের মধ্যে একটা ছেলে তো দলপতি হবে। তার নাম হচ্ছে গিয়ে কর্নপ্ল্যানটার।"

"তুমি না বললে ওর নাম জন ও'বিল?" জিজ্ঞাসা করল অ্যাডাম।

"ঠিকই বলেছি। সে একটি ছেলে বটে! রাগ করে নামটা সে বর্জন করে দিয়েছে। ওখানে আর থাকে না। এখানে ভ্যালিতেই কোথায় যেন থাকে।"

"ফোর্ট প্লেনের কাছে কি?" মন্তব্য করল অ্যাডাম।

"হ্যাঁ, সেই লোকটাই। বেশ কিছুদিন ধরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।"

একেবারে টান হয়ে চিত হয়ে শুয়ে গেলাস থেকে মদ খেতে লাগল জো বোলিয়ো।

গিল জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েটার যেন কি নাম বললে তুমি?"

"ইণ্ডিয়ান নাম ছিল গাহানো। মানেটা হচ্ছে ঝুলন্ত-ফুল গোছের। কিন্তু আমি ওকে লু বলেই ডাকতাম। অ্যাডাম, সেইসব দিনে তোমার ওখানে গিয়ে বাস করা উচিত ছিল। চমৎকার সময় কাটত তোমার। কিন্তু আজকাল আর সাদা চামড়ার লোকদের ততো খাতির করে না। অবিশ্যি বিয়ে তুমি এখনো করতো পারো, কিন্তু সেই সময়কার মতো বাছাই করবার জন্ত তোমার কাছে মেয়েদের পাঠাবে না আর। লু মরে যাওয়ার পর আমি নিজেই ওখান থেকে চলে এলাম……

"যারা জন্তু-জানোয়ার ধরে বেড়ায় তাদের জীবনই হচ্ছে ঐ রকম। কাজের মধ্যে হচ্ছে শুধু ফাঁদটিকে ঠিক মতো পেতে রাখা। তারপর ফিরে এসো তোমার সেই আরামদায়ক ছোট্ট ক্যাবিনটাতে। এসে দেখবে, স্ত্রীলোকটি রান্না-বাড়া করে রেখেছে এবং তোমার ছেঁড়া জামাকাপড়ও সেলাই করে দিয়েছে। তারপর ব্যস শুয়ে পড়ো এবং পরের দিন সকালবেলা বেশ একটা গরম অনুভূতি নিয়ে শয্যা ত্যাগ করো। এক আধলাও খরচ নেই তোমার।" ওদের দিকে আবার সে একবার চেয়ে দেখল। তারপর বলে চলল জো, "বেশিরভাগ শিকারীরাই গ্রীষ্মের সময় বাড়ি ফিরে আসত। আসবার সময় পশুচর্মগুলো সঙ্গে নিয়ে আসত তারা এবং টাকা-পয়সা সব খরচ করে যেত। স্ত্রীলোকটি তখন নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নিত। কেউ কেউ আবার দুটো করে সংসার চালাত। কিন্তু ঐসব জানোয়ারগুলো ঠিক আমার মতো মজা করে গ্রীষ্মের সময়টা কাটাতে পারত না। আমরা দু'জনে মিলে চলে যেতাম অন্য জায়গায়। মাছ ধরে বেড়াতাম। এমন জায়গায় যেতাম যেখানে অন্য কেউ যেত না। আমাদের পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কারো চলাফেরার চিহ্ন থাকত না সেখানে। এই ভাবে তিনটে মাস কাটিয়ে দিতাম। গ্রীষ্মকালটার জন্য একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে নিতাম আর মেয়েটা তখন ভুট্টা লাগাত মাটিতে। হাঁ, মশাই হাঁ। শুধু শুয়ে থাকা আর বড় বড় মাছের লাফানি-ঝাঁপানির শব্দ শোনা। শুয়ে শুয়ে তখন ভাবা যে, জলে কেঁচো ছেড়ে দিয়ে মাছ ধরবার ঝামেলা পোয়ানো উচিত হবে কিনা। আমাদের এই ছুটির দিনগুলোতে লু কিন্তু কাজ নিয়ে সব সময়েই ব্যস্ত থাকত। শীতকালের জন্য পশুচর্ম আর কাঁচা ঘাসগুলোকে রোদে শুকিয়ে রাখত। ঘাস শুকিয়ে খড় তৈরি করত। ছুরি দিয়ে কাঠ কেটে একটা ছাঁচ করে দিয়েছিলাম ওকে। কেক তৈরি করত সে। ছাঁচটা দেখে ভারি মজা লাগত ওর। তারপর শুকনো মাংসের সঙ্গে বৈঁচিফল মিশিয়ে কেক তৈরি করবার জন্য গাছ থেকে বৈঁচিফল পাড়তে গেল। সেই সময়েই ভল্লুকটা মেরে ফেলল ওকে। দুটো বাচ্চা নিয়ে ওখানেই ওত পেতে বসে ছিল ভল্লুকটা। তারপর পিছু ধরে খানিকক্ষণ তাড়া করে বেড়ালাম, তিনটেকেই সাবাড় করে দিলাম—" একটু থেমে থুথু ফেলে জো বলল, "ধুত্তোর, এই কথাটা বলবার জন্য গল্প ফাঁদি নি আমি। বলতে চেয়েছিলাম যে, ইণ্ডিয়ানগুলোকে দিয়ে কাজ হবে না কিছু। ওরা না থাকলে দেশের অবস্থা

অনেক ভাল হতো। আমি বলছি, এখুনি আমাদের অবস্থা যেত ফিরে। এবং এখানে বসে ছাদ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ার শব্দ শুনে সময় নষ্ট করতে হতো না।"

একটু নড়েচড়ে বসল অ্যাডাম হেলমার। আহা, সভ্যতার সেই উৎকৃষ্ট সময়টিতে জন্মাতে পারলে ইণ্ডিয়ানদের অঞ্চলে গিয়ে বাস করতে পারত অ্যাডাম। আঁটো করে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে রেখেছে। কথাটা শুধু ভাবতে ভাবতেই ঠোঁট দুটো ভিজে উঠেছে ওর। ঠিক এখন যদি বোলিয়োর লু-এর মতো একটি কোমলাঙ্গিনীকে হাতের কাছে পাওয়া যেত তা হলে কী আনন্দই না হতো!

"কি যেন বলছিলে না তুমি? ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার কথা?" জিজ্ঞাসা করল অ্যাডাম।

"হ্যাঁ," নিদারুণ অবজ্ঞা সহকারে জবাব দিল জো, "হ্যাঁ, বরফ গলতে শুরু করেছে।"

উঠে পড়ল গিল। দরজা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। হাওয়ার গতি দক্ষিণদিকে ঘুরে গিয়েছে। মুখের ওপর ভেজা-ভেজা লাগল। আবদ্ধ ঘরের হাওয়া অত্যন্ত গরম। দরজা খুলতেই গায়ের ওপর গরম হাওয়ার স্পর্শ লাগা সত্ত্বেও আর্দ্রতার অনুভূতি ঠেকিয়ে রাখতে পারল না গিল।

"ঠিক কথাই বলেছ তুমি," সামনের দিকে চেয়েই বলল সে, "বরফ গলতে শুরু করেছে। এবার তাড়াতাড়িই চিনি তৈরির কাজ আরম্ভ হবে।"

"দরজা বন্ধ করো," চিৎকার করে বলল জো, "আমাদের কি তুমি ঠাণ্ডায় মেরে ফেলতে চাও?"

॥ ৪ ॥

ফেয়ারফিল্ড

মাসটা শেষ হয়ে আসবার আগে চিনি তৈরির মরশুম যখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেল এবং চিনি পোড়ানোর ঝোপগুলো থেকে যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নীল ফিতের আকারে পাহাড়ের দিকে উড়ে যেতে লাগল তখন স্নিডারসবুশ স্টকেডের

দিক থেকে একজন অশ্বারোহীকে দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলে যেতে দেখা গেল। ঝরনার দক্ষিণে আট মাইল পথ অতিক্রম করে এসে কিঙস্‌রোড ধরে চাবুক চালাতে চালাতে কর্দমাক্ত পথের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া চালিয়ে পশ্চিমদিকে মোড় ঘুরল সে।

রাস্তাটার অনেক ওপরে হলেও মিসেস ম্যাকক্লেনারের চিনি তৈরির ঝোপের কাছ থেকে কাদার ওপর ঘোড়ার পায়ের ধুপ্‌ধুপ্‌ শব্দটা শুনতে পেল সবাই। জ্বাল দিয়ে চিনি তৈরির আজ চতুর্থ দিন। এন্ডরিজের অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছে। স্মলেরা আর ক্যাসলাররা এবং হেলমাররা,—অ্যাডামের খুড়তুতো ভাই-বোনেরাও এসেছে। ফিল এসেছে তার বউ ক্যাথারিন আর ছেলে জর্জকে নিয়ে। আগুনের কাছে বসে মেয়েরা উলের জামা বুনছে আর কড়াইয়ের দিকে নজর রাখছে। অ্যাডাম নিজে থেকেই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনছে এবং যতক্ষণ পারছে মেয়েদের কাছে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিকার করতে যাওয়ার নতুন একটা শার্ট পরেছে সে। মর্গ্যানের রাইফেলধারী সৈনিকদের জামার মতো শার্টের রঙ। বেশ পুরু সাদা লিনেন কাপড়ের হাতা বরাবর আস্তিনের কাছে সবুজ রঙের লম্বা লম্বা বুড়ো আঙুলের ছাপ বসানো। তার ওপরে ডবল কাপড়ের হাতাহীন কোট, তলার দিকটা মুড়ে সেলাই করা। এই পোশাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মাথার হলদে চুল যত্ন সহকারে আঁচড়ে এসেছে। দাড়িও কামিয়েছে সে। গিল, ক্যাপটেন জেকব স্মল, আর জর্জ হেলমার হাতুড়ি পিটে পিটে মেইপল্‌ গাছের গুঁড়ি থেকে রস বার করছে। ছেলেরা এসে বালতিতে রস ধরছে। রৌদ্রদীপ্ত দিন, হাওয়া নেই রোদের ঝাঁজ নেই বলে বাইরে বসতে আরাম লাগছে বেশ। ঘড়ির কাঁটার টিক্‌টিক্‌ আওয়াজের মতো ফোঁটায় ফোঁটায় রস পড়ছে বালতিতে। এমন নিয়মিতভাবে সময়ের ব্যবধান রেখে আওয়াজ হচ্ছে যে, সবগুলো গাছ একত্র হয়ে যেন ঘড়ির বদলে সময় নির্দেশ করছে নিজেরাই। দূরের গাছ থেকেও বালতিতে ফোঁটা পড়ার শব্দটা মেয়েদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে কানে এসে পৌছচ্ছে।

ক্যাপটেন স্মল, অ্যাডাম আর জো বোলিয়ো ছাড়া অন্য কেউ বন্দুক আনে নি সঙ্গে। যেখানে চিনি জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল তার কাছেই গাছের ছাল দিয়ে একটা ছাপ্পর তৈরি করা হয়েছিল। স্মল আর অ্যাডাম তাদের বন্দুক দুটো

সেখানেই রেখে দিয়েছিল। কিন্তু জো তার বন্দুক নিয়ে বনের মধ্যে তন্নতন্ন করে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এরা জানতই না যে, উত্তরে এবং পশ্চিমে তিন-চার মাইল দূর পর্যন্ত শিকার ধরতে চলে গিয়েছিল জো। জানলে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিত এরা। এখনো প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে বনের মধ্যে বরফ পড়ে রয়েছে। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার জুতো পায়ে থাকলেও কাজটা বেশ কষ্টসাধ্য।

ওরা যখন শুনল যে, রাস্তা ধরে অশ্বারোহীটি এগিয়ে আসছে তখন গিল আর ক্যাপটেন স্মল হাতুড়ি দুটো ফেলে রেখে খাড়াইটার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওখান থেকে তলার রাস্তাটা দেখা যায়। প্রাণপণে ছোটবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘোড়াটার পিঠের ওপর ক্রমাগত নির্মমভাবে চাবুক চালিয়ে যাচ্ছিল অশ্বারোহী। ক্যাপটেন স্মল ভাল করে চেয়ে দেখল একবার।

"মনে হয় কোবাস। ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন—" টুপীটা খুলে ফেলে মাথার ওপর হাত ঘষতে ঘষতে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে গিলের দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাপটেন।

খাড়াইটার দিকে এদের এগিয়ে যেতে দেখে অ্যাডাম মেয়েদের কথা আর চিন্তা করল না, তক্ষুনি সে এদের সঙ্গে এসে যোগ দিল।

"কে আসছে ঘোড়ায় চেপে?" জিজ্ঞাসা করল অ্যাডাম।

"মনে হয় ডেটন দুর্গে গিয়েছিল কোবাস ম্যাবী।"

হেসে উঠল অ্যাডাম।

"হয়তো ডাক্তারের খোঁজে।"

"আমার তা মনে হয় না। তোমার কি মনে হয়, গিল?"

"ঘোড়াটার সর্বনাশ করছে।" বলল গিল।

গাম্ভীর্য অবলম্বন করল অ্যাডাম।

"গুরুতর ব্যাপার।"

উভয়ে উভয়ের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

"তোমাদের কি মনে হয় এখন আমাদের বন থেকে নিচে নেমে পড়া উচিত?"

অ্যাডাম বলল, "না, দরকার নেই। জো আছে ওখানে।"

স্মল বলল, "আমাদের একজনের গিয়ে খবর নিয়ে আসা উচিত। গিল,

ঝোপের ধারে জর্জ হেলমার দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুমি বরং তোমার ঘোড়ায় চাপিয়ে ওকে পাঠিয়ে দাও। মেয়েদের মনে ভয় ঢোকাবার কোনো মানে হয় না। হাজার হলেও বছরের এই তো প্রথম একসঙ্গে দল বেঁধে কাজ করতে বসেছে ওরা।"

ছাপ্পরটাতে ঢুকে অ্যাডাম তার বন্দুকটা নিয়ে এল। "দেখি, দু'-একটা পাখি শিকার করে আনতে পারি কিনা। তোমাদের জ্বালানিকাঠের অভাব হবে না তো?" মেয়েদের জিজ্ঞাসা করল সে।

"না, অ্যাডাম।" ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে জবাব দিল মেয়েরা। হাসল না শুধু লানা। গিল হঠাৎ দেখল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। জোর করেই একটু হাসল গিল। কিন্তু তাতেও লানাকে ভোলাতে পারল না। মাথা নাড়িয়ে আঙুলটা সে ঠোঁটের উপর চেপে ধরে ইশারা করল।

ওর মুখের দিকে চেয়ে গিলের ভেতরটা ভয়ে সংকুচিত হয়ে এল। ভাবল, "কি উপায় হবে ওর?" লানার মুখটা একেবারে রক্তশূন্য ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। তারপর সহসা মুখটা উঁচু করে খুব ক্ষিপ্রকণ্ঠে মিসেস স্মলকে কি যেন বলল এবং মিসেস স্মল তাতে হেসে উঠে ওর লাল চুলের ওপরে সাদরে হাত দিয়ে আঘাত করল। মিসেস ম্যাকক্লেনার মাথা নাড়িয়ে গিলের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু। এসব জিনিস অত্যন্ত সহজেই তিনি আঁচ করতে পারেন। গিল অনুমান করল লানার আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

গিল আবার গাছের কাছে গিয়ে হাতুড়ি ধরল। জর্জ হেলমার যে ওখানে নেই তা কেউ লক্ষ্য করল না। চিনি তৈরির কাজ আবার শুরু হয়ে গেল। সে আর ক্যাপটেন স্মল কায়দা করে ছেলেপেলেগুলোকে গাছের আরো কাছে এনে উপস্থিত করল। এই ব্যাপারটাও নজরে পড়ল না কারো। নিজেরা নজর রাখল বনের ওপর। কোনো গণ্ডগোলের আশঙ্কা থাকলে গুলীর আওয়াজ করবে অ্যাডাম এবং তার আগে জো-র গুলী করার শব্দ শুনবে সে। এখন আবার গাছ থেকে রসের ফোঁটাগুলো সাংঘাতিক আওয়াজ করতে করতে বালতির মধ্যে ঝরে পড়তে লাগল।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এল জর্জ হেলমার। কোনো রকম হৈচৈ না করে নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হল সে। গিল আর স্মলও হৈচৈ না করে জর্জের গাছের কাছে এগিয়ে গেল। তিনজন একসঙ্গে হওয়ার পরেই জর্জ হেলমার

বলতে আরম্ভ করল, "বিনাশকারীরা ফেয়ারফিল্ডে এসে হানা দিয়েছিল। টোরী আর ইণ্ডিয়ান, দু'দলের লোকই ছিল। গত আগস্টের আগেই সাদা চামড়ার লোকেরা ফেয়ারফিল্ড ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। ক্যাসেলম্যান, কানট্রিম্যান এবং এম্‌পিস কেউ ওরা ছিল না। শুধু বাচ্চা ছেলে জন ম্যাবীকে মেরে ফেলেছে ওরা। পলি ছাড়া আর সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছে পলি। কিন্তু সব কিছু দেখেছে সে। শহরের প্রতিটি বাড়ি আর গোলাঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছুই রক্ষা পায় নি।"

জর্জ হেলমার সরল প্রকৃতির যুবক। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে তার।

ক্যাপটেন স্মল জিজ্ঞাসা করল, "কোন পথ দিয়ে ওরা গেল তা কি কেউ দেখেছে?"

"জারজিফিল্ডের রাস্তা ধরে গেছে", বলতে লাগল জর্জ, "কোবাস ম্যাবী ইণ্ডিয়ান ক্যাসেল-এ কাকার বাড়িতে তার পরিবারের সবাইকে সরিয়ে ফেলবার মতলব করে রেখেছিল। স্ত্রী আর কোলের বাচ্চাটাকে রেখে এসে কোবাস ফিরে যাচ্ছিল পলি, জন আর গরুটাকে নিয়ে আসবার জন্য। পথে স্নাইডারের ওখানে খাওয়া শেষ করে যখন ফেয়ারফিল্ডে পৌঁছল তখন সে দেখল বাড়িঘর সব তখনো জ্বলছে। এমন ব্যাপার অন্য কোথাও কেউ আর ঘটতে দেখে নি।" রুদ্ধনিঃশ্বাসে চালাঘরটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল সে, "তোমরা কি এখানেই থাকতে চাও, জেক?"

জেকব স্মল জবাব দিল, "হ্যাঁ। জো আর অ্যাডাম ফিরে না আসা পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ভয়ে অতো ছটফট করো না, জর্জ। চিনি তৈরি করতে হবে আমাদের। সামনের শীতকাল পর্যন্ত চলে যাওয়ার মতো মজুত রাখতে হবে ঘরে। তা ছাড়া ফসলের কাজও তো রয়েছে।"

"সর্বনাশের কথা, জেক!" যুবকটির মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল, "ওরা জঙ্গলের ভেতর রইল, আর আমরা কি করে মাঠে গিয়ে লাঙল দেব, ফসল লাগাব?"

"জানি না," জবাব দিল স্মল, "হয় উপোস করে মরবে, নয়তো ফসল তুলতেই হবে।"

অস্থিরতা প্রকাশ করে জর্জ বলল, "কথাটা সত্যি।" কিন্তু চোখ দুটো

ওর ঘুরে বেড়াচ্ছিল বনের দিকে। জো আর অ্যাডামকে পাশাপাশি হেঁটে আসতে জর্জই লক্ষ্য করেছিল প্রথম। গোপনে নজর রাখছিল সে।

জো-র সারা দেহ ঘাম আর তুষার লেগে ভিজে গিয়েছে। গিল আর স্মলের কাছে এগিয়ে এসে জুতোর মুখের ওপর বন্দুকের বাঁটটা ঠেকিয়ে রাখল সে।

"জর্জ কোথায় গিয়েছিল?" জিজ্ঞাসা করল জো। আঙুল তুলে জর্জের প্যান্টের ফাঁকে দেখাল যে, ঘোড়ার মুখের ফেনা লেগে রয়েছে।

ব্যাপারটা তাকে বলল ওরা।

"ভালই হয়েছে।" বলল জো।

"ভাল হয়েছে?" চেঁচিয়ে উঠল জর্জ হেলমার।

"হ্যাঁ। ওখানে যদি না যেত, তা হলে সোজাসুজি এখানে এসে হানা দিত ওরা। ছ'মাইল পেছনে তাঁবু গেড়েছে। আমার মনে হয় দুর্গের এতো কাছাকাছি এসে হানা দেওয়ার চেয়ে আগে ফেয়ারফিল্ড সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল।" পেঁচার মতো চোখের ভঙ্গী করে সে-ই বলল, "ওরা সবসুদ্ধ কুড়িজন ছিল। তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান ছিল ন'জন। গতকাল উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে ওরা।"

পাঁচটি লোক একসঙ্গে মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর জো জিজ্ঞাসা করল, "আর কতক্ষণ চিনি জ্বাল দিতে হবে?"

"ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই শেষ করতে পারি।"

"তা হলে শেষ করে ফেলাই ভাল।" বলল জো।

"তুমি কি ভাবছ ওরা ফিরে আসবে?"

পাতলা ঠোঁট দুটো সংকুচিত করে জো বলল, "হয়তো ঐ দলটা ফিরে আসবে না। এখুনি কেউ আসবেই না হয় তো। অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে দেখে এসেছি আমি। কোথাও ওদের দেখতে পাই নি। যদি আসত তা হলে বছরের এই সময়ে জেই পাখিরা কিচির মিচির করে ডেকে উঠত নিশ্চয়ই।"

॥ ৫ ॥

ডিমুথের বাড়ি

দুর্গ থেকে একজন সৈনিক এসে ক্যাপটেনকে যখন ফেরারফিল্ডের খবরটা দিল, ন্যানসি বাড়ির ভেতরেই ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর সবেমাত্র বাসন-কোসন ধুয়েপুঁছে রেখেছে এমন সময় ক্যাপটেন ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়াল। সৈনিকটি যা যা বলল তার প্রতিটি কথাই সে ভেতর থেকে শুনতে পেল। ক্যাপটেন যখন আবার ফিরে এল তখন তাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাল। আতঙ্কিত বলেও মনে হল ওর।

"কোথায় যাচ্ছ?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ক্যাপটেন।

"এঁটো-কাঁটাগুলো শুয়োরদের খেতে দিতে যাচ্ছি, সার।" প্লেটটা উঁচু করে তুলে ধরে নীল চোখ দুটো মেলে অবাক হয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে রইল ন্যানসি।

"শুয়োরদের জন্য বেশ ভাল খাবার নিয়ে যাচ্ছ দেখছি।" খিটখিটে মেজাজে বলল ক্যাপটেন। কিন্তু ন্যানসি তাতে অপরাধ নিল না। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেনও যদি মিসেস ডিমুথের বিরুদ্ধে ওকে সমর্থন না করত তাহলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত ওর। সারাটা দিন মিসেস ডিমুথ পেছনে লেগে থাকেন আর খোঁচা মেরে মেরে কথা বলেন। এমন সব নোংরা কথা যে, ভদ্রমহিলাদের মুখে তা খুবই অশোভন শোনায়। জারজ বলেই পেটটা নাকি তার বেশি বড় দেখাচ্ছে এবং আকার সম্বন্ধেও অনেক রকমের মন্তব্য করেন তিনি। নিজের কানে না শুনলে মিসেস ডিমুথের মুখ দিয়ে যে এই ধরনের কথা বেরুতে পারে ন্যানসি তা বিশ্বাস করতে পারত না।

"পুরুষগুলো বোকা," বলতে লাগলেন মিসেস ডিমুথ, "আমি যদি বাড়ির কর্তা হতাম তা হলে ঘাড়ে ধরে তোকে বার করে দিতাম এখান থেকে। তোর মতো ছুঁড়িকে রাস্তায় নিয়ে সকলের সামনে চাবকানো উচিত। তোর মাও তোকে নিতে চায় না—তাকে আমি দোষ দিই না। পুরুষরা বলে যে তোকে উপোস করিয়ে মারা উচিত নয়। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে তোকে দেখে

আর মনে মনে আমোদ উপভোগ করে। বিশেষ করে কম বয়স হলে তো কথাই নেই। দূর হ—বাড়ি থেকে দূর হতে না পারিস তো আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা।"

ন্যানসি জানে দেহটা ওর বড় দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রথমে স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। সৈনিকটি বেশ লম্বাচওড়া ছিল, আর নিজেও কিছু কম নয়। তাই সে মাঝে মাঝে ভাবত যে, ব্যাপারটা অবৈধ না হলেও সন্তানটা তার বড়সড়ই হতো। কিন্তু যতই সময় পার হতে লাগল ততই যেন ক্যাপটেন ওর দিকে বেশি করে নজর দিতে লাগলেন এবং ওকে দেখলে বিরক্তও বোধ করতে লাগলেন তিনি। ন্যানসি ভাবল, মেমসাহেবের কথাটা তা হলে মিথ্যে নয়—অবৈধ বলেই পেটটা ওর বেশি বড় দেখাচ্ছে।

কথা শুনে হেসে ওঠে হন ইয়োস্ট। ওর পেটের ওপর এমনভাবে আদর করতে করতে হাত বুলোয় যেন বাচ্চাটাকে আদর করছে সে।

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি ছেলেটা তোর খুবই ভাল হবে রে, ন্যান্সি! ঠিক তোর আর আমার মতো। কিন্তু যাই বলিস না কেন, জীবনে আমাদের মজা আছে।"

শীতের প্রথম ছ'টা মাস খুব আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে দিল হন ইয়োস্ট। জীবনে এতো কম কাজ আর কোনোদিনই করতে হয় নি ওকে। অনেকদিন পর্যন্ত সবাই ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশী হতো। যেখানে যায় সেখানেই তার ঘাড়ের ওপর চাটি মেরে সকলে খাতির দেখায়, মদ খাওয়ায়। জনসাধারণের কাছে রীতিমতো একজন বীরপুরুষ বলে গণ্য হতে লাগল সে। এবং প্রায় সময়েই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকত। কিন্তু মাতাল হলেও উচ্ছৃঙ্খল হতো না হন। প্রতি রাত্রেই মিস্টার ডিমুথের গোলাবাড়িতে ফিরে আসত এবং তার ঘোড়ার সঙ্গে একই আস্তাবলে শুয়ে থাকত। খাদ্য থেকে অবশিষ্ট যা পড়ে থাকত তাই চুরি করে এনে ওকে খেতে দিত ন্যানসি। একটু আগেই যে শুয়োরের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে বলে ডিমুথকে বলেছিল সে, আসলে সেই প্লেটটা ইয়োস্টের কাছেই নিয়ে যাচ্ছিল ন্যানসি।

কিন্তু ইদানীং হনের দিকে কেউ আর তেমন মনোযোগ দিচ্ছে না। প্রথমটায় খুবই খারাপ লেগেছিল। বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে শুমেকারের চটিতে গিয়ে উঁকি দিতে লাগল। কিংবা নদীর ওপারে গিয়ে লোকজনদের মনোভাব

ঝগার জন্য হ্যালো বলে তাদের সম্বোধন করত। এমন কি একদিন
ন আরনল্ডের সেনাবাহিনীর একটা সুন্দর যুদ্ধবিবরণ দিয়ে গল্প করে বলল যে,
বলিঙ্গারকে কী সাংঘাতিক ঠ্যাঙানি দিয়েছিল হন্। ইণ্ডিয়ানদের কাছে
য়ে সে নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল, "গাছে কতো পাতা আছে গুনে বলতে
রো তোমরা?" প্রশ্নটার অর্থ হচ্ছে যে, আরনল্ডের সৈন্যসংখ্যা এতো
শি যে গুনে শেষ করা যায় না। কিন্তু তা সত্বেও মদ খাওয়ার ঘর থেকে
থি মেরে তাড়িয়ে দিল ওকে। এক বিন্দুও মদ জুটল না তার। একবার সে
ভেবেছিল যে, স্থানিক সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে পারলে আবার হয়তো
প্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে ক্যাপটেন ডিমুথের সঙ্গে দেখাও
ছিল। কিন্তু স্থানিক সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব তখন ছিল না। ক্যাপটেন
মুথ ওকে বলল যে, কর্নেল বেলিঙ্গার আবার নতুন করে সৈন্যদল গঠন করবার
ষ্টা করছে। নতুন নতুন অফিসার নিয়োগ করা দরকার হবে। পুরানো
ফিসারদের মধ্যে অর্ধেকের বেশির ভাগই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

দুঃখিত বোধ করল ক্যাপটেন ডিমুথ। সে বলল যে, হনের দেশাত্মবোধ
বই প্রশংসনীয় এবং সেনাবাহিনী গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিজের দলে
তি করে নিতে গর্ব বোধ করবে ক্যাপটেন।

প্রথমে খুশী হয়েছিল ন্যানসি। হন্ যতদিন জনপ্রিয় ছিল ততদিন তার
ক দেখতে পেত না সে। এখন যখন কেউ আর ওকে পাত্তা দিচ্ছে না
খন সে সারাদিনই বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয়,
নসির সঙ্গে কথা বলতে ভালও লাগছে ওর। ম্যাকলোনিসের সম্বন্ধে
সনীয় ধরনের প্রশ্ন করলে খুশী হয় হন্। হ্যাঁ, সত্যিকারের আদমি ছিল
কলোনিস। বাটলাররা ওর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করত। কেউ কেউ
ত যে, ম্যকলোনিস হয়তো একদিন অফিসার হবে।

"বুঝলাম, হন্। কিন্তু লোকটি কেমন?" জিজ্ঞাসা করল ন্যানসি।

হন্ তাকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "শোনো কথা! তোমার নিজেরই তো
া উচিত।" হো হো করে হেসে উঠল হন্। খড়ের ওপর গড়াগড়ি
তে লাগল। লম্বা চুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল টুকরো টুকরো খড়কুটো। হনের
স্বর বেশ মিষ্টি, কিন্তু ন্যানসির মতোই বুদ্ধিসুদ্ধি কম। হনের হাসির
াওয়াজটা শুনতে ভাল লাগছিল ওর এবং সে নিজেও একটু হেসে উঠল।

গোলাঘরের জানালার ধারে মৃদু আলোয় ন্যানসিকে যেন বহুপ্রসবিনী দেবীর মতো দেখাচ্ছিল। হলদে চুলের গুচ্ছ পেছন দিকে ঝুলে পড়েছে, চোখের পাতা দুটি ভারী, ঈষৎ পূর্বের মৃদু হাসির রেশটুকু তখনো তার অর্ধ-উন্মীলিত ঠোঁটের ফাঁকে লেগে রয়েছে—দেখে মনে হয়, পৃথিবীর আদি জননীও হতে পারত ন্যানসি। হনের কথা শুনে সব সময়েই ওর মনে হতো যে, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা যেন একটা গৌরবের ব্যাপার।

কিন্তু এখন যখন ম্যাকলোনিসের সম্বন্ধে আলোচনাটা উঠেই পড়েছে তখন তার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল সেই কথাটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

"জারি," বলল হন্, "ভারি সুন্দর নির্মমগোছের লোক। কী সুন্দর কথাটা। 'ঐ বলে মেজর বাটলারকে আমি ডাকতে শুনেছি। আমি মেজরের খুব কাছাকাছিই ছিলাম। এখানে আসবার পথে আমরা সেদিন রয়েল ব্লকহাউসে রাত কাটিয়েছি।"

"তোমার কি মনে হয় তার সঙ্গে আমাদের কখনো দেখা হবে?"

"আমি দেখা করবই।" বলল হন্।

"কিন্তু আমার দেখা করা দরকার।"

"কে জানে তোর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।"

"তোমার কি মনে হয় আমাকে এখন পছন্দ করবে সে?"

"পছন্দ?" হন্ বলতে লাগল, "তুই যদি একবার নায়েগ্রায় গিয়ে পৌছতে পারিস তা হলে আমি বলে রাখছি ওখানকার সৈন্যদলের কাছে রানী সেজে বসে থাকতে পারবি, ন্যান্সি।"

"তার মানে কি?" দম ফেলতে পারছিল না ন্যানসি।

"ওখানে যেসব সাদা চামড়ার স্ত্রীলোক আছে তারা কেউ তোর অর্ধেকও সুন্দরী নয়।"

"ও, তা হলে সে আমায় সেখানে বিয়ে করতে পারে।"

হঠাৎ নীরব হয়ে গেল হন্।

"বিয়ে করবে না, হন্?"

"কথাটা কি জানিস," বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়াতে নাড়াতে হন্ বলল, "যদি একবার সে অফিসার হয়ে বসে তা হলে বিয়ে নাও করতে পারে।"

"কিন্তু তুমি তো বললে বিয়ে সে করবে।"

"করপোর‍্যাল থাকলে করবে বলেছিলাম।"

"কিন্তু আমি কি আমি নই? আমি কম কিসে?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক।" জবাব দিল হন্‌। হনের নিজস্ব কয়েকটা ধারণা ছিল। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে পারছে যে, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ওর বোনের মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করবে না। ন্যানসির মুশকিল হয়েছে যে, একজন উচ্চাভিলাষী লোকের সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটেছিল ওর। জারিকে পছন্দ করে হন্‌ এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চায়। বিয়ের ব্যাপারটাকে তেমন জরুরী মনে করে না সে।

"কিন্তু বিয়ে তো আমার হওয়াই চাই," জোর দিয়ে বলল ন্যানসি, "মিসেস ডিমুথ বলেন, আমি হচ্ছি গিয়ে জীবন্ত পাপ।"

"বুড়ো ক্লেম বলেছে সে তোকে বিয়ে করতে পারে।"

কেঁপে উঠে ন্যানসি বলল, "আমি তাকে বিয়ে করতে পারি না। প্রত্যেক দিনই সকালবেলা তাকে খিটখিটে দেখায়।"

"শোন ন্যানসি। আগে তোকে আমি বিয়ের কথা বলতাম। কিন্তু এখন আর তা বলি না। নায়েগ্রায় এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের বিয়ে হয় নি। তারা মেয়েও বেশ ভাল। কেউ কেউ অফিসারদের ব্যারাকেও যায়। ইচ্ছে করলে তুইও অফিসারদের ব্যারাকে ঢুকতে পারিস।"

"আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারো না সেখানে?" মিনতি করল ন্যানসি। আবার ওর পেটের ওপর চাটি মেরে হন্‌ বলল, "ও-রকম একটা বোঝা নিয়ে যেতে চাইছিস, ন্যান্‌স্‌?"

"আমি ঠিক হাঁটতে পারব।"

"হ্যাঁ, বোঝাটা যদি তোর পিঠের ওপর থাকত, তা হলে হয়তো পারতিস।" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল হন্‌। কিন্তু ন্যানসির অবস্থা দেখে মনে হল, বোধহয় সে কেঁদে ফেলবে।

"এখানে আমায় একা ফেলে যাবে বলে মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় পাই।"

"ফেলে যাব না তো করব কি?"

"ভয়ে মরি, হন্‌। মিসেস ডিমুথ প্রায়ই আমায় বকাবকি করেন। তিনি বলেন যে, মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কখনো কখনো মরেও যায়—

খারাপ মেয়েরাই নাকি মরে। এটা তো আর বিয়ে করার সন্তান হওয়া নয়।"

মুহূর্তের জন্য হন্ যেন একটু বিপদেই পড়ে গেল। ন্যানসির প্রতি ওর একটু ভালবাসা আছে। দু'-এক মিনিট চিন্তা করবার পর সে বলল, "তুই মরে যাবি তা আমি বিশ্বাস করি না।"

ভেতর থেকে ক্যাপটেনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ডাক পড়েছে ন্যানসির। খুবই স্বস্তি বোধ করল হন্। মেয়েটার মাথায় কোনোরকম যুক্তি ঢোকে না। ন্যানসি ফিরে আসবার আগেই গোলাবাড়ি থেকে সরে পড়ল সে।

ন্যানসি আজকাল লক্ষ্য করছে যে, হনের মধ্যে খানিকটা অস্থিরতা এসেছে। মার্চ মাসের শেষের দিক থেকে যত বেশি বরফ গলছে এবং কুয়াশা দেখা দিচ্ছে হনও যেন তত বেশি চঞ্চল হয়ে উঠছে। প্রায়ই সে বনের মধ্যে ভ্রমণ করতে যায়। শেষ পর্যন্ত একদিন সে বাইরেই রাত কাটালো। ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল ন্যানসি। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল সে। খাবার সময় গোলাবাড়িতেই ছিল। মনিবদের ভুক্তাবশেষ প্লেটে করে নিয়ে এল ন্যানসি। ঘোড়ার আস্তাবল থেকে কিছু খড় নিয়ে এসেছিল হন্। তার ওপর বসে জুতোর তলিতে ঘষে ঘষে শিকার করবার ছুরিটাতে শান দিচ্ছিল সে। ন্যানসির মনে হল, ওকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

"পশ্চিম ক্যানাডা ক্রীকের ওদিকে একটা দলের পায়ের দাগ দেখেছি আমি।" বলল হন, "তিন কি চার দিন আগে।"

"দল?"

"হ্যাঁ। প্রায় কুড়ি জন হবে। মনে হচ্ছে আমাদেরই লোক।"

"আমাদের?"

ওর সঙ্গে কথা বলতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে। বলল, "নিশ্চয়ই। ভাবছিস কি, তুই? হয়তো নায়েগ্রা থেকেই এসেছিল।"

"হন্! ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তুমি চলে যাবে না?"

সঙ্গে সঙ্গে মনের কথা গোপন করে ফেলল হন্। বলল সে। "ওদের সঙ্গে কি করে যাব? এতক্ষণে কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে। অবিশ্যি কোথায় গিয়েছে জানতে পারলে মন্দ হতো না।"

স্বস্তি বোধ করবার পর হন্‌কে সে খুশী করতে চাইল। সৈনিকটি যা যা বলেছিল ডিমুথকে, সবই সে পুনরাবৃত্তি করল ওর কাছে। কথা শেষ হওয়ার পর হ্যানসি বুঝতে পারল মূর্খের মতো কাজ করেছে সে। এতক্ষণ পর্যন্ত হন্ একটা কথাও বলে নি। কুকুরের মতো মুখ উঁচু করে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে বনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

"হন্, আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। অন্ততঃ আমি যতদিন না খালাস হচ্ছি, ততদিন ছেড়ে যেও না ভাই।"

যখন সে জবাব দিল না, হ্যানসি তখন চুপেচুপে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। ভাবল, হন্ চলে গেলে নিশ্চয়ই সে মরে যাবে।

সকালবেলা উধাও হয়ে গেল হন্। খবরটা দিল ক্লেম। পুলকিত বোধ করছে সে। কয়েক মাস ধরে ক্লেম ভাবছিল, যা-ই ঘটুক না কেন শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, ওর তাতে সুবিধা হতে বাধ্য। এখন যখন ঐ বুদ্ধুটা দূর হয়ে গেল তখন সে হ্যানসির ওপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

সকালের নরম আলোয় গোলা-ঘরের দরজায় যে-ভাবে সে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাতে ক্লেমের মনে কামলালসার উদ্রেক না হয়ে পারল না। অবিশ্যি তখনি সে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করতে চায় নি। কিন্তু ভাবল, যে-রাত্রে হন্ ধরা পড়েছিল সেই রাত্রে মদ খেয়ে মাতাল হওয়া খুবই বোকার মতো কাজ হয়েছিল তার। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে যে-কোনো লোক সেদিন হ্যানসির ওপর সুযোগ নিতে পারত।

"কেঁদো না হ্যানস্। তোমার পাশে আমি সব সময়েই আছি।"

হ্যানসি যেন প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। জিজ্ঞাসা করল, "সত্যিই কি সে চলে গিয়েছে, ক্লেম?"

"হ্যাঁ। তোমাকে বিদায় জানিয়ে গিয়েছে সে।"

বনের দিকে পাগলের মতো হ্যানসি তাকাচ্ছিল বলে ক্লেম হেসে উঠে বলল, "উত্তর দিকে যায় নি সে। উনাডিলার পথ ধরে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে গিয়ে খেতে হবে তাকে। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ওর বেশ খাপ খেয়ে যায়। ওর জন্য ভয় ক'রো না।"

"সেই জন্যই আমার কাছে খাবার চেয়ে নেয় নি।" অসহায়ের মতো আস্তে করে মাথা নাড়াল সে।

কর্কশ স্বরে ক্লেম বলে উঠল, "ওর পেছনে পেছনে ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেলবার কথা ভেবে লাভ নেই। পাগলা শুয়োরের মতো হাঁটবে সে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা অসম্ভব।"

"কেন?" বাচ্চা মেয়ের মতো সরলভাবে প্রশ্ন করল ন্যানসি।

"ওকে কেউ ধরে ফেলে তা সে চায় না।" ক্লেম ভাবল, মেয়েটাকে এবার সোজা কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। বলল সে, "হন্ মূর্খ হতে পারে কিন্তু সে ভাল করেই জানে দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে অবস্থাটা তার কি হবে।"

॥ ৬ ॥

মিসেস ডিমুথ

এক সপ্তাহ পরে স্নাইডারবুশের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ হল। এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে জার্মান ফ্ল্যাটে খবর পৌছল। এবারকার খবরে আর ফাঁক নেই, পুরো খবরই শুনল এরা। শত্রুদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। তার মধ্যে অর্ধেক সাদা চামড়ার লোক আর অর্ধেক ইণ্ডিয়ান। দুর্গের বাইরে বেড়াটাকে স্পর্শ করে নি তারা। ভেতরের লোকদের কাছে প্রকাণ্ড বড় একটা চাকা ছিল। পিনের ওপর ভর দিয়ে সেটা চলে। রাস্তার ওপরে শত্রুদের দেখতে পেয়েই বন বন করে চাকাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল ওরা। প্রচণ্ড আওয়াজ হওয়ার জন্য দুর্গের কাছে না এসে রাস্তা ধরে চলে গিয়েছিল তারা।

গার্টার তার নিজের জাঁতাকলের কারখানার মধ্যেই ধরা পড়েছে। ওরা তার কল্‌টাকে পুড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গের লোকেরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে উইনডেকারের ওখানে যারা শস্য মাড়াইয়ের কাজ করছিল তাদের লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চারজন লোক আর দুটি বাচ্ছা ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের জন্য ইণ্ডিয়ানদের আগে আগে পাঠিয়ে

দিয়েছিল। শহরের প্রান্ত থেকে চারজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তাদের নাম হচ্ছে সাইফার, হেলমার, উহের, অ্যাটলী। খুব দ্রুত আর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল তারা। খামার, বাড়িঘর, গোলাবাড়ি এবং ব্যারাক, সবই জালিয়ে দিয়েছে। এমন কি বাড়ির পেছন-অংশে অ্যাটলী যে একটা আনকোরা নতুন ঘর তুলেছিল সেটাও রক্ষা পায় নি। প্রতিটি ঘোড়া এবং গরু যা ওদের সামনে পড়েছে সবগুলোকেই কেটেকুটে শেষ করে ফেলেছে। তারপর সেলিসবেরীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। সন্ধ্যের মধ্যে সেখানে পৌঁছে উপনিবেশটিকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। সেখানে শুধু তিন জনকে বন্দী করেছে। কারণ উপনিবেশের অন্যান্য অধিবাসীরা মোহক ভ্যালির ক্লকস্ এবং ফক্সেস মিলস্ নামে জায়গা দুটিতে চলে গিয়েছিল। ওখান থেকে তখনো তারা ফিরে আসতে পারে নি বলে বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু আক্রমণকারীরা শহরটাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। তারপর সেখান থেকে ওরা স্টারজিফিল্ডের পুরনো রাস্তা ধরে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। যাওয়ার সময় মাউন্টের বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছে। ওটাই ছিল তাদের প্রথম আক্রমণের ঘটনাস্থল।

এদের দলপতিটি এমন একটা অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরে এসেছিল যে, স্নাইডারবুশের সবারই দৃষ্টি পড়েছিল তার ওপর। এ রকমের পোশাক কেউ কখনো দেখে নি। সবুজ রঙের কোট, হরিণের চামড়ার ব্রিচেস, কালো চামড়ার আঁট টুপী এবং তার সামনে পেতলের ব্যাজ বসানো। এই থেকে নানা রকমের আজগুবি জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল। পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল যে, ১৭৫৮ সালে ফরাসী সেনাপতি বেলেত্রা এই ধরনের পোশাক পরতেন। এক মাস পরে অবিশ্যি নায়াগ্রার বাইরে থেকে জেমস্ ডীন নতুন পোশাকটির একটা বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছে।

ক্রমশই লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে, জন বাটলার জার্মান ফ্লাট অঞ্চলের যোগাযোগের পথটা কেটে ফেলবার চেষ্টা করছে। ওরা জানে যে, জার্মানদের প্রতি তার নিদারুণ বিদ্বেষ এবং এই অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর বলে মনে মনে ঈর্ষা পোষণও করে সে। ওরা বুঝতে পারল, যে-সব জায়গায় এসে হানা দিচ্ছে তারা, সে-সব জায়গার শক্তি বুঝে আক্রমণকারীদের জনসংখ্যা বাড়ান-কমান হচ্ছে। কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ প্রত্যেকটা দল

এক একবার বন থেকে বেরিয়ে এসে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং লোক-জনদের মেরে ফেলে। তারপর বন্দীদের নিয়ে দ্রুতগতিতে সরে পড়ে কানাডার দিকে। স্থানিক সেনাবাহিনীকে ডেকে আনারও কোনো অর্থ হয় না। ওদের পেছনে তাড়া করে যাওয়ার প্রশ্নটাও অবান্তর। কারণ, উত্তর-পশ্চিমের জনহীন বিরাট জঙ্গলের মধ্যে অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারে তারা।

মিসেস ডিমুথ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে নেওয়া তো দূরের কথা, মার্ক তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে চায় না। সারাদিন তিনি বাড়িতে বসে থাকেন এবং নানারকমের কথাবার্তা শোনেন। অন্যদিকে মন দেওয়ারও কিছু নেই। সেই হতভাগীটা ছাড়া বাড়িতে এমন আর কেউ নেই যে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। ছুঁড়িটাকে চোখে দেখলেই ভদ্রতাবোধে আঘাত লাগে। চব্বিশ ঘণ্টাই এখন তার গা গুলোয়। পেটটাও ফুলে উঠেছে। বড় বড় নীল চোখ দুটো মেলে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। যখনি মিসেস ডিমুথ ওকে সামনে পান তখনি তিনি কিছু না কিছু একটা বলেন। চোখের সামনে থেকে দূর করে দিয়ে আবার তিনি এমন সব কথা খুঁজতে থাকেন যা শুনলে ন্যানসি কষ্ট পেতে পারে।

মিসেস ডিমুথ যে ভেবেচিন্তে প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাব নিয়ে বোকা মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছেন তা নয়। একজন কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী তাঁর নিজের বাড়ির মধ্যে বসে রুচিবেঁধে আঘাত পাচ্ছেন বলে নিজেকে তিনি বুঝিয়েছেন যে, অবৈধ ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে ন্যানসিকে সচেতন করবার জন্যই শুধু চেষ্টা করছেন তিনি। প্রথমে ক্যাপটেনের সামনেই তিনি কটু কথার কশাঘাত করতেন। কিন্তু ক্যাপটেন পছন্দ করে না বলে এখন তার সামনে আর কিছু বলেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে মিসেস ডিমুথ আবার গালাগাল করতে শুরু করে দেন।

আজকাল প্রায় সারাটা দিনই বাইরে থাকে ক্যাপটেন। কর্নেল জেকব ক্লকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্যালাটাইনে গিয়েছিল সে। ওখানে গেলে মিসেস জিজ্ঞেস না করেই ধরে ফেলতে পারেন। কারণ তার গা থেকে গোবর পচার গন্ধ পান তিনি। মিসেস ডিমুথ ভাবেন যে, ক্লকরা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে গরু রাখছে আজকাল।

স্থানিক সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে ওরা। তার চেয়ে বেশি

চেষ্টা হচ্ছে অলব্যানি থেকে পেশাদার সৈনিকদের আনাবার। এই উদ্দেশ্যে জেনারেল স্টার্কের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে গিয়েছিল ডিমুথ। কিন্তু সব শুনে বেনিঙটন যুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ অধিনায়ক জেনারেল স্টার্ক যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে যে, হ্যাঁমশায়ার আর হাডসন ভ্যালি রক্ষার জন্য প্রতিটি সৈনিকই তাঁর নিজের দরকারে লাগবে। উত্তর এবং দক্ষিণ দু'দিকেই সৈন্য মোতায়েন করতে হবে তাঁকে। এই সব ছুটকো আক্রমণগুলো যে একটা বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ তা তিনি মেনে নিতে রাজী নন। এগুলোকে তিনি শুধু দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ বলে মনে করেন। অকর্মণ্য স্থানিক সেনাবাহিনীকে গালাগালি দিলেন তিনি এবং বললেন যে, জার্মান ফ্ল্যাট আর মোহক ভ্যালির লোকেরা যদি অন্যান্য সীমান্তের লোকেদের মতো আত্মরক্ষা করতে সমর্থ না হয় তা হলে তাদের বরং মরে যাওয়াই ভাল। এমন কি ফিলিপ স্কাইলার পর্যন্ত সেই একই সুরে কথা বলল। এঁরা যখন অলব্যানির নিরাপত্তা সম্বন্ধে কথা বললেন তখন সকলকেই স্বদেশভক্ত বলে মনে হল। ক্লক যে সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিল সেই সম্বন্ধে জেনারেল ওয়াশিংটনের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল স্কাইলার। ডিমুথকে এখন সে জেনারেল ওয়াশিংটনের উত্তরটা দেখাল। তিনিও সেই একই কথা বলেছেন। অন্যান্য সীমান্তের লোকেদের মতো তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হবে। সবগুলো রাজ্যের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টেটের স্থানিক সেনাবাহিনীই সব চেয়ে কম কার্যকরী হয়েছে। যুক্তিটা খুবই দুর্বল মনে হল ডিমুথের কাছে। সে দেখিয়ে দিল যে, ভার্জিনিয়া সীমান্তে সৈন্যবাহিনী পাঠান হচ্ছে।

ক্লান্ত আর নিরাশ হয়ে ফিরে এল ডিমুথ। মাসের শেষের দিকে উৎসাহিত বোধ করার মতো খবর যা শোনা গেল তাতে সবার মনেই হাসির উদ্রেক করল। ঘোষণা করা হল যে, ম্যাসচুসেটস্ সেনাবাহিনী থেকে অলডেনের সৈন্য-দলটিকে চেরী ভ্যালিতে পাঠান হবে। এবং সেখানে ঘাঁটি করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবে তারা।

মাসের শেষ তারিখে স্টোন অ্যারাবিয়ার উত্তরে এফ্‌রাটা নামে ছোট্ট একটা গ্রাম আক্রান্ত হল। প্রথম খবর যা পাওয়া গেল তাতে জানাতে পারা গেল যে, এবার যারা আক্রমণ করেছে তাদের সবাই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান এবং দলটাও ছোট। হার্টদের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং কনরাড হার্টকে মেরে

ফেলেছে। ছেলেটাকে তার বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে। চার বছর বয়সের একটি ছেলেকে হত্যা করেছে। একদিন পর জার্মান ফ্ল্যাটে খবর পৌছল, ছেলেটিকে যে হত্যা করেছে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন মিসেস রেক্টর। লোকটার চোখ দুটো নীল এবং সে যখন জামার আস্তিন গুটিয়ে হাত ধুচ্ছিল তখন তিনি দেখেছিলেন যে, কব্জির চামড়া তার সাদা।

হার্টারদের রান্নাঘরে বসে কথা বলছিল কর্নেল বেলিঙ্গার, ডিমুথ আর পেট্রি। মাথা নেড়ে বেলিঙ্গার বলল, "একদিন না একদিন আসল আক্রমণটা হতই। এটা ঠিক পুরোদস্তুর আক্রমণ নয়। কিন্তু ওরা যখন আমাদের দুর্বলতাটা বুঝতে পেরেছে তখন তার আগে আরো অনেকবার হানা দেবে।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন ডাক্তার পেট্রি। বললেন তিনি, "ছোট ছোট জায়গাগুলোতে হানা দেবে। শস্যখেতগুলির বেড়ার ধারে ওৎ পেতে বসে থাকবে। বীজ বপনের সময় এসে গেল। উইভারের ওখানে তো লাঙল দেওয়া শুরুই হয়ে গিয়েছে।"

তিক্তস্বরে ডিমুথ বলল, "স্কাইলার আমায় বলেছিল যে, যুদ্ধের ব্যাপারে ইণ্ডিয়ানরা কোনোদিনই সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে নি এবং অরিসক্যানির যুদ্ধে আমার তা প্রমাণও করেছি। আমারা কি সত্যিকার পুরুষের মতো নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে পারি না?"

"হ্যাঁ, পারতাম যদি আমাদের পাখা গজাত," গম্ভীরস্বরে বললেন ডাক্তার. "কিন্তু আমার পা দুটোর ওজন বড় বেশি।"

কেউ হাসল না, কারণ কথাটা খুবই সত্যি। নিজেদের জায়গা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে আক্রমণকারীদের তাড়া করবে তেমন কথা আশা করা যায় না। ওদের কেউ বোঝাতে পারছে না যে, ভ্যালিটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে নব্বই মাইল এবং চোরীদের লুকোবার মতো পুরো জঙ্গলটাই পড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় স্থানিক সেনাবাহিনী যা কিছু করবে সবই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ যেন গাছের পাতাগুলোর চোখ থাকার মতো।

"একটা কাজ আমরা করতে পারি," বললেন ডাক্তার, "যারা দুর্গ থেকে দূরে আছে তাদের ভেতরে চলে আসতে বলা হোক। এখান থেকে তারা যদি চাষের কাজ করতে চায় তা হলে নিজেদেরই তা করতে হবে।"

সবাই মেনে নিল কথাটা।

অন্য একটা মন্তব্য করল ডিমুখ, "আমাদের নিজেদের একটা রেঞ্জারদল থাকা দরকার। শত্রুর গমনাগমনের পথের ওপর তারা নজর রাখতে পারবে। বিশেষ করে এটা দক্ষিণ অঞ্চলেই দরকার। কারণ শত্রুর দল যদি বড় হয় তা হলে তাদের উনডিলা কিংবা টায়োগার দিক থেকেই আসতে হবে।"

"কি কাজ করবে তারা?" জানতে চাইলেন ডাক্তার।

"আগে থেকে আমাদের সতর্ক করবে। আমরা একবার দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলে দল ওদের যত বড়ই হোক প্রতিরোধ করতে পারব। শুধু ওরা কামান দাগলে পারব না। এতদূর পর্যন্ত কামান টেনে আনতে পারবে না। তা ছাড়া অ্যাডাম হেলমার কিংবা জো বোলিয়োর মতো লোক ওদের বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।" একটু থেমে ডিমুখই বলল, "এমন কি ঐ খুনীর দল থেকে গুটি কয়েক লোককে ওরা নিজেদের দলে ঢুকিয়ে নিতেও পারে।"

"ওদের মজুরি দেবে কি করে?"

"স্থানিক সেনাবাহিনীর বরাদ্দ টাকা থেকে। ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের তালিকায় ওদের নাম ঢুকিয়ে দেব এবং হিসেবের খাতে লিখব, 'সামরিক কর্ম' বাবদ টাকা দেওয়া হয়েছে।"

"এটা আইনসম্মত নয়। এই নিয়ে কংগ্রেসে বিরূপ সমালোচনা উঠবে।"

"আমি দায়ী থাকব," বলল বেলিঙ্গার, "সমালোচনা সহ্য করতে পারব আমি।"

উঠে পড়লেন ডাক্তার। বললেন তিনি, "এখানে যখন এসেই পড়েছি তখন ঐ ন্যানসিটার সঙ্গে কথা বলে যাই একবার। কেমন আছে সে?"

"ভাল। বাড়ির পেছন দিকে পাবেন তাকে।"

ভারী ভারী পা ফেলে পেছন দিকের ছোট ঘরটায় এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তার পেট্রি। তিনি দেখলেন, ফেকাশে মুখে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে রয়েছে ন্যানসি। হাত দুটো শিথিল ভাবে ফেলে রেখেছে হাঁটুর ওপর।

ওকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ডাক্তার।

"কি ব্যাপার?" কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

ন্যানসির ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একটু। জিজ্ঞাসা করল সে, "ডাক্তার-সাহেব। ব্যাভিচার বস্তুটা কি?"

"কি !" চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি।

"মেমসাহেব বললেন যে, ব্যভিচারই হবে আমার মৃত্যুর কারণ।"

জার্মান ভাষায় শাপ দিতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার পেট্রি।

"মেমসাহেব ? ঐ স্ত্রীলোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।" অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন তিনি। গ্যানসিকে উদ্দেশ করে বললেন, "এসব বাজে কথা আমায় বলবে না।"

অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে গ্যানসি বলল, "আমি মরতে চাই না।"

"তুমি মরবে না," চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার, "শোনো, আমি বলছি তুমি মরবে না।"

নাকের ফুটোতে নিঃশ্বাস-ফেলার শব্দ করতে করতে ডাক্তার যে-রকমভাবে ওর দিকে দৃষ্টি ফেললেন তাই দেখে গ্যানসি আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

"মিসেস ডিমুথ বুঝি বললেন তুমি মরে যাবে ?"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল গ্যানসি।

আর একটি কথাও না বলে জোরে পা ফেলতে ফেলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। তিনি নিজে এবার নিজের যুদ্ধ ঘোষণা করবেন এবং যুদ্ধের নিয়মাবলী ডিমুথের সামনে খুলে ধরলেন ডাক্তার পেট্রি। প্রত্যেকটা কথাই শুনতে পেল গ্যানসি। আরো বেশি ভয় বাড়ল ওর। মিসেস ডিমুথ ওকে মেরে ফেলবেন বলে ভাবতে লাগল সে। গ্যানসির বিশ্বাস, ডাক্তার যতই চিৎকার করুন না কেন এসব ব্যাপারে তাঁর চেয়ে মিসেস ডিমুথের জ্ঞান অনেক বেশি। মরবার আগে হুন্, ম্যাকলোনিস কিংবা যে-কোনো বন্ধুভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায় সে · ···

মিসেস ডিমুথকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন ডাক্তার। তিনি যে শুধু তাঁকেই তিরস্কার করলেন তা নয়। ক্যাপটেনকেও কথা শোনালেন। নিজের স্ত্রী একটি অসহায় গরিব মেয়ের প্রতি দুর্ব্যবহার করছেন, অথচ বাধা দিচ্ছে না সে। পুরো মুখটা তাঁর রাগে লাল হয়ে উঠল। এমন ভাবে স্বামী-স্ত্রীর দিকে তাকালেন যেন মনে হল, চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে বুঝি। যতক্ষণ না মিসেস ডিমুথ হেসে উঠলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বন্ধ করলেন না ডাক্তার। পর পর উচ্চ শব্দে ভদ্র মহিলা এমন তীক্ষ্ণস্বরে হাসতে লাগলেন যে, আশপাশের অন্য শব্দ সব তলিয়ে গেল তার মধ্যে।

তাঁর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন ভাঁড়ারঘরে। সেখান থেকে এক বালতি জল নিয়ে এসে মহিলাটির মাথায় ঢেলে দিলেন। খালি বালতিটা দড়াম করে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি কেটে মহিলাটিকে মুখ মুছতে বললেন। তারপর ঝড়ের বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়ার চেপে বসলেন ডাক্তার।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর ন্যানসি শুনল, ক্যাপটেন ডিমুথ স্ত্রীকে ধরে ধরে তার নিজের ঘরের দিকে নিয়ে চলেছে। একই জায়গায় অনড় হয়ে বসে রইল সে। টেবিলে খাবার দেওয়ার কথাও গেল ভুলে। বসে বসে শুনতে লাগল, শয়ন-কামরায় মিসেস ডিমুথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছেন। বার বার করে মিসেস ডিমুথ শুধু বলছিলেন, "ভয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, মার্ক। চব্বিশ ঘণ্টাই আতঙ্কিত হয়ে আছি। ঘুমতে পারি না। তুমি যে কি করে ঘুমোও বুঝতে পারি না। ঐ ইণ্ডিয়ানদের কথা শুধু কল্পনা করি। ওরা আমার ঘুমটুকুও কেড়ে নিয়েছে···।" সূর্য অস্ত গেল। গোধূলির নরম আলো ঢুকে পড়ল ছোট্ট ঘরটাতে। সেই সঙ্গে ঢুকে পড়ল ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। বরফ প্রায় গলে গিয়েছে। শুধু এখানে ওখানে মাটির ফাঁকে খানিকটা জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে এখনো। গোধূলির আলোয় খণ্ডগুলো কেঁপে কেঁপে চকচক করে উঠছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ হয়ে এল বাড়িটা। অনেকক্ষণ পরে রান্নাঘরে এসে ঢুকে পড়ল ক্যাপটেন। ন্যানসি তার হাঁটাহাঁটির শব্দ শুনতে পেল। দরজার তলার ফাঁক দিয়ে আলো আসতে দেখল সে। কোনো রকমে নড়েচড়ে উঠে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল ন্যানসি।

কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখটা ফুলে উঠেছে ওর। মনে হচ্ছিল চোখদুটো যেন রক্তভারাক্রান্ত। যখন দরজা খুলল সে তখন দেখল, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন।

মুখ ঘুরিয়ে ক্যাপটেন বলল, "এই যে ন্যানসি।"

"আপনাকে কি খাবার এনে দেব আমি?"

ওর দিকে গম্ভীরভাবে চেয়ে ক্যাপটেন বলল, "না, ধন্যবাদ।"

প্রাণপণ চেষ্টায় ন্যানসি জিজ্ঞাসা করল, "মেমসাহেব খাবেন না?"

"মনে হয় না তিনি কিছু খাবেন। তাঁর সামনে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তিনি ঘুমচ্ছেন।"

ঢোক গিলল ন্যানসি। গলাটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছিল। ঢোক গিলতে কষ্ট হল। বলল সে, "আমি দুঃখিত, সার।"

ক্যাপটেনের মুখে সহানুভূতির চিহ্ন নেই। অবিশ্যি নির্দয় বলেও ভাবা যায় না। ভয় করতে লাগল ওর। ডাক্তার যে-ভাবে তিরস্কার করে গেলেন ক্যাপটেনও যদি সেইভাবে ওকে তিরস্কার করতেন তা হলে ন্যানসি যেন স্বস্তি বোধ করত।

"ন্যানসি, তুমি বরং তোমার ঘরে যাও। কয়েক দিনের জন্য তোমাকে হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে রাখব। কিন্তু যতদিন না বাচ্চার জন্ম হচ্ছে ততদিন দেখাশোনার ভার নেব আমি।"

"আচ্ছা, সার।"

"আমি এখন আধঘণ্টার জন্য ফোর্টে যাচ্ছি। আশা করি মেমসাহেবের কোনো অসুবিধে হবে না। তিনি ঘুমচ্ছেন।"

ক্যাপটেন বেরিয়ে যেতেই ন্যানসির চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে ক্যাপটেনের চেয়ে ভাল করেই জানে যে, মেমসাহেবটি ঘুমচ্ছেন না। ঘুমের ভান করে রয়েছেন তিনি। ন্যানসিকে একা ফেলে ক্যাপটেন যাতে বেরিয়ে যান তার জন্য অপেক্ষা করছেন। দরজাটা বন্ধ হতেই ন্যানসির মুখ দিয়ে যন্ত্রণার একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। চিৎকার করে ক্যাপটেনকে ফিরে আসবার জন্য ডাকতে পারল না। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। স্বর বার করবার জন্য মস্তিষ্কের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। কণ্ঠস্বর তবু রুদ্ধ হয়ে রইল। শয়ন-কামরার দরজাটা খুলে গেল।

"সাবধান, শব্দ করিস নে।" দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিসেস ডিমুথ। তাঁর মাথার চারদিকে ভেজা চুলের গুচ্ছ এলোমেলোভাবে বাঁধা রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটি তাঁর শুকনো। রক্তিমাভ চোখের পাতার তলায় জ্বল জ্বল করছে তাঁর দৃষ্টি। কেঁদেছেন বলে গলার স্বর কর্কশ এবং অনুনাসিক হয়ে উঠেছে। ন্যানসির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি।

নড়াচড়া করবার ক্ষমতা নেই ওর। আতঙ্কিত হয়ে মিসেস ডিমুথকে লক্ষ্য করছিল সে। দরজার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে

চলে যাচ্ছিল ক্যাপটেন। দু'জনেই তার ক্রমবিলীয়মান পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে রেখেছিল। শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পুরো এক মিনিট পর কথা বলল ওরা।

"ঘর থেকে বাইরে আসতে বারণ করেছেন উনি।"

কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুললেন না তিনি, কিন্তু চোখ দুটো এক মুহূর্ত পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মনে হল ক্যাপটেন শুনতে পাবে বলে এখনো তিনি ভয় পাচ্ছেন। আরো এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন। ন্যানসির দ্রুত বুকের স্পন্দন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। তারপর মিসেস ডিমুথ মুখ উঁচু করে বললেন, "তোকে আমি কাজে নিয়োগ করি নি। উনি নিয়োগ করার পর আমাকে জানিয়েছেন। তুই কাজ করতে শুরু করিস তা আমি চাই নি।"

সহসা কাঁপতে আরম্ভ করল ন্যানসি। ওর গলা দিয়ে কম্পনের মৃদু প্রতিধ্বনি বেরুতে লাগল। শুনতে অনেকটা পশুদের চাপা গোঙানির মতো। ঠোঁট দুটো ফাঁক হতে লাগল।

"চুপ কর।" মিসেস ডিমুথ উঁচুতে স্বর তুললেন বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বর তখনো কর্কশ।

মুখ বন্ধ করে ঢোক গিলল ন্যানসি। হাত দিয়ে মুখ মুছল সে, হাত মুছল দেহের সম্মুখভাগে সজ্জারক্ষণীর গায়ে!

"তুই নোংরা," ওকে লক্ষ্য করতে করতে মিসেস ডিমুথ বললেন, "তুই শুধু বেশ্যা নস, তুই নোংরাও।" মাথা নাড়িয়ে বলতে লাগলেন আবার, "নড়িস নে। ঘর ছাড়তে আমায় বারণ করেছেন উনি। ক্যাপটেন যখন আমায় বিয়ে করেন তখন তোর চেয়েও বয়স আমার কম ছিল। স্কেনেকটাডিতে সুন্দর একটা বাড়িতে বাস করতাম আমি। চাকরবাকরগুলো ডাহা মূর্খ ছিল না। ওখানে ইণ্ডিয়ানরাও বাস করত না। শহরের চারদিকে প্রাচীর তুলে ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে চলে এলাম ওঁর সঙ্গে। ঐ ভুতুড়ে জঙ্গলের মধ্যে কাঠের ঘরে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। উনি যা চেয়েছেন তাই করেছি। কখনো না বলি নি। তিনি তোকে নিয়োগ করলেন। জানিস, তোকে আমি গোড়া থেকেই ঘৃণা করি? তোকে খুন করতে কী রকম ইচ্ছা হতো আমার, জানিস? জবাব দে। কথার জবাব দিবি না?"

কোনো রকমে মাথাটা শুধু নাড়াতে পারল ন্যানসি। নাড়াতে গিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক হল একটু।

"তুই নোংরা। নোংরা। কিন্তু এখান থেকে নড়তে পারবি নে। আমরা কেউ নড়তে পারব না। বুঝলি? তিনি তাই চেয়েছেন। এটা তাঁর অর্ডার। ভগবানের ইচ্ছাও তাই। নড়তে পারা যাবে না। এখানেই থাকতে হবে আমায়। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন। কখনো তাঁকে না বলি নি। কিন্তু তোকে আমি খুন করব, ন্যানসি। তুই কি বুঝতে পারছিস তোকে খুন করব আমি? মরতে আমারও দেরি নেই। ইণ্ডিয়ানরা আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তোকে তার আগে খুন করব আমি। এই সৎকাজটির জন্য ঈশ্বর আমায় দীর্ঘজীবী করবেন। তোকে আর তোর পেটের ঐ জঘন্য বস্তুটাকে মেরে ফেলব। নড়িস নে। নড়তে পারবি না।" কণ্ঠনালীর ভেতরে আওয়াজ করে হেসে উঠলেন তিনি। কেউ কখনো তাঁকে এমনি করে আওয়াজ করতে শোনে নি। আরো একবার হেসে উঠলেন। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই মুগ্ধ বোধ করলেন।

"ভগবান আমাকে তাঁর নিজের হাতের যন্ত্র তৈরি করেছেন। পৃথিবীর বুক থেকে নোংরা জিনিস সরিয়ে ফেলেন তিনি। হয় তিনি নিজে এসেই করেন নয়তো আমার মতো যন্ত্রের দ্বারা করিয়ে নেন। পৃথিবীর বুকের ওপর হেঁটে চলেন তিনি। আমার কথা কি তোর কানে ঢুকছে?"

ন্যানসির চোখ দুটোতে যেন প্রাণ ছিল না। হঠাৎ সে নিজের তল-পেটটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল।

মিসেস ডিমুথ হেসে উঠে বললেন, "পেটের ওটা জানে যে সে মরছে। টের পেয়েছে। তোকে তো বলেছি ওটাকে খুন করব আমি।"

তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল ন্যানসি।

"তুই জানতিস তোকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তবু তুই চলে যাস নি। যেতে পারিস নি। তোকে যেতে দেন নি ভগবান। কারণ আমাকে দিয়ে তোকে খুন করাতে চেয়েছিলেন তিনি। এখন তিনি তোকে মরতে দেখবার জন্য হেঁটে আসছেন—তোকে আর তোর পেটের ঐ জিনিসটাকে মরতে দেখবেন তিনি।"

ন্যানসির হাঁটু দুটো ভেঙে পড়ল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

মিসেস ডিমুথ ওকে লক্ষ্য করছিলেন। খোলা ল্যাম্পের শিখাটায় বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। কম্পন নেই ন্যানসির দেহতে। মিসেস ডিমুথের মুখে মৃদু হাসি। ডান এবং বাঁ দিকে কান পেতে কি যেন শুনতে লাগলেন তিনি। মৃদু হাসি গভীর হতে লাগল। মুখটা তাঁর ন্যানসির চেয়েও বেশি মলিন বলে মনে হল। নাসারন্ধ্রের দু'পাশে ছোট ছোট মাংসপিণ্ড ফুলে উঠল। ধীরে ধীরে চৌকাঠের ওপর দিয়ে পা তুলে শয়ন কামরার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। আবারও ডান এবং বাঁ দিকে কান পেতে কি যেন শুনলেন। তারপর মেয়েটা যেখানে পড়ে ছিল সেখানে এগিয়ে গিয়ে কাঁধটা তার তুলে ধরলেন। একপাশে একটু গড়িয়ে পড়ল ন্যানসী। নিস্তেজের মতো পড়ে রইল সে। জায়গা পরিবর্তন না করে কোমরটাকে বাঁকা করে রাখল একটু। কাঁধটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিসেস ডিমুথ। তারপর স্বেচ্ছাকৃতভাবে ন্যানসিকে পদাঘাত করলেন।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য পেছন দিকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শায়িত দেহটাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন একবার। চোখ দুটোকে সামান্য একটু উঁচু করে তুলে ধরলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।

সন্ধ্যার কুয়াশা ছায়ার মধ্য দিয়ে ভাসতে ভাসতে ন্যানসির মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পাতাদুটো দ্রুত নড়ে উঠল একটু। ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে। বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই কোথাও। আস্তে আস্তে দৃষ্টি প্রসারিত করল শয়ন-কামরার দিকে। দেখল, দরজা বন্ধ। গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর।

ভয়ে দেহটা হঠাৎ সংকুচিত হয়ে এল। পেটের ওপর হাত রেখে চাপ দিল জোরে। কষ্ট করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ন্যানসির মুখের চামড়া গেল কুঁচকে। লম্বা লম্বা পা দুটো অত্যন্ত সাবধানে মাটিতে ফেলতে লাগল। পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে নিঃশব্দচরণে নিজের ঘরে ফিরে এল সে। এখানে এসে আতঙ্কের মধ্যে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে গেল ন্যানসি। শান্ত হবার জন্যে

আর চেষ্টা করল না, আতঙ্কিত অবস্থায় জিনিসপত্র সব গুছতে লাগল। জাম কাপড়, চিরুনি, রাত্রের পোশাক, কাপড়ের জুতো, যা পেল সবই সে পুঁটলি করে বেঁধে ফেলল শালের মধ্যে। তারপর রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে একটু কুঁজো হয়ে, মিসেস ডিমুথের শয়ন-কামরার দরজার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে এল ন্যানসি। ভারী ভারী পা ফেলে ছুটতে লাগল সে।

বাড়ি ফিরে এসে ডিমুথ দেখল, বিছানার ওপর কাঠ হয়ে শুয়ে রয়েছে তার স্ত্রী। ঠোঁটের দুই প্রান্ত ঘেষে একটু ফেনা শুকিয়ে উঠেছে। তাঁকে না জানিয়ে ক্যাপটেন ন্যানসিকে ডাকল। যখন কোন সাড়া পেল না তখন সে রান্নাঘরে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। তারপর ন্যানসির ঘরে এসে দেখল, নেই। চলে গিয়েছে।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে উঠোনে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লেমকে ডাকল ক্যাপটেন। তারপর দু'জনে মিলে উঠোনের সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করল। বেড়ায় ধারে এসে ন্যানসির সদ্য পা ফেলার দাগ দেখতে পেল ওরা। বেড়া টপকে সামনের পশুচারণভূমিটা পার হয়ে দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছে সে। পায়ের দাগ দেখে দেখে বন পর্যন্ত গেল ওরা। কিন্তু এখানে এসে থামতে হল।

"খোঁজাখুঁজি করে আর লাভ হবে না।"

মাথা নাড়িয়ে ক্লেম বলল, "একমাত্র ইণ্ডিয়ানরাই এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ওর পিছু ধরতে পারে। আমাদের পক্ষে সম্ভব না।"

"তুমি কি কোনো কিছুই শুনতে পাও নি?"

"গভীর ঘুম এসেছিল আমার। ক্লান্ত ছিলাম।"

"আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে হবে।"

"কেন, তাঁর কি অসুখ-বিসুখ করেছে?"

"মনে হয় মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মায়ের কাছে শুনেছি ছেলে-বেলায় মূর্চ্ছা রোগ ছিল তাঁর। ক্লেম, ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে আসতে পারবে কি?"

যথাসাধ্য ভদ্রতা প্রকাশ করে ক্লেম বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"তাড়াতাড়ি যাও, ক্লেম। মনে হচ্ছে আমার নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একটু আগেই অলব্যানি থেকে একটা জরুরী খবর এল—ওয়াল্টার বাটলার পালিয়েছে।"

"ভগবান আমাদের রক্ষে করুন।" বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল ক্লেম। কিন্তু আসলে সে নদী পার হওয়ার কথাটাই ভাবছিল। নদীর জল এখন উঁচু হয়ে উঠেছে।

॥ ৭ ॥

সেই ইণ্ডিয়ানটি

কয়েক ঘণ্টা পর বন থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ধারে একটা উন্মুক্ত তৃণাচ্ছাদিত জায়গায় এসে পৌছে গেল ন্যানসি। পেছন ফিরে চেয়ে দেখল, তলার দিকে ভ্যালির মধ্যে কুয়াশা। অনেকটা পথ তা হলে পার হয়ে এসেছে।

শাল দিয়ে বাঁধা ভেজা পুঁটলিটা দৃঢ়মুষ্টিতে টেনে ধরে রেখেছে ন্যানসি। ময়লা গাউনটা ওর একদিকে কাঁধের ওপর ছিঁড়ে গিয়েছে একটু। ভেজা পেটিকোটটা ভারী হয়ে পায়ের ওপর লেপ্টে রয়েছে। ওর মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি চাবুক মেরেছে ওকে। ঘাম আর গাছের ডাল থেকে জল পড়ে পড়ে সারা দেহটা ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে। চুলের গুচ্ছ এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের ওপর। একটা গাল গিয়েছে কেটে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

দম নেওয়ার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করছিল ন্যানসি। ভ্যালির দিকে পেছন ফিরে আকাশের তারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল। দূরস্থিত তারার আলোয় পাহাড়ের একটা অংশ ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওটা দেখতে পাওয়ার পর আবার সে ক্লান্ত পদক্ষেপে হাঁটতে আরম্ভ করল। দেহটা একটা ভারী ওজনের বোঝার মতো মনে হচ্ছিল। পায়ের গ্রন্থির ওপর কোনো রকমে ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছিল সে।

পেছনে কোথায় যেন কুয়াশায় ঢাকা একটা বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা কুকুর। সামনে-পেছনে ছোটাছুটি করতে করতে কুকুরটা যে গর্জন করছিল ন্যানসি তা শুনতে পেল। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরটা গভীর হয়ে গিয়ে স্থির হয়ে গেল। ন্যানসি বুঝতে পারল কুকুরটা গন্ধ পেয়েছে ওর।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কুয়াশার আব্রু ভেদ করে একটা বাঁশি বেজে উঠল। আওয়াজটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হল। তারপর শোনা গেল ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে একটি লোক কুকুরটার নাম ধরে ডাকছে, "প্রিন্স, ফিরে আয়, প্রিন্স।"

নামটা স্পষ্টভাবে শুনতে পেল ন্যানসি। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থেমে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রি। একটু পরেই আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। ভয়-কম্পিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ন্যানসি। তারপর মরিয়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে যেতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পরে পাহাড়ের চূড়ায় মেইপল্ গাছের বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঝোপের মধ্যে এসে পৌঁছে গেল সে। বুক ভরে শ্বাস টানতে লাগল। যদিও সে জানত কুকুরটার নাগালের বাইরে চলে এসেছে তবু বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করার সাহস হল না ওর। মিসেস ডিমুণ্ড যা বলেছিলেন তা যে ঘটবেই সে সম্বন্ধে ন্যানসির বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পেটে ওর ব্যথা ছিল। এখন সেটা আর নেই। কিন্তু সে নিঃসন্দেহ যে, ব্যথাটা শুরু হবে আবার। এমন কি এখনি সে পেটের মধ্যে আলোড়নের পূর্বাশঙ্কা অনুভব করছে।

প্রায় সারাটা রাতই পথ চলল ন্যানসি। রাস্তাটা মোটামুটি নিচের দিকেই ঢালু হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার এমন সব খাড়াইয়ের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে যে, মনে হচ্ছিল যেন এ-পথের বুঝি আর শেষ নেই। ভোর হওয়ার একটু আগে দিক্‌নির্ণয়ের ক্ষমতা রইল না আর। আকাশের তারাগুলোও দেখতে পাচ্ছে না। আকাশের বুকে লেপ্টে গিয়েছে ফিকে ধূসরের প্রলেপ। না আছে আলো, না আছে ছায়া। যে-গিরিখাতটা থেকে প্রাণপণে পথ ঠেলে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছিল সেটাও আকাশের মতো ধূসর। গাছের ভেজা ডালগুলো গায়ে আর বুকের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল বলে শীত করছিল ওর।

দেখতে পায়নি বলে হোঁচট খেয়ে ছোট্ট একটা নদীর মধ্যে এসে উপস্থিত

হ্যানসি। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল হাঁটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে। হাত দিয়ে একটু জল মুখের কাছে তুলে নিল। জলের স্পর্শে সে বুঝতে পারল ঠোঁট দুটো ফুলে উঠেছে। জলটুকু খেতে পারল না হ্যানসি।

মিনিট খানিক চেষ্টা করার পর খাওয়ার আর চেষ্টা করল না। ক্লান্তভাবে প্রাণপণ চেষ্টায় জল থেকে উঠে এল। তীরে ওঠবার উচ্চতাটুকু পার হওয়ার মতো হাঁটুতে আর জোর নেই। বৃথাই সে চেষ্টা করতে লাগল। দুই উরুতে ভিজে মাটির স্পর্শ অনুভব করছিল হ্যানসি। ভীষণ শব্দ করে জল ছিটিয়ে তীরে উঠল বটে, কিন্তু শব্দটা ওর কানে গেল না। জলের ধারে ভেজা এবং ঘন ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল সে।

পড়ে যাওয়ার পরেই ব্যাথাটা আবার শুরু হল। হ্যানসি তার স্ফীত, বিবর্ণ ও চোখেরজলে ভেজা মুখটা ওপর দিকে তুলে ধরে কেঁদে উঠল। কণ্ঠস্বরটা উঁচু ছিল না বটে, কিন্তু চরম অসহায়তার স্বর শুনতে পাওয়া গেল। একটা লোহার ফাঁদে আটকানো খরগোশের কথা মনে পড়ল ইণ্ডিয়ানটার।

জার্মান ফ্ল্যাটের আশেপাশে সংবাদ সংগ্রহের কাজে এসেছিল সে। যখন ঐ দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন কুকুরটা তার গন্ধ পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠেছিল। প্রথমে সে ভেবেছিল গোলাঘরটার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবে ওদের মাথা থেকে সহজেই একটা ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারে কিনা। একটা নতুন বন্দুক কেনার দরকার ছিল তার। ছাল বেচে টাকা জমাতে হবে। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবার কাছ থেকে একটা পুরনো ফরাসী বন্দুক পেয়েছিল সে, কিন্তু তা দিয়ে আজকাল আর ভাল করে গুলী ছোঁড়া যায় না। এমন কি শিকারের জন্য তাকে তীর-ধনুক নিয়ে বেরুতে হয়। ও-মাসে দুটো ছাল সংগ্রহ করেছিল সে। একটা এনেছিল এক্‌রাটা থেকে, অন্যটা এনেছিল জনস্টন আর হ্রদের মাঝখানে একটা জায়গা থেকে। একা একা একটা লোক ফাঁদ পেতে শিকার ধরে বেড়াচ্ছিল সেখানে। তার মাথারই ছাল ছাড়িয়ে এনেছিল সে। এক্‌রাটা থেকে যেটা এনেছিল সেটা ঠিক মতো ছাড়াতে পারে নি বলে ভাবছে নায়েগ্রার লোকেরা এর বদলে হয়তো আট ডলার নাও দিতে পারে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো একটা ছাল দরকার

কিন্তু কুকুরটা যখন তার ঠিকঠিক সন্ধান পেয়ে গেল তখন ইণ্ডিয়ানটা আর ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করল না। কুকুরটার তাড়া খেয়ে দ্রুতগতিতে সে পাহাড়ের ওপরে ছুটে চলে এল। তারপর কুকুরের প্রভু কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে গেল।

কিন্তু তখন সে শুনল ঠিক ওর মাথার ওপরে কে যেন ভেজা পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তৃণাচ্ছাদিত খোলা জায়গাটায় ইণ্ডিয়ানটা যখন এসে উপস্থিত হল তখন আর কাউকে দেখতে পেল না সেখানে। যে-ই হোক উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জুনিপার গুল্মের পাশেই মানুষের সদ্য পায়ের দাগ আর ছেঁড়া নেকড়া একই জায়গায় দেখতে পেল সে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। অন্ধকার বলে পায়ের ছাপ দেখে দেখে অনুসরণ করাও মুশকিল হয়ে উঠল। কিন্তু বরাতের ওপর নির্ভর করে চলতে লাগল সে। অন্ধকারের মধ্যে ধীরে আর কষ্ট সহকারে হাঁটতে হচ্ছে। অন্ধকার কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে, পায়ের ছাপগুলো একটি স্ত্রীলোকের লাল ঝুঁটিওয়ালা কাঠঠোকরা পাখির চামড়া দিয়ে তৈরী সৌভাগ্যসূচক একটি ছোট্ট থলি বাঁধা ছিল তার কোমরের বেল্টের তলায়। এটাকে ওরা "ওর্কি" বলে। এখন সে থলিটার গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে লাগল। বুঝতে পারল এতক্ষণ পর থলিটা তার সৌভাগ্যের সূচনা করেছে। স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ যার মাথারই ছাল হোক না কেন আট ডলার পাওয়া যায়। এটা থেকেও সে আট ডলার পাওয়া যাবে তাতে আর সন্দেহ নেই। স্ত্রীলোকটি একা রয়েছে।

রাস্তাটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে-বলে দুলকি চালে চলতে লাগল সে। ভোর হওয়ার একটু পরেই গিরখাতটার ধারে এসে উপস্থিত হল। সেখানে দাঁড়িয়ে তলার দিকে ন্যানসির ওপর দৃষ্টি ফেলল ইণ্ডিয়ানটা। ছোট্ট নদীটার ঠিক ধার ঘেঁষে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে স্ত্রীলোকটি।

খাড়া পথটা নেমে গিয়ে এক লাফে নদীটা পার হয়ে এসে ন্যানসির পাশে দাঁড়িয়ে কুঠারটার গায়ে হাত বুলতে লাগল সে। এখন তার মাথায় অনেক রকমের মতলব খেলছে। গুলী করে মারতে পারে—এই যাত্রায় কোনো কিছুই গুলী করে মারে নি—কিংবা মাথায় আঘাত করেও খতম করে দিতে পারে—তাতে বারুদটুকু বেঁচে যাবে। কি করবে তখনো সে দাঁড়িয়ে ভাবছিল এমন সময় ন্যানসি তার দিকে মুখ তুলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল

ইণ্ডিয়ানটা বুঝতে পারল এতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীলোকটি তাকে দেখতে পায় নি। না তার পায়ের শব্দেও শুনতে পায় নি। তারপর সে দেখল মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেল। তার হাতে ধরে জল থেকে টেনে তুলে মেয়েটার দিকে তাকাতে গিয়েই দেখল সন্তান প্রসব করছে সে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল লোকটা। এই অবস্থায় একাকিনী একটা নির্জন স্থানে একটি মেয়ের সন্তান প্রসব করার ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর মনে হল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ভাবল মেয়েটাকে মেরে ফেলবার আগে এই সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা দরকার। একটা হেমলক গাছের ঝাড়ের কাছে টানতে টানতে নিয়ে এল ওকে। তারপর গরম রাখবার জন্য আগুন জ্বালাল। একটু উঁচু জায়গার উপরে রাখল তাকে। পা দুটো ঝুলে রইল নীচের দিকে। সে নিজে ওর দিকে পেছন দিয়ে বসে রইল।

আগুনের সামনে বসে থাকতে থাকতে দিনের আলো ক্রমশই বাড়তে লাগল। ডালে ডালে পাখির দল উড়ে বেড়াচ্ছে। সারা বন জুড়ে তাদের কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জলে ডোবা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে শব্দ তুলে বয়ে চলেছে স্রোত। পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক টুকরো শুকনো মাংস থলি থেকে বারকরে নিয়ে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল সে। বসে বসে ভাবছিল: গত শীতে স্ত্রী মারা গিয়েছে, সন্তান নেই, কে জানে হয়তো সেই ছেঁড়া ছালটার জন্য আট ডলার পেয়ে যেতেও পারে। অবিশ্যি এসম্বন্ধে ষোল আনা নিশ্চিত নয় সে।

পেছন দিকে যে একটা ব্যাপার ঘটছে সে সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই ছিল না তার। মনে হল যেন ভুলেই গিয়েছে বুঝি। একটা কাঠঠোকরা পাখি বিদ্যুৎ গতিতে উড়ে যেতেই সহসা তার চোখ দুটো সজাগ হয়ে উঠল। পাখিটা সাদা আর কালো রঙের। মাথার ঝুটিটা লাল। একটা আলোর ঝলকের মতো মনে হল তার। একটা গাছে কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানির আওয়াজ হচ্ছিল খুব। একটু পরেই একটা মেয়ে-কাঠঠোকরাকে ধরবার জন্য ঐ পাখিটাই ভীষণ ভাবে তাড়া করতে করতে উড়ে এল আবার! ইণ্ডিয়ানটা ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করল একটু। তারপর দেহটাকে শিথিল করে দিয়ে শুকনো মাংসের টুকরোটা চিবতে লাগল। সে ভাবল যে, মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব বলিষ্ঠ। নইলে এত দূর পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারত না।

মেয়েটির হাল্কা লম্বা চুল আর নীল নীল চোখ দুটি পছন্দ হল ওর। শহরের অন্যান্য অনেক ইণ্ডিয়ানদের থেকে সে হচ্ছে গিয়ে আলাদা ধরনের মানুষ। একা একা থাকতে ভালবাসে। ডিয়োডিসট্ গ্রামের প্রান্তে একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে বাস করতেই পছন্দ করে সে। লড়াইয়ের ব্যাপারে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্যভাবে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে নি। এখন হয়তো দুটো ছাল আর এই বন্দিনীটির জন্য খানিকটা সুনাম অর্জন করতে পারে সে। ভাবল, স্ত্রীলোকটিকে যদি বিয়ে করাই স্থির করে তা হলে উপহার দেওয়ারও দরকার হবে না।

আত্মপ্রসাদপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ইণ্ডিয়ানটা অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে প্রসবের কাজটা শেষ করে ফেলবে সে।

ন্যানসির অস্পষ্ট চেতনাবোধের মধ্যে চিন্তা করবার মতো সামান্য একটু ক্ষমতা ফিরে আসবার পর যখন সে দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীটার দিকে চোখ মেলে তাকাল তখন দেখল যে, আগুনের সামনে কম্বল মুড়ি দিয়ে রোদের মধ্যে ইণ্ডিয়ানটি বসে রয়েছে। একটা মরা হেমলক গাছের ডালের গায়ে বন্দুকটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এবং তার পাশে ঝোলান রয়েছে ধনুক আর তূণীর।

মাথার দু'পাশটা সে চেঁছে ফেলেছে এবং একটা অদ্ভুত ধরনের হাতলের মতো করোটির চুলের গুচ্ছ বিনুনি করে বাঁধা। বাংবার আঘাতপ্রাপ্ত একটা পালক বিনুনির মধ্যে গোঁজা। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা অবস্থায় ন্যানসির স্থূল কল্পনায় লোকটাকে হাস্যোদ্রেককর বলে মনে হল। খুব কালো আর কুৎসিত বলে তার জন্য দুঃখ বোধ করল সে। যখন কথা বলতে গেল, লোকটা তখন ওর দিকে মুখ ঘোরাল। সাদা আর সিঁদুররঙ দিয়ে এমন ভাবে মুখের ওপর ডোরা কেটেছে যে ন্যানসি প্রায় হেসেই ফেলেছিল। এখন ওর মনে পড়ল নদীর ধারে লোকটাকে দেখে কী সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। তখন মনে হয়েছিল, যেন একটা নরকের পিশাচ সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে বুঝি। কিন্তু ন্যানসি এখন বুঝতে পারছে বেঁচে রয়েছে সে।

বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ার পর জলস্রোতের আওয়াজ আর পাখির কিচির-মিচির শব্দ আসছে কানে। ইণ্ডিয়ানটা যে আগুন জ্বালিয়েছে তা থেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছে ন্যানসি। শ্রান্ত এবং ক্লান্ত দেহটা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে

বলে অনুভব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার উপলব্ধিটা আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। ইণ্ডিয়ানটার ভাবহীন দৃষ্টির সঙ্গে ওর চোখোচোখি হতেই মৃদুভাবে হাসল একটু। তারপর উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

সেই সময় ইণ্ডিয়ানটা উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। গিরিখাতের তলায় একটা শুকনো জায়গায় গিয়ে বড় একটা হেমলক গাছের গা থেকে কেটে কেটে ছাল বার করতে লাগল। কুঠার আর খুলির ছাল ছাড়াবার ছুরি দুটোই সে একসঙ্গে ব্যবহার করছিল।

এক মুহূর্তের জন্য ন্যানসি তার দিকে চোখ তুলে দেখল যে, গাছের ছাল দিয়ে লোকটা ছোট্ট একটা কুটীর তৈরি করছে। তারপর নিজের পায়ের দিকে রক্তমাখা মাংসপিণ্ডটার ওপর দৃষ্টি পড়তেই বুঝতে পারল একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। পুরনো ভয়টা আবার ওকে ক্ষণেকের জন্য অসাড় করে ফেলেছিল। কিন্তু একটু নড়াচড়া করতেই বাচ্চাটা উলটে গিয়ে গড়িয়ে এসে ওর হাঁটুর সঙ্গে ধাক্কা খেল। এবং হঠাৎ সে তার অতি ক্ষুদ্র মুখটা খুলে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল একবার।

বাচ্চাটা তা হলে মরে নি। ন্যানসির মুখে হাসি ফুটে উঠল। বাচ্চাটাকে রোদ্দর মধ্যে সরিয়ে রেখে সে নিজে টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল নদীর ধারে। সাধ্যমতো নিজেকে পরিষ্কৃত করল। পুঁটলিটা পড়ে ছিল ওখানে। সেটা নিয়ে এসে খুলে ফেলল। ফ্ল্যানেল কাপড়ের জীর্ণ নাইটগাউনটা বার করে নিল। তা থেকে সবচেয়ে শুকনো অংশটা ছিঁড়ে নিয়ে শিশুটাকে জড়িয়ে ফেলল। কিন্তু তার আগে অন্য অংশটা দিয়ে তার গা মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল সে।

কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইণ্ডিয়ানটা এসে কি যে বলল ওকে ন্যানসি তা বুঝতে পারল না। লোকটা দেখতে বেঁটে ও মোটা। পা দুটো ধনুকের মতো বাঁকা। লম্বায় ন্যানসির কাঁধের চেয়ে উঁচু নয়। যে-ঘরটা সে তৈরি করেছে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল ইণ্ডিয়ানটা।

"হ্যাঁ, দেখেছি। শতশত ধন্যবাদ তোমাকে।"

নিস্তেজভাবে মৃদু হেসে ন্যানসি তাকে অনুসরণ করল। ওর হাত থেকে বাচ্চাটাকে কিংবা পুঁটলিটাকে তুলে নিয়ে যে সাহায্য করবে তা সে করল না। কিন্তু নিজের কম্বলটা দিয়ে দিল ওকে।

নিজের বুকে টোকা মারল সে।

"গাহোটা", লোকটা বলল, "গাহোটা।" তারপর সে ন্যানসির বুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোকার মতো হেসে উঠল ন্যানসি। লোকটা ওর বুকে দ্বিতীয়বার খোঁচা মারল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। বলল, "আমার নাম ন্যানসি।"

নামটা নিজের মুখে পুনবাবৃত্তি করে লোকটা বলল, "গাহোটা।"

"গাহোটা।" বলল ন্যানসি। মৃদুহাসি ভেসে উঠল ইণ্ডিয়ানটার মুখে। চামড়ায় টান লেগে তার গালের খানিকটা রঙ গেল চিড় খেয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, কম্বলের ওপর বসে পড়ল ন্যানসি। তারপর আগুনের মধ্যে আরো কয়েকটা কাঠ গুঁজে দিয়ে ধনুক, তূণীর আর বন্দুক নিয়ে বনের ভেতর অন্তর্হিত হয়ে গেল সে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে রইল ন্যানসি। তারপর শেষ পর্যন্ত ওকে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

প্রায় সন্ধ্যের দিকেই রান্নার গন্ধ পেয়ে জেগে উঠল আবার। আগুনের সামনে উবু হয়ে বসে ছিল ইণ্ডিয়ানটা। গাছের ছাল দিয়ে কোনো রকমে একটা পাত্র তৈরি করে তাতে মাংস সেদ্ধ করছিল। বার্চ গাছের ছাল কেটে একটা হাতাও তৈরি করেছে সে। মাঝে মাঝে সেই হাতা দিয়ে ওপর থেকে ভাসমান পালকগুলো তুলে তুলে ফেলে দিচ্ছিল। কিন্তু যখনি টের পেল ন্যানসি জেগে গিয়েছে তখনি সে আগুনের কাছ থেকে সরে এসে ন্যানসির হাতে হাতাটা গুঁজে দিয়ে ইশারা করে বলল যে, এখন মেয়েদের কাজটুকু তাকে করতে হবে। রান্নাবান্নাটা মেয়েদেরই কাজ।

দুটো তিত্তির পাখি সেদ্ধ হচ্ছিল। দুর্গন্ধ আসছিল পাত্র থেকে। কারণ পালক আর নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধই পাখি দুটোকে সেদ্ধ বসিয়েছিল সে। কিন্তু দুর্গন্ধের কথা ভেবে লাভ নেই। খিদে পেয়েছিল ন্যানসির। সদইচ্ছার সঙ্গেই সে ভাসন্ত পালকগুলোকে তুলে তুলে ফেলে দিতে লাগল। মাংস সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর সুরুয়ার পাত্রটা পাথরের উনোন থেকে নামিয়ে এনে দু'জনের মাঝখানে রেখে দিল ন্যানসি। সুরুয়ার মধ্যে যখন সে হাতাটা ডোবাতে গেল গাহোটা তখন ওর হাত থেকে নিয়ে নিল সেটা।

ধীরে ধীরে নিজেই অর্ধেকটা সুরুয়া খেয়ে ফেলল ইণ্ডিয়ানটা। তার

পর পাত্রটা হ্যানসির দিকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে হাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাত্রটার মধ্যে। গোগ্রাসে গেলার মতো অবস্থা হ্যানসির। খাওয়ার সময় বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। কিন্তু যতক্ষণ না সুরুয়া খাওয়া শেষ হল ততক্ষণ সে ওদিকে কান দিল না। দু'বার সে লক্ষ্য করল বাচ্চার দিকে ইণ্ডিয়ানটা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তিনবারের বার হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে এনে কোলের ওপর শুইয়ে রাখল হ্যানসি।

সন্ধ্যের দিকে সে অনুভব করল মাতৃদুগ্ধে বুক দুটো ভরে উঠেছে ওর। আনাড়ির মতো ছেলেটাকে তুলে আনল বুকের কাছে। গাহোটার সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। লোকটাকে পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু উদাসীন। শার্টটা খুলে ফেলে পেটের ওপর হাত বুলচ্ছিল সে।

এই দয়ালু লোকটির প্রতি গভীর প্রীতির টান অনুভব করল হ্যানসি। জিজ্ঞাসা করল, "আমার ভাই হনকে চেনো? হন্ ইয়োর্গ শ্নাইলার?

জবাব দিল না গাহোটা।

"তাকে আমায় খুঁজে বার করতে হবে।" ভয়ে ভয়ে বলল হ্যানসি। কিন্তু ইণ্ডিয়ানটি ওর কথা কানে তুলল না। হ্যানসি বুঝতে পারল এই বিষয় নিয়ে আলোচনার আর দরকার নেই। কারণ এই অখ্রীষ্টান ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই ইংরেজী জানে না। তা ছাড়া আগুনের তাপে আরাম লাগছে আর যন্ত্রণারও উপশম হয়েছে। এবং বাচ্চাটা টেনে টেনে দুধ খাচ্ছিল সেই অনুভূতির মধ্যেও মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রায় পশ্চাৎচিন্তার মতোই হৃদ্যতার স্বরে হ্যানসি বলল, "সে নায়েগ্রাতে থাকে। বুঝেছ।"

গাহোটা কথাটার অর্থ হচ্ছে: জলমগ্ন গাছের গুঁড়ি। হ্যানসির অভদ্রোচিত সম্বোধনের ব্যাপারটাকে এতক্ষণ গাহোটা বিনয়সহকারে উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। এবার সে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করল।

"ডিয়োডিসট্।" নিচু স্বরে বলল সে।

হ্যানসির দিকে না চেয়েই কথাটা বলল। কিন্তু হ্যানসি তার অদ্ভুত গড়নের পিঠের দিকে চেয়ে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। বহু মাস পরে এই প্রথম সে পরিতৃপ্ত আর সুখী বোধ করছে।

"ডিয়োডিসট্।" কর্তব্য পালনের স্বরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল হ্যানসি।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল ওরা।

॥ ৮ ॥

ধোঁয়া

মে মাসের দিনগুলি যতই শেষ হয়ে যাচ্ছে জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীরা ততই যেন বুঝতে পারছে যে, বিনাশকারীরা চারদিক থেকে ক্রমশই ওদের ঘিরে ধরছে। ক্যাপটেন ডিমুথ তার রেঞ্জারদলের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিল। মাত্র দশজন লোক সংগ্রহ করতে পারল যারা পুরো সময়টা বনের মধ্যে কাটাবার জন্য রাজী হল। প্রথমে ত্রিশজন ছিল। কিন্তু প্রতিদিন সূর্যের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটি যখন শুকিয়ে উঠতে লাগল তখন অনেকেই চলে গেল চাষের কাজ করতে।

এদের মধ্যে গিল একজন। সে জানত যে, মিসেস ম্যাকরেনার খুব আগ্রহের সঙ্গেই অন্য একজন লোক নিয়োগ করে ফেলতেন এবং লানার দেখাশোনার দায়িত্বও নিতেন। কিন্তু খামারের কাজের মধ্যে মন পড়ে ছিল ওর। বীজ বপনের কাজটা নিজে হাতেই করেছে। জো আর আডামের সঙ্গে যখন বাইরে চলে গিয়েছিল তখন দু'দিন পরেই সে ছটফট করতে লাগল। গমগাছগুলো ঠিক মতো গজিয়ে উঠছে কি না দেখতে চাচ্ছিল সে।

"গিল হচ্ছে গিয়ে মনেপ্রাণে চাষী।" বিরক্তির সুরে বলত জো। এডমেস্টনের কয়েক মাইল উত্তরে ছোট্ট একটা ঘর তৈরি করে নিয়েছিল ওরা। সেখানে কয়েকটা টোরী পরিবার এখনো বাস করছিল। পাহাড়ের ধারে ঘাস-পাতার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে গিল দেখত যে, দূরের ফাঁকা জায়গায় চাষীরা লাঙল দিয়েছে জমিতে। মেয়েরা ঝুড়ি বোঝাই করে ভূট্টা, স্কোয়াশ আর শিম তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেপেলেরা সকালবেলা গরুগুলোকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে আসে এবং তারাই আবার সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

এই ছেলেপেলেদের জন্যই সাবধান থাকতে হয় এদের। কখনো কখনো ঘাস খেতে খেতে গরুগুলো চলে আসত ঘরটার কাছে। তখন তাড়িয়ে

দিতে হতো গরুগুলোকে। অবিশ্যি তাড়িয়ে দেওয়ার আগে গিল দু'-একবার বালতি ভরে টাটকা দুধ দুইয়ে নিয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে এক-একজনকে সন্ধান আনার কাজে দক্ষিণদিকে বেরিয়ে পড়তে হতো। কিন্তু জো আর অ্যাডাম গিলকে কখনো একা ছেড়ে দিত না। ওরা বলত যে, বনের মধ্যে কি করে চলাফেরা করতে হয় সে সম্বন্ধে গিলের কোনো ধারণা নেই। একা ছেড়ে দিলে নির্ঘাত মারা পড়বে। আধ মাইল দূর থেকেও ইণ্ডিয়ানদের বউ-ঝিরা ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাবে। ওকে ঘরে বসে থাকতে বাধ্য করল ওরা। কোনো জরুরী খবর নিয়ে এলে পেছন দিকের রাস্তা ধরে পনেরো মাইল ছুটে গিয়ে পরের ঘাঁটিতে গিয়ে খবরটা পৌছে দিত গিল। সেখান থেকে আবার অন্য একজন খবর নিয়ে ছুটত।

বনের পথ দিয়ে চলাফেরার ব্যাপারে গিলকে ওরা যতটা আনাড়ী মনে করে ততটা আনাড়ী সে সত্যই নয়। কিছুদিন পর নিঃশব্দে হাঁটবার কায়দাটা রপ্ত করে ফেলল সে। ওরা স্বীকার করল যে, অ্যাডামের সমশ্রেণীর না হোক, অন্যান্য সাধারণ সংবাদবাহকদের চেয়ে গিল অনেক ভাল দাঁড়ায়। কিন্তু বনের পশুপক্ষীদের চেনবার চোখ নেই ওর। কাক কিংবা জেই পাখি অথবা বনের মাছরাঙারা কেন কিচিরমিচির করছে তা সে বুঝতে পারে না। ওর অক্ষমতাটা মেনে নিয়েই ওরা বলে যে, গিল কখনো শিখতেও পারবে না।

এক এক সময় এমন একটা অদ্ভুত মনের অবস্থা হতো যখন সে অনুভব করত যে একটা আলস্যবিজড়িত পরিতৃপ্তির মনোভাব ধীরে ধীরে মনটাকে ওর ছেয়ে ফেলছে। রৌদ্রালোকিত এবং বৃষ্টিহীন পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন দক্ষিণের বিশেষ করে পুব দিকের গাছগুলির মাথার দিকে সতর্ক নজর রেখে সময় কাটিয়ে দিত ওরা।

একদিন ব্লু ব্যাক ওদের ঘাঁটিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বীজ বপনের কাজ শেষ হওয়ার পর বউকে নিয়ে বসন্তকালীন ভ্রমণে বেরিয়ে উনাডিলায় গিয়েছিল একটি টাসক্যারোরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। বউকে সেখানেই রেখে এসে খবর দেওয়ার জন্য সে নিজে চলে এল উত্তর অঞ্চলে।

ওরা তাকে পাহাড়ের ওপরে উঠে আসতে দেখল। ইতস্ততঃ ঘুরে

বেড়াতে বেড়াতে ডাইনে-বাঁয়ে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে উঠে আসছিল সে। ওদের দিকে ছাড়া আর-সব দিকেই তাকাচ্ছিল। বিড়বিড় করে জো বলল, "বুড়ো শয়তানটি একশ গজ দূর থেকেই আমাদের দেখেছে। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখিও হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে বিস্মিত হওয়ার ভাব দেখাবে।"

তাই করল সে।

সারা মুখে হাসির আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করে সকলকেই বলল, "কি খবর।" টুপীটা এক হাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করল। মাথার চুল কাটেনি। গা ভর্তি চর্বি। তামাটে আর নোংরা দেখাচ্ছে লোকটাকে। সে বলল যে, গত তিন দিন ধরে বন্ধুটির ক্যাবিনে বসে গরুর মাথা লবণজলে জারিত করে ধোঁয়া দিয়ে তাকে সংরক্ষিত করার কাজ করছিল। ক্যাবিনের মধ্যে ধোঁয়াটাকে ধরে রাখবার জন্য জানালা-দরজা সব বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ভীষণ গরম বোধ করছিল বলে ভাবল যে, জো বোলিয়ো আর বন্ধুবর গিল মার্টিনের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। উনাডিলা কিংবা ওগকোয়াগাতে একজন ইণ্ডিয়ানের পক্ষে মদ-সংগ্রহ করা অসম্ভব! সাদা চামড়ার লোকেরা যেখানে যা পেয়েছে সবটুকু মদই তুলে নিয়ে গিয়েছে। সে ভাবল যে, উত্তর অঞ্চলে কারো কাছে হয়তো দু-এক গেলাস মদ পাওয়া যেতে পারে। মদ না খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটবার জন্য তার ডান পায়ের পেশীর প্রচণ্ড সংকোচন হয়েছে জো বোলিয়োর কি কখনো তা হয়েছে?

হাল ছেড়ে দেওয়ার মনোভাব নিয়ে জো তাকে রাম দিল একটু। তাই নিয়ে বসে পড়ল ব্লু ব্যাক। সে বললে যে, তার একটা নতুন টুপীও দরকার।

"চুলোয় যাও তুমি," বলে উঠল জো, "আমারটা দিতে পারি না তোমায়।"

"তোমারটা আমার পক্ষে খুবই বড়," স্বীকার করল ব্লু ব্যাক, "হাঁ, খুবই বড়।" এই বলে হেলমারের টুপীর দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

"তোমার টুপীটার কি খবর গিল?

দাঁত বের করে হেসে উঠে গিল বলল যে, ওটা তার নিজেরই দরকার।

"আমার কাছে বেচে দাও।" মন্তব্য করল ব্লু ব্যাক।

"না, ধন্যবাদ।" বলল গিল।

"খবর আনলে কি?" জিজ্ঞাসা করল জো।

ঝানু ইণ্ডিয়ানটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল যে, ইণ্ডিয়ানদের দলে ভর্তি করবার জন্য যোসেফ ব্র্যাণ্ট উনাডিলায় এসেছিল। ক্যাপটেন কল্ডওয়েলের দলে এরই মধ্যে পঞ্চাশজন সাদা চামড়ার লোক আর একগাদা পলাতক নিগ্রো এসে জুটে গিয়েছে। নিজে সে ক্যাপটেন কল্ডওয়েলের সঙ্গে কথা বলে নি। কারণ সে ভাবল যে, ওরা হয়তো বন্ধুভাবাপন্ন লোক নাও হতে পারে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মদ খায় ক্যাপটেন। সাদা চামড়ার লোকেরা সবাই অবিশ্যি প্রচুর পরিমাণেই খায়। কখনো কখনো ব্লু ব্যাকের মনে হতো যে, বনে বাস করতে করতে হয় ওরা পীড়িত হয়ে উঠেছে নয়তো ভয় পাচ্ছে।

"ব্র্যাণ্ট ওখানে এখনো আছে না কি?"

ব্লু ব্যাক বলল যে, ব্র্যাণ্ট শ-দুই লোকের একটা দল নিয়ে পুবদিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসবার কথা। জুন মাসের শেষের দিকে উনাডিলায় জন বাটলারের সঙ্গে দেখা করতে আসবে সে।

মুখ দিয়ে বাঁশি বাজবার শব্দ করে জো বলল, "অ্যাডাম, তুমি বরং স্প্রিংফিল্ডের ভেতর দিয়ে শর্টকাটের রাস্তা ধরে সতর্ক করে দিয়ে এসো ওদের। অবিশ্যি ওরা এতে কান দেবে না।"

"না, তা দেবে না।" সায় দিল ব্লু ব্যাক। ঐ পথ দিয়েই সে এসেছে। সতর্ক করতে গিয়েছিল বলে তাকে লাথি মেরে ওরা দূর করে দিয়েছে। এক গেলাস মদ পর্যন্ত খেতে পায় নি। কোনো রকমে দুটো শূকরছানা চুরি করে নিয়ে এসেছে সে।

"ছানা দুটো কি করলে?" আশান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করল অ্যাডাম।

বোঝা গেল যে, ও-দুটোর আর অস্তিত্ব নেই, খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

জো জিজ্ঞাসা করল, "উনাডিলা থেকে ব্র্যাণ্ট কবে চলে গিয়েছে?"

"এক সপ্তাহ আগে।" বলল ব্লু ব্যাক।

গালাগালি দিয়ে জো বলল, "ওহে বুড়ো জানোয়ার, তখুনি কেন আমাদের এসে খবর দাও নি?"

"লাভ হতো না কিছু।"

কথাটা ঠিক, ভাবল গিল। এখন যখন মাঠে ফসল এসে গিয়েছে তখন কেউ আর নড়তে চাইত না। তা ছাড়া ওদের সাহায্য করবার জন্য স্থায়ী সেনাবাহিনীর সৈনিকরাও কেউ ছিল না। জো-র দিকে দৃষ্টি ফেলল সে। দেখল, উঠে দাঁড়িয়ে পুবদিকে তাকিয়ে রয়েছে জো।

"হে ভগবান," বলল জো, "ব্র্যাণ্ট দেখছি এরই মধ্যে ধ্বংসকার্য শুরু করে দিয়েছে।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধোঁয়াটা দেখতে পায় নি গিল। এমন ক্ষীণ আর পাতলাভাবে ওপর দিকে উঠে আসছিল যে, হাল্কা কুয়াশার মতো মনে হচ্ছিল।

"তুমি বরং বাড়ির দিকে পথ ধরো, গিল। তাদের গিয়ে বলো স্প্রিংফিল্ডের দিকে আগুন দিয়েছে ব্র্যাণ্ট। আমি আর অ্যাডাম যাচ্ছি খবর সংগ্রহ করতে। অ্যাডাম তারপর ফিরে আসবে এখানে, আর আমি যাব হার্কিমারে রিপোর্ট করতে।"

ওরা নিজেদের গুপ্তপথ ধরে যাওয়া-আসা করত। ইরোকেই উপজাতির লোকেদের গমনাগমনের পুরনো পথটা ত্যাগ করেছিল ওরা। শৈলশিরার বরাবর পাহাড়ের ওপর দিয়ে হরিণদের চলাফেরা করার পথটাই হচ্ছে ওদের পথ।

সমান তালে পা ফেলে ছুটতে লাগল গিল। সমস্তটা পথ ছুটে দুর্গের দিকেই যাচ্ছে সে। এইভাবে দীর্ঘপথ ধাবনের সময়—বিনাশকারীদের ধ্বংস-কার্যের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও গিলের মনে একটা অনন্যসাধারণ স্বাধীনতা-বোধের উদ্রেক হয়। এখনো তাই হচ্ছে। প্রায়ই সে ভাবত যে অ্যাডামের মতো একটা দৈত্যের সঙ্গে যদি সে এইভাবে ধাবণ করত তা হলে সহজেই তার আগে আগে চলে আসতে পারত গিল আর সেই সময় বাওয়ারদের মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা জমাবার জন্য মাঝপথ থেকে সরে পড়তে পারত অ্যাডাম। রাত্রে আগুনের সামনে শুয়ে শুয়ে ওর সঙ্গে যাওয়ায় জন্য অ্যাডাম অতিষ্ঠ করে তুলত গিলকে। একবার নয়। বহুবারই বলেছে সে।

শুমেকার পাহাড়ের চূড়ায় এসে যখন সে উপস্থিত হল তখন সূর্য প্রায় ডুবে

গিয়েছে। নদীর দিকে বাকী কয়েক মাইল রাস্তা পার হওয়ার আগে দম নেওয়ার জন্য থেমে গেল গিল।

সারা পৃথিবীর মাথার ওপরে প্রকাণ্ড বড় একটা চাদরের মতো ছড়িয়ে রয়েছে আকাশ। উত্তরদিকটা কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু সূর্যাস্তের আলোয় পশ্চিম-দিকটা পরিষ্কার। আকাশের তলায় গিলের দৃষ্টি বরাবর জনবসতিহীন জলাভূমিটা উত্তরদিকে মাইলের পর মাইল, শৈলশিরার পর শৈলশিরা পার হয়ে পৌছেছে গিয়ে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের গা পর্যন্ত। বসন্তশেষে রঙটা হয়েছে ধূসর-সবুজ। যেখানে চিরহরিৎ পাইন কিংবা দোপাটিগাছের সারি সেখানে জলাভূমির রঙটা আগের চেয়ে একটু ঘন। প্রস্ফুটিত বুনো চেরিফুলের গুচ্ছকে কখনো কখনো সাদা সাদা ফেনার মতো দেখাচ্ছে।

আলো কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত দৃশ্যটা যেন একটা গতির অনুভূতি সৃষ্ট করল মনে—শৈলশিরাগুলো ক্রমশই উচু হয়ে যাচ্ছে আর দোপাটির জলাভূমিগুলো ক্রমশই গভীরতর হচ্ছে।

একখণ্ড স্ফটিকের মতো ভ্যালিটা পড়ে রয়েছে ওর পায়ের তলায়। একটা ক্ষুদ্রাকার চিত্রের মতো দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল রেখার মতো নদীটা তখনো সূর্যাস্তের আলোয় ঈষৎ রঞ্জিত হয়ে রয়েছে। এখানকার এই উচ্চতা থেকে দুর্গ দুটোকে দেখাচ্ছে যেন গায়েগায়ে লেগে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। নানাবর্ণের অসমতল মাঠের মধ্যে দুটো জ্যামিতিক আকারের মতো মনে হচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আল্ বাঁধার বেড়াগুলোকে দেখাচ্ছে সূচের ফোঁড়ের মতো, যেন কষ্ট সহকারে মাঠের এবড়ো-খেবড়ো বুকটাকে সমান করে সেলাই করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আরো দূরে ফাঁকা জায়গায় বাড়ি আর গোলাঘরগুলোকে যেন বনভূমির বক্রাকার আঙুলের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের মতো দেখাচ্ছে।

গাছপালাহীন পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নামতে নামতে নদীর ওপারে কিঙ্ স-রোডের অবস্থানটা খুঁজতে লাগল গিল। ঐ রাস্তাটাই মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়ির দিকে চলে গিয়েছে। কিঙসরোড ধরেই ঐ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল সে। বাড়ি আর গোলাঘরটা দেখা যাচ্ছে। মুকুলিত আপেল গাছের পেছন দিকে পাথরের বাড়িটাও চোখে পড়ল ওর। সূর্যাস্তের আলো পড়ে জানালা-গুলো যেন পাথরের মুখের ওপর জ্বলন্ত চক্ষুর মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

বাকী অংশটা পুরোপুরি পরিষ্কার। এমন কি উইভারের ছেলে জন যে গরুগুলোকে উঠোনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল তাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অবিশ্যি লানা এখন দুধ দোয়াতে বসবে না। দু' সপ্তাহ আগেই ওর সন্তান প্রসব হওয়ার কথা ছিল। স্বচ্ছন্দ গতিতে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল গিল।

তারপর রাস্তা দিয়ে যেন একটি পরিচিত লোককে চলে যেতে দেখল সে। তক্ষুনি সে বুঝতে পারল লোকটি কে। ধূসর রঙের ঘোড়ার ওপর কালো জামাকাপড় পরে সোজা হয়ে বসে একটা আলোকিত জায়গার মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। জার্মান ফ্ল্যাটের দিক থেকে এসে মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়ির দিকে চলেছে। এখন সে মোড় ঘুরল আর সঙ্গে সঙ্গে জন উইভারের ছোট কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

লোকটি হচ্ছেন ডাক্তার পেট্রি। কি একটা কারণে গিলের মনে পড়ল এখন যে, ডাক্তারকে একদিন ঘোড়ায় চেপে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখে মিসেস ম্যাকক্লেনার মন্তব্য করেছিলেন, "একটা দুর্বল ঘোড়ার ওপর যেন স্বয়ং মৃত্যু চেপে বসেছে।"

॥ ৯ ॥

খামারের রাত্রি

উত্তেজনা, কৌতূহল আর ভয়ে শিউরে উঠল যুবক জন উইভার। ডেইজির গলার স্বর শুনে সে বলে দিতে পারে যে, পাথরের বাড়িটাতে আসল ব্যাপারটা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সবে দুধ দোয়ানো শেষ হয়েছে ওর। ফুটকি-চিহ্নিত গরুটার দুধ দোয়াতে সময় একটু বেশি লেগেছে। কারণ আজ সকালেই বাচ্চা দিয়েছে সে। বাঁটের ওপরের দিকটাতে শক্ত হয়ে দুধ জমে গিয়েছিল। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নরম করতে হয়েছিল ওকে। নিগ্রো স্ত্রীলোকটি ক্যালিকো কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করে গোলাঘরের দরজার ভেতর দিয়ে মুখ গলিয়ে

ডেকে উঠল, "এই ছোকরা!" ব্যাপারটা তখন সে বুঝতে পেরেছিল বটে, কিন্তু একটা নিগার তাকে ঐভাবে সম্বোধন করল বলে জবাব দিল না, যদিও জন জানে যে এখানে সে চাকরি করতে এসেছে। ভেতর দিকে উঁকি মেরে ডেইজি বলল, "বুঝেছি। ওহে সাদা চামড়ার ছেলে, শোনো!"

"কি চাই?" রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করল জন।

সঙ্গে সঙ্গে ডেইজি গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করে আদেশ করল, "আরো কাঠ এনে দাও আমায়।"

"দুধ দোয়াতে যাওয়ার আগে কাঠ এনে দিয়েছি আমি।"

"ও তো বাজে কাঠ! আমি চাই বার্চ গাছের কাঠ। বেশি করে আনতে হবে। ওরা আগে গরম জলের জন্য চেঁচাবে, তখন আমি করব কি? বুড়ী মেমসাহেব যখন কোনো জিনিস চেয়ে বসেন তক্ষুনি তাঁকে এনে দিতে হয়। তাড়াতাড়ি জল গরম করবার জন্য বার্চ-কাঠগুলোকে সরু সরু করে কেটে নিতে হবে আমায়। দেখি দুধের বালতিটা আমায় দিয়ে দাও। তারপর ঘোড়ায় চেপে ডাক্তার পেটি্‌কে ডেকে নিয়ে এসো। খুব তাড়াতাড়ি যাবে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাতে দ্বিধা করো না।"

দড়িটা খুলে নিয়ে ঘোড়ার মুখের সঙ্গে লাগামের মতো বেঁধে ফেলল জন। তারপর জিন ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল সে। ঘোড়াটার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে ভাবল সে, "সময়মতো পৌঁছতে পারব তো?" ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছে জানালার ভেতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে জন বলল, "আপনাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন ওঁরা।"

যন্ত্রণাক্লিষ্ট দৃষ্টিতে জন চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুকনো কিশমিশের চাটনি খেয়ে ডাক্তার মুখ মুছলেন। "আমি ভেবেছিলাম আজ রাত্রেই ব্যথা শুরু হবে," বলতে লাগলেন ডাক্তার, "শোনো, আমার ঘোড়াটা এখানে নিয়ে এসো। জিন্ লাগানোই আছে।"

জন তার নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ডাক্তারের ঘোড়াটাকে সজোরে টানতে টানতে দরজার সামনে নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চেপে বসে ডাক্তার মুখ দিয়ে আওয়াজ করলেন, "হেট্ হেট্।" ঘড়িতে দম দেওয়ার মতো অবস্থা হল। স্প্রিংটা যেন এক মুহূর্তের জন্য অচল হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই ঘোড়াটার পেটের

ভেতরে স্প্রিং ঘোরার শব্দ হতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাগুলো নড়েচড়ে উঠল। হঠাৎ একসময় মনে হল ঘোড়াটা সত্যি সত্যি হাঁটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জন তখন নিজের ঘোড়ার ওপর হুড়মুড় করে উঠে পড়ে ডাক্তারকে গিয়ে পেছন থেকে ধরে ফেলল। ওর মাদী ঘোড়াটা ছোটবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আছে।

"মাপ করবেন," ডাক্তারকে বলল জন, "আমি বরং তাড়াতাড়ি ফিরে যাই। আরো কাঠ কেটে দিতে হবে আমায়।"

এই সবে পেট ভরে খেয়ে এসেছেন বলে ডাক্তারের হিক্কা উঠেছিল। মুখের ওপর হাত চেপে জনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। কাঠ কাটতে হবে। কাঠই আমাদের দরকার। আধ গোছা চাই।"

কিন্তু মাদী ঘোড়াটা ততক্ষণে গোটা চল্লিশ খরগোশের একসঙ্গে দৌড়ে যাওয়ার মতো পাছা দোলাতে দোলাতে রাস্তা দিয়ে উঠে এসেছে ওপরে। আস্তাবলে তাকে বেঁধে রেখে জন তাড়াতাড়ি তার কুড়োলটা নিয়ে বনের মধ্যে কাঠ কাটতে চলে গেল। তিন চার গোছা কাটবার পর সেগুলোকে সে রান্নাঘরে পৌঁছে দিল। সামনের দিকের ঘরের আশেপাশে মিসেস ম্যাকক্লেনার যে ঘোরাঘুরি করতে করতে কথা বলছেন জন তা শুনতে পেল। ব্যস্তসমস্তভাবে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল ডেইজি। বলল সে, "ব্যস, ঢের হয়েছে আর লাগবে না।" কিন্তু জন তবু সেখান থেকে নড়ল না। নিশ্চিত হতে পারছিল না সে। হ্যাঁ, তাঁরই কণ্ঠস্বর বটে! মিসেস মার্টিন কথা বলছেন! ভগবানের দয়ায় এখনো তিনি বেঁচে রয়েছেন তা হলে!

কাঠের গাদার কাছে ফিরে গেল সে। এতো বেশি কাঠ চেরাই করে ফেলল যে, পুরো পাঁজাটা দিয়ে চীনদেশের এদিকে পর্যন্ত যত বাচ্চা আছে তাদের সবার জন্যই জল গরম করা যেতে পারে। কিন্তু চিন্তা করতে লাগল জন। এই সময়ে বিনাশকারীরা যদি জার্মান ফ্ল্যাটে এসে হানা দেয় তা হলে সেটা কি খুব একটা জঘন্য ব্যাপার হয়ে উঠবে না? অবিশ্যি সংবাদ সংগ্রহ-কারীরা ওদিকে আছে। তারা এসে আগে আগে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু এই অবস্থায় মিসেস মার্টিনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারা যায় না! দেরি হয়ে গিয়েছে। দুর্গের কাছাকাছি কোনো বাড়িতে আগে

থেকে তিনি আশ্রয় নেন নি কেন? অবিশ্যি ডাক্তার পেট্রি এসে গেলে পুরুষের সংখ্যা হবে দুজন। কাঠ কাটা ছেড়ে দিয়ে নিজের গাদা বন্দুকটায় বারুদ ভরে নিল সে। ভাবল, গিলের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। ভীষণ একটা দায়িত্ববোধের গুরুভার অনুভব করল জন। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি ডাক্তার সাহেব এসে পৌছলেই হয়। তারপর মনে পড়ল গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসে নি। ছেড়ে দিয়ে এল। সেই সময় ডাক্তার পেট্রি এসে পৌছলেন।

"কাঠ কাটা শেষ হল?" গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার। তাঁর হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা টেনে নিয়ে জন জবাব দিল, "হ্যাঁ, সার।"

বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন ডাক্তার। ঘোড়াটাকে রেখে দেউড়িতে ফিরে এল জন। হাঁটুর ওপর বন্দুকটা ফেলে রেখে বসে পড়ল সে। বসে বসে শুনতে লাগল ডাক্তার পেট্রি ভারী গলায় মিসেস ম্যাকক্লেনারের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। তারপর অল্পক্ষণের জন্য থেমে গেলেন। তারপর হেসে উঠলেন তিনি। লানাও তাঁদের কথার সঙ্গে যোগ দিল।

তরুণ জন অনুভব করল উত্তেজনায় গায়ের রক্ত ওর গরম হয়ে উঠেছে। চিন্তার আগুনে যে পুড়ে যাচ্ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। ভাবছিল, "ইস্ ভগবান, মেয়েরা সত্যিই সাহসী বটে!"

মেরীর সঙ্গে বিয়ে হলে ব্যাপারটা কেমন হবে সেই কথা নিয়ে এখন চিন্তা করতে বসল সে। মেরীও যখন ঐ ভাবে প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করবে তখন কাছে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করার ব্যাপারটা যে কেমন হবে কে জানে। ভয়ংকর কিছু একটা হবে বলে ভাবল জন। মিসেস মার্টিনের চেয়েও মেরী কৃশ। কিন্তু না হয়েও উপায় নেই। পুরুষমানুষের পক্ষে দায়িত্ব এড়ানো অসম্ভব। তা ছাড়া ব্যাপারটা স্বাভাবিক। এই রকম হবে বলেই আশা করে সবাই।

জন বুঝতে পারল ঘরের আওয়াজ গেল থেমে। কেউ আর কথা বলছে না। তারপরেই সে শুনল মিসেস মার্টিন দম নেওয়ার জন্য খুব জোরে শ্বাস টানলেন এবং ডাক্তার তখন গদগদ স্বরে বললেন বললেন, "সহ্যশক্তি ফিরে আসছে। তাই না কি?"

"তুমি জন উইভার! তুমি এখানে?"

মুখ ঘুরিয়ে জন দেখল বিধবাটি ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন। ঘোড়ার মতো মুখটা তাঁর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি একটা ব্যাপার নিয়ে যেন মনে মনে তিনি সংগ্রাম করছেন বলে মনে হল।

"এখানে তোমার কি কাজ, জন?"

বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু বুঝতে পেরে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "বেশ ভাল কথা। ঠিকই বলেছ। চারদিকে ঘুরে ঘুরে তোমার পাহারা দেওয়া উচিত। তুমি বরং এক কাজ করো। বাড়িটার চারদিকে মার্চ করতে থাকো। ধরো যদি একজন ইণ্ডিয়ান বাড়ির পেছন দিক দিয়ে এসে উপস্থিত হয়।"

বোকা ছেলে নয় জন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু লজ্জা পেল সে। বিধবাটি চাইছেন না যে জানালার ঠিক বাইরে বসে থাকে জন। কি করে এখানে বসে থাকতে পারল কথাটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। বলল, "যাচ্ছি, ম্যাডাম।"

একবার উঠোনের চারদিক দিয়ে মার্চ করছে, আবার রাস্তায় নেমে গিয়ে দেখে আসছে কেউ ওদিক দিয়ে আসছে কিনা। বেড়ার ধারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল সে, "আমরা যদি এই গ্রীষ্মে বিয়ে করতে পারি তাহলেও বাচ্চা হতে অনেক দেরি লাগবে।"

মেরী আর জন দু'জনে মিলে নিজেরাই সবকিছু ঠিক করে রেখেছিল। ওরা বুঝতে পেরেছে যে, জনের মা বিয়ে দিতে এখনো রাজী নন। মেরীকে যে নেমন্তন্ন করেছিলেন তার পেছনে একটা মতলব ছিল তাঁর। জনকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সংসারের কাজকর্ম সম্বন্ধে মেরী কতো অজ্ঞ। কিন্তু মেরীর যে চটপট কাজকর্ম শিখে নেওয়ার যোগ্যতা ছিল সেটা মায়ের পছন্দ হল না। মার্চ মাস থেকে মেরীকে আর ডাকেন নি তিনি।

ব্যাপরটা দেখে কষ্ট বোধ করেছিল জর্জ উইভার। ছেলেকে বলেছিল সে, "ওটাই হচ্ছে তোর মায়ের স্বভাব। ঐ ভাবেই তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। অমিও তার সঙ্গে সায় দিয়ে চলেছি। এবং স্ত্রী হিসেবে খুবই উপযুক্ত বলতে হবে। মা হিসেবেও ভাল। অন্য সময় হলে বিয়ে তোদের আটকাত না। জীবিকা অর্জনের সুবিধা করে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে তোদের কাজকর্ম করে খেতে হবে। খাওয়া-পরার মতো রোজগার করতে

পারলেই বিয়েতে মত দেব আমি। তোর মাইনে থেকে এক পয়সাও চাই না। অন্য সময় হলে হয়তো চাইতাম। ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা যা করবার কর এবং যখন সুবিধে হয় বিয়ে করে ফেল। মেরী বেশ ভাল মেয়ে। তোর মা একটু খেয়ালী। একবার বিয়ে করে ফেললে সবকিছুই মেনে নেবে সে।"

বাবার সঙ্গে এটাই তার দীর্ঘতম আলোচনা। পরের সপ্তাহে মেরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে। ঐ দিনই মিসেস রিয়েল প্রথম বলেছিলেন যে, করপোরেল রেবাস হোয়াইটের সঙ্গে ম্যাসাচুসেটস্ চলে যাচ্ছেন তিনি। মিসেস রিয়েল ছেলেপেলেদের নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মেরী যেতে চায় নি। একটু লজ্জিত বোধ করেছিল মেরী। জনের সামনে ভেঙে পড়েছিল এবং বলেছিল যে, গভর্ণমেণ্ট যতদিন না পাওনা টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে ততদিন মিস্টার হোয়াইটকে মা বিয়ে করবেন না। সত্যিই কি লজ্জাকর ব্যাপার।

মেরী থেকে গেল। মার্চ আর এপ্রিল, এই দুটো মাস সৈন্যদলের জন্য কাজকর্ম করে বেশ ভাল ভাবেই নিজের পেট চালিয়ে দিল সে। কিন্তু দু'জনের মনই হতাশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথমে জন কোথাও কাজ ধরতে পারল না। তারপর বসন্তকালে বিধবা স্ত্রীলোকদের খামারে কাজ পাওয়া গেল প্রচুর কিন্তু নগদ টাকা দিয়ে মজুর খাটাতে চাইল না কেউ। কারো হাতেই নগদ টাকা ছিল না বললেই হয়।

কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হঠাৎ ওদের ভাগ্য খুলে গেল। ক্যাপটেন ডিমুথের নিগ্রো চাকরানীটা পালিয়ে গিয়েছে। মেরী যদি সেই কাজটা ধরতে চায় তা হলে ক্যাপটেন তাকে নিয়োগ করতে রাজী আছে। ঠিক সেই সময় গিলবার্ট মার্টিনও রেঞ্জারদলে যোগ দিল। যখন সে অনুপস্থিত থাকত তখন মিসেস ম্যাকক্লেনারের ওখানে কাজ করবার জন্য জনকে দৈনিক আধ শিলিং করে মজুরি দিত গিলবার্ট। বেশ ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে বলে বুঝতে পারল ওরা। তক্ষুনি বিয়ে করে ফেলবার ইচ্ছাও হল ওদের। কিন্তু মেরী বলল যে, তার চাকরিতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। অতএব আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করবে বলে স্থির করল ওরা। হয়তো ততদিনে বারো কি পনেরো ডলার জমিয়েও ফেলতে পারবে।

রেঞ্জারদলে জনও যোগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বয়স কম বলে ওরা

তাকে ভর্তি করে নি। অবিশ্যি কথা দিয়েছে যে, স্থানিক সেনাবাহিনী যখন আবার নতুন করে গঠন করা হবে তখন তাতে ভর্তি করে নেবে ওকে। এই কথাটা মেরীকেও বলেছে সে।

ওর মা মেরীর সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলেন না। যখনি জন বাপ-মাকে এবং ভাইবোনদের দেখবার জন্য বাড়ি আসে তখনি তিনি ওর জন্য কিছু না কিছু রান্না করেন। আর এমন সব জিনিস রান্না করেন যেগুলো খেতে ভালবাসে জন। কিন্তু মেরীর কথা উল্লেখ করলেই তাঁর মুখ যায় বরফের মতো জমে। তাঁকে ব্যথিত আর অসুখী মনে হয়। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে জন এখন ভাবছিল যে, মেরীকেও একদিন মিসেস মার্টিনের মতো নিশ্চয়ই সন্তান প্রসবের জন্য এতো কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু একবারও সে ভাবল না যে, ওকে জন্ম দেওয়ার জন্য মাকেও কষ্ট পেতে হয়েছে।

ওর চিন্তার জগতে মেরী ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরি পাওয়ার পর মাথার চারদিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বিনুনি বাঁধে মেরী। তাতে ঘাড়টা ওর কৃশ আর নমনীয় দেখায়। কোনো কোনো সময় ঘাড়টা নুইয়ে দিয়ে ওকে সে এমন মর্যাদাপূর্ণ আর অনুরাগ সহকারে অভিনন্দন জানায় যে, ওর সেই ভঙ্গী থেকে গভীর একটা আকুলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। দু'জনেই তাতে আশ্চর্য বোধ না করে পারে না। জনের মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। ভাবে যে, সুস্পষ্ট দৈহিক পরিণতি সত্ত্বেও মেরী আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। নিজের উন্নতি সাধনের জন্য প্রবল আগ্রহ ওর। মা আর ছেলের মাঝখানে এসে দাঁড়ানোর জন্য এসম্বন্ধে এতো বেশি সচেতন যে, জনকে খুশী করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে না মেরী। ওর জন্য সবকিছুই করতে পারে সে।

এমন কি জন পর্যন্ত ওকে সুন্দরী বলে মনে করে না। মেয়েরা খুব মোটা না হলেই সবাই যেমন তাদের সুন্দরী বলে ভাবে জনের ধারণাও ঠিক সেই রকমের। ওর সঙ্গে কেন যে প্রেমে পড়ল তার কারণটাও ওর জানা নেই। পাগুলো লম্বা লম্বা এবং হাঁটবার সময় যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। কিন্তু চোখ তুলে যখন ওর দিকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকে তখন মুহূর্তের মধ্যেই মাধুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে সে।

সবকিছুই ভেবেচিন্তে দেখছিল জন। মেয়েটার মনে বিদ্বেষ বলে কিছু

নেই। খুবই সৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাজুক প্রকৃতির। কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা থেকে বুঝতে পারে যে, মেয়েটা ভাল। কিন্তু ঐ রকম বাপ-মায়ের কাছে মানুষ হয়ে ওঠার পরে কি করে যে ভাল হতে পারে তা সে বুঝতে পারে না। তবু তাকে ভাল মেয়ে বলেই মনে করে জন।

জনের মতো অল্প বয়সের একটি ছেলের কাছে এই আবিষ্কারটা খুবই সুন্দর লাগল।

বিয়ের পরের ব্যাপারগুলো কল্পনা করতে লাগল সে। যে-ঘরটায় বাস করবে সেটা কেমন ঘর হবে, কি রকম জামা-কাপড় পরবে মেরী ইত্যাদি। আশ্চর্য হয়ে ভাবল, কামাবার মতো তখনো ওর দাড়ি গজাবে কি না। মেরী ওকে একদিন বলেছিল যে, দাড়ি রাখা পছন্দ করে না সে। কল্পনা করতে লাগল কম্বলের তলায় তনুদেহটাকে ঢেকে আরাম করে শুয়ে রয়েছে মেরী আর নোংরা বেসিনটার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে সে।

তরুন জন বন্দুকটাকে ঘাড়ের ওপর তুলে মার্চ করতে করতে রাস্তা পর্যন্ত চলে এল আবার। বাদামী রঙের ছোট্ট কুকুরটা ছুটতে ছুটতে চলে গেল ওর আগে আগে। দেখতে অনেকটা পাঁতিশেয়ালের মতো। কুকুরটা যে কতক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে রয়েছে তা সে খেয়াল করে নি। এমন কি রাস্তা থেকে যে দূরে সরে এসেছে তাও খেয়াল করে নি জন। অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে বিস্ময় বোধ করল সে। নিশব্দ এবং অন্ধকার রাত্রি। একটু আওয়াজ হলেই বহু দূর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে আওয়াজটা। ভুট্টাখেত থেকে ঝিঁঝিপোকার শব্দ আসছে। মনে হচ্ছে যেন ঠিক পাশের রাস্তাটা থেকেই ঝিঁঝিটা ডাকছে। পীপার পাখিরা জলে নেমে কান্নার সুরে রাত্রির গান শুরু করে দিল। ভয়ে কেঁপে উঠল জন। পেছন দিকে চেয়ে ঢালুর ওপরে পাথরের বাড়িটার দিকে দৃষ্টি ফেলল সে।

শয়ন-কামরার জানালাগুলো আলোকিত। পর্দার সামনে ডাক্তারের ছায়াবৎ নকশাটা দেখতে পাচ্ছে সে। ভল্লুক যেমন নোংরার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে খাদ্য খোঁজে ডাক্তারও ঠিক তেমনিভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশে বিধবা মহিলাটির দানবের মতো বৃহদাকার দেহটাও দেখা যাচ্ছে।

"ভগবান," ভাবল জন, "এবার তা হলে সত্যি সত্যি হচ্ছে।"

গলগল করে ঘাম বেরুতে লাগল ওর। তারপরেই যেন প্রাণপণে চেপে রাখা একটা শব্দ ভীষণ জোরে ফেটে বেরিয়ে পড়ল। মিসেস মার্টিনের কণ্ঠস্বর বলে বিশ্বাস করা কঠিন। ডাক্তার তাঁর মাথাটা জলে ডুব মারবার মতো নিচু করে ফেললেন। সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। মনে হচ্ছিল এঁদের প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

তারপরেই ডাক্তার আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে জনও বেড়ার গায়ে নিজের দেহটাকে দিল শিথিল করে। বিনাশকারী, ইণ্ডিয়ান, যুদ্ধ, মেরী, তার মা এবং নিজের সম্বন্ধেও সবকিছু ভুলে গিয়েছে সে। ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু জন তবু অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। ওপরে উঠে গিয়ে ব্যাপারটা জানবার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করতে লাগল সে। পা যেন আর চলতেই চায় না।

কুকুরটা চিৎকার করতে শুরু করে দিল।

"চুপ কর।" কর্কশস্বরে ধমকে উঠল জন। কুকুরটাকে লক্ষ্য করে ঘুষি ছুড়ল একটা। এড়িয়ে গিয়ে কুকুরটা তখন ঘুরপাক খেয়ে রাস্তার তলায় গিয়ে খুব জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। জন এবার শুনতে পেল কে যেন ওর দিকে ছুটে আসছে।

"হ্যালো, হ্যালো—তুমি জন নাকি ?"

"আপনি মিস্টার মার্টিন তো ?"

"হ্যাঁ। আমি যখন পাহাড়ের ওপরে ছিলাম তখন ডাক্তার পেট্রিকে এদিকে আসতে দেখেছিলাম। খবর কি বলো ?"

একটা অদ্ভুত রকমের সংযতকণ্ঠে জবাব দিল জন:

'একটু আগেই বাচ্চা হয়েছে।"

"সবাই ভাল আছে তো ?"

"জানবার জন্যই ওখানে যাচ্ছিলাম," বলল জন, "আপনার শব্দ পেয়েই থেমে গেলাম।"

বাড়িটার দিকে পথ ধরল ওরা। দেখল দরজাটা খোলা রয়েছে। সরু একটা আলোর রেখা ঢালু দিয়ে ওদের দিকে ছিটকে এসে পড়ল। একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"জন! জন উইভার না কি ওখানে?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

"সব ভালভাবেই হয়ে গিয়েছে। ভাবলাম তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাও।" আবেগে জনের গলা ভিজে এল। বলল সে, "হ্যাঁ, ম্যাডাম। এই যে মিস্টার মার্টিন এক্ষুনি এসে পৌঁছলেন।" সে অনুভব করল মার্টিন তার হাত চেপে ধরল। দু'জনেই ছুটতে ছুটতে উঠে এল দেউড়ির সামনে। মিসেস ম্যাকক্লেনার ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দাঁত বার করে হাসছিলেন বটে, কিন্তু নাকের পাশ দিয়ে দর দর করে চোখের জল পড়ছিল গড়িয়ে। নাক দিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দ করছিলেন আর নাসারন্ধ্র দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া বার করে কুকুরের মতো জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকছিলেন।

তাঁর পাশ কাটিয়ে গিল দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তার পেছন থেকে ঘরের মধ্যে উঁকি না দিয়ে পারল না জন। মিসেস মার্টিনকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছিলেন ডাক্তার পেট্রি। কিন্তু মিসেস মার্টিন চোখ খুলে রেখেছেন দেখেই বিস্মিত বোধ করল সে। গিলকে দেখে মৃদুভাবে হাসলেনও তিনি।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে ডাক্তার বললেন, "ওহে ছোকরা, সবকিছুই বেশ ভালভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে।"

ঐ তো—ঐ তো মিসেস ম্যাকক্লেনারের হাতে বাচ্চাটা! মুখের ওপর থেকে আচ্ছাদনটা খুলে ফেললেন তিনি। লাল টুকটুকে ছোট্ট মুখটা জনের দিকে তুলে ধরলেন। এরই মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, তাঁর হাতের পুঁটলিটা মানবজীবনের সাক্ষ্য বহন করছে।

গম্ভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন।

"ছেলেটা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

॥ ১০ ॥

অ্যানড্রাসটাউন

যা-ই তিনি করুন না কেন প্রভাতের সূর্যরশ্মির মতো মিসেস ম্যাকক্লেনার আনন্দের আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করতে লাগলেন। বাচ্চাকে পরিষ্কার করা আর তার তোয়ালেটাকে বদলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই তিনি লানাকে করতে দেবেন না। একদিন লানা যখন নিজেই স্নান করছিল তখন বাচ্চাটা কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। সে জিজ্ঞাসা করল কাপড়চোপড়গুলো ওর তিনি বদলে দিতে পারবেন কি না। বদলে দিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। "নোংরা, নোংরা," বলতে লাগলেন তিনি, "এরই মধ্যে একটা পুরুষমানুষ হয়ে উঠেছে। বিছানাপত্র সব এলোমেলো করে দিতে একটুও ভয় পায় না।" সেদিন বিকেলবেলা জন এল বিদায় নিতে। তিনি ওকে একটা সবচেয়ে চক্‌চকে শিলিং মুদ্রা দিলেন। "এটা রেখে দিয়ো না," বললেন তিনি, "এক্ষুনি পেট্রির দোকানে গিয়ে তোমার প্রেমিকার জন্য একটা চুলের ফিতে কিনে ফেলো।" বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল জন। নোংরা হাতের তালুতে শিলিংটা একবার দেখছে আবার মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে তাকাচ্ছে। তাঁর ঘোড়ার মতো মুখটা তখনো হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কারণ লানা তাঁকে বাচ্চার নোংরা কাপড়চোপড় বদলে দেওয়ার কাজ দিয়েছিল।

ঘাস কাটছিল মার্টিন। জন ভাবল তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে। অবিশ্যি মিস্টার মার্টিন ওর পাওনা টাকা চুকিয়ে দিয়েছেন। পকেটে এখন ওর প্রায় তিন ডলার আছে। কিন্তু তবু তাঁর সঙ্গে আরো একবার দেখা করে বিদায় জানিয়ে যেতে চাইল সে। এই খামারটা ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। যেমন করেই হোক এখানকার জীবনের সঙ্গে মনটা জড়িয়ে পড়েছিল। বিয়ের পরে মেরী আর সে ওদের মতোই জীবন যাপন করবে। ইদানীং সে এই ধরনের একটা জায়গায় দু'জনে বাস করবে বলে কল্পনা করছিল।

তলার দিকের জমিতে ঘাস কাটছিল গিল। জনকে আসতে দেখে ঘাস

কাটা বন্ধ করে কাস্তের ফলায় সে শান দিতে লাগল। পাথরের গায়ে ইস্পাতের ফলাটা কর্কশ আওয়াজ তুলল।

"কি খবর জন? তুমি চললে নাকি?"

"হ্যাঁ, মিস্টার মার্টিন।"

"তোমাকে ছেড়ে খুবই খারাপ লাগছে আমার।"

"আমারও খারাপ লাগছে, মিস্টার মার্টিন।"

"আমার পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তোমায় আমি রেখে দিতাম। এদিকে কাজের অন্ত নেই আমার। বেশ ঘনভাবে ঘাসগুলো গজিয়ে উঠেছে। এগুলোকে কেটেকুটে শুকিয়ে খড় তৈরি করতে হবে। ঠেলাগাড়িতে ভর্তি করে গোলাজাত করতে হবে। গাড়িতে তোলার কাজে আগে আমার স্ত্রী আমায় সাহায্য করতেন। এখন তো তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।"

গম্ভীরভাবে দুজনেই অবস্থার গুরুত্বটা মেনে নিল। স্পষ্টই বোঝা গেল গর্ব বোধ করছে গিল। এই বাড়তি কাজটুকু করতে হবে বলে খুশীও হল সে।

"বুঝেছি, সার।" বলল জন।

"অন্য কোথাও কাজ পেয়েছ, জন?"

"মিস্টার লেপার্ডের সঙ্গে অ্যানড্রাসটাউনে গিয়ে তাঁকে ঘাস কাটার কাজে সাহায্য করব বলে কথা দিয়েছিলাম।"

চিন্তাপূর্ণভাবে গিল বলল, "আশা করি ভালই হবে!"

"ওরা মাত্র দিন দুই থাকবে। ওদিক থেকে কোনো খবর এসেছে কি?"

"আমি তো শুনি নি," বলল গিল, "এখনো অনেক দূরে আছে ওরা।"

"মনে হয় ভয়ের কোন কারণ নেই।"

"জো বোলিয়ো ঠিক এই সময় এডমেসটনের দিকেই ঘোরাঘুরি করছে। আর কে কে যাচ্ছে?"

জন বলল, "মিস্টার লেপার্ড বলেছেন, বেলরা, হুইয়ার আর স্টারিং সঙ্গে যাবে। তা ছাড়া বুড়ো বেলের ছেলের বউ, মিসেস হুইয়ার আর মিসেস স্টারিংও যাবেন। তাঁরা আঁকশি টানার কাজ আর রান্নাবান্না করবেন।

"মেয়েদের সঙ্গে নেওয়া উচিত নয়।"

"মনে হয় ভয় নেই কিছু।" দ্বিতীয়বার কথাটা বলল জন।

"ভাগ্য তোমার সুপ্রসন্ন হোক, জন।"

হাত তুলল জন। "আমাকে আপনি সত্যি সত্যি খুব খাতির করেছেন", বলল সে, "ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব আমি। অন্য কোনো কাজ না থাকলে আপনাকে হয়তো দিন দুইয়ের জন্য সাহায্য করতে পারব।"

কাস্তের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে চলে যেতে দেখল গিল। ভাল কাজ করে জন। এখানে রেখে দিতে পারলে সুবিধে হতো খুব। ডাক্তার পেট্রিকে ফী-এর টাকা দিতে না হলে সে নিজেই ওকে শুধু এই খামারটার জন্যই নিয়োগ করতে পারত। নিড়ানি দিয়ে আরো একবার মাটি খুঁড়ে আগাছা সাফ করতে পারলে শস্যের পক্ষে ভালই হতো। মাটি এখনো ভেজা রয়েছে। প্রচুর খড় পাওয়া যাবে এবার। গমের গাছগুলোকে খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। সারা অঞ্চল জুড়ে অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি ফসল জন্মেছে এবার।

কিন্তু বাড়ির দিকে দৃষ্টি না তুলে ঘাসের গায়ে বার ছয়েকও কাস্তে চালাতে পারছে না গিল। তারপর স্বাভাবিক কারণেই ভ্যালির ওপর দিয়ে দিগন্ত ঘেঁষে এলড্রিজ ব্লকহাউস থেকে ডেটন দুর্গ পর্যন্ত নজর রাখছে সে। সেখান থেকে দৃষ্টি আবার ফিরে আসছে বাড়ির দিকে।

বাড়িটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পায় না গিল। মিসেস ম্যাকক্লেনার আর ডেইজি নিজেদের কাজ করে চলেছে। সে দেখতে পাচ্ছে বারান্দায় বসে সেলাই করছে লানা। বাড়ি ছেড়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার যেমন দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে রাজী নন তেমনি ওদেরও তিনি গোলাবাড়িতে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছেন। "ওরকম একটা গরম ক্যাবিনে গিয়ে বাস করবার মানে কি?" প্রশ্ন করেন তিনি, "এরকম ঠাণ্ডা জায়গাতেই বাচ্চাটাকে রেখে দেওয়া উচিত।" দুর্গ সম্বন্ধেও কথাটা তাঁর সত্যি। প্রত্যেকটা ঘরেই সেখানে গিজ গিজ করছে লোক। গত সপ্তাহের শেষের দিকে যখন খবর এল যে, ওয়াইয়ো আক্রমণ করেছে বাটলার তখন থেকেই স্কাইলারের অধিবাসীরা দুর্গে এসে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছে। লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়া দুর্গে স্থানীয় সবগুলি পরিবার জায়গা পায় নি। এখন তাই ক্রীকভ্যালি আর দক্ষিণ থেকে অ্যানড্রাসটাউন হয়ে গাদা গাদা লোক আসছে। দুর্গগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই। "আমি গিয়ে দুর্গে বাস করব!" মিসেস ম্যাকক্লেনার কর্কশস্বরে বলে উঠলেন, "ওখানকার দুর্গন্ধ

তোমার নাকে ঢুকেছে? দেখে এসেছে কি রকম মাছি সেখানে ভন্‌ভন্‌ করে উড়ে বেড়াচ্ছে?—না রে ভাই, তার চেয়ে বরং ওরা এসে আমার মাথার খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাক!" কিন্তু দুর্গের বাইরে কেউ থাকতে চায় না। এমন কি যারা কাছাকাছি বাস করত তারাও ওয়াইয়োমিং-এর খবর শোনবার পর রাত্রিবেলা চলে আসে দুর্গে। বাটলারের সেনাদলে ওয়াইয়োমিং-এর কয়েকজন টোরীও ছিল। তারাই পলাতকদের খুঁজে বার করেছিল। অবিশ্যি স্ত্রীলোক আর বাচ্চাকাচ্চাদের মারধোর করে নি বটে, কিন্তু তাদের খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটা জলাভূমির মধ্যে। নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল আক্রমণকারীরা। মেয়েদের এবং ছেলেপেলেদের জন্য খাদ্যের সংস্থান কিছু ছিল না। জাম খেয়ে যে খিদে মেটাবে তারও কোনো উপায় নেই। কারণ জাম পাকবার সময় সেটা না। তাদের মধ্যে অনেকেই না খেতে পেয়ে মারা গেল। যারা কোনোরকমে উইলক্‌স্‌-বার উপনিবেশে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশির ভাগই উলঙ্গ। এবং এমন সাংঘাতিকভাবে পোকামাকড়ে কামড়ে দিয়েছিল আর কম্পজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল এরা যে, বাঁচবার আশা ছিল না কারো। ব্লু ব্যাক গল্পটা শুনেছিল উনাডিলার সেই টাসক্যারোরা উপজাতির বন্ধুটির কাছে। ব্লু ব্যাকই বলেছিল যে, ইণ্ডিয়ানরা জলাভূমিটার নাম দিয়েছে "মৃত্যুর গহ্বর।" যুদ্ধের মধ্যেও যে সভ্য মানুষরা এমন ব্যাপার ঘটতে দিতে পারে তা যেন বিশ্বাস হয় না।

নদীর ওপারে পুবদিকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। কাস্তে চালানো বন্ধ করল গিল। বনের মধ্যে পঙ্গপালের উচ্চধ্বনি ছাড়া এখন আর অন্য কোনো আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে না। মনে মনে ওদের শাপ দিল। কারণ দূরের কোনো আওয়াজই ওদের আওয়াজ ছাপিয়ে পৌঁছতে পারছে না এখানে। নদীর ওপারে দৃষ্টি প্রসারিত করল গিল। দেখল, মাঠে যারা কাজ করছিল তারাও কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকজন আবার ধীরে ধীরে হেঁটে গেল নিজেদের বন্দুক আনবার জন্য। পুরো ভ্যালিটাই যেন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। গিল লক্ষ্য করল, কাজ বন্ধ করে ওরা সবাই একই দিকে তাকাচ্ছে আবার কাজ শুরু করছে। এই রকমই বারবার করতে লাগল তারা। বাড়ির দিকে দৃষ্টি ঘোরাল সে। সেখানে কোনো গণ্ডগোল নেই। বাচ্চাটা শুধু

তারস্বরে চিৎকার করছে। বোধহয় কোনো কিছু একটা চাইছে সে। এমন্
কি সেই দিকে কেউ দৃষ্টি পর্যন্ত দিচ্ছে না।

তারপর কুকুরটা আবার ঘেউ ঘেউ করতে করতে পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের দিকে দ্রুতগতিতে দৌড়ে উঠে গেল। সবাই বুঝতে পারল কুকুরটা নিশ্চয়ই খরগোশের গন্ধ পেয়েছে। ঘেউ ঘেউ আর থামছে না, যেন একটা খরগোশকে একটা কুকুর তাড়া করে যাবে বলে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। যন্ত্রচালিতের মতো গিল আবার কাস্তে চালিয়ে ঘাস কাটতে শুরু করে দিল।

বাচ্চাটাকে দ্বিতীয়বার দুধ খাওয়ার জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করল লানা। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলির পর এতো সুখ আর কোনদিনই পায় নি সে। অনুভব করে, সেই সময়ের চেয়েও যেন বেশি পরিতৃপ্ত লানা। নিজের এবং গিলের সম্বন্ধে আর তার দুর্ভাবনা নেই। উভয়ের যৌথ জীবনের সফল পরিণতির দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিব্যক্তি হচ্ছে এই শিশুটা। তাছাড়া কোনদিন যদি প্রয়োজন হয় তা হলে পৃথিবী এবং গিলের বিরুদ্ধেও এই শিশুটাই তাকে রক্ষা করতে পারবে। ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। শুধু অস্পষ্টভাবে ছেলেটাকে একটি পুরুষমানুষ হিসেবে কল্পনা করে। সারা হৃদয় জুড়ে বয়ে চলেছে স্নেহ-ভালবাসার স্রোত। বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এমন একটা স্বস্তি বোধ করছে যে, উপস্থিত মুহূর্তের বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারছে না সে। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারছে বলে গর্ব বোধ করছে লানা। দেখতে কৃশ বটে, কিন্তু বুক ভ'রে দুধ এসেছে ওর। ছেলেটাও প্রচুর পরিমাণে দুধ খেতে চায়। ডাক্তারের হিসেবে বাচ্চাটার ওজন হচ্ছে দশ পাউণ্ড। ওর চেয়ে বৃহদাকারের মেয়েরাও এই রকমের একটি বাচ্চার জন্ম দিতে পারলে গৌরব বোধ করত।

মিসেস ম্যাকক্লেনার প্রায়ই লক্ষ্য করেন যে, দুধ খাওয়াতে বসলে তন্ময় হয়ে যায় লানা। অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মতো কাজটাকে সে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলে মনে করে না। দুধ খাওয়াবার প্রত্যাশার মধ্যেই যেন পুরোটা দিনই কেটে যায় ওর। মিসেস ম্যাকক্লেনার ভাবলেন যে, মেয়েটার মধ্যে মাতৃত্বের স্বাভাবিকতা রয়েছে। তাঁর নিজের যদি সন্তান হতো তা হলে তিনি

ঠিক এই ধরনের মা হতে পারতেন না। এখন থেকে শুধু স্ত্রীর কথা ভাবলে চলবে না, পরিবারের কথা ভাবতে হবে গিলকে। এখন সে স্বামী নয়, পিতা। পিতৃশাসিত পরিবারের প্যালাটাইন রক্তের বৈশিষ্ট্য রয়েছে লানার মধ্যে। বিয়ের আগে এইসব মেয়েদেরই ভারি সুন্দর বলে মনে হয়। তারপর এরাই আবার এক একজন জাঁকিয়ে মা হয়ে বসে। "লানা যতক্ষণ না চাইবে ততক্ষণ সে দু'জনের জীবনের ত্রিসীমার মধ্যে ঢুকতে পারবে না।" ভাবলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। একজন আইরিশ স্ত্রীলোকের কাছে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত বলে মনে হয়।

অথচ ব্যাপারটা যে ঠিক পুরোপুরি ঐ রকমের তাও সত্যি নয়। গিল বাড়ি ফিরে এলে লানা গিয়ে তাকে আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে। তার সুখ-সুবিধার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যা সে চায় তাই দিয়ে তাকে খুশী করতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও আবার সেই প্যালাটাইনদের স্বভাবটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। গিল যে পরিবারের মধ্যে পিতার স্থানটি অধিকার করে আছে সেই কথাটা ভুলতে পারে না। মিসেস ম্যাকক্লেনার অবাক হয়ে ভাবেন গিল কি করে তার এই নতুন পিতৃত্বের দায়িত্বটা বহন করে চলবে।

তিনদিন পর সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য জো বোলিয়ো এসে উপস্থিত হল। আগের দিন অনেক রাত্রে ভ্যালিতে এসে পৌঁছেছিল সে। সেইজন্য ডিমুথের গোলাবাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিল। এখন তার ভাল খাবার চাই। হাতমুখ ধোবে, দাড়ি কামাবে এবং তারপর একটি পালকের বিছানা দিতে হবে তাকে। দক্ষিণ অঞ্চলে বিপদের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না তার। দেওয়ার মতো কোনো খবরও নেই। স্বীকার করল যে, ডেইজির ভুট্টার রুটি অ্যাডাম হেলমারের অস্তিত্বহীন কেকের চেয়ে অনেক ভাল।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর গিলের সঙ্গে দু'-চার মিনিট কথা বলবার জন্য বাইরে বেরিয়ে এল সে। তৃণভূমির ওপর বসে পড়ে গম্ভীরভাবে বলল, "ছেলেটা তোমার ডানপিটে হবে হে। শেষবার যখন ওকে দেখে গেলাম তখন থেকে বেশ বড় হয়ে উঠেছে।"

দাঁত বার করে হেসে উঠে গিল বলল, "পুষ্টিকর খাবার খেতে পায় প্রচুর।"

"সত্যি ?" আন্তরিকতার সুরে বলে উঠল জো।

গিল জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের সেই আস্তানটায় এখন কেউ আছে না কি ?"

"না, কেউ নেই," জবাব দিল জো, "একা একা থাকতে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল আমার। কিন্তু আগামীকাল অ্যাডামের সেখানে এসে পৌঁছবার কথা।"

"অ্যাডাম এখন কোথায় ?"

"জন বাটলারের পিছু ধরেছে। ওরা নায়েগ্রার দিকে ফিরে যাচ্ছে। ওখানে পড়ে থাকবার আর কোনো মানে হয় না। উনাডিলা ত্যাগ করে গিয়েছে ওরা।"

"শোনো, জো। অ্যানড্রাসটাউনের কারো সঙ্গে দেখা হল ?"

"না, দেখা হয় নি। অ্যানড্রাসটাউনের ভেতর দিয়ে আমি আসি নি। তার পশ্চিম দিয়ে চলে এসেছি। কেন ?"

"ঘাস কাটবার জন্য একদল লোক সেখানে গিয়েছে।"

গালাগালি দিয়ে জো বলল, "আমাকে আগে বলে নি কেন ?"

"ওরা ভেবেছিল দক্ষিণ অঞ্চলেই তুমি আছ।"

"আমি তো আর সবসময়েই সেখানে বসে থাকতে পারি না। বন থেকে দু' সপ্তাহ বাইরে বেরুই নি। ঘাস কাটতে সবাই এত ব্যস্ত যে, আমার মতো একটি জংলী মানুষের কথা মনে করে নি কেউ। দ্বিতীয় আস্তানটায় ডিঙ্‌ম্যানও এখন নেই।" বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসে জো বলল, "দুত্তোর, এখন কিছুই আর হবে না।"

"মিসেস রিটারের ওখানে ঘাস কাটার কাজ নিয়েছে ডিঙ্‌ম্যান। কাল রাত্রিটা ওখানেই ছিল ওরা।"

"বলো কি !" বলল জো।

"মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে ওরা।"

অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করে জিজ্ঞাসা করল জো, "ওরা কি করছে বলে ভাবছে ?"

"আমার আর অন্যান্যদের মতো ঘাস কাটছে। ওরা জানে যে রেঞ্জারদলের লোকেরা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"এখন তা হলে শোনো," বলল জো, "সবাই ঘাস কাটা নিয়ে এতো ব্যস্ত

যে, আমার আর অ্যাডামের নাম তারা মুখেই আনে না। আমাদেরও যে ছুটির দরকার তা কি কেউ ভাবে? আশা করি বুঝেছ।"

গিল বলল, "চলো আমরা বরং ডিমুথের সঙ্গে একবার দেখা করি। আমার মনে হয় আমাদের দু'জনের ওদের ওখানে যাওয়া দরকার।" কাস্তের হাতলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে জো উঠল, "ইস্, তোমার দেখছি সত্যিসত্যি আন্তরিকতার সীমা নেই।"

জবাব দিল না গিল।

ডিমুথের সঙ্গে দেখা করে সাতটার আগেই ওরা রওনা হয়ে গেল। রাস্তা ধরেই চলতে লাগল। দুটো গাড়ির চাকার দাগ রাস্তার ওপর স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঐ দিকে আঙুল তুলে জো বলল, "ওরা ভেবেছে কি। প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়েছে?"

"তার মানে?"

"দেখতে পাচ্ছ না সবাই গাড়ি চেপে বেরিয়েছে। বোধহয় গান করতে করতে গেছে। আশা করি মেয়েদের জন্য সাইডার পানীয় সঙ্গে নিয়ে গেছে ওরা।"

মুখ গম্ভীর করে গিল ভাবল হয়তো ওরা সত্যিসত্যি গান করতে করতে যায় নি। কিন্তু একথা সত্যি যে, আগে আগে লোক পাঠায় নি ওরা। মানুষের পায়ের চিহ্ন কোথাও নেই। অবিশ্যি রাস্তার ওপর শত্রুদেরও চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বনের মধ্যে সাড়াশব্দ নেই। জুলাই মাসের গরমে গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। রাস্তা দিয়ে ওরা দু'জন স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল।

রাস্তা ধরে গেলে আট মাইল দক্ষিণে হচ্ছে অ্যানড্রাসটাউন। মোহক ভ্যালি ছেড়ে এসে ওরা যখন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ধরেছে জো তখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল সে, "শোনো।" ওর পাশে সরে এসে দাঁড়াল গিল। সে নিজেও ভেবেছিল যে, ওটা বন্দুক ছোড়ার শব্দ। কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর ওরা স্পষ্টই বুঝতে পারল, পর পর ছ'বার গুলী ছোড়ার আওয়াজ হল।

"ভগবান," বলল জো, "ভাবছি ওর গায়ে গুলী লাগল কি না।"

"ওর গায়ে!" হতবুদ্ধি হয়ে গেল গিল।

"হ্যাঁ," খিটখিটে মেজাজে জবাব দিল জো, "কেউ দৌড়ে পালাচ্ছে আর তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছে ওরা। লোকটি হয়তো বনের মধ্যে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে! সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই গুলী ছুড়ছে ওরা।" ছুটতে আরম্ভ করল সে। বলল, "দৌড়ে চলো।"

খুবই আশ্চর্য লাগল যে, বিশ্রীভাবে টলতে টলতে চলা সত্ত্বেও অনেকটা পথ অতিক্রম করল সে। কুকুরের মতো মাথাটা উঁচু করে ধরে দৌড়চ্ছিল, যেন হাওয়ার মধ্যে শত্রুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চলেছে জো। ছুটতে আরম্ভ করার পর তাকে পুরোপুরি শান্ত মনে হল। এমন কি ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দু'-একটা কথাও বলে ফেলল সে।

"যতক্ষণ গুলী চালাবে ততক্ষণ ওরা বাড়িগুলোর ওপর নজর রাখবে," বলল সে, "বাড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই লোকজনদের দেখতে পেয়েছে।"

কুড়ি মিনিট পর ছুটবার গতি কমিয়ে দিল জো। আরো দু'বার গুলীর আওয়াজ হল। তারপর পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। গিল আর জো তিন মাইলের একটু বেশি পথ অতিক্রম করে এসেছে।

"একেবারে ওদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার মানে হয় না," বলল সে, "তোমার তো দেখছি দম ফুরিয়ে গিয়েছে। উঁচু একটা গোলাবাড়ির গায়েও তুমি গুলী লাগাতে পারবে না।" নিজেও সে ঘনঘন শ্বাস ফেলছিল, কিন্তু শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল না তার। সে যে দৌড়চ্ছে তার একমাত্র প্রমাণ হল, কপালের ওপর বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠেছে। "আমরা এখন ধীরে ধীরে পাশ ধরে গিয়ে দেখব ওরা কি করছে।"

পশ্চিমদিকে পাহাড়ের ঢালুটাতে গিয়ে ওঠবার জন্য জায়গাটা প্রদক্ষিণ করল সে। তোমাকে যাতে দেখতে না পায় এবং তাড়া না করে সেই জন্য অর্ধেকটা পথ ঘুরে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ যে-লোকটা তোমায় তাড়া করবে তাকে দশবারের মধ্যে ন'বারই পাহাড়ের পুরো দৈর্ঘ্যটা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে আসতে হবে এবং বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে পাওয়ার আগেই তুমি তাকে এড়িয়ে গিয়ে চম্পট দিতে পারবে।

সে আর গিল জায়গাটা ঘুরে গিয়ে পাহাড়ে উঠে এল। গাছের ফাঁক দিয়ে তলার উপনিবেশটার দিকে দৃষ্টি ফেলল ওরা। উপনিবেশটা খুবই ছোট—গোটা সাত ক্যাবিন, ছোট আকারের পাচটা কাঠের তৈরী গোলাঘর আর

ফসল মজুত করে রাখবার জন্য কয়েকটা গুদাম ছাড়া আর কিছু নেই। এ সব-কিছুই ওদের জানা। শুধু চার অ্যাকর জমিতে ঘাস কাটার ব্যাপারটা নতুন ঠেকল ওদের চোখে। অর্ধেকটা কাটা হয়েছে আর বাকী অধেকটা ঋজুভঙ্গীতে খাড়া হয়ে রয়েছে। কিন্তু ওদের দু'জনেরই দৃষ্টি ঘাসের দিকে ছিল না।

রাস্তার ওপর একদল লোকের দিকে চেয়ে ছিল ওরা। গোটা ষাট ইণ্ডিয়ান দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে। তাদের প্রায় সারা গায়েই রঙ মাখানো। কড়া রোদ পড়ে চামড়াগুলো চিকমিক করছে। রোদ পড়েছে মাথার চুলের ঝুঁটিতে গোঁজা পালকগুলোর ওপর। একটা ক্যাবিনের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। ক্যাবিনটাতে এই সবে আগুন লাগানো হয়েছে। কাঠের ছালগুলো ধরে উঠেছে। লাল আর হলদে রঙের শিখাগুলোতে তেমন তেজ নেই। অগ্রভাগে ঘন হয়ে ধোঁয়া উঠছে। গাছের সামনে দিয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলেছে ধোঁয়ার কুন্তলী। প্রচণ্ড একটা শব্দ করে ছাদটা ধরে উঠল এবং মুহূর্তের মধ্যেই মনে হল পুরো ক্যাবিনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এতো দ্রুত বাড়িটা যে জ্বলতে পারে তা যেন বিশ্বাস হয় না।

চাপা গলায় জো বলল, "ঘরটার মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ আছে।"

"কি করে বুঝলে ?"

"তা না হলে চারদিকে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত না ওরা। ঐ ছাখো, অন্য ঘরগুলো থেকে যা কিছু পেয়েছে সবই বার করে এনেছে।"

জ্বলন্ত ক্যাবিনের দিক থেকে বেশ কষ্ট করেই দৃষ্টি ঘোরাতে হল গিলের। এখন সে সতর্কভাবে ইণ্ডিয়ানদের দিকে চেয়ে রইল। ওদের মধ্যে তিনটি স্ত্রীলোককেও দেখল। তারা কেউ উত্তেজিত বলে মনে হল না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীনভাবে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে। ভয়ংকর কিছু একটার দিকে ভেড়া যেমন তাকিয়ে থাকে ওদের ভঙ্গীটাও ঠিক সেই ধরনের। যতক্ষণ না ছাদটা পড়ে গেল ততক্ষণ ঐভাবেই দাঁড়িয়ে রইল তারা। ভেতরে যদি কেউ থেকেও থাকে কোনো রকম শব্দ করল না সে। "যদি বুদ্ধি থাকে তা হলে নিজেকে সে মেরে ফেলেছে," বলল জো, "ছাখো ছাখো, অন্য কাকে যেন ধরে ফেলেছে ওরা।"

গিল এই প্রথম দেখল, বেড়ার ওপর থেকে একটা লোকের দেহ ঝুলে রয়েছে। লোকটি হচ্ছে বুড়ো বেল্। বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা পা টেনে

ধরে রেখেছিল ওরা। হাত দুটো সর্বোচ্চ রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে ঘাড়ের দিকে মাথাটা রয়েছে কাত হয়ে। খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে ওরা। রোদ পড়ে খুলিটা রক্তাক্ত ক্ষতের মতো দেখাচ্ছে। মাথার চারদিকে মাছি উড়ছে বলে ছোট্ট একটা বর্ণবলয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

ভালভাবে দৃশ্যটা দেখবার জন্য গাছের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগল জো। গিলও তাকে অনুসরণ করেতে লাগল। অনেকটা দূরে সরে গিয়ে জলন্ত ক্যাবিনটার উল্টো দিকে গিয়ে যখন দাঁড়াল তখন ওরা দেখল, রাস্তার ওপর দু'জন লোক মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। একজন হচ্ছে বুড়ো বেলের ছেলে। নিজেদের ঘরের সামনেই পড়ে রয়েছে সে। অন্যজনকে মনে হল স্টারিং-এর ছেলে। এতো দূর থেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারল না ওরা। গালাগাল বর্ষণ করতে লাগল জো।

পুরো দলটার মাঝখানে যে-কোনো একজন ইণ্ডিয়ানকে তাক্ করে গুলি ছোড়বার একটা অদ্ভুত আগ্রহ হল গিলের। কিন্তু ওর মনের আগ্রহটা বুঝতে পেরে, ফিসফিস করে জো বলল, "গুলি ছুড়ো না। আমরা এর কিছু বিহিত করতে পারব না। লেপার্ড, হুইয়ার কিংবা উইভারের ছেলেটাকেও কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো পালিয়ে গিয়েছে ওরা।" বন্দুকের মুখটাতে একটু ঝাঁকি দিয়ে জো বলল, "গিল, ঐ দ্যাখো ওদের মধ্যে সবাই ইণ্ডিয়ান নয়।"

সবুজ রঙের কোট গায়ে দিয়ে মাথায় আঁটো টুপী পরে একটা লোক লেপার্ডের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল। লোকটাকে বেশ নির্বিকার মনে হল। ইণ্ডিয়ানদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে জলন্ত ক্যাবিনটাকে সে-ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর কি যেন বলল ওদের। তখন ওরা জলন্ত কাঠের টুকরোগুলো তুলে ফেলতে লাগল।

"লোকটি বাটলারের রেঞ্জারদলের কেউ হবে," বলল জো, "তোমার কি মনে হয় লেপার্ড কিংবা উইভারের ফোর্টে গিয়ে খবর দেওয়ার মতো বুদ্ধি হবে?"

গিল তা বলতে পারে না। সামনের ঐ দৃশ্যটার মধ্যে মন পড়ে ছিল ওর অন্য কোনো কথাই সে ভাবতে পারছে না। শুধু ভাবছে, ইণ্ডিয়ানরা যখন ডিয়ারফিল্ডে আগুন লাগিয়েছিল তখন সেই জায়গাটাও নিশ্চয়ই এখানকার মতোই দেখতে হয়েছিল।

বাটলারের লোকটি মেয়েদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই তার মুখটা দেখতে পেল গিল। বলে উঠল সে, "জো!"

"অতো জোরে কথা বোলো না।"

"লোকটা দেখছি কল্ডওয়েল।"

কল্ডওয়েলের মুখটা পরিষ্কার ভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। মনে হল, মাত্র সাত দিন আগেই বুঝি বিয়েটা শেষ হয়েছে তার। এমন কি আহত চোখের ওপরে কালো কাপড়ের টুকরোটা ছাড়াও কল্ডওয়েলে মুখটা ঠিক একই রকম রয়েছে।

নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিল সে। যেন যা যা করবে সে সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল সে। রাস্তা ধরে উত্তর দিকে যাওয়ার জন্য মেয়েদের ইশারা করল। কি যেন বারবার করে বলছিল তাদের। তার দিকে পেছন ফিরে প্রায় বোকার মতো চেয়ে রইল ওরা। কল্ডওয়েল তখন হাত দিয়ে হাওয়ার বুকে একটা আকস্মিক খোঁচা মেরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলল ওদের। ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েরা রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে লাগল। মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে ওরা দেখছিল যে, ইণ্ডিয়ানরা হয় নতুন একটা ক্যাবিনে নয়তো গোলা-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। উপনিবেশটাকে এখন ইণ্ডিয়ানরা পুরোপুরি ঘিরে ধরেছে। এমন কি জন দুই লোক মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঘাসের ঝাড়েও আগুন লাগিয়ে দিল।

মেয়েদের মধ্যে একজন দৌড়তে আরম্ভ করল। অন্য দু'জন তখন আলাদা আলাদা ভাবে দ্রুতগতিতে পথ চলতে লাগল। ইণ্ডিয়ানরা যেন তাদের দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ পেয়েছে। গোটা ছয় লোক আগুনের কাছ থেকে সরে তীব্র-স্বরে চিৎকার করতে শুরু করে দিল। প্রাণপণে ছুটতে লাগল তারা। মনে হল যেন ছোটার ব্যাপরে সুবিধে করে উঠতে পারছে না। মাথা গুলো পেছনে দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ছুটছে। কোমরের ওপর থেকে দেহটা রেখেছে শক্ত করে। ভারী পেটিকোটের তলায় পা দুটোকে দ্বিগুণ জোরে চালাতে হচ্ছে। চিৎকার শুনে বাদবাকী ইণ্ডিয়ানরা জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরাও চিৎকার করতে করতে রাস্তার ওপর এসে জড়ো হল।

আতঙ্কিত কুকুরের মতো কাঁপছিল গিল। পীড়িত বোধ করতে লাগল। বরফের মতো জমে আসছিল দেহটা। এমন কি হাত দুটোও যেন পীড়িত

হয়ে উঠল। জো-র দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল সে, "যা হোক কিছু একটা করতেই হবে আমাদের।"

চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে গিলের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল জো।

"চুপ, চুপ করো।" আবার সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদিকের ব্যাপরটা লক্ষ্য করতে লাগল। চোখ দুটো চকচক করছে। কিরকম একটা অদ্ভুত ধরনের আগ্রহ নিয়ে ব্যাপারটা সে দেখছিল। স্ত্রীলোক তিনটির জন্য মাথাব্যথা নেই তার। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব কিছু নেই। ইণ্ডিয়ানদের কাণ্ডটা সে মনোযাগ দিয়ে দেখছে। কিন্তু গিলকে শান্ত করবার জন্য সে বারবার করে বলছিল, "ওদের আমরা বাধা দিতে পারব না। এমন কি গুলী ছুড়লেও না।"

গিল বুঝতে পারল যে, জো-র কথাই সত্যি। ইণ্ডিয়ানরা অতি সহজেই মেয়েদের ধরে ফেলতে পারবে। ধরবার জন্য এমন কি তারা গতির মাত্রা পর্যন্ত বাড়াচ্ছে না। কিন্তু মেয়েরা এতো ভয় পেয়েছে যে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না তারা। তখনো রাস্তা ধরেই ছুটছিল মেয়েরা। দেহটাকে খাড়া রেখে মরিয়া হয়ে ছুটছে। মেয়েরা ছুটতে গেলে গতিটা যেমন চপল দেখায় তেমনি অদ্ভুতভাবেই ছুটছিল ওরা। বনের ধার পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানরা ওদের পৌছতে দিল। তারপর ওরা গগনভেদী তীক্ষ্ণস্বরে পুনরায় চিৎকার করে উঠে তিনটি মেয়েকেই ঘেরাও করে ফেলল। ইণ্ডিয়ানদের ছাড়া অন্য কারো কণ্ঠে এমন চিৎকার কখনো শোনা যায় না।

ছ-সাত জন মিলে মেয়েদের ঘাড়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের ওপর চেপে বসল ওরা। অন্যান্যরা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। কেউ কেউ তখনো তীব্রস্বরে চিৎকার করছিল। কেউ কেউ আবার হাসছিলও।

হঠাৎ বলে উঠল জো, "আশা করি ওদের মেরে ফেলবে না।"

গিল দেখল যে, শ্বেতকায় অফিসারটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইণ্ডিয়ানদের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওদের বাধা দেওয়ার জন্য কোনোরকম ইশারা করল না। অতো দূর থেকেও যেন আমোদ উপভোগ করছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে নিয়মিতভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের তেজ বাড়াতে লাগল।

গিল আবার মেয়েদের আর ইণ্ডিয়ানদের দিকে দৃষ্টি ফেলল। এখন ভিড়টা একটু সরে দাঁড়িয়েছে। কর্কশস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠল। একজন ইণ্ডিয়ান

নুয়ে পড়ল এবং একটা পেটিকোট আন্দোলিত করতে করতে খাড়া হয়ে উঠল। সবগুলো ইণ্ডিয়ানই এবার বিজয়োল্লাসে উচ্চ চিৎকার করল। তারপর অন্য একজন আবার নিচু হয়ে ছোট গাউনটা খুলে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কুড়ি-পচিশটা ইণ্ডিয়ান, মেয়েদের কাপড়ের টুকরেগুলো হাতে নিয়ে ওড়াতে লাগল। পেছন দিকে ওরা খানিকটা সরে আসতেই গিল আর জো পাহাড়ের ওপর থেকে দেহ তিনটে দেখতে পেল। দেখল রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে তারা।

কাপড়ের টুকরোগুলো ওদের চোখের সামনে নাড়াতে নাড়াতে ইণ্ডিয়ানরা মেয়েদের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সবুজ লোকটি বাঁশি বাজাল একবার। বাঁশির উচ্চ ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে ইণ্ডিয়ানরা বিক্ষিপ্তভাবে প্রত্যুত্তর দিল। মেয়েদের ফেলে রেখে চলে গেল ওরা।

প্রহৃত এবং হতচেতন অবস্থায় ওখানেই পড়ে রইল মেয়েরা। ইণ্ডিয়ানরা যখন অর্ধেকটা পথ দূরে চলে গেল তখন এক-একজন করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ওরা। উলঙ্গ অবস্থায় পেছন ফিরে জলন্ত গৃহ, ইণ্ডিয়ান এবং তিনটি মৃত ব্যক্তির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর মরি কি পড়ি করে ছুট দিল বনের দিকে। ওদের উদ্দেশ করে ইণ্ডিয়ানরা বার কয়েক আনন্দধ্বনি করল। প্রত্যেকটা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যেন তৎপর হয়ে আরো বেশি জোরে জোরে ছুটতে আরম্ভ করল। জামাকাপড় ছাড়া ওরা যেন আর স্ত্রীলোক বলে ভাবতে পারছে না নিজেদের। কোনো এক রকমের জন্তু বনে গিয়েছে। আগের চেয়ে দৌড়বার গতি আরো বেড়ে গেল অনেক।

ফিস ফিস করে জো গিলকে বলল, "চলো এসো, ওদের আগে আগে যেতে হবে আমাদের।"

গিলকে নিয়ে দ্রুতগতিতে বনের ভেতর দিয়ে রাস্তাটায় এসে পৌঁছে গেল সে। ওদের ছুটে আসবার শব্দ পেয়ে প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে লাগল মেয়েরা। গিল কিংবা জো চিৎকার করে ডাকবার সাহস পেল না। মেয়েরাও এতো ভয় পেয়েছে যে, পেছন ফিরে ওদের দিকে তাকাতে পারল না। অতএব তাদের পেছনে পেছেনে ছুটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রান্ত হয়ে দু'জন স্ত্রীলোক যখন মাটিতে পড়ে গেল তখন শ্বেতকায় লোক দুটি ধরতে পারল ওদের।

তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে মিসেস লেপার্ড, দ্বিতীয়টি মিসেস হুইয়ার

আর অন্যটি হচ্ছে বুড়ো বেলের ছেলের বউ। সবচেয়ে বয়স বেশি মিসেস লেপার্ডের। তারই বুদ্ধি ফিরে এল সকলের আগে। সে বলল যে, পুরুষরা ঘাস কাটতে যাওয়ার একটু আগেই ইণ্ডিয়ানরা এসে হানা দিয়েছিল। বেল-কে ধরে ফেলল। বুড়ো বেল্ যখন ঘোড়া আনতে যাচ্ছিল তখন তাকে গুলি করল। ছেলেমানুষ ক্রিম শেষ মুহূর্তে এসে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বেল্-এর ঘরের মধ্যে ঢুকে সে আর বেরুতে চাইল না। তখন ওকে সুদ্ধই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল ইণ্ডিয়ানরা। তিনজন পুরুষ যারা মাঠে ছিল তারা বনের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল। জন উইভার গিয়েছিল ঝরনার ধারে। সে-ও পালিয়ে যেতে পেরেছে।

মিসেস স্টারিং-কে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল জো। এর কাঁচা বয়স, আর দেখতেও বেশ সুন্দরী। তিন জনকেই সে রাস্তা থেকে সরে আসতে বলল। ওরা যখন কথা বলছিল তখন জন উইভার নিরস্ত্র অবস্থায় পাহাড় থেকে নেমে এল। ওর মুখটা একেবারে ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে বলে মনে হল। কিন্তু পালিয়ে যায় নি, এর আশেপাশেই ছিল। সে বলল যে, কোনো কাজে লাগাতে পারে ভেবেই এসে পড়ল এখানে।

জনের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেসে উঠল জো। জিজ্ঞাসা করল, "লেপার্ড আর অন্য সবাইকে তুমি দেখেছ?"

"ওরা দুর্গের দিকে গিয়েছে।"

"মেয়েদের তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তাদের গিয়ে বলবে যে, আমি আর গিল খানিকক্ষণের জন্য ওদের পেছনে পেছনে থাকব।"

পুরুষরা তাদের গায়ের শার্ট খুলে দিল মেয়েদের। তারপর জনের সঙ্গে ফোর্টের দিকে রওনা করিয়ে দিল ওদের। জো আর গিল সেই ফাঁকা জায়গাটার ধারে এসে ওৎ পেতে বসল। বাকী ঘররাড়িগুলো যে ইণ্ডিয়ানরা পোড়াচ্ছে বসে বসে তাই ওরা দেখতে লাগল। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে আরো এক ঘণ্টা লাগল ওদের। তারপর সন্তুষ্ট বোধ করল শ্বেতকায় অফিসারটি। লুটের জিনিসগুলো জড়ো করে বেঁধে ফেলল ওরা। ছোট আয়না, চীনামাটির বাটি এই ধরনের অদ্ভুত সব টুকিটাকি জিনিস সংগ্রহ করে এনেছে। ইণ্ডিয়ানদের কাছে এগুলোরও মূল্য অনেক। কিন্তু মেয়েদের কাপড়গুলো যারা পেয়েছিল তাদেরই যেন ঈর্ষা করতে লাগল সবাই। কেউ কেউ আবার কাপড়গুলো

মাথার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিল। গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছিল। এখন ওরা ঘোড়া দুটোকে ধরে নিয়ে এসে দক্ষিণদিকে রওনা হয়ে গেল। ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে একগাদা লোক দ্রুতগতিতে চলতে আরম্ভ করল। গিলের মনে হল এ যেন বন্যকুকুরদের ভেড়ার পেছনে তাড়া করে যাওয়ার মতো। শৃঙ্খলাহীনভাবেই মার্চ করে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু শিকার ধরবার সহজাত আগ্রহে একসঙ্গেই চলতে লাগল ওরা।

॥ ১১ ॥

অ্যাডাম হেলমারের ধাবন

অ্যানড্রাসটাউনের ধ্বংসকার্য দেখবার সুযোগ পেল না অ্যাডাম হেলমার। ব্লু ব্যাককে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমদিকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল সে। জন বাটলার যখন তার হাজার লোকের দলটা নিয়ে ওয়াইয়োমিং ত্যাগ করে ফিরে যাচ্ছিল তখন ওরা তাদের পিছু পিছু একেবারে চেমাঙ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক টায়োগাতে রেখে দিয়ে বাটলার নিজে যে নায়েগ্রার দিকেই পথ ধরেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে হেলমার আর ব্লু ব্যাক খবর নিয়ে এল যে চেমাঙে বাটলারের সঙ্গে দেখা করে ব্র্যাণ্ট ফিরে গিয়েছে টায়োগায়। সেখান থেকে সে বাটলারের রেঞ্জার-দলটিকে নিয়ে উনাডিলায় যাবে নিজের দলের ইণ্ডিয়ানদের সংগ্রহ করতে। চেরী ভ্যালি আক্রমণ করবার গুজব রটেছিল। কিন্তু হেলমারের বিশ্বাস, আক্রমণ হবে জার্মান ফ্ল্যাটের ওপর। ব্লু ব্যাকের বিশ্বাসও তাই।

অ্যানড্রাসটাউনের খবর শোনবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, আক্রমণকারীদের তাড়া করে উনাডিলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। কনরাড ফ্র্যাঙ্ক কুড়ি জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তক্ষুনি রওনা হয়ে গেল। কথা রইল যে, কর্নেল ক্লক প্যালাটাইন সৈন্যদলদের নিয়ে বেলিঞ্জারের সঙ্গে যোগ দেবে এবং পেছন থেকে সাহায্য করবে ওদের। কিন্তু অ্যানড্রাসটাউনের দৃশ্যটা

দেখবার পর জেকব ক্লক আর এক পা-ও এগিয়ে গেল না। যখন সে আশঙ্কাজনকদৃষ্টিতে ধূমায়িত ধ্বংসকার্যটি চেয়ে চেয়ে দেখছিল তখন লিট্‌ল স্টোন অ্যারোবিয়া থেকে একজন সংবাদবাহক এসে নতুন আক্রমণের খবর দিল তাকে। স্কাইলারে হানা দিয়ে আক্রমণকারীরা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে দু'জনকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে জর্জ উইভার। চারজনকে মেরেও ফেলেছে ওরা। এই খবর শুনেই জেকব ক্লকের টনক নড়ে উঠল। বেলিঙ্গারের প্রতিবাদ সে কানে তুলতে চাইল না। হারকিমার দুর্গে ফিরে যাওয়ার জন্য বেলিঙ্গারকে আদেশ দিল সে। ক্লক নিজে তার সৈন্যদল নিয়ে স্থলের ওপর দিয়ে ঝরনার কাছে এসে পৌঁছে গেল। বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গভর্নর ক্লিনটনের কাছে চিঠি লিখতে বসল সে।

স্ফীতকায় বুড়ো কর্নেলটি এতো বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, ঘটনাবলী সব সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলল। এমন কি চিঠিতে ২২শে জুলাই না লিখে লিখল ২২শে জুন।

সে লিখল :—

সার, ট্রায়ন কাউন্টির ওপর উচ্ছৃঙ্খল শত্রুপক্ষ পুনরায় নির্দয় আঘাত হেনেছে। গত শনিবার স্প্রিংফিল্ড, অ্যানড্রটাউন এবং ওসেগো হ্রদের তীরবর্তী উপনিবেশসমূহের ওপর একই সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা। বাড়িঘর, গোলা, লাঙল, ঘাসবন এবং এমন কি ঘোড়ার গাড়িগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে⋯ . খবর পাওয়া মাত্রই শত্রুদের অগ্রগতি বন্ধ করবার জন্য স্থানিক সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে জার্মান ফ্ল্যাটের কর্নেল পিটার বেলিঙ্গারের কাছ থেকে একটা চিঠি এসে পৌঁছল। তাতে সে লিখেছিল যে, ওখান থেকে চার মাইলের মধ্যে শত্রুরা বাড়িঘর জ্বালাতে শুরু করে দিয়েছে। সাহায্য চায় সে। আমি তখন প্যালাটাইন সেনাবাহিনীর পাঁচটি দল ও ক্যানাজোহারি সৈন্যদলটিকে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলাম। বাকী সৈন্যদলদের নিয়ে আমি নিজে গেলাম অ্যানড্রটাউনে। কর্নেল বেলিঙ্গারকে আদেশ দিয়েছিলাম যে শত্রুদের বাধা দেওয়ার জন্য সে যেন আমার সঙ্গে এসে যোগ দেয়? কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমি জানতে পারলাম যে, শত্রু পালিয়ে গিয়েছে, একজনও কেউ নেই। খবর পেলাম যে, শত্রুদের বেশ বড়

একটা দল ক্ষতিসাধনের জন্য বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জার্মান ফ্ল্যাটের সেনাবাহিনী বনের মধ্যে এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা সেখানে গিয়ে হানা দিয়ে দুজনকে বন্দী করে নিয়ে গেল···আমরা খবর পেলাম, ব্র্যাণ্ট নাকি সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছে যে, উনাডিলায় এসে বাটলার তার সঙ্গে যোগ দেবে এবং আট দিনের মধ্যে ফিরে এসে সমস্ত অঞ্চলটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে সে। ফসল কাটার সময় সন্নিকট এবং দ্রুত সাহায্য পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না······গত রবিবার সকালে জেনারেল ব্রয়েকের কাছে একটা জরুরী তার পাঠিয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে, আমাদের কাউণ্টির অবস্থা সম্বন্ধে আপনাকে ও জেনারেল স্টার্ককে সব কথা তিনি জানাবেন। কিন্তু কোনো জবাব পাই নি আমরা। এই প্রদেশের প্রত্যেকেরই পিতা আপনি এবং আপনার পিতৃত্ব বোধের ওপর নির্ভর করে সবাই। বহু গরিব বিধবা এবং পিতৃহীন শিশু এখনো আপনার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা যে, আপনার সদ্বিবেচনা অনুযায়ী যথাশীঘ্র সাহায্য প্রেরণ করুন। তা যদি কোনো রকমেই সম্ভব না হয় তবে শিশু এবং স্ত্রীলোকদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসবার জন্য গোটাকয়েক নৌকোর ব্যবস্থা করে দিন। তারা যেন নির্দয় শত্রুর হাতে নির্যাতন ভোগ না করে তার জন্য চেষ্টা করুন। এখানকার অবস্থা এবং জনসাধারণের মনোভাব আপনাকে লিখে জানাতে পারলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইতি

বিনয়াবত আপনার চির অনুগত ভৃত্য

জেকব ক্লক।

জেকব ক্লক যখন চিঠি লেখা নিয়ে ব্যস্ত আর কর্নেল পিটার বেলিঙ্গার তার দলবল নিয়ে পাহাড়টা পার হয়ে অতি দ্রুত আবার উত্তরমুখে পথ ধরেছে, কনরাড ফ্র্যাঙ্ক তখন তার ত্রিশটি স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে এডমেস্টন উপনিবেশের ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় জো বোলিয়োর আস্তানায় লেজ গুটিয়ে বসে বেলিঙ্গার আর ক্লকের জন্য অপেক্ষা করছিল। মাঝপথেই জো আর গিলের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল ওদের। দেখা না হলে ব্র্যাণ্টের বড় দলটার কাছে প্রচণ্ডভাবে মার খেত। লেকের দিক থেকে ব্র্যাণ্টের দলটা তখন ফিরে যাচ্ছিল। এডমেস্টনের ঠিক ওপরেই ব্র্যাণ্ট আর কল্ডওয়েল এসে মিলিত

হয়েছিল। তার ফলে ওদের সৈন্যদের সংখ্যা হল তিন শ। জার্মান ফ্ল্যাটের ত্রিশ জন চাষী ওখান থেকে সিকি মাইল দূরে লতাগুল্ম আর শুকনো পাতার গাদার আড়ালে শুয়ে সৈন্যবাহিনীটিকে দেখছিল। স্পষ্টই ওরা বুঝতে পারল যে, কল্ডওয়েলের দলটা ব্র্যাণ্টের আসল সেনাবাহিনীর একটা প্রশাখা বিশেষ। ওরা ভেবেছিল, সেদিন বিকেলে এই তিন শ জন লোক এক সঙ্গে জার্মান ফ্ল্যাটের ওপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু যাই হোক, তা না করে এডমেস্টন ছাড়িয়ে দক্ষিণমুখে বনের দিকে চলে গেল। সেনাবাহিনীর মধ্যে নানা রকমের লোক ছিল। বেশির ভাগই ইণ্ডিয়ান। কায়ুগা, সেনেকা এবং মোহক উপজাতির লোকেদের মুখে রঙ মাখা আর মাথায় ছিল পালক গোঁজা। এরি উপজাতির লোকেরা জন্তুর শুকনো খুলি দিয়ে তৈরী শিরাবরণ পরে এসেছিল। সবুজ কোট পরা সৈনিকদের মাথায় কালা টুপী আর পায়ে ছিল চামড়ার পটি। জনসন দুর্গের পুরনো আমলের হাইল্যাণ্ড গার্ডদের পরিত্যক্ত জিনিস এগুলো। কালো চামড়ার বন্দুকবাহী লোকেরা চৌকো ছক-কাটা ঘাগরা পরেছে। পায়ে তাদের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত হরিণের চামড়ার লম্বা মোজা আঁটো করে লাগানো। ঘাড়ের ওপর লম্বা নল-ওয়ালা রাইফেল আর হাতে রয়েছে ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধ করবার বিশেষ ধরনের মুগুর। বনচর লোকদের মতো লম্বা ও ঢিলেঢালাভাবে পা ফেলতে ফেলতে ওপর থেকে নেমে আসছিল। মাটির ওপর খুব হাল্কাভাবে পা ফেলছিল বটে, কিন্তু এমন উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল যেন সারা বনের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে আশা করছে না তারা। সামনে-পেছনে এক-একজনের নাম ধরে ডেকে ডেকে কথা বলছিল। যাদের কোমরের বেল্টে সদ্য ছাড়ানো খুলির ছাল বাঁধা ছিল তারা সেগুলো খুলে নিয়ে ওপর দিকে তুলে ধরে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করছিল যে, নায়েগ্রাতে এখনো প্রত্যেকটা ছালের বদলে আট ডলার করে মূল্য পাওয়া যায় কি না।

সৈন্যসারির লক্ষ্যের অনেক বাইরে বসে গিল, জো আর কনরাড ফ্র্যাঙ্ক পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল ব্র্যাণ্টের সঙ্গে কল্ডওয়েলের সাক্ষাৎ ঘটল এবং উভয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হল। রুক্ষ ধরনের আবেগশূন্য শ্বেতকায় লোকটি ইণ্ডিয়ানটির চেয়ে প্রায় আধ হাত লম্বা। অস্থির প্রকৃতির ইণ্ডিয়ানটির

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তেরো মাস আগের কথা মনে না করে পারল না গিল। উনাডিলায় সেদিন সে দেখেছিল ব্র্যাণ্টকে, হারকিমারকে ছাড়িয়ে ব্র্যাণ্টের মাথাটা কতখানি উঁচু হয়ে উঠেছিল। হারকিমার মরে গিয়েছে। সে নিশ্চয়ই জানত যে, বনের মধ্যে সশস্ত্র লোকদের নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ব্র্যাণ্ট কী সাংঘাতিক কাজই না করতে পারত। যুদ্ধের কলা-কৌশল জানা নেই গিলের। তবু ওর মনে হল, জার্মান ফ্ল্যাটকে ক্রমশ ঘেরাও করে ফেলবার ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করছে ব্র্যাণ্ট। মুহূর্তের জন্য গিল ভাবল, লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই তাকে এখন গুলী করে মেরে ফেললে লাভ হবে কি না। তাক্ করবার পক্ষে খুবই সুবিধা। ঘাড়ের ওপর লাল কম্বলটা ঝুলছে, মাথায় হলদে ঝালর দেওয়া তেকোনা টুপী, বুকের ওপর ঝুলে রয়েছে রুপোর একটা কণ্ঠহার—ঠিক তার তলাটা এতো স্পষ্ট যে লক্ষ্যভেদ করতে কোনো অসুবিধাই নেই। চিন্তাটা মনে আসতেই জো বোলিয়ো গিলের হাত স্পর্শ করে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ফিসফিস করে বলল, "মারবার মতো যোগ্য ইণ্ডিয়ান একটাও নেই।" কথাটা নিজের মনে চিন্তা করে ঠিক করবার আগেই সেনাবাহিনী চলতে আরম্ভ করল।

যত তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিল ওরা তত তাড়াতাড়ি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সারি থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকজন সেনেকা সামনের দিকে এগিয়ে এগিয়ে চলেছে; সর্বপশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন মোহক। যতক্ষণ না আসল বাহিনীটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত অমনি করেই ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা। গিল যেখানে ছিল সেখান থেকে একশ গজের মধ্যে একটা লোক এসে উপস্থিত হল। রঙের ভেতর দিয়ে তার মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল গিল। বাঁকা ধরনের চওড়া নাক, নাসারন্ধ্র গভীর। ডান কানের ওপরে ছোট্ট একটা রুপোর কৌটার মধ্যে ঈগল পাখির একটা পালক গোঁজা রয়েছে, যুদ্ধকুঠারের হাতলটায় খাঁজ কাটা।

ত্রিশটি লোক একই জায়গায় এক ঘণ্টার ওপর বসে রইল। কিন্তু যখন পুব কিংবা উত্তর দিক থেকে কেউ এল না তখন ওরা বোলিয়োর আস্তানার মধ্যে ঢুকে পরামর্শ করতে বসল। সন্ধ্যে পর্যন্ত বেলিঞ্জার আর

ব্লকের জন্য অপেক্ষা করল। গিল বুঝতে পারল, ওর মতো আরো কয়েক-জনের ব্র্যাণ্টকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বার জন্য হাত চুলকাচ্ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীটিকে দেখবার পর লড়াই করবার আর আগ্রহ বোধ করল না।

ত্রিশটি লোকের পক্ষে কোনোকিছু করা সম্ভব নয়। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, ওদের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু একবার যখন বেরিয়ে পড়েছে তখন ধ্বংসাত্মক কিছু একটা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল ওরা। শান্তভাবে জো বলল যে, এডমেস্টনের দু'মাইল পুবে বাটারনাট ক্রীকের ধারেই তো ইয়ং-এর উপনিবেশ। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই খোলাখুলি-ভাবে বলে যে, তারা হচ্ছে গিয়ে রাজার দলের লোক।

তর্কাতর্কি করল না কেউ। অন্ধকার হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাটা পার হয়ে চলে এল ওরা। এক ঘণ্টার মধ্যেই বাটারনাট ক্রীকের ধারে এসে পৌঁছে গেল। সেখানে এসে দেখল যে, গাড়ির চাকার দাগযুক্ত রাস্তাটা বরাবর ইয়ং-এর উপনিবেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আর একঘণ্টার মধ্যেই কাজ ওদের শেষ হয়ে গেল। পেছন দিকে চেয়ে দেখল, খামারের বাড়িঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। জ্বলন্ত খামারগুলোর মধ্যে তিনটের মালিক হচ্ছে ইয়ং, বোলিয়ার আর বেটি নামে একটি লোক। স্ত্রীলোক আর ছেলেপেলেরা ছাড়া আর কেউ ছিল না ওখানে। টোরীরা যে তাদের পরিবারবর্গকে বনের মধ্যে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে ভয় পায় নি, সেই কারণেই এরা আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বিছানা থেকে টেনে টেনে স্ত্রীলোকদের বার করে দিল। ছেলেপেলেদেরও দিল তাড়িয়ে। তারপর প্রতিটি দেয়ালে আগুন লাগিয়ে দিল। গুলী করে করে গরু এবং ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলল। এমন কি আগুনের চারদিকে শুয়োরগুলো যখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ছোটাছুটি করছিল তখন তাদেরও লক্ষ্য করে গুলী চালালো ওরা। একজন স্ত্রীলোক যখন ঘর থেকে তিন পাউণ্ড টাকা বার করে নেওয়ার জন্য ফিরে এল তখন তাকে উলঙ্গ করে ফেলল ওরা। তাকে উপহাস করে টাকাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে বলল যে, ক্যাপটেন কল্ডওয়েলের কাছে যেন ঘটনাটা বিবৃত করে সে।

নির্জন বনভূমির ভেতর দিয়ে দেড় শ মাইল রাস্তা পার হচ্ছিল অ্যাডাম হেলমার। সেই জন্য এসব কিছুই দেখবার সুযোগ পেল না সে। আমোদ উপভোগের সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেল বলে ব্যাপারটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠল ওর কাছে। দেড়মাস পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু আর ঘটল না। প্রতিবারই যখন সে জার্মান ফ্ল্যাটে ফিরে যায় তখনি ডিমুথ কিংবা বেলিঙ্গার সংবাদ সংগ্রহের কাজে বাইরে পাঠিয়ে দেয় আবার। পাল বাওয়ার্সের সঙ্গে বার দুইয়ের বেশি দেখা করবারও সময় পায় নি অ্যাডাম। মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়িতে গিয়ে যে একটু ভাল খাবার খেয়ে আসবে তাও সে পেরে ওঠে নি। গিলের সঙ্গেও দেখা হয় নি। গম কাটা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল সে। এতোদিনে নিশ্চয়ই গম কেটে গোলাজাত করে ফেলেছে গিল। পরের যাত্রায় হয়তো লোকজন জোগাড় করে আনতে পারবে। স্নাইলার আক্রমণের পর থেকে জো বোলিয়ো পশ্চিম অঞ্চলের ওপর নজর রাখবার কাজ করছে। সেই সময়েই জর্জ উইভার বন্দী হয়েছিল। উনাডিলার ওপর নজর রাখবার দায়িত্ব ছিল শুধু হেলমারের। এখন আরো তিনজন সঙ্গী নিয়েছে সঙ্গে। ওদেরও শত্রুদের গমনাগমনের পথের ওপর নজর রাখবার কথা। খুব সবম্ভত এখন তারা তিনজনে আস্তানায় বসে জুয়াটুয়া কিছু খেলছে।

সবুজ রঙের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যালোক চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তার মধ্যে শুয়ে শুয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল অ্যাডাম। সেপ্টেম্বর মাসের খুব হালকা কুয়াশার জন্য বনটা অনুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আগস্ট মাসের গরম এখনো কমে নি। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে শুয়ে থাকার চেয়ে গরম উপভোগ করাই ভাল।

এমন আকস্মিকভাবে ইণ্ডিয়ানরা এসে ওর দৃষ্টিপথে উপস্থিত হল যে, পরের ঘাঁটিতে গিয়ে খবর পৌছান অসম্ভব বলে ভাবল সে। অ্যাডামের মনে হল চল্লিশজনের মতো সংখ্যা হবে ওদের। লাফিয়ে লাফিয়ে মোহকরাও নেমে আসতে লাগল। এদের দেখে ভাবল, বাহিনীর পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য অন্য একটা দলও নিশ্চয়ই আসবে। এখন তাদের পায়ের শব্দ শুনল। বাহিনীটা যত বড়ই হোক, দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল তারা।

অ্যাডাম সম্বন্ধে সবাই যা ভয় করত শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। একটি

পনরো বছরের অনভিজ্ঞ বালকের মতো ফাঁদে পড়ল সে। অ্যাডাম জানত যে, শুধু একটা মাত্র উপায়েই তার ঐ নির্বোধ সঙ্গী তিনটি পালাবার সুযোগ পেতে পারে এবং সেই সঙ্গে এও জানত যে, জার্মান ফ্ল্যাটের লোকদের সময় মতো সতর্ক করবার জন্য একজন কাউকে পালিয়ে যেতে হবেই। উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করল না অ্যাডাম। হাঁটু ভেঙে বসে প্রথম ইণ্ডিয়ানটিকে তাক্ করে তার বুকের ঠিক মাঝখানটায় গুলী চালিয়ে দিল। তারপর ওরা যখন বৃষ্টির মতো গুলী বর্ষণ করতে আরম্ভ করল তখন সে ঢালুর পথ ধরে নেমে পড়ল নিচে। পায়ে চলার পথটা পার হয়ে চলে গেল উল্টো দিকের তীরে। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এত দ্রুতগতিতে ছুটছিল যে, ইণ্ডিয়ানদের প্রথম গুলীগুলো এড়িয়ে গেল সে।

শুকনো বারুদকাঠি ফাটার মতো আওয়াজ হচ্ছিল ওদের বন্দুকগুলো থেকে। ছুটতে ছুটতে বারুদের দুর্গন্ধ নাকে এল ওর। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ এবং ইণ্ডিয়ানদের চিৎকারধ্বনির দিকে মনোযোগ দিল না সে। গোপ্তা খেয়ে আরো বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে আঁকাবাঁকা ভাবে ছুটতে ছুটতে আবার এসে সেই নদীর ধারে বিদ্যুৎ গতিতে নেমে পড়ল। ধাবনের পথটা নির্ধারণ করতে একটুও ভুল হয় নি ওর। বাঁকটার পরেই যেখানে নদীটা পার হয়েছিল সেখান থেকে এখন সে ইণ্ডিয়ানদের তিনশ গজ আগে এসে পড়ল।

এবার একটু আস্তে আস্তে পা ফেলে দৌড়চ্ছিল অ্যাডাম। পেছনের উত্তাল কণ্ঠধ্বনি শোনবার জন্য কান পেতে রেখেছিল। হঠাৎ ওপরের আস্তানার দিক থেকে তিন বার গুলী ছোড়ার আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আরো চিৎকারধ্বনি শোনা গেল। আহাম্মক তিনটের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই তো সে ইণ্ডিয়ানদের ভিন্ন পথ দিয়ে চালিত করছিল। মুখ দিয়ে ভাত খাওয়ার মতো নিশ্চিন্তভাবে সে বুঝতে পারল যে, তিন জনই ওরা খতম হয়ে গিয়েছে। এখন জার্মান ফ্ল্যাটে খবর পৌছবার জন্য একাই সে বেঁচে রইল।

এখান থেকে উত্তরে জার্মান ফ্ল্যাটের দূরত্ব হচ্ছে চব্বিশ মাইল। ওর মনে হল, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যারা সূর্যোদয় থেকে দুপুরের মধ্যে আশি মাইল রাস্তা দৌড়তে পারে সেই ধরনের একটি দল হয়তো তাড়া করছে ওকে। অ্যাডাম জানে যে, রাস্তা ধরেই দৌড়তে হবে এবং দৌড়তে সে জানেও।' এই ব্যাপারটা

যদি ইণ্ডিয়ানরা একবার বুঝে ফেলে তা হলে ওরা জানতে পারবে যে, পথানুসরণ করে ওকে খুঁজে বার করবার দরকার হবে না তাদের।

পেছন দিকের শব্দ শোনবার জন্য গতি একটু ঢিলে করল সে। প্রথম যে ওরা তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল সেই শব্দটা শৈলশিরা পার হয়ে চলে গিয়েছিল। এখন আবার সেটা ফিরে এল। আর মিনিট খানিকের মধ্যেই পথের ওপর ওর পায়ের দাগ দেখতে পাবে তারা। পরের বাঁকটা পার হয়ে যাওয়ার জন্য আরো একটু চাপ দিয়ে ছুটতে লাগল অ্যাডাম। কিন্তু বাঁকটা ঘুরে যাওয়ার আগে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করবার জন্য এমনভাবে উচ্চ চিৎকার করে উঠল ওরা যে, অ্যাডামের কাছে মনে হল কণ্ঠস্বরগুলো মানুষের নয়। ঠিক সেই সময় মাথার অনেকটা ওপর দিয়ে বোঁ করে একটা গুলী বেরিয়ে গেল।

প্রথমে শৈলশিরা দিয়ে ওপরে-নিচে বোকার মতো দৌড়তে গিয়ে দম ফুরিয়ে এসেছিল। এখন খানিকটা দম আবার ফিরে এল। পদক্ষেপ লম্বা করতে লাগল সে। সদ্য আঁচড়ানো হলদে রঙের সুন্দর চুলগুলো ওর ছোট্ট একটা কম্বলের আলগা মুখের মতো ঘাড়ের ওপর ঝাপটা মারতে লাগল। পূর্ণ গতিতে ছুটতে গিয়ে মুখটা হাঁ করে রাখল। দ্রুতগামী হরিণের চার পা গুটিয়ে লাফ মেরে মেরে চলার মতো সেও তার অগ্রগতির ক্রমমাত্রা দিল বাড়িয়ে।

ইণ্ডিয়ানদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরের সিধা রাস্তাটার প্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে অ্যাডাম দেখল যে, সর্বপ্রথমের সাহসী ইণ্ডিয়ানটি একটু ঝুঁকে স্বচ্ছন্দ গতিতে এবং নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে ছুটে আসছে। ইণ্ডিয়ানটি বুঝতে পারল যে, অ্যাডাম হেলমার ওকে দেখেছে। কিন্তু বন্দুক তুলল না। ওর কাছে বন্দুক ছিল না। ছিল শুধু কুঠারটা। চল্লিশ গজের মধ্যে পৌছতে পারলে বন্দুকের চেয়ে কুঠারই বেশি মারাত্মক হয়ে ওঠে।

অ্যাডাম ভাবল, ইণ্ডিয়ানটা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। কিংবা মোহকদের সেই পুরনো কৌশলটা অবলম্বন করেছে সে। পূর্ণ বেগে ছুটলে পলাতকও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবেগে অগ্রসর হতে থাকবে। দলের অন্যান্য সবাই তখন ধাবনের গতি অপেক্ষাকৃত কম করে দেবে। সামনের লোকটি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন পেছন থেকে অন্য একজন আবার এগিয়ে এসে পূর্ণ বেগে

ছুটতে আরম্ভ করবে। এমনিভাবে পলাতকের ওপর ঘণ্টা চার-পাঁচ চাপ দিয়ে রাখতে পারলে যে-কোনো লোকই ভেঙে পড়তে বাধ্য হবে। অ্যাডামকে শুধু ওদের সামনে থাকলে চলবে না, দৌড় করিয়ে ওদের দমের পুঁজিটাকে পুরোপুরি নিঃশেষ করিয়ে দিতে হবে।

নিজেই এখন পূর্ণবেগে ছুটতে লাগল হেলমার, কিন্তু অন্ধের মতো নয়। কোথায় এসে একটু আয়াসের জন্যে গতি হ্রাস করবে সেই জায়গাটা আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রাখছিল সে। গমনপথের কোনো কিছুই অজানা নেই ওর। পলি বাওয়ার্সের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে যেমন বাকী নেই তার তেমনি এডমেস্টন আর জার্মান ফ্ল্যাটের মধ্যবর্তী পথের প্রতিটি পথেরও শেকড় পর্যন্ত সে চেনে। এখান থেকে আধমাইল দূরে লিকিং ক্রুক নদীটা যেখানে পার হবে সেটাই হবে ওর দম নেওয়ার পরবর্তী স্থান।

যে কোন সময়েই অ্যাডামের দৌড়নোটা একটা দেখবার মত ব্যাপার। জার্মান ফ্ল্যাটে ওর চেয়ে লম্বা লোক আর কেউ নেই। জুতো সুদ্ধ ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি। এক রাশ হলদে চুলের জন্য আরো বেশি লম্বা দেখায়। ওজন প্রায় দু'শ পাউণ্ড। এক ছটাক চর্বি নেই গায়ে।

পূর্ণবেগে ছুটতে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ানটার কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল সে। পেছন দিকে তাকিয়ে অ্যাডাম দেখল যে, ইণ্ডিয়ানটা মুখটা এখন একটু উঁচু করে দৌড়চ্ছে। ওর যেন মনে হল, লোকটার মুখের ওপর কেমন একটু অবাক হওয়ার ভাব ফুটে উঠেছে। নিজেকে বোধহয় ধাবনের মস্তবড় একজন ওস্তাদ মনে করত। কে জানে কোনো বস্তী-এলাকায় হয়তো দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম হতো সে। দম নেওয়ার দরকার না হলে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত অ্যাডাম। কিন্তু হাসিটা তবু পেটের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। তার ফলে রক্তের চাপে হাত দুটো ওর গরম হয়ে উঠল। মাথাটা পরিষ্কার লাগছে। হিসেব করে দেখল, নদীটার কাছে এসে যখন পৌছল তখন সে ইণ্ডিয়ানটার থেকে আরো ত্রিশ গজ পথ বেশি এগিয়ে এসেছে।

সরু নদীটা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল হেলমার। এতো তাড়াতাড়ি যদি পায়ে জল লাগে তা হলে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। জলটা পার হয়ে এসে রাইফেলটা সে ছুড়ে ফেলে দিল নদীতে। জল ছিটিয়ে সেটা ডুবে গেল

তলায়। হাতের বোঝাটা যখন আর নেই, তখন গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল সে। বড় একটা আখরোট গাছের কাছে পৌছতে পৌছতে বারুদের ফ্লাস্ক আর গুলীর থলিটা সে জামা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলেছে। তারপর সে লতা-গুল্মের ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল সেটা। কোমরের বেল্টটা আঁট করে বাঁধল। কুঠারটা পেছন দিকে বেল্টের মধ্যে গুঁজে রাখল। এবার আর দৌড়বার সময় হাতলটা খোঁচা মারবে না পায়ে।

কোমরের ওপর থেকে আর কোনো আবরণ রইল না। দৌড়নোর ফলে বুকের ওপর যে হাওয়ার স্পর্শ লাগছে তাতে সোনালী রঙের চুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছিল বলে ঠাণ্ডাও বোধ করছিল অ্যাডাম। দেখতে সত্যিই সুপুরুষ সে। গায়ের চামড়া মেয়েদের মতো সাদা। শুধু হাত আর মুখের রঙ তামাটে। খুবই ভাল বোধ করছে অ্যাডাম এবং ছুটছেও ভাল। এতো বেশি ভাল বোধ করছে যে, ভাবছিল ইণ্ডিয়ানটাকে কাছে এগিয়ে আসতে দিয়ে কুঠারটা ছুড়ে মারবে কিনা। একটু ধীর গতিতে ছুটতে ছুটতে মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে দেখে নিল সে। এ একজন নতুন লোক। আগের লোকটার চেয়ে লম্বা বলে মনে হল। মুখে কালো আর সাদা রঙ মাখা। আগের লোকটার মতো লাল আর হলদে নয়। এই ইণ্ডিয়ানটার চলার গতি অতো দ্রুত নয় বটে, কিন্তু অ্যাডাম তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে বুঝতে পারল যে, এর দম খানিকটা বেশি। তক্ষুনি সে ভেবে ঠিক করে ফেলল, কুঠার ছুড়ে মারবার চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দেওয়াই ভাল। ইণ্ডিয়ানরা একটা মারাত্মক মতলব নিয়েই পেছনে পেছনে ছুটছে।

পরের চার মাইল লোকটা একই রকমভাবে পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। শুধু গতির একটু তারতম্য হল। পেছনের লোকটার গতির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে অ্যাডামও তার ধাবনের গতি কম-বেশি করছিল। এবার একটু ক্লান্তি বোধ করছিল সে। কিন্তু আগের চেয়েও বেশি সতর্কভাবে চলছিল। ধাবনপথের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছুটছে। ভুল করে পা ফেললেই সর্বনাশ। কোনো পিচ্ছিল শেকড় কিংবা আলগা পাথরের ওপর পা পড়লেই হড়কে পড়ে যেতে পারে। অ্যাডাম বুঝতে পারছিল দৌড়ের প্রতিযোগিতাটা এবার চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। যদিও সে পূর্ণোদ্যমেই ছুটছে এবং জার্মান ফ্ল্যাটের যে-কোনো লোককে এই মুহূর্তে সে একশ গজ দৌড়ের প্রতিযোগিতায়

হারিয়ে দিতে পারে, তবুও অ্যাডাম জানে ধাবনের ব্যাপারে ইণ্ডিয়ানদের তুচ্ছ করা যায় না।

এখনো ওর দমের পরিমাণ প্রচুর। দম ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় কিছু নেই। এখনো সন্ধ্যে পর্যন্ত ছুটতে পারে সে। তারপর সহসা ওর মনে হল, ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ফ্ল্যাটে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। এমন কি ছুটতে ছুটতেও অ্যাডাম মনে মনে যুক্তি খাড়া করছিল যে, ব্র্যাণ্ট নিশ্চয়ই অন্ধকারে ভ্যালিতে পৌছে সকালবেলা আক্রমণ চালাবে বলে ভেবে রেখেছে। এখন যখন ব্র্যাণ্ট জানতে পারবে জার্মান ফ্ল্যাটে আগেই খবর পৌছে গেল তখন যে কি করবে সে কে জানে। সন্ধ্যার আগে ব্র্যাণ্ট তার আসল বাহিনীটা পার করে আনতে পারবে বলে মনে হল না ওর। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। এখন অ্যাডামের একমাত্র কাজ হচ্ছে ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌছনো। ব্র্যাণ্টের আগে গিয়ে পৌছতে পারলে সবাই গিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিতে পারবে।

ধাবনপথের পরিচিত চিহ্নগুলোর প্রতি দৃষ্টি ফেলে ছুটে চলছিল সে। এখন মনে হচ্ছে সামনেই অ্যানড্রাসটাউন। দূরত্ব এক মাইল কি এক মাইলের একটু বেশি হতে পারে। অনুসরণকারীদের প্রথম দলটিকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সে। ওর ধারণা অনুসরণকারীদের মধ্যে বড় জোর ছ'জনের পক্ষে এতোটা দূর দৌড়ে আসা সম্ভব হতে পারে। আর তাহলে তাদের একজন নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি এখানে এসে পড়বে এবং সবাই মিলে একসঙ্গে চাপ দেবে।

অ্যাডাম ভাবল, অ্যানড্রাসটাউনের মাঠটা পার হয়ে আসতে পারলে বনের মধ্যে ঢুকে পড়াই ভাল হবে। তাহলে আসল বাহিনীটার যে-কোনো লোকের চেয়েই আগে আগে পৌছতে পারবে সে।

পেছন দিকে চকিতদৃষ্টি ফেলতেই অ্যাডাম বুঝতে পারল যে, ইণ্ডিয়ানরা ওকে ধরে ফেলবার জন্য চেষ্টা করবে এখন। নতুন লোকটি সামনেই রয়েছে। এবং স্পষ্টই বোঝা গেল যে, ওদের মধ্যে এই লোকটিই সবার চেয়ে ভাল দৌড়য়। ঠিক লম্বা বলা যায় না। আঁটসাট ও পেশল দেহ। পা দুটো ছোট এবং পুরু। একেবারে পুরোপুরি উলঙ্গ। শুধু গোড়ালি ঢাকা হরিণের চামড়ার জুতো আর এক ফালি নেকড়ার মতো কোমরের তলায় চোগা

ছাড়া আর কিছু নেই। সারা গায়ে চর্বি মাখা। গায়ে রঙ মেখেছে, তবে গাঢ় রঙ নয়। মোহকের উপজাতীয় লোকের মতোই মনে হচ্ছে। তিনটে পালক গুঁজেছে মাথায়। প্রথম দেখলে মনে হয় অন্যান্যের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলা তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ সামনের দিকে ভুঁড়িটা ঝুলে পড়েছিল লোকটার। কিন্তু ভুঁড়িটা একটুও লাফাচ্ছিল না। এক মিনিট পরেই অ্যাডামের মনে হল আসলে ওটা ভুঁড়ি নয়, দম মজুত করে রাখবার জন্য পেটটা একটু ফুলে উঠেছে।

এমন দ্রুতগতিতে পা চালিয়ে ছুটেছিল লোকটা যে বিশ্বাস করা কঠিন। এরই মধ্যে কোমরের বেল্ট থেকে কুঠারটা সে খুলে নিয়েছিল হাতে। যেন ভাবছিল যে, শ্বেতকায় লোকটিকে এবার ধরে ফেলতে পারবে বলে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তার এই ভঙ্গী দেখে অ্যাডামের উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল। রেগে গিয়ে আরো বেশি জোরে জোরে দৌড়তে লাগল সে। ফাঁকা জায়গাটায় ইণ্ডিয়ানটা যখন এসে পৌছল অ্যাডাম তখন ভস্মীভূত ঘরগুলো পার হয়ে গিয়েছে। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। এমন ধাবন ইণ্ডিয়ানটা আগে কখনো আর দেখে নি। বুঝতে পেরেছে, শ্বেতকায় লোকটির কাছে হেরে গেল সে। ধীরে ধীরে গতিবেগ কমিয়ে দিতে লাগল। অ্যাডাম যখন বনের মধ্যে এসে পৌছল ইণ্ডিয়ানটা তখন থেমে গিয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়ল।

বনের মধ্যে ঢুকে পেছন ফিরে দেখল, ইণ্ডিয়ানটা এখন ওরদিকে এমন কি চেয়েও পর্যন্ত দেখছে না। একাই সে বসে রয়েছে ওখানে এবং ব্যর্থমনোরথ হয়ে কুঠার দিয়ে দু'পায়ের মাঝখানে মাটির ওপর আঘাত করছে। অ্যাডাম জানত, পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে সে। আর ভয় নেই। থামল না, এমন কি গতিবেগও কমাল না। এখন শুধু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে হবে ওকে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় আছে ভাবলেও হাসি আসে। সময় ? চুলোয় যাক সময়।

ওরা দেখল, পাহাড়ের ওপর থেকে লম্বা পথটা দিয়ে ধাবনকারী নেমে আসছে। ঘামে ভিজে দেহটা চকচক করছে এবং অস্তগামী সূর্যের রক্তরশ্মি

লেগে ঝক্মক্ও করছে। খুব কষ্ট সহকারেই ছুটে আসছিল সে। হারকিমার দুর্গের চিলেকোঠা থেকে প্রহরারত সৈনিকটি দেখল যে, ধাবনকারী পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের ঘরগুলো থেকে লোকজনরা বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর আবার তারা ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সমতলভূমির ওপর দিয়ে যখন ধাবনকারী অর্ধেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে তখন প্রথম বাড়িটার পরিবারবর্গ বেরিয়ে পড়ল বাইরে। দরজার সামনে গাড়িতে ঘোড়া জুতে ফেলল। তারপর সংসারের জিনিসপত্র আর ছেলেপেলেগুলোকে স্তূপের মতো তুলে দিল গাড়িতে।

প্রহরারত সৈনিকটি চিৎকার করে বলল, " হেলমার এসেছে !"

উঠোনের ওপর দিয়ে একজন অফিসার বাইরে বেরুচ্ছিল। সহসা সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে ? হেলমার ?"

"হ্যাঁ, অ্যাডাম হেলমার। প্রাণপণে ছুটছে সে। সঙ্গে তার বন্দুক নেই। গায়ে শার্টও নেই।" একটু থামল, তারপর চিলেকোঠার ফুটো দিয়ে সামনের দিকটা দেখে নিয়ে আবার সে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে বলল, "মনে হল, প্রায় নিঃশেষিত অবস্থা তার।" গলার স্বর একটু নিচু করে প্রহরীটি বলল, "মনে হচ্ছে ব্র্যাণ্ট আসছে।"

"কি করে বুঝলে ?"

"অ্যাডামের পেছনে পেছনে বাড়ি-ঘর থেকে লোকজনরা সবাই বেরিয়ে আসছে।"

আর একটিও কথা না বলে অফিসারটি ব্লকহাউসটা ঘুরে গির্জায় যাওয়ার রাস্তাটায় এসে উপস্থিত হল। অফিসারটি হচ্ছে কর্নেল বেলিঙ্গার। মই বেয়ে গির্জার ঘণ্টাঘরে উঠতে লাগল সে। তার পায়ের সপাং সপাং শব্দ শুনতে পেল প্রহরী।

বেলিঙ্গার এখন উঠে এসেছে ওপরে। কামানের আঙ্‌টার ওপর থেকে ক্যানভাসটা টান মেরে খুলে ফেলল। সূর্যাস্তের আলোয় কামানের পেতলের নলটা ঝকমক করে উঠল। পেছনে সরে এসে দেশলাই জ্বালিয়ে দিল বেলিঙ্গার।

গর্জন করে উঠল কামান, কিন্তু একবার। ভ্যালির লোকেরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে গির্জার চূড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সন্ধ্যে

হওয়ার আগেই তারা রাস্তা দিয়ে এবং নদী পার হয়ে ছুটে আসতে লাগল দুর্গের দিকে। যারা হারকিমার দুর্গে পৌছে গিয়েছিল তারা গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে হেলমারের উন্মুক্ত বক্ষের দিকে তাকিয়ে ছিল। গাছের ডালের খোঁচা লেগে লেগে চাবুকের দাগের মতো সাদা চামড়াটা আঁচড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হেলমার আবার স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে। জীবনে বোধ হয় এতো ভাল আর কোনোদিই বোধ করে নি সে।

॥ ১২ ॥

একটি রাত—আর একটি সকাল

দুধ দোয়ানোর পক্ষে মিসেস ম্যাকক্লেনারের গোলাঘরটা বেশ একটি আরাম-দায়ক জায়গা। ভেতরটা ঠাণ্ডা আর ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। জানালা নেই একটাও—চারদিকে শুধু কাঠের দেয়াল আর মাথার ওপরেও কাঠের সিলিং। চারটে গরু পাশাপাশি সারি দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধুলোবালিতে ঘরটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। কেমন একটা শুকনো ধরনের মাটি-মাটি গন্ধ পাওয়া যায়। গরুগুলোর পেছন দিকের স্বল্প জায়গাটুকুর ওপর গোবর জমে বলে তার সঙ্গে গোবরের গন্ধটাও মিশে থাকে। ঘরের ভেতরে আওয়াজ নেই। শুধু গরুগুলোর মৃদু নিঃশ্বাস ফেলার আর বালতিতে দুধ দোয়াবার হিস্ হিস্ শব্দটুকু শোনা যাচ্ছে। মিসেস ম্যাকক্লেনার একটা গরুর জঙ্ঘা আর পঞ্জরের মধ্যবর্তী পার্শ্বদেশ দিয়ে তাঁর পাকা চুলওয়ালা অনাবৃত মাথাটা গলিয়ে দিয়ে দুধ দোয়াচ্ছিলেন। আর খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি রেখে দুধ দোয়াচ্ছিল গিল। একসঙ্গেই দুধ দোয়াতে বসেছে বটে, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছিল না। গমের বিরাট বিরাট গাদাগুলোকে ব্যারাক বাড়ির ছাদের তলায় বেঁধে বেঁধে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবার যে ফসল বেশ ভাল হয়েছে সে সম্বন্ধে দু'জনেই সচেতন এবং গর্বিত। মিসেস ম্যাকক্লেনার গর্ববোধ করছেন তার কারণ খামারটার তিনিই

মালিক। গিলের গর্ববোধ করার কারণ হচ্ছে যে মিসেস ম্যাকক্লেনার বলে-ছিলেন, এতো ভাল ফসল এই জমি থেকে ওঁরা আগে কখনো আর তুলতে পারেন নি। গিল জানে যে, এই সফলতার মূলে ওরই কৃতিত্ব রয়েছে। অতএব ওরা যখন এক-পায়া টুলের ওপর বসে সন্তুষ্টচিত্তে দুধ দোয়াবার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন সেই কামানদাগার আওয়াজটা এসে কানে পৌছল ওদের।

প্রথমে আওয়াজটা শুনেছে বলে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার পরেই বাড়ি থেকে অস্বাভাবিক রকম উচ্চৈঃস্বরে ডেইজি বলে উঠল, "ও মিসেস ম্যাকক্লেনার! দুর্গ থেকে কামানদাগার আওয়াজ হল। কামানের আগুনটা আমি দেখেছি! ও মেমসাহেব!"

গিলের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা মহিলাটিও উঠে পড়লেন। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে লম্বা মুখটাকে তিনি শক্ত করে রেখেছেন। মিসেস ম্যাকক্লেনার দেখলেন গিলের মুখটাও কী সাংঘাতিক রকম ফেকাশে হয়ে গিয়েছে।

"ওটা হচ্ছে বিপদসংকেত জ্ঞাপনের আওয়াজ," বলল গিল, "আক্রমণ করেছে।

"হ্যাঁ, একটা আওয়াজ।" ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরে মাথা নাড়ালেন তিনি।

"আমাদের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।"

আবারও তিনি মাথা নাড়িয়ে কথাটার সায় দিলেন। গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাথরের বাড়িটার দিকে দু'জনেই হেঁটে চলেছিল। "দৌড়চ্ছ কেন," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "দৌড়ে আমরা পেঁছতে পারব না সেখানে। লানার জন্য ভয় করো না, সে ভালই আছে।"

কিন্তু লানার সঙ্গে দেখা করতেই হবে ওকে। সে নিশ্চয়ই এখন বাচ্ছাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। ওর নামকরণ করা হয়েছে গিলবার্ট ম্যাকক্লেনার মার্টিন। বিধাবাটি হয়েছেন ধর্মমাতা।

রান্নাঘরে বসে গিলিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল লানা। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গিল দেখল লানার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির মধ্যে নিদারুণ আতঙ্ক। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় শান্তভাব ধারণ করে রয়েছে। গিল ভাবল, ভগবানের দয়ায় ঘাবড়ে যায় নি সে।

"গিল বলো, এখন আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত?"

"রাস্তা ধরে আমরা ডেটনে গিয়ে পৌছতে পারি। আমি বরং নদী পার হয়ে হারকিমারে যাওয়াই ভাল মনে করি। তাড়াতাড়ি পেঁছতে পারব। গাড়ি নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে।"

মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "বেশি জিনিসপত্র নেব না আমরা। নগদ টাকা আর কিছু ব্র্যাণ্ডি নিয়ে নিচ্ছি আমি! ডেইজি, গিলের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে পাথরের জাগে দুধ ভরে নে তুই। কখনো কখনো দুধ বেশ কাজে লাগে। টাটকা পাঁউরুটি আর শুয়োরের মাংসও খানিকটা নিয়ে আয়। ভয়ে চিৎকার করার কারণ নেই তোর। নিগ্রোদের খুলির ছালের জন্য পয়সা দেয় না ওরা। বুঝলি?"

"বুঝেছি, ম্যাডাম!"

বালতিটা তখনো সে নিজেই বহন করছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল গিল। দুটো কড়িকাঠের মাঝখানে পেরেকের মুখে রাইফেলটা ঝোলান ছিল। সেটা খুলে নিয়ে এসে বাড়ির ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। দরজা-জানালা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁর টাকাপয়সা, ব্র্যাণ্ডি আর নিজের কাপড়চোপড়ের সঙ্গে লানার জামাকাপড়ও নিয়ে নিলেন। রান্নাঘরের মেঝেতে বসে পুঁটলি বাঁধলেন তিনি। টাকাপয়সা আর ব্র্যাণ্ডির বোতলটা ঢুকিয়ে দিলেন পুঁটলির মধ্যে। একটা ঝুড়ির মধ্যে খাবার ভরে নিয়ে এল ডেইজি। বলল সে, "নতুন শুকনো কিশমিশ আর তাজা রাং নিলাম শুয়োরের।" তারপর গর্বের সঙ্গে বলল আবার, "শুকনো কিশমিশ আর শুয়োরের মাংস একসঙ্গে খেতে খুব ভাল।"

এর মধ্যেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল গিল। শুয়োর আর গরুগুলোকে বনের মধ্যে তাড়িয়ে দিয়ে এল। তার আগে গরুর গলা থেকে ঘণ্টাগুলোকে খুলে নিল সে। তারপর গাড়ির সঙ্গে ঘোড়াটা জুতে দিল। দরজার সামনে গাড়িটাকে এনে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ম্যাকক্লেনার ছুঁড়ে ছুঁড়ে জিনিসপত্রগুলো গাড়ির মধ্যে ফেলে দিতে লাগলেন। লানা তার ছোট গাউনটার বোতামগুলো ভাল করে লাগিয়ে নিল। বিবর্ণমুখে গিলের দিকে চেয়ে বলল সে, "গিলিকে দুধ খাইয়ে নিলাম। এখন আর কান্নাকাটি করবে না।"

"খুবই ভাল মেয়ে তুমি।" মন্তব্য করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

লানাকে হাতে ধরে গাড়িতে তুলে দিল গিল। গাড়ির পেছন দিকে উঠে পড়ল ডেইজি আর মিসেস ম্যাকক্লেনার। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনির দড়িটা লাগিয়ে দিল গিল। অতো অল্প সময়ের মধ্যে যা যা করা দরকার সবই করল ওরা। তারপর ঘোড়াটার মাথায় ধরে টানতে টানতে রাস্তার দিকে নিয়ে চলল গিল। রাস্তার ওপর উঠে আসতেই ওরা শুনতে পেল একজন বার্তাবহনকারী ডেটনের দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। দ্রুতগতিতে ওদের সামনে দিয়ে জিনের ওপর ঝুঁকে বসে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল সে। মনে হল ওদের কাউকে লক্ষ্য করল না।

এল্ডরিজ ব্লকহাউসের বিপদসংকেতের কামান থেকে শুধু একবারই ধুপ্ করে শব্দ হয়েছিল।

গিল ভাবল, "ওরা এখনো ভ্যালিতে এসে পেঁছয় নি।" বড় রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বেড়ার হুড়কো খুলে গাড়িটাকে গম খেতের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল সে। কেটে নেওয়ার পর গাছের গোড়াগুলো মাটিতে এখনো পোতা রয়েছে। তারই ওপর দিয়ে ধীরে নদীর দিকে এগিয়ে চলল ওরা। পুবদিকে যদিও এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে এবং খাল আর নদীর মোহনায় কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে তবু পশ্চিমাকাশের মেঘের তলা দিয়ে সূর্যাস্তের আবছা আলো এসে নদীর ধার পর্যন্ত পেঁছচ্ছিল। গাড়ি থেকে এরা চারজনই আবছা আলোয় মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল যে, দূরে সমতল জমির ওপর দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, উল্টোদিকের গাড়ির ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ, কি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ওদের কানে এসে পেঁছচ্ছে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছিল না বলে আসন্ন রাত্রির পরিবেশের মধ্যে একটা অসাধারণ নৈঃশব্দের সৃষ্টি হয়েছিল।

নদীর ধারে পৌছে গিল যখন ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিল ওরা তখন কোনো কথা না বলে নিজেরাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সামনের দিকটা ধরে ঘাটের কাছে নৌকোটাকে টেনে নিয়ে এল গিল এবং পেছন দিকে বিধবা মহিলাটিকে তুলে দিল সে। তারপর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে লানার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনারের কোলে তুলে দিল। নেংটি ইঁদুরের মতো চুপ করে শুয়ে ছিল সে। ওদের মনে হল, বাচ্চাটা যেন সবকিছুই বুঝতে পারছে। একেবারে পুরোপুরি নিশ্চল হয়ে অপরিচিত আকাশের দিকে চোখ দুটি খুলে

চেয়ে ছিল সে। তারপর নৌকোতে উঠল লানা। ঝুড়ি আর পুঁটলিগুলো তুলে আনবার সময় ডেইজিকে সাহায্য করল সে। এতো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল ডেইজি যে নৌকোটাকে প্রায় উল্টে দিয়েছিল। চর্বিওয়ালা শুয়োরের মাংসের দুটো খণ্ড যা সঙ্গে এনেছে তাতে নৌকার সামনের দিকটা গেল ভর্তি হয়ে। পেছন দিকের ধারের ওপর ডোরা কাটা পেটিকোটটা ওর ফোলা অবস্থায় ছড়িয়ে রইল। ফ্রেমে বাঁধানো যীশুখ্রীষ্টের ছোট একটা ছবি মহামূল্য সম্পদের মতো বুকের ওপর চেপে ধরে অনড় হয়ে বসে রইল সে। মাথায় বাঁধা ক্যালিকো কাপড়ের রুমালের তলায় মুখের রঙটা ওর ধূসর দেখাচ্ছে।

গিল আবার ওপরে উঠে গিয়ে গাড়ি থেকে ঘোড়াটাকে খুলে দিল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করবার পর ধাক্কা মেরে গাড়িটাকে ফেলে দিল নদীতে। ঘোড়ার সাজসরঞ্জামও ছুঁড়ে ফেল দিল জলে। নদীর মধ্যে গাড়িটাকে এখন জ্বালিয়ে দেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঘোড়াটার পাছায় চাটি মেরে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে সে নিজে নেমে পড়ল জলের ধারে। তারপর ধাক্কা মেরে নৌকোটাকে ভাসিয়ে নিয়ে এল জলের দিকে।

অতিরিক্ত বোঝাই হয়েছিল বলে খুব ধীরে ধীরে নৌকো বাইতে লাগল গিল। শান্ত নদীটার মাঝামাঝি জায়গায় এসে ঘোড়াটাকে শেষবারের মতো দেখবার জন্য পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলল সে। তীর থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘোড়াটাও থেমে গিয়ে পেছন ফিরে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘাবড়ে গিয়ে কান দুটো খাড়া করে রেখেছিল সে।

"আমাদের কি রওনা হওয়া উচিত না?" শান্তভাবে মন্তব্য করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনারের।

উজানের দিকে নৌকা বাইতে লাগল গিল। উইলো গাছের ছায়া নদীর জলের অন্ধকারের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভ্যালিটা এখনো নিস্তব্ধ। শুধু রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়ার আর নদীতে নৌকো বেয়ে চলার শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। ক্যাসলাররাও নৌকো বেয়ে পেছনে পেছনে আসছিল। ওদের এসে ধরে ফেলল ক্যাসলার।

গলার স্বর নিচু করে জলের ওপর দিয়ে জেকব ক্যাসলার জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা সবাই ভাল আছ তো?"

"হ্যাঁ। তোমরা?"

"যা পেয়েছি সবই নিয়ে এসেছি আমরা, আমার কাছে অবিশ্যি বন্দুকের বারুদ ছিল না একটুও।"

"ফোর্টে গেলে পাবে।"

মিসেস ক্যাসলার তার কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ ও তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল, "আমাদের গুলী আছে অনেক। এই বসন্তে জেক তৈরি করে রেখেছিল।"

তারপর আর কোনো কথাবার্তা না বলে ধীরে ধীরে নৌকো বেয়ে চলে যেতে লাগল ওরা।

বৃষ্টিশূন্য মেঘের খণ্ডগুলো ক্রমে ক্রমে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলল। নৌকো দুটো যখন হারকিমার দুর্গে এসে পেঁছিল তখন চারদিকটা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। দুর্গের গেট খোলা ছিল বটে, কিন্তু ভেতরে কোনো আওয়াজ নেই। গিল তার নৌকো থেকে সকলকে তীরে নামিয়ে দিয়ে নৌকোটাকে জল থেকে টেনে তুলে ফেলল ডাঙায়। বাচ্চকে কোলে নিল লানা আর ওরা তিন জনে অন্য জিনিসপত্র সব নিজেরাই বহন করতে লাগল। গেটের ভেতর দিকে ওরা জনসমাকীর্ণ চত্বরটায় এসে উপস্থিত হল।

এক ইঞ্চি খালি জায়গা নেই। দলে দলে লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাল বোঝাই গাড়িগুলো পড়ে রয়েছে তাদের পাশে। ঘোড়াগুলো ঘাবড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল ওরা। খবর জিজ্ঞাসা করল গিল। হেলমারের ধাবন সম্বন্ধে এই প্রথম খবর শুনল সে। এবং শেষ পর্যন্ত ব্র্যাণ্ট যে আক্রমণ করতে আসছে সেই খবরটাও জানতে পারল গিল।

উত্তরদিকের প্রাচীরের কাছে একটা চালাঘর খুঁজে বার করল সে। পুরো ঘরটা পেল না। মিসেস উইভার আর কোবাসও থাকবে সেখানে। ওরা দেখল, চত্বরটার ঠিক উল্টো দিকে অন্য একটা চালাঘরে ক্যাপটেন ডিমুথ তার স্ত্রীর জন্য বিছানা পেতে দিচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে মেরী রিয়েল।

ওদের দিকে চেয়ে আগ্রহহীন স্বরে "হ্যালো" বলল মিসেস উইভার। তাকে শুকনো আর কৃশ দেখাচ্ছে। মেরী রিয়েল যে ক্যাপটেনের স্ত্রীর কাছে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল সেই দিকে তাকিয়ে ছিল মিসেস উইভার। ভীষণ ভাবে অস্বস্থা বোধ করার ছায়া পড়েছে তার মুখের ওপর। মায়ের কাছে আসবার আগে জন যে মেরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তাতে সে কোনো

রকম মতামত প্রকাশ করল না। কোবাসকে এক পাশে ডেকে এনে গিল তাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল যে, জর্জ উইভারের কোন খবর পেয়েছে কি না।

মাথা নাড়িয়ে কোবাস্ বলল, "না। তবে তিনি মরে গিয়েছেন বলে মনে হয় না আমাদের।"

গলার স্বর উঁচুতে তুলে এমা উইভার বলল, "আমরা জানি না। বন্দীদের জন্য ওরা যে দাম দেয়, মাথার খুলির ছালের জন্য সেই একই দাম দেয়।" জনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মিসেস উইভারই বলল, "আমরা বেশ ভাল আছি। আমার সুখ-সুবিধা যা দেখবার কোবাসই দেখতে পারবে।"

গিল দেখল, ঘরের কোনায় লানা বেশ গুছিয়ে বসেছে। ওর পাশে রয়েছেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। লানার গালে চুম্বন করে গিল বলল, "তোমরা বসো। আমি যাই বেলিঞ্জার কিংবা ডিমুথের সঙ্গে কথা বলে আসি।"

চত্বরটা এবার লোকজনের চাপা কণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সবাই যেন আড়মোড়া ভেঙে সজাগ হয়ে উঠেছিল। এমনসময় কর্নেল বেলিঞ্জার সহসা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "এখান থেকে ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হবে।", তারপর গিলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই কর্নেল বলল, "এই যে মার্টিন, ঘোড়াগুলোকে বার করে দেওয়ার কাজটা তুমিই নাও। গাড়ি আর ঘোড়া একটাও যেন এখানে পড়ে না থাকে। এক্ষুনি সরিয়ে ফেলো।"

"আমার ঘোড়াটা আমি রেখে দেব," কে একজন প্রতিবাদ করে বলে উঠল, "ইণ্ডিয়ানরা আমার গরু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।"

"আমি তো বলেছি সবগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে। চত্বরের মধ্যে কোনোরকম ভিড় চাই না আমরা। ঘোড়া রাখবার মতো জায়গা নেই। ভয় পেয়ে ওরা যদি পা ছুঁড়তে থাকে তা হলে আঘাত পেতে পারে কেউ। সরিয়ে নিয়ে যাও। মহিলারা যাঁরা আছেন......" দুর্গের সর্বত্র যাতে কণ্ঠস্বরটা পৌঁছয় সেই ভাবে চিৎকার করে বেলিঞ্জার বলল, "যতক্ষণ না চত্বরটা আমরা ভিড়মুক্ত করতে পারছি ততক্ষণ তাঁরা হয় ঘরের চালাঘরগুলির মধ্যে বসে থাকুন, নয়তো গির্জার মধ্যে চলে যান। যদি গুলী ছোড়া শুরু হয় তা হলে স্ত্রীলোকরা আর ছেলেপেলেরা সবাই গিয়ে গির্জার ভেতরে আশ্রয়

নেবে। হাসপাতালের লোকদের জন্য সামনের দিকের বেঞ্চিগুলো যেন খালি থাকে। যাদের বন্দুক আছে তাদের যদি কাজ দেওয়া না হয়ে থাকে তা হলে তারা যেন পুবদিকের ব্লকহাউসে গিয়ে ক্যাপটেন ডিমুথের সঙ্গে দেখা করে।" ওরা যখন শব্দ না করে ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম সব খুলতে লাগল বেলিঞ্জার তখন মাঝখানে এসে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঘোড়া আর গাড়িগুলোকে তাড়াতাড়ি গেটের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে গেল ওরা। গাড়ি থেকে ঘোড়াগুলোকে আলগা করে ছেড়ে দিল। ঘোড়া জোতবার দণ্ডগুলো বিরাট্ আওয়াজ করে পড়ে গেল মাটিতে। পনরো মিনিটের মধ্যে গিল ফিরে এসে বলল যে, বেড়ার বাইরে সবগুলো ঘোড়াকেই বার করে দেওয়া হয়েছে। বেলিঞ্জার আবার উচ্চৈঃস্বরে বলল, "আরো একটা কথা আছে।" আগুনের আলো তার মুখের ওপর পড়েছে। যতক্ষণ না সবাই তার দিকে মনোযোগসহকারে দৃষ্টি ফেলল ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর বলল, "ইণ্ডিয়ানরা কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আমরা তা জানি না। রাত্রির অন্ধকার খুবই গাঢ় এবং নদী থেকে কুয়াশাও উঠতে আরম্ভ করেছে। আমরা শুধু তাদের পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারব। সুতরাং ঘরে গিয়ে আপনাদেরও নিঃশব্দে বসে থাকতে হবে। কথা বলবেন না। বাচ্চা যদি কাঁদে এবং তার কান্না যদি বন্ধ করতে না পারেন তা হলে তাকে গির্জার ভেতরে নিয়ে গিয়ে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ফেলবেন।"

ঘুরে দাঁড়াতেই ডিমুথের সঙ্গে দেখা হল তার। তাকে খুব শান্ত মনে হল। তার বিষণ্ণ লম্বা মুখ আর চওড়া কাঁধ দুটি আগুনের আলোয় বিশাল আয়তনের একটা ছায়া ফেলেছে। অরিসক্যানিতে ডিমুথ যে ঢালুর পথ দিয়ে হারকিমারকে টানতে টানতে ওপরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই কথাটা মনে পড়ল গিলের।

বেলিঞ্জার ডিমুথকে বলল, "এখান থেকে ঘোড়াগুলোকে বাইরে বার করে দিয়ে এসেছে মার্টিন। তোমার লোকজনরা সবাই এসে গিয়েছে তো, মার্ক?"

ডিমুথের কণ্ঠস্বরে ক্লান্তির ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মুখের ওপর তার কোনো চিহ্ন নেই।

বলল সে, "হ্যাঁ এসে গিয়েছে।"

"আর কতক্ষণ আগুনটা আমাদের জ্বালিয়ে রাখা উচিত বলে মনে হয় তোমার ?"

"এখুনি নিবিয়ে দেওয়া উচিত। গত দশ মিনিটের মধ্যে কেউ আর আসে নি। প্রত্যেকের হিসেব রাখা সম্ভবও নয়। কেউ কেউ হয়তো ডেটন দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এল্ডরিজ থেকে কেউ আসবে বলে মনে হয় না।"

বেলিঙ্গার বলল, "দশ মিনিটের মধ্যেই আলো নিবিয়ে দিতে বলছি আমি। সবাইকে আগে সতর্ক করা দরকার।"

চিৎকার করে বেলিঙ্গার যখন সতর্ক করছিল, গিল তখন পাহারাওয়ালাদের ঘুরে বেড়াবার পথটার দিকে মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে। জন উইভারের সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময় সে দেখল, ছেলেটার মুখ একেবারে ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। দাঁতের ওপরে দাঁত চেপে ধরেছে।

"হ্যালো, জন।" বলল গিল। "হ্যালো, মিস্টার মার্টিন।" বলল জন।

তলার চাতালে বেলিঙ্গার আর ডিমুথ গেটের কাছে সরে এসেছিল। এখন তারা গেট বন্ধ করে দিচ্ছিল। দু'জন লোক সাহায্য করছিল তাদের। গেটের পাল্লা দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল। এবং ধাতুপাতগুলোতে ঘষা লেগে গেল। বিরাট আওয়াজ করে হুড়কো তিনটের মুখ পড়ে গেল দরজার গর্তের মধ্যে। ভেতরের আলো বন্ধ হয়ে গেল বলে বেড়ার বাইরে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। পশুগুলো একসঙ্গে হয়ে গেটের দিকে চেয়ে ছিল। এখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নাকী কান্নার মতো আওয়াজ করতে লাগল। শব্দটা পরিচিত বটে, কিন্তু কোনো কারণে এখন এটা ভীতিকর বলে মনে হল।

গিল দেখল যে, অ্যাডাম হেলমারের ঠিক পরের জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে আছে সে। করমর্দন করল ওরা। মৃদুভাবে হেসে উঠল হেলমার। "মোহকদের কাছ থেকে আমার পালিয়ে আসার গল্পটা শুনেছ কি ?" জানতে চাইল সে।

গর্বে যেন ফেটে পড়ছিল অ্যাডাম। এমন একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে যা ওর পক্ষে খুবই ছোট। ওর গায়ের মাপে একটা শার্টও পাওয়া যায়নি জার্মান ফ্ল্যাটে। একটা খোঁটার গায়ে সহজেই হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। একটা ধার করা রাইফেল ঠেকনো দিয়ে ধরে রেখেছে। নিচু স্বরে ধাবনের গল্পটা

বলতে লাগল সে। প্রতিটি ইণ্ডিয়ানকে পেছনে ফেলে আসবার গল্পটা নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে যেতে লাগল। যে-গাট্টাগোট্টা লোকটি মাটিতে বসে পড়ে কুঠার দিয়ে আঘাত করেছিল তার সম্বন্ধে গল্পটা একটা সেরা গল্প হয়ে উঠল। "মনে হচ্ছিল লোকটা যেন কাঁদছে," বলতে লাগল হেলমার, "অবিশ্যি তাকে আমি দোষ দিই না। আমার মাথার ছালটি তো একটা কম বড় লোভ নয়।" মাথা নাড়িয়ে হলদে চুলগুলোকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাসতে লাগল সে।

"আগুন নিবিয়ে দেওয়ার পর কেউ কথা বলতে পারবে না," চিৎকার করে বেলিঙ্গার বলল, "কথাটা শুনে রাখো। কেউ যদি মুখে বন্ধ করে থাকতে না পারে তা হলে সে বরং এখান থেকে বেরিয়ে যাক।"

দু'জন লোক বিরাট্ আকারের একটা কেট্‌লি টানতে টানতে নিয়ে এসে আগুনের ওপর উপুড় করে জল ঢেলে দিল। মনে হল, আগুনটা যেন ফেটে বেরিয়ে এসে চারদিকে বাষ্প ছড়িয়ে দিল। হিস্ হিস্ শব্দ শুনে এবং বাষ্পের গন্ধ পেয়ে ঘনতর অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলো আবার নাকী কান্নার মতো আওয়াজ করে উঠল। তারপর আতঙ্কপীড়িত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ওরা।

দুর্গের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় এবং শব্দহীন। লানার মনে হল, এতক্ষণ যে-সব লোকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তারা যেন মৃত। মিসেস ম্যাকক্লেনার যতক্ষণ না হাত বাড়িয়ে দিলেন ততক্ষণ সে গিলিকে বুকের ওপর চেপে ধরে একেবারে নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। ভাবছিল পৃথিবীতে তার পাশে বুঝি আর কেউ নেই। তারপর দুটি স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করে বসে রইল।

কোবাস তার মায়ের কানে ফিসফিস করে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না ওরা কেন আমায় একটা বন্দুক দিচ্ছে না।"

"চুপ। চুপ করে থাক।" ভীষণ জোরে ধমকে উঠল মা। তারপর অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে জর্জের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল সে। সেই সর্বনাশা দিনটাতে স্কাইলারে গিয়েছিল জর্জ। একটা কাজের সন্ধান পেয়ে খোঁজ করতে গিয়েছিল সে। ভেবেছিল কাজটা জোগাড় করে জনকে অবাক করে দেবে।

মিসেস ডিমুথ একটি বাধ্য মেয়ের মতো কম্বলের ওপর চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে হাত দুটো ফেলে রেখেছেন বুকের ওপর। অদ্ভুত একটা ধারণা জন্মেছে তাঁর মনে। তিনি ভাবছিলেন, ন্যানসিকে লাথি মারার পরে তাঁর হাত দুটো বেঁধে রেখেছিলেন স্বামী। এখনো যেন বাঁধা অবস্থায়ই রয়েছে। নিজে জামা-কাপড় পরবেন না, এমন কি নিজের হাতে খাবেনও না। সবকিছু করে দেওয়ার দায়িত্ব মেরীকেই নিতে হয়েছে। কিন্তু মেরীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন তিনি। মন থেকে ভয় এখন দূর হয়ে গিয়েছে। শুয়ে শুয়ে একটা স্তবগানের টুকরো গুনগুন করে গান করছিলেন মিসেস ডিমুথ। মেরী তাই শোনবার জন্য মাঝে মাঝে ঝুঁকে বসছিল তাঁর দিকে। একটা লাইন সে শুনল: "শক্তিশালী দুর্গই হচ্ছে আমাদের ভগবান।" মেরীর মনে পড়ল এই গানটা গাইতে বাবা কত ভালবাসতেন। সবসময়েই গানটা তিনি জার্মান ভাষায় গাইতেন। আশ্চর্য রকম গভীর কণ্ঠ থেকে প্রতিটি কথা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত। মিসেস ডিমুথ যখন নীরসকণ্ঠে স্তবগানটা গাইতে লাগলেন মেরীর চোখের কোনায় তখন অশ্রুবিন্দু জমে উঠল। তারপর কীট-পতঙ্গের কণ্ঠস্বরের মতো অত্যন্ত পাতলা গলায় করুণসুরে গান করতে লাগলেন তিনি:—

"তটিনী এবং উইলোর ফাঁকে
ছিলুম দাঁড়িয়ে যখন,
দেখতে পেলুম আমার নাগর
ঘোড়ায় চলেছে তখন……"

এমন করুণসুরে গান করতে লাগলেন তিনি যে, মেরী তার হাঁটু দুটোকে আঁটভাবে জড়াজড়ি করে ধরে মুখ তুলে প্রহরারত জনকে দেখবার চেষ্টা করল একবার। কিন্তু আগুনটা নিবে গিয়েছে বলে কিছুই সে দেখতে পেল না। জন আর নিজের কথা ভেবে বিষণ্ন বোধ করতে লাগল। নগদ পয়সা রোজগার করবার মতো কোনো কাজ জোটানো ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। শুধু খাওয়া আর থাকার বদলে ফসল কাটার পুরো সময়টা কাজ করেছে জন। ওর সঙ্গে যখনি দেখা করতে আসত তখনি ওকে হাসিখুশী দেখাত। মেরী ভালভাবে কাজকর্ম করছে বলে সুখী বোধ করত সে। জন নগদ টাকা

রোজগার করতে পারছে না, অথচ সে নিজে করছে বলে মেরী সব সময়েই নম্র ব্যবহার করত। কখনো অহংকার প্রকাশ করত না।

অতীতে আমায় অবহেলা কেন
করেছিলে ভগবন,
মৃত্যু নিকটে এসেছে, বলছ
প্রেমের কথা এখন ?
উইলোর পাতা শুকায় যদি, বা
হৃদয়ে আসে মরণ,
নদী শুকালেও মোর ভালবাসা
পাবে না অন্যজন।

মিসেস ডিমুথের ক্ষীণকণ্ঠের গান শুনে মেরীর মনে জনের প্রতি ভালবাসা উথলে পড়তে লাগল। ভগবানকে সত্যি সত্যি একজন মানুষের মতো ভেবে নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলল যে, তিনি যেন জনের ভালমন্দের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অন্ধকারের মধ্যে সে তার শীর্ণ হাতখানা মিসেস ডিমুথের কপালের ওপর রাখল এবং তারপর ধীরে ধীরে তাঁর মুখের ওপর হাত বুলতে লাগল। একটু পরেই গান গেল থেমে এবং তার এক মুহূর্ত পরে মেরী অনুভব করল হাতটা তার ভেজাভেজা ঠেকছে।

পুবদিকের ব্লকহাউসের পাশে বেলিঙ্গার আর ডিমুথ নিচুস্বরে কথাবার্তা বলছিল। ব্র্যাণ্ট আর ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল এরা। সাতাশি জন সশস্ত্র লোক আছে এখানে। ডেটন দুর্গে ষাট জনের থাকবার কথা। সবচেয়ে বিপদের জায়গা হচ্ছে লিট্‌ল স্টোন অ্যারাবিয়া স্টকেড। সেখানে মাত্র কুড়ি জন লোক আছে। কিন্তু এদের বিশ্বাস ব্র্যাণ্ট আক্রমণ চালাবে শুধু জার্মান ফ্ল্যাটের ওপর। সবসুদ্ধ একশ চল্লিশটি পরিবার আছে ফ্ল্যাটগুলোতে। এর মধ্যে এল্ডরিজ উপনিবেশের আটটি পরিবার আর চৌদ্দ জন লোকও আছে। যারা পনরো বছরের ওপরে তাদেরই পুরুষ বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্র্যাণ্টের সৈন্যসংখ্যা

সম্বন্ধে এদের কোনো ধারণা নেই। জানবার উপায়ও কিছু নেই। জো বোলিয়ো ছাড়া এদের সন্ধানকারী দলটির সবাই এসে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। যথার্থ প্রতিরোধের মূল অংশই হচ্ছে এইসব সন্ধানকারীরা। এখন কাউকে বাইরে পাঠাবার ঝুঁকি নিতে পারে না এরা! বোলিয়ো নিশ্চয়ই যোগাযোগের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডেটন দুর্গে চলে গিয়েছে।

মজুত বারুদ যা আছে তা দিয়ে এক সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই কুলিয়ে যাবে; যদিও চাহিদা অনুযায়ী বারুদ ওরা অলব্যানি থেকে পাঠায় না। অবিশ্যি গুলী আছে অনেক। জরুরী খবর দিয়ে একজন বার্তাবহনকারীকে চেরী ভ্যালিতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে ম্যাসাচুসেটস্ সেনাবাহিনীর একটি দল নিয়ে তাঁবু ফেলেছে কর্নেল অ্যালডেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে দু'দিনের মধ্যে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করে না এরা। সাহায্য আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত নয়। নিজেদের শক্তির ওপরেই নির্ভর করতে হবে। সবচেয়ে আশার কথা হচ্ছে যে, বেড়ার ভেতর থেকে গুলী-গোলা চালালে ইণ্ডিয়ানরা তার সম্মুখীন হতে পারে না।

কথা বলা যখন বন্ধ করল এরা দুর্গটা তখন নিস্তব্ধ এবং এদের চারদিকে ঘন অন্ধকার। কোথাও আলো জ্বলছে না। আকাশে একটা তারা পর্যন্ত নেই যে বেড়ার সীমারেখাটা দেখা যেতে পারে। সবকিছু নিশ্চল হয়ে আছে— শুধু ভবঘুরের মতো ভেজা কুয়াশা ঘুরতে ঘুরতে মুখের ওপর এসে লাগছে।

সান্ত্রীদের প্রহরা দেওয়ার পথটা পর্যবেক্ষণ করবায় জন্য সবচেয়ে কাছের মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল ডিমুথ। সবকটি লোকই সজাগ হয়ে ছিল। ডিমুথ যখন ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন ওরা ফিসফিস করে বলল যে, শত্রুদের আওয়াজ কোথাও শোনা যাচ্ছে না। নিজের কানে শোনবার জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল ডিমুথ। হেঁটে হেঁটে একটা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছিল, শুধু তারই মন্থর পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। শব্দটা খুব কাছেই মনে হল, কিন্তু ঘোড়াটাকে একেবারেই দেখতে পাওয়া গেল না।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে আবৃত রাত্রিটা যেন ক্লান্তিভারে পা টেনে টেনে প্রহর অতিক্রম করে চলেছে। এর বুঝি শেষ নেই আর। গিলের মনে হল, ভোর

হয়ে আসছে। ঠিক এই সময় মৃদুভাবে ঘোড়ার নিঃশ্বাস ফেলায় আওয়াজ এল ওর কানে। আস্তে হেলমারকে ঠেলা মারল সে। কিন্তু আওয়াজটা হেলমারও শুনেছিল।

ফিস ফিস করে বলল সে, "যদি ইণ্ডিয়ান হতো তা হলে ঘোড়াটা দৌড়তে আরম্ভ করত।"

কয়েক মিনিট পর্যন্ত চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। তারপর শুনল কে যেন শিস দিচ্ছে।

দৃঢ় হয়ে বসে অ্যাডাম ঠিক সেই একই স্বরে শিস দিল। স্বীকৃতিসূচক প্রত্যুত্তর ফিরে এল বাইরে থেকে।

"জো এসেছে," বিড়বিড় করে বলল অ্যাডাম, "দুর্গের নির্গমপথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"

বেড়ালের মতো আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ওখান থেকে নেমে পড়ল সে। তারপর গেটের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। সেখানে বেলিঙ্গারকে দেখতে পেয়ে বলল যে, জো বোলিয়ো ফিরে এসেছে। দু'জনে মিলে নির্গমপথের দরজাটা খুলে ফেলল। অন্ধকারের প্রতিমূর্তিটির মতো দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল বোলিয়ো।

"কি করছিলে তুমি?" জিজ্ঞাসা করল অ্যাড্যাম।

"কে? অ্যাডাম তুমি? তোমার ঠাকুরমায়ের মাসীর সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলাম। বেলিঙ্গার কোথায়?"

"এই তো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।" অন্ধকারের মধ্যে দাঁত বার করে হেসে উঠে অ্যাডাম জিজ্ঞাসা করল, "মোহকদের পেছনে ফেলে আমি যে দৌড়ে চলে এসেছি তার খবর শুনেছ?"

"না।" বলল জো। বেলিঙ্গারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। খবর জিজ্ঞেস করতেই বেলিঙ্গারকে বোলিয়ো বলতে লাগল, "ব্রাণ্ট শুমেকারের ওখানে এসে উঠেছে। সৈন্যসংখ্যা অনেক। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার যে, এদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে সাদা চামড়ার লোক। গুনে দেখিনি বটে, কিন্তু মনে হয় সব মিলিয়ে শ পাঁচেক হবে। রাত্রির প্রথম দিকে ওখানেই তাঁবু ফেলেছিল। ঘণ্টা দুই আগে ভ্যালি দিয়ে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। ভাবলাম আমি বরং ফিরে এসে একটু ঘুমিয়ে নিই এই সুযোগে।

বেলিঙ্গার জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কি দলবদ্ধ হয়ে আসছে ?"

"না। অনেকগুলো দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে মনে হয় দুর্গের ওপর আক্রমণ চালাবে না।"

"বলতে পারি না।" বলল জো।

"হেলমার, তুমি এবার তোমার জায়গায় গিয়ে বসো।"

"তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো, জো," "হেলমার বলল, "সেই গল্পটা তোমায়..."

"চুলোয় যাক তোমার গল্প," জো বলল, "এক গেলাস জল পাব কোথায় ?"

জো-র খবরটা প্রত্যেকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অন্ধকারে পেঁচা যেমন উড়ে উড়ে চলে ঠিক তেমনিভাবে বেড়াটার চারদিকে একের কান থেকে অপরের কানে গিয়ে পৌছল। মেয়েরা আর ছেলেপেলেরা শুনতে পেল তাদের মাথার ওপরে লোকজনেরা পা ঘষে ঘষে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন তার পরের লোকটির কানে কানে কথাটা বলে এসে আবার ফিরে আসছে নিজের জায়গাটিতে। কিন্তু মেয়েদের কাছে খবর দেওয়ায় দরকার বোধ করল না কেউ। আলোবাতাসহীন অন্ধকার চালাঘরে শুয়ে শুয়ে কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ তাদের সতর্ক করল না।

লানা অনুভব করলে, তার কোলের ওপর জেগে উঠেছে গিলি। প্রথমে পিঠের দিকটা একটু শক্ত করল, তারপর মায়ের উরুর দিকে মাথাটা হেলিয়ে ঝাঁকি মারল দেহে। দুধ খাওয়ার জন্য এবার সে কাঁদতে আরম্ভ করবে। ভোর হওয়ার আগেই দুধ খেতে চায় বাচ্চাটা। সাংঘাতিক চাহিদা আর খায়ও প্রচুর পরিমাণে—রীতিমতো একটা মোরগের মতো বললেই হয়। গিলিকে আদর করতে করতে মিসেস ম্যাকক্লেনারকে ফিসফিস করে কথাটা বলল লানা। তিনি তখন লানার ঘাড়ের কাছ থেকে নিজের মুখটা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। গিলি যখন প্রথম চিৎকার করবার জন্য হাঁ করল তখন সে বুঝতে পারল, এরই মধ্যে মুখের ভেতরে তার দুধের বোঁটাটা ঢুকে গিয়েছে। অবাক হয়ে এমন জোরে মুখটা বন্ধ করল যে, শব্দটা প্রায় হাততালির মতো শোনাল। অল্প একটু ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে পূর্ণোদ্যমে সশব্দে চুষে চুষে দুধ খাওয়ার মধ্যে মনোনিবেশ করল সে। নাক দিয়ে জোরে শব্দ করে

আনন্দ প্রকাশ করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। বললেন, "বাপরে, খুদে যোদ্ধা একটি!"

সমস্ত রাত অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে পিঠটা ব্যাথা করছিল লানার ছেলেটাকে নিজে নিজে দুধ খেতে দিয়ে একটু আলগা হয়ে বসল সে। অন্য দিকে মনোযোগ দিতে পারল বলে খুশীই হল লানা। সমস্ত রাত্রির মধ্যে দুধ খাওয়ানোর কাজটাই শুধু করতে হল ওকে। বসে বসে কান পেতে আওয়াজ শুনতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল।

একটা মোরগ ডেকে উঠল।

কণ্ঠস্বরটা এতো পরিচিত মনে হল যে, অনেকেই ভাবল, তাদের খামার থেকে মোরগটা ডাকছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ডাকল তখন কণ্ঠস্বরটা আলাদা রকমের বলে মনে হল, কুয়াশা ভেদ করে বহু দূর থেকে আওয়াজটা আসছে। তখুনি আবার দ্বিতীয় একটা মোরগ ডেকে উঠে প্রত্যুত্তর দিল, তারপর শুরু করল তৃতীয়টি।

ভ্যালির এদিক-ওদিক থেকে মোরগের ডাক শুনে ডিমুথ ভাবল কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। ঘাড় বার করল সে। গির্জায় গোলন্দাজরা কামান দাগার জন্য পলতে জ্বালিয়ে রেখেছিল। তারই আলোয় ডিমুথ দেখল যে, চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। ভোর হতে আর প্রায় ঘণ্টা দেড় বাকী।

মই বেয়ে গির্জার ঘণ্টাঘরে উঠে গেল সে। ওখান থেকে আরো অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যখন সে ওপরে উঠছিল তখন অনেক দূরে ভ্যালি থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

ঘণ্টাঘরের কড়িকাঠের তলায় কামানটার পাশে এসে দাঁড়াল ডিমুথ। আগে আগে এই কড়িকাঠের সঙ্গে গির্জার ঘণ্টা বাঁধা থাকত। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগল ক্যাপটেন। কোথাও কোনো মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু সেই কুকুরটা প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। তারপর হঠাৎ সে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল এবং চিৎকার করতে করতে দূরে সরে যেতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডিমুথের বিভ্রান্তি গেল কেটে। পশ্চিমদিকে কুয়াশার

মধ্যে আলোর লাল লাল দীপ্তিগুলোর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। ভেজা হাওয়ার মধ্যে সেগুলো ব্যাহত হয়ে এক-একটা গোলকের মতো আকার ধারণ করছে। ওদের অবস্থানটা ধার্য করতে গিয়ে ডিমুথ দেখল, তাদের পেছনে আরো কতক-গুলো আলোর গোলক এসে উপস্থিত হল। তারপর যেন অপ্রত্যাশিত মুষ্টাঘাতে চঞ্চল হয়ে ডাইনে, বাঁয়ে, দুর্গের উত্তরে এবং দক্ষিণে লাফাতে লাগল ওরা। শেষ পর্যন্ত পুবদিকেও দেখা গেল ওদের। মনে হল, কতকগুলো অলীক মায়া-গোলক যেন চারদিক থেকে দুর্গটাকে ঘেরাও করে ফেলল।

এমনভাবে দৃশ্যটার মধ্যে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল ডিমুথ যে, তারই ঠিক তলাতেই প্রহরীরা যে নড়াচড়া করছে তাও সে টের পেল না। কিন্তু ওদের কথাবার্তা যখন তার কানে এসে পৌছল তখন হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল সে।

"বুঝলে, ওটা হচ্ছে গিয়ে রিটারের গোলাবাড়ি।"

"কোন্‌টা ?"

"ঐ যে ছোটটা, অন্যটার ঠিক ডান দিকে—এবং ওটার একটু পেছনে।"

আলোর গোলকগুলো এবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক-একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হল। মনে হল যেন বাতাসের সৃষ্টি করল ওরা। কারণ হঠাৎ পশ্চিমদিক থেকে হাওয়া এসে কুয়াশার আব্রুটাকে ধীরে ধীরে দুর্গের পাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল লিট্‌ল্‌ ফল্‌সের দিকে। সেখানে কুয়াশার প্রাচীর তৈরী হল একটা। নিচের দিকে আবার দৃষ্টি ফেলতেই পাহারা দেওয়ার পথটা পরিষ্কার দেখতে পেল ডিমুথ। আগুনের আলো এসে চত্বরের মাঝখানে কুয়োটাকে ঘিরে ফেলেছে। এমন কি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটার মধ্যে যেন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। পুরুষদের কথাবার্তা শুনে মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। যদিও এখনো বিপদে পড়ে নি, ডিমুথ তবু দেখল মেয়েদের মুখগুলো মলিন এবং বিপদের সম্ভাবনায় কষ্ট পাচ্ছে খুব। তারপর মই বেয়ে ওরা পাহারা দেওয়ার পথটার ওপরে উঠে যেতে লাগল। জায়গা বদলে বদলে যে যার পরিবারের পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত ভ্যালির দিকে তাকিয়ে রইল।

পুরো ভ্যালিটাই আলোকিত হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলোকে

আলাদা ভাবে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গাছগুলোর দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। হঠাৎ আগুন লাগলে যেমন হয় ঘরবাড়ি আর গোলা-ঘরগুলোর আকারও ঠিক সেই একই রকম দেখাচ্ছে। আগুনের শিখা উর্ধ্বগামী হবার পর মনে হল ঘরবাড়িগুলো ধসে পড়ল এবং একটু পরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আগুনের মধ্যে। দুর্গের দর্শকরা কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু গলার আওয়াজ বন্ধ হয়নি। বিনাশকারীদের প্রথম এই চোখের সামনে দেখতে পেয়ে কণ্ঠপথে উচ্চারিত অস্পষ্ট একটা অসহায়তার শব্দ বার করছিল গলা দিয়ে।

ইণ্ডিয়ানদের ছায়াবৎ আকারগুলো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। একটা আগুন থেকে অন্য একটা আগুনের দিকে সবেগে দৌড়ে দৌড়ে যাওয়া-আসা করছিল তারা। পাখির ঝুঁটির মতো শিরস্ত্রাণগুলো শোভা পাচ্ছে আর আবরণহীন ঘাড়গুলো আগুনের সামনে চক্‌চক্ করছে। শ্বেতকায় লোকদের ছায়াগুলো ওদের চেয়ে একটু অস্পষ্ট। তাদের চলাফেরার মধ্যে একটু সংযতভাব। আগুনের সামনে দিয়ে ছোটাছুটি করছে তারা, কিংবা থেমে গিয়ে মুহূর্তের জন্য চেয়ে থাকছে আগুনের দিকে। তারপর আবার দৌড়ে যাচ্ছে। গুলী ছোড়ার আওয়াজ এখনো শোনা যায় নি।

মাঝে মাঝেই অন্ধকারের মধ্যে বিনাশকারীদের একটা দলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হাতে জলন্ত কাঠ নিয়ে রাস্তা ধরে এমন ভাবে এগিয়ে গেল যেন আলো জ্বালিয়ে আশাপাশের মানচিত্রটা দেখবার চেষ্টা করছে তারা।

দুর্গের পাহারা দেওয়ার পথের ওপর থেকে একজন লোক চিৎকার করে বলল, "হায় ভগবান, আমার গমের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিল ওরা!"—খোঁটার ওপর দিয়ে মুখটা এগিয়ে ধরল সে। যেন দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না সেই ধরনের ভঙ্গী তার চোখে। তার পাশে একটি স্ত্রীলোক বর্শার মতো দেহটাকে শক্ত করে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ বন্ধ করে বেড়ার বাইরের দিকে এমন ভাবে মুখটা ধরে রেখেছে, যেন গর্জনশীল আগুনের শিখাটা সে চোখ দিয়ে দেখছে না, দেখছে চোখের পাতা দিয়ে। নিজের মনেই বিড়বিড় করছিল লোকটা। এবার তার বিড়বিড় গেল বন্ধ হয়ে। ধীরে ধীরে সমস্ত দুর্গটা এমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল যে, অপেক্ষাকৃত সন্নিকটের আগুনগুলোর পোড়ার শব্দ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। ইণ্ডিয়ানরা ওখানে এতো ব্যস্ত

হয়ে আছে যে দুর্গের দিকে মনোযোগ দিতে পারছিল না। কিন্তু অবরোধ-কারীরা যদি দুর্গ থেকে আক্রমণের আভাস পায় এবং প্রথম গুলী ছোড়ার শব্দ শোনে তা হলে পুরো দলটি এসে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখানে তাতে আর সন্দেহ নেই। সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের বাড়িঘর দ্রুত ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখা ছাড়া আর কিছুই এরা করতে পারল না।

নদীর ওপারে দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল গিল। এরই মধ্যে পুবদিকে এল্ডরিজ উপনিবেশ পর্যন্ত আগুন জলতে আরম্ভ করেছে। ব্লকহাউসের খাটো মতো মিনারটা খোদাই করা নক্সার মতো ভেসে উঠেছে আগুনের সামনে। ঘণ্টা-খানিক পরে গিল দেখল যে, মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারে এই সবে আগুন জলতে শুরু করল।

এক মুহূর্তের মধ্যেই গোলবাড়িটাকে চিনতে পারল সে। তারপর কাঠের গাড়ি আর বিরাট্ বিরাট্ দুটো গমের গাদায় আগুন জলে উঠতে দেখল। এমন ভীষণভাবে জলতে লাগল যে, দু-এক মিনিটের মধ্যেই সবগুলো আলাদা আলাদা আগুন মিলেমিশে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে গোটা ছয় লোক তার পুরো বছরের পরিশ্রমের ফসল দিল পুড়িয়ে। এই বছরই সবচেয়ে ভাল ফসল জন্মেছিল মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারে। গিল অনুভব করল, আর যদি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে তা হলে সে শিশুর মতো কেঁদে উঠতে পারে।

একসঙ্গে কতকগুলো গুলী ছোড়ার আওয়াজ হতেই গিলের মনোযোগ ভঙ্গ হল। আওয়াজটা এল ডেটন দুর্গের দিক থেকে। সেখানে এরই মধ্যে অনেকগুলো গ্রাম জালিয়ে দিয়েছিল ওরা। এখান থেকে ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব। ইণ্ডিয়ানরা দুর্গ আক্রমণ করল, না কি সেখানকার সৈন্যদল অবরোধকারীদের আক্রমণার্থে বেরিয়ে পড়ল বাইরে? জো বোলিয়ো তার শীর্ণ মুখটি পাঁতিশেয়ালের মতো বাতাসের দিকে তুলে ধরে গুলীর আওয়াজগুলো কান পেতে শুনতে লাগল। তিন-চার মিনিট পর বলল সে, "শোনো, লোকটা হচ্ছে একজন ধাবনকারী। আরো কয়েকজন তার পেছনে পেছনে আসছে। ডেটন থেকে কয়েকজনকে তাড়া করে ওরা বার করে দিয়েছে বলে মনে হয় আমার।"

ওপর থেকে পাহরাওয়ালারা দেখল, একদল লোক হেঁটে নদী পার হচ্ছে।

জলের ওপর একটা কালো দাগের মতো দেখাচ্ছিল তাদের। ধূসর রঙের জল মুক্তোর মতো মসৃণ। হেলমার বলে উঠল, "যীশুর কৃপায় ভোর হয়ে এসেছে।"

কেউ লক্ষ্য করে নি যে, সূর্য উঠছে। ভ্যালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে গোলাপী আলো। নদীর ধারে আর খালের ওপর বিক্ষিপ্ত এবং অপ্রস্রিয়মাণ কুয়াশার গায়ে ফুটে উঠেছে রঙের আভা। সারা রাত ধরে যে-সব শুষ্ক মেঘখণ্ডগুলি পশ্চিম থেকে পুব দিকে চলে চলে যাচ্ছিল তাদেরই শেষ সারিটা এখন রৌদ্রদীপ্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য লাল টকটকে রূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে ডুবে গেল দিগন্তের তলায়। সূর্যের আলোয় একঝাঁক টিট্টিভপক্ষী অনেক ওপর দিয়ে উড়ে আসছিল পশ্চিম কানাডা ক্রীকের দিক থেকে। মাঝে মাঝে নেমে গিয়ে তারা মিষ্টি-স্বরে সামনে-পেছনে ডাকাডাকি করছে।

বরাবর দক্ষিণে হার্টারদের বাড়ির দিকে পথ ধরেছে ধাবনকারী। এরা যখন পাহারা দেওয়ার পথের ওপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করছিল তখন ওরা দেখল, বিনাশকারীদের একটা বড় দল হার্টারদের বাড়ির চত্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের মতো কম্বল গায়ে জড়িয়ে অন্য একটা লোক এদের থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার তেকোনা টুপীর সোনালী ফিতেটার ওপর সকালের রোদ পড়েছে বলে সূক্ষ্ম রেখার মতো চিকমিক করছিল সেটা। ফিসফিস করে এরা সব্যই আবার মুখে মুখে কথা ছড়াতে লাগল, "ঐ হচ্ছে ব্র্যাণ্ট।"

ধাবনকারীটি ভেতরে ঢুকে কথা বলল তার সঙ্গে। পেছনের দলটি তখন ভেতরের দলটার সঙ্গে মিশে গেল। কয়েকজন লোককে ডাকল ব্র্যাণ্ট। তারপর আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে তারা একসঙ্গে অনেকগুলো গুলী ছুড়ল। আবার তারা গুলী ভরে নিয়ে আকাশের দিকেই গুলী চালালো। এইভাবে তৃতীয়বারও বন্দুক ছুড়ল ওরা। শেষ হওয়ার পর হার্টারদের ভস্মীভূত গোলাবাড়ির জ্বলন্ত কাঠকয়লার স্তূপের সামনে গোল হয়ে বসে সকালের খাবার রান্না করতে বসল।

হারকিমার দুর্গের একটি লোকও নড়াচড়া করছে না। সবাই ঐদিক তাকিয়ে ওদের খাওয়া-দাওয়া লক্ষ্য করছে। নিজেদের খাবার তৈরির কথাও ভুলে গিয়েছে এরা। এমন কি একমুহূর্তের জন্যও ওদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটুকুও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

বন থেকে গরুগুলোকে একত্র করে তাড়া করে নিয়ে আসছিল ইণ্ডিয়ানরা। তৎপর কুকুরের মতো অবিশ্রান্তভাবে পেছন থেকে চিৎকার করছে লোকগুলো। ধোঁয়া আর আগুন দেখে বিশৃঙ্খল অবস্থায় গরুগুলো আতঙ্কিত হয়ে ওদের আগে আগে ছুটে চলেছে। ভ্যালির সব জায়গা থেকেই ঐ রকম পশুর দল তাড়া খেয়ে এলোমেলোভাবে ছুটে আসছিল বটে, কিন্তু যেখানে ওরা খেতে বসেছিল সেখানে এসেই মিলিত হচ্ছিল সবাই। চত্বরের মুখে এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে এরা উঠে দাঁড়িয়ে গরুগুলোর চারদিকে গোল হয়ে ছোটাছুটি করতে করতে এক জায়গায় জড়ো করছিল।

ঘোড়াগুলোকে চালনা করে নিয়ে আসছিল শ্বেতকায় লোকেরা। কেউ কেউ এক-একটা ঘোড়ায় চেপে আসছে, কেউ বা একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়াকে টেনে নিয়ে চলেছে। আবার কেউ কেউ গাড়ির সঙ্গে জোতা অবস্থায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। মনে হল যেন বহুক্ষণ পর্যন্ত একটানা চলতে লাগল ব্যাপারটা। প্রকৃতপক্ষে তিন ঘণ্টার বেশি লাগল না। পুরোদস্তুর সুপরিচালিতভাবে গবাদি পশুগুলোকে একত্র করে জড়ো করে ফেলল ওরা। বেলা দশটার মধ্যে একপাল গরু আর ঘোড়া একসঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের নির্ধারিত পথে দক্ষিণদিকে জার্মান ফ্ল্যাটের ওপর দিয়ে চলে যেতে লাগল। অ্যানড্রাসটাউনের পথ ধরেই চলল। অদৃশ্য হওয়ার অনেকক্ষণ পরেও পাহাড়ের ভেতর থেকে গরুগুলোর ডাক এসে পৌছল হারকিমার তুর্গে।

তুর্গের লোকেরা ক্লান্ত হয়ে বেড়ার খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আরক্ত চক্ষে তাকিয়ে ছিল বাসস্থানগুলোর দিকে। হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আগুনের তেজও গিয়েছে কমে। কিন্তু লম্বা লম্বা টুকরোর মতো ধোঁয়া উঠছে তখনো। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সীমাহীন নীল আকাশের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ধোঁয়ার স্রোত।

ক্রমে ক্রমে এরা সবাই নড়াচড়া করতে আরম্ভ করল। থেমে থেমে হাঁটছে, কথা বলতে গিয়ে কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে যাচ্ছে। একে অপরের শূন্য দৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে থেকে অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কে যেন চত্বরের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চারদিকে গোল হয়ে বসে মেয়েরা রান্না করছিল। নিঃশব্দে এবং উদাসভাবে যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে যাচ্ছিল তারা। যেন দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে সান্ত্বনার পথ খুঁজছিল মেয়েরা।

নিচে নেমে এসে গিল দেখল অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে লানাও বসে আছে সেখানে। সেই একই রকম ঔদাস্যের বোঝা নিয়ে আগুনের সামনে মাথাট নিচু করে রেখেছে। কিন্তু গিল যখন গায়ে হাত ছোঁয়াল ওর, তখন সে মুখট উঁচু করল। কয়েকমুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলল না।

তারপর গিল বলল, "পাথরের বাড়িটা পোড়ে নি।"

মাথা নাড়িয়ে কথাটা স্বীকার করল লানা।

"আমাদের ভাগ্য ভাল।" বলল গিল।

লানা ওর দিকে চেয়ে রইল।

"মাঠে এখনো ভুট্টা রয়েছে।" বলল গিল।

"আলুগুলোও বেঁচে গিয়েছে।" গম্ভীরভাবে বলল লানা।

॥ ১৩ ॥

স্থায়ী সেনাবাহিনীর সংক্ষিপ্ত কর্মতৎপরতা

চেরী ভ্যালিতে যে-বার্তাবহনকারীকে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে এল প্রা সন্ধ্যেবেলা। খবর নিয়ে এল যে, কর্নেল অ্যালডেন আপাতত একশ আর্মি সৈনিক দিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং মেজর লুইটিঙের অধীনে তাদের ে লিট্‌ল লেক্‌স্-এর উত্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই আশায় যে, সেখানে গিয়ে শত্রুদে পথ রোধ করতে পারবে তারা। এদিকে সারাদিন চেষ্টা করে বেলিঙ্গা এল্ডরিজ আর প্যালাটাইন সৈন্যদল থেকে শ দুই লোক সংগ্রহ করেছিল আধ ঘণ্টা পরে তাদের নিয়ে সে ব্র্যাণ্টের পিছু ধরতে ছুটল।

ব্র্যাণ্টের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে লড়াই করতে পারবে না তা এরা জানত একটা ব্যর্থতার মনোভাব নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। লড়াই করার চে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভ্যালির চিন্তা থেকে মনটাকে হাল্কা করবার জন্যই চলে গেল ওরা

অ্যালডেনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ হবে তেমন আশা ওদের ছিল না। আর অ্যালডেন যদি সাক্ষাৎ হবে বলে ইচ্ছা পোষণ করে থাকে তাহলে সেটা যে প্রবঞ্চনা সেকথা সবাই জানে। স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে সৈন্য চেয়ে পাঠাবার জন্য বিন্দুমাত্র মাথা পর্যন্ত ঘামায় নি তারা। সেখানে মেজর কচরানের অধীনে একটি দু'শ পঞ্চাশ সৈন্যশ্রেণীর বাহিনী। রয়েছে। এরা জানে যে, হেডকোয়ার্টার থেকে তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে ভাবেই হোক দুর্গটাকে রক্ষা করতে হবেই। তাতে ভ্যালিটা যদি গোল্লায় যায় তো যাক।

ব্র্যান্টের সন্ধানে দুটো দিন ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল ওরা। তার ধারে-কাছেও যেতে পারল না। ব্র্যান্টের বাহিনী থেকে দু'চার জন যদি দল ছাড়া হয়ে পেছনে পড়ে থাকত, তা হলে তাদের গুলী করে মারতে পারলেও হতো। কিন্তু এডমেসটনের পাহাড়ের ওপরে নিজেদেরই তিনটি সংবাদবাহীর মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু পেল না ওরা। ওদের কবর দিল বেলিঙ্গারের সৈনিকরা। এডমেসটনের অধিবাসীরা ব্র্যান্টের পেছনে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। গৃহপালিত পশু যা ছিল সবই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে তারা।

উৎসাহশূন্যভাবে স্থানিক সেনাবাহিনী তখন তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে পথ ধরল। আসবার পথে কুড়িটা কি ত্রিশটা গরু আর ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে এল তারা। এগুলো ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। পশুগুলোকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে এসে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল।

ক্ষতির পরিমাণ ধার্য করতে ওদের এক সপ্তাহেরও বেশি সময় লাগল। দু'-চারজন নিজেদের ভস্মীভূত গোলাবাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখল, একটা গরু কিংবা ঘোড়া অনিশ্চিত মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওখানে। গোটা কয়েক ভেড়ার পাল তখনো বেঁচে-বর্তে ছিল। কিন্তু কুকুরগুলো ওদের হয়রান করে মারছিল। ওরা এখন গৃহহীন হয়ে নেকড়ের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাত্রিবেলা পাহাড়ের মধ্যে তাদের গর্জন শোনা যেত।

অলব্যানিতে জেনারেল স্টার্কের কাছে কর্নেল বেলিঙ্গার ক্ষতির একটা

তালিকা প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিল। তার অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগুলি নিম্নরূপ
ভস্মীভূত বাড়ির খাতে :

বাড়িঘর	...	...	৬৩
গোলাবাড়ি	...	...	৫৭
শস্য চূর্ণ করার জাঁতাকল	...	...	৩
মজুত করা গমের ব্যারাক	...	...	৬২
খড়ের গাদা	...	...	৮৭

গবাদি পশু যাহা লইয়া গিয়াছে :

ঘোড়া	...	...	২৩৫
শিংওয়ালা গরু	...	...	২২৯
ভেড়া	...	...	২৬৯
বলদ	...	...	৯৩

বেনিঙটন যুদ্ধের বীরপুরুষটির মতো একটি দৃঢ়চিত্ত মানুষের মনেও সংখ্যাগুলো গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করল। কিছু একটা করবার জন্য ছটফট করতে লাগলেন তিনি। হেডকোয়ার্টারে যখন রিপোর্ট পাঠাবেন তখন তাতে জার্মান ফ্ল্যাটের জমাখরচের হিসেবটা মিলিয়ে দিতে হবে এবং সেই জন্য কিছু একটা করতে হবে তাঁকে। এলোমেলোভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যে, গত আগস্টে গভর্নর ক্লিনটন পেনসিলভ্যানিয়ার বন্দুকধারী একটি সৈন্যদলকে স্কোহারী ভ্যালিতে পাঠাতে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে। বিরক্তি সহকারে স্টার্ক তখন কর্নেল উইলিয়াম বাটলারকে ট্রায়ন কাউণ্টিতে যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। এবং যদিও সেখানে আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তবু তিনি তাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করবার হুকুম দিলেন। তাদের অবস্থান সম্বন্ধে এখন যখন মনে পড়ল তাঁর তখন তিনি একজন বার্তাবহনকারীকে কর্নেল বাটলারের কাছে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন যে, উনাডিলায় টোরীদের ঘাঁটিটা যেন ধ্বংস করে ফেলে সে।

জাহাজে করে জুতো আসবে বলে কর্নেল বাটলারের সৈন্যদলটি তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করছিল। আরো তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করল তারা। শেষ পর্যন্ত জুতো ছাড়াই রওনা হয়ে গেল। কিন্তু ততদিনে বিরুদ্ধ দলের ইণ্ডিয়ান আর টোরীরা দক্ষিণে ডেলাওয়্যার নদীর ধারে কুকোজ-এ পালিয়ে গিয়েছিল।

সেখানে গিয়ে কাউকে মারধোর না করে বাড়িঘর লুণ্ঠন করেছিল তারা। তা সত্ত্বেও বন্দুকধারী সৈন্যদলটি মোটামুটি খালি পায়েই অতি সুন্দরভাবে মার্চ করল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন উনাডিলায় গিয়ে পৌঁছল তখন সেখানে কয়েক ঘর ওনাইদা আর টাসক্যারোরা ইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ ছিল না। অ্যামেরিকানদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি আছে বলেই থেকে গিয়েছিল এরা।

কিন্তু কর্নেল উইলিয়াম বাটলার যুদ্ধ করবার জন্যই এসেছিল। ইণ্ডিয়ানদের টাউনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ পেয়েছে সে। অতএব বন্ধুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করে দিল। স্ত্রী এবং পুরুষ কেউ বাদ পড়ল না। রাইফেলধারী সৈন্যদলের লোকেরা নিদারুণ নির্মম প্রকৃতির মানুষ। স্কোহারী ভ্যালিতে বসে বসে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল তাদের। তাই তারা নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারটাকে একটা ক্রীড়াকৌতুকে পরিণত করল। তার ফলে কর্নেল বাটলার রিপোর্ট পেশ করবার সময় ইণ্ডিয়ানদের মেরে ফেলার কথাটা উল্লেখ করে লিখল ঃ

"আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বর্বরদের উপদ্রব থেকে এইসব সীমান্তগুলো নিরাপদ হল। অন্ততঃ এই শীতকালে যে উপদ্রব হবে না তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।"

শেষ পর্যন্ত কিছু একটা করতে পেরেছেন ভেবে জেনারেল স্টার্ক আন্তরিক ভাবেই কর্নেলের বিশ্বাসটার ওপর আস্থা স্থাপন করলেন। জেমস্ ডিনের রিপোর্টগুলোও বিবেচনা করে দেখলেন তিনি। সে জানিয়েছে যে, ওয়াল্টার বাটলার এক শ পঞ্চাশজন রেঞ্জার ও পঞ্চাশটি পেশাদার সৈনিক নিয়ে নায়েগ্রা ত্যাগ করে গিয়েছে। ভাবসাব দেখে মনে হল টায়োগা রক্ষার্থে যাচ্ছে। সম্ভবত মোহক ভ্যালির ওপরেও আক্রমণ চালাবে। এই রিপোর্টগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করলেন না তিনি। যাই হোক, হ্যামশায়ার গ্র্যাণ্টের দিকে আসছে না তারা। এবং তার কয়েকদিন পরেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যাণ্ড-এর হাতে কার্যভার অর্পণ করে দিলেন তিনি।

এডওয়ার্ড হ্যাণ্ড গুপ্তচরদের রিপোর্ট পড়ে দেখলেন যে, সকলেই তারা ওয়াল্টার বাটলারের সম্ভাব্য আক্রমণের কথা বলছে এবং সকলেই একমত যে, চেরী ভ্যালির ওপরেই আক্রমণ চালাবে সে। উৎসাহী লোক বলেই জেনারেল

হ্যাণ্ড স্থির করলেন যে, নভেম্বর মাসে তিনি নিজেই একবার চেরী ভ্যালিতে যাবেন। দুর্গের মধ্যে ত্রুটি আর বারুদের সংস্থান কম আছে দেখে ভুলটা সংশোধন করলেন তিনি। কর্নেল ক্লকের কাছে নিজের রিপোর্টগুলোর কপি পাঠিয়ে দিলেন এবং স্থানিক সেনাবাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করবার আদেশও দিলেন। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে চেরী ভ্যালির দিকে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বললেন। কর্নেল বাটলার স্কোহারীতে ছিল। ঐ অঞ্চলের ওপর নজর রাখবার জন্য তাকেও নির্দেশ দিলেন জেনারেল হ্যাণ্ড। ফেরার পথে জনস্‌টাউনে থেমে সেখানকার সেনাপতি ভ্যান শাইককেও সেই একই কথা বললেন। তারপর অলব্যানিতে শীতকালটা কাটাবার জন্য চলে গেলেন সেখানে।

॥ ১৪ ॥

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ

অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার আগে জার্মান ফ্ল্যাটের দুটো দুর্গের চারদিক দিয়ে খুপরির মতো এক গাদা ক্যাবিন তৈরী হল। যারা কাঠের দেওয়ালগুলি তৈরি করছিল এমন কি তাদের কাছেও ক্যাবিনগুলো অত্যন্ত ছোট আর করুণা-উদ্রেককর বলে মনে হল। যত তাড়াতাড়ি পেরেছে গাছের গুঁড়িগুলোকে কেটে এনেছে ওরা। জনবসতীহীন জঙ্গলে এসে মানুষ যখন প্রথম তাদের বাসস্থান তৈরি করেছিল ক্যাবিনগুলো ঠিক সেই রকমই হল। এইগুলো দেখে কোনো কোনো বুড়োলোকের পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল। জার্মান ফ্ল্যাটের তখন নাম ছিল বার্নেটসফিল্ড—১৭৫৭ সালে ফরাসীদের আক্রমণের ঠিক পরের কথা। তখনকার দিনের পরিষ্কৃত চাষের জমির চেয়ে আজকালকার মাঠগুলো যদিও দশগুণ চওড়া, তবু সেই সময়কার মতোই মাঠগুলো হাল্কা তুষারের তলায় পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ক'দিন আগে যে সব গোয়ালবাড়ি আর বসতবাড়িগুলো পুড়ে গিয়ে অঙ্গারের স্তূপের মতো

পড়ে রয়েছে সেগুলোও তাদের চোখে আগেকার দিনের বাড়ির মতোই দেখাত। শুধু সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নতুনত্ব চোখে পড়ত না তাদের। কালচে ধরনের নদীর জল দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে। পাড় ঘেঁষে তুষার জমতে আরম্ভ করছে বলে ঠাণ্ডা হয়েছে জল। রাত্রিবেলা পশ্চিম কানাডা ক্রীকের দিক থেকে গর্জন করতে করতে হাওয়া বইতে থাকে। শীতের আসন্নতায় শঙ্কা অনুভব করছে সবাই।

দুপুরবেলার রোদে যখন তুষারকুচির বড় বড় টুকরোগুলো ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়তে থাকে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তখন শক্ত তুষারের সঙ্গে কাদা মিশেয়ে মণ্ড তৈরি করে, আর ঘরের বেড়ার ফাঁকগুলো তাই দিয়ে বন্ধ করে দেয় মেয়েরা। বাটালি দিয়ে তক্তা কেটে ঘরের দরজা করে পুরুষরা। যে-ক'টা ঘোড়া আর বলদ ছিল তাদের দিয়ে এখন জ্বালানিকাঠ আর আশপাশের খামার থেকে শস্যমঞ্জরী আনানো হচ্ছে। ক্যাবিনগুলোর মাঝখানে শস্যের আটিঁগুলোকে গাদা করে রেখে পাহারা দিচ্ছে ছেলেরা। গবাদি পশুর ভাবনার জন্য বনজঙ্গলে এরই মধ্যে শাখাপল্লবের অভাব ঘটেছে। মাঠ থেকে গরুগুলো খুব আগ্রহ সহকারে শস্যমঞ্জরী খাওয়ার জন্য গাড়ির পেছনে পেছনে যখন ছুটে আসে তখন তাদের তাড়িয়ে দিতে হয়।

দুর্গের নাগালের বাইরে কেউ আর বাড়িঘর তৈরি করতে চায় নি। না চাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পরের বসন্তে মাঠে কাজ করবার জন্য এদের শুধু যাওয়া-আসা করতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসের আক্রমণের পরে যারা নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল তারা সবাই লুণ্ঠনোদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানো দলের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। শরৎকাল শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়ানরা বন্দী করার চেয়ে খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিতেই পছন্দ করত বেশি। তুষারাবৃত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দু' শ মাইল রাস্তা পার করে নিয়ে যাওয়ার সময় বন্দীদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা খুবই কষ্টের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বহু লোকই থেকে গেল এখানে। বারো-চোদ্দ জন লোক মাত্র তাদের পরিবার সহ জার্মান ফ্ল্যাট ত্যাগ করে পুবঅঞ্চলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে চলে গিয়েছে। অল্পস্বল্প জিনিসপত্র যা বেঁচে গিয়েছিল সেসব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে তারা। দু'-চার জন অনিশ্চিত আশা নিয়ে কাজের সন্ধান করতেও স্থানত্যাগ করে চলে গিয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই ভাবল

যে, স্থানত্যাগ করবার মতো অবস্থা নেই তাদের। ফসল সব ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে ওদের উপার্জনের একমাত্র পথটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া অনেকে ইচ্ছে করেই যেতে চায় নি। জনবসতিহীন জঙ্গল কেটে খামার তৈরি করতে কম কষ্ট করে নি। মাত্র গত দু'বছর থেকে সাফল্যের প্রথম স্বাদ পাচ্ছিল তারা। এখন ভাবল, ঘরবাড়ি ত্যাগ করে চলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে মানুষের আশা করবার অধিকারও ত্যাগ করা।

পয়লা নভেম্বর সাতখানা ঘোড়ার গাড়ি দলবেঁধে ধীরে ধীরে কিঙসরোডের ওপর উঠে এল। ম্যাকক্লেনারদের খামারের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল গিল তখন পাথরের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম গাড়ির চালকটিকে দূর থেকে ডাকল। ঘর্মাক্ত ঘোড়ার লাগামটাকে টেনে ধরে চিৎকার করে গিলের আহ্বানে সাড়া দিল লোকটা।

"আমরা স্ট্যানউইক্স দুর্গে মাল নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি মাল নিয়ে যাচ্ছ?"

"বেশির ভাগ হচ্ছে ময়দা আর লবণে ভেজানো গরুর মাংস।"

"অনেকগুলো গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছ দেখছি।"

"হ্যাঁ," জবাব দিল চালকটি, "এ বছরের জন্য আমাদের এই শেষ মাল নিয়ে যাওয়া। অবিশ্যি সে জন্য আমার কোনো আফসোস নেই।"

"তোমাদের সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী কেউ নেই?"

"হ্যাঁ, আসবে। দুর্গ থেকে একটা রক্ষীদল ওরা পাঠাবে। ডেটনের এই দিকে আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছে।"

"এই দিকে কেন?" জিজ্ঞাসা করল গিল, "ইণ্ডিয়ানরা ঘোরাফেরা করছে বলে শুনি নি আমরা।"

চালকটি হেসে উঠল। মুখটা তার লাল টকটকে, চোয়াল দুটো চওড়া। আমেরিকান বলেই মনে হয়। গায়ে একটা লড়াই করতে যাওয়ার মতো কোট পরেছে, কিন্তু ছেঁড়া নেকড়ার মতো জীর্ণ।

"ওরা ইণ্ডিয়ানদের ভয় পায় না," বলল সে, "ওরা ভয় পাচ্ছে যে, তোমরা একসঙ্গে হয়ে দু'একটা গাড়ি হয়তো লুট করতে পারো।"

ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগে থুথু ফেলে হাত দুটো গরম করবার জন্য দু'দিকে ছড়িয়ে দিল। তারপর আলস্যভরে টেনে টেনে বলল সে "মনে হয় দুর্গে ওদেরও ময়দার দরকার আছে।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।" কঠোরভাবে বলল গিল।

"দুর্গ থেকে অনেক দূরে বাস করছ না তুমি ?"

"এখানে সব সময়েই আমরা দু'জন পুরুষমানুষ থাকি," গিল বলল, "মনে হয় এখন যখন বরফ জমতে আরম্ভ করছে তখন বড় দল বেঁধে শত্রুরা আসবে না।"

"আশা করি আসবে না," হাসিখুশীভাবে চালকটি বলল।

"তোমার এই জায়গাটা বেশ আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছে। দস্যুরদল বাড়িঘর জালিয়ে-পুড়িয়ে দেয় নি ?"

"চেষ্টা করেছিল। গোলা আর কাঠের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে।"

"পুড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল না আমার।" লাল মুখটি সে অন্য দিকে ঘোরাল এবং সপ্রসংশ দৃষ্টিতে খামারটা দেখল। তার পেছনে অন্যান্য গাড়োয়ানরা চেঁচাতে লাগল। হাত তুলে সে ওদের আগে বেড়ে যাওয়ার ইশারা করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, "বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি আমি। তোমরা এগিয়ে চলো।"

গিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল লানা। দেখতে ওকে বেশ ছোটো-খাটো লাগছিল। ঠাণ্ডার জন্য গাল দু'টিও লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু গম অথবা ময়দার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের সম্ভাবনার আভাস ফুটে উঠল ওর চোখে। গাড়োয়ানের দিকে চেয়ে মৃদুভাবে হাসল সে।

"গুড মর্নিং", বলল লানা, "আপনারা কি ভ্যালির পথ ধরে এলেন ?"

স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনে তৎপরতা দেখাবার ভঙ্গী করে জবাব দিল সে, "আমরা আসছি এলিসের মিল থেকে, ম্যাডাম।"

"তাই না কি," লানা বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো স্নেকটাউন থেকে আসছেন।"

"না, কেন বলুন তো ?"

"ভাবছিলাম ফক্সের মিলস্-এর অবস্থাটা কি রকম এখন।"

"গতমাসে ওখান দিয়ে আমি গিয়েছি। জনসটাউনে ভ্যান শাইকের সৈন্যদলের জন্য ময়দা নিয়ে যেতে হয়েছিল।"

"কি রকম অবস্থা দেখলেন?"

"যে-কোনো জায়গার মতোই। কেন? ফক্সের মিলস্-এ কোনো পরিচিত লোক আছে না কি আপনার?"

"আমার মা-বাবা সেখানে থাকেন। গত দু'বছরে মধ্যে কোনো খবর পাই নি তাঁদের।"

"সেখানে বিনাশকারীরা বিশেষ কিছু গণ্ডগোল করে নি। শুধু দূরের খামারগুলোতে খানিকটা উৎপাত করেছিল।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লানা। মুখের সামনে পাতলা একটা ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি হল তাতে।

"আমার আর দেরি করা উচিত নয়, চলি।" চালকটি বলল। তার গলার স্বরে অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ফুটে উঠল। হাতের দস্তানাটা সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"বলুন মশাই।"

"কি বলব।"

"গম কিংবা ময়দা যা চান এলিস আপনাকে বিক্রি করবে। ইংরেজদের মুদ্রায় ন' শিলিং চায়। কিংবা পুরনো ইয়র্ক শিলিং হলেও নেবে, যদি রুপোর মুদ্রা হয়।"

"ন' শিলিং?" অবিশ্বাস্য মনে হয়।

"তবুও তো আমি বলব সস্তা।"

"সে জানে আমরা ময়দা পাচ্ছি না। আমাদের ময়দাপেষাইয়ের কল-গুলো পুড়ে গিয়েছে।"

"হবে হয়তো।"

তিক্তস্বরে গিল বলে উঠল, "কী জঘন্য প্রকৃতির স্কচম্যান!"

"আমি নিজেও স্কচদের তেমন পছন্দ করি না," বলল, ড্রাইভার, "শোনো, আমি হচ্ছি গিয়ে তোমার প্রতিবেশীর মতো। এখান থেকে এক বস্তা ময়দা নেবে? নগদ পেলে পাঁচ শিলিং-এ বেচতে পারি।"

"কক্ষনো না!" হঠাৎ বলে উঠল গিল।

"এই শীতকালে এর চেয়ে আর কমে কোথাও পাবে না। কিন্তু বিলেতী মুদ্রা চাই। সাধারণত আমেরিকান ডলার আমি নিই না।" গিল ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটা আবার বলল, "বস্তাটা তুমি নিতে পারো যদি ছ' ডলার পঁচিশ সেণ্ট দাও। ইচ্ছে হলে নোট দিতে পারো তুমি। তুমি বলেই দিচ্ছি তোমায়।"

পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল গিল।

"তা হলে তো টাকার দর পড়ছে পাঁচে এক", অবিশ্বাসের সুরে গিল বলল, "আমি তো শুনেছি দর পড়ে গিয়ে চারে এক হয়েছে।"

"না, না মশাই। গত মাসে আমি স্কেনেকটাডিতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম আটে এক। আমি বলছি খুব সস্তায় পাচ্ছ তুমি।"

"জাহান্নামে যাও তুমি!"

"আমি অনুগ্রহ দেখাচ্ছি, আর তুমি কি রকম খারাপ ব্যবহার করছ।"

"ভাগো এখান থেকে।"

"এটা সরকারী রাস্তা।"

"ভাগো বলছি। নইলে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ফেলব তোমায়।"

ড্রাইভারটা এক মুহূর্তের জন্য গিলের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘোড়াগুলোকে উদ্দেশ করে বলল, "ভগবান, এত বড় বুদ্ধু আমি আর কখনো দেখিনি।"

রাইফেল নিয়ে অ্যাডাম হেলমার এসে উপস্থিত হল। বোঝা গেল এতক্ষণ সে এদের কথাবার্তা সব শুনছিল। কারণ গিলকে বলল সে, "নোংরা চামচিকেটাকে দেব নাকি গুলী মেরে? গাড়িটাকে টানতে টানতে রাস্তার নিচে নামিয়ে ফেলি। ওরা ভাববে বিনাশকারীরাই লুটপাট করেছে। গাড়িটাকে পুড়িয়ে ফেললেই হবে।"

রাইফেলটাকে অর্থপূর্ণভাবে উঁচু করে তুলে ধরে অ্যাডামই বলল, "খুলির ছালটা ওর ছাড়িয়ে নিতে পারব আমি। ছাল ছাড়াবার ব্যাপারে হাত আমার পাকা নয় বটে, কিন্তু যাই হোক ঠিক মতো ছাড়িয়ে নিতে পারব। তারপরেই চিৎকার করে সকলকে সজাগ করে দেব।"

অ্যাডামের বিশাল বপুটির দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে গাড়িচালকটি তাড়াতাড়ি ঘোড়াগুলোকে চাবুক মারতে আরম্ভ করল।

বাড়ির দিকে ফেরার পথে ঘাড় ফিরিয়ে তিক্তস্বরে গিল বলল, "বন্দুকের বারুদ বাঁচিয়ে রাখো। খাদ্যের জন্য শিকার করতে হবে।"

কিন্তু গাড়িটার ক্যানভাসের ছাউনির ভেতর দিয়ে একটা গুলী চালাবার লোভ সংবরণ করতে পারল না অ্যাডাম। তুষারাবৃত রৌদ্রালোকে রাইফেলটা গর্জন করে উঠল একবার। অ্যাডামের বিরাট আকারের লাল মুখটার কাছ থেকে যখন বারুদের ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল তখন সে প্রাণের সুখে হেসে উঠল একবার। গাড়িটা দ্রুতবেগে রাস্তার বাঁকটা ঘুরে যাচ্ছিল। ড্রাইভারটা চেঁচাচ্ছে আর প্রাণপণে ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক চালিয়ে যাচ্ছে। একসারি খরগোশের একসঙ্গে পেছনের দিকটা তুলে দৌড়ে যাওয়ার মতো ঘোড়া চারটেও পিঠ বাঁকা করে চার পা গুটিয়ে লাফ মারতে মারতে ছুটছে।

গুলির আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়াল গিল। বলল সে, "আহাম্মক কোথাকার! ড্রাইভারটা এখন গিয়ে নালিশ করবে হয়তো। তারপর একদল লোক নিয়ে ফিরে আসবে সে।"

"তাই তো," বলল অ্যাডাম, "সেই সম্ভাবনার কথাটা আমি ভেবে দেখি নি।" সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার।

খুব পরিশ্রম করেছে গিল। সে আর অ্যাডাম দু'জনে মিলে একটা ঘোড়া আর একটা গরুর জন্য ছোট একটা কাঠের ঘর তৈরি করেছে। শেষ পর্যন্ত এই একটামাত্র গরুই রক্ষা পেয়েছিল। সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, ইণ্ডিয়ানরা অন্য তিনটে গরুকে ধরে নিয়ে গিয়ে এই নতুন বিয়ানো গরুটা ফেলে গিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই জাব্‌নার অভাব বোধ করছে সে। সেই কারণে দুধের পরিমাণ কমে আসছে। প্রতি বারে দু' পাঁইটের বেশি দুধ দিচ্ছে না। বিষণ্ণ মনে গিল হিসেব করে দেখল, জানুয়ারী মাস আসতে আসতে দুধের পরিমাণ দিনে দু' পাঁইটও হবে না। দুধও আর আগের মতো নেই। পাতলা আর বেশি রকম সাদা হয়ে উঠেছে। এমন একটা কটু আর কাঁচা ছালের গন্ধ বেরয় যে, বাচ্চাকে জোর করে দুধ খাওয়াতে হয়।

লানার তাতে দুর্ভাবনা নেই। সে বলে যে, যতই অসুবিধা হোক বাচ্চার যত্নের কোনো ত্রুটি হবে না। কথাটা খুব জোর দিয়েই বলে। এ

একটা ওর সহজাত আত্মবিশ্বাস, যার ফলে চোখ-মুখ থেকে একটা সৌন্দর্যের দীপ্তি প্রকাশ পায়। এমন কি যেদিন ওরা খামারে ফিরে এসেছিল সেদিনও ভস্মীভূত ঘরবাড়ি, গোলা, বেড়ার রেলিং ইত্যাদি পরিচিত জায়গাগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে দেখেও তার আত্মবিশ্বাস হ্রাস পায় নি। কিন্তু লানা যে বাচ্চাটাকে ঠিকমতো যত্নআত্তি করতে পারবে সে সম্বন্ধে গিল নিজের মনে ততোটা নিশ্চিত বোধ করতে পারছে না। মাংসের কোনো অভাব নেই। সে ভাবল অ্যাডাম যদি কাছে থাকে তাহলে আর মাংসের ভাবনা কি? তা ছাড়া জো বোলিয়োরও ফিরে আসবার কথা। কিন্তু শুধু মাংস খেয়ে লানা তার বুকের দুধ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি না সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে গিলের।

প্রায় পুরো খেতটাতে গম লাগাবার জন্য মিসেস ম্যাকক্লেনারকে ভীষণভাবে পেড়াপীড়ি করেছিল গিল। সেইজন্য এখন ওর খুবই মনস্তাপ হতে লাগল। অবিশ্যি গমের দাম বাড়বে আশা করেই এতো বেশি গম লাগিয়েছিল। কিন্তু এখন সে ভাবছে, ভগবান যদি আরো বেশি করে ভুট্টা লাগাবার সুবুদ্ধি দিতেন তাহলে কতো সুবিধাই না হতো।

ভুট্টাগুলো সব তুলে এনে পাতা কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের লাল আর কালো রঙের বরগার সঙ্গে সোনালী ও গাঢ় তাম্রবর্ণের ভুট্টাগুলো লম্বা লম্বা সারিতে ঝুলে রয়েছে। কিন্তু ছ'জন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে মালের পরিমাণ খুবই কম।

কখনো কখনো গিল দেখতে পায় যে, মিসেস ম্যাকক্লেনার ওর দিকে নজর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর ধারণা, গিল তাকে লক্ষ্য করছে না। 'নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে পেরেছেন বলে তিনি খুবই সুখী বোধ করছেন। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথা উঠলেই মিসেস ম্যাকক্লেনার ভীষণভাবে প্রতিবাদ করতে থাকেন। রীতিমতো যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক বলেন যে, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে ইণ্ডিয়ানদের তিনি খুলির ছাল দিয়ে দিতে রাজী আছেন। বার বার এসে ছাড়িয়ে নিক, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু গিলের সম্বন্ধেই তিনি চিন্তিত এবং এ সম্বন্ধে লানার সঙ্গে কথাও বলেছেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"বড্ড বেশি শুয়ে শুয়ে থাকে ছেলেটা", বললেন তিনি, "ওকে তুমি

বাইরে পাঠিয়ে দেবে। যা হোক কিছু একটা কাজ নিয়ে লেগে থাকুক।"

কালো কালো চোখ দুটো তুলে লানা জিজ্ঞাসা করল, "কি কাজ আমি করতে বলব ওকে?"

"যা হোক কিছু।"

"কিন্তু সব কাজই তো করছে সে। আস্তাবলটা তৈরি করে ফেলেছে। কাঠ কাটাও বাকী নেই। অ্যাডাম তো কোনো কাজই করে না, তাসত্ত্বেও ভাল আছে সে। মনে হয় ঠিক মতোই কাজকর্ম করছে গিল।"

নাক দিয়ে জোরে জোরে শব্দ করে বিধবাটি বললেন, "গিল আর অ্যাডাম এক নয়। অ্যাডাম হচ্ছে গিয়ে একটা ভল্লুক—বুদ্ধিহীন বিরাট একটা হলদে চুলওয়ালা ভল্লুক। শীতকালে ভল্লুকরা স্বাভাবিক কারণেই শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে পেট চুলকয়।" নিজের মনে হেসে তিনিই বললেন, "অ্যাডামকে পছন্দ করি আমি।"

"ঠিক মতোই কাজকর্ম করবে গিল।" দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল লানা।

"তুমি তার স্ত্রী, তুমিই ভাল বুঝবে। তুমি ভাবছ যে, সব ব্যাপারের মধ্যেই নাক গলাতে আসি। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা সবাই ভাবে যে, ঐ হচ্ছে বুড়ীদের অভ্যাস। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা আরো খারাপ। আমার মতো একটি বুড়ীর দিকে কেউ একবার নজরও দেয় না।"

বাচ্চাটাকে মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে তুলে ধরে মৃদু হেসে লানা বলল, "আমরা দু'জন রয়েছি আপনাকে দেখাশোনা করবার জন্য। যাই বলুন না কেন আমাদের জন্য আপনি কম করেন নি।"

"থাক, থাক অনেক হয়েছে।" হাসতে হাসতে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। বেশ দৃঢ়ভাবে ছেলেটা হাতপা ছুড়তে লাগল। "ওরে বাবা, এযে দেখছি ভীষণ যোদ্ধা একজন।" বিড় বিড় করে বললেন তিনি। তারপর লানার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কি সুন্দর। বাচ্চা রয়েছে একটি। গিলের ভালবাসা পাচ্ছ। সবই আছে তোমার। মনে ভয়ও নেই। আশা করি কোনোদিন ভয় পাবেও না।"

পরে তিনি গিলকে বললেন, "ত্বাখো, নতুন করে গোলাবাড়িটা তৈরি করতে আরম্ভ করলে কেমন হয়? পরের বছর আমাদের তো লাগবেই ওটা।"

"মাটি থেকে তুষার সরে না গেলে আমি তৈরি করতে পারব না।"

কোনোরকমে ধৈর্য ধরে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "গুঁড়িগুলো কাটতে পারো তো?"

"পারি," সন্দেহযুক্ত মনে গিল জবাব দিল, "কিন্তু তাতে লাভ কি? ক'দিনের মধ্যেই তো আবার বরফ জমে উঠবে। টেনে টেনে কাঠগুলোকে বার করা যাবে না।" তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে মন্তব্য করল সে, "কে জানে পরের বছর আবার হয়তো পুড়িয়ে দেবে।"

ইচ্ছে করেই মিসেস ম্যাকক্লেনার কটুভাবে বললেন, "এইভাবে যদি চিন্তা করো তা হলে কোনোদিনই গড়ে উঠবে না কিছু।"

আগুনের সামনে শুয়ে গিল দেখছিল ডেইজি তার বিরাট আকারের দেহটা নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কাঠকয়লার ওপর রুটি সেঁকছে। দেখছে আর ভাবছে অ্যাডাম এখন কোথায়। মিসেস ম্যাকক্লেনারের এখানে ফিরে আসবার মূলে ওর একটা উদ্দেশ্য আছে। বাওয়ার্সদের মেয়ে দুটি ডেটন দুর্গে চলে গিয়েছে। সেখানে অন্যান্য সকলের সঙ্গে ক্যাবিনে বাস করে সে তার প্রেমপ্রণয়ের বাণিজ্যটা চালাতে পারবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করবার সুবিধে নেই। সে জানে যে, পলির অতো কাছাকাছি বাস করলে ওকে হয়তো ধরা দিতে হবে। তা ছাড়া এল্ডরিজে জেক স্মলের স্ত্রীর প্রতি নতুন আকর্ষণ হয়েছে তার। গিলের কাছে স্বীকার করেছে যে, এই ব্যাপারে বেশিদূর এগুতে পারে নি সে। তবে হ্যাঁ, একটু সময় দিতে হবে তাকে। অ্যাডাম বুঝে ফেলেছে যে, স্মলের স্ত্রী আরেকটি সন্তানের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে এবং বুড়ো জেকের দ্বারা যে তা সম্ভব নয় তাও তার স্ত্রী এখন বুঝতে পারছে।

"জেকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কিছু সন্দেহ করছি না," সততা সহকারেই অ্যাডাম বলেছিল, "আশেপাশেই ঘুরতে থাকি আমি, যেন দু'জনকেই আমাদের একসঙ্গে দেখতে পায় সে। সত্যিই খাসা মেয়ে।" চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কথাটা শেষ করেছিল, "ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারবে।"

সেদিনের আলোচনাটা মনে পড়ে গিলের। সেইসঙ্গে বেট্সী স্মলের চেহারাটাও ভেসে উঠল চোখের সামনে। লাল চুল, মুখরা আর পাতলা ধরনের আঁটসাঁট দেহ। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ডেইজি যে মিসেস ম্যাকক্লেনার সম্বন্ধে কি বলল তাও সে শুনতে পেল না। তারপর

ডেইজিকে ভদ্রভাবে কথা বলবার জন্য শাসন করে কুঠারটা তুলে নিল হাতে। একটু পরে সবাই শুনতে পেল দেবদারু গাছ কাটছে গিল।

সন্ধ্যাবেলা খেতে বসবার সময় খানিকটা ভাল বোধ করল গিল। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম তার মেজাজটা একটু ভাল হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু কাজ করতে পেরেছে। গাছ কেটে মাপ মতো কুড়িখানা কাঠ বার করেছে। মিসেস ম্যাকক্লেনারকে বলল সে, "ভাবছি ষোল ফুট চওড়া করে গোলাবাড়িটা তৈরি করব।"

আরো সরু করে তৈরি করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। গিল তর্কে যোগ দিল বলে খুশী হলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত গিলের কাছে পরাস্ত হয়ে বললেন, "আমার চেয়ে তুমিই ভাল বুঝবে, গিল।"

ভাল মনেই জবাব দিল গিল, "সারা জীবন ধরেই খেত খামারের কাজ করছি, আমি। বুঝেছেন।"

তাঁকে রান্নাঘরে রেখে গিল গেল লানাকে খুঁজতে। শোবার ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। এতো ঠাণ্ডা যে, বাচ্চা আর ওদের দু'জনের মাঝখানে জায়গাটা নিঃশ্বাসের ধোঁয়ায় ভরে উঠল। গিল যখন কাপড় চোপড় ছাড়তে লাগল লানা তখন বাচ্চাটাকে ভাল করে ঢেকে ফেলল। তারপর মোটা লেপ দিয়ে আলো-বাতাসহীন তাঁবুর মতো পুরো বিছানাটা দিল ঢেকে।

এরই মধ্যে গিল বিছানায় শুয়ে পড়েছে দেখে লানা যে একটু চমকে উঠল গিল তা লক্ষ্য করল। ঘাড় ফিরিয়ে পাশের দিকে বাচ্চার বিছানাটা দেখে নিল একবার। তারপর অক্ষিপক্ষ্মের তলা থেকে গিলের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে দেরাজের ওপর থেকে চিরুনিটা তুলে নিল লানা।

পালকের বিছানার মাঝখানে নিচু জায়গাটার মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে লানাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গিল। লানার মেজাজ যখন শান্ত আর সন্তুষ্ট থাকে তখন ওর চুল আঁচড়ানো দেখতে ভাল লাগে গিলের। চুলের বিনুনি দুটো খুলে ফেলবার ভঙ্গীটা ভারি সুন্দর; চুলের গুচ্ছ ঘাড়ের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে মাথাটা নিচু করে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে এমন শান্ত আর নতুন শক্তিতে সামনের চুলগুলো আঁচড়াতে থাকে যে, মনে হয় যেন চুলের গোড়ায় চিরুনি দিয়ে স্পর্শ করা মাত্রই দু'জনেরই মনের যন্ত্রণা উপশম হয়ে গেল বুঝি। মাথার পেছন দিকে গুচ্ছটাকে তুলে ধরে লম্বাভাবে হাত ছড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত

শ্লথগতিতে এবং উৎসাহভরে টান মেরে মেরে চুল আঁচড়ায়। প্রত্যেকটা টান এমন ভেবেচিন্তে মারে যে, মনে হয় যেন ঘন চুলের আবরণ দিয়ে কোমর পর্যন্ত গরম রাখবার চেষ্টা করে সে। প্রতিটি টানের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে গিল তার নিজের ক্লান্তি দূর করবার আরামভোগ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং লেপের তলায় ক্রমশঃই যেন বেশি গরম বোধ করতে থাকে।

"তাড়াতাড়ি করো, লানা।"

ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসে আর ইচ্ছে করেই চুল আঁচড়াতে থাকে লানা। কণ্ঠস্বরটি লানার বেশ কোমল। হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রালু আর কৌতুকের দৃষ্টিতে গিলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

"মিসেস ম্যাকক্লেনার তোমাকে নিয়ে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন," বলল লানা, "কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হই নি।"

"কি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন?" লানার কথার অসংলগ্নতা লক্ষ্য করে তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করল গিল।

"সব সময় শুয়ে থাকো, আর কাজকর্ম কিছু করো না বলে দুশ্চিন্তা করছিলেন তিনি।"

"নতুন গোলাবাড়ির জন্য আমি তো কাঠ কাটতে আরম্ভ করেছি।" এই কথাটা বন্ধ করে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল গিল, "তাতে দুশ্চিন্তা করবার কি আছে?

"কিছু না। আমি শুধু বলেছিলাম যে, আমি উদ্বিগ্ন নই।"

দাঁত বার করে হেসে ফেলল গিল। জিজ্ঞাসা করল, "একটুও উদ্বিগ্ন হও নি তুমি?"

"একটুও না।" জবাব দিল লানা।

ডাক্তার পেট্রির সঙ্গে তাঁর দোকানে এসে ঢুকে পড়ল ক্যাপটেন ডিমুথ। মিসেস ডিমুথকে দেখতে ক্যাবিনে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোনো কথা হয় নি। ক্যাবিনটার মধ্যে লোকজনের এতো ভিড় ছিল যে, কথা বলবার সুযোগ পান নি তিনি।

"ভেতরে এসো, মার্ক," বললেন ডাক্তার, "এক গেলাস মদ খেয়ে নাও।"

"না, দরকার নেই।"

"আমার নিজের দরকার আছে। তুমি বরং যোগ দাও আমার সঙ্গে।"

আফিসে ঢুকে শেল্ফের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার। সারি সারি বোতলগুলোর দিকে এক মিনিট চেয়ে থেকে বললেন তিনি, "ভগবানের অসীম কৃপা, দোকানটা আমার পুড়িয়ে দেয়নি ওরা। এই টাউনের লোকেরা এই বোতলগুলির চাইতে একটা গির্জা পুড়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করত। "টারটা এমেটিক" লেখা একটা বোতল শেলফ থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর দুটো গেলাসে অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে হলদে রঙের জলীয় পদার্থটা ঢালতে ঢালতে বললেন, "ঘাবড়াবার কারণ নেই, মার্ক। ভাল কিঙস্টন্ মদ এটা। এটাই শেষ বোতল। যেন উল্টোপাল্টা না হয়ে যায় সেই জন্য ওখানে তুলে রেখেছিলাম। ধরো যদি রাম-এর বোতলে 'টারটার এমেটিক' ঢুকে পড়ত তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াত।"

নিজে খেলেন এবং ডিমুথের খাওয়াও লক্ষ্য করলেন।

"কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে, মার্ক?"

চমকে উঠল ডিমুথ। ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল। "কেন…" তারপর সহসা যেন মদ আর প্রশ্ন দুটোই একসঙ্গে ঢুকে পড়ল তার মাথায়। ঢোক গিলে বলল সে, "বারো বছর, ডাক্তার।" গলার স্বরে কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না।

ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করলেন ডাক্তার পেট্রি। তারপর বোতল থেকে দুটো গেলাসেই মদ ঢাললেন আবার। পান করবার সময় চোখ দুটো বন্ধ করে রাখলেন। বললেন তিনি, "কারো কারো পক্ষে বারো বছর দীর্ঘ সময়— আবার কারো কারো পক্ষে কম। আমার নিজের বিয়ে হয়েছে মাত্র দশ বছর হল। শোনো মার্ক, তোমাকে বলা দরকার যে……" গভীরভাবে শ্বাস টানলেন তিনি।

"বলার দরকার নেই ডাক্তার। আমি নিজেও সেই কথা ভাবছি।"

"হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী এই নিয়ে বড্ড বেশি চিন্তা করছেন।"

"বুঝলেন, ঠিক যে আক্রমণের ব্যাপার তার মাথায় ঢুকেছে তা নয়,"

ডিমুথ বলল, "আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে থাকাটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। ভয়ে অস্থির হয়ে আছে সে।"

"দুর্বল মাথা। দুর্বল মাথা, যখন প্রথম দেখি তাঁকে তখন সবচেয়ে সুন্দরী ছিলেন তিনি। সত্যি কথা বলতে কি এমন সুন্দরী মহিলা কখনো আমার চোখে পড়ে নি।" বললেন ডাক্তার পেট্রি।

"কতদিন বাঁচবে বলে আপনার মনে হয়?"

"এক সপ্তাহ, কিংবা একমাস। হয়তো আসছে বসন্তকাল পর্যন্তও বেঁচে থাকতে পারেন। কোনো কোনো দিক থেকে তিনি এখনো শক্ত আছেন। কিন্তু জোর করে বেঁচে থাকতে চান না তিনি।"

জানালার দিকে মুখ করে ডিমুথ বলতে লাগল, "আমার মনে হয় স্কেনেক-টাডিতে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত। এই অঞ্চলে কোনোদিনই তার মন বসল না। ঐ কুঁড়েঘরটার মধ্যে যখন আমি ওকে দেখি তখন ডিয়ারফিল্ডের প্রথম দিনগুলির কথা মনে পড়ে আমার। বাড়িটা তখনো শেষ করে উঠতে পারি নি। আমার দিকে যে-ভাবে সে চেয়ে থাকত সেই দৃশ্যটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তখন আমি ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতাম।"

"কেউ কেউ ভয় থেকে কোনোদিনই মুক্তি পায় না, মার্ক। অথচ তোমার কিছু করবারও থাকে না। হ্যাঁ, সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। বেচারী হয়তো সুখী হবেন তাতে। হয়তো আবার নতুন জীবন ফিরেও পেতে পারেন তিনি। যদি মরে যান তা হলে তুমি কিন্তু ভেঙে প'ড়ো না, মার্ক। চিন্তা করে লাভ নেই। অন্ততঃ এই সময় এখানে তো নয়ই।"

ডাক্তারের কথায় কান না দিয়ে ডিমুথ বলে চলল, "গতকাল কতকগুলো গাড়ি গম নিয়ে স্ট্যানউইক্স দুর্গে গিয়েছে। তার মধ্যে যে-কোনো একটা গাড়িতে করে ওকে লিট্‌ল্ ফলস্-এ নিয়ে যেতে পারি। এই সপ্তাহের শেষের দিকে গাড়িগুলোর ফিরে আসা উচিত। এলিস আমায় তার স্লেজ-গাড়িটা হয়তো ধার দিতে পারবে।"

"যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভাল," মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে ডাক্তার বললেন, "খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ার আগেই যাওয়া ভাল। বেশি ঠাণ্ডা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। সেখানে কি থেকে যাবে তুমি?"

দ্বিধা করতে করতে জবাব দিল ডিমুথ, "হ্যাঁ।"

"আগামী বসন্তে ফিরে আসবে তো?"

আবারও দ্বিধা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ডিমুথ বলল, "হ্যাঁ।"

"বেশ, ভাল," বললেন ডাক্তার, "তোমার হয়তো দরকার হবে এখানে। ওখানে গিয়ে আমার জন্য কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করে এনো। একটা তালিকা করে রেখেছি। সামরিক হাসপাতাল থেকে কোনো কিছুই পাঠায় নি আমায়। যাত্রা শুভ হোক তোমার, মার্ক।"

করমর্দন করে বিদায় নিল ডিমুথ।

"আমাদের এখন কি উপায় হবে, জন?" মেরী কাঁদছিল না বটে, কিন্তু দৃষ্টি ওর অসহায় আর করুণ হয়ে উঠেছিল।

"তোমায় সঙ্গে নেবেন না তিনি?"

"না। তিনি বলছেন যে, এলিসের কাছ থেকে স্লেজ-গাড়ি নিয়ে তাঁকে যেতে হবে। জায়গা হবে না। তিনি আরো বললেন যে, মিসেস ডিমুথকে আমি প্রাণ দিয়ে সেবাযত্ন করেছি। খুব ভাল ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে আর এক মাসের মাইনেও আগাম দিয়ে দিলেন। আমি নিতে চাই নি, কিন্তু জোর করে দিয়ে দিলেন তিনি। কাজটা ঠিক হল তো?"

"তিনি যখন নিজে থেকেই দিলেন তখন অন্যায় কিছু হয় নি।" বলল জন।

কিঙসরোড ধরেই হাঁটছিল ওরা। কারণ নিরিবিলিতে কথা বলবার মতো জায়গা কোথাও নেই। একটু একটু বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। রোদ নেই, আকাশের রঙ ধূসর হয়ে আছে। এমন কি বরফের মধ্যেও প্রাণের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন পড়তে পড়তে মরে গিয়েছে তারা।

এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিল মেরী আর জন। দু'জনকেই রোগা, ছোট আর ঠাণ্ডায় কাতর দেখাচ্ছে। মেরীরই ঠাণ্ডা লাগছিল বেশি। নিজের হাতে তৈরি করা হরিণের চামড়ার জুতো পরেছে। পায়ের মোজাও মোটা পশমের সুতো দিয়ে হাতে বোনা। জনের প্রশ্নের উত্তর যখন দিচ্ছে তখন সে

গভীরভাবে শ্বাস টেনে টেনে কথা বলছে। নইলে দাঁতের সঙ্গে দাত লেগে ঠক-ঠক আওয়াজ হত। মেরীর আশঙ্কা হচ্ছিল যে, তার যে কত ঠাণ্ডা লাগছে সেটা টের পাবে জন এবং তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। কিন্তু নিজের চিন্তার মধ্যে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল জন যে, সেসব কিছু লক্ষ্যই করল না সে। মাথা নিচু করে বরফের মধ্যে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলছিল জন। চোখে তার ভ্রূকুটি। সেই কারণে বয়স একটু অপেক্ষাকৃত বেশি লাগছিল। জন যখন ভ্রূকুটি করে মেরীর তখন ভাল লাগে। কারণ সে বুঝতে পারে যে, ওর জন্যই চিন্তা করছে জন। অন্য সময়ে এই জন্য জনের ওপর নির্ভরতা আসে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বেচারী জনই বা কি করব?

হঠাৎ সে বোকার মতো বলে উঠল, "কোথাও যদি কাজ পেতাম আমি...।"

মেরীর কাছে মনে হল এটা হচ্ছে জনের ব্যর্থতা প্রকাশ। কোন কাজ নেই ওর—তার ওপর মায়ের সম্বন্ধে যে জন খুব চিন্তিত তাও মেরী জানে। যেহেতু ওর বাবা শক্রর হাতে ধরা পড়েছে সুতরাং কোবাস আর মায়ের দায়িত্ব জনের ওপরেই পড়েছে। কোবাসের বয়স এমন বেশি নয় যে, সে একাই মায়ের দায়িত্ব নিতে পারে। ছেলেটা নির্ভীক আর বলিষ্ঠ তা ঠিক, কিন্তু শিকার করতে যাওয়ার পক্ষে খুবই ছেলেমানুষ। তা ছাড়া অন্যান্য পরিবারদের চেয়ে উইভারদের মজুত শস্যের পরিমাণও কম এবং নগদ টাকা নেই বললেই হয়।

"জন, তোমর কাছে কত টাকা আছে?" জিজ্ঞাসা করল মেবী।

মেরী অবিশ্যি জানত, কিন্তু কথা বলার একটা সুযোগ পেল বলে খুশী হয়ে জন বলল যে, টাকাটা মা-কে দিয়ে দিয়েছে সে।

মেরী তখন বলল, "মিস্টার ডিমুথ যা আমায় দিয়েছেন তাই নিয়ে আমার কাছে এখন দশ ডলার আছে।"

আগে সে টাকার অঙ্কটা জনকে বলে নি। দশ ডলার। দশ ডলার। মেরীর দিকে তাকাল সে। এই অঙ্কটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্বতঃই ছ'মাস আগের কথা মনে পড়ল যখন ওরা ভেবেছিল যে, দশ ডলার জমাতে পারলেই বিয়ে করতে পারবে।

"ওটা কোন মুদ্রায় আছে—ডলার না পাউণ্ড?" জিজ্ঞাসা করল জন।

"মিস্টার ডিমুথ সব সময়েই আমায় বিলেতী পাউণ্ড দিতেন। চাকরি দেওয়ার সময় পাউণ্ড দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কথা রাখবার জন্যই তিনি আমায় পাউণ্ড দিলেন।"

জন বলল, "তা হলে তোমার কাছে—দাঁড়াও হিসেবে করে দেখি—তা হলে আমেরিকান মুদ্রায় তোমার কাছে দেখছি আশি ডলার আছে।"

কংগ্রেসের মুদ্রানীতির আশ্চর্য সাফল্য দেখে উভয়েই বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। শুধু এক কথায় কংগ্রেস ওদের ধনী করে দিয়েছে। আশি ডলার—কম কথা নয়। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তো এর চেয়ে কম টাকায় জীবন কাটিয়ে গেছেন। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

জনকে খুশী হতে দেখে মেরী তার দেহটাকে দিল শিথিল করে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি শুরু হল ওর। মেরীর দিকে চেয়ে ছিল বলে জন এবার কাঁপুনিটা দেখতে পেল।

"ঠাণ্ডা লাগছে তোমার।"

মেরী শুধু মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল।

"আমাকে বলা উচিত ছিল।"

দাঁতের ওপরে দাঁত চেপে রাখল মেরী, কিন্তু চোখ দিয়ে মিনতি জানাল সে। জন ওকে বকতে পারল না। সে জানে ওর সঙ্গে বেড়াতে আসবার জন্য কতো আশা করে বসে থাকে মেরী।

এখন আবার হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। জন যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, মেরীর জীর্ণদশাপ্রাপ্ত জামা আর শালের ভেতর দিয়ে কেটে কেটে হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে ওর। পিঙ্গল চোখ দুটো খুব বড় বড় দেখাচ্ছে। মুখের দাগগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভেসে উঠেছে চামড়ার ওপর।

ভয় পেল জন। চারদিকে পাগলের মতো দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে মিসেস ম্যাকক্লেনারের পাথরের বাড়িটা চোখে পড়ল ওর।

"ওখানে গেলে গরমে বসতে পারব আমরা," বলল জন, "চলে এসো মেরী।"

হঠাৎ ওর হাতটা আঁকড়ে ধরে টানতে টানতে বাড়িটার দিকে মেরীকে নিয়ে চলল জন।

সবেমাত্র দুপুর শেষ হয়েছে—বাড়ীতে তখন শুধু মেয়েরা।

"ভগবানের দোহাই!" বলে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "তোমরা বাচ্চা দুটিতে মিলে ওখানে কি করছ?"

"আমারই দোষ। বেড়াতে নিয়ে এসেছিলাম ওকে। ঠাণ্ডা লেগেছে। ও যে ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছে আমি তা লক্ষ্য করি নি। আপনার কি মনে হয় অসুস্থ হয়ে পড়বে?"

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল জনের। মুখটা একেবারে ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। মেরীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। সমস্ত পৃথিবীটা ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও কাঁপুনিটা বন্ধ হবে না। ভীষণভাবে কাঁপছিল মেরী। দু'জনেই চমকে উঠল মিসেস ম্যাকক্লেনার যখন বলে উঠলেন, "অসুস্থ! না হাতী! আমি ওকে ব্র্যাণ্ডি দিচ্ছি। ডেইজি, ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে আয়। আগুনের সামনে বোসো। জন তোমায় পরিচয় করিয়ে দেয় নি বটে, কিন্তু আমি তোমায় চিনি, মেরী রিয়েল। জন বেশ ভাল ছেলে। ওর মায়ের ধারণা, তোমার ভাগ্য ভাল। কিন্তু জনের মতো তত ভাল নয়। আমি দেখেই তা বুঝতে পারছি।" তিনি যা বললেন সত্যিই তাই। থুতনিটা উল্টে ধরে হুহু শব্দে কাঁপছিল সে। থুতনি ওল্টাতে পারলে যে-কোনো মেয়েকেই পছন্দ করেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। মেরীকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি দিয়ে নিজেও একটু খেলেন। তারপর ইশারা করে দু'জনকেই বেঞ্চির ওপর বসতে বললেন।

তিনি নিজে বসলেন তাদের উল্টো দিকে।

"তোমরা এতো দূরে কি করতে এসেছিলে—শুধু কথা বলতে?"

জন যদিও বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে তবু এই প্রকাণ্ড বড় আরামপ্রদ রান্নাঘরে ঝুলন্ত ভুট্টা আর শুকনো আপেল ও স্কোয়াস ফলের তলায় মিসেস ম্যাক-ক্লেনারের ঘোড়ার মতো লম্বা মুখটাতে সে সহৃদয়তা ও বদান্যতার চিহ্ন দেখতে

গেল। মেরী যন্ত্রণা ভোগ করছে বলে মনটা ওর অনেকক্ষণ ধরে অস্থির হয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে যে মিসেস মার্টিন আর নিগ্রো স্ত্রীলোকটি উপস্থিত রয়েছে সেকথা ভুলে গিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনারকে আদ্যন্ত সব কথা বলে ফেলল জন।

"বুঝলেন," উপসংহার টেনে বক্তব্য শেষ করল সে, "বাবা এখন নেই, মায়ের দেখাশোনার ভার সব আমার ওপরেই পড়েছে। মেরীকেও বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না তিনি। তাঁর কথা শুনে মনে হয় যেন, আমরা বেশিদিন অপেক্ষা করে বসে থাকি নি এবং দু'জনেরই যেন তেমন কিছু বয়সও হয় নি। তা ছাড়া মেরী যে এখন কোথায় থাকবে তাও বুঝতে পারছি না। সে তো আর একা-একা বাস করতে পারে না।"

"ডিমুথের ক্যাবিনে থাকতে পারে না?"

রাঙা হয়ে উঠে জন বলল, "তিনি বলে গিয়েছেন ক্লেম কপারনল সেখানে থাকবে।"

"তা হলে অবিশ্যি ওর সেখানে থাকা চলে না," বললেন মিসেস ম্যাক-ক্লেনার, "আমি হলে কি করতাম জানো, জন?" বেঞ্চির ওপর খাড়া হয়ে বসে-ছিলেন তিনি। লম্বা নাকটার তলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে ওদের দেখছিলেন। জন যখন জবাব দিল, "না, ম্যাডাম," তখন তাঁর নাকের ডগাটা বেশ জোরে জোরে নড়ে উঠল।

"তোমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত অন্য কোনো লোক নাকের ডগা থেকে মেরীকে ছিনিয়ে নেওয়ার আগে বিয়ে করে ফেলতাম আমি।" নাকের শব্দটা এতক্ষণ তিনি রুখে রেখেছিলেন। এবার সেই শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দেবার মতো জোরে নাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাঁর।

জনের চোখ দুটো জলজল করে জলে উঠে আবার শান্ত হয়ে গেল। এই কথাটাই কতবার ভেবেছে সে। "বিয়ে করাটা ঠিক উচিত হবে না, মিসেস ম্যাকক্লেনার। মেরীকে নিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে উঠলে মায়ের প্রতি অন্যায় করা হবে। অন্য একটা বাড়িও আমি তৈরি করতে পারছি না এখন। দু'জনকে বিপদে ফেলতে পারি না। কোবাস ছেলেমানুষ। মায়ের দেখা-শোনার জন্য লোক একজন চাই।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "না, মা-কে ত্যাগ করা তোমার উচিত

নয়। ত্যাগ করতে তোমায় আমি বলছিও না। এখন তোমরা কোথায় আছ?"

"দুর্গের কাছে, সারিটার একেবারে শেষ ক্যাবিনে।" বিস্ময়াপন্ন হয়ে জবাব দিল জন।

আরো একবার নাক দিয়ে জোরে আওয়াজ করে মিসেস ম্যাকক্লেনার বলতে লাগলেন, "তোমার মাথায় বুদ্ধি নেই, জন—হয়তো বিয়ে করা তোমার উচিত নয়। এখন তোমায় আমি এমন কতকগুলো কথা বলব যা মেরী তোমায় বলতে পারত। কিন্তু বুদ্ধিমতী বলেই বলে নি। আমি তোমায় যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে যে, ক্যাবিনটা কে তৈরি করেছে?"

"আমি," বলল জন।

"প্রথম নম্বর কথা হল, বাড়িটা তুমি তৈরি করেছ। তোমার বাবার কতো টাকা আছে মায়ের হাতে? আর তোমার কতো?"

"বাবার পাঁচ ডলার আর আমার নিজের অর্জিত সাত ডলার।"

"দ্বিতীয় নম্বর কথা হল, ভাই এবং মায়ের ভরণপোষণের খরচ বেশির ভাগ তোমাকেই চালাতে হচ্ছে। তৃতীয় নম্বর কথায় এবার আসা যাক। মেরী কতো টাকা জমিয়েছে?"

"দশ ডলার।" শান্তস্বরে বলল বটে মেরী, কিন্তু বলতে গর্ব বোধ করল সে। গর্ব বোধ না করে পারল না। ওর কণ্ঠস্বর শুনে মিসেস ম্যাকক্লেনার চোখ ঘোরালেন মেরীর দিকে এবং তাঁর ঠোঁটের কোনায় চাপা হাসির রেখা উঠল ভেসে।

"তা হলে," বলতে লাগলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "মেয়েটাকে বিয়ে করে ক্যাবিনে নিয়ে যাও এবং তোমার মাকে গিয়ে বলো যে, তুমি তোমার নিজের বাড়িতেই বউকে এনে তুলেছ। তাঁকে বলবে, মেরী বলেছে যে, শাশুড়ী যদি ওর সঙ্গে থাকেন তা হলে সে খুশী এবং গর্ব বোধ করবে।" খুব আমোদ উপভোগ করতে করতে মিসেস ম্যাকক্লেনার দাঁত বার করে হেসে উঠে বললেন, "অন্য কোথাও মেরীর থাকবার জায়গা নেই। অতএব তাঁকে মেরীর সঙ্গেই বাস করতে হবে।"

"ঘরে আমাদের মজুত ভুট্টা বেশি নেই। গম বেচে পয়সা তুলবেন বলে

বাবা গম লাগিয়েছিলেন খেতে। সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে থাকবার মতো খাদ্যের সংস্থান তেমন নেই আমাদের।"

মাথা ঝাঁকিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "মেরীর যা টাকা আছে তাতে একা থাকলে যত খরচ হতো বিয়ে করলেও তাই হবে। তা ছাড়া মেরী খাবেও না বেশি। ওকে দেখে আমার তো মনে হচ্ছে তোমাকে বিয়ে করবার জন্য একদিন পর পর উপোস করে থাকতেও রাজী আছে মেরী। ছি, ছি, কী লজ্জার কথা, জন উইভার! তুমি একজন খ্যাতিমান ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করছ। কিন্তু খ্যাতির দ্বারা সাধুসন্ত হওয়া যায় না। সাধুসন্তরা প্রায়ই দেখবে প্রথমে ভালো এবং সৎ উদ্দেশ্যে দু'একটা পাপ কাজ দিয়েই জীবন শুরু করে। যদি উপোস করতেই হয় তা হলে সবাই মিলে একসঙ্গে উপোস করবে। ও হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। এখানে এমন কোনো দোকান নেই যে, মেরীকে একটা বিয়ের উপহার কিনে দিতে পারি। অতএব বুদ্ধি খাটিয়ে যা হোক কিছু একটা তোমাকেই কিনে নিতে হবে। তোমাকে আমি এক পাউণ্ড দেব, মেরী।"

জন আর মেরী দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর মেরীর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল জন। কিন্তু মেরী একটুও রাঙা হল না। জনের মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল সে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের কণ্ঠস্বরটা যেন এক মহাশক্তির কণ্ঠস্বর বলে মনে হচ্ছিল। লানা পুরোগল্পটাই আগে থেকে বলে রেখেছিল তাঁকে। অনেকদিন থেকেই বিধবা মহিলাটি ভাবছিলেন যে, এদের সম্বন্ধে কিছু একটা করা উচিত।

"জন," বলতে লাগলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "আমি যা তোমায় বলব এখন, তা বোধহয় তুমি জান না। রেভারেণ্ড শ্যাম কার্কল্যাণ্ড এখন হারকিমার দুর্গে রয়েছেন। একজন ইণ্ডিয়ানকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, বিকেলবেলা তিনি এখানে আসবেন এবং রাত কাটাবেন। প্রত্যেক বছরই শরৎকালে ওনাইদা থেকে ফেরবার পথে এখানে আসেন তিনি। তোমাদের সম্বন্ধে আমি যদি অনুরোধ করি তা হলে গির্জার বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিয়ে দিতে রাজী হয়ে যাবেন। শোনো, তোমরা কি এখানে অপেক্ষা করে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে রাজী আছ এখন? তুমি জন উইভার বলো, রাজী আছ কি?"

মেরীকে এক পলক দেখে নিল জন। রীতিমত লজ্জিত দেখাচ্ছে ওকে, মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে চেয়ে ঢোক গিলল সে। তারপর বলল, "রাজী আছি, ম্যাডাম।"

"আর তুমি? তুমি মেরী?"

"রাজী।" জবাব দিল মেরী, গলার স্বরটা খুব নিচু বটে, কিন্তু স্থির।

মিসেস ম্যাকক্লেনার মনে মনে ভাবছিলেন, "হে ভগবান, কি করলাম আমি। ওরা যে একেবারে ছেলেমানুষ। মেয়েটা তো দুধের শিশু।" কিন্তু লানা সেই সময় তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল আর কালো মোটা ডেইজি বিড়-বিড় করে বলছিল, "ভারি মিষ্টি দেখতে।" মিসেস ম্যাকক্লেনার তখনো মনে মনে ভাবছিলেন, "ভগবান, মেয়েরা কী বিচ্ছিরি ভাবপ্রবণ জীব। কেন এমন হয় ভগবানই তা জানেন। ছোঁড়াটাকে দেখে মনে হচ্ছে না মারধোর করবে। তবে শাশুড়ীটি প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে। সারাজীবন দুটিতে মিলে অভিশাপ দেবে আমায়।" হঠাৎ তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতে আরম্ভ করলেন। তারপর সবাই যখন তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেলল তিনি তখন বললেন, "যাই হোক, মেরীর আর এখন ঠাণ্ডা লাগছে না।"

অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিয়েটা শেষ হয়ে গেল। সময় লাগল খুবই কম। প্রথমে এলেন রেভারেণ্ড মিস্টার কার্কল্যাণ্ড। তাঁর সহৃদয়তায় জন আর মেরী মুগ্ধ হয়ে গেল। সশ্রদ্ধ বিস্ময় বোধ করল এই ভেবে যে, এই ভদ্রলোকটিই ওনাইদা উপজাতিকে যুদ্ধে আমেরিকানদের দিকে ধরে রেখেছেন। ইংরেজদের দলে যোগ দিতে দেন নি। রোগা আর লম্বা দেখতে। মাথার কালো টুপীটা ছাড়া যে-কোনো লোকের মতোই জামাকাপড় পরেছেন তিনি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ঋজু আর সরু সরু। মুখের মধ্যে বেশ একটা অমায়িক ভাব রয়েছে। চোখ দুটো যেন জাগতিক ব্যাপার থেকে একেবারে পুরোপুরি নিরাসক্ত হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর সেই মন্ত্রপাঠের সানুনাসিক ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরটা মেরীর কানে যেন এখনো অনুরণিত হয়ে উঠছে।

একসঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর নম্র আর উন্নত বোধ করছিল মেরী। খুবই অদ্ভুত লাগছিল যে, বাড়ি ফেরার পথে দিনের আলো কমে যাওয়া সত্ত্বেও ঠাণ্ডা বোধ

করছে না সে। উপনিবেশের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করবার পর জনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল মেরী। ক্যাবিনের কাগজ-মারা জানালার শার্সির ভেতর দিয়ে পিঙ্গল রঙের চোখের গুরুগম্ভীর দৃষ্টির মতো চর্বি দিয়ে তৈরি মোমবাতির আলো বেরিয়ে আসছিল বাইরে। নিজের রোগা হাতটি দিয়ে জনের হাতটা ধরে রেখেছিল সে। ক্যাবিন পর্যন্ত হেঁটে যেতে জন যেন দুর্বল বোধ না করে সেই জন্যই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। এখন তো ওরা মায়ের সঙ্গেই বাস করবে ওখানে।

মেরী জিজ্ঞাসা করল, "জন, তুমি কি অসুখী বোধ করছ?"

জন বলল, "না তো।" কিন্তু মেরী জানত, জনের মনে অশান্তি জমে উঠেছে।

"আমাকে যেমনভাবে চলতে বলবে ঠিক সেই রকমভাবেই চলব আমি, জন। যত কষ্টের মধ্যেই পড়ি না কেন তোমাকে ভালবাসব আমি।"

কথা না বলে মেরীর হাতটা নিজের গায়ের সঙ্গে জোর করে চেপে ধরল জন। কিন্তু প্রথম জানালাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মেরীর মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল সে। দেখল, সাহস, ধৈর্য আর শ্রদ্ধায় চোখ দুটি ওর পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বয়স এতো কচি যে, মেরীকে নিজের বলে ভাবতেও ভয় পাচ্ছে জন।

সন্ধ্যাবেলা মায়ের সঙ্গে খেতে বসতে হবে না বলে খুশী হল ওরা। আবার ভয় আর উত্তেজনা বোধও করল। ওখান থেকে রওনা হয়ে আসবার আগে মিসেস ম্যাকক্লেনার খাইয়ে দিয়েছেন ওদের। খুব ভাল খাবারই খেতে দিয়েছিলেন। শুয়োরের রাং-এর মাংস, চীনামাটির পেয়ালায় করে গরম চকোলেট, সেঁকা রুটির সঙ্গে জেলি আর আপেলের চাটনি। এতক্ষণ পর জনের এখন মনে পড়ল যে, দুজনের একসঙ্গে শোয়ার জন্য আলাদা একটা জায়গা চাই। কোবাসের বিছানাটাই নিজেদের জন্য নিতে হবে। ঘরের কোনায় সেটা পাতা আছে। আগুনের কাছ থেকে সেটা যদিও সবচেয়ে দূরে, তবু একটু আড়াল পাওয়া যাবে। মাঝখানে পর্দা টাঙিয়ে দেওয়ার মতো হরিণের দুটো চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই—জন ভাবল, খুব ঠাণ্ডা লাগলে ও-দুটোকে হয়তো আবার গায়ে জড়িয়ে শোয়ার দরকার হতে পারে। মনে হল যেন সারা গায়ে ওর কাঁটা দিয়ে উঠছে। তারপর একটা গর্বিত

আত্মবিশ্বাসে ছেয়ে গেল ওর মন। জন বুঝতে পারল যে, মেরীও তার গর্বোচ্ছাসটা অনুভব করছে। হঠাৎ যখন মেরী নিমেষের মধ্যে মনের সাহস-টুকু সব হারিয়ে ফেলল এবং ভয় করতে লাগল ওকে। যখন সে দরজা খুলল, তখন মেরীর মুখের ওপর মৃদু আলো এসে পড়ল। জন দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে এবং রক্তোচ্ছ্বাসে গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে জন ডাকল, "এই যে মা।"

এমা উইভার বলল, "তোর জন্য একটু খাবার রেখে দিয়েছি।"

"আমি খেয়ে এসেছি।" বলল জন। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অতি কষ্টে ঢোক গিলল সে। তারপর বলল, "মেরীকে বাড়ি নিয়ে এলাম।"

মুখ ঘোরাল এমা। তার সাদাসিধা মুখটা কঠিন আকার ধারণ করে সজীব হয়ে উঠল। রাগ, সন্দেহ, বিশ্বাস এবং ভয় এক এক করে তার মুখের ওপর দিয়ে রেখাপাত করে গেল।

"জন," অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল এমা, "তবে কি তুই—?"

কোনোরকমে মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়ে সে বলল, "মেরী এখানে থাকবে। আজ বিকেলে আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের ওখানে রেভারেণ্ড কার্বল্যাণ্ড আমাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন।"

বরফের ওপরে হাঁটবার জুতোর তলায় নাল লাগাবার জন্য তক্তাগাছের কাঠি কেটে ছোট করছিল কোবাস। কথা শুনে ওদের দিকে নজর দিল সে। মেরীর দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকাল। এমা জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি তোর ভাইকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাব?"

"না, মা। তুমি তো জান আমরা তা কখনোই চাইব না।"

এমা বলল, "ক্যাপটেন ডিমুথ যে মেরীকে স্কেনেকটাডিতে নিয়ে যেতে চায় না আমি তা শুনেছি। কিন্তু তুই যে এমন কাণ্ড করে বসবি আমি তা ভাবতে পারি নি।" বড় বড় ফোঁটায় অমসৃণ চামড়ার ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার—অসহায়তার ফোঁটা!

ক্ষণকালের জন্য শ্বাসটানবার শক্তি হারিয়ে ফেলল মেরী। তারপর বলল, "কাঁদবেন না, মিসেস উইভার। মিনতি করছি কাঁদবেন না। আমি

আপনাকে সাহায্য করব—আমরা দু'জনেই করব। আমরা সাহায্য করতে পারি, আপনি যদি আমাদের করতে দেন।"

এগিয়ে গিয়ে মেরী একটু ঝুঁকে দাঁড়াল এমা উইভারের দিকে। তারপর আশ্চর্য সে আর ভাই দুটিও দেখল, ভেজা মুখটা ওপর দিকে তুলে ধরল মিসেস উইভার।

"ভীষণ ক্লান্ত আমি," বলল এমা, "তোরা জানিস না জর্জকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কী ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" বুকের তলায় ঠেলে ঠেলে কান্না উঠতে লাগল তার। মুখটা ঢেকে ফেলল সে। মেরী গিয়ে তার গা স্পর্শ করতেই ওর হাঁটুর সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল। জনের মনে হল, নিজেই বুঝি এবার সে কাঁদতে আরম্ভ করবে। মাকে সে কোনোদিনই ভেঙে পড়তে দেখে নি। এখন মনে হচ্ছে মা যেন ভীষণভাবে প্রহার খেয়েছেন এবং সে যেন নিজেই তাঁর পিঠে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে।

ওরা তাকে ধরে নিয়ে এসে আগুনের সামনে মেঝের ওপর বিছানায় শুইয়ে দিল। আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এমা। বিছানায় গিয়ে কোবাসকে শুয়ে পড়বার হুকুম দিয়ে জন আর মেরী দুজনে মিলে দেরাজটাকে সরিয়ে নিয়ে এল কোনার দিকে। তারপর হরিণের চামড়াটা দিল টাঙিয়ে; চর্বির মোমবাতিটা এবার ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল ওরা। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল কম্বলের তলায়। গরমের জন্য জামাকাপড় পরেই শুয়ে পড়ল ওরা। শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছিল, কাঠের দেয়ালের গায়ে আগুনের মৃদু দীপ্তি কেঁপে কেঁপে উঠছে। কোনো শব্দ না করেই আগুনটা জ্বলছে।

ঘরের অন্য কোনায় জনের বিছানায় খরগোশের মতো শুয়ে রয়েছে মোটা কোবাস। শ্বাস বন্ধ করে নিঃশব্দে অনড় হয়ে শুয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে সে। এমা তখনো আস্তে আস্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। হরিণের চামড়াটা পুরোপুরি শুকয় নি বলে কটু গন্ধ আসছিল। আগুনটা কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন ক্রমশই তীব্র হতে লাগল .....

শ্যাম্ব্লির সেই পুরনো দুর্গটার ভূগর্ভস্থ একটা ক্ষুদ্র কক্ষের দেয়ালের ধারে বসে জর্জ উইভার অবাক হয়ে ভাবছিল যে, জার্মান ফ্ল্যাটের বাসিন্দেরা

প্রত্যাশিত আক্রমণের কষ্ট থেকে বেঁচে গিয়ে গ্রীষ্ম আর শরৎকালটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কি না। কি যে হয়েছে উইভার তা জানে না। ক্ষুদ্র কক্ষটার দেয়ালের চারদিকে আরো ন'জনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জানালা নেই বলে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। কারারক্ষী যখন খাবার দিতে আসে তখন টর্চবাতির আলোর ঝলকে ক্ষণকালের জন্য মুখ দেখে নিয়ে চিনে রাখতে হয়। এখানে এসে প্রবেশ করবার পর শেকল থেকে একবারও ছাড়া পায় নি ওরা। পাথরের দেওয়ালে ভারী ভারী আঙটার সঙ্গে শেকলগুলো বাঁধা রয়েছে।

এখানে পৌছতে জর্জের দু'মাস লেগেছিল। প্রথম তিনটে সপ্তাহ বন্দী অবস্থায় ইণ্ডিয়ান-রক্ষীটির পেছনে পেছনে জনবসতিহীন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেনেকাদের একটা শহর পর্যন্ত হেঁটে এল। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে এনে দৌড় করাল ওকে এবং যথেচ্ছ প্রহার করল। অতি কষ্টে ধৈর্যসহকারে ধীরে ধীরে হাঁটার মতো শক্তি ছিল বলেই টিকে গিয়েছিল সে। অবিশ্যি জর্জের ধারণা, মারধোর করেও ওরা ওকে মাটিতে ফেলে দিতে পারে নি। জর্জকে ধরে আনবার জন্য ইণ্ডিয়ান-রক্ষীটির নাম হয়ে গেল খুব এবং সে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বলল যে, এতো কষ্ট করে হেঁটে এসে অন্যকাউকে আর বেঁচে থাকতে দেখে নি কখনো। নায়েগ্রাতে নিয়ে আসবার আগে ইণ্ডিয়ানদের শহরটাতেই দু'সপ্তাহ থেকে গিয়েছিল জর্জ।

নায়েগ্রাতে নিয়ে এসে একটি স্থূলদেহবিশিষ্ট ইংরেজ মেজরের কাছে সেই চিরাচরিত আট ডলার মূল্যেই ওকে বিক্রি করে দিল ওরা। এখানকার দুর্গে আট দিন বন্দী করে রাখল। তারপর একমাস্তুলওয়ালা ছোট্ট একটা জাহাজে করে অন্যান্য কয়েকজন বন্দীদের সঙ্গে ওকে মণ্টিয়েলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সবাই ভেবেছিল যে, এখানেই ওদের আটকে রাখবে। প্রায় সবাই রয়ে গেল, শুধু জর্জ আর অন্য দু'জন বন্দীকে শ্যাম্ব্লিতে পাঠিয়ে দিল। এই দু'জন বন্দী কবল্স্কীলের কাছে ধরা পড়েছিল।

পুরনো দুর্গটার বিরাট বিরাট প্রাচীর দেখে জর্জ ভাবল যে, এখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হবে না। ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না তার। একজন লোক দাঁড়াতে পারে, বসতেও পারে এবং দেওয়ালের সমান্তরালভাবে বিশেষ একটি জায়গায় যদি দেহটাকে স্থাপন করতে পারে তা

হলে শুয়ে পড়াও সম্ভব হয়। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে যে, এখানে এসে ঢোকবার পর নোংরা ফেলে আসবার জন্য এই দশটি লোককে বেশিদূর পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয় নি। ঘরময় অসহ্য রকম দুর্গন্ধ। মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো লোক ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় আবোল-তাবোল বকতে থাকে। কেউ কেউ আবার একেবারেই কথা বলে না। দুর্গন্ধ সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করছিল জর্জ। অভ্যস্ত হচ্ছিল সে। নিজের গায়ের চামড়ার গন্ধের মতো দুর্গন্ধটাও একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এখন শুধু একটা ব্যাপার নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে। জর্জের বিশ্বাস, দরজার পেছনদিকের কোনায় একটা লোক আজ চারদিন থেকে মরে পড়ে রয়েছে। এই ক'দিন লোকট খায় নি, শেকলে আওয়াজও করেনি। কারারক্ষীর আলো কোনা পর্যন্ত পৌছায় না। হাত দিয়ে অনুভব করে খাবারের থালাটা টেনে নিত সে। এক খণ্ড তক্তাকে থালা হিসেবে ব্যবহার করত। গত ক'দিনের খাবার তক্তাটার ওপর স্তূপের মতো জমে উঠেছে। অন্য বন্দীদের হাত থালা পর্যন্ত পৌছয় না।

এই চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জর্জ তার নিজের পরিবারের কথা ভাবতে লাগল। বাইরে বরফ পড়বার খবর দিয়েছিল কারারক্ষী। সেই জন্য ওদের কথা ভাবা সহজ হল। জর্জ ভাবল, বাড়ির ওরা সবাই কতো খুশী হতো যদি তাদের চিঠি লিখে জানাতে পারত যে, এখনো সে বেঁচে রয়েছে।

॥ ১৫ ॥

চেরী ভ্যালির ধারে

শ্যাম্ব্লির কারারক্ষী যে-বরফ পড়ার কথা জর্জ উইভারকে বলেছিল সেই বরফই রিচেলিউ নদীর উপত্যকায়, চেরী ভ্যালির দক্ষিণে আর পশ্চিমে বনের মধ্যে শিলাবৃষ্টির মতো ঝরে ঝরে পড়ছিল। একজন সার্জেণ্ট সহ বারোটি লোকের একটি অনুসন্ধানকারীর দল দশ মাইল দূরে বীভার ড্যাম রাস্তায় এসে

স্থির করল যে, এমন একটা রাত্রিতে সন্ধানের কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। সার্জেণ্ট নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছিল যে, ঠাণ্ডার প্রকোপে আক্রান্ত হয়েছে সে। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো তার কোনোদিনই সহ্য হয় না। শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে যখন অন্ধকার ঢুকে পড়তে লাগল তখন সে পরের যে কোনো একটা শুকনো জায়গায় থেমে যাওয়ার হুকুম দিল। বেশি শুকনো জায়গা পেলে তো ভালই। অর্থাৎ সে বলতে চেয়েছিল, জায়গাটা অপেক্ষাকৃত কম ভেজা হলেই ভাল হয়। সেখানে পৌঁছে বড় করে একটা আগুন জ্বালা-বার আদেশ দিল সার্জেণ্ট।

শুধু একজন লোকই জিজ্ঞেস করল যে, রাস্তার ধারে আগুন জ্বালানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না। বাকী লোকদের মধ্যে যে যতোটা ভিজে গিয়েছিল সেই অনুপাতে হেসে উঠল তারা এবং গালাগালিও দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দেবদারু গাছের শুকনো ডালগুলো ভেঙে ফেলতে শুরু করে দিল। কিন্তু সার্জেণ্ট ভাবল সৈনিকটির মন্তব্যটা অবশ্যই গ্রাহ্য করা উচিত। ব্যাখ্যা করে তাকে সে বোঝাতে লাগল যে, সারা শরৎকালটা ধরে গুজব রটেছিল চেরী ভ্যালি আক্রান্ত হবে। কিন্তু আক্রান্ত হয় নি, হয়েছিল কি? কর্নেল ইচাবড অলডেন যদি সত্যি সত্যি লোক পাঠাত তা হলে তাকে একটা কিছু না কিছু করতে হতো, করতে হতো না কি? কিন্তু বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় নি সে। দুর্গ থেকে চার শ গজ দূরে ওয়েলসদের বাড়িতে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছিল সার্জেণ্ট। একা ঘুমচ্ছিল না সে, সঙ্গে কর্নেল স্টাসিয়া আর মেজর হুইটিঙও ছিল —সৈনিকটি যদি মনে করে যে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল বলে অফিসাররা ঘুমচ্ছিল তা হলে সে তেমন কথা ভাবতে পারে, কিংবা খাঁড়ির জল চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ইচ্ছে করলে সার্জেণ্টের প্রপিতামহীকে চুম্বন করতে পারে। সৈনিকটি তখন তার উত্তরে বলল যে, মিস্টার ওয়েলসের আপত্তি না থাকলে তার বাড়িতে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সব ক'টি অফিসারই যদি ঘুময় তাতে তার কিছু আসে যায় না। অফিসাররা চিরকালই এমন সব বাড়িতে ঘুময় যেখানে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে থাকে। বলুন সত্যি কি না? সার্জেণ্ট তখন বলল যে, কর্নেল আইক আরাম করে পালকের বিছনায় শুয়ে থাকবে আর নিজে সে ফোঁটা ফোঁটা জল মাথায় নিয়ে গাছের তলায় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার ওপরে আবার আগুন

জ্বালাবার নাম নেই কারো। চুলোয় যাক কর্নেল আইক। হাঁচি দিল সার্জেণ্ট।

দশ মিনিটের মধ্যে মস্তবড় একটা আগুন জ্বালিয়ে ফেলল ওরা। জলসিক্ত গাছের ডালগুলির মধ্যে দিয়ে আগুনের ঝলক ঠেলে উঠতে লাগল। সবাই ওরা আগুনের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। আগুনের তাপে ঘেমে উঠতে উঠতে নিজেদের জন্য দুঃখ বোধ করতে লাগল। আলো পড়ে মুখগুলো লাল দেখাচ্ছে। কাছেই একটা হেমলক গাছের তলায় বন্দুকগুলো গাদা করে ফেলে রেখেছে।

ক্যাপটেন অ্যাডাম ক্রাইসলারের অধীনস্থ রেঞ্জারদলের ইণ্ডিয়ানদের যা করতে হল তা হচ্ছে শুধু দু'বার তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকগুলো হাতে তুলে নেওয়া। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ম্যাসাচুসেটস্‌-এর লোক ছিল তারা আগুন ছেড়ে ওঠবার নাম করল না। তারা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এদের মধ্যে অনেকেই প্রথম এই ইণ্ডিয়ান দেখছে। রঙ-মাখা সেনেকাদের খালি মাথাগুলো ভিজে গিয়েছে আর ঘাড়ের পাশে ঝুলন্ত কম্বলগুলো জল লেগে লেগে বিশ্রীভাবে ভিজে যাচ্ছে। মোটা দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। হরিণের চামড়ার শার্টের তলায় পেটগুলো ফোলা ফোলা। এসব ছাড়াও ইণ্ডিয়ানগুলো দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত। সবচেয়ে খারাপ লাগল ওরা যখন আগুনের সামনে থেকে বন্দীদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গাগুলো দখল করে বসল।

ইণ্ডিয়ানদের চিৎকার শুনে দূর থেকে যখন অন্য লোকেরা হর্ষধ্বনি করে প্রত্যুত্তর দিল তখন আমেরিকান স্কাউটরা বুঝতে পারল যে, কাছাকাছি কোথাও একটা ইংরেজ সেনাবাহিনী রয়েছে। তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো শব্দ নেই। শুধু শোনা গেল গাছের ডাল পোড়ার ফটফট শব্দ, ইণ্ডিয়ানদের বিড়বিড় করে কথা বলা আর গাছ থেকে অবিরাম টুপ টুপ করে জল পড়ার আওয়াজ। তারপর বনের ভেতর থেকে আরো অনেক ইণ্ডিয়ান বেরিয়ে আসতে লাগল। ম্যাসচুসেটস্‌-এর লোকদের ধারণা ছিল না যে, ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা এতো বেশি হতে পারে। মনে হচ্ছিল হাজার খানিক হবে বুঝি। আসলে পাঁচ শ জন এসে উপস্থিত হল। একসঙ্গে হয়ে তারা আবার নতুন নতুন আগুন জ্বালাতে শুরু করে দিল। অনতিবিলম্বে ছোট্ট ভ্যালিটা আলোকিত হয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল, একটা জ্বলন্ত নরক বুঝি পাহাড়ের ধারে

ঝুলে পড়ল। এই নারকীয় আগুনের আলো ভেদ করে পৌছতে লাগল সৈনিকদের জুতো পরে মার্চ করে আসার পায়ের শব্দ।

সৈনিকদের সামনে একজন পাতলা ধরনের লোক আগে আগে হাঁটছে। রঙ-মাখা নয়, ইণ্ডিয়ানদের মতো কালো দেখতে। লম্বা চুলগুলো খড়ের আঁটির মতো ঘাড়টাকে তার জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মুখের ভাবটা কঠিন, ক্লান্ত আর উদ্যমহীন দেখাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে এল এক শ পঞ্চাশ জন সৈনিক। এরা মাথায় লাগিয়েছে কালো চামড়ার আঁট টুপী আর গায়ে পরেছে সবুজ রঙের যুদ্ধের কোট। এদের পেছনে লাল কোট পরে পঞ্চাশটি পেশাদার ইংরেজ সৈনিক এসে উপস্থিত হল। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পা মিলিয়ে মার্চ করে আসছিল। হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে বনটা জীবন্ত মানুষের ভিড়ে জমজম করতে লাগল। এরা যে এখানে রয়েছে সেটাই যেন একটা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হতে লাগল।

প্রায় অলৌকিক ঘটনাই বটে। চেমাঙ নদীর ধারে বসে রেঞ্জারদলটি এগারো নম্বর পেনসিলভ্যানিয়া রেজিমেন্টের যাওয়া-আসার ওপর সতর্ক নজর রেখেছিল। ওয়াইয়োমিং দুর্গের দিকে ফিরে যাওয়ার আগে আমেরিকান সেনাবাহিনীর লোকেরা প্রায় টায়োগা পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল। তারপর অল্প বয়স্ক, একগুঁয়ে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওয়াল্টার বাটলার স্থির করল যে, শরৎকালের শেষের দিকে চেরী ভ্যালির ওপর আক্রমণ চালাবে। পুরো বছর ধরেই কানাডার সামরিক কর্তৃপক্ষ চেরী ভ্যালি দখল করবার জন্য ব্যর্থ পরিকল্পনা করে চলেছিল। এই জায়গাটাই হচ্ছে আমেরিকানদের একটি সামরিক ঘাঁটি, সীমান্তদুর্গ এবং নিজেদের ঘাঁটি উনাডিলার নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নজনক। আক্রমণ শুরু করতে করতে বছরটা প্রায় শেষই হয়ে এল। তার মাত্র দু' শ সৈন্য এবং তাদের জন্য খাদ্যের সংস্থানও পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াল্টার বাটলার সৈনিকদের কাছে প্রস্তাবটা উপস্থিত করল এবং তারা পরেরদিন যাত্রা শুরু করবার জন্য নিজেরাই রাজী হয়ে গেল।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে রওনা হল ওরা। ঠাণ্ডার মধ্যে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে চেমাঙ নদীর ধার দিয়ে সাসকোয়েহানা নদীর দিকে পথ। সেখানে সাসকোয়েহ্যানা নদীর ধারে ব্র্যাণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সে কানাডায় ফিরে যাচ্ছিল।

সেই সাক্ষাৎটার কথা কোনো দিনই ভুলতে পারবে না জন উলফ। ভাসন্ত ঘাসের চাপড়া আর স্রোতের টানে ভেসে আসা কাঠের টুকরোতে ভরে উঠেছিল নদীর বুক। ব্র্যাণ্টের অধীনে ছিল পাঁচ শ ইণ্ডিয়ান আর বাটলারের ছিল দু' শ সৈনিক। হ্যাল্‌ডিমাণ্ডের একটা আদেশপত্র দেখিয়ে বাটলার বলল যে, চেরী ভ্যালির বিরুদ্ধে যে-কেউ অভিযান করুক না কেন তার সেনাপতিত্ব করবার পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে। এবং প্রতিটি ইংরেজ অফিসারের সাহায্য চাইল সে। সিনিয়র ক্যাপটেন হিসেবে ব্র্যাণ্ট কর্তৃত্ব দাবি করে বসল। সোজাসুজি অস্বীকার করল বাটলার। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে তর্কাতর্কি চলল। তারপর তিক্তবিরক্ত হয়ে ব্র্যাণ্ট নিঃশব্দে তার ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে শ্বেতকায় সৈনিকদের আগে আগে উত্তর-পুব দিকে রওনা হয়ে গেল। দীর্ঘ অভিযান শুরু হল।

জলাভূমির ভেতর দিয়ে, নদীর ধারে ধরে, পাহাড় পার হয়ে, সাসকোয়েহ্যানা নদী ছাড়িয়ে অটসেগো হ্রদ হয়ে এই রাস্তাটায় পৌছতে ওদের এক শ পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হল। রেঞ্জারদলের মধ্যে কেউ কথাবার্তা বলছিল না। একগুঁয়ের মতো বিষণ্ন আর গোমড়া মুখে মার্চ করছিল ওরা। কিন্তু একবারও থামে নি। কারণ সবসময়েই ওরা দেখছিল অদম্য উৎসাহে ওদের আগে আগে চলেছে সাহসী বাটলার।

ব্র্যাণ্টের মতো ইণ্ডিয়ানরাও প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করে রয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে না কি কারণে ওদের আসতে হল। বৃষ্টি দেখলে মেজাজ যায় বিগড়ে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে ওদের। সেনেকাদের মধ্যে অনেকেই পুরো গ্রীষ্মকালটা বাইরে বাইরে ঘুরছে। ইণ্ডিয়ান স্কাউটরা সবাই বলছে যে, চেরী ভ্যালি দখল করা অসম্ভব। সেখানকার ঘাঁটিতে দু' শ পঞ্চাশ জন সৈন্য রয়েছে ; স্কোহ্যারীতে আছে আরো তিন শ এবং জনস্টাউনে প্রায় পাঁচ শ। বরং ভ্যালির ওপর দিকে অরক্ষিত জায়গাটা আক্রমণ করাই ভাল।

কিন্তু চেরী ভ্যালি আক্রমণ করবার জন্যই জেদ ধরেছিল বাটলার। শীতকালটা বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে এসেছে বলেই যেন প্রতিহিংসা গ্রহণের শক্তি বেড়ে গিয়েছে তার। ইণ্ডিয়ানদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল সে। এমন কি ব্র্যাণ্ট পর্যন্ত এখন আর তর্ক করছে না। গায়ে কম্বল জড়িয়ে, সোনালী ফিতে বাঁধা ভেজা টুপীটা মাথায় লাগিয়ে পথ চলছিল সে।

রেঞ্জারবাহিনীর একেবারে শেষের দলটার সঙ্গে মার্চ করে আসছিল জন উলফ। ওদের চারদিকে ইণ্ডিয়ানদের দেখে কেমন যেন আতঙ্ক বোধ করতে লাগল সে। উলফ এবং দলের আরো কয়েকজন ভয় করতে লাগল যে, ইণ্ডিয়ানরা হয়তো ওদেরই আক্রমণ করে বসতে পারে। মাথার ছাল একবার ছাড়িয়ে ফেললে জোর করে কেউ বলতে পারবে না কার মাথার ছাল ওটা। শ্বেতকায় লোকের ছাল পেলে ইণ্ডিয়ানরা সহজেই টাকা রোজগার করতে পারে। ইচ্ছে করলেই করতে পারে ওরা। এই রকম ব্যাপার ঘটেছে বলে রটেছে। সেইণ্ট লেজার যখন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পেছন দিকে হঠে যাচ্ছিল তখন না কি তার দু'একজন পলায়নপর সৈনিকের খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা। শোনা যায় যে, অষ্টম কিঙস্ রেজিমেণ্টের দু'চার জন সৈনিকদের মাথার ছালের জন্য নায়েগ্রাতে বোস্টন আট ডলার করে দাম দিয়ে ফেলেছিল।

অপর্যাপ্ত খাদ্য সঙ্গে নিয়ে অভিযানটা একটা নৈশ দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাড়াল। যুদ্ধের জন্য হরিণের পাল তাদের নিয়মিত গমনাগমনের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। নেকড়ের দল পিছু ধরেছে তাদের। উনাডিল্লার ওপরে পাহাড়ের মধ্যে রাত্রিবেলা তাদের ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

নভেম্বর মাসের আট, ন' আর দশ তারিখে ওরা ট্রায়ন কাউন্টি অতিক্রম করছিল। ঐ দশ তারিখেই ওরা সেই সার্জেণ্ট আর বারো জন লোকের দলটিকে ঘেরাও করল। এবং তাদের কাছ থেকে জানতে পারল যে, ওয়েলস্দের বাড়িতে অফিসাররা সবাই রয়েছে। এরা খবর বলবার জন্য আগ্রহ দেখাল। অবিশ্যি বৃষ্টির মধ্যে ঐসব লুণ্ঠনজীবী সেনেকাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলে যে-কেউ খবর ফাঁস করে দেওয়ার আগ্রহ দেখাত। বাটলারের কাছে ঘন হয়ে বসে প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল ওরা।

পুনরায় মার্চ করবার আদেশ শুনল উলফ। ব্যাপারটা যেন একটা স্বপ্নের মতো মনে হল তার কাছে। ওর চিন্তার সঙ্গে অন্ধকারের আর কোনো সম্বন্ধই নেই। বন্দুকটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে নিজের জায়গাটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং পা দুটো তাকে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। এক মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর অল্পক্ষণের জন্য বৃষ্টি পড়া থেমে গেল। হঠাৎ যেন রাত্রির অন্ধকার গেল দূর হয়ে এবং পথের ওপরে পায়ের

দাগ পড়তে লাগল। পায়ের তলার কাদা ঠাণ্ডা আর পলকা মনে হচ্ছিল। "জমে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার," উলফের পাশের লোকটি বলছিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি শেষ পর্যন্ত জুতো জোড়াটা যেন টিকে থাকে।" এই সময় উত্তর দিক থেকে তুষারের একটা স্তর ভেসে এল। তারপর আরো একটা। গাছের তলায় সাদা হয়ে উঠল মাটি। উজ্জ্বল আলোর একটা অনুকৃতি বনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠল।

বারোটার সময় থেমে গেল ওরা। রাস্তা থেকে নেমে একটা জলাভূমির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, মোচাকার একটা তুষারে ঢাকা সাদা পাহাড়ের চূড়া পাঁউরুটির মতো একটু-একটু করে ভেসে উঠছে আকাশের গায়ে। সৈন্যদের মধ্যে সবাই বলাবলি করতে লাগল, "আজ রাত্রে আগুন জ্বালানো চলবে না।" ওরা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে পথ চলছিল। জামাকাপড় থেকে যতটা সম্ভব উত্তাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিল। উলফের কোটের আস্তিন তুষার লেগে শক্ত হয়ে উঠেছে।

"আমাদের এই সেনাবাহিনীর অর্ধেক লোক যদি নায়েগ্রায় ফিরে যেতে পারে তা হলে ভাগ্যবান বলতে হবে।" উলফের পাশের লোকটি কথা বলে চলেছে। একটা কথাও শুনছিল না উলফ। এতো ঠাণ্ডা বোধ করছে যে, মাথার ঘিলু পর্যন্ত অসাড় হয়ে গিয়েছে। এমন কি চিন্তাও করছিল না সে।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে তাপ বেড়ে যাওয়ায় তুষার পাতের পরিবর্তে দক্ষিণ-দিক থেকে বৃষ্টি এল। একটা কুয়াশার আব্রু—বরং বাষ্পের আব্রু বলাই উচিত—বরফের ওপর থেকে উঠে এসে ভ্যালিটাকে ঢেকে ফেলল। নিচু স্বরে আদেশ দেওয়া হল: আশিজন লোক নিয়ে ক্যাপটেন ক্রাইসলার ওয়েলসের বাড়ি ঘেরাও করে অফিসারদের বন্দী করবে। আর বাকী সকলকে নিয়ে বাটলার সোজাসুজি দুর্গটাকে আক্রমণ করবে। ইণ্ডিয়ানরা দুর্গ পরিবেষ্টন করে একপাশ থেকে বেড়াটাকে বিধ্বস্ত করবে। ব্র্যাণ্ট এল, আবার উধাও হয়ে গেল।

সকাল সাতটার সময় বন্দুকের 'সংকেত-ধ্বনি' এল রাস্তার দিক থেকে। তারপর হঠাৎ পূর্ণবেগে ঘোড়া চালিয়ে ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনল ওরা। ডবল মার্চ করে তার পেছনে সেনাবাহিনীটা এগিয়ে যেতে আরম্ভ করল। উলফের

দলটা আসল বাহিনীটাকে অনুসরণ করে দুর্গের গেটের দিকে যাচ্ছিল। সামনের বাড়িগুলো পার হয়ে গেল ওরা। দরজার ভেতর দিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে বাসিন্দেরা ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আশি জনের সৈন্য-শ্রেণীটা বেরিয়ে গেল ওয়েলসের বাড়ির দিকে।

উলফের সামনে কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা কালো স্তূপের মতো বেড়াটা অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠতে লাগল। সে দেখল বাইরের গেটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্দুকের গুলী থেকে সৃষ্টি হল কতগুলো কমলা রঙের ফুট্‌কি। একজন লেফটে-ন্যান্ট চিৎকার করে বলে উঠল, "শুয়ে পড়ো।" গলনরত তুষারের মধ্যে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল উলফ। কোটের কাপড় ফুঁড়ে গায়ে তার ঠাণ্ডা ঢুকতে লাগল। গুলী চালাতে লাগল সে। ঠিক সেই সময় দুর্গের কামান থেকে গোলা এসে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল ওদের। দুর্গের পেছনেই টাউন। সেখান থেকে সেনেকাদের তীব্রকণ্ঠের রণহুংকার শোনা যেতে লাগল।

উলফের ঠিক সামনেই ক্যাপটেন বাটলার একহাতের ওপর ভর দিয়ে পেছন দিকে চেয়ে দেখল। মুখে তার বিরক্তি আর হতাশা। স্পষ্টস্বরে বলল সে, "হায় ভগবান, ব্র্যাণ্ট তার সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে টাউনে চলে গিয়েছে।" দুর্গের পেছন দিকে গুলী-গোলার আওয়াজ নেই। বেড়ার ভেতরে এবং বাইরে সকলেই জানত যে, দুর্গটা নিরাপদ। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত গুলী-গোলা চলল। বাইরের বাড়িগুলো জ্বলে উঠবার পর রেঞ্জারদের অবস্থানটা যতক্ষণ না বুঝতে পারা গেল ততক্ষণ গুলী চালানো বন্ধ হল না। কর্দমাক্ত অবস্থায় মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল এরা। এবার এই সৈন্যসারির বরাবর উচ্চ ও তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে বাঁশি বাজতে লাগল। বুকে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হঠে যেতে লাগল এরা। প্রথম যে বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে এসেছিল সেই বাড়িগুলোর পেছনে এসে উঠে দাঁড়াল এবং জ্বলন্ত দেওয়ালগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আগুনের তাপ উপভোগ করতে লাগল। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম ওরা আগুনের আরাম পাচ্ছে। থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে শুকনো মাংসের টুকরো-টাকরা যা পেল তাই তখন রাক্ষসের মতো চিবতে আরম্ভ করল। জ্বলন্ত বাড়িগুলোর মধ্যে যে ভাল খাবার পাওয়া যেতে পারে সেই কথাটা বোধগম্য হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ওদের। সেই সঙ্গে অসাড় বোধশক্তি দিয়ে বুঝতেও পারল যে, ইণ্ডিয়ানরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ক্লান্ত রেঞ্জারদের জড়ো করে জ্বলন্ত বাড়ীগুলোকে রক্ষা করবার জন্য তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তখন আর রক্ষা করবার কিছু ছিল না, খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল। হর্ষধ্বনি আর গুলীর আওয়াজ সরে গিয়েছে বনের প্রান্তে। দেখা গেল, উপনিবেশের মাত্র কয়েকজনই অক্ষত অবস্থায় ছিল। উপনিবেশের সর্বত্র ইণ্ডিয়ানদের দুষ্কর্মের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। ঘরের বাইরে স্ত্রীলোকেরা পড়ে রয়েছে মাটিতে। এমন কি মৃত্যুর পরেও ভেজা অবস্থায় দৃশ্যটা অত্যন্ত অশোভন দেখাচ্ছে। মৃত অবস্থায় একটি শিশু আর একটি বৃদ্ধকেও দেখতে পাওয়া গেল।

পাগলের মতো রাস্তার ওপর ছোটাছুটি করছিল বাটলার। একটি বৃদ্ধ আর তার মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে তাদের হাতে নিশান তুলে দিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে। ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল ব্র্যাণ্ট। কিন্তু খুবই বিলম্বে দেখল বলে বাধা দিতে পারল না। শ্বেতকায় লোকের দুটো মাথার ছাল হাত ছাড়া হয়ে গেল। বাটলারের সম্মুখীন হয়ে তাকে সাবধান করে বলল যে, সেনেকারা অন্যান্য বন্দীদের তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে। এই ব্যাপারে তার নিজের কিছু করবার নেই। সেনেকারা যদি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তা হলে বাটলারের এই ছোট্ট শ্বেতকায় সেনাবাহিনীটিকে ওরা ধ্বংস করে ফেলতে পারে। ধ্বংস করবার সম্ভাবনাই বেশি। ব্র্যাণ্ট যখন কথাগুলো বলল তখন তার মুখে বিন্দুমাত্র ভাববৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল না। এমন মামুলি স্বরে কথা বলল যেন সে কতকগুলো খরগোশ তাড়াবার আলোচনা করছে।

ওয়েলসের বাড়ির পেছনে বনের মধ্যে বাটলার তার রেঞ্জারদলটিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল, ক্যাপটেন ক্রাইসলার তার সৈনিকদের নিয়ে চল্লিশটি কম্পমান পুরুষ, স্ত্রীলোক আর ছেলেপেলেদের ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি লোক আবার রাত্রির পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে। জানা গেল যে, এই লোকটিই হচ্ছে কর্নেল স্টাগিয়া। পদমর্যাদায় সে হচ্ছে গিয়ে দুর্গের দ্বিতীয় নম্বর সেনাপতি। সে বলল যে কর্নেল অলডেন নিহত হয়েছে এবং নিজে সে বাটলারের কাছে আত্মসমর্পন করছে।

ভেড়ার মতো গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ছিল স্ত্রীলোকেরা। একেবারে অনড়, শুধু যখন বনের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের গর্জন শুনছিল তখন তারা মুখ ঘুরিয়ে ঐ দিকে কান পেতে রাখছিল। কুয়াশার আব্রু সরে যেতেই ওদের মুখের

ওপর যখন নভেম্বর মাসের স্বচ্ছ রৌদ্রকিরণ এসে ছড়িয়ে পড়ল তখনো ওরা ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছে বলে মনে হল। জলে ভিজে নেকড়ার মতো জামা-কাপড়ের অবস্থা হয়েছে রেঞ্জারদলটির। মেয়েদের প্রতি তাদের কোনো কৌতূহলই নেই।

একটু পরেই একটা পাহাড়ের ধারে গিয়ে তাঁবু ফেলল সেনাবাহিনী। সেখানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বসল। কতকগুলো গরু ধরে নিয়ে এসে গোটা বারো কেটে ফেলল ওরা। চামড়া ছাড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি পারল কেটেকুটে টুকরো করে চাপিয়ে দিল আগুনের ওপর।

ইণ্ডিয়ানরা হঠাৎ সেখানে ফিরে এসে নিজেদের খাওয়ার জন্য বাদবাকী গরুগুলোকে কেটে ফেলল। সারাটা দিন ওরা শুয়ে শুয়ে জলন্ত উপনিবেশ আর বেড়াটার দিকে তাকিয়ে রইল। এবং দেখল, কামান দাগার প্ল্যাটফর্ম-গুলোতে গোলন্দাজরা সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাটলার আলাদাভাবে একা একা বসে ছিল। কয়েকজন মোহক-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে নিয়ে একটু দূরেই তাঁবুতে বসে ব্র্যাণ্ট চেয়ে চেয়ে বাটলারকে লক্ষ্য করছিল। জন উলফ তার সঙ্গীদের সঙ্গে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে মাংস হজম করবার চেষ্টা করছিল। এতো ক্লান্ত যে এছাড়া অন্য কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না তার।

সমস্তটা দিন এই ভাবেই কাটিয়ে দিল তারা। রাত্রিবেলা হাওয়া রুখবার জন্য গাছের ছাল আর ডালপালা দিয়ে বেড়া তুলে তাদের নিজেদের মাঝখানে বন্দীদের বসিয়ে রাখা হল। বরফের ওপর থেকে আবার কুয়াশা উঠতে আরম্ভ করল। ভেজা মাটি, পচা পাতা আর অঙ্গারে পরিণত কাঠের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল কুয়াশার সঙ্গে।

পরের দিন ভোরবেলা দুর্গের প্রান্তে গিয়ে ঘণ্টা দুই হাতাহাতি লড়াই করল ওরা। কিন্তু লড়াইতে তেমন উৎসাহ ছিল না ওদের। আবার তারা ফিরে এল নিজেদের ঘাঁটিতে। তারপর কানাডার দিকে রওনা হওয়ার আদেশ পেল ওরা। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া আর জন পঁচিশ লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিরীহ লোককে হত্যা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না ওরা।

ঠাণ্ডা বাড়ছিল। দুপুরের একটু পরেই বরফ পড়তে লাগল। অপ্রত্যাশিত-ভাবে বাটলার একটি সশস্ত্র প্রহরীর সঙ্গে আটত্রিশ জন বন্দীকে ফেরত পাঠিয়ে দিল দুর্গে। এবং প্রহরীটি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। ইণ্ডিয়ানরা

আপত্তি তোলবার অনেক আগেই কাজটা শেষ করে ফেলল বাটলার। সামনে এখন ওদের শুধু পড়ে রইল তিন শ মাইলের দীর্ঘপথ। দিনের বেলা ঠাণ্ডা, তার চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা রাত্রে—তুষারপাতও অনিবার্যভাবে বাড়তে থাকবে এখন। তার মধ্যে দিয়েই পথ অতিক্রম করতে হবে ওদের। কিন্তু তার চেয়েও কষ্টের ব্যাপার হচ্ছেঃ অরণ্যের নির্জনতা আর উদ্দেশ্যে সাধনের ব্যর্থতাবোধ নিয়ে পথ চলা। যে সব ইণ্ডিয়ানরা খুলির ছাল সংগ্রহ করে কোমরের বেল্টে বেঁধে রেখেছিল তারাই শুধু সান্ত্বনা পাচ্ছে। বাকী ইণ্ডিয়ান আর শ্বেতকায় লোকেরা তুষারের স্পর্শ অনুভব করতে করতে প্রাণপণ চেষ্টায় নৈঃশব্দ বজায় রেখে মার্চ করে ফিরে চলল কানাডার দিকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনানডগা (১৭৭৯)

॥ ১ ॥

মার্চ মাস—১৭৭৯

কারো কারো মতে এবারকার শীত সৌভাগ্যক্রমে তেমন দুঃসহ বলে মনে হয় নি। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ভাবতে গেলে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতো বেশি বরফ গলে গেল যে, বনের আশ্রয় থেকে হরিণের দল বেরিয়ে পড়ল। জার্মান ফ্ল্যাটের চারদিকে শিকার সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে, ওরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। এবং মার্চ মাসের মধ্যে দল বেঁধে দক্ষিণদিকে উনাডিলার উপনদীগুলোর আশ-পাশে ওরা চলে গিয়েছে। সেখানকার তৃণভূমি থেকে ফড়িং ধরে খাবার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল তারা। তার ফলে জো বোলিয়ো এবং অ্যাডাম হেলমারের মতো সুদক্ষ শিকারীদের পক্ষেও একটা হরিণ শিকার করে আনতে দু'দিন করে সময় লাগছিল।

কিন্তু গিল মার্টিনের কাছে খাদ্যসংস্থানের সমস্যা ছাড়াও অন্য সমস্যার উদয় হল। নতুন গোলাবাড়ির জন্য খুব পরিশ্রম সহকারে গাছ কেটে তক্তা তৈরি করে রেখেছিল। এখন বরফ গলে যাওয়ার দরুন মাটি দেখা যাচ্ছে। ভাবনা হয়েছে কোথা থেকে বীজ জোগাড় করে আনবে সে। গত শরৎকালে গম লাগাতে পারে নি মাঠে। জই আর যব লাগানো ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নেই। কিন্তু ওর কাছে তাও নেই। প্রথম কয়েকটা মাস মিসেস ম্যাকক্লেনার জই, আটা আর যব কিনে সংসার চালিয়েছিলেন। শুধু যে নিজের জন্য কিনেছিলেন তা নয়, প্রতিবেশীদেরও সাহায্য করেছিলেন তিনি। গিলকে মাইনে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মাইনে এবং নগদ টাকার ব্যাপারটা যেন আগেকার দিনের ব্যবস্থা বলে মনে হয়। আজকাল সে সব

কথা আর ভাবাই যায় না। তা ছাড়া মিসেস ম্যাকক্লেনারের হাতে যা নগদ টাকা ছিল তা প্রায় শেষও হয়ে এসেছে।

গিল ভেবে রেখেছিল যে, এই সোমবার পনরোই মার্চ ডেটন দুর্গে গিয়ে ক্যাপটেন ডিমুথের সঙ্গে একবার দেখা করবে। তিনি হয়তো স্কেনেকটাডি থেকে ফিরে এসেছেন। তার সঙ্গে যদি দেখা না হয় তা হলে বরং কর্নেল বেলিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করে আসাই ভাল।

চালাঘরটার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গিলবার্ট। শীত-কালের মতো আকাশের রঙটা অতো গাঢ় নীল নয়, একটু ফিকে হয়ে এসেছে। সাদা সুতোর স্তবকের মতো মেঘের খণ্ডগুলো দক্ষিণের পাহাড়ের ওপর ঝুলে রয়েছে। ছোট ছোট নদীগুলোর বুকের ওপর থেকে এরই মধ্যে বরফ গলে গিয়েছে। জল থেকে মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে গিল বলল, "আমি একবার ডেটন দুর্গে যাচ্ছি। কখন ফিরব ঠিক নেই। তুমি এখানেই আছ তো, অ্যাডাম ?"

"পাঁচটা পর্যন্ত আছি," জবাব দিল অ্যাডাম, "তারপর খবর নিয়ে এল্ডরিজ যেতে হবে আমায়।"

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে মৃদুভাবে হেসে উঠল লানা। মিসেস ম্যাকক্লেনার মাথাটা একটু দুলিয়ে নিলেন একবার। এরা সবাই জানে যে, মিসেস স্মলের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছে অ্যাডাম। "সে আর তার লাল চুল," অ্যাডাম বলে, " স্ত্রীলোকটি বুড়ো জেকের সঙ্গে অনর্থক সময় নষ্ট করছে।" কিন্তু আজ পর্যন্তও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি সে।

"আমি পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসব।" বলল গিল।

ডেটন দুর্গে যখনি আসে তখনি গিলের মনে হয় এখানকার তুলনায় মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারে অনেক আরামেই বাস করছে ওরা। প্রত্যেকের মুখের ওপর অনশনের চিহ্নগুলো গভীরভাবে বসে গিয়েছে। ম্যাকক্লেনারের ওখানেও অন্নাভাবের চিহ্নগুলো ওদের মুখের ওপর দেখতে পাওয়া যায় এবং নিজেদের মধ্যে যখন তীক্ষ্ণস্বরে কথাবার্তার জবাব দেয় তখন তা বুঝতেও পারা যায়। কিন্তু এখানকার অবস্থা আলাদা। অনেরকরই মুখের ওপর কেমন একটা

বেদনাবোধহীন মনোভাবের ছাপ রয়েছে এবং ভূতের মতো দৃষ্টিতে এরা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

এমন কি বেলিঙ্গারের দৃষ্টিও অস্বাভাবিক। ক্যাবিনের দরজা খুলতেই গিলকে দেখতে পেল সে। লোকটির দেহের আয়তন বিশাল। লম্বা লম্বা পা, কাঁধ দুটো একটু কুঁজো। এবং তার প্রকাণ্ড বড় মাথাটির চুলগুলো খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। ক্লান্ত বলে মনে হল তাকে।

"ও, তুমি মার্টিন, ভেতরে এসো। ঘরে লোক আছে একজন।" কর্কশ-স্বরে বলল বেলিঙ্গার, "কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেছে তার। তুমি ভেতরে এসো।"

ভেতরে ঢুকল গিল।

তক্তা দিয়ে তৈরী বেলিঙ্গারের টেবিলের সামনে বাদামী কোট গায়ে দিয়ে একটি লোক বসে ছিল। মুখের মধ্যে অধ্যয়নশীলতার ছাপ রয়েছে এবং চোখ দেখলে মনে হয় শান্তস্বভাবের মানুষ। কৃষক কিংবা সৈনিক বলে মনে হয় না। যে-ভাবে কাগজপত্র গুলো ভাঁজ করে গুছিয়ে নিল সে, তাতে গিলের মনে হল, ঐ কাগজগুলোর মধ্যে যেন লোকটির মনপ্রাণ সব ডুবে রয়েছে। কারণ সমানভাবে রুল টানা কাগজের ওপর হস্তাক্ষরগুলো খুব পরিষ্কার আর স্পষ্ট লাগছিল দেখতে।

ক্লান্তস্বরে বেলিঙ্গার বলল, "মিস্টার মার্টিন, এসো, মিস্টার ফ্রান্সিস কলিয়ারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। জেনারেল ক্লিন্টনের অনুরোধ-ক্রমে গভর্নর এঁকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

মিস্টার কলিয়ার ভদ্রভাবে মাথাটা সামনের দিকে একটু নিচু করে ধরলেন। কিন্তু গিলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে বেলিঙ্গারকে সম্বোধন করে কলিয়ার বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে, কর্নেল। আপনার কাছে যা জানবার সবই আমি জেনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাকে যা বলেছি ঠিক সেই ভাবেই রিপোর্ট পেশ করতে হবে আমাকে।"

"ঠিক আছে, মশাই। আপনার ব্যাপার আপনিই ভাল বুঝবেন।"

"নিশ্চয়ই, কর্নেল। শুধু রিপোর্ট পেশ করাই আমার কাজ। কংগ্রেস কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন সে সম্বন্ধ আমি কিছু বলতে পারি না। আমি যা সমষ্টি নির্ণয় করেছি তার একটা কপি আপনাকে দিয়ে গেলাম। হিসেবটা

তো আপনার জানাই আছে। কারণ দয়া করে আপনি নিজেই আমায় হিসেব-গুলো দিয়েছেন।"

"কংগ্রেস কি করবেন তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই," হঠাৎ বলে উঠল বেলিঙ্গার, "গভর্নরকে আপনি এই কথা বলতে পারেন। আপনার রিপোর্টেও লিখে নিন, মশাই।"

বুদ্ধিমানের মতো আর একটিও কথা বলল না মিস্টার কলিয়ার। সৌজন্য সহকারে বিদায় নিয়ে দুর্গ পর্যন্ত হেঁটে চলে গেল সে। ওখানেই ঘোড়াটা রেখে এসেছিল কলিয়ার। বেরিয়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিল বেলিঙ্গার। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে মুহূর্তের জন্য গিলের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে আর ক্লান্তভাবে নানারকমের অভিশাপ দিতে লাগল।

"গত দেড় দিন ধরে এই লোকটি আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে। গা গুলোচ্ছিল আমার। খালি পেটে যদি গা গুলোয় তা হলে ব্যাপারটা যে কী বিচ্ছিরী মনে হয় তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, মার্টিন। লোকটি ভারি ভদ্র। শান্ত প্রকৃতির মানুষটি। তাকে কংগ্রেস পাঠিয়েছে! ভাবো একবার!" হাত দিয়ে মুখ মুছে এগিয়ে গিয়ে একটা টুলের ওপর বসে পড়ে বলতে লাগল সে, "শোনো, তুমি তো জানো, গত জানুয়ারী মাসে সবকিছু দায়িত্ব আমি নিজের হাতে নিয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর ডিপো থেকে খাদ্য সরবরাহের জন্য ক্রমাগত ফরমাশ-পত্র লিখে পাঠিয়েছি। কাউকে না কাউকে কিছু একটা করতে হবে তো! কংগ্রেসের কাছেও চেয়ে পাঠিয়েছি। ময়দা না হলে লোকের চলে কি করে। আমি যদি না চাইতাম তা হলে এদের ধরে রাখতে পারতাম না। বাধ্য হয়ে সবাই চলে যেত। এই অঞ্চলে এ ছাড়া আর অন্য কোথাও ময়দা ছিল না। ভগবানের দয়ায় গতকাল ডবল ময়দা পেয়েছি! ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে।" থেমে গেল বেলিঙ্গার।

গিল জিজ্ঞাসা করল, "মিস্টার কলিয়ার কি কাজ করেন?"

"ঠিক বলেছ। কি কাজ করেন? ব্যাটা একজন অ্যাকাউন্টেন্ট। আমি যে বারবার ময়দা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম তার হিসেব নেওয়ার জন্য একে অলব্যানি থেকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমরা দু'জনেই ধৈর্য ধরে কাজ করেছি। বাড়ি বাড়ি গিয়েছি দু'জনে। প্রত্যেকের কাহিনী নিজের

কানে শুনে তবে সে রিপোর্ট তৈরি করেছে। ওটাই তার রিপোর্টের সারমর্ম। পড়ো! পড়ে গ্যাখো একবার।”

স্পষ্টাক্ষরে যা লেখা ছিল গিল তা পড়ল :—

গভর্নর জর্জ ক্লিনটনের নিকট আমার রিপোর্টের সারমর্মের কপি ; মার্চ ১৫, স্থান জার্মান ফ্ল্যাটস, ট্রায়ন কাউন্টি, নিউ ইয়র্ক স্টেট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(বিষয় : স্থানিক সেনাবাহিনীর চতুর্থ দলের কর্নেল পিটার বেলিঙ্গার কর্তৃক এলিসেস মিলস নামক স্থানের সেনাদলের ডিপো হইতে জনসাধারণের জন্য ময়দা সরবরাহের ফরমাস-পত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান)

কর্নেল বেলিঙ্গারের সাহায্যে আমি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান দ্বারা যাবতীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস এই ব্যাপারে তাঁহার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নাই। তদন্ত করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, উক্ত কর্নেল বেলিঙ্গার তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া আমি ইহাই পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারিয়াছি যে, যাহারা উক্ত রেশন গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই চরম অভাবগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকান স্থায়ী সেনাবাহিনীর বরাদ্দ খাদ্য হইতে খরচ করিয়াছে।

বিনয়াবনত
ফ্রান্সিস কলিয়ার

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে গিলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বেলিঙ্গার। বলল সে, “সৈন্যবাহিনীর খাদ্য চেয়ে এনেছি বলে আমাদের মরে যাওয়া উচিত ছিল দেখছি। হায় ভগবান, এরা কি বুঝতে পারে না যে, আমরা যদি খাদ্যের অভাবে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাই তা হলে সীমান্তটা পেছন দিকে সরে গিয়ে একবারে কগ্‌নাওয়াগাতে গিয়ে পৌছবে? এদের মাথায় বুদ্ধি বলে কি কিছু নেই?”

কোনো মতামত প্রকাশ করল না গিল।

“যা হয় ওরা করুক, আমি গ্রাহ্য করি না। চুরি, ছ্যাঁচড়ামি, ডাকাতি যেমন করেই হোক ওদের কাছ থেকে ময়দা এনে রেখেছি। এবং যতোটা এনেছি তা দিয়ে আমাদের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলে যাবে। ওরা এখন আর আমার ক্ষতি করতে পারবে না। এই ঘোড়ার ডিমের সামরিক পদ থেকে

আমি ইস্তফা দেব। তাতে আমার কিছু এসে যাবে না!" ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে গিলের দিকে তাকাল সে। "আমার কাছে কি কাজ ছিল তোমার?" যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন করল বেলিঙ্গার, "তোমার নিশ্চয়ই খাদ্যের অভাব হয় নি? তুমি তো এখনো রেশনগ্রহণকারীদের তালিকাভুক্ত হও নি?" হঠাৎ মৃদু হেসে কর্নেল বলল, "বলো, শুনি কি জন্য এসেছ। ভয় নেই, মেরে ফেলব না। অবিশ্যি মেরে ফেলতে পারলে খুশী হতাম আমি।"

গিলের দুশ্চিন্তা খানিকটা হালকা হল।

"আমার কথা শুনলে আপনার নিজেরই হয়তো মৃত্যু ঘটতে পারে। আমি খোঁজ করতে এসেছিলাম কোথায় কুড়ি বুশেল যব আর জইয়ের বীজ পাওয়া যেতে পারে।"

"হে ভগবান!" হাসতে হাসতে বেলিঙ্গার প্রায় ফেটে পড়ে আর কি। তার হাসির আওয়াজে ছোট্ট ক্যাবিনটা কেঁপে উঠল। "বেশ ভাল কথা।" গিলের কাঁধের ওপর চাটি মেরে বলল, "সত্যি বলছি, বীজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম আমি! কী একটি মানুষ রে বাবা!"

. "আমরা তা হলে এখন কি করব?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বেলিঙ্গার বলতে লাগল, "আমরা এখন কয়েকটা গাড়ি নিয়ে এলিসের মিলে গিয়ে উপস্থিত হবো। বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ মিস্টার কলিয়ারকে ধরে মার লাগাব। সে এখন এলিসের ওখানে গিয়ে হুকুম জারি করে যাবে যে, একমাত্র আমেরিকান সৈন্যবাহিনীকে ছাড়া অন্য কাউকে যেন এককণা শস্য দেওয়া না হয়। এবং আমরা বেশ কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর গার্ডটির কাছ থেকে আদেশপত্রটা ছিনিয়ে নেব। বুঝলে তো হে।"

লোকজন জোগাড় করে এবং গাড়িগুলোকে ঠিক করে নিতে ওদের দু'ঘণ্টা লাগল। তারপর উপোসী ঘোড়াগুলো তুষারের মধ্যে দিয়ে এতো ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল যে, শেষ বিকেলের আগে এলিসের মিলে এসে পৌছতে পারল না। মিস্টার কলিয়ার এর মধ্যেই এখানে এসে চলে গিয়েছিল। মিলের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্টটি জার্মান ফ্ল্যাটের লোকদের ভেতরে প্রবেশ

করতে নিষেধ করল। কিন্তু সার্জেণ্ট কিংবা গার্ড কেউ তারা সশস্ত্র ছিল না। জাঁতাকলের মালিকের বাড়ির চিলেকোঠায় বসে গার্ডরা সবাই বীয়ার খাচ্ছিল আর তাস খেলছিল। বেলিঙ্গার গিয়ে তাদের সেই ঘরের মধ্যে তালা-বন্ধ করে রাখল।

কঠোর দৃষ্টিতে এদের দিকে তাকিয়ে সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করল, "ওহে বুদ্ধুর দল, কি করছ তোমরা?"

"খানিকটা জই আর যব খুঁজছি," চিলেকোঠা থেকে নেমে এসে কর্নেল বেলিঙ্গায় বলল, "দেখি যদি পাই।"

"মজা টের পাবে যদি ওসব জিনিসে হাত দাও," ভয় দেখিয়ে সার্জেণ্ট বলল, "তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব আমি।"

"চিলে কোঠায় কি করে তোমরা এ অবস্থায় আটকা পড়লে আগে তার জবাবদিহি করতে হবে। জাঁতাকল রক্ষার্থে তোমরা না কি ডিউটি দিতে এসেছ! তোমার উর্ধ্বতন অফিসার হিসাবে তোমাদের পুরো দলটিকে সামরিক আদালতে টেনে এনে আমার বিচার করা উচিত।"

"উর্ধ্বতন অফিসার, না ছারপোকার মতো পাছাওলা অফিসার!" বলল সার্জেণ্ট।

লোকটার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বেলিঙ্গার জিজ্ঞাসা করল, "কিসের মতো পাছা বললে?"

ডিউটি দেওয়ার জন্য বাইরে একটিও গার্ড মোতায়েন নেই বলে নিজের ওপরে এবং সারা পৃথিবীর ওপরে রেগে আগুন হয়ে গেল সার্জেণ্ট।

বলল সে, "আমি ছারপোকার নাম করি নি।"

"করোনি? কেন করো নি?"

"ছারপোকাকে অপমান করতে চাই না।" বলল সার্জেণ্ট।

অন্যান্য সবাই জই আর যবের কথা ভুলে গিয়ে শস্য রাখবার পিপেগুলোর ফাঁকের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল। খুব কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল দু'জনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঝরনার গর্জনধ্বনি আর কলের. চাকার দাঁতের ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়েও বেলিঙ্গার যে সার্জেণ্টের কপালের ঠিক মাঝখানে ঘুষি মেরে বসল তার আওয়াজটা বেশ গুরুগম্ভীর শোনাল। ময়দায় আচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে লোকটা এতো জোর শ্বাস ফেলল যে, তার মুখ থেকে বীয়ারের

গন্ধ পড়ল ছড়িয়ে। কপালটা চেপে ধরল সার্জেন্ট। বেলিঙ্গারের হাত বরাবর চোয়ালটা এল এগিয়ে এবং চোখ দুটো স্ফীত হয়ে উঠল। ভারী সুন্দর ভাবে চোয়ালের ওপর ঘুষি চালাল বেলিঙ্গার। ঘুষি খেয়ে সার্জেন্টের মুখটা ওপর দিকে উঁচু হয়ে গেল একটু। তারপর চিত হয়ে একটা ময়দার বস্তার ওপর গেল পড়ে। বস্তাটা ফেটে যাওয়ার দরুন চারদিকে তার সাদা মেঘের মতো ময়দা উড়তে লাগল। একা একা লোকটা পড়ে রইল ওখানে। বেলিঙ্গার তার আঙুলের গাঁটের ওপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেই এরা সবাই হঠাৎ তীব্রস্বরে হৈচৈ করে উঠল। তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলল, "নাও, এবার তোমারা কাজ গুছিয়ে নাও। দেখো, একটুও যেন নষ্ট না হয়।" ওরা যতক্ষণ না পিপেগুলো ভরতে আরম্ভ করল ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। তারপর সে ভূপতিত সার্জেন্টের পাশে বসে পড়ল এবং যতক্ষণ না পিপেগুলো গাড়িতে বোঝাই করল ওরা ততক্ষণ বসে বসে বেলিঙ্গার সার্জেন্টের মুখটির দিকে তাকিয়ে রইল।

গিল যখন খবর দিতে এল যে, পিপে এবং বস্তায় করে প্রায় এক শ পঞ্চাশ বুশেল জই, ত্রিশ বুশেল যব আর নব্বই বুশেল গম নেওয়া হয়েছে তখনো সার্জেন্টের পাশে বসে ছিল বেলিঙ্গার। গিল বলল যে, বীজ বপনের জন্য আগামী শরৎকাল পর্যন্ত মালটা মজুত করে রাখতে পারবে।

"ভাল কথা," বলল বেলিঙ্গার, "এবার আমাদের রওনা হওয়া দরকার।" এখানে আসবার আগে খাদ্য সরবরাহের একটা ফরমাস-পত্র লিখে নিয়ে এসেছিল বেলিঙ্গার। এবার সেটা পকেট থেকে বের করে বন্দুকের টোটার তীক্ষ্ণ মুখ দিয়ে ফরমাশ-পত্রটার দুটো ফাঁকা স্থানে অত্যন্ত বিশ্রী হস্তাক্ষরে লিখল সে, "১৫০" এবং "৩০"। কাগজটার তলার দিকে লিখল : "পুনশ্চঃ ৯০ বুশেল গমও নেওয়া হল। পিটার বেলিঙ্গার, কর্নেল।" নিচু হয়ে কাগজখানা সার্জেন্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে হাত থেকে ময়দাগুলো ঝেড়ে ফেলল সে। "বুঝলে মার্টিন, লোকটাকে এখন আমার বেশ পছন্দই হচ্ছে," বলল বেলিঙ্গার, "এবার চলো, তাড়াতাড়ি আমাদের সরে পড়াই ভাল।"

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঝরনাগুলোর জলের ছিটে লেগে চারদিকটাতে আবছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ডবেগে জল পড়ছিল বলে পায়ের তলার মাটি একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে জাঁতাকলের

মালিক মিস্টার এলিসকে দেখতে গেল সামনে। সে তখন উদ্বিগ্নভাবে গাড়িগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছিল। একটা দুটো গাড়ি নয়, পাঁচ গাড়ি ভর্তি মাল!

চিৎকার করে বলল সে, "পিটার, ওরা আমায় বলছিল যে, বীজ বপনের উদ্দেশ্য জই, যব আর গমও নাকি নিয়েছ তুমি।"

"গম নিয়েছি মাত্র নব্বই বুশেল।" বেলিঙ্গারও চিৎকার করে জবাব দিল। জলের গর্জন ছাপিয়ে তার চিৎকার ধ্বনিটা শুনতে পাওয়া গেল।

"গার্ডরা কোথায়?"

"চিলে কোঠায় তালা মেরে রেখেছি। তাসের খেলাটা ওদের শেষ হয়েছে কিনা জানি না। ময়দাভর্তি একটা বস্তা ফাটিয়ে দিয়েছে সার্জেণ্ট। তা যাই হোক, তাকে আমি রসিদ দিয়েছি।"

"বস্তা ফাটালো কি করে?"

"মাথা দিয়ে, অ্যালেক।"

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। কিন্তু ঝরনার গর্জনের মধ্যে তলিয়ে গেল শব্দটা। কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল এলিস।

"এই কাণ্ড তুমি করেছ, পিটার?"

"নিশ্চয়ই আমরা করেছি। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—আচ্ছা বলো তো তুমি জই কোথা থেকে পেলে?"

"গত সপ্তাহে স্টোন অ্যারাবিয়া, ক্লক আর ফক্সেস মিলস্ থেকে এসে পৌঁছেছিল এগুলো," গর্জন করে বলতে লাগল জাঁতাওয়ালা, "আগামীকাল গম পেষাই করার কথা ছিল আমার।" এমনভাবে মাথা নাড়াতে লাগল সে, যেন জলের গর্জনধ্বনিটাকে সরিয়ে দিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করছে, "তুমি বরং গমটা রেখে দিয়ে যাও পিটার। সত্যি বলছি, রেখে দিয়ে যাও। সার্জেণ্ট যাতে কোনো কথা ফাঁস না করে দেয় তার ব্যবস্থা আমি করব।"

"প্রাণ গেলেও রাখব না।"

"শোনো। বোকার মত কাজ ক'রো না, পিটার, তুমি কি জানো না যে ভ্যালির সব জায়গা থেকে রসদ সংগ্রহ করছে ওরা? ছ' সপ্তাহের মধ্যেই এখানে স্থায়ী সৈন্যদলগুলোর সমাবেশের ব্যবস্থা করবেন ক্লিনটন।" সে দেখল, বেলিঙ্গার তার অনশনক্লিষ্ট ঘোড়াটার ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ল।

ঘোড়াটা তখন গুঁতো মারতে মারতে সামনের গাড়িটার পেছন এসে মুখ নাড়িয়ে নাড়িয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল। "শোনো পিটার, ঐ শস্যটা ওদের জন্য মজুত করা ছিল।"

জিনের ওপরে ঝুঁকে বসে এলিসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চোখ থেকে জলের ছিটেগুলো মুছে ফেলতে ফেলতে বেলিঙ্গার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় চলেছে সেনাবাহিনী?"

"আমি ঠিক জানি না। কেউ কেউ বলছে ইণ্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে যাচ্ছে ওরা।"

"কোন্ ইণ্ডিয়ানদের?" চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্নেল। কথা শোনবার জন্য অন্যান্য সবাই তার চারদিকে ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

"ইরোকোই ইণ্ডিয়ান।"

"বলে কি! কি করে নিশ্চিহ্ন করবে?" জিজ্ঞাসা করল বেলিঙ্গার।

"তা আমি জানি না। যাই হোক গমটা রেখে যাও। পাঁচটা রেজিমেণ্ট আসছে। সবসুদ্ধ হয়তো হাজার লোক হবে। পিটার, তুমি বিপদে পড়ে যাবে।"

হাওয়ার গতি প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল। ঝরনার জলের গর্জনটা উত্তর দিকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিসের কণ্ঠস্বরটা অত্যন্ত জোরাল শোনাল। ঘোড়াটার ওপর ঝুঁকে বসে ছিল বেলিঙ্গার। মনে হল, সমস্ত দেহ দিয়ে যেন চিন্তা করছে সে। আবার ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। গিল এবং অন্যান্য সকলে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তারপর লাগামটা তুলে নিল বেলিঙ্গার। তার কণ্ঠস্বরটা ঠিক অরিসক্যানির মতোই আবার অল্পনাদী হয়ে উঠল। সবাই তার কথাগুলো পরিষ্কারভাবে শুনতে পেল।

বলল সে, "এক কণা শস্যও আমি ফেরত দেব না। ওদের যা ইচ্ছে তাই করুক, অ্যালেক। বীজ বপনের জন্য ঝুঁকি নিলাম আমি।" সামনের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল বেলিঙ্গার। তার লোকেরা যে চিৎকার করে হৈচৈ করছে সেদিকে মুহূর্তের জন্যও কান দিল না।

চাবুক হাতে নিয়ে যে যার গাড়িতে জোতা ঘোড়াগুলোতে গিয়ে চেপে বসল। মৃদু আওয়াজ করতে করতে গাড়িগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল। নামমাত্র গতিতে পাহাড়ের তলা দিয়ে পথ ধরল ওরা। জাঁতাকলওয়ালা

ওদের চলে যেতে দেখল। লোকগুলোকে কতকগুলো জীবন্ত ভুতুড়ে মূর্তির মতো মনে হল তার কাছে। অবিশ্যি খুব যে বেশী জীবন্ত তা নয়। হাত তুলল এলিস।

॥ ২ ॥

রণবাদ্য

দু' সপ্তাহ ধরে জার্মান ফ্ল্যাটে যে-সব টুকরাটাকরা খবর এসে পৌছতে লাগল তা থেকে জাঁতাওয়ালার কথাগুলো প্রমাণিত হল। প্রথম নিউ ইয়র্ক বাহিনী স্ট্যানউইক্স দুর্গে গিয়ে ঘাঁটি করেছে এবং কর্নেল ভ্যান শাইক নিজেই এসেছে সেনাদলের সেনাপতিত্ব করতে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ক্যাপটেন ডিমুথ স্কেনেকট্যাডি থেকে ফিরে আসবার পর তার কাছ থেকে সবাই শুনতে পেল যে, সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য সেই শহরে বহু নৌকো তৈরি হচ্ছে। ডিমুথ বলল, কংগ্রেস যে একটা অভিযান পাঠাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেকথা এখন আর কারো কাছেই গোপন নেই। তবে কখন এবং কোথায় যে অভিযান হবে সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না।

জনসাধারণ এইসব গুজবগুলো যে খুব একটা উদ্যমসহকারে শুনল তা নয়। কারণ আগেও এই ধরনের গুজব অনেক শুনেছে এবং আজ পর্যন্ত কোনো কিছু ঘটে নি বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। এইসব গুজবে কান দেওয়ার চেয়ে ওদের হাতে অনেক জরুরী কাজ ছিল— বসন্তকালে মাটিতে লাঙল দিয়ে তাতে চুরি করা বীজ বপনের কাজ। কোনো সৈন্যদল এসে এগুলো ফেরত চাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি পুঁতে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বেলিঙ্গার। সে নিজে নিয়তির নির্দেশের ওপর নির্ভর করে অপেক্ষা করছিল কবে তার কাছে সামরিক বিচারের পরোয়ানা এসে পৌছয়। ইতিমধ্যে মাটিতে বপন করবার আগে পর্যন্ত কি করে বীজগুলোকে লুকিয়ে রাখা যায় তার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা

করছিল। সামরিক আদালতে শেষ পর্যন্ত বিচার তার হল না। কেন যে হল না তা সে বুঝতে পারল না। বোধহয় কেউ তার কারণটা জানে না।

এপ্রিল মাসের ছ'তারিখে গিল ঘোড়া আর গাড়ি নিয়ে তার বরাদ্দ বীজ নেওয়ার জন্য বেলিঙ্গারের কাছে এল। ডিমুথ আর বেলিঙ্গারের সঙ্গে ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে কথা হয়ে গিয়েছিল ওর। তারা দু'জনেই ওকে মিসেস ম্যাকক্লেনারের খামারেই বাস করতে বলেছিল। ওটাই একমাত্র খামার যেখানে পাথরের বাড়িটা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। এবং ওখান থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করারও সুবিধে আছে। তা ছাড়া জমির উর্বরতা এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। অন্যান্য সবাই দুর্গের চারদিকে খানিকটা করে জমি সাময়িকভাবে ভাগ করে নিয়েছিল। যে যার জমি নিজে নিজে চাষ করবে, কিন্তু ফসল যা জন্মাবে তার মালিকানা থাকবে সকলের হাতে। "তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, যদি দরকার হয় তা হলে আগামী শীতকালে তোমার শস্য সব এখানে নিয়ে এসে সবার সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে।" বলেছিল বেলিঙ্গার।

এপ্রিল মাসের সাত এবং আট তারিখে মাটিতে জই বপন করল গিল। মাটি বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে উঠেছিল। বপনের কাজটা তাই সহজেই হয়ে গেল। সারাটা দিন নরম দো-আঁশ মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বীজ ছড়াল সে। বেড়ার ওধারে বসে মাদী ঘোড়াটা ঐকান্তিক মনোভাব নিয়ে গিলের কার্যকলাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বেচারীর ভাগ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস জুটছে না। তা সত্ত্বেও যতক্ষণ না ভেঙে পড়েছে ততক্ষণ ওকে লাঙল টানতে হয়েছে। সাহায্য করবার জন্য অ্যাডামকে ডেকে নিয়ে এসেছিল গিল। ঘোড়াটার সঙ্গে সঙ্গে হয় সে নিজে, নয়তো অ্যাডাম লাঙল টেনেছে মাটিতে। অন্যান্যদের চেয়ে এই ব্যাপারে এদের ভাগ্য ভাল। কারণ কেউ কেউ নিজেরাই লাঙল দিয়েছে মাটিতে। ঘোড়া কিংবা বলদের সাহায্য পায় নি তারা। অ্যাডাম এখন দেউড়ির সামনে রোদে বসে বিশ্রাম করছিল! মেয়েরা নদীর ধারে নেমে গিয়ে মেরীগোল্ড ফুলগাছের কচি কচি পাতা কুড়চ্ছিল। গত কয়েকমাসের মধ্যে বরাতে এদের কোনো রকমের শাকসব্জি মেলে নি। মাঠের এক কোনায় ঘাসের ওপর শাল পেতে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়েছে। কাজ করতে করতেও তার ওপর নজর রাখতে

পারছে গিল। গত কয়েকদিনের মধ্যে ছেলেটা রোগা হয়ে গিয়েছে। খুবই নিস্তেজ মনে হয়। কারণ লানার বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার পর মাংসের কাথ ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারছে না তাকে। জুন মাসের আগে গরুটাও বিয়োবে না। অতএব গরুর দুধও খেতে পাচ্ছে না সে। অবিশ্যি ধারধোর করে একটু দুধ ওরা সংগ্রহ করছে বটে, কিন্তু তাতে কোনো রকমে বেঁচে রয়েছে ছেলেটা, নইলে অসুস্থ হয়ে পড়ত। ছেলেটা বিশেষ কান্নাকাটি করে না বলে উদ্বিগ্ন বোধ করছে গিল।

লানাকে উদ্বিগ্ন মনে হয় না। আবার সে গর্ভবতী হয়েছে। আগস্ট মাসে প্রসব হবে বলে ওদের ধারণা। কিন্তু লানাকে দেখলে মনে হয়, বয়স বেড়ে গিয়েছে ওর। কোমরের ওপর থেকে কেমন একটা অদ্ভুত পলকাভাব, অথচ উরু আর নিতম্ব অস্বাভাবিক রকম ভারী হয়ে উঠেছে। খাবারের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারের প্রতি তার আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু গিলের বিশ্বাস, আবার যখন খাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যাবে তখন সে প্রফুল্ল বোধ করবে।

ডিমুথ ফিরে এসেছে বলে খুশী হল গিল। কারণ, জন উইভারের এবার কাজ পাওয়ার আশা আছে। ডিমুথের স্ত্রী মারা গিয়েছেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িটা আবার মেরামত করে নিচ্ছে সে। পাথরের দেওয়ালগুলোই শুধু খাড়া ছিল বাড়িটার, আর সবকিছুই পুড়ে গিয়েছিল। খামার বলতে যা আর আছে তাতে কাজ করবার জন্য একজন অল্পবয়স্ক লোকের দরকার। ক্লেম কপারনলের মতো বুড়ো লোকের দ্বারা কাজ হওয়া মুশকিল। তাছাড়া বুড়ো ওলন্দাজটি ভালভাবে শীতকালটা কাটাতে পারে নি। লোকটা খুব বেশি পরিমাণে খাদ্য খেত। শীতকালে বিশেষ কিছু জোটে নি বলে মেজাজটা তার ভীষণভাবে খিটখিটে হয়ে রয়েছে। এবং কখন যে সাংঘাতিক ভাবে রেগে উঠবে তাও আগে থেকে বোঝা যায় না। একটা নিদারুণ শ্রান্তি হেতু ওর সঙ্গে মাটিতে বসে পড়েছিল বলে রেগে গিয়ে ঘোড়াটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল ক্লেম। বেড়ার একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে মারতে নিজে যদি শ্রান্ত হয়ে অশক্ত না হয়ে পড়ত তা হলে সত্যি সত্যি মেরে ফেলত ঘোড়াটাকে।

এইসব শুনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে গিল। গরম দিনে বিকেলবেলা জানালার বাইরে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো ওর মাথার ভেতরে গুন্‌গুন্‌

আওয়াজ হয়। আরো অনেকেই না কি নিজেদের মাথার ভেতর এই রকমের গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে আজকাল। তারা ভাবছে যে, শারীরিক দুর্বলতা কিংবা অনভ্যস্ত গরমের জন্য এই রকমের ব্যাপার ঘটছে।

আমেরিকান সেনাবাহিনী যে পশ্চিম অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান আর টোরীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে সেই গুজবের প্রতি গিলের নিজের তেমন বিশ্বাস নেই। এমন কি এপ্রিল মাসের ছ'তারিখে যখন সে স্ট্যানউইক্স দুর্গের দিকে গাড়ি ভর্তি হয়ে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ চলে যেতে দেখল তখনো ওর বিশ্বাস হল না।

কিন্তু সাত তারিখে এসব কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। ভোরবেলা থেকে বীজবপনের কাজ শুরু করে দিল। প্রথম কাজটা ভালভাবে করতে পারছিল না। তারপর অবিশ্যি ওর ক্লান্ত হাতটিতে পুরনো দিনের অভ্যাসটা ফিরে এল। সমান তালে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বীজ ছড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আজকে সকালে সে নিজেকে একজন সত্যিকারের কর্মী বলে ভাবতে পারছে এবং বেশ সমানভাবে বীজগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। বিকেলের মধ্যে যখন সে দেখল আর মাত্র চার বুশেল জই বাকী রয়েছে তখন ওর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল মেয়েরা। লানা, মিসেস ম্যাকক্লেনার আর নিগ্রো মেয়েটা ঝুড়ি ভরে কাঁচা পাতা নিয়ে এসেছে। গিলের মনে হল, লানাকে এখন একটু প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে গিলের সামনে এসে দাঁড়াল লানা।

"বাড়ি চলো," বলল লানা, "অনেক বীজ ছড়িয়েছ আজ।"

"বীজের ওপর দিয়ে হেঁটো না," বলল সে, "আর সামান্য একটু বাকী আছে। শেষ করে আসছি!"

মাঠের ওপর থেকে সরে দাঁড়িয়ে গিলকে চলে যেতে দিল লানা। এমন কি গিলের হাতের দোলাটিও দেখতে ভাল লাগছে ওর। থলির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বীজ এনে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমনভাবে বীজ ছড়াচ্ছিল যে, দেখতে অনেকটা ৪ সংখ্যার আকারের মতো লাগছিল। বীজগুলো হাওয়ার মধ্যে দিয়ে উড়ে গিয়ে আলতোভাবে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল মাটির ওপর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে মনটা শান্ত হয়ে এল লানার।

এই পরিচিত ভঙ্গীটার মধ্যে ভবিষ্যতের আশা ও বিশ্বাসের বীজ নিহিত রয়েছে।

লানা বলল, "ভাবছি ফক্সেস মিল্‌সে ওরা সবাই বীজের ব্যবস্থা করতে পেরেছ কি না।"

"মনে হয় পেরেছে।" ঘুরে দাঁড়িয়ে লানার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল গিল, "গিলি কেমন আছে?"

"মনে হয় রোদ লাগবার জন্য ওর উপকারই হচ্ছে। পায়ে খানিকটা মাংস থাকলে ভাল হতো।"

"জো কোথায়?"

"বাড়ির পেছনে একটা কোদাল নিয়ে ঝোপের মধ্যে কি যে করছিল আমি ঠিক জানি না।"

জো বোলিয়োর সম্বন্ধে আলোচনাটা বন্ধ করে দিয়ে লানা বাড়ির দিকে হাটতে আরম্ভ করল। না ঘুরেই গিলকে বলল সে, "ডেইজি আজ পাতা দিয়ে সব্জি রান্না করবে।'

নদীর ধারের বেড়ার পাশে শেষ সারিটাতে বীজ ফেলছিল গিল। ওর মনে হল, মাথার মধ্যে আবার সেই গুঞ্জনধ্বনিটা শুরু হচ্ছে বুঝি। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে তাই নিয়ে সময় নষ্ট করল না। কান থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য থামল একটু। তারপর আঙুলের ফাঁক দিয়ে শেষ বীজ ক'টা পড়ে যেতে দিল মাটির ওপর। এক মুহূর্ত পরে থলিটা উপুড় করে দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে ফেলল। এক কণা বীজও নষ্ট করতে পারে না সে। পুরো মাঠটা চৌকো দেখাচ্ছে। নিজের পায়ের দাগগুলো সমান্তরাল রেখার মতো ছড়িয়ে রয়েছে সারা মাঠে।

সমস্ত আকাশ জুড়ে উজ্জ্বল আলো রয়েছে এখনো। এক ঝাঁক কাক ভ্যালির ওপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে উড়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় ওদের পাখার গায়ে সন্ধ্যার ম্লান আলো ঝিকমিক করে উঠল। গিল লক্ষ্য করল, কাকগুলো মুখ ঘুরিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে দেখল একবার। কে জানে চুরি করে ঐ কণাগুলো খেয়ে ফেলবার জন্য খিদে বোধ করছে কিনা ওরা।

জো বোলিয়ো ওপর থেকে নেমে এসে বলল, "গিল, তোমার স্ত্রী তোমায় বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করতে বলছে।"

"আমি তো এখানেই বিশ্রাম করছি।"

"আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু মেয়েরা মনে করে যে, তারা স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে না পারলে পুরুষদের বিশ্রাম হয় না। তাদের কাছাকাছি থাকতে হয়।"

শীতকালের কষ্ট জো-র মধ্যে কোনো বিপর্যয় ঘটাতে পারে নি। সেই একই রকম আছে সে—কৃশ, আনতদেহ, বলিচিহ্নিত মুখ, অবসাদগ্রস্ত ভঙ্গী।

"মাথা থেকে সেই গুঞ্জনধ্বনিটা কিছুতেই দূর করতে পারছি না, জো।"

"কিসের গুঞ্জন বললে?" জো-র মাথায় গুঞ্জনের ঝামেলা কিছু ছিল না।

"এতো জোরে জোরে শব্দটা হয় যে, আমার মনে হয় তুমিও ওটা শুনতে পাও।" বলল গিল।

শুনতে পাওয়ার ভান করল জো।

হঠাৎ মুখটাকে কাত্ করে ধরল সে।

"যীশুর নামে দিব্যি দিয়ে বলছি," গম্ভীরভাবে জো বলল, "সত্যিই শুনতে পাচ্ছি শব্দটা।" এক মিনিট অপেক্ষা করবার পর বেড়ার ওপরে উঠে দক্ষিণ-পুব দিকে নদীর ওপারে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল সে, "গুঞ্জনের শব্দ নয়, গিল। এটা হচ্ছে গিয়ে ঢাকের আওয়াজ—রণবাদ্য। নদীর ওপারে ঝরনার দিক থেকে এগিয়ে আসছে ওরা। এবার শোনো তুমি।"

মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল গিলের। বাজনাটা সে-ও শুনতে পেল। বেড়ার ওপর উঠে জো'র পাশে বসে পড়ল। সন্ধ্যাকাশের অন্তহীন স্বচ্ছতার ভেতর দিয়ে জো-র সঙ্গে সঙ্গে গিলও তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

"ঐ আসছে ওরা।" জো বলল। নীল রঙের পোশাক পরা একটা দল রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলেছে। নিজের চোখেই দেখল ওরা, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

"ওরা তাঁবু ফেলবে," বলতে লাগল জো, "ফ্রেডি গেটম্যানের ঐ পাঁচ অ্যাকর জমিতে তাঁবু গাড়বে ওরা।"

ঘোড়ার আস্তাবলটা ছাড়া গেটম্যানের বাড়ির আর কিছুই রক্ষা পায় নি।

গিল দেখল, সেই আস্তাবলটার পাশে দাঁড়িয়ে বাজনদাররা বড় বড় ঢাক বাজিয়ে চলেছে। ওদের পেছনেই সেই পাঁচ অ্যাকরের ফাঁকা জমিটা। নীল কোট পরা একটা সৈন্যদল সেখানে গিয়ে জড়ো হল। তাদের কাঁধের ওপর বন্দুক। এবার তারা বন্দুকগুলো নামিয়ে নিয়ে গাদা করে রাখল।

"কি করছে ওরা?"

"মনে হয়, জ্বালানি কাঠের জন্য বেড়াগুলো ভেঙে নিচ্ছে।"

এদের পেছনে পেছনে অন্য একটা সৈন্যদল এসে উপস্থিত হল সেখানে। নীল কোটের ফাঁক দিয়ে সাদা ওয়েস্টকোট দেখা যাচ্ছে। তাদের পায়ের পটিগুলোও সাদা। তারপর ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হল তৃতীয় দলটি। এদের গায়ে ছাই-রঙা শিকারীর শার্ট।

ঢাকের বাজনার আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ল ভ্যালির সর্বত্র। লাফ মেরে মেরে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে এল অ্যাডাম। উত্তেজিত হয়ে জো-র কথা সব শুনল সে। তারপর বলল, "চলো, ওখানে যাই আমরা।"

"নিশ্চয়ই যাব," জো বলল, "তুমি যাবে না, গিল?"

গিল বলল, সে এখন বাড়ি যাবে। মেয়েদের ওখানে একলা ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। তা ছাড়া ক্লান্ত হয়েও পড়েছে সে।

শিকারী দু'জন ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, "আমরা ফিরে এসেই তোমায় সব খবর দেব।" নদীর ধারে যেখানে নৌকো বাঁধা ছিল সেখানে ছুটে গেল ওরা। নৌকো বাইতে লাগল অ্যাডাম। বৈঠা দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে জলের মধ্যে ফেনা তুলতে লাগল সে। পশ্চাদ্ভাগে বসে জো তার লোমযুক্ত পশুচর্মের টুপীটায় ঝাঁকি মারতে লাগল।

ওরা যখন ফিরে এল রাত্রির খাওয়া প্রায় তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডেইজি ওদের জন্য দু'খানা থালায় খাবার সব গরম রেখে দিয়েছিল। বাচ্চা ছেলেদের মতো দু'জনেই একসঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল এবং কথাগুলো পরস্পর-বিরোধী হচ্ছিল।

"এক শ পঞ্চাশ জন সৈন্য," বলল অ্যাডাম, "দুটো দল। সেনাবাহিনীটার নাম হচ্ছে চতুর্থ নিউ ইয়র্ক।"

"না, ওটা হচ্ছে চতুর্থ পেনসিলভ্যানিয়া। নিউ ইয়র্ক রেজিমেণ্টের নম্বর হচ্ছে পঞ্চম।"

"তুমি পাগলের মতো কথা বলছ।"

"থোড়াই কেয়ার করি আমি। তোমার যাওয়া উচিত ছিল, গিল। ওদের যুদ্ধোপকরণের গাড়িগুলো ঠিক ওদের পিছু পিছু এসেছে। মনে আছে, অরিসক্যানিতে যাওয়ার সময় গাড়িগুলোর জন্য আমাদের কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল? কিন্তু এদের মাত্র পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে লাটসাহেবদের পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল।"

"সে আর এমন একটা বড় কথা নয়। জানেন কি খাচ্ছিল ওরা?" জো বোলিয়োর ছোট ছোট চোখ দুটো পিট্‌পিট্‌ করে উঠল।

"না," বলে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "কি করে জানব আমরা, নির্বোধ কাহাকার?"

"জো হচ্ছে গিয়ে একটা ছারপোকার মতো," মন্তব্য করল অ্যাডাম, "মানুষের কাছ থেকেই ধারণাগুলো নেয় বটে, কিন্তু সেগুলো ওর মাথায় না ঢুকে পেটের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। তাজা শুয়োরের মাংস খাচ্ছিল ওরা। হ্যাঁ মশাই, মিসেস ম্যাকক্লেনার। তাজা মাংস। আমিও খানিকটা খেয়েছি। ময়দার পাঁউরুটিও খাচ্ছিল। বেশ নরম রুটি। কি বলব ভগবান, সেনাবাহিনীর লোকদের বরাতে যখন নরম রুটি জুটেছে তখন বুঝতে হবে বিলাসদ্রব্যের অভাব নেই দেশে।"

"ওহে সুন্দর স্বর্ণাভ কেশযুক্ত মোটা মাথাওয়ালা বন্ধু, শোনো," বলল জো বোলিয়ো, "ওসব কথা যে-কেউ বলতে পারত। শুনুন মিসেস ম্যাকক্লেনার, মশাই নয় ম্যাডাম, কি বলব আপনাকে, চায়ের সঙ্গে ওরা সাদা চিনি খাচ্ছিল!" জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে সে-ই বলতে লাগল, "ওরা আমায় যখন চা খেতে অনুরোধ করল আমি তখন রাজী হয়ে গেলাম। এবং ওরা আমায় জিজ্ঞেস করল চা-তে কতটা চিনি খাই আমি, বললাম, এক চামচে চায়ের সঙ্গে আড়াই ইঞ্চি পুরু করে চিনি দিলেই চলবে। বুঝলেন, সত্যি সত্যি ব্যাটার ছেলে দিয়ে দিল আমায়! শার্টের পকেটে করে নিয়ে এসেছি আমি।" মুখটিপে হেসে পকেট থেকে পেয়ালাটা বার করে মিসেস ম্যাকক্লেনারের হাতে দিয়ে দিল সে।

মিসেস ম্যাকক্লেনার বেশ জোরে জোরে নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন।

দু'বার কথা বলবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তারপর বললেন, "ধন্যবাদ, জো। এর সঙ্গে আমাদের খানিকটা চা থাকলে ভাল হতো! যাই হোক, জলের সঙ্গেই মিশিয়ে আমরা খাব। ডেইজি, একটু জল গরম করে নিয়ে আয়।"

"নিশ্চয়ই আনব, ম্যাডাম। উনোনের ওপর জল ফুটছে।"

ডেইজী তার জীর্ণ গাউন পরে টেবিলের চারদিকে পাখির ডানার মতো ঝাপটা মারতে মারতে ঘুরে ঘুরে পেয়ালাগুলো সাজিয়ে ফেলল। কেটলী থেকে জল ঢেলে দিল পেয়ালায়। মিসেস ম্যাকক্লেনার সত্যন্ত সতর্কভাবে প্রতিটি পেয়ালার দু'চামচে করে চিনি দিলেন। পেয়ালার মধ্যে চিনিটা যখন গলতে আরম্ভ করল তখন কথা বলল না কেউ। সবাই তাঁর দিকে চেয়ে বসেছিল। তারপর তিনি যখন নিজের পেয়ালাটা তুলে নিলেন তখন সকলে একসঙ্গে একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে আন্ত করল।

"একে রীতিমতো পানোৎসব বলা যায়।" মন্তব্য করলেন মিসেস ম্যাক-ক্লেনার।

টেবিল ছেড়ে হঠাৎ উঠে পড়ল লানা।

"দেখি, গিলির এটা খেতে ভাল লাগে কি না।" বলল সে। ছেলেটাকে টেবিলে নিয়ে এসে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে দিল। বোকার মতো গিলি তার মাথাটা নাড়িয়ে নিদ্রালু চোখ দুটো হাত দিয়ে ঘষতে আরম্ভ করল। সবাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে ছিল ওর দিকে। চামচেটা গিলির মুখের সামনে এগিয়ে ধরল লানা। ফুঁ দিয়ে চিনির জলটুকু ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। খাওয়ার পরে মুখবিকৃতি করে ঠোঁট দুটো শক্ত করে রাখল সে। একেবারে নিঃশব্দে চুপ করে বসে থাকবার পর কাঁদতে শুরু করে দিল। সকলেই ভীষণ-ভাবে হতাশ বোধ করল।

দোষক্ষালনের মনেভাব প্রকাশ করে লানা বলল, "ছেলেটা কখনো চিনি খায় নি কিনা।"

"বোকার মতো কথা বলো না," ধমকানির স্বরে বলে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "আসল কথা হচ্ছে, বেশি করে খেতে চায় ও।"

আবার যখন লানা চামচেটা মুখের কাছে নিয়ে এল তখন সে খুব আগ্রহ সহকারে মুখটা হাঁ করে দিল।

"কেমন, দেখেছ !" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "বলেছিলাম না।"

এবার সবাই খুব খুশী হল।

"তোমরা কি জানতে পেরেছ সৈনিকরা কোথায় যাচ্ছে ?"

"স্ট্যানউইক্স।" জো আর এ্যাডাম একসঙ্গে জবাব দিল।

"ব্যস, ঐ পর্যন্তই ? সেখানে তো শ-দুই লোক আগে থেকেই আছে।"

"ওরা তো তাই বলল।" অ্যাডাম জবাব দিল।

"আমার বিশ্বাস, অসওয়েগোতে কোনোরকম আক্রমণ চালাবে ওরা।" বলল জো।

"কি বললে ? একটা দুর্গ আক্রমণ করতে ওরা রেঞ্জারদের পাঠাবে ?" অত্যন্ত উপেক্ষার সঙ্গে কথাটা বলল অ্যাডাম।

গিল বলল, "তা হলে কি তুমি ভাবছ অনানডগাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে ওরা ?"

"হায় ভগবান, কি যে বলে !" বলল জো।

ওদের তখন এলিসের কথাটা মনে পড়ল। সে ইরোকোইদের কথা বলেছিল।

"সংবাদ সংগ্রহের লোক ছাড়া ওদের চলবে না। বাজি রেখে বলতে পারি স্কাউটের দরকার হবে।" বলল অ্যাডাম। ওর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে জো বলল, "এই ধরনের একটা বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে ইণ্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করা একটা ভারি মজার ব্যাপার। ওদের ধ্বংস করার কথা আমি সব সময়েই ভাবতাম।" গিলের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা যদি স্কাউট নিয়োগ করে তা হলে কি তুমি আমাদের সঙ্গে আসবে ?"

মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করল গিল। অ্যাডাম তখন বলল, "তোমার তো বীজ বপনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। চলো আমাদের সঙ্গে।"

"অতো বড় একটা বাহিনী বনের চারদিকে তোলপাড় করে বেড়াবে। মেয়েদের একা রেখে যেতে ভয় করবার আর কারণ থাকবে না। ওদের তোমার দেখা উচিত। ওরা সেই ম্যাসাচুসেটস-এর সৈনিকদের মতো নয়।"

"আমাদের তো ডাকে নি ওরা।" বলল গিল।

"ফুঃ !" বলল জো। একটা খারাপ কথা মেয়েদের সামনে বলতে গিয়ে

কোনো রকমে সামলে গেল বলে একটু রক্তিম হয়ে উঠল। বলতে লাগল, "তুমি চলো আমাদের সঙ্গে। ফিরে আসবার পথ যদি ধরো বন্ধ হয়ে যায় তা হলে মেয়েদের জন্য আমি একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। লুকোবার গর্ত খুঁড়ে রেখেছি একটা। তিন দিন ধরে গর্তটা তৈরি করছিলাম।"

"সত্যি ?" আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাস করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "কি রকম দেখি ?"

"বাইরে চলুন," বলল জো, "না, এখন দেখানো যাবে না। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কাল দেখাব আপনাকে।"

"ওটা কিসের শব্দ, গিল ?" উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল লানা। অভয় দিয়ে অ্যাডাম বলল, "ও কিছু না, সৈনিকদের শিবিরে নৈশ-উৎসবের বাদ্য বাজছে।"

ওরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে দেউড়িতে দাঁড়াল। ভ্যালির ওপর দিয়ে ঢাক-বাজনার ধুপ্ ধুপ্ আওয়াজটা ক্ষীণভাবে এখানে এসে পৌছচ্ছে। চার-দিকে পিচের মতো কালো অন্ধকার। কিন্তু শিবিরের আগুনগুলো খুব কাছে বলে মনে হচ্ছিল। মাঝখানে সমান দূরত্ব রেখে অনেকগুলো আগুন জ্বালিয়ে-ছিল সৈনিকরা। রাত্রির ভেজা আর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐ দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। প্রহরারত সৈনিকদের ছোট আর ছায়ার মতো আকারগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এমন কি গাদা-করা রাইফেল গুলোও দেখতে পেল ওরা।

"পৌছতে ওদের সময় নিয়েছে অনেক।" বলল জো।

এদিকে বাড়ির ভেতরে চামচে দিয়ে পেয়ালার তলা থেকে চেঁছে চেঁছে চিনির স্বাদ গ্রহণ করছিল ডেইজি। আর সেই সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে গুন্‌গুন্ করে গানও করছিল সে।

॥ ৩ ॥

স্ট্যানউইক্স দুর্গে

সূর্যোদয়ের আধঘণ্টা পর যুবক জন উইভার দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনারের উঠানে এসে উপস্থিত হল। হাতে করে গিলের কাছে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে সে। যেমন-তেমন করে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লিখে পাঠিয়েছে কর্নেল বেলিঙ্গার। গিল, অ্যাডাম আর জো-কে পত্রপাঠ ডেটন দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হতে বলেছে কর্নেল। গিল যখন চিঠিখানা পড়ছিল তখন রবিন পাখিদের কণ্ঠধ্বনিও ডুবে গেল নদীর ওপার থেকে আগত রণ-বাদ্যের বিলম্বিত আওয়াজের মধ্যে। দৌড়ে বেরিয়ে এল গিল। সে দেখল, অ্যাডাম আর জো শিবিরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকেই ওরা দেখতে পাচ্ছিল যে, সৈনিকরা আগুনের কাছ থেকে সরে গিয়ে যার যার কম্বল সব গুটিয়ে ফেলছে।

"জেনারেল এসেছেন।" বলল জো, "উনি আসছেন বলে আগেই আমি শুনেছিলাম।" উপেক্ষার ভঙ্গীতে অ্যাডামের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল সে, "ওহে হাঁদারাম, আমি জেনারেল ওয়াশিংটনের কথা বলছি না। কম্বলটম্বল গুটিয়ে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, এবার যাত্রা শুরু করবে।"

ক্যাপটেন ডিমুথের আদেশ-পত্রটা ওদের দেখাল গিল। তারপর ওরা সবাই রাইফেল নেওয়ার জন্য বাড়িতে এসে ঢুকল।

দরজার সামনেই ওদের সঙ্গে দেখা হল লানার। ডাকল সে, "গিল!"

"উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।" বলল গিল।

"কোথায় চললে তোমরা?"

"বেলিঙ্গার আমাদের দেখা করতে বলেছে। আর কিছু নয়।"

"তোমরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যাচ্ছ।" অভিযোগ করল লানা।

বাধা দিয়ে অ্যাডাম বিশ্রীভাবে বলল, "ও লানা, শোনো তোমায় বলছি। জো আর আমি গিলের সঙ্গে থাকলে কোনো বিপদ হবে না ওর।"

মুখটা ফেকাশে হয়ে গেল লানার। দেহটা গেল শক্ত হয়ে। হাত দুটো

লম্বাভাবে ঝুলতে লাগল দু'দিকে। মিসেস ম্যাকক্লেনারকে গিল বলল, "আমাদের যদি সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলে যেতেই হয় তা হলে জন উইভারকে পাঠিয়ে দেব এখানে। দুর্গে আপনাদের স্থানপরিবর্তন করতে হবে কিনা সে আপনাদের জানিয়ে দেবে।"

পাকাচুল ভর্তি মাথা নাড়িয়ে সায় জানালেন বৃদ্ধা।

নিজের গায়েই একটা চাপড় মেরে জো বলল, "ম্যাডাম, একেবারে বেমালুম ভুলে বসে আছি আমি।"

"কি, জো ?"

"সেই যে লুকোবার গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলাম—চলুন, দেখিয়ে দিই। দেখাতে এক মিনিট লাগবে।"

তাড়াতাড়ি এদের বাইরে বার করে এনে রোদের মধ্যে দিয়ে ঝোপটার কাছে নিয়ে এসে বলল, "যখন এদিকে আসতে হবে তখন এই পথ ধরেই আসবেন। ঝোপের মধ্যে আপনাদের পায়ের দাগ ওরা দেখতে পাবে না।"

ঢালুর পথ ধরে একশ গজ ওপরে উঠে এসে থামল সে। তারপর বিনীত-ভাবে বলল, "ঐ যে ওখানে আছে গর্তটা।"

একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে স্থাননির্দেশ করল। মাটিতে পড়ে গিয়েছিল গাছটা। শেকড়ের টান লেগে প্রকাণ্ড বড় একটা মাটির চাবড়া উঠে এসেছে ওপরে।

"আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।" বললেন বিধবাটি।

হাসির ছটা বিকীর্ণ করে জো বলল, "দেখতে পাচ্ছেন না, তাই তো ? তা হলে কাজটা ভাল করেই করেছি। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। চলে আসুন এদিকে।"

দু'জন মহিলাকে সে গাছের শেকড়টার কাছে নিয়ে এল। গুঁড়িটা ঘুরে গিয়ে আবার সে হাত দিয়ে স্থাননির্দেশ করল। মাটির ওপরে ছোট্ট একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। সেটা দেখিয়ে জো বলল, "দেখবেন সাবধান, গর্তটার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবেন না যেন। কয়েকটা খুঁটি ঝোপজঙ্গল দিয়ে ঢেকে ওটার ওপর ফেলে রেখেছি। তলায় একটা ঘর আছে। আপনারা সবাই ওখানে থাকতে পারবেন। একেবারে সিধা নেমে পড়লেই হবে। ব্যথা পাবেন না, মাটি নরম করে রেখেছি।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "ধন্যবাদ, জো।"

জো বলল, "এখানে আসবার পথটা আপনাদের মনে করে রাখতে হবে। বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে পথটা মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন, যাতে রাত্রিবেলা আসতে হলেও অসুবিধা না হয়। অবিশ্যি মনে হয় না আসবার দরকার হবে।"

"আমারও তাই ধারণা।"

"তা হোক, তবু ব্যবস্থা করে রাখা ভাল।"

পাহাড়ের ধার দিয়ে নিচে নেমে গেল সে। অ্যাডাম আর গিল সেখানে রওনা হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। জন উইভার ঘোড়ায় চেপে বসেছে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের পেছনে পেছনে লানাও এসে উপস্থিত হল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ওর। ওরা তিনজনে রাস্তা দিয়ে নেমে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে ইশারা করল। বিধবাটিও হাত তুলে বিদায় জ্ঞাপন করলেন। তারপর হাত তুলল লানা। সকালের রোদ্দুরে ওর হাতটা রক্ত-শূন্য আর পল্‌কা মনে হল।

কাঁদতে আরম্ভ করল লানা।

"বাচ্চাটাকে বিদায় জানিয়ে যেতে পারত গিল।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।

মিসেস ম্যাকক্লেনার লানার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, "ওকথা বলো না, বাছা। তুমি যেমন ওকে যেতে দিতে চাও নি তেমনি ওরও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সেই জন্যই বিদায় জানাবার জন্য ছেলেটার কাছে যায় নি সে।"

নদীর ওপার থেকে ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সৈন্যদের একত্র হওয়ার সংকেতসূচক বাদ্য বাজাচ্ছিল। বেড়ার ধার দিয়ে সৈন্যরা এসে জড়ো হতে লাগল। একটু পরেই "মার্চ" করবার বাজনা বেজে উঠল। দু'জন মহিলাই এখান থেকে দেখতে পেল, সারিগুলো সব একদেহের মতো সন্নিবিষ্ট হয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সৈন্যসারির মাঝখানে যে একটা পতাকা উড়ছে গতরাত্রিতে সেটা ওদের চোখে পড়ে নি। এই পতাকা আগে কখনো দেখে নি ওরা। পরিষ্কার এবং ঝকঝকে নতুন কাপড়ের ওপর লম্বা লম্বা রঙীন ডোরা কাটা আর বৃত্তাকারে কতকগুলো তারা আঁকা রয়েছে।

পতাকাটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে, যে-কোনো কারণেই হোক, চোখ ভেঙে জল আসছিল ওদের।

পরে শোনা গেল যে, কর্নেল ভ্যান শাইক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেলিঙ্গারের কাছে তিন জন লোক চেয়ে পাঠিয়েছিল।

"হাতের কাছে ওনাইদা ইণ্ডিয়ানরা থাকতে কেন যে তাদের নিতে চাইল না শাইক আমি তা বুঝতে পারছি না। ওরা যাওয়ার জন্য ইচ্ছুকও ছিল। কিন্তু সে তিন জন শ্বেতকায় লোক চেয়ে বসল। তখন আমি তোমাদের কথাই ভাবলাম। শাইক বলেছে, খুব বেশি হলে সপ্তাহ তিন রাখবে তোমাদের।"

"কোথায় তাকে নিয়ে যেতে হবে?" জিজ্ঞাসা করল জো।

"জানি না," বলল বেলিঙ্গার, "তোমরা বরং সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি চলে যাও তার কাছে। মার্টিন, তোমার ওখানকার মেয়েদের এখানে সরিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছে তো?"

"এলে ভালই হবে।"

"হয়তো দরকার হবে না। আমি জন উইভারকে ওখানে থাকতে বলব। তা ছাড়া আমি নিজেও নজর রাখব ওঁদের ওপর।" একটু থেমে বেলিঙ্গারই বলল, "বনের পশ্চিমদিকটা রক্ষা করবে ভ্যান শাইক, আমি থাকব দক্ষিণে। এবং ওনাইদারাও বেরিয়ে পড়েছে। প্রকাণ্ড বড় সেনাবাহিনী আসছে। অতএব কোনো ভয় আছে বলে মনে হয় না।" পর পর তিন জনের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "তোমরা বরং রওনা হও।"

সেই দিনই স্ট্যানউইক্সে পৌঁছে গেল ওরা। নদীর বাঁকটার কাছে যখন উপস্থিত হল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দুর্গের কাছাকাছি আসতেই ছোট ধরনের কামান থেকে গোলা বর্ষণের আওয়াজ হল একটা। গেটের ওপরে খুঁটির মাথায় পতাকাটা আন্দোলিত হয়ে উঠল। ভারি সুন্দর দেখতে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় কাপড়টা সিল্কের মতো চকমক করছিল। কিন্তু গিল

ভাবল, এই আমেরিকান পতাকাটা যতবারই দেখুক না কেন, তবু দু'বছর আগেকার সেই পুরনো পতাকাটা দেখবার সাধ মিটবে না ওর। ঠিক এই খুঁটিটার মাথায়ই পতপত করে উড়ত সেটা। অসমান ডোরাগুলোর ওপর বিশ্রী দাগ লেগে থাকত আর তারকাগুলোর আকারও ছিল বড় অদ্ভুত রকমের। আমেরিকান সেনাবাহিনীর আদর্শ ছাড়াও অন্য রকমের অর্থ বহন করত পতাকাটা।

ওরা তিন জন ফটকের কাছে এগিয়ে গেল। প্রহরীকে বলল যে, কর্নেল বেলিঞ্জার ওদের স্কাউট হিসেবে এখানে পাঠিয়েছে। তক্ষুনি তাদের সোজাসুজি অফিসারদের মেসবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে কর্নেল গুজ ভ্যান শাইক আর তার সহকারী মেজর কোকরানের সঙ্গে দেখা হল ওদের। মেজরের পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারে নিখুঁত। কিন্তু কর্নেল লোকটি তেমন ছিমছাম নয়। দেহের ওজন বেশ ভারী, মাথার চুল রুক্ষ এবং তাতে পাক ধরেছে। চোখ দুটো ছোট, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। মোটা ঘাড়ের ওপরে শার্টের কলারটা বেশ উঁচু করে লাগানো। বেলিঞ্জারের চিঠি-খানা হাতে নিয়ে তিনজন রেঞ্জারকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল সে।

"আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে তা আমি চাই না।" যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে কর্নেল শাইক বলল, "তোমরা এখানে নিম্নপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বাস করবে। এখন বলো ওনাইদা হ্রদের পশ্চিমদিকে যে বন আছে সেখানকার পথঘাট তোমরা কেউ চেনো কি?" কর্নেলের দৃষ্টি নির্ভুলভাবে জো-র ওপর এসে পড়ল। টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে চুল্লীর দিকে এমনভাবে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল জো যে, মনে হচ্ছিল যেন এটা পৃথিবীর একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস। মাথা নাড়িয়ে সায় দিল বোলিয়ো। বলল, "নিশ্চয়ই চিনি।"

"তোমরা দু'জন কি বলো?"

জবাব দিল জো, "গিল ঠিক সত্যিকারের শিকারী নয়। বনজঙ্গলের পথঘাট তেমন চেনে না। কিন্তু আমার নির্দেশ মেনে চললে ছেলেটা পথ ভুল করবে না।"

গর্জন করে প্রতিবাদ করবার জন্য মুখ খুলেছিল অ্যাডাম, কিন্তু কর্নেলের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই চুপ করে গেল। তার চোখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যার জন্য অ্যাডামের কথা বলার উৎসাহ গেল দমিত হয়ে।

কর্নেল বলল, "ওহে ধাড়ী বলদ, শোনো—এখানে যদি লড়াই করতে শুরু করে দাও তা হলে দুর্গের সামনে নিয়ে বেত লাগাবার ব্যবস্থা করব আমি। তোমাদের মতো অসভ্য লোকদের চেঁচামেচি সহ্য করবার সময় নেই আমার। কাল সকালে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে দেখো বেত মারার শাস্তি কাকে বলে।"

জো-র দিকে মুখ ঘুরিয়ে কর্নেল বলল, "তুমি শোনো—কি নাম তোমার? বোলিয়ো, বেশ। রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকো তুমি। প্রথম সৈন্যদল যাত্রা করার এক ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে। কোথায় আমরা যাচ্ছি বলব তোমায়। তারপর পথটা দেখিয়ে দেবে, অবিশ্যি সেখানে পৌঁছবার একটা পথই আছে বলে আমার ধারণা।"

"নিশ্চয়," জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে জো বলতে লাগল, "উড ক্রীক ছাড়িয়ে হ্রদের ওপারে। দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে গিয়ে নামবেন, সেখান থেকে অনানডগা হ্রদ পর্যন্ত চলে যান, তারপর হ্রদের ছোট একটা শাখা পার হয়ে যাবেন—জল কম, পায়ে হেঁটে পার হয়ে যেতে পারবেন। চার ফুটের বেশি নয়। সেখান থেকে অনানডগা ক্রীকে গিয়ে পৌঁছে ওপর দিকে উঠে যান। খানিকটা পথ গেলেই প্রথম শহরটাতে এসে উপস্থিত হবেন। কর্নেল যীশুর নামে দিব্যি কেটে বলছি. ছেলেবয়সে ওখানে আমি খেলা করে বেড়াতাম। সেই সময় সেখানে আপনার একবার আসা উচিত ছিল।"

মেজরসাহেবের আইরিশ ধরনের মুখটি দেখবার মতো। মজা উপভোগ করছিল সে। কিন্তু জো-র কথা শুনে সেই ধরনের মজা পাচ্ছিল না কর্নেল।

"কতোটা জল আছে তা তুমি হিসেব করলে কি করে?" গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল কর্নেল।

"কেন?" সরলভাবে বলল জো, "আমি যদি না জানতাম তা হলে ওরা আমায় আপনার কাছে পাঠাত না, মিস্টার।"

"অন্য কারো কাছ থেকে শুনে বলছ না তো?"

"না। এখানে আসবার পথে আমরা হিসেব করে ফেললাম।"

ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে কর্নেল বলল, "তোমরা মুখ বন্ধ করে বসে থাকো। কথা ব'লো না। তুমি ঠিক জানো শাখা-হ্রদটা হেঁটে পার হওয়া যায়?"

"অবিশ্যি একটু ভিজতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।"

খুবই কঠিনদৃষ্টিতে জো-র দিকে তাকিয়ে রইল কর্নেল। তারপর শান্ত-

স্বরে বলল, "ব্যস, আর কিছু জানবার নেই। এবার খাওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে তা হলে তাড়াতাড়ি চলে যাও।"

প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে উপস্থিত হওয়ার পর ওরা দেখল সৈনিকরা খাওয়ার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মেস্‌বাড়িতে যাচ্ছে তারা। দ্বিধাগ্রস্ত মনে ওরা তিনজন সৈনিকদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। যে-কারণেই হোক এইসব সৈনিকদের ঠিক স্বভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো পা মিলিয়ে হাঁটছিল। অফিসারদের মেস্ থেকে একজন করপোরেল বেরিয়ে এসে গিলের হাত স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরাই কি সেই তিনজন স্কাউট ?"

ওরা বলল যে, হ্যাঁ ওরাই সেই লোক।

"আমার নাম জ্যাক হ্যারিস। তোমরা আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে।"

ওদের নিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। একটা টেবিলে সার্জেণ্ট আর করপোরেলরা খেতে বসেছিল। সেখানেই বসল ওরা। বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই ওদের অভিনন্দন জানাল তারা। কাঠের বাটিতে ভাপে সেদ্ধ গরুর মাংস দিয়েছে। শালগম, চা আর চিনি দিয়ে রান্না করা মাংস। বেশ বড় এক খণ্ড পাঁউরুটি আর খানিকটা পনির দিয়েছে খেতে। যে-ভাবে গপ্ গপ্ করে খেতে আরম্ভ করল ওরা তাই দেখে কৌতূহলী হয়ে সৈনিকরা জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার ভাই ? সারা দিন কি খাওয়া হয় নি ?"

জবাব দিল অ্যাডাম, "গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই রকমের খাওয়া আমাদের জোটে নি, দাদা। বুড়ো কর্নেল কি তোমাদের রোজই এই রকমের খাওয়া খেতে দেয় ?"

"খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে লোকটি ওস্তাদ। কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখবার ব্যাপারে খুবই কড়া লোক। গত বছর সেই স্টুবেন নামে ওলন্দাজটি আসবার পর থেকে কর্নেলসাহেবটি নিয়মশৃঙ্খলার ওপর কড়া নজর রাখতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি ভাল ব্যবহার করে লোকটি।"

"পেটের পৈত্তিক গণ্ডগোলে ক্লিষ্ট একটি অতিভোজী প্রাণীর মতো ভাল মনে হয়েছিল আমার কাছে।" মন্তব্য করল অ্যাডাম।

টেবিলের চারদিকে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। কথাটা খাবার ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। হাসতে লাগল সবাই। কিন্তু করপোরেল হ্যারিস কাষ্ঠহাসি

হেসে বলল, "এখন বুঝতে পারছি মিস্টার, কর্নেল কেন চেয়েছিল যে, বেত মেরে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা তুমি স্বচক্ষে একবার ছাখো।"

সূর্যোদয়ের একঘণ্টা পরে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আগে অপরাধীদের বেত মেরে শাস্তি দেওয়া হয়। কর্নেলের বিশ্বাস যে, খালি পেটে প্রহার খেলে কাজ হয় বেশি।

এদের তিন জনকে সকালবেলা বিছানা থেকে টেনে তুলে দিল করপোরেল হ্যারিস। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে ওদের উপস্থিত হতে বলল সে। জামাকাপড় পরা শেষ হওয়ার আগেই সৈন্যসমাবেশের সংকেতসূচক ঢাক বেজে উঠল। এপ্রিল মাসের এই সুন্দর সকালটিতে বাইরে বেরিয়ে আসবার পর ওরা শুনল, হাজতের দিকে ঢাকের ওপর একবার টোকা মারার আওয়াজ হল।

করপোরেল হ্যারিস ওদের এনে তার নিজের সৈন্যদলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। একটা ফাঁকা চৌকা জায়গায় পুরো বাহিনীটা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে পিটিয়ে পিটিয়ে মাটি মসৃণ ও সমতল করে একটা এক-ফুট পুরু খুঁটি পোঁতা হয়েছে। তার ছায়াটা লম্বা হয়ে চলে গিয়েছে হাজত পর্যন্ত। একবার ঢাকের ওপর টোকা মারার আওয়াজ হতেই অপরাধীটি সেই ছায়া বরাবর এগিয়ে আসতে লাগল। তার দু'দিকে দুটি সার্জেন্ট। কোমরের ওপর থেকে জামাকাপড় কিছু নেই। ডাইনে কিংবা বাঁয়ে কোনো দিকে দৃষ্টি দিল না সে। শুধু খুঁটিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এগিয়ে আসতে লাগল।

আনমনা ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাডাম। সৈনিকদের মুখে ভাববৈলক্ষণ্য কিছু দেখতে পাওয়া গেল না। অপরাধীর হাত দুটো উঁচু করে তুলে ধরল তারা। দু'হাতের কব্জিতে খুব সরু দড়ি দিয়ে দুটো ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপর দড়িটা খুঁটির মাথায় খাঁজের মধ্যে লাগিয়ে টান মারতেই হাত দুটো তার মাথার ওপরে খাড়াভাবে প্রসারিত হল। ঘাড়ের হাড় দুটো চোখাভাবে বেরিয়ে পড়ল বাইরের দিকে। কোনো রকমে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সার্জেন্ট দু'জন অপরাধীকে এবার ছেড়ে দিয়ে পেছন দিকে সরে এল। সৈনিকদের সারি থেকে তখন সার্জেন্ট মেজর বেরিয়ে এল সামনে। বার কয়েক কাঠি দিয়ে ঢাকের ওপর আওয়াজ করল বাজনদাররা। থেমে যাওয়ার পর একটা কাগজ থেকে পড়তে লাগল সার্জেন্ট জেনারেল :—

"ক্যাপটেন ভেরিকের সৈন্যদলভুক্ত প্রাইভেট হিউ ডিয়ো একটি শার্ট চুরি করার অপরাধে সামরিক বিচারালয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। শাস্তি হিসেবে তাকে চামড়ার চাবুক দিয়ে পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারা হবে। ৯ই এপ্রিল, ১৭৭৯ সাল। কর্নেল গুজ ভ্যান শাইকের আদেশানুসারে প্যারেড়রত পুরো বাহিনীর সামনে অপরাধীকে প্রহার করা হবে।"

কাগজটার পেছন দিকটা উল্টে নিয়ে পড়তে লাগল সে, "ক্যাপটেন ওয়াগুলের সৈন্যদল।"

"সবাই উপস্থিত।"

"ক্যাপটেন গ্রেগের সৈন্যদল।"

এইভাবে প্রতিটি দলের নাম পড়ে যেতে লাগল সে এবং জবাবও দিল তারা।

ভেরিকের সৈন্যদলের সার্জেণ্ট মেজর তখন খুঁটিটার বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়াল। প্রাণহীন কুণ্ডলীকৃত সাপের মতো চামড়ার একটা ছ'-ফুট লম্বা চাবুক আস্তিনের তলা থেকে বার করল সে। এবং ভাঁজগুলোকে সোজা করবার জন্য অপরাধীর ঠিক পেছনেই মাটির ওপরে চাবুকটাকে ছুড়ে ছুড়ে মারল।

ঢাকের বাদ্য বেজে উঠল।

"সার্জেণ্ট, এবার তোমার কর্তব্য করো।"

হাজতের দরজার দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল অ্যাডাম। অফিসারদের সঙ্গে কর্নেল শাইক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। যেন কর্নেলকে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য অপরাধীর পিঠের পাশে একবার চাবুক চালালো সার্জেণ্ট মেজর। কট্ করে আওয়াজ হল। তারপর পিঠের ওপরে দ্বিতীয় ঘা মারল। পিঠের ওপর থেকে খানিকটা ধুলো উড়ে গেল। লোকটার দেহের ভেতরে কম্পন উঠেছে বলে মনে হল। চামড়ার ওপর তির্যগভাবে কশাঘাতের দাগ পড়ল একটা। দু'দিকের ঘাড়ের মাঝখানে দাগটা ভাঙা। কিন্তু লোকটা আওয়াজ করল না।

আরো এক ঘা মেরে সার্জেণ্ট বলল, "দুই।"

ভারি সুন্দরভাবে চাবুক চালালো সে। প্রথম দাগটার ঠিক আধ ইঞ্চি নিচে দাগটা পড়ল। তারপর ঠিক আধ ইঞ্চি পর পর সমান্তরাল রেখার মতো দাগগুলো পড়ে যেতে লাগলো। তবু লোকটা একবারও শব্দ করল না। দশ

গোনবার পর সার্জেন্ট আবার পিঠের ওপর থেকে চাবুক মারতে আরম্ভ করল। এবং এই প্রথম, একটা দাগের ওপর অন্য একটা দাগ এসে লেপ্টে পড়ল। ফিন্‌কি দিয়ে অল্প একটু রক্ত ছুটল এবং মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। পরের আঘাতগুলোর জন্য পিঠটা সে শক্ত করে টেনে ধরে রেখেছিল। সেই জন্য পিটের মাঝখানটা পেয়ালার মতো আকার ধারণ করেছে। রক্তবিন্দুগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে প্যান্টের ভেতর ঢুকে গেল।

লোকটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না গিল। সে দেখল, মাথাটা নিচু করে হাত কামড়াচ্ছে লোকটি। তবু মুখে তার শব্দ নেই। কিন্তু পঞ্চদশ আঘাতটা যখন পিঠের ওপর এসে পড়ল তখন আর সে সহ্য করতে পারল না। এই প্রথম সে চিৎকার করে উঠল। তারপর পিঠটাকে শক্ত করে রেখে নিঃশব্দে আরো তিনটে ঘা খাওয়ার পর ভেঙে পড়ল সে। শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল গিল।

এখন সে শুধু চাবুকের শব্দ, লোকটার চিৎকার আর সার্জেন্টের বেত্রাঘাত গণনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। তারপর শেষ পর্যন্ত যখন পঞ্চাশ ঘা মারা শেষ হয়ে গেল তখন তার দেহটা খুঁটির সঙ্গে স্থির ভাবে ঝুলতে লাগল। কিন্তু পিঠের মাংসপেশীর দ্রুত স্পন্দন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সারা পিঠটা ফুলে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে কোমরের বেল্ট পর্যন্ত রক্তের ফোঁটা পড়তে লাগল।

শাস্তির সময় এক গাদা মাছি খুঁটির চারদিক দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বার কয়েক দ্রুতবেগে ছুটে এল, তারপর আলতোভাবে বসে পড়ল পিঠের ওপর। রক্তপান শুরু হল ওদের। ঢাকের বাজনা বেজে উঠল। ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সৈনিকরা।

খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়বার পর বাইরের ফটক থেকে প্রহরীটি চিৎকার করে ডেকে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ফটকটা গেল খুলে। ভেতরে ঢুকল চারজন ইণ্ডিয়ান। কিন্তু ওদের দিকে দৃষ্টি দিল না গিল। যদি দিত তা হলে সে অন্ততঃ দু'জন ইণ্ডিয়ানকে চিনতে পারত। একজন হচ্ছে দলপতি বৃদ্ধ স্কেনানডোয়া। হারকিমারের বন্ধু ছিল লোকটি। অরিসক্যানির যুদ্ধের আগে আমেরিকানদের

তাঁবুতে এসে হারকিমারের সঙ্গে দেখা করেছিল সে। দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছে ব্লু ব্যাক।

ইদানীং নিজেকে একজন হোমরা-চোমরা লোক বলে মনে করছিল ব্লু ব্যাক। কারণ সে দলপতি নির্বাচিত হয়েছিল। উপজাতীয় খেতাব পেয়েছিল কাহনীয়াডাগ্‌শায়েন, তার বাংলা অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায়, "সরু গলা।" কিন্তু এখনো সে তার মার্জিত মনোভাবটা বজায় রেখেছে। অন্যান্য তিনজন ইণ্ডিয়ানদের মতো গায়ে সে কম্বল জড়ায় নি। তার বদলে যুদ্ধে যাওয়ার ইংরেজদের মতো কোট গায়ে দিয়েছে। কোটের ওপর চুনট-করা সোনালী রঙ খানিকটা ম্লান হয়ে গেলেও লাল রঙটা খুবই উজ্জ্বল রয়েছে। পিঠের দিকে কোটটা এতো আঁটো যে পরতে বেশ অসুবিধাই হয়। পায়ের লম্বা মোজার সঙ্গে বগলের তলায় ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে বলে মাথার উকুন ঢুকে পড়ে ভেতরে। কিন্তু যাই হোক, ডান চোখের ওপরে টুপীর গায়ে ময়ূরের পালকটা লাগিয়েছে বলে দেখতে তাকে ভালই লাগছিল। পুরনো টুপীটাকেই তাঁর স্ত্রী সেলাই-ফোঁড়াই করে একটা তেকোনা টুপীতে রূপান্তরিত করেছে। এবং ব্লু ব্যাকের ধারণা, একজন মেজর জেনারেলের মতোই তাকে সুন্দর লাগছে দেখতে। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ষোল আনা বিশ্বাস জন্মেছে যে, কর্নেল ভ্যান শাইক পথ দেখাবার কাজে তাকে নিশ্চয়ই নিয়োগ করবেন। যেখানেই অভিযান করুন না কেন দৈনিক চল্লিশ সেণ্ট মাইনে দিয়ে তিনি তাকে সঙ্গে নেবেন। অবিশ্যি কর্নেল যদি রাম-মদ্য বিতরণ করার পাকা ব্যবস্থা করে দেন তা হলে সে কুড়ি সেণ্ট পেলেও কাজটা নেবে বলে ভেবে রেখেছে।

গিল মার্টিনকে এখানে দেখতে পেয়ে সত্যি সত্যি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল ব্লু ব্যাক। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিল যে, ফটক দিয়ে পালিয়ে যাবে সে। কিন্তু যখন দেখল যে, গিল তাকে দেখতে পায় নি তখন সে গুপ্তভাবে পালকটা টুপী থেকে খুলে নিয়ে কোটের ভেতরে লুকিয়ে রাখল। খুলে ফেলবার জন্য নিজেকে ততোটা হোমরা-চোমরা দেখাচ্ছে না বটে, কিন্তু নিরাপদ বোধ করল ব্লু ব্যাক। অন্যান্য তিনজন

ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সে-ও একটু দাঁড়িয়ে গেল। বেত্রাঘাতে জর্জরিত সৈনিকটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, লোকটাকে এরা পুড়িয়ে মারে নি কেন।

একজন সার্জেন্ট এসে এদের কর্নেলের অফিসে পৌছে দিল। বেঞ্চির ওপর বসে তামাক পাতা গ্রহণ করল ওরা। স্কেনানডোয়া নিজেদের নামগুলো ঘোষণা করল। এরা কেউ কর্নেলের দিকে চেয়ে দেখল না। কর্নেলকে কি যে বলবে তাও এরা কেউ বুঝতে পারছিল না। কর্নেলটি গ্যানস্থইট কিংবা উইলেটের মতো লোক নয়। একটু যেন ভয় পাচ্ছিল একে। নিজের মতোই লোকটির ধৈর্য আছে মনে হল। কিন্তু ধৈর্যটা এর এতো বেশি ঠাণ্ডা প্রকৃতির যে তার মধ্যে ভদ্রতার কোনো লক্ষণ দেখল না এরা।

শেষ পর্যন্ত স্কেনানডোয়া বলল যে, তার দলের ছেলেরা ডেটনের ভেতর দিয়ে পশ্চিমদিক থেকে মস্ত বড় একটা সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখেছে? না কি ওরা ভুল দেখেছে চোখে?

সত্যিই দেখেছে বলে ঘোষণা করল কর্নেল ভ্যান শাইক।

এতো লোক যখন একসঙ্গে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই অভিযানে চলেছে।

এ সম্বন্ধে কর্নেল কিছু বলতে পারে না। কোনো অর্ডার পায় নি সে। হয়তো এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে সৈন্য সরবরাহ হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

স্কেনানডোয়া শঠতার আশ্রয় নিল। বলল যে, তা যদি হয় তবে ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। তার দলের যুবকরা দুর্গে এসেছিল পথ দেখাবার আর স্কাউটের কাজ করতে। ষাট জন যুবক আছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবার জন্য তিন জন দলপতিও রয়েছে।

হ্যাঁ, তাদের কাজে লাগানো হয় নি বলে যে ব্যাপারটা খারাপ হয়েছে কর্নেল তা স্বীকার করল। নিজে যদি অভিযান করত তা হলে তাদের কাজে লাগাতে পারত। অতএব আপাতত তাদের কোনো কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, অস্উইগাচিতে যাওয়ার জন্য একজন লোকের দরকার। ঐ জায়গাটা ধ্বংস করতে পারলে পাঁচ পিপে রাম-মদ দিতে পারে সে কিন্তু নিজের কাছে তেমন লোক তার নেই।

স্কেনানডোয়া তবু কৌশলে কথা বলতে লাগল। বললে যে, তার দলের

যুবকদের বয়স নেহাতই কম। তা হলেও তারা যেতে পারে কর্নেল যদি সঙ্গে তাদের দু'জন অফিসার পাঠান। কি করে ধ্বংস করতে হবে অফিসাররা দেখিয়ে দিতে পারবেন।

মুহূর্তের জন্য চিন্তা করল কর্নেল ভ্যান শাইক। আচ্ছা বেশ, দুজন অফিসার সে দিতে পারবে। ওনাইদারা কবে রওনা হতে পারে?

এক সপ্তাহের মধ্যে।

বেশ, তাই হবে। লেফটেন্যান্ট ম্যাকক্লেলান আর সর্বনিম্নপদস্থ অফিসার হার্ডেনবার্গ সঙ্গে যাবে। যুবক অফিসার দুজনকে ডেকে পাঠাল সে। এবং তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল যে, সতেরো তারিখে ওনাইদাদের শিবিরে গিয়ে স্কেনানডোয়ার সঙ্গে যেন দেখা করে। সপ্তাহ তিন অভিযানের সময় লাগবে। অতএব সেই অনুসারে ওরা যেন প্রয়োজনীয় সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যায়। ইণ্ডিয়ানরা ভোঁস ভোঁস শব্দ করল এবং বেশ আড়ম্বর সহকারে বিদায় নিয়ে স্থান ত্যাগ করল।

"দুঃখিত," অফিসার দু'জনকে বলতে লাগল কর্নেল, "আমাদের অভিযান সম্বন্ধে টের পেতে পারে বলে ওদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাই। গোপনে তোমাদের বলছি যে, অনানডগাদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করব আমরা। ওনাইদারা টের পেলে হয়তো ওদের গিয়ে খবর দিয়ে দিতে পারে।"

প্যারেড গ্রাউণ্ডের ওপর দিয়ে পার হয়ে আসবার সময় ব্লু ব্যাক দেখল মেস্‌বাড়ি থেকে তার পরিচিত তিনটি শ্বেতকায় ব্যক্তি বেরিয়ে আসছে। "কি খবর?" মার্টিনকে বলল সে এবং অন্য দু'জনকেও সেই একই কথা জিজ্ঞেস করল।

জো বলল, "ভারি খুবসুরত দেখাচ্ছে তোমায়, ব্লু ব্যাক।"

"আমি ভাল আছি," দাঁত বার করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল ব্লু ব্যাক, "তোমরা কেমন?"

"আমরা ভাল।"

"খুশী হলাম।" বলল ব্লু ব্যাক।

"এসো, এক গেলাস মদ খেয়ে যাও।"

ব্লু ব্যাক দ্বিধা করতে লাগল। তার স্থূলাকার মুখটা বিষণ্ণ দেখাল।

"না," বলল সে, "মদ খাব না। বাড়ি যাব। অভিযানে যেতে হবে।"

এটা একটা নতুন কথা শোনা গেল ওর মুখ থেকে। দুঃখিত মনোভাব নিয়ে ফটকের ভেতর দিয়ে সঙ্গীদের পেছনে পেছনে চলে গেল সে।

॥ ৪ ॥

ব্লু ব্যাকের মানসিক অশান্তি

ওনাইদা ক্যাসেলের নতুন বাড়িতে ফিরে এসে খালি মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল ব্লু ব্যাক। তার স্ত্রী যখন এক আঁটি ভারী ভারী জ্বালানিকাঠ নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন তাকে দেখতে পেল সে। স্ত্রীটি এখনো সুন্দরী দেখতে এবং অল্প বয়স মনে হয়। আবার সন্তান হবে তার। বেশ বড়সড় দেখাচ্ছে। দু'টির পর আরো একটি সন্তান স্ত্রীর পেটে এসেছে বলে বিস্ময় বোধ করে ব্লু ব্যাক। প্রতিবেশীদের ছেলেপেলেদের সঙ্গে খেলা করবার জন্য বড়টিকে বাইরে বার করে দিয়েছে। ছোটটি এখনো হাঁটতে পারে না। দরজার পাশে একটা বাক্সের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছে তাকে। অতএব স্ত্রী যখন ফিরে এল তখন সে বুঝতে পারল যে, স্বামীটি তার হয় দুঃখ বোধ করছে, নয়তো গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছে।

তক্ষুনি সে উনোন জ্বালিয়ে ভাপে সেদ্ধ খাদ্যের পাত্রটা চাপিয়ে দিল তাতে। তারপর স্বামীর পছন্দসই কাজটা করতে আরম্ভ করল সে—জামা-কাপড় খুলে নিয়ে গা থেকে উকুন বেছে দিতে লাগল।

নিজের বলিষ্ঠ দেহের ওপরে স্ত্রীর শক্ত এবং ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শটা ভাল লাগে বুড়ো ব্লু ব্যাকের। বিনুনি দুটো ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে তার ভুঁড়ি স্পর্শ করে বলে সারা দেহে শিহরন জাগে। তাকে নিয়ে স্ত্রীর গর্বের আর সীমা নেই। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারছে বলেও গর্ব বোধ করে সে! স্বামীর সম্বন্ধে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের কাছে দম্ভোক্তিও

করে। এমন একটি পুরুষের কেউ খবর দিতে পারে যে না কি তার স্বামীর মতো বয়সে পর পর দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে? এখন দ্বিতীয়টির পরে আবার তৃতীয়টি আসছে! সে জানে যে, যুবক যোদ্ধারাও প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়ী হয়ে ফিরে এসেও তার স্বামীর মতো এমন দক্ষতাপূর্ণ ভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। সবাই বলে যে, এই কৃতিত্বের জন্য দায়ী তার উদরটি। অন্যান্য বুড়ো লোকদের উদর যায় শুকিয়ে। নয়তো আখরোটের খোলার মতো গোল আর শক্ত আকার ধারণ করে। পেটের মাংস কুঞ্চিত হয়ে গিয়ে ভেতরে সর্বক্ষণই ঘর্ঘর শব্দ করে। কিন্তু ব্লু ব্যাকের উদরটি হচ্ছে গানাডাডিল পাহাড়ের মতো খাড়া। তার স্ত্রীর ধারণা সত্যি সত্যি এটা একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস। এটাকে খাড়া রাখাই হচ্ছে তার কর্তব্য এবং গর্বের ব্যাপার। ভাপে সেদ্ধ মাংসটা আনবার জন্য এক মুহূর্তের জন্য স্বামীকে একলা রেখে দিয়ে গেল সে। ভাবল, এখন যদি শরৎকাল হতো তা হলে তাকে সে পেট ভরে তাজা কড়াই-শুঁটি খাওয়াতে পারত।

দু'জন অফিসার যখন ইণ্ডিয়ানদের শহরে এসে উপস্থিত হল তখন তারা সঙ্গে করে এক পিপে রাম-মদ নিয়ে এল। তাই দেখে ব্লু ব্যাকের খানিকটা বিশ্বাস ফিরে এল। এবং অন্যান্য দলপতিরাও নিশ্চিত বোধ করল যে, অফিসাররা যা বলেছিল তা সত্যি। বোঝা যাচ্ছে যে, কর্নেল উইলেটের অধীনে নতুন সেনাবাহিনী দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে এবং দুটো বাহিনীই এখনকার মতো একই জায়গায় থাকছে। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। অফিসাররা বলল যে, এখন এই ভ্যালি দিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে অভিযান করার কোনো অর্থ হয় না। এমন কি ঘরের বাইরেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, তুষারপাত হতে শুরু করেছে। কথাটা মিথ্যে নয়।

যাই হোক, কর্মঠ লোক বলেই অফিসার দু'জন নিজেরাই ওনাইদা-ভাইদের সঙ্গে একত্র হয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য খুবই উৎসুক। পরের দিন সকালবেলা আবার সূর্য উঠল বলে দলপতিরা যুবকদের ডেকে পাঠাল। যুবকদের সংখ্যা ছিল ষাট এবং যুদ্ধের জন্য সবাই রঙ মেখে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। সবচেয়ে ভাল পুঁতিগুলো পরেছে ওরা। ছোট ছোট বাড়ি আর

কুটীরগুলোর মাঝখানে ওদের পোশাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্য বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তীব্রকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করে উঠে বনের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। এদের স্ত্রীরা খানিকটা দূর পর্যন্ত পেছনে পেছনে এগিয়ে গেল।

বনের মধ্যে ঢুকে সবচেয়ে ভাল জামা-কাপড়গুলো খুলে ফেলে পুঁটলি বেঁধে রেখে গেল ওখানে। ওদের বউরা এসে পুঁটলিগুলো নিয়ে যাবে এখান থেকে। গোটা দুই গাছের গায়ে রঙ মাখিয়ে রেখে যাত্রা করল ওরা। খুঁজে বার করবার জন্য বউদের অসুবিধা হবে না। ব্লু ব্যাক তার লাল কোটটা খুলে রেখে শিকার করতে যাওয়ার সেই চর্বি-মাখা পুরনো শার্টটা পরে গেল। এপ্রিল মাসে গ্রামাঞ্চলে ফোঁটা ফোঁটা হিম পড়ছে। এর মধ্যে দিয়ে মার্চ করে যেতে ভাল লাগছিল না ব্লু ব্যাকের। কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। মত্ত অবস্থাটা কমে আসতেই তার মনে হল যে, কর্নেল ভ্যান শাইক একটি চতুর লোক। অফিসাররা যা যা বলেছিল তার একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে হঠাৎ সে ভেবে বসল। দল থেকে পিছিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ব্লু ব্যাক। সে দেখতে চায়, সৈনিকরা সত্যি সত্যি দুর্গের মধ্যে থাকছে, না কি অন্য কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

আঠার তারিখের সন্ধ্যাবেলা স্ট্যানউইক্স দুর্গের তলায় উপত্যকাটার মধ্যে এসে উপস্থিত ব্লু ব্যাক। এবং এমন একটা দৃশ্য সে দেখতে পেল যা থেকে সন্দেহটা তার সত্য বলে প্রমাণিত হল।

কাদার মতো থকথকে তুষার পড়ছে অবিরাম। সেইজন্য পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে না সৈনিকরা কি যেন একটা দুর্গ থেকে টেনে টেনে পশ্চিমে বনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখবার চেষ্টা করল ব্লু ব্যাক। তারপর দু'বছর আগে সেইণ্ট লেজার যে রাস্তাটা তৈরি করেছিল তার পাশে চুপ করে শুয়ে রইল সে। একটা গাড়ি ঘর্ঘর শব্দ করতে করতে এতো কাছ দিয়ে চলে গেল যে, ব্লু ব্যাক দেখতে পেল গাড়ির ওপরে দুটো নৌকো রয়েছে। সে তখন তার পেছনে পেছনে চলে গেল উড ক্রীকের ধার পর্যন্ত।

সেখানে গিয়ে সে দেখল যে, অনেকগুলো নৌকো পাহারা দেওয়ার জন্য

ত্রিশজন সৈনিক মোতায়েন রয়েছে। নৌকোগুলো গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আড়ি পেতে সৈনিকদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু এতো হৈচৈ করছিল যে, বিশেষ কিছুই বুঝতে পারল না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই কথা বলছিল। আর নতুন রাম সম্বন্ধে বলছিল যে, মদটা বিশেষ ভাল না।

একটু পরে বনের মধ্যে চলে গেল ব্লু ব্যাক। সেখানে গিয়ে গাছের ছাল দিয়ে মাথার ওপরে একটা ছাউনি তৈরি করে আগুন জ্বালিয়ে বসল। সমস্তটা রাত ওখানেই কাটাল সে। পরের দিন সকালবেলা আবার সে দুর্গের কাছে গিয়ে ওৎ পেতে বসে রইল। দেখল যে, দুর্গের ঢালটার বাইরে সৈনিকরা সারিবদ্ধভাবে জড়ো হচ্ছে আর দুটো গাড়ি খাদ্যসরবরাহ নিয়ে চলে যাচ্ছে উড ক্রীকের দিকে।

ব্লু ব্যাকের গোলাকৃতি মুখটা গভীর চিন্তায় আরো বেশি গোল হয়ে গেল। সেনাবাহিনী যদি সত্যিই যাত্রা শুরু করে তা হলে পথ দেখাবার জন্য সাধারণতঃ ইণ্ডিয়ানদের নিয়োগ করতে পারলেই খুশী হতো ওরা। এমন জাঁকজমক সহকারে ইণ্ডিয়ানদের আগে থেকে রাম-মদ্য দিয়ে অসওয়েগাচির দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পথ দেখাবার জন্য ইণ্ডিয়ানদের তারা চায় না। তা যদি হয় তবে বোঝা যাচ্ছে যে, সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ানদের কোনো কিছু জানতে দেওয়ার ইচ্ছা নেই তাদের। এমন কি ব্লু ব্যাকের মতো লোকও এখন বুঝতে পারছে যে, সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু একটা —এবং সেটা হচ্ছে, অনানডগাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী অগ্রসর হবে।

অনানডগারা যদিও নিজেদের নিরপেক্ষ বলে দাবি করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্লু ব্যাক জানে যে, আমেরিকানদের বিশ্বাস অনানডগারা বার কয়েক আক্রমণাত্মক কাজ করেছে। সে নিজেও জানে যে, কল্ডওয়েলকে ওরা লিট্‌ল স্টোন অ্যারাবিয়ার পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য স্কেননেডোয়া তীব্র প্রতিবাদও করেছিল। কিন্তু তার প্রতিবাদের প্রতি কর্ণপাত করেনি ওরা। প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় ছিল না বলে আক্রমণের মজা লুটেছিল তারা। এখন আমেরিকানরা চলেছে প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে।

অমেরিকানদের আক্রমণের ব্যাপার সম্বন্ধে ব্লু ব্যাকের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যে-সম্বন্ধে ওর-মাথা ব্যথা তা হচ্ছে যে, অনানডগারা পরে অবশ্যই বলবে ওনাইদারা ডেকে নিয়ে এসেছে ওদের এবং সেই কারণে অনানডগারা যে

ইংরেজ এবং পশ্চিমের অন্যান্য শক্রদলকে অতিঅবশ্যই ওনাইদাদের ওপর লেলিয়ে দেবে তাতে আর সন্দেহ নেই। এখন করবার মতো শুধু একটা কাজই আছে তার। এক মুহূর্ত আর সময় নষ্ট না করে সে উড ক্রীকের দিকে দেহে ঝাঁকি মারতে মারতে শ্লথগতিতে হেঁটে যেতে লাগল।

প্রথমে পেট-টা তার চলার সঙ্গে সঙ্গে একটু লাফিয়ে উঠতে লাগল। তারপর ক্রমে ক্রমে বায়ু বেরিয়ে গেল পেট থেকে। যখন সে খাঁড়িটার ধারে এসে পৌছল তখন তার পথ চলতে আর কষ্ট হচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল।

খাঁড়ির ধারে ঘোরাঘুরি করে দেখল যে, সবগুলো নৌকো তখনো সেখানে রয়েছে। কোনোটাই রওনা হয় নি। দেখে নিয়ে খাঁড়ির ধার দিয়ে চলতে আরম্ভ করল সে। খাঁড়িতে স্রোত খুব বেশি আছে দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। নৌকোগুলো জলে ভিজে এতো ভারী হয়ে রয়েছে যে, হ্রদ পর্যন্ত নিয়ে আসতে ওদের পুরো একদিন লেগে যাবে। ততক্ষণে সে নিজে অবিশ্যি ছোট্ট একটা শালতি নৌকো জোগাড় করে হ্রদ পার হয়ে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারবে।

দোপাটি গাছের ঝোপের মধ্যে লুকনো একটা ছোট্ট নৌকো পেয়ে গেল সে। উল্টো করে মাটিতে বসিয়ে রাখল সেটা। দুটো বৈঠাও ছিল ওতে। সহজেই নৌকোটাকে তুলে নিয়ে জলের ওপর ভাসিয়ে দিল। নৌকোয় উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘোলা জলের স্রোতের মধ্যে দ্রুতবেগে নৌকো চালিয়ে চলে গেল ব্লু ব্যাক।

ছোট্ট নৌকোটার ওপর তাকে একটি বৃহৎ আয়তনের লোক বলে মনে হচ্ছিল। মাংসল একটা বাদামী রঙের কোলা ব্যাঙের মতো দেখাচ্ছিল। গায়ের ওপর যেন গ্রীষ্মকালের এক ঝাঁক মাছি বসে রয়েছে। কিন্তু হাত দুটো তার শক্তিশালী। বৈঠা দিয়ে জল টানার সময় নৌকোটাকে একটা পাতার মতো মনে হচ্ছিল। তামাটে রঙের মুখটা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। টুপীটা খুলে ফেলতেই বিনুনি বাঁধা চুলের গুচ্ছটা বেরিয়ে পড়ল। মেয়েদের জুতোর লাল রঙের ফিতে বাঁধার মতো বিনুনি বেঁধেছে সে। মাঝ বিকেলের আগেই ওনাইদা হ্রদে এসে পৌছে গেল। এখানে এসে দেখল পশ্চিমদিক থেকে বেশ জোরে জোরে বাতাস আসছে। দক্ষিণ-তীর ঘেঁষে নৌকা চালাতে লাগল

সে। সারা বিকেল আর সন্ধ্যা নৌকা বেয়ে চলতে হল তাকে। ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে আর এক ঘণ্টা পর পর পাড়ে নেমে নৌকা থেকে জল ফেলে দিতে হচ্ছে।

মাঝরাত্রির দিকে এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার পাড়ে নামতে বাধ্য হল সে। সেনাবাহিনী থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে পড়েছিল। অতএব নৌকাটাকে উপুড় করে তার তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে নেবে বলে স্থির করে ফেলল। নৌকোর ওপরে সাদা মেরুদণ্ডের মতো তুষার জমে গেল। শুয়ে শুয়ে সে টের পেল যে, দু'দিক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়ছে তুষার। কিন্তু ঠাণ্ডা কিংবা জল কোনোটাই তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারল না।

খুব ভোরে শঙ্খচিলদের ডাক শুনে ঘুম ভাঙল তার। তখনো পশ্চিমদিক থেকে হাওয়া বয়ে আসছিল। কিন্তু গতি খানিকটা কমে এসেছিল। কিন্তু ঢেউগুলোও বেশ পল্‌কাভাবে বালির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। দিনটা স্বচ্ছ, সূর্যের তেজ কড়া নয়। মাঝে মাঝে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে রৌদ্রের মৃদু উত্তাপ অনুভব করা যাচ্ছে। হ্রদের জল ঠাণ্ডা আর গাঢ় নীল। আকাশের পশ্চিমদিকটা এখনো ছায়াবৃত। দিগন্ত জুড়ে বৃত্তের মতো আলোর একটা রেখা ফুটে উঠেছে। পরিবেশটা দেখে ব্লু্ ব্যাকের মনে হল বর্ষা নামবার দিন এটা। শঙ্খচিলগুলোর দিকে দৃষ্টি ঘোরাল সে। এক এক দলে দু'তিনটে করে বিরাট আকারের পাখিগুলো ওরই পাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। ভোরের আলোয় ডানাগুলোর তলাটা সোনালী দেখাচ্ছে। পুবদিকে গিয়ে এক ঝাঁক শঙ্খচিল একত্র হয়ে একবার চক্রকারে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, আবার একটা বিরাট তুষারখণ্ডের মতো ঝুপ করে নেমে পড়েছে নিচে।

খানিকক্ষণ পর্যন্ত বেশ মনোযোগ দিয়ে ওদের পর্যবেক্ষণ করল ব্লু্ব্যাক। হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। হাওয়া লেগে শার্টের কোনাগুলো পাখির ডানার মতো ঝাপটা মারছে। মাথার ওপর টুপীটা রয়েছে কাত হয়ে। ফাঁকা আকাশের মতো পেটটা খালি লাগছে তার। ধীরে ধীরে বাদামী রঙের মুখটির ওপর একটা সত্যিকারের বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে লাগল। মুখের ওপর হাতটা চেপে ধরে রাখল, তারপর আবার নামিয়ে নিয়ে কষ্টসহকারে থপ্ থপ্ করে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল নৌকটার কাছে। বরফ পড়ে পড়ে নৌকোটা

ভিজে গিয়ে ভারী হয়ে গিয়েছিল। ওপর দিকে তুলে সেটাকে এমন ভাবে ঝাঁকি মারল যেন একটা আন্‌কোরা নতুন নৌকোতে ঝাঁকি মারছে সে। নৌকোটা ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়ে বাঁকা পা দুটো মাটিতে ফেলে দুল্‌কি চালে হেঁটে চলল। ভোঁস করে শব্দ করল একবার। তারপর জলের ওপর নৌকোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোয়। দাঁড়িয়েই দুবার বৈঠা টানল। তখনো সে পিছন ফিরে পুব দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তারপর বসে পড়ে জল টানতে টানতে সেই প্রোসার্স উপসাগর পার হয়ে এসে সোজা পথ ধরল অনানডগার দিকে।

যদিও তার দৃষ্টিশক্তি খুবই ভাল, তবু যা সে দেখল তা যেন সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঐ নৌকোগুলোতে চেপে ওরা যে আক্রমণ করতে চলেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রায় গোটা ত্রিশ হবে। প্রায় পাচশ লোক অনায়াসেই চেপে বসতে পারে। অনেকটা দূর থেকে দেখছে বটে, কিন্তু কয়েকটা নৌকোর ওপরে যে নীলকোট পরা লোক রয়েছে তা সে বুঝতে পারল। নৌকাগুলো গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। সারারাত ধরে নৌকো বেয়ে না এলে এতটা পথ আসতে পারত না। এত বড় একটা বিরাট বাহিনী যে এত তাড়াতাড়ি এতটা পথ অতিক্রম করতে পারে তা কি কেউ বিশ্বাস করবে ?

মেরুদণ্ডের তলায় একটু কম্পন অনুভব করল ব্লু ব্যাক। এরা ওনাইদাদের কোনো ক্ষতি করবে না তা ঠিক, কিন্তু এই দেশাঞ্চলে ওরা যে এতো দ্রুত-গতিতে আসা-যাওয়া করতে পারে সেই কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ব্লু ব্যাক। হাওয়ার গতির দিকে মুখ করে প্রাণপণে নৌকো বেয়ে চলল। ভাবল, ওরা কেউ নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পায় নি। ওদের আগে আগে নৌকো বেয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু ওদের ওখানে পৌছবার অন্ততঃ দু'একদিন আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে খবরটা দিতে পারবে বলে ভেবেছিল সে।

গোটা দুই শঙ্খচিল চিৎকার করতে করতে ওর পেছনে পেছনে আসছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আসল ঝাঁকটা উড়ে বেড়াচ্ছিল ছোট ছোট নৌবহরগুলোর কাছে। একটু একটু করে আগে বেড়ে যেতে লাগল সে। তারপর ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে আর বিলম্ব হল না।

ঘাটে নামল না ব্লু ব্যাক, তার চেয়ে আধ মাইল পূবে এসে নামল। তীর থেকে একশ গজ দূরে নৌকোটাকে লুকিয়ে রেখে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে হেঁটে চলল অনানডগা ক্যাসলের দিকে।

সন্ধ্যার আগেই ক্লান্ত হয়ে পৌঁছল এসে। খবরটা দেওয়ার আগে পেটভরে খেয়ে নিল। অনোনডগাদের বেশির ভাগ সৈনিকই পশ্চিম অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। জেনেসী ছাড়িয়ে কোনো একটা জায়গায় কর্নেল জন বাটলারের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। সে শুনল যে, কোনো গ্রামেই পুরুষমানুষ বেশি নেই। যারা আছে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৃদ্ধ কিংবা অল্পবয়স্ক ছেলে। ব্লু ব্যাক যখন তাদের বলল যে, পাঁচশ সৈনিকদের একটা দল তাদের আক্রমণ করতে আসছে তখন ওরা তক্ষুনি সরে পড়বার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এবং লোক পাঠিয়ে অন্য গ্রামগুলোতে খবর দেওয়ার ব্যবস্থাও করল। পরেরদিন সকালবেলা চলে যাবে বলে স্থির করল ওরা। ব্লু ব্যাককে বন্ধু বলে গ্রহণ করল এবং সবচেয়ে একটা ভাল বাড়িতে ঘুমবার জন্য বিছানা দিতে চাইল।

খুশী হল ব্লু ব্যাক এবং সারারাত গভীর ভাবে ঘুমল সে। কিন্তু পরেরদিন সকালবেলা মনের অস্বস্তিটা ফিরে এল আবার। আসন্ন আক্রমণের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু শহরবাসীদের পশ্চিম অঞ্চলে পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটার জন্যই অস্বস্তি বোধ করছিল সে। খুবই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিল তারা। এমন কি কুকুরের দলটা পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করছিল না। যে শহরটিতে এখন সে আছে সেখানে চৌদ্দটা ঘোড়া ছিল। চোদ্দটা ঘোড়া থাকা কম কথা নয়। এদের পিঠের ওপর যতদূর সাধ্য মালপত্র চাপিয়ে দেওয়া হল। এমনভাবে চাপানো হল যে, শেষ পর্যন্ত অনশনক্লিষ্ট ঘোড়াগুলোর কুঞ্চিত দেহের প্রায় পুরো অংশটাই ঢাকা পড়ে গেল। মেয়েরা নিজেদের কোলের শিশুদের নিজেরাই বহন করছিল! সেই সঙ্গে ফসলের বীজ এবং পুঁটলি করে সাধ্যমতো অলংকার ইত্যাদিও নিয়ে নিল। এমন কি প্রতিটি বাচ্ছা মেয়ের হাতেও একটা পুঁটলি কিংবা ঝুড়ি তুলে দেওয়া হল। যাওয়ার সময় ব্লু ব্যাককে কেউ বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেল না। একটা সারি বেঁধে তারা ইরোকোই ইণ্ডিয়ানদের গমনাগমনের পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে গেল। সবসুদ্ধ একশ জন হবে। বাড়িঘরের কোনো ঠিকানা নেই, তবু চলে যেতে হল।

শূন্য বাড়িগুলোর মধ্যে উঁকি দিতেই ব্লু ব্যাক দেখল, অনেক জিনিসই ফেলে গিয়েছে তারা। দুঃখ বোধ করল সে। পশুর কাঁচা চামড়া, বড় আকারের বাসনপত্র ইত্যাদি নিয়ে যেতে পারে নি। হাতড়াতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা থলি হাতে ঠেকল তার। থলিটার মধ্যে ঝিনুকের তৈরী পুঁতি রয়েছে অনেকগুলো। গুপ্তস্থান থেকে থলিটা বার করে এনে যখন সে নিজের কোমরের বেল্টের মধ্যে সেটা সরিয়ে ফেলল তখন তাকে খুবই চিন্তান্বিত বলে মনে হল। কিন্তু একটা দুটো জিনিস নয়, অনেক কিছুই ফেলে গিয়েছে ওরা। সভাগৃহে এক গাদা পুরনো ধরনের বন্দুক রয়েছে। তার নিজেরটার চেয়ে ভাল একটা পাওয়া যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা বন্দুকই সে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

পরিত্যক্ত শহরের ঘরবাড়িগুলো অনুসন্ধান করে দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল। তারপর বনের দিকে পথ ধরল সে। একটু থেমে পেছন ফিরে শূন্য আর নিঃশব্দ বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। প্রায় সবগুলো বাড়ির ছাদই গাছের ছাল দিয়ে তৈরী। কোনো কোনোটা পুরনো আমলের ইরোকোইদের ধরনে অতি সুন্দরভাবে গোল করে তৈরি করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বাপ-ঠাকুরদারা সবকিছুই জানতেন। বনের সর্বত্র যেমন তেমন ভাবে বাড়িগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। লম্বা সভাগৃহ দাঁড়িয়ে রয়েছে একাকী।

ঐ সভাগৃহে একবার আগুন জ্বালানো হয়েছিল। তার ফলে ছ'টি উপজাতি অবিভক্ত ছিল এবং এক মহাজাতি বলে গণ্য হতো।

"ওনেন ওয়াকালিগওয়াকাইয়োন। এখন এটা পুরনো হয়ে গিয়েছে। জনবসতিহীন নির্জন প্রান্তরের মতো পড়ে রয়েছে ওখানে। তোমরাই এটাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলে এবং নিজেদের কবরও খুঁড়লে তোমরা।" মহৎ একটা স্তবগানের প্রথম লাইন এগুলো। কথাগুলো মনে পড়ল ব্লু ব্যাকের। অনেক দিন পর্যন্ত কথাগুলো ভাবে নি সে। পথভ্রষ্ট পাখির আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার মতো কথাগুলো মনের আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল তার। চোখ তুলে দেখল, উত্তর-পশ্চিম থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মেঘের খণ্ডগুলো দ্রুতবেগে ছুটে আসছে।

বুড়ো ইণ্ডিয়ানটি নোংরা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে, হরিণের চামড়ার নোংরা

জুতো পরে এবং পাতার দাগযুক্ত টুপী মাথায় দিয়ে আলস্যভরে ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলল। একটা জায়গায় শুভ্রতম বরফের মতো গাছের শেকড় বেরিয়ে এসেছিল মাটির ওপরে। তারই ওপর পা ফেলে হেঁটে গেল ব্লু ব্যাক কিন্তু আওয়াজ হল না একটুও।

হঠাৎ সে শুনল, দক্ষিণ-পুবে গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ হল অনেকগুলো। অসংলগ্ন এবং স্পষ্ট, কিন্তু ধুপ্ ধুপ্ শব্দের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আওয়াজ।

॥ ৫ ॥

অভিযান

সেনাবাহিনী পৌঁছবার আগে বাড়ি ফিরে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল ব্লু ব্যাক। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, ওনাইদা হ্রদের কাছে অবতরণ করে ওরা স্থলপথে আরো বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। এই সম্ভাবনার কথাটা আগে তার মনে হয় নি। বাড়ি ফেরার পথ আর এই জায়গার মধ্যবর্তী স্থানের দূরস্থিত গ্রামগুলোর মধ্যে এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছে তারা।

একটা নিচু পাহাড়ের ওপরে অস্থিরভাবে উঠে যেতে লাগল সে। ওখান থেকে গাছের মাথার ওপর দিয়ে তাদের দেখতে পাওয়া যাবে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। গাছের ডাল থেকে জল পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল তাকে। চার মাইল দক্ষিণে আর পুবে মেঘের মতো কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে আসছে আকাশের দিকে। বিরাট কুণ্ডলী। ব্লু ব্যাক ভাবতে লাগল, সময় মতো গ্রামবাসীরা সরে পড়তে পেরেছে কি না। সেনা-বাহিনীর কার্যকলাপ দেখবার জন্য ভীষণ রকমের একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হল। গুলী চলতে আরম্ভ করেছে।

কয়েক মিনিট পর্যন্ত দ্বিধা করতে লাগল সে। তারপর একটা স্থূলকায় বাদামী রঙের ছায়ার মতো বসন্তকালীন ছাই-রঙা বনের ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ব্লু ব্যাক। আধঘণ্টার মধ্যেই নীল কোট পরা সৈন্য-

দলটিকে দেখতে গেল। এক দল রেঞ্জার আগে আগে তাদের পথ দেখিয়ে গাছের ভেতর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিল।

মর্গান রেঞ্জার দলটিকে এই প্রথম দেখল সে। চেহারাগুলো ভাল লাগল না তার। তাদের মুখ দেখে ব্লু ব্যাক বুঝতে পারল যে, খরগোস মারার মতো যে-কোনো ইণ্ডিয়ানকে অতি সহজেই মেরে ফেলতে পারে ওরা। ইণ্ডিয়ানটি যে কোন্ উপজাতির লোক সেটা জানবার জন্য একমুহূর্তও সময় নষ্ট করবে না। ঝোপের মধ্যে মাথা নিচু করে বসে পড়ল সে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ দুটি মেলে তাদের চলে যেতে দেখল……।

দু'দিন ধরে বৃষ্টির মধ্যে নাছোড়বান্দার মতো সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে থেকে তাদের সবকিছু কার্যকলাপ লক্ষ্য করল ব্লু ব্যাক। পুরানো শহরগুলো পুড়িয়ে দিল, বাড়িঘর লুঠ করল। কিন্তু জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নিল না। আগুনের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের বন্দুকগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখল। আসল শহরটাতে এসে তাদের মজুত বারুদ যা ছিল তাও ফেলে দিল আগুনের ভেতর। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল সে। সভাগৃহটা দু' অংশে টুকরো হয়ে গিয়ে, বৃষ্টির জলে হিস্‌হিস্ শব্দ করতে করতে এক গাদা স্ফুলিঙ্গের মতো পড়ে গেল মাটিতে। একটা সাদা কুকুর একা একা খাদ্যের সন্ধানে ফিরে আসতেই মাথায় গুলী করল তার। লেজ ধরে ওরা তাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এক দল সৈনিক বেয়োনেট দিয়ে শুয়োর-গুলোকে মেরে ফেলে জলন্ত বাড়িগুলোর ছাই গাদার ওপরে তাপদগ্ধ করতে লাগল।

সৈনিকেরা বেশ সুসম্বদ্ধভাবে আর নিঃশব্দে কাজগুলো করে গেল। ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের মতো এটা নয়। নির্মমভাবে আর এমন হিসেব করে করে কাজগুলো সম্পন্ন করল যে, একটা ভুট্টা-গাছও রক্ষা পেল না।

দ্বিতীয় দিনের সকালবেলা ছোট্ট একটা সৈন্যদলকে দেখতে পেল ব্লু ব্যাক। এরা এসে একটা গ্রামে হানা দিল। এখানে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান তখনো ছিল। পনরোজন স্ত্রীলোককে বন্দী করে নিয়ে গেল তারা। বন্দিনীরা নীরব। মুখগুলো নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সিক্তদেহে কাঁপতে

কাঁপতে পথ চলেছে। এদের প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করেছে সৈনিকরা। পরে সে গ্রামটার ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেল। এখানে এসে এমন কতকগুলো চিহ্ন তার চোখে পড়ল যা থেকে ব্লু ব্যাক বুঝতে পারল সৈনিকেরা সামরিক নিয়মকানুন মেনে চলে নি মোটেই। খালি মাঠের মধ্যে কয়েকজন পুরুষমানুষ পড়ে ছিল। দু'-একজন ছাড়া অন্য কারো খুলির ছাল ছাড়িয়ে নেয় নি। কয়েকটি স্ত্রীলোকও পড়ে ছিল এখানে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্ধ-উলঙ্গ। মৃত স্ত্রীলোকদের প্রতি আগ্রহ ছিল না তার। কিন্তু শহরের বাইরে একটা ঝোপের মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে পড়ে থাকতে দেখে তার দিকে নজর দিল সে। হেমলক গাছের তলায় পাতার ওপরে শুয়ে ছিল মেয়েটা। এই জায়গাটা ভেজা নয়, শুকনো। মাথায় তাকে আঘাত করেছে এবং তার প্রায় মরমর অবস্থা। মেয়েটি যুবতী। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথার জট পাকানো চুলগুলো লম্বা আর কালো। মেয়েটার মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরুচ্ছিল না। বুকের ওপরে যন্ত্রণার মৃদু স্পন্দন ছাড়া দেহের মধ্যে আর কোনো সাড়া নেই।

বুড়ো ইণ্ডিয়ানটি তার দৃষ্টির সামনে গেল না। যতক্ষণ না মেয়েটি মরে গেল ততক্ষণ সে কুকুরের মতো কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। তারপর সে শহরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মৃত স্ত্রীলোকদের দেখতে লাগল। প্রায় সব কটি স্ত্রীলোকই যুবতী।

পুরনো শহরটা যেখানে ছিল সেখানেই রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু ফেলল সেনাবাহিনী। প্রকাণ্ড বড় বড় আগুন জ্বালিয়ে বসল। উঁচু জমির ওপর অফিসারদের হেলান দিয়ে বসবার ব্যবস্থা করা হল তাঁবুর ভেতর। ব্লু ব্যাক একটা ঝোপের পেছন থেকে মুখ বার করে সবকিছুই দেখছিল। কর্নেল ভ্যান শাইককে চিনতে পারল সে। পালকের কলম দিয়ে একটা নোট বইতে ঘটনাবলী লিখে যাচ্ছিল কর্নেল। সেই সঙ্গে অন্যান্য অফিসারদের রিপোর্টও শুনছিল। ভীষণ বড় নাক আর থ্যাবড়া ধরনের আরক্তিম গালবিশিষ্ট কর্নেল ম্যারিনাস উইলেটকেও চিনতে তার অসুবিধে হল না।

অফিসারদের সামনে আগুন জ্বলছিল। তারই আলোয় ব্লু ব্যাক দেখল, জো বোলিয়ো আর অ্যাডাম হেলমার এসে উপস্থিত হল সেখানে। জেরা

করে খবর জানবার জন্য ডেকে আনা হয়েছে তাদের। ওদের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পারল যে, ইণ্ডিয়ানদের সবগুলো শহরই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং পরেরদিন সকালবেলা যে সেনাবাহিনী ফিরে যাবে তাও জানতে পারল সে।

এক এক করে ক্যাপটেন আর লেফটেন্যাণ্টরা সবাই তাদের রিপোর্ট পেশ করল। যখন সর্বশেষ অফিসারটিরও কথা বলা শেষ হয়ে গেল তখন ভ্যান শাইক কর্নেল উইলেটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

"আমাদের বাহিনীর একজন লোকও মরে নি," বেশ সন্তুষ্টচিত্তে বলল সে, "একটা রেকর্ড হিসেবে ব্যাপারটা কি রকম মনে হয়? নব্বই মাইল পথ অতিক্রম করে ইণ্ডিয়ানদের এলাকায় এসে একটা উপজাতিকে খতম করে দিলাম। অথচ হতাহত হল না কেউ! ভগবানের নামে শপথ করে বলছি তোমাদের কৃতিত্বে গর্ববোধ করছি আমি।"

সকলেই বেশ খুশী হয়েছে বলে মনে হল। শুধু উইলেটই নাকীস্বরে বলল, "গুজ, আমি জিজ্ঞেস করছি ইণ্ডিয়ানরা সবাই সরে পড়ল কোথায়? এবং আগে থেকে কে এসে ওদের খবরটা দিয়ে দিল তাও জানা দরকার। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওদের খবর দিয়েছে, বুঝলে।"

"তাতেও আমি খুশী," বলল ভ্যান শাইক, "ওদের আমরা বেশ ভাল রকম শিক্ষা দিয়ে ছাড়লাম, অথচ নৃশংসতার পরিচয় দিলাম না। তোমাদের কার্য-কলাপের জন্য আমি গর্ববোধ করছি। আমরা যা ফলাফল আশা করেছিলাম এর পর তাই হবে।"

"কি ফলাফল, গুজ?"

"কেন, পশ্চিম অঞ্চলের উপনিবেশগুলোর নিরাপত্তা সম্বন্ধে এখন আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি।"

পরেরদিন সকালবেলা সেনাবাহিনী ওনাইদা হ্রদের দিকে ফিরে যাচ্ছে কি না সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল ব্লু ব্যাক। ওখানে গিয়ে সৈনিকরা নৌকোয় উঠবে। নিশ্চিত হওয়ার পর সে তার নিজের ডোঙা নৌকোর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। সেনাবাহিনীর অনেকটা আগেই সে ওনাইদা হ্রদে এসে পৌঁছে গেল। যারা নৌকোগুলো পাহারা দিচ্ছিল তারা কেউ তাকে দেখতে পেল না।

দু'দিন পর নিজের বাড়িতে ফিরে এল ব্লু ব্যাক। গরম খাবার খেতে খেতে স্কেনানডোয়ার সঙ্গে কথা বলছিল সে। ব্লু ব্যাকের মতো দলপতিটিও বিচলিত বোধ করছিল। এই ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য ভ্যান শাইকের কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারত স্কেনানডোয়া, কিন্তু সে বলল যে, প্রতিবাদ করলে ওরা বুঝতে পারবে ওনাইদাদের মধ্যে কেউ একজন অনানডগাদের নিশ্চয়ই আগে থেকে খবর দিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করার অর্থই হচ্ছে এই ব্যাপারটা স্বীকার করে নেওয়া। ব্লু ব্যাক যা যা দেখে এসেছে সেইসব ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করার পর ওরা স্থির করল যে, কর্নেলকে জানতে দেওয়া উচিত হবে না। ব্যাপারটা তা হলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দু'জনেই খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। আক্রমণের খবরটা সকলে যতদিন না জানতে পারছে ততদিন চুপ করে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করল ওরা। তারপর জানাজানি হয়ে গেলে ইংরেজ এবং অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইবে তারা।

স্কেনানডোয়া চলে যাওয়ার পর ব্লু ব্যাকের স্ত্রী তার চুল আঁচড়ে দিল এবং সে যা পছন্দ করে সেইভাবে তাকে নানা উপায়ে প্রশ্রয় দিতে লাগল। স্বামীকে নিয়ে গর্বের আর সীমা নেই তার। কিন্তু যে-ভাবে স্বামীটি তার দিকে ক্রমাগত তাকিয়ে দেখছে তাতে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ব্লু-ব্যাকের মনের অশান্তির কথাটা বুঝতে পারে নি স্ত্রী। স্বামী তার ভাবছিল যে, শ্বেতকায় লোকদের চরিত্র তার কাছে আর বোধগম্য হচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

লঙ হাউস ধ্বংস

কথা বলার কাজটা কর্নেল ভ্যান শাইকই করে যাচ্ছিল। ওদের তিন জনের সামনে উঠে দাঁড়াল সে। এক এক করে জো বোলিয়ো, অ্যাডাম হেলমার আর গিলের সঙ্গে করমর্দন করল কর্নেল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে

বেঞ্চিটার এক পাশে বসে মেজর ককরান আনন্দের মনোভাব নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর অন্য দিকটাতে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর্য ধারণ করে বসে আছে কর্নেল উইলেট। তার ওপরে অ্যাডামের অস্থির দৃষ্টি গিয়ে পড়তেই এই হলদে চুলওয়ালা দৈত্যটির দম ফেটে হাসি আসবার উপক্রম হল। উইলেটের ডান চোখের পাতাটা যে পিট্‌পিট্‌ করে নড়ছে পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারা গেল।

"তোমাদের তিনজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ," বলতে লাগল কর্নেল ভ্যান শাইকই, "আমাকে তোমরা অতি চমৎকারভাবে সাহায্য করেছ। শুধু আমাকে নয় সেনাবাহিনীকেও। পুরো সেনাবাহিনী যে-ভাবে কাজ শেষ করেছে তাতে আমি নিজে নিজেকে প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু তোমরা যদি পথপ্রদর্শকের কাজ না করতে তা হলে এমন সুন্দরভাবে কার্য সমাধা করা অসম্ভব হতো। এবার তোমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারো। এমন সুদক্ষ তিনটি লোক পাঠাবাবার জন্য কর্নেল বেলিঙ্গারকে আমার হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে তোমরা। তাকে বলবে যে, এদিকে আমার কর্তব্যের বোঝা একটু কমে এলেই নিজে আমি চিঠি লিখব কর্নেলকে। এই নাও তোমাদের মাইনে। ধন্যবাদ।"

ওদের তিনজনকে এক-এক টুকরো কাগজ দিল সে। সাদা কাগজগুলোর ওপর খোদাই করার মতো সুন্দর অক্ষরে কি যেন লেখা রয়েছে। কাগজের তলায় শুধু স্বাক্ষরটা তার আঁকাবাঁকাভাবে লেখা। শিকারী দু'জনের মধ্যে কেউই লিখতে পড়তে জানে না। এতো বেশি বিহ্বল হয়ে গেল যে, মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না তাদের। কোনোরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে বড় বড় হাতের মুঠোতে কাগজগুলো ধরে রেখে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওরা। গিল ওদের আস্তিন ধরে টান মারল। গিলের পেছনে পেছনে খালি মাথায় বেরিয়ে এল ওরা।

বিড় বিড় করে জো বলল, "ব্যাপারটা যেন গির্জার মধ্যে ঘটল বলে মনে হল।"

"চুপ করে থাকো।" ধমকে উঠল গিল। হো হো করে হেসে উঠল অ্যাডাম। পেছন দিকে চাপা হাসির শব্দ পেল ওরা। মুখ ফিরিয়ে দেখল, ম্যারিনাস উইলেটও ওদের পেছনে বেরিয়ে এসেছে। "সত্যিই প্রশংসার

যোগ্য কাজ করেছ তোমরা," বলল সে, "তোমাদের আমি ভুলব না।" ভ্যান শাইকের মতো সে-ও ওদের সঙ্গে করমর্দন করল। কিন্তু এই লোকটিকে এমন ধরনের মানুষ বলে মনে হল যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। তার খাড়া ঘাড় দুটোতে ড্রিল-মাস্টারের মতো কাঠিন্য নেই। বলল সে, "এই অভিযানের ফলে কি লাভ হয়েছে আমি তা জানি না। তবে আমাদের যা করবার ছিল তা আমরা করেছি।"

জো-কে বেশ গম্ভীর মনে হল। বলল, "অনানডগারা এবার লেজ গুটিয়ে বেড়ালের মতো মিউ মিউ করবে।"

মাথা নাড়িয়ে কথাটায় সায় দিয়ে উইলেট বলল, "আশা করি শুধু মিউ মিউ করে চেঁচাবে ওরা।" সবার দিকে মাথা নাড়িয়ে বিদায় নিয়ে উইলেট চলে গেল তার নিজের কোয়ার্টারে। ওরা তিনজন ফটক দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। অ্যাডাম যখন বুঝতে পারল কেউ আর ওর কথা শুনতে পারবে না তক্ষুনি সে জানতে চাইল, "এই কাগজের মধ্যে কি আছে? এটা তো আর টাকা নয়।"

"আমার কাগজটা তোমায় পড়ে শোনাচ্ছি," বলল গিল, "তিনটে কাগজই এক রকমের।"

নিউ ইয়র্ক লাইন সেনাবাহিনীর প্রথম রেজিমেণ্টের কর্নেল গুজ ভ্যান শাইকের দ্বারা প্রদত্ত।

শুভেচ্ছাজ্ঞাপনপূর্বক গিলবার্ট মার্টিনের প্রতি :—

এতদ্বারা আপনি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন এই রেজিমেণ্টকে সাহায্য করার দরুন তিন বুশেল গম পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং কর্নেল পিটার বেলিঞ্জার মহোদয় যাহার নিকটে বাড়তি গম আছে বলিয়া বিবেচনা করিবেন তাহার নিকট হইতেই উক্ত তিন বুশেল গম আপনি লইতে পারিবেন এবং এই হুকুমনামার উল্টাপৃষ্ঠে সেই ব্যক্তির নাম লিখিয়া কর্নেল বেলিঞ্জার স্বাক্ষর করিবেন।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পঁচিশে এপ্রিল অত্র স্ট্যানউইক্স দুর্গে আমার স্বাক্ষরসহ এই হুকুমনামা প্রদত্ত হইল

গুজ ভ্যান শাইক, কর্নেল।

"দোহাই তোমাদের!" অ্যাডাম বলে উঠল, "জার্মান-ফ্ল্যাটে কার কাছে তিন বুশেল গম আছে বলতে পারো?"

"চুপ! তুমি কি মুখ বন্ধ করে থাকতে পারো না? সবসময়েই চেঁচাচ্ছ।"

"আচ্ছা গিল, আমার কাগজটার ওপরেও কি লেখা আছে, 'শুভেচ্ছাজ্ঞাপনপূর্বক জো বোলিয়োকে'?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় লেখা আছে দেখাও তো আমায়।"

গিল দেখিয়ে দিল।

"হায় ভগবান, কি ভাগ্য! শুভেচ্ছাজ্ঞাপনপূর্বক বোলিয়োকে।"

"হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এটা আমার কি কাজে লাগবে?" জানতে চাইল অ্যাডাম, "এটা টাকা নয়, মদও নয়। আর গমও কারো কাছে পাওয়া যাবে না।"

"তা হলে এক কাজ করো। তোমার ছুঁড়িটাকে এটা খেতে দিয়ে দিয়ো।" গর্জন করে উঠল জো। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের আগে আগে যেতে লাগল।

"তুমি শোনো, গিল। আমার কাগজটা তুমি না হয় কিনে নাও। নেবে?"

"আমার টাকা নেই।" হেসে উঠে জবাব দিল গিল।

"তা হলে আমি আমার পাওনা পাব কি করে?"

"জানি না। তুমি না হয় বেলিঙ্গারকে জিজ্ঞেস করো।"

রাস্তাটা ঘাসের জমি থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। বিশ্রী-ভাবে টলতে টলতে জো বোলিয়ো আগে আগে হাঁটছে। ওদের সঙ্গলাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ নেই ওর। কুঁজো হয়ে উঠে যাচ্ছে সে, শীর্ণ কাঁধদুটো ঝুলে রয়েছে। কুঞ্চিত মুখটা গভীর চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। ওরা দু'জন যখন খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে এল তখন শুনল যে জো বোলিয়ো বিড়বিড় করে বলে চলেছে, "শুভেচ্ছাজ্ঞাপনপূর্বক জো বোলিয়োকে......।"

ওরা তিন জনেই ডেটন্ দুর্গে এসে বেলিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করল। ওখানেই ওদের রাত্রির খাওয়া খেতে দেওয়া হল। বেলিঙ্গারের ঘরের চারদিকে অভিযানের খবর শোনবার জন্য ভিড় জমে গেল। অনেকেরই মনে হল যে, কংগ্রেস যখন এইবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে আর বেশি দেরি হবে না। পুরনো খামারগুলোতে ফিরে গিয়ে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করার কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করল ওরা। ধার-করা জমিতে বসন্তকালীন বীজ বপনের কাজটা শেষ করে ফেলেছে বলে কেউ কেউ অনুতাপও করতে লাগল।

বেলিঙ্গার গিলকে বলল যে, ভ্যালির কোথাও বিপদের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি বলে মেয়েরা সবাই ম্যাকক্লেনারের বাড়িতেই আছে। মোটামুটিভাবে সকলেই ভেবে নিল যে, এই গ্রীষ্মে ইরোকোইদের বিরুদ্ধে বেশ একটা শক্তি-শালী অভিযান পাঠানো হবে। খাদ্য সংগ্রহের জন্য ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী ভ্যালির সর্বত্র ঘোরাঘুরি করছে। স্কেনেকটাডিতে অসংখ্য নৌকো তৈরী হচ্ছে। এদের বিশ্বাস, সেনাবাহিনীর একটা শাখা ছ' সপ্তাহের মধ্যেই কানা-জোহারীতে এসে মিলিত হচ্ছে। এদের সেনাপতিত্ব করবার জন্য জেমস্ ক্লিনটনকে ব্রিগেডিয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে। সবসুদ্ধ পনরো শ লোক। এটা মাত্র একটা শাখা। আসল বাহিনীটা পেনসিল্ভ্যানিয়াতে মিলিত হয়ে সাসকোয়েহানা নদী দিয়ে ওপরে চলে আসবে। যে-অভিযানটা গিল দেখে এল সেটা মাত্র প্রাথমিক একটা পরীক্ষামূলক ব্যাপার। বাজিয়ে দেখছে তারা।

সন্ধ্যার পর দুর্গ থেকে নেমে আসবার পথে গিল একটা অদ্ভুত ধরনের শান্তি অনুভব করতে লাগল। দক্ষিণের হাওয়া ছাড়বার জন্য আবহাওয়া একটু গরম হয়েছে। আর্দ্র বলে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি নামতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ থেকে বৃষ্টি নামলে জোর নামবে বলেই মনে হয়। সে একা একাই পথ চলছিল। মদ খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে জো চলে গিয়েছে সেখানে। দুর্গের এক কোনায় পলি বাওয়ার্সকে দেখতে পেয়ে অ্যাডামের গদগদ অবস্থা। ইণ্ডিয়ানদের অঞ্চল সম্বন্ধে তাকে গল্প শোনাবার জন্য ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে উঠল সে। ঠিক সেই সময় একা পড়ে গেল বলে খুশী হল গিল।

বাড়িটা বেশ অন্ধকার লাগছিল। হয় ওরা শুয়ে পড়েছে, নয় তো

জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে রেখেছে। গিল ভাবল, কয়েক মাসের মধ্যেই হয়তো আবার সবাই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখবার সাহস পাবে। জানালা-গুলোতে তখন আর অন্ধকার থাকবে না।

ঢালুর রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসতেই চমকে উঠল গিলবার্ট। তারপরেই সে বুঝতে পারল, জন উইভার নিশ্চয়ই এখন খামারে এসে বাস করছে। শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডাকল গিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিনতে পারল ওকে। পায়ের কাছে লাফালাফি করতে লাগল। ঠিক তার পরের মুহূর্তেই দরজা খুলে জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে লানা বলতে লাগল, "গিল আসছে। আমি জানি গিল এসেছে। আমাকে যেতে দাও।"

দেউড়ির সিঁড়ি লাফিয়ে ওপরে উঠে লানাকে জড়িয়ে ধরল গিল। ফিস-ফিস করে বলল লানা, "আমি ঠিক জানতাম আজ রাত্রে তুমি বাড়ি ফিরবে। আমি ওদের বলেছিলাম, গিল, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে নি।"

দরজার ভেতর দিয়ে লানাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল গিল। তারপর দু'জনে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ডেইজি তখন মুখে একটা নল লাগিয়ে মোটা মোটা ঠোঁট দিয়ে উনোনের কয়লায় ফুঁ দিচ্ছিল। আগুন জ্বালাতে মাত্র এক মিনিটই লাগল। বাড়ি ফিরে আসতে ভাল লাগছে। ভাল লাগছে মেয়েদের মুখ দেখতে। এরাই ওর প্রিয়জন। জনের সঙ্গে করমর্দন করল সে। জন বলল, "আমরা শুনেছি ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন আপনারা।"

"হ্যাঁ," বলল গিল, "তাদের শহরগুলো সব জ্বালিয়ে দিয়েছি। কয়েকজনকে বন্দী করেছি আমরা। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে প্রায় সকলেই সরে পড়েছিল। বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নি, শুধু মার্চ করে যাওয়া আর আসাই সার হয়েছে।"

জনের মুখ একটু আরক্তিম হয়ে উঠল।

"আপনি এখন ফিরে এসেছেন," জন বলল, "আমার হয়তো কাজ ফুরলো। বাড়ি চলে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি চলে যাও জন। তুমি যা করেছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমায়।" জনের পেছন দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন মিসেস

ম্যাকক্লেনার। চলে যাচ্ছিল জন। সেই দিকে চেয়ে তিনিই আবার বললেন, "জন যে বিবাহিত সেই কথাটা সব সময়েই ভুলে যাই আমি।"

এরা সবাই একসঙ্গে বসে পড়ল। জন তার কুকুরটাকে শিস দিয়ে ডাকতে ডাকতে ডেটন দুর্গের দিকে পথ ধরল।

"তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল দেখাচ্ছে।" মন্তব্য করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"আমি বেশ ভালই আছি।" বলল গিল। সে অনুভব করল, লানা তার হাতটা টেনে নিয়ে পেটিকোটের ওপর রেখে চাপ দিচ্ছে।

"আপনারা কেমন আছেন? গিলির খবর কি?"

"সবাই ভাল আছে।"

"গরুটা ভাল আছে তো?"

"পরশু দিন বাচ্চা দিয়েছে সে। কোনো গণ্ডগোল হয় নি।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"এঁড়ে বাছুর না বকনা?"

মৃদু হেসে লানা জবাব দিল, "বক্‌না বাছুর। ভারি সুন্দর দেখতে বাদামী আর সাদা।"

"তবে তো সুন্দরই বলতে হবে।" বাপারাটা তার চেয়েও ভাল। এঁড়ে বাছুর হলে সত্যিই খুব দুঃখের কথা হতো। জার্মান ফ্ল্যাটে যে ক'টা আর গাই আছে তাদের জন্য একটা ষাঁড়ই যথেষ্ট।

পরেরদিন সন্ধ্যা বেলা নৌকো করে সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হল। অনেকগুলো নৌকো একসঙ্গে লম্বা একটা লাইন করে এল। গেটম্যানের খামারে রাত কাটাবার জন্য তাঁবু ফেলল তারা। পরেরদিন সকালবেলা পুব-দিকে আবার যাত্রা শুরু করল। দু'দিন পরে এই পথ দিয়ে যুদ্ধোপকরণের গাড়ি-গুলো চলে গেল। প্রহরা দেওয়ার জন্য একদল সৈন্যও ছিল গাড়িগুলোর সঙ্গে। সেনাধ্যক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কর্নেল বেলিঙ্গারের কাছে একটা আদেশপত্র নিয়ে এসেছিল। একটা সৈন্যদল গঠনের জন্য স্থানীয় লোকের দরকার তার। স্থানিক সেনাবাহিনীর সমাবেশের পর লটারির দ্বারা লোক নির্বাচিত হল।

খামার ছেড়ে আবার চলে যেতে হবে বলে গিলের খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং ভয়ও পেয়েছিল সে। কিন্তু লটারিতে নাম ওঠে নি তার। তা সত্ত্বেও বেচারী জন উইভারের জন্য দুঃখ বোধ করল গিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাদের নাম উঠল তাদের মধ্যে সে-ও একজন। মেরীর শীর্ণ আর করুণ মুখখানা চোখের ওপর ভেসে উঠল ওর। গিল ভাবল জনের দুর্ভাগ্যটা যদি ওকে বহন করতে হতো তা হলে লানার মুখটা না জানি কেমন দেখাত। জনকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য চেষ্টা করল সে। বলল যে, তিন মাসের মাইনে আর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য একটা কোট পাবে জন। তাতে জন মুখে কিছু বলল না, মাথা নাড়িয়ে শুধু সায় দিল। হাতে আর ঘণ্টা খানিক মাত্র সময় ছিল। এর মধ্যে অন্য কাউকে যদি টাকা দিয়ে ওর বদলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে রাজী করাতে পারত তা হলে তাই করত সে। কিন্তু হাতে টাকা ছিল না বলে অন্য কাউকে কথাটা বলতে পারল না জন।

এই ব্যাপার নিয়ে ডিমুথের সঙ্গে দেখা করতে গেল সে। ক্যাপটেন বলল যে, বাড়িঘর দেখাশোনার কাজে মেরীকে নিযুক্ত করবে সে। তাতে অন্ততঃ মেরীর জন্য ভয় করবার কোনো কারণ থাকবে না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল জন।

মে মাসের মধ্যে শস্য রোপণ করে ফেলল গিল। তারপর স্কোয়াস আর কুমড়োগাছগুলো লাগিয়ে গোলাবাড়ির ছাদটাও তৈরি করে ফেলল। এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিন বলে পরিগণিত হল। মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁর মদ্য-ভাণ্ডার থেকে এক বোতল মূল্যবান মেডিরা মদ নিয়ে এলেন। এটাই শেষ বোতল। সবাই মিলে মদ্য পান করল।

তারপর খবর পাওয়া গেল যে, জুন মাসে কানাজোহারীত সৈন্যসমাবেশ হচ্ছে। মেরী উইভার যদি জনের কাছ থেকে চিঠি না পেত তা হলে খবরটা বিশ্বাস করা কঠিন হতো। চিঠিটা পড়বার জন্য মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়িতে চলে এল সে। তিনি বেশ জোরে জোরে সবার সামনেই চিঠিখানা পড়লেন।

হাতের লেখা খুবই খারাপ এবং অসংখ্য বানানভুল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্য-সমাবেশের খবরটা যে সত্যি তা এরা বুঝতে পারল।

জন লিখেছে :—

প্রিয় স্ত্রী মেরী, আমি এখন কন্‌ঝারিতে আছি। কর্নেল উইলেটের রেজি-মেণ্টের সঙ্গে যুক্ত, ক্যাপটেন ব্লিকারের তাঁবুতে বাস করছি। নতুন একটা নীল কোট দিয়েছে আমায়। ভাল আছি। উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা এখনো ঘটে নি। সৈন্যসংখ্যা পনরো শ। শুনতে পাচ্ছি পরের শনিবার উনিশ তারিখে আমরা স্প্রিংফিল্ডের দিকে রওনা হয়ে যাব। তোমার কথা সব সময়েই মনে করি মেরী। তোমার যে বাচ্চা হবে তা তুমি বুঝতে পেরেছ কি না জানি না। আমার ভালবাসা গ্রহণ করো এবং মা আর কোবাসকেও আমার ভালবাসা জানিয়ো।

ইতি

তোমার স্বামী, বিনয়াবনত

জন উইভার

চিঠি পড়া শেষ হওয়ার পর রান্নাঘরে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল। অনেক দূরে কে যেন কাস্তে চালাচ্ছে তার শব্দ শোনা গেল ঘর থেকে। নদীর ওপারে ক্যাস্‌লার গাড়ি করে কাঠ আনবার সময় বলদগুলোকে চিৎকার করে ধমকাচ্ছে। সেই শব্দও এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। নতুন করে ক্যাস্‌লার তার ক্যাবিনটা তৈরি করছে।

"চিঠিখানা পুরুষমানুষের মতো লিখেছে, মেরী। বেশ ভাল।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"হ্যাঁ।" মেয়েটা কথা বলতে গিয়ে যেন হাঁ করে শ্বাস টানল। চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল সে। ভাঁজ করতে করতে ছোট করে ফেলে জামার ভেতরে রেখে দিল চিঠিখানা। মনে হল, কাঁদতে আরম্ভ করবে বুঝি। বাইরে বেরিয়ে গেল গিল। মেয়েদের এই ভিড়ের মধ্যে পুরুষের না থাকাই ভাল। গাড়ি চালিয়ে সে চলে গেল ঘাস শুকোতে দেওয়ার মাঠে।

গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পর মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে মুখ তুলে চাইতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল মেরী।

"কর্নেল বেলিঙ্গার বললেন যে, আগামীকাল সেখানে তিনি একটা জরুরী খবর পাঠাবেন। খবর নিয়ে লোক যাবে। ইচ্ছে করলে আমিও একটা সেই সঙ্গে চিঠি পাঠাতে পারি। কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না।"

"আমি লিখে দেব ?"

"হ্যাঁ, দয়া করে যদি লিখে দেন। জনের মা-ও লিখতে পারেন না। অন্য কাউকে লিখতে বলাও মুশকিল।"

নাক দিয়ে মৃদু আওয়াজ করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। লেখবার ডেস্কটা হাঁটুর ওপর রেখে দোয়াতের মধ্যে পালকের কলমটা ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লিখতে চাও ওকে ? তুমি শুধু মুখে বলে যাও, আমি লিখে যাচ্ছি।"

"প্রিয় স্বামী জন—" এই পর্যন্ত বলেই আতঙ্কিত অবস্থায় বসে রইল সে। মিসেস ম্যাকক্লেনার যে কাগজের ওপরে কলম টেনে টেনে লিখে চলেছেন তার খসখস আওয়াজটা শোনবার পর হু-হু করে কাঁদতে আরম্ভ করল মেরী।

"শোনো, শোনো বাছা। এই ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে রেখো, বাড়ির জন্য হয়তো তার মন পুড়ছে। এই চিঠিখানা পাওয়ার জন্য ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে বসে আছে সে।"

"আমি পারছি না। কি করে বলতে হয় আমি জানি না।" আর্তস্বরে কাঁদতে লাগল মেরী।

"কি বলতে চাও তাকে ? বুঝতেই পারছ খবরটার জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।"

"হ্যাঁ, এই সম্বন্ধে চিন্তা করছে সে। বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা—কি করে যে গরম কাপড় কিনবে বুঝতে পারছে না। জনের মা মনে করেন যে, আমি না কি বুকের দুধ খাওয়াতে পারব না। আমাদের গরুও নেই।"

"শোনো বাছা, তোমার বাচ্চা হবে না কি ?"

মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানালো মেরী। লজ্জায় মুখটা ওর লাল টকটকে হয়ে উঠল। তারপর সহসা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল।

"তা হলে খবরটা ওকে দাও।" নিজের অজ্ঞাতসারেই মিসেস ম্যাকক্লেনার সোজা হয়ে বসে ভীষণ গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে বললেন, "ভাবো যে আমি হচ্ছি জন। যেন জনের সঙ্গে কথা বলছ সেইভাবে বলে যাও।"

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে মেরী বলল, "চেষ্টা করছি।" মেরী বলতে লাগল আরে মিসেস ম্যাকক্লেনার শুদ্ধ ভাষায় লিখে যেতে লাগলেন :—

প্রিয় স্বামী জন,

আমি ভাল আছি এবং আশা করি তুমিও সত্যি সত্যি ভাল। আমার এখুনি বাচ্চা হবে না। তবে পরে নিশ্চয়ই হবে। তোমার মা যদিও মনে করেন বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারব না আমি, কিন্তু আমার মনে হয় নিশ্চয়ই পারব। তোমার মা এবং কোবাস ভাল আছে। ক্যাপটেন ডিমুথের বাড়িঘর আমি দেখা-শোনা করছি। তিনি আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেন। কিন্তু তোমার জন্য রান্না করতে যত আনন্দ পেতাম তাঁর জন্য রান্না করতে তত আনন্দ আমি পাই না। প্রত্যেকদিন রাত্রিতে তোমার কথা ভাবি। তুমিও কি আমার কথা ভাবো? আশা করি তাড়াতাড়ি নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবে। তোমায় জন্য আমি প্রার্থনা করি এবং ঐটেই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

ইতি

তোমার প্রেমধন্যা স্ত্রী—।

"তুমি কি 'মেরী উইভার' লিখবে, না কি শুধু 'মেরী' লিখতে চাও?"

ওর বক্ষ:স্থল এমনভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল যেন এইমাত্র দৌড়ে এল সে।

"আমার মনে হয় শুধু 'মেরী' লেখাই ভাল। অবিশ্যি অন্যটা মর্যাদাপূর্ণ কথা।"

"কিন্তু আমার বিশ্বাস, 'মেরী উইভার' কথাটাই জন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবে।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার 'মেরী উইভার'-ই লিখলেন।

এর পর জনের কাছ থেকে আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। শুধু সেনাবাহিনীর সাধারণ খবরের সঙ্গে যা খবর আসতে লাগল তাই ওরা শুনল। তেইশ তারিখে এরা শুনতে পেল যে, স্ট্যানউইক্স দুর্গে কর্নেল ভ্যান শাইকের কাছে, একটা জরুরী খবর এসেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, মোহক ভ্যালির ভেতর দিয়ে সেনাবাহিনী পশ্চিম অঞ্চলে অভিযান করবে না। অনেকেই আশা করেছিল এই পথ দিয়েই আসবে তারা। এখন ঠিক হয়েছে

সেনাবাহিনী মেজর জেনারেল সুলিভানের বিরাট বাহিনীটার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য সোজাসুজি টায়োগায় চলে যাচ্ছে। ক্লিনটন এরই মধ্যে কানাজোহারী থেকে তাঁর প্রথম সৈন্যদলটিকে দক্ষিণদিকে রওনা করিয়ে দিয়েছেন এবং স্থলপথের ওপর দিয়ে নৌকোগুলোকে বহন করে অট্‌সেগো হ্রদের মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরের দিন সেই বার্তাবহনকারীটিই পুবদিক থেকে খবর নিয়ে এসে কর্নেল বেলিঙ্গারকে বলল যে, ওনাইদা ইণ্ডিয়ানরা স্ট্যানউইক্স দুর্গে এসে জানিয়ে গিয়েছে জন বাটলার তার সেনাবাহিনী নিয়ে জেনেসীর দিকে এগিয়ে আসছে। এবং ইণ্ডিয়ান লেকের ওপরে কোনো একটা জায়গা দিয়ে হ্রদ পার হয়ে জন বাটলার টায়োগায় পৌছে স্থানীয় ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করবার মতলব করেছে। সে যে শুধু আমেরিকানদের টায়োগায় এসে মিলিত হওয়ার খবর রাখে তা নয়, এমন কি আমেরিকানদের সবগুলো রেজিমেন্টের নাম এবং প্রতিটি রেজিমেন্টে ক'জন করে লোক আছে সেই খবরও বাটলার জানে। প্রমাণ স্বরূপ ইণ্ডিয়ান সংবাদদাতাটি নিজেই কয়েকটা নাম এবং সংখ্যা স্মৃতি থেকে উল্লেখ করল। সত্যি সত্যি সংখ্যাগুলো ঠিকই বলল সে। তার কাছ থেকেই পিটার বেলিঙ্গার নিজেদের দক্ষিণ-সেনাবাহিনীর সৈনিকদের সংখ্যা এই প্রথম সঠিকভাবে জানতে পারল। এবং জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীরাও এই উপায়ে প্রথম সেই খবরটা শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করল—ইংরেজরাই পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংখ্যা নিরূপণ করছে আর নিজেদের গুপ্তচররা তাদেরই খবরটা জানিয়ে গেল বেলিঙ্গারকে।

পাঁচ হাজার সৈনিক ইরোকোইদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে। সঙ্গে তাদের কামান থাকবে। মর্গানের রাইফেলধারী সেনাদলটিও এসেছে এবং চারটি স্টেট থেকে এসেছে পদাতিক সৈন্যবাহিনী। ভাবতেও বেশ ভাল লাগে। ডিমুথ, বেলিঙ্গার আর গিল মার্টিনের মতো লোকেদের মনে প্রথম এই বিশ্বাস জন্মাল যে, নিজেদের দেশটা অসহায় নয়। এর পেছনে বিরাট একটা শক্তি রয়েছে, যার বলে দেশটাকে নিজের বলে ভাবতে পারছে ওরা। এটা এমন একটা শক্তি যা নাকি জড়বুদ্ধি ইয়াঙ্কি রাজনীতিবিদদের আয়ত্তের মধ্যে নেই।

এখন ওরা অনুভব করল যে, এই সেনাবাহিনী যতদিন বনজঙ্গলে

অভিযান চালিয়ে যাবে ততদিন পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে অব্যাহতি পাবে। পুরো উপনিবেশটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। স্ত্রীলোকেরা দল বেঁধে ঘাস তুলে আনবার কাজে বেরিয়ে পড়ল আবার। তাড়াতাড়ি করে শেষ ঘাস যা ছিল তাও তুলে নিয়ে এল। গিল মার্টিন প্রথমে ভেবেছিল যে, কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে ছোট আঁটি বেঁধে ঘাসগুলোকে লুকিয়ে রাখবে। সেই পরিকল্পনাটা ত্যাগ করে এখন সে গোলাবাড়ির সামনে গাদা করে ফেলে রাখল সেগুলো। নতুন গোলাবাড়ি, লানার সুন্দর করে খড়ের স্তূপগুলোকে তৈরি করে রাখা, বিকেলের শীতল আবহাওয়ায় বসে কাজ করা—এই সবই যেন নতুন নিরাপত্তার প্রতীকচিহ্নের মতো মনে হতে লাগল।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ করে ফিরে এল জো বোলিয়ো আর অ্যাডাম। তারা বলল যে, সেনাবাহিনীটাকে দেখবার জন্য একেবারে অট্‌সেগো হ্রদ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

"বাটারনাট ক্রীক ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম আমরা। ইণ্ডিয়ানরা যে পুবদিকে গিয়েছে তার অনেক চিহ্ন দেখেছি। তাই থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ওরা আমাদের সেনাবাহিনীর ওপরে লক্ষ্য রাখছে। অতএব আমরা তখন ভাবলাম যে, নিজেরাই গিয়ে একবার দেখে আসি বাহিনীটা।"

তাঁবু আর নৌকোগুলোর বর্ণনা দেওয়ার জন্য উত্তেজনায় টগবগ্ করছিল অ্যাডাম। "পুরো হ্রদটার মধ্যে বাঁধ তৈরি করে ফেলেছে ওরা," বলতে লাগল সে, "যখন রওনা হবে তখন বাঁধটা ভেঙে ফেলবে। চার ফুট জল থাকলেই হল। তার ওপর নৌকোগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে নদীর পথ ধরে ভাটির দিকে চলে যাবে ওরা।" দু'জন টোরী গুপ্তচরকে ফাঁসি দিতেও দেখেছে। রেভারেণ্ড মিস্টার কার্কল্যাণ্ডে যে ধর্মোপদেশ দিলেন তাও ওরা শুনেছে। তারপর ম্যারিনাস উইলেটের সঙ্গে বসে মদ খেল দু'জনে। সে ওদের তার সঙ্গে স্কাউট হিসেবে যেতে বলেছিল।

"কিন্তু জো ভাবল যে, ঐটুকু মদের মৌতাত নিয়ে চিনিসী পর্যন্ত যাওয়া চলবে না," ব্যাখ্যা করে অ্যাডাম বলল, "সেইজন্য আমরা গেলাম না।"

"পনরো শ লোক একসঙ্গে যে কি রকম দেখায় তাই দেখতে চেয়েছিলাম আমি," জো বলল, "যতটা বড় তার চেয়ে বড় বলে কল্পনা করতে চাই নি। কারো কারো রেশন ছাড়াই যেতে হবে।"

উইলেটের সঙ্গে যায় নি বলে কৃতজ্ঞ বোধ করল বেলিঙ্গার। এদের দু'জনকেই উপহার হিসেবে মদ আর কিছু নগদ টাকা দিল সে। তারপর বেটসী স্মলের সঙ্গে আরো একটা দিন অনর্থক নষ্ট করল অ্যাডাম। কোনো ফল হল না। অতঃপর অ্যাডাম আর জো দু'জনেই আবার বনের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

লোকেরা সবাই শুনল যে, সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু করেছে। রেভারেণ্ড রোজেনক্রানৎস ধর্মোপাসনার সময় খবরটা দিলেন ওদের। তিনি আবার খবরটা শুনেছিলেন রাইমার ভ্যান সিক্‌লারের কাছ থেকে। সে তখনমাত্র অট্‌সেগো থেকে ফিরে এসেছে। জন উইভারের মতো সেও লটারির দ্বারা সৈন্যদলে নিযুক্ত হয়েছিল। গির্জায় এসে শুনল যে, পুরোহিতটি খবর দেওয়ার সময় তার নাম উল্লেখ করলেন। এবং তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে, গোলাবাড়ির কাজটুকু শেষ করবার জন্যই সিক্‌লার ফিরে এসেছে। সে মনে মনে ভেবে নিয়েছিল যে, সেনাবাহিনী থেকে একজন লোক কমে গেলেও ক্লিনটন তাঁর কাজ বেশ ভালভাবেই চালিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু গোলা-বাড়িটা শেষ করতে না পারলে সিক্‌লার আসছে শীতে অবশ্যই মারা পড়বে। ঘরের কাজ বিশেষ কিছু বাকী নেই। শুধু ঘরটার একটা অর্ধবৃত্তাকার কোনার ওপর ছাদ বসাতে হবে। একটা কাঠের তৈরী গোলাঘরের মাথায় ঐ রকমের অর্ধবৃত্ত থাকা সম্ভব কি না তা তিনি জানেন না। মাত্র তিন দিনই লাগবে তার। সে বলল যে, সেনাবাহিনীর জন্য বাঁ পা-টা তার খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। সোমবার বেশ প্রফুল্ল মনেই ছাদের কাজ আরম্ভ করল সিক্‌লার। মঙ্গলবারের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। সে বেলিঙ্গারকে বলল যে, বিনা অনুমতিতে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে আসার অপরাধে তাকে যদি জরিমানাও করে তবু এই ছাদটা শেষ না করলে ত্রিশ ডলারের চেয়ে বেশি লোকসান হতো তার।

চব্বিশ তারিখ রাত্রিবেলা লানা অস্থির বোধ করতে লাগল। পায়ের ব্যথায় ক্রমাগত কষ্ট পাচ্ছিল। ঘুম আসছিল না। সেই জন্য রাস্তার ওপরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিলকে ঘুম থেকে তুলে দিল সে। বিছানার ওপর অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে পাশাপাশি বসে শুনল যে, কে যেন ভীষণ জোরে ঘোড়া চালিয়ে ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল। ঘোড়ার পায়ের থপ্‌থপ্‌ শব্দটা দূর থেকে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

বিছানা থেকে উঠে বাইরের দেউড়িতে এসে দাঁড়াল ওরা। যেন স্বভাব বশতই দূরে কোথাও আগুন দেখা যায় কি না তার জন্য উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। মিসেস ম্যাকক্লেনারও জেগে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাত্রির পোশাকের ওপর একটা লাল রঙের কোট জড়িয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ওরা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে শব্দ শোনবার চেষ্টা করছিল। শুধু গমখেতে পেঁচার মতো এক রকমের পাখির গোঙানির শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

প্রথমে ওরা ভাবল যে, হয়তো একজন সাধারণ বার্তাবহনকারী ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল। কিন্তু তারপরেই মনে হল, রাত্রিবেলা বার্তাবহকারীরা কদাচিৎ যাওয়া-আসা করে। যখন ওরা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বার কথা ভাবছিল তখন আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দটা শুনতে পেল। কে যেন পশ্চিমদিকে ঘোড়া চালিয়ে এই দিকেই আসছে।

রাস্তার মোড়ের মাথায় পৌঁছে অশ্বারোহীটি চিৎকার করে বলতে লাগল, "ম্যাকক্লেনারের খামারে কেউ জেগে আছে কি?"

"এই যে!" চিৎকার করে জবাব দিল গিল।

"তুমি কি মার্টিন?"

"হ্যাঁ। তুমি কে?"

লোকটিকে এখন ওরা দেখত পেল। ঘোড়াটা থেমে যেতেই তার ক্ষুরের আওয়াজটাও গেল বন্ধ হয়ে। সরু রাস্তার ম্লান আলোয় ছায়াটা দেখা গেল তার।

"আমি ফ্রেড কাস্ট। বেলিঙ্গার তোমাদের দুর্গে চলে আসতে বলেছেন। অনানডগারা আক্রমণ করতে আসছে! আজ বিকেলে স্ট্যানউইক্সে কয়েকজন সৈন্যকে মেরে ফেলেছে ওরা।"

শ্বাস রুদ্ধ করে কেঁদে উঠল লানা। কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "বাচ্চাটাকে নিয়ে এসো। জানালা-দরজার খড়খড়ি সব বন্ধ করে আসছি আমি।"

পা দিয়ে মাটিতে আওয়াজ করছিল ঘোড়াটা। "আমাকে এখন এন্ডরিজে যেতে হবে।" চিৎকার করে বলল কাস্ট। তারপর সে চলে গেল।

গাড়ির সঙ্গে ঘোড়াটাকে যখন জুতে নিচ্ছিল গিলের তখন কেমন যেন মনে হল যে, কোনো উপায়েই ওদের রুখে রাখা যাবে না। বিনাশকারীরা এসে পড়বে। ওর নতুন গোলাবাড়িটা পুড়িয়ে দেবে। গরুটাকে যে ঘর থেকে বাইরে বার করে ছেড়ে দেবে তারও কোনো উপায় নেই। কারণ বাছুরটা রয়েছে সঙ্গে। গরুটার জন্য এক বালতি জল রেখে দিয়ে খানিকটা খড় টেনে নিয়ে এল সে।

এক বছর আগে ঠিক সেই হারকিমার দুর্গে চলে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছিল ওর। এবার অবিশ্যি সারা পথটাই গাড়িতে বসে যেতে পারবে। সেবার তা পারে নি। ভাগ্য ভাল যে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়ার মতো গমগুলো এখনো তেমন পেকে ওঠে নি!

দুর্গে পৌছবার একটু আগেই কাস্ট এসে ধরে ফেলল ওদের। এন্ডরিজে গিয়ে সকলকে সাবধান করে দিয়ে এসেছে। বলল সে, "জেক স্মল কোথাও চলে যেতে পারে নি।"

ডেটন দুর্গে ভ্যান শাইক যে-সব পেশাদার সৈনিকদের সঙ্গে ঘাঁটি করেছিল তারা ওদের ব্যারাকের প্রাচীরের ধারে থাকবার জায়গা করে দিল। এবং বলল যে, সৈনিকদের যাওয়া-আসার পথে যেন কোনো রকম বাধার সৃষ্টি না করে। একটু দূরে থাকাই ভাল! রাত্রিটা বেশ স্বচ্ছ আর গরম—কোনো রকম ঘটনা কিছু ঘটল না। শুধু একটা পেঁচার প্রচণ্ড চিৎকার আর অসংখ্য মশার ভন্ ভন্ শব্দ শোনা গেল।

পরেরদিন বিকেলবেলা খবর পাওয়া গেল যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নতুন সৈন্যসামন্ত চলে আসছে এখানে। সেনাবাহিনী এখনো অট্‌সেগো ত্যাগ করে নি। প্রায় তিন শ লোকের একটি সেনাদল নিয়ে গ্যানসভূর্ট এদিকে এগিয়ে আসছে।

শুধু ভ্যান সিক্‌লার ছাড়া আর সকলেই স্বস্তি বোধ করল।

পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা রণবাদ্য শোনা গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ছোট্ট সৈন্যদলটি এসে দুর্গের বাইরে শিবির স্থাপন করল। গ্যানসভুর্ট এতো দ্রুত এসে পৌছতে পেরেছে বলে খুবই উল্লসিত বোধ করছিল। ভ্যালির কেউ আগে কখনো এতো দ্রুতগতিতে সেনাবাহিনীকে মার্চ করতে দেখে নি। ওলন্দাজটির লাল মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোজা কথা নয়—অট্-সেগো হ্রদের তলা থেকে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই জার্মান ফ্ল্যাটে এসে পৌছেছে! রেঞ্জাররা যতক্ষণ না এসে পৌছচ্ছে ততক্ষণ সে অপেক্ষা করবে বলে কথা দিল। ইতিমধ্যে ভ্যান সিক্‌লারকে গ্রেপ্তার করল গ্যানসভুর্ট। এবং বিনা অনুমতিতে সেনাবাহিনী ত্যাগ করবার অপরাধে সামরিক আদালতে বিচার করল সে।

কিন্তু গ্যানসভুর্ট তার নিজের কৃতিত্বে এতো বেশি উল্লাস বোধ করছিল যে, ভ্যান সিক্‌লারকে মাত্র ত্রিশ ডলার জরিমানা করে ছেড়ে দিল। যেহেতু ভ্যান সিক্‌লারের ত্রিশ ডলার জরিমানা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সে হেতু গ্যানসভুর্ট বলল যে, অভিযানের বাকী সময়টা তাকে দৈহিক শ্রমের কাজ করে কাটাতে হবে।

এ সম্বন্ধে ভ্যান সিক্‌লারের নিজের মনে সন্দেহ ছিল খানিকটা। প্রথমে সে হিসেবে করে দেখল ষাট ডলার লোকসান হল তার। পরে সে ভাবল, মাত্র এক ডলার খরচ করে ছাদটা লাগিয়ে ফেলেছে বলে পুরো লাভটা তারই হল। অতএব ক্ষতি হয় নি কিছু।

যে-মুহূর্তে খবর পৌছল যে, অনানডগারা স্প্রিংফিল্ডের দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছে সেই মুহূর্তেই গ্যানসভুর্ট স্থান ত্যাগ করে গেল। তার সৈন্যদলটিও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। হাল্‌কা ধরনের তিনটে রসদের গাড়ি তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এবং রণবাদ্য বাজিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগল বাজনদাররা।

এরা সবাই ওদের চলে যেতে দেখল। চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে ঢাকের বাজনার শেষ ক্ষীণ আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা। এটা এমন একটা আওয়াজ যে মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু এই সেনাদলটিই অপ্রত্যাশিতভাবে যতদিন না পশ্চিম থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এখানে এসে আবার উপস্থিত হল ততদিন ভ্যালিতে কেউ আর রণবাদ্য শুনতে পেল না।

ইতিমধ্যে সকলের মনে হচ্ছিল যেন সেই বিরাট বড় সেনাবাহিনীটা পৃথিবীর বুক থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। তাদের কোনো খবর নেই। কি করছে তারা কিছুই এরা বুঝতে পারছে না। জন বাটলারের অধীন সেই রেঞ্জার, সবুজ কোট পরা সৈনিক, ইংরেজ, টোরী, সেনেকা আর মোহকদের দ্বারা গঠিত সৈন্যদলের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ ঘটল কি না তারও কোনো খবর নেই। সেনাবাহিনীটা যদি নায়েগ্রায় পৌছতে না পারে তা হলে অন্ততঃ সেনেকাদের শহরগুলোতে গিয়ে পৌছতে পারবে কি না তাই নিয়ে উপ-নিবেশের অধিবাসীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

গিল অবিশ্যি এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাবে নি। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে লানার প্রসববেদনা শুরু হল। ডাক্তার পেট্রি তিন দিন রয়ে গেলেন বাড়িতে। মিসেস ম্যাকক্লেনার আর ডেইজি কাজ করতে করতে হয়রান হয়ে পড়ল। চোখমুখ বসে গেল তাদের। বেট্‌সী স্মলেরও সেই অবস্থা। সাহায্য করবার জন্য এল্‌ডরিজ থেকে চলে এসেছিল সে।

গিলের মনে হল ব্যাপারটা যেন শেষ হবে না আর। মাঝে মাঝে গমখেত থেকেও সে যেন লানার কান্না শুনতে পাচ্ছিল। ডাক্তার পেট্রিকে অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। পরিমাণ মতো লানা খাদ্য পায় নি বলে দোষ দিচ্ছিলেন তিনি। প্রথম সন্তানটিকে বুকের দুধ খাওয়াতে হয়েছে। সেই কারণে স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করা উচিত ছিল তার। "গত শীতকালটায় সবটুকু জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। পেটের বাচ্চাটা দেখছি খুবই বড়। বুঝতে পারছি না এতো বড় বাচ্চা সে পেটে ধরল কি করে।" বললেন পেট্রি।

"কোনো উপায়েই কি আপনি সাহায্য করতে পারছেন না?" জানতে চাইলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"কি করে সাহায্য করব আমি? এটা খানিকটা মেয়েদেরই ব্যাপার। ব্যাস এই তো। অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই।"

"কিন্তু এটা তো অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকছে," মিসেস ম্যাকক্লেনারের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠছিল, "কী ভয়ংকর ব্যাপার!"

বেট্‌সী স্মল তার নিজের সেই যন্ত্রণাদায়ক সন্তান প্রসবের কথাটা ভাবছিল।

কিন্তু ব্যথাটা দুঃসহ হয়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসবও হয়ে গিয়েছিল তার। মনে পড়ল ডাক্তার পেট্রি যখন ওর সঙ্গে একবার একা ছিলেন ঘরে তখন তিনি বলেছিলেন, "এর পর আবারও বাচ্চা চাই তোমার ?"

লানার ঘরের দিকে মাথাটা কাত করলেন ডাক্তার পেট্রি।

বেটসীর চোখদুটো যদিও আড়াল করা ছিল, তবু তার ঠোঁট দুটোর মধ্যে ঔদ্ধত্যের লক্ষণ ফুটে উঠল। বলল সে, "খানিকটা মেয়েদের ব্যাপার—ব্যস এই তো। ভাবছি, এই কথাটা প্রথম পুরুষ না মেয়ের মুখ থেকে বেরিয়েছিল।"

"আমার সঙ্গে এইভাবে কথা ব'লো না", গর্জন করে উঠলেন ডাক্তার পেট্রি, "তোমার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনছি। অ্যাডাম হেলমারের সঙ্গে ঢলাঢলি করে বেড়াচ্ছ।"

"ওসব কথা বিশ্বাস করবেন না আপনি। জেকীকে ভীষণ ভালবাসি আমি।" চোখ দুটো উজ্জ্বল হল তার। বেটসীই বলল, "কিন্তু আপনি যদি জানতে চান তা হলে বলব, হ্যাঁ আরো বাচ্চা চাই। একটা দুটো নয়, অনেক। বেচারী জেক।" চোখ দুটো অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফেলল। ডাক্তার নাক দিয়ে আওয়াজ করলেন।

"লানা মরে যাবে না কি ?" জিজ্ঞাসা করল বেট্সী।

"মনে হয় মরবে না। তবে তোমার আবার বাচ্চা হলে মরে যেতে পারো।"

"আপনার মতো ডাক্তার যদি দেখাশোনা করেন তা হলে মরব না, বিল্।"

"চুলোয় যাও তুমি।" বললেন পেট্রি।

মিসেস ম্যাকক্লেনার তাঁকে ইশারা করে দরজার কাছে আসতে বললেন।

চতুর্থ দিন দুপুর বেলা সন্তান প্রসব হল। দেখতে ভীষণ বড় আর সুন্দর হয়েছে ছেলেটা। গিলের চোখে এতো বড় লাগল যে, প্রসব করার পর লানার দেহটা যেন ভেঙে গিয়ে একটা গর্তের মতো ছোট হয়ে গেল। গিলের সঙ্গে কথা বলল না সে। চোখ বন্ধ করে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিছানার ওপর পড়ে রইল লানা।

"ভাল আছে সে," বললেন ডাক্তার পেট্রি, "ফিসফিস করে কথা বলার

প্রয়োজন নেই তোমার। ভেরী বাজালেও এখন সে শুনতে পাবে না। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাতেই থাকবে। না, না, আমায় ধন্যবাদ পর্যন্ত দিতে হবে না। আমি কিছুই করি নি। কিছু পয়সা রোজগার করবার জন্য এখানে শুধু বসেই ছিলাম আমি।"

তর্জনগর্জন করলেন তিনি। তারপর ক্লান্তভাবে বুড়ো ঘোড়াটার ওপর চেপে বসে চলে গেলেন।

"সম্প্রতি বিল বেশ বুড়িয়ে গিয়েছে।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

বেট্‌সী স্থূল ছেলেটাকে কোলে নিয়ে লোফালুফি করে আদর করছিল আর বলছিল যে, এই ছেলেটাই হচ্ছে তার উপযুক্ত বলিষ্ঠ পুরুষ।

"অ্যাডাম এখানে উপস্থিত নেই বলে খুশী হয়েছি আমি।" বেট্‌সীকে লক্ষ্য করতে করতে নিজের মনে বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

॥ ৭ ॥

কঠোর শীত

সারা গ্রীষ্ম আর শরৎকাল জুড়ে সকলের মনেই নিরাপত্তার ভাবটা দৃঢ়তর হল। যতবারই জো আর অ্যাডাম সংবাদ সংগ্রহ করতে যায় ততবারই ফিরে এসে বলে যে, বনটা ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই। হয়তো কখনো সখনো কোনো একটি নিঃসঙ্গ ইণ্ডিয়ানের পায়ের দাগ দেখতে পেল। সেই দাগ ধরে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে যে, একজন ওনাইদা কিংবা একজন টাসক্যারোরা মাছ ধরতে চলেছে। কখনো হয় তো বা একাধিক ইণ্ডিয়ানদেরও পায়ের দাগ চোখে পড়ে ওদের। কিন্তু এই সব দলের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও থাকে। যুদ্ধ করবার দল নয় এরা। বৈঁচিফলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। "এরা বলছে যে, এবার নাকি শীত খুব তীব্র হবে। প্রচুর পরিমাণে বৈঁচিফল জোগাড় করে রেখে দিচ্ছে ঘরে।"

সেই কারণে ওরা দু'জনেই আর বাইরে বেরুতে চায় না। বিশেষ করে

জো। অ্যাডাম সাধারণত সংবাদ সংগ্রহের কাজ বন্ধ করে দিয়ে বেট্সী স্মলের কাছে এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়। কিন্তু সেই লাল চুলওয়ালা স্ত্রীলোক-টির কাছে যখন কিছুই পায় না তখন তার বিরক্তি ধরে যায়। অন্য কিছু করবার থাকে না বলে রাত্রিবেলা পলি বাওয়ার্সকে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাকে নিয়ে বেশি দূরে কোথাও যায় না সে। বেট্সী স্মল ওকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। দু'একটা ভাল মাছ, কিংবা খানিকটা হরিণের মাংস, অথবা গোটা দুই তিত্তির পাখি এনে দিলেও তার সঙ্গে একতোড়া ফুলও এনে বেট্সীকে উপহার দেয় অ্যাডাম। একদিন সে জিজ্ঞাসা করল যে, যদি এক জোড়া খুলির ছাল এনে দেয় বেট্সীকে, তা হলে সে ওকে খানিকটা খাতির করবে কি না।

"কাদের মাথার ছাল? সেনেকাদের?" জিজ্ঞাসা করল বেট্সী স্মল।

"নিশ্চয়ই," বলল অ্যাডাম, "সেনেকাদের। কিংবা যদি বলো, টোরীদের মাথার ছালও এনে দিতে পারি। কখনো যদি কারো মাথার ছাল তুমি চাও আমাকে তা হলে জানিয়ো।"

চোখ দুটো আড়াল করে মৃদু মৃদু হাসছিল বেট্সী। উদ্ধত আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার মনোভাব তার। একটা বেঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল অ্যাডাম। টেবিলের গায়ে পিঠটা ঠেকিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত বুকটা চুল্লীর দিকে এগিয়ে ধরেছে সে। বেট্সী ওর এই সুন্দর দেহটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল।

"আমাকে তুমি খুবই ভালবাসো, তাই না, অ্যাডাম?"

মাথার হলদে চুলের গুচ্ছটাকে পেছনদিকে ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দাঁত বার করে হেসে উঠল সে।

"এখানে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াতে তুমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলো না?"

অ্যাডাম তবু দাঁত বার করে হাসতেই লাগল।

"জেকের জন্যই ভাবনা আমার। নইলে অনেক আগেই তোমার সঙ্গে মিলন ঘটতো। কিন্তু জেককে আমি পছন্দ করি।"

কথা শুনে অ্যাডাম একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পুনরাবৃত্তি করে বেট্সী বলল, "হ্যাঁ, শুধু জেকের জন্যই পারি নি।"

জেক স্মল এসে উপস্থিত হল সেখানে। মাথায় টাক পড়তে আরম্ভ করেছে তার। আগের চেয়ে মোটাও হয়েছে।

"এই যে অ্যাডাম", বলল জেক, "বন থেকে ডিউটি করে ফিরলে বুঝি? কিছুক্ষণ থাকবে তো?"

"হ্যাঁ, ফিরে এলাম। বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। কেমন আছ, জেক?"

"ভাল, খুব ভাল আছি হে।"

শেলফের ওপর থেকে একটা আপেল তুলে নিয়ে জেক বলল, "আপেল খাও, অ্যাডাম।"

"না, ধন্যবাদ।" বলল অ্যাডাম।

"তা হলে আমি খাচ্ছি," অপেলের ওপর দাঁত বসিয়ে জেক বলল, "আপেলের ওপর আমার সব সময়েই ভীষণ লোভ ছিল, অ্যাডাম।"

বেট্‌সী যখন স্বামীকে চুম্বন করবার জন্য উঠে এল জেক তখন তাকে জড়িয়ে ধরল। এই ধরনের একটা বিশ্রী দৃশ্য আগে কখনো দেখে নি অ্যাডাম। লোকটাকে যখন বেট্‌সী চুম্বন করল তখন তাকে কতো সুখীই না দেখাচ্ছিল। আলস্যভরে উঠে দাঁড়াল অ্যাডাম। তারপর রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

পুরোপুরি শক্তি এখনো ফিরে আসে নি বটে, লানাকে তবু হাঁটাচলা করতে হচ্ছে। এতো কাজ পড়ে রয়েছে যে, কাজ না করেও পারছে না। এক এক গোছা শস্য পেকে ওঠবার মাঝখানের দিনগুলোতে পাকা শস্য মাড়াই করছে গিল। চালুনি দিয়ে ভুসি চালবার জন্য সাহায্যের দরকার। জই যা জন্মেছে তার সবটাই সে মাড়াই করে শরৎকাল শেষ হওয়ার আগে মজুত করে রাখতে চেয়েছিল। গোলাঘরের কাঠের মেঝেতে লম্বা লাঠি দিয়ে শস্য মাড়াই করে সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাঠির দুম দুম শব্দটা নিয়মিত শুনতে পাওয়া যায়। তিত্তির পাখির পাখা ঝাপটানোর মতো মনে হয়।

স্বচ্ছ আকাশ। হাওয়া ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে। মনে হয় অনতি-বিলম্বে তুষার পড়তে শুরু করবে। উঠোনে দাঁড়িয়ে লানা যেন তুষারপাতের

উপস্থিতি অনুভব করল। চোখ তুলে ভ্যালির দিকে তাকাল সে। পশ্চিমের আকাশে কাঁচের মতো চক্‌চকে সবুজ রঙের আভা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় যেন নদীর জলের চক্‌চকে ভাবটা আকাশের গায়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে। দোপাটি গাছের আগাগুলো সূচের মতো তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে। মনে হয় বুঝি লোহা দিয়ে তৈরী। অস্তগামী সূর্যের আকার অনেকটা পাতলা টাকার মতো। সূর্যের মুমূর্ষু আলোয় লানাকে ফেকাশে আর নিশ্চল বলে মনে হচ্ছে। তার কালো চুলের গুচ্ছটা ভারী আর খসখসে। বিন্দুমাত্র চাকচিক্য নেই। চালাঘরটার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বনভূমির মতোই নিস্তব্ধভাবে। খাটো গাউনের সামনের দিকটা শুধু নিঃশ্বাসের সঙ্গে নড়ে নড়ে উঠছে। মাতৃদুগ্ধে বক্ষস্থল ভারী হয়ে উঠেছে।

চালাঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পা ফেলে একটা জ্বালানিকাঠ আনতে গিয়ে জো বোলিয়ো মুহূর্তের জন্য লানাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওর মনে হল এতো বেশি তন্ময় আছে লানা যে, গিলের শস্য মাড়াইয়ের শব্দের মতো বোলিয়োর পায়ের শব্দটাও শুনতে পায় নি সে। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল লানা, "জো, ওটা কি পাখি?"

"কোন্‌টা?"

"ঐ যে মেইপল্‌ গাছের তলার ডালটাতে বসে আছে। এরকমের পাখি আমি কখনো দেখি, নি।"

যে-কোনো জীবন্ত জিনিস খুঁজে বার করবার যেন একটা সহজাত শক্তি এসে গিয়েছে ওর। পাখিটা নড়ে নি, কিংবা শব্দও করে নি।

জো বলল, "পাখিটার নাম কানাডা জ্যাক। এতো আগে এদের দেখতে পাওয়া যায় না—তা ছাড়া বাড়ির এতো কাছেও বড় আসে না। এই থেকে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে এবারকার শীত খুব তীব্র হবে।"

ওদের দু'জনের মতো পাখিটাও পায়ের ওপর ভর দিয়ে চুপ করে বসে রইল গাছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওদের। তারপর ওরা শুনল যে, গোলাবাড়িতে বাছুরটা চিৎকার করে উঠতেই বন থেকে বাড়ি ফেরার পথে গরুটাও চিৎকার করে জবাব দিল তার।

রান্নাঘরে বাসন-কোসনে ঠন্‌ঠন্‌ আওয়াজ করছিল ডেইজি।

সূর্যাস্তের পর স্ট্যানউইক্স দুর্গ থেকে দুটো সৈন্যদল বেরিয়ে এল রাস্তায়। অত্যন্ত শীর্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল এদের। জীর্ণশীর্ণ পোশাকে প্রথমে এদের ভূতের মতো মনে হচ্ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসছিল তারা। অর্ধেক লোকের পায়ে বুট জুতোর বদলে হরিণের চামড়ার নরম জুতো রয়েছে বলে হাঁটবার সময় শব্দ হচ্ছিল না। যুদ্ধ করতে গিয়ে বুট জুতোগুলো ক্ষয়ে গিয়েছিল। দু'জন ঢাকবাদকের ঢাকের মাথা দুটো ভাঙা।

এদের সঙ্গে জন উইভারও ফিরে এল। এখান থেকে যখন রওনা হয়ে গিয়েছিল তখন যেমন ছেলেমানুষটি ছিল তেমন আর নেই সে। মেরীর কাছে যেন একজন অপরিচিত লোক বলে মনে হল। বিয়ের রাত্রির চেয়েও নিজেকে আরো কম বয়সী বলে ভাবল মেরী। যখন ওরা ডিমুথের বাড়িতে শুতে গেল তখন সে খানিকটা ভয় পেল এবং যেন একটু লজ্জিত বোধও করতে লাগল। জন যেন আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে— এমন কি মেরীর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে যখন সে অত্যন্ত সুখী বোধ করছিল তখনো মেরী ভাবছিল যে, পরিণত বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে বাস করেছে বলে জনও একজন রীতিমতো পুরুষ হয়ে ফিরেছে। অবিশ্যি একথা ঠিক যে, জনকে সে পুরুষ বলেই ভাবত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেরী কখনো ভুলতে পারে নি যে একটি ছেলেমানুষকেই বিয়ে করেছিল সে। ওকে নিয়ে গর্ব করত মেরী এবং এখনো করে। কিন্তু জনের স্পর্শের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ধরনের সাবধানবাণী উচ্চারিত হচ্ছে যা থেকে মেরী যেন অনুভব করছে সারাজীবনেও বুঝি জনের সঙ্গে সম্পর্কটা আর নিবিড় হয়ে উঠতে পারবে না।

সামরিক কাজের দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে গ্যানসভুর্ট। মাইনে হিসেবে নগদ টাকা দেয় নি। তার বদলে গমের জন্য একটা হুকুমনামা লিখে দিয়েছে সে। তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে জন। শীতকালে মা আর কোবাসের জন্য দুর্ভাবনা করতে হবে না। তাদের জন্য গম জোগাড় করতে পারবে। ওরা দু'জনে ডিমুথের বাড়িতেই বাস করবে।

বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছে বলে খুশী হয়েছে জন। পরেরদিন সকালবেলা যখন ভ্যাসির ওপর দিয়ে শিঙে ফোঁকার বিলাপপূর্ণ ক্ষীণ আওয়াজ এসে পৌছল তখন ওরা কম্বলের তলায় জড়াজড়ি করে শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে শুনল যে, বিদায়ী সৈনিকদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য দুর্গ থেকে কামান দাগা হচ্ছে। নিচু

জানালার ভেতর দিয়ে সকালের রোদ ঢুকে জনের কোটের পুট স্পর্শ করছিল। এই কোট পরেই যুদ্ধে গিয়েছিল সে। নোংরা দাগ লেগেছে, ঘষা লেগে লেগে রং উঠে গিয়েছে কোটের……।

"জন, ওখানে কি ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছিল ?"

"চাষের পক্ষে এতো ভাল জায়গা আর কোথাও দেখি নি আমি। কিন্তু এমন ব্যাপার ঘটত যে, যখনি কোনো শস্যখেত চোখে পড়ত আমাদের তখনি আমরা পীড়িত বোধ করতাম। আমাদের দিয়ে কাটিয়ে ফেলত সব—সত্যিই সব। আপেল গছে কেটে ফেলেছি আমরা। এমন কি সেইসব জায়গায় পীচ ফলের গাছও ছিল। তাও আমাদের কেটে নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে। প্রথমে না কেটে উপায় ছিল না। কিন্তু এতো বেশি গাছ যে, শেষের গাছ-গুলো আর কাটতে পারি নি, শুধু গোল করে ছাল ছাড়িয়ে রেখে এসেছি। একটা বাড়িও রক্ষা পায় নি, সব জ্বালিয়ে দিয়েছি। কারো কারো বাড়ি বেশ সুন্দর ছিল—ফ্রেম-করা আর কাঁচের জানালা বসানো। ডিমুথের এই বাড়িটার চেয়েও সুন্দর, মেরী।"

"খুবই পারিশ্রমের কাজ নিশ্চয়ই।"

"কতোটা যে পুড়িয়েছি আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। ক্যাপটেন ব্লিকার হিসেব করে বলেছে যে, এক লক্ষ ষাট হাজার বুশেল শস্য জ্বালিয়ে দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। ইণ্ডিয়ানরা সবাই নায়েগ্রার দিকে চলে গিয়েছিল।"

"কোনো যুদ্ধ হয় নি ?"

"একটা মাত্র যুদ্ধ হয়েছিল। তাও বড় নয়। আমাদের বাহিনীতে ছিল পাঁচ হাজার লোক, আর ওদের শুধু পনরো শ। তার মধ্য আবার অর্ধেকের বেশি ছিল ইণ্ডিয়ান। পরে ওরা আমাদের ছোট্ট একটা স্কাউটের দলকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। মাত্র কুড়ি জন স্কাউট। দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে লিটল বিয়ার্ডস টাউনে জীবন্ত দগ্ধ করে মেরেছে। জায়গাটা হচ্ছে চিনিসী ক্যাসেল।"

হঠাৎ থেমে গেল সে।

ফিসফিস স্বরে মেরী বলল, "বেচারী জন।"

"বেশির ভাগ সময়ই হাঁটতে হয়েছে শুধু," বলতে লাগল জন, "সারাদিন

তো হাঁটতে হতোই, কখনো কখনো রাত্রেও হেঁটেছি। নয়তো পোড়াবার কাজ করেছি। কিংবা বেয়োনেট দিয়ে শস্য কেটে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের খাদ্য ফুরিয়ে গেল। নিজেদেরই ঘোড়ার মাংস খেতে হয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট না করলেও হতো। আমাদের ইচ্ছা ছিল না।"

"ইণ্ডিয়ানরা আর কখনো ফিরবে না।" বলল মেরী।

"না। ওরা নায়েগ্রায় চলে গিয়েছে। আমি ঠিক জানি না।"

"যে-দু'জনকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে তাদের কি আমরা চিনি ?"

"না। একজন হচ্ছে লেফটেন্যাণ্ট বয়েড। অন্যটি একজন সার্জেণ্ট। তার নাম হচ্ছে পার্কার। ওদের কাউকেই আমি চিনতাম না। ওদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভাল লাগে না। ওদের চেহারাটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। সব সময়েই চোখের ওপর ভেসে থাকে। কখনো কখনো ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যায়। আমি আর যুদ্ধে যেতে চাই না, মেরী।"

ও যাতে আর কথা না বলে সেই উদ্দেশ্যে মেরী বলল, "না, যাওয়ার দরকার নেই তোমার।"

"ইণ্ডিয়ানদের আগে কখনো আমি ভয় করতাম না। কিন্তু ওদের দু'জনকে যে-ভাবে মেরেছে তারপর আর ভয় না করে পারি না।"

"কথা ব'লো না, লক্ষ্মীটি।" ঠোঁট দু'টো উঁচু করে তুলে ধরল সে। কিন্তু জন ওকে চুম্বন করল না। ওর গায়ের সঙ্গে লেগে মেরীর কাঁধের তলায় মুখ ঢেকে অনড় হয়ে শুয়ে রইল জন।

রাইমার ভ্যান সিক্‌লারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গিল, জো বোলিয়ো আর অ্যাডাম এল ডেটন দুর্গে। বেঁটে, খাটো আর অতিরিক্ত পেশল ধরনের গুলন্দাজটি চোদ্দটি সন্তান পরিবেষ্টিত হয়ে নিজের ক্যাবিনটাতেই বসে ছিল। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি স্বামীর জন্য আপেলের পুর দিয়ে পিঠে তৈরি করছিল। অতোগুলো সন্তান ধারণ আর অতিরিক্ত পরিশ্রম করার জন্য বয়সের অনুপাতে বর্ষীয়সী দেখাচ্ছে তাকে। তা সত্ত্বেও তার বীর স্বামীটি যে সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ঘরে ফিরে এসেছে সেই গৌরবে স্ত্রীর শীর্ণ মুখটিও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই তো মাত্র গতকাল কর্নেল বেলিঙ্গার আর ক্যাপটেন ডিমুথ রাইমারের পশ্চিম অঞ্চলের অভিযানের কীর্তিকাহিনীর গল্প শুনতে শুনতে পুরো বিকেলবেলাটাই কাটিয়ে গিয়েছে এখানে। হ্যাঁ, এই ক্যাবিনে বসেই তার স্বামীর মুখ থেকে গল্প শুনে গিয়েছে তারা। ভদ্রতার খাতিরে ছেলেপেলেগুলোকে মিসেস ওয়ার্মউডের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। দু'জনেই ভদ্রলোক শ্রেণীর লোক। অতএব ভদ্রতা দেখাতেই হল তাকে। তবে সে নিজে ক্যাবিন ছেড়ে বেরিয়ে যায় নি, এখানেই ছিল। এখন আবার ওদের ক্যাবিনে মিস্টার মার্টিন, জো বোলিয়ো আর সেই অকেজো অ্যাডাম হেলমার লোকটি এসে উপস্থিত হল। ধাবনের পাল্লায় ইণ্ডিয়ানদের হারিয়ে দিয়েছিল বলে হেলমারও নিজেকে একজন "হিরো" মনে করে।

চিৎকার করে রাইমার ডাকল, "তোমরা ভেতরে এসো।" বোঝাই গেল যে, ওরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বলে পুলকিত বোধ করছিল সে। জংলী লোক দুটোও এসেছে।

"আমার বন্ধুদের জন্য খানিকটা রাম নিয়ে এসো", চিৎকার করে বউকে বলল রাইমার, "মাগীর কাণ্ড ছাখো! শুনছ তুমি? তোমার পিঠে চাবুক চালাতে হবে দেখছি। নইলে তুমি শিখবে না, এখানকার মুরব্বী তুমি না আমি!" তারপর ওদের তিন জনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাইমার বলল, "আগেও চাবুক মারতে হয়েছে। দরকার হলে আবারও মারব।" স্ত্রীর চোখে প্রায় জল আনিয়ে ছাড়ল সে। মুখটা তার পাংশু হয়ে গেল। তারপর জাগ্‌টা স্বামীর সামনে রেখে দিয়ে হুকুম পালন করল সে।

আগুনের সামনে হরিণের চামড়ার ওপর বসে ছুরি দিয়ে পায়ের কড়া কাটছিল রাইমার। বলল সে, "যত বারই এক এক টুকরো কড়া চেঁছে ফেলি ততবারই নিজেকে বলি আমি, 'বুঝলে রাইমার, বুড়ো জানোয়ার, এই এক-একটা টুকরো মানেই হল ক্যানডেসাগো থেকে ক্যানানডাক পর্যন্ত তিন মাইল ছুটলে তুমি।"

জো শুষ্ককণ্ঠে বলল, "আমি তো সব সময়েই ভেবেছি ঐ দূরত্বটা হচ্ছে পনরো মাইল।"

"সত্যি? তাই হবে। তুমি ওখানে নিজেই গিয়েছ। আমি এখন ভুলে

গিয়েছি। তোমার কথাই ঠিক, জো। কিন্তু হায় ভগবান, সেদিনকার সেই বিরাট বাঁকটার কথা মনে পড়ছে—ক্যানডায়া থেকে অ্যাপেলটাউন পর্যন্ত মার্চ করে আসতে আমাদের সাড়ে সাতাশ মাইল রাস্তা পার হতে হয়েছিল। বিকেলবেলা রওনা হয়েছিলাম আমরা। ইস্, সে কী কষ্ট। এক-একবার পা ফেলছি আর মনে হচ্ছে যেন শিঙের মতো একটা করে কড়া গজাচ্ছে। সেই দিনটাতেই বুটজুতো ছিঁড়ে গিয়ে আমার আঙুলগুলো বেরিয়ে পড়েছিল।"

"বাবা, কতগুলো ইণ্ডিয়ান মেরেছিলে তুমি?"

"চুপ কর! মারতে পারি নি। কি করে মারব? ওরা সব সময়ে হয় গাছের পেছনে, নয় তো পাহাড়ের পেছনে কিংবা জলাভূমির মধ্যে লুকিয়ে থাকত। শুধু একবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তক্ষুনি পালিয়ে গেল ইণ্ডিয়ানরা। বুড়ো রাইমার তো আর ইণ্ডিয়ানদের মতো তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না। সত্যি।"

রঙ চড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে ভ্যান সিকলার যা যা দেখছে এবং মনে করে রাখতে পেরেছে তাই বর্ণনা করে গেল। অভিযানের খুঁটিনাটি ঘটনা-গুলোও বাদ দিল না। ওদের তিন জনকে বাধ্য হয়েই শুনতে হল সব। শেষ পর্যন্ত ক্যাপটেন বয়েডের কথা বলতে আরম্ভ করল সে। অতর্কিত আক্রমণের জন্য ইণ্ডিয়ানরা গোপনে অবস্থান করছিল। সেনাবাহিনী সেটা কি করে টের পেয়ে গিয়েছিল আগে সেই কথা বলল সে। তারপর পরের দিন জেনেসীতে পৌঁছে নদী পার হয়ে ইণ্ডিয়ানদের সেই শহরটাতে গিয়ে উপস্থিত হল তারা।

সেখানে গিয়ে দেখল সভাগৃহের সামনে ফাঁকা জায়গায় জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য দুটো খুঁটি পোঁতা রয়েছে। এমন কি ভ্যান সিকলারও বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা সবিস্তারে বলতে পারল না। ঐ সেনেকারা কী সাংঘাতিক নৃশংসই না হতে পারে! দুটো অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ খুঁটির সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। আগুন নিবে যাওয়ার আগে তলা থেকে কোমর পর্যন্ত পুরো অংশটাই পুড়ে গিয়েছিল। সেইজন্য নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছিল সব। হাত আর পায়ের আঙুল থেকে নখগুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। আঙুলগুলো গ্রন্থি থেকে বিচ্ছিন্ন, নয়তো ছোট-বড় আকারে টুকরো করে কাটা। "দুটো বুড়ো

আঙুল দেখতে পেলাম আমরা। তাতে বুঝতে পারলাম যে, নখগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে নিয়েছে। সাঁড়াশি-যন্ত্র দিয়ে মাংস থেকে আঙুলগুলো কেটে ফেলেছে।" চোখের মণি টেনে বার করেছে। নাসারন্ধ্র লম্বালম্বিভাবে চেরা, গালগুলো ফুটো করা, ঠোঁটে চামড়া নেই, আর জিব দুটো টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। বুকের ওপর থেকে খণ্ড খণ্ড চামড়াও কেটে নিয়েছে।

চোখ বিস্ফারিত করে ছেলেপেলেগুলো কথা শুনছিল তার। স্বামীর দিকে তাকাতে গিয়ে কেমন একটা নৈরাশ্যজনক আতঙ্কের ছায়া পড়ল স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর। কিন্তু আতঙ্কটা শাস্তির নৃশংসতার জন্য, নাকি স্বামীর ঐ পৈশাচিকভাবে নিখুঁত বর্ণনার জন্য তা সে সঠিকভাবে বুঝতে পারল না। "ওরা মাথা দুটোও কেটে ফেলেছিল। কিন্তু শেষ কাজটা যা করেছে তা হচ্ছে গিয়ে হৃদপিণ্ডের ব্যাপারটা।" ছোট ছোট চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার। বলতে লাগল, "পাঁজরার মাঝখানটা কেটে তার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঠোঁট বলে কিছু ছিল না, মুখের মধ্যে শুধু দাঁতগুলোই ছিল। সত্যি। রৌদ্রদীপ্ত দিন ছিল সেটা।"

এবার তাড়াতাড়িই শীত এসে গেল। এবং ঠাণ্ডাও পড়ল প্রচণ্ড। অক্টোবর মাসের প্রথমেই উত্তরের পাহাড়গুলো সাদা হয়ে গেল। তুষারপাত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতাও সব ঝরে পড়তে লাগল। তুষারের কুচিগুলো গড়িয়ে নিচের দিকে সরে গেল না। নভেম্বর মাসের মধ্যে শিলাবৃষ্টির আগেই মাটির ওপর এক ফুটেরও বেশি উঁচু হয়ে বরফ জমল। কিন্তু তুষারঝটিকার ষষ্ঠ দিন চার ফুট উঁচু হয়ে বরফ পড়ল। বাড়ি, ক্যাবিন আর গোলাঘরগুলোর গায়ে এমনভাবে উঁচু হয়ে জমে যেতে লাগল যে, দরজার সামনের রাস্তাগুলো সংকীর্ণ ঢালু পথের মতো দেখাতে লাগল। মনে হল যেন, মাটির ওপরে কতকগুলো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এতো বেশি ঠাণ্ডা পড়তে কিংবা এতো বেশি বরফ পড়তে কেউ কখনো আগে দেখে নি।

প্রতিবেশীদের বাড়িতে কেউ বড় একটা যাওয়া-আসা করে না। ডিসেম্বর মাসে চাষবাসের কাজকর্ম নেই। লানা ভেবেছিল যে, এই সময়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে একবার। কিন্তু এইসব দেখেশুনে যাওয়ায় আশা

ত্যাগ করেছে সে। বরফে আবৃত নদীর ওপর দিয়ে স্ট্যানউইক্স দুর্গে রসদ আনতেও দু'দিন করে সময় লাগছে। দু'একবার এমন ব্যাপারও ঘটেছে যে, ঘোড়াগুলো যেখানেই ভেঙে পড়েছে সেখানেই বরফের মধ্যে জমে রয়েছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি।

মিসেস ম্যাকক্লেনারের ওখানে গোলাঘরের পাশে খড়গুলোকে আগে থেকে গাদা করে রেখে দিয়েছিল বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছে গিল। ভীষণ ভাবে বরফ পড়তে শুরু করার পরে এগুলোকে সে বন থেকে কিছুতেই সংগ্রহ করে আনতে পারত না।

সারাটা দিনই গিল, লানা, মিসেস ম্যাকক্লেনার আর বাচ্চা দুটো একসঙ্গে ঘন হয়ে বসে থাকে চুল্লীর সামনে। নিগ্রো মেয়েটার গায়ের রঙে একটা পরিবর্তন এসেছে। মনে হয় যেন গায়ের চামড়া ধূসর হয়ে গিয়েছে। আর তার তলায় যেন বাদামী রঙের চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা দাগ। পায়ে এমন হাজা হয়েছে যে, প্রায় হাঁটতেই পারছে না সে। খামার ছেড়ে একদিনের জন্যও বাইরে যায় নি জো বোলিয়ো। এই রকম ঠাণ্ডায় কোনো শত্রুর দল যে এখানে এসে হানা দিতে পারে তেমন কথা ভাবা অসম্ভব। কিন্তু আলস্যে সময় কাটাতে পারছে বলে খুবই সন্তুষ্ট বোধ করছে সে।

"সেনেকাদের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, ওদের জন্য এক ছটাক খাদ্যও আর নেই। বাজি রেখে বলতে পারি ব্যাটারা কুকুর-বেড়ালের মতো মরছে।" এই কথাটা ভাবতে সকলেরই ভাল লাগল।

শুধু এক ঝঞ্ঝাটের কথাই ভাবছে বোলিয়ো। কাঠ আনবার জন্য গিলকে সাহায্য করতে হবে। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কেটে রেখেছিল ওরা। ঠেলতে ঠেলতে সেগুলোকে সামনের দরজায় এনে রেখেছে। গুঁড়ি থেকে যে-সব টুকরো বেরিয়েছিল সেগুলো দিয়ে চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়েছে ওরা। এক ঘণ্টা পর পর উঠে গিয়ে এক-একটা করে গুঁড়ি টেনে এনে আগুনের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে। সারারাত এইভাবে চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হল। পালাক্রমে সকলকেই নজর রাখতে হল যে, আগুনটা নিবে যায় কি না।

তা সত্ত্বেও রান্নাঘরে এতো ঠাণ্ডা যে, লানার পক্ষে চরকা কাটা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দুপুরবেলা মাঝে মাঝে যখন সূর্য ওঠে তখনই শুধু চরকা

কাটতে পারে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে রইল সবাই। শীতের সময় মিসেস ম্যাকক্লেনারের যেন আরো বেশি বয়স বেড়ে গিয়েছে। আগুনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকেন তিনি। শেষ পর্যন্ত লানার কথাই তাঁকে মেনে নিতে হল। রান্নাঘরে বিছানাটা নিয়ে এলেন তিনি।

শুধু অ্যাডামই বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কখনো এল্ডরিজে গিয়ে ঢুঁ মেরে আসে, কখনো বা ডেটনে যায় কর্তব্য সম্পাদন করতে। অন্যান্যের মতো ঠাণ্ডায় সে কাবু হয় নি। অ্যাডাম ছাড়া অন্য কেউ আর শিকার করতে যায় না। কিন্তু শিকার পাওয়াও মুশকিল হয়েছে। দু'একটা হরিণ যখন পায় তখন দেখে যে, হরিণের গায়ে মাংস নেই। হরিণগুলো রোগা হয়ে গিয়েছে। সেই জন্য হরিণের মাংস পুরনো চামড়ার মতো স্বাদহীন।

মনে হচ্ছে হাওয়া চলা বুঝি কোনদিনই বন্ধ হবে না। শোঁ শোঁ শব্দে সর্বক্ষণই বয়ে চলেছে। রাত্রিবেলা যখন উত্তর দিক থেকে হাওয়া চলতে থাকে তখন ওরা আধ মাইল দূরের উঁচু উঁচু শৈলশিরার ওপর থেকে পাইন গাছের তর্জন গর্জন শুনতে পায়। কিন্তু কখনো-সখনো রাত্রিতে যদি আওয়াজ না থাকে, তা হলে তুষারাবৃত গাছের ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ আসে কানে। অন্ধকার রাত্রে অতো ঠাণ্ডার মধ্যে সেই শব্দটা শুনতে আরো খারাপ লাগে।

গোলাবাড়িতে গরু, বাছুর আর ঘোড়াটার চারদিকে প্রাচীরের মতো ঘেরাও করে দিয়েছে গিল। রাত্রিবেলা যে-সব গোবর জমে থাকে তাই দিয়ে প্রতিদিনই সে বেড়ার ওপরটা লেপ্টে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোবরের ওপর বরফ জমে যায়। তিনটি প্রাণীই গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেড়ার লোমের মতো গায়ের লোমগুলো কুঞ্চিত ও অমসৃণ। দুধ দোয়ানো একটা প্রাণান্তকর ব্যাপার। খালি হাতে দুধ দোয়ায় গিল। গরুর বাঁট থেকে বিন্দুমাত্র উষ্ণতা লাগে না হাতে। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগেই দুধ জমে গিয়ে বরফ হয়ে যায়।

কিন্তু বরফ পড়ার জন্য ওরা যে নিরাপদ বোধ করছে সেটাই ছিল একটা সান্ত্বনার ব্যাপার। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন

ঘটতেই ওরা ভাবল যে, এবার আরো বেশি বরফ পড়বে। একটা সপ্তাহ অস্বস্তির মধ্যে আশা করে বসে রইল সবাই। শেষ পর্যন্ত খুব পুরু হয়ে বরফ পড়তে লাগল। হাওয়াও গেল থেমে। নায়েগ্রা আর ওদের মধ্যে নিরাপত্তার একটা বরফের প্রাচীর তৈরী হল।

ওদের রক্ষাকল্পে সময় মতো বরফ পড়ল বটে, কিন্তু ওনাইদা ইণ্ডিয়ানরা তাতে রক্ষা পেল না। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখে অনানডগা উপজাতির সমগ্র বাহিনীটা ওনাইদা ক্যাসেলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসল। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকজন শ্বেতকায় লোক, কায়ুগা ও সেনেকাদের একটা দল। জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীরা এ সম্বন্ধে কোনো খবর রাখত না। ওরা শুধু জানত যে, বরফে অর্ধেক জমে যাওয়া এক দল ইণ্ডিয়ান—পুরুষ, স্ত্রীলোক আর ছেলেপেলে এবং কয়েকটা অভুক্ত কুকুর ডেটন দুর্গে এসে আশ্রয় ও খাবার চেয়েছিল। দু'দিন পর্যন্ত দুর্গে ভিড় করে তারা মজুত খাদ্যের ওপর ভাগ বসাচ্ছিল। তারপর বেলিঙ্গার কোনোরকমে তাদের স্কেনেকটাডিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওদের শহরটাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে হানাদাররা কানাডার দিকে চলে গিয়েছে।

অ্যাডাম ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বুড়ো ব্লু ব্যাককে দেখতে পেল সেখানে। ঠাণ্ডায় বুড়োর গালের ওপরে বহু বর্ণের চিত্রের মতো দাগ পড়ছে। কম্বল জড়িয়ে মাটির ওপর বসে বসে সে দেখছিল যে, বউ তার গরম গরম জইয়ের মণ্ড তৈরি করছে। বড় সন্তান দুটি তার গায়ের সঙ্গে লেগে বসে রয়েছে। কোলের বাচ্চাটা বাদামের মতো কুঞ্চিত অবস্থায় স্ত্রীলোকটির পিঠের ওপর ঝুলছে। চোখ দুটো তার ভীষণ বড় বড়। কোনো কথা না বলে অ্যাডামের কাছ থেকে তামাক গ্রহণ করল ব্লু ব্যাক।

"স্কেনেকটাডিতে ওরা তোমাদের নিশ্চয়ই দেখাশোনা করবে।" উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করল অ্যাডাম।

"নিশ্চয়ই। বেশ ভাল।" বলল বটে, কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস করল না বুড়োটা। তামাক টানতে লাগল সে। অ্যাডামের ঘাড়ের ওপর দিয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডের কর্দমাক্ত বরফের দৃশ্যটা দেখছিল। "বনের অবস্থাটা

একবার নজর করো", বলল ব্লু ব্যাক, "ওখানে আরো বেশি করে বরফ পড়ছে। পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা।"

"কাছাকাছি যদি থাকতে তুমি ভাল হতো, ব্লু ব্যাক। আমাদের সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহের কাজে বেরুতে পারতে।"

"হ্যাঁ, হয়তো ভাল হতো," তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ব্লু ব্যাক জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখন মার্টিনের ওখানে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

ব্লু ব্যাক তার নোংরা হাতটা শার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন একটা হাত দিয়ে ধরল।

"এটা ওকে দিয়ে দিয়ো। ভাগ্য খুললো না।" এই কথাগুলো অ্যাডামকে বলতে যাচ্ছিল সে। তারপর ময়ূরের পালকটা হাতে ঠেকতেই ওর মনে হল যে, শ্বেতকায় লোকেদের উপনিবেশে এটা হয়তো ভাগ্যের সূচনা করতে পারে।

উদাস দৃষ্টিতে মাথাটা নাড়াতে লাগল সে। বিড়বিড় করে করে বলল, "চেয়ে ত্মাখো কী রকম বরফ পড়ছে বনে।"

সেদিন বিকেলবেলা ব্লু ব্যাকের কাছে যা যা শুনে এল অ্যাডাম, সবই এসে বেলিঞ্জারকে বলল সে। বেলিঞ্জার তখন গভর্নর, জেনারেল ক্লিনটন আর স্কাইলারকে চিঠি লেখল। তিন সপ্তাহ পরে জবাব পেল সে। চিঠি পড়ে বেলিঞ্জার বুঝতে পারল যে, তিন জনেরই মেজাজ খুব বিগড়ে গিয়েছে এবং রেগে গিয়েছে তাঁরা। গত শরৎকালে ইণ্ডিয়ানদের শহরগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। শহরগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসেছে তারা। বহু বছর পর্যন্ত যে ইণ্ডিয়ানরা আর মাথা তুলতে পারবে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাংঘাতিক ক্ষতি স্বীকার করে এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হয়েছে তাদের। ক্ষতির ব্যাপারে এই অভিযানটার সঙ্গে অন্য কোনো অভিযানের তুলনাই হয় না। শুধু সীমান্ত রক্ষার জন্যই দশ লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়েছে। সাধারণ দু'-একটা কৃতজ্ঞতার কথা যে বেলিঞ্জারের লেখা উচিত ছিল সে সম্বন্ধে তাঁদের চিঠিতে উল্লেখ ছিল। বেলিঞ্জারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, এইভাবে যদি সর্বদাই ভয় আর ভিত্তিহীন বিপদাশঙ্কার মধ্যে বাস করে তারা তা হলে জণসাধারণের আত্মবিশ্বাস কোনা-

দিনই ফিরে আসবে না। এর ফলাফলটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। অলব্যানির কর্তৃপক্ষ ভাবছেন যে, এখন থেকে সীমান্তের উপনিবেশগুলির অধিবাসীদেরই আত্মরক্ষার উপায়ের ওপর নির্ভর করতে হবে।

জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীরা বসন্তের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ম্যাকক্লেনারের আস্তানায় (১৭৮০)

॥ ১ ॥

জেকব ক্যাসলারের ট্যাক্স সমস্যা

গোলাবাড়িতে খানিকটা খড় নিয়ে এল গিল। খড় যা মজুত করে রেখেছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। শুধু এক ঝুড়ি খড় তিনটি প্রাণীকে ভাগ করে খেতে দেয় সে। ওদের যে শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে তা ওদের দেখেই বোঝা যায়। ঘোড়াটা রোগা হয়ে গিয়েছে। জো যেমন বলে যে গরু আর বাছুরটার পেছনের হাড়গুলো এমনভাবে বেরিয়ে পড়েছে যে, হাড়ের মুখে দুধের বালতিটা ঝুলিয়ে রাখা যায়।

উঠোন পার হয়ে কে যেন নরম বরফের ওপর দিয়ে গোলাঘরের দিকে আসছিল। তার বুটজুতোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল গিল। দরজা খুলে গেল আর ভিতরে এসে ক্যাসলার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আছ নাকি মার্টিন ?"

"আছি। ঘোড়া আর গরুদুটোকে খাওয়াচ্ছি। চলে এসো।"

ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ক্যাসলার চলে এল গিলের কাছে। গোলাঘরের ভেতরে আলো অত্যন্ত ক্ষীণ। গোধূলির আলোর মত আবছা আর ধূসর। সেই জন্য পশুগুলোকে আরো বেশি রোগা দেখাচ্ছে।

"কেমন আছ তোমরা ?" জিজ্ঞাসা করল গিল।

"আমরা বেশ ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ ?"

"ভাল।" আঁকশির গায়ে হেলান দিয়ে প্রতিবেশীর দিকে দৃষ্টি ফেলল সে। প্রতিবেশী হিসেবে ক্যাসলার বেশ ভাল, যদিও খুব বেশি দেখা হয় না তার সঙ্গে। লোকটি কৃশ। আন্তরিকতার অভাব নেই। ধীরে ধীরে কথা বলে আর খুব পরিশ্রমীও বটে। নদীর ওপারে নিজের সেই পুরনো জায়গাতেই নতুন করে ছোট্ট একটা ক্যাবিন তৈরি করেছে। তার মধ্যেই স্ত্রী, দুটি যুবতী মেয়ে আর তিন বছর বয়সের ছেলেটা শীত কাটিয়েছে।

"চলাফেরা করতে ভারি অসুবিধে হচ্ছে," মন্তব্য করল সে। বলল, "মনে হচ্ছে যেন খুব তাড়াতাড়ি বরফ গলে যাচ্ছে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছিল।"

দু'জনেই নিঃশব্দে মিনিট কয়েক ব্যাপারটা সম্বন্ধে চিন্তা করল। তারপর ক্যাসলার জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি শিগগীর দুর্গে চলে যাচ্ছ আবার?"

"এখনো কিছু স্থির করি নি। যেতে বাধ্য না হলে মিসেস ম্যাকক্লেনার খামার ছেড়ে অন্য কথাও যেতে চান না।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে ক্যাসলার বলল, "মহিলাটির ভর-ডর বলে কিছুই নেই। তাই না?"

"হ্যাঁ। তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে একেবারেই ইচ্ছে নেই আমার। সম্প্রতি শরীরটা তাঁর ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই অসুখবিসুখ হচ্ছে।"

"আমার নিজেরও স্থান ত্যাগ করবার ইচ্ছে নেই। এই বছর ফসল লাগাবার জন্য জমি প্রায় তৈরি করে ফেলেছিলাম। এখন কি হবে জানি না।"

গিল বুঝতে পারছিল ক্যাসলার যা বলতে এসেছে তার পুরোটা এখনো প্রকাশ করে নি।

"শোনো," বলল গিল, "বিপদের যদি সত্যিসত্যি আশঙ্কা থাকে তা হলে তোমরা সবাই কেন এখানে এসে আশ্রয় নাও না? আমরা সবাই মিলে শত্রুদের ঠেকাতে পারব। এই জায়গাটা ক্লকের দুর্গের মতো মজবুত।"

"তা ঠিক," বলল ক্যাসলার, "কিন্তু উনি কি মনে করবেন? তাঁর যদি আপত্তি থাকে?"

"তুমি মিসেস ম্যাকক্লেনারের কথা বলছ? না, তিনি আপত্তি করবেন না।"

"আমার অবিশ্যি মনে হয় না বিপদের কোনো আশঙ্কা আছে। তাই নিয়ে সত্যিই আমি ভাবছি না মার্টিন। তাঁর কি কোনো ঝামেলা নেই? ট্যাক্স সম্বন্ধে কোনো কাগজপত্র পান নি তিনি?"

"ট্যাক্সের কাগজ?" কথাটার পুনরাবৃত্তি করল গিল, "না, এসম্বন্ধে কোনো কথাই আমি শুনি নি।"

"তা হলে ওরা এখনো নদীর এপারে এসে পৌঁছয় নি। হারকিমার হয়ে

ওরা আজ দুপুরবেলা আমার ওখানে এসেছিল। আমার ওপরে নোটিশ দিয়েছে। বুঝলে, অলব্যানিতে যে ট্যাক্স আদায়ের আইন পাস করেছে এটা হচ্ছে গিয়ে সেই ব্যাপার। ট্রায়ন কাউন্টি থেকে ওদের আশি হাজার ডলার ট্যাক্স আদায় হবে। জার্মান ফ্ল্যাট থেকে যে কতো আদায় করবে তাও আমায় বলেছিল। কিন্তু ভুলে গিয়েছি। আমায় কতো দিতে হবে আমি তা জানি।" কঠোর মূর্তি ধারণ করে কথাটা শেষ করল ক্যাসলার।

"কতো দিতে হবে তোমায় ?"

"এক শ সাতাত্তর ডলার আটচল্লিশ সেণ্ট !" হঠাৎ সে ঠোঁট দুটো বন্ধ করে গিলের দিকে তাকাল।

"কতো বললে, ক্যাসলার ? এক শ সাতাত্তর ডলার ?"

"হ্যাঁ। তার সঙ্গে আরো আটচল্লিশ সেণ্ট। বলতে পারো এই আট-চল্লিশ কি কাজে লাগবে ওদের ?"

"কিন্তু তুমি তো অতো টাকা দিতে পারবে না !"

"তা আর তোমায় বলতে হবে না, মার্টিন। এমন কি আটচল্লিশ সেণ্টও নেই আমার।"

"ওরা তোমার কাছ থেকে জোর করে আদায় করতে পারে না।"

"নোটিশে লেখা রয়েছে যে, আমি যদি নগদ অর্ধেক টাকা এখন, আর বাকী অর্ধেকটা দু'মাসের মধ্যে না দিই তা হলে ওরা নিজেরা আসবে আদায় করতে। আমার গরুঘোড়া যা আছে সব ধরে নিয়ে যাবে। আমার তো আছে শুধু একটা গরু। সেটাও এখন দুধ দিচ্ছে না। অনাদায়ী ট্যাক্সের জন্য আমার জমিজমা বাজেয়াপ্ত করবে।"

গিল আবার বলল, "তা ওরা করতে পারে না, ক্যাসলার।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে ক্যাসলার বলতে লাগল, "ট্যাক্স আদায়কারীটি আমায় বলল যে, গত বছরের সেনাবাহিনীর খরচের বাবদ ট্যাক্স আদায় করছে ওরা। সেনাবাহিনীর অভিযানের ফলে আমাদের নাকি উপকার হয়েছে। সে বলল যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা যা দেয় তার চেয়ে কম ট্যাক্স ধার্য করেছে আমাদের ওপর। কিন্তু তা সত্বেও টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। যা ন্যায্য তাই আমি করতে চাই, অথচ দিতে পারি না।" কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলে সে-ই বলল, "তবু কর্তব্য করতে দ্বিধা করব না আমি! সৈন্য-

সমাবেশে যোগ দেব। এপর্যন্ত কোনো দিনই অনুপস্থিত হই নি। কিন্তু ওরা যদি আমার জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে তা হলে আমার পরিবারের সবাই না খেয়ে মরবে। আমি ভেবেছিলাম যে, বস্টনের লোকেরা যখন এই যুদ্ধটা শুরু করেছে তখন আমাদের ট্যাক্স দিতে হবে না।"

সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল গিল। প্রমাণ করবার চেষ্টা করল যে, জার্মান ফ্ল্যাটের কারোই দু'-চার টাকার বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বেশির ভাগ লোকই ক্যাসলারের মতো এক সেণ্টও দিতে পারবে না। গোটা সম্প্রদায়টাকে ধ্বংস করবার ক্ষমতা এমন কি কংগ্রেসেরও নেই। কোথাও একটা ভুল হয়েছে বলে ভাবল গিল।

"তোমাকে যা বললাম তার মধ্যে ভুল কিছু নেই। সবই ঐ কাগজটাতে লেখা আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি ডিয়ারফিল্ডের জমির জন্য তুমিও নোটিশ পাবে। ছাখো, নিশ্চয়ই তুমি পাবে। ঘরে নগদ টাকা কিছু নেই। এমনিতেই বসন্তকালের জন্য আলুবীজ কিনতে হবে আমায়। শুধু পঁচিশ সেণ্ট আছে আমার কাছে।"

"তোমায় খানিকটা আলুবীজ আমি দেব। দিতে পারলে খুশীই হবো আমি। আমার যা দরকার তার চেয়েও বেশি আছে। ক্যাসলার, তোমার আলুবীজগুলো কি বরফ জমে নষ্ট হয়ে গিয়েছে?"

ক্যাসলার বলল যে, গত শরৎকালে মাটির তলায় ঘর করে বীজগুলো রেখে দেওয়ার সময় পায় নি সে। চিমনির পাশে বস্তায় ভরে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও বরফ জমে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ক্যাসলার দরজার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াতেই গিল বলল, "এখানে চলে আসবার সম্বন্ধে আমি যা বললাম ভেবে দেখো।"

"ধন্যবাদ," বলল ক্যাসলার, "তোমার দয়ার কথা মনে রাখব। কিন্তু এই বসন্তে ইণ্ডিয়ানরা হানা দেবে বলে মনে হয় না আমার।"

দরজায় দাঁড়িয়ে গিল দেখল, নরম বরফের ওপর দিয়ে ক্লান্তিভরে নদীর দিকে হেঁটে যাচ্ছে ক্যাসলার। আসবার সময় যে-সব পায়ের দাগ ফেলে এসেছিল সেগুলো নদীর ওপর এবং ওপারে ফ্ল্যাট পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর্দ্রতার জন্য মাঠের ওপর প্রতিটি পদচিহ্ন বেগনী রঙের ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। পদচিহ্নগুলো মাঠ পার হয়ে একেবারে ছোট ক্যাবিনটা পর্যন্ত

গিয়ে পৌছেছে। ক্যাবিনের সরু চিমনি দিয়ে আঁ[illegible]ভাবে সুতোর মতো ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

বাকী দিনটা ক্যাসলার আর তার ট্যাঙ্কের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করল গিল। রাত্রিতে খেতে বসবার আগে মিসেস ম্যাকক্লেনারকে কথাটা বলল সে। অ্যাডাম বাড়ি নেই। সে হয়তো মেয়েদের সন্ধানে বেরিয়েছে। বসন্তকাল আসবার এক মাস আগেই ওর মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জো বোলিয়ো ঘরে ছিল। এক কোনায় বসে লানা যে বাচ্চাটাকে মাই খাওয়াচ্ছিল সেই দিকে তাকিয়ে ছিল সে। প্রথমে খুবই বিব্রত বোধ করছিল জো। ঠাণ্ডার জন্য বাধ্য হয়েই রান্নাঘরে দুধ খাওয়াতে এসেছে লানা। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল বোলিয়ো। কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন যে, এরকম হাস্যকর কাজ তার না করলেও চলবে। ছেলেবেলায় জো-কেও একদা মায়ের বুক থেকে দুধ খেতে হয়েছিল নিশ্চয়ই।

লানা আর ছেলেটা মিলে যে-ভাবে কাজটা করে চলল তাই দেখে নানারকমের কল্পনা ঢুকে পড়ল জো-র মাথায়। দুধ খাওয়াবার সময়টাতে কেন ওর বাড়ি ফিরে আসা উচিত সেই সম্বন্ধে অনেক রকমের যুক্তি খাড়া করতে লাগল সে। ধবধবে সাদা স্প্রিং-এর মতো নরম নিটোল স্তনটিতে কি যেন একটা আছে। বাচ্চাটা যেভাবে আনাড়ির মতো স্তনটিকে নিয়ে দস্যিপনা করছে তাই দেখে জো-র কল্পনা খানিকটা নিস্তেজ হয়ে এল এবং ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে যেন ঝিমিয়ে পড়ল একটু। মেঝের ওপর বসে শুধু মাথার খুলিটা নাড়াতে নাড়াতে কল্পনা করতে চেষ্টা করল যে, সে নিজে যখন ঐ রকমের কাজ করত তখন না জানি কেমন লাগত দেখতে।

উঁচু হেলানওয়ালা বেঞ্চির ওপর একটা কম্বল দিয়ে পা ঢেকে গিলিকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। কেউ যদি ওকে ধরে না বসে থাকে তা হলে সে কোলের শিশুটার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ভীষণভাবে চিৎকার করতে শুরু করে দেয়। গরুর দুধ মুখে তুলতে চায় না গিলি। বয়স যদিও মাত্র দু' বছর, মিসেস ম্যাকক্লেনার বলেন যে, তা সত্ত্বেও ছেলেটার মধ্যে পরিণত বয়স্ক পুরুষদের মতো প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে।

নিগ্রো মেয়েটা খট্‌খট্ করে চুল্লীর কাছ থেকে হেঁটে এসে টেবিলের ওপর জিনিসপত্র রাখছে। বড়দের জন্য খাবার তৈরি করছে সে। মজুত ভুট্টা যা ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বাদবাকীটুকু সেদ্ধ করেছে ডেইজি। ভুট্টা সেদ্ধ, এক টুকরো ছ্যাতলা-ধরা পাউরুটি আর খানিকটা লবণ-জারিত শুয়োরের মাংস নিয়ে এল সে।

মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে হাঁটতে গিয়ে চাপা গোঙানির একঘেয়ে স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে ডেইজি। মনে হয় যেন, এখনো সে শীতকালের সেই পায়ে হাজা হওয়ার দরুন কষ্ট পাচ্ছে বুঝি।

চালাঘরটাতে গিলের পায়ের শব্দ পেতেই এরা বুঝতে পারল, সকলকে এবার তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে হবে। মাথা নীচু করে লানা দেখল যে, স্তনের বোঁটার ওপর বাচ্চাটার ঠোঁট দুটো নিস্তেজভাবে পড়ে রয়েছে। জামার ভেতর স্তনের বোঁটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল লানা।

"প্রচুর খেয়েছে," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "রাক্ষসের মতো সবটুকু চুষে নিয়েছে। আর যদি খেতে দাও তা হলে তোমার হাড় পর্যন্ত চাটতে আরম্ভ করে দেবে।"

দরজায় দাঁড়িয়ে গিল ওদের লক্ষ্য করছিল। মুখের ভাবটা ওর শান্ত আর তীক্ষ্ণ। লানা বাচ্চাটাকে দোলনায় নিয়ে শুইয়ে দিল। গিলি বিধবাটির কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে মায়ের পেছনে পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগল। ডেইজি তাকে কোলে তুলে লোফালুফি করে আদর করতে করতে নিয়ে গেল ওখান থেকে। ফিসফিস করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল সে, "সোনা-মণি আমার।" ভীরুর মতো চোখ দুটো ওপর দিকে তুলে জো বলল, "গুড ইভনিং গিল। খবর কি?"

"ক্যাসলারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার।"

ট্যাক্সের নোটিশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথাগুলো বলে ফেলল গিল। তারপর মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে চেয়ে বলল, "ক্যাসলারের কাছ থেকে যদি অতো বেশি ট্যাক্স আদায় করতে চায় তা হলে এখানে নিশ্চয়ই তিন শ ডলার চাপিয়ে দেবে।"

পুরনো দিনের মতো নাক দিয়ে ভোঁস ভোঁস শব্দ করলেন মিসেস ম্যাক-ক্লেনার। বললেন তিনি, "আমি দেব না গিল। প্রথম কারণ হচ্ছে দিতে

পারব না। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যদি দিই তা হলে আমায় নরকে যেতে হবে।"

উচ্চ ও তীক্ষ্ণ আনন্দধ্বনি করে জো বলে উঠল, "হুরা !" নাকের তলা দিয়ে জো-র দিকে চেয়ে বিধবাটি জিজ্ঞাসা করলেন, " এর মানে কি ?"

অর্ধ-ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো দাঁত বার করে হাসতে হাসতে জবাব দিল জো, "ভাবছিলাম যে, ওরা যদি আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে আসে তা হলে মজা দেখব আমি।"

দ্বিতীয়বার ভোঁস ভোঁস শব্দ করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। তারপর বললেন, "সত্যিই যদি আসে ওরা তা হলে কি যে করব আমি জানি না। আমার স্বামী যা নগদ রেখে গিয়েছিলেন তা প্রায় সবই খরচ হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস যতদিন না এই নতুন মুদ্রা ছাপতে আরম্ভ করেছিল ততদিন পর্যন্ত আমি ভাবতাম যে, টাকা যা আছে তাই দিয়ে আমার কবরে যাওয়ার খরচও কুলিয়ে যাবে।"

জো সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল, "মনে হয় আপানাকে এ জায়গা ছাড়তে হবে না।"

"ওরা বোধহয় সৈন্য পাঠাবে। পাঠালেও আমার কিছু করবার উপায় নেই।"

"সেই জন্যই বলেছিলাম এখানে থাকলে মজা দেখতে পারব। আমি ভাবছিলাম অ্যাডাম আর আমার কথা। আমাদের নিয়ে কি করে তাই দেখব। মনে হয়, ভারি মজা হবে।"

"তুমি একটি নির্বোধ, জো," লম্বা মুখটা তাঁর একটু নরম হয়ে এল, "তুমি একটি হ্যালাক্ষ্যাপা আর কুঁড়ে ধরনের বুদ্ধু।"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।" দাঁত বার করে হেসে উঠল জো।

টান মেরে শালটা ঘাড়ের ওপর তুলে মিসেস ম্যাকক্লেনার উঠে দাঁড়ালেন; তারপর হাঁটতে হাঁটতে টেবিলে গিয়ে বসলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গীটা দেখলে এখন করুণার উদ্রেক হয়। পূর্বের সেই তেজের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখের সতেজ ভঙ্গীটা বজায় রয়েছে এখনো।

সেদ্ধ ভুট্টার মণ্ডের পাত্রটার সামনে মাথা নিচু করে বসলেন তিনি। "হে প্রভু, আমরা যা এখন গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেই খাদ্যের জন্য তোমার কাছে

আমরা কৃতজ্ঞ। খ্রীষ্টের নাম স্মরণ করে খেতে আরম্ভ করি আমরা," ফিক্‌ফিক করে হেসে উঠে তিনি বললেন, "বুঝলে জো, ঐসব আমেরিকান সৈনিকরা এখানে এলে তাদের সঙ্গে তোমার আর অ্যাডামের বেশ ভাল একটা পার্টি জমে উঠবে।"

"তথাস্তু—আমেন," বলল জো। প্রার্থনার অনুষ্ঠানের আমোদ উপভোগ করতে করতে বলল সে, "হ্যাঁ, বেশ জমে উঠবে।"

"কিন্তু ঐ বেচরীর জন্য দুঃখ হয় আমার। ওর বোধহয় দুর্দশার আর অন্ত নেই।"

মুখ থেকে চামচেটা বার করে আনল জো।

"ক্যাস্‌লার চিরকালই একটি সাধুচরিত্রের গবুচন্দ্র।" মন্তব্য করল সে। বাটির মধ্যে চামচেটা ডুবিয়ে দিয়ে ভুট্টার মণ্ড তুলে নিয়ে একজন রুচিবাগীশের মতো সুন্দরভাবে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে লাগল জো। আর গিল সেই সময় বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পরের সপ্তাহে একদিন একটি লোক এসে মিসেস ম্যাকক্লেনারের ওপর ট্যাক্স য়ের নোটিশ জারী করে গেল। নোটিশটাকে একটা নিখুঁত দলিল বলা লে। তালিকা যা তৈরি করেছে তার মধ্যে রয়েছে একটা পাথরের বাড়ি, ালভাবে মেরামত করা একটা কাঠের গোলাবাড়ি, তিনটে গরু, দুটো ঘোড়া, অকর্ষিত কৃষিযোগ্য চল্লিশ অ্যাকর জমি, ষাট অ্যাকরের বনভূমি, আর দেবদারু গাছের কুড়ি অ্যাকর বাগান। লোকটির সামনেই তালিকাটা পড়তে লাগলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় তাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। 'মেলশিয়র ভোলৎস্‌," বললেন তিনি, "এই নোটিশটা আমার ওপর জারী করবার সাহস পেলেন কি করে? আমাকে চার শ ডলার দিতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।" সন্দিগ্ধ ভাবে বলল ভোলৎস।

"তা হলে আমি বলব যে, অ্যাবসালোমের গাধাটার চেয়েও আপনি একটি বড় গাধা। আমার গোলাবাড়িটা কোথা দেখান তো? ভালভাবে মেরামত করা কাঠের বাড়িটাই বা কই? বলুন?"

"সেটা আমার কাজ নয়," অস্পষ্টভাবে ভোলৎস বলল, "আমার কাজ শুধু নোটিশ জারী করা। এক্ষুনি তো আর ট্যাক্স আদায় করছি না।"

"তাই ভাল," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "ট্যাক্স আদায় করতে চাইলে অ্যাবসালোমের সেই গাধাটার মতো গলাধাক্কা খেতেন।" চিমসে গাল দুটি তাঁর একটু লাল হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আধবোজা চোখে ভোলৎস-এর দিক তাকিয়ে রইলেন তিনি। দু'জনেই চুপ করে ছিলেন। তারপর মিসেস ম্যাকক্লেনার নাক দিয়ে শব্দ করলেন একবার।

"হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার বরং এখন চলে যাওয়াই ভাল। এল্ডরিজে যেতে হবে আমায়।" কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে এল লোকটি। গিলকে এসে বলল, "ভদ্রমহিলাটি খুবই মুশকিলে ফেলে দিয়েছিলেন আমায়। কাজটা আমি শখ করে করছি না। এই কাজ করার জন্য আমার নিজের ট্যাক্স খানিকটা কমে যাবে।"

"সেই জন্য করছেন ?"

"কিছু একটা কাজ তো আমায় করতেই হবে। সত্যি কি না বলুন ?"

"তা হলে বলব যে, এখানে আর দ্বিতীয়বার আসবার কাজটি করবেন না দয়া করে। অ্যাডাম এখানে থাকলে মুশকিলে পড়তেন। সে হয়তো কাঁটাওয়ালা আপেল গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে আপনাকে তাড়া করত।"

"অ্যাডাম হেলমারের সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না আমি। অবিবাহিত লোকদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করছি না।"

"বলুন তো পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকা আর হারিয়ে যাওয়া শুয়োরের ওপর ট্যাক্স ধার্য হয়েছে কিনা ?" জানতে চাইল জো বোলিয়ো।

বোলিয়োর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে ভোলৎস উঠোনটা পার হয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল। এরা দু'জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল লোকটি ধীরে ধীরে কিঙসরোডের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপর বাড়ির ভেতর চলে এল গিল আর জো।

"ওরা কি করেছে আমি বাজি রেখে বলে দিতে পারি," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "ওরা সেই রাজার আমলের পুরনো তালিকাটা খুঁজে বার করেছে।" এই বলে কাগজখানা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

"আহা সত্যিই ভাল কাজ করলেন!" আন্তরিকভাবে বলে উঠল জো।

একদিন সকালবেলা নদী পার হয়ে চলে এল ক্যাসলার। এসে শুনল যে, মিসেস ম্যাকক্লেনার ট্যাক্সের কাগজখানা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। তাতে একটু উৎসাহ বোধ করল সে। তারপর মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "উনি হচ্ছেন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ। মামলামকদ্দমা লড়তে পারবেন।" গিল ঠিক বুঝতে পারল না কি ভাবে ওকে আশ্বাস দিতে পারে। চিনি তৈরির কথা নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্ট করল। কিন্তু এই সম্বন্ধে আলোচনা করে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা ছিল না ক্যাসলারের। সে শুধু বলল যে, মেইপল্ গাছে এখনো রস জমছে এবং পরের সপ্তাহে চিনি তৈরি করবে বলে ভেবে রেখেছে।

"তোমার বরং আমাদের এখানে এসে গাছ থেকে চিনি তৈরি করা ভাল।" বলল গিল।

"অনেক দূর হয়ে যায়।" বলল ক্যাসলার।

দুপুরের একটু আগেই ফিরে গেল সে। আশাহত আর তিক্ত বিরক্ত মানুষের মতো হেঁটে যাচ্ছিল ক্যাসলার।

সেদিন বিকেলবেলা আবহাওয়া বেশ গরম আর স্বচ্ছ হয়ে গেল। নিজে থেকেই বরফ পড়ে যাচ্ছিল। উইলো গাছের গুঁড়িগুলোর গায়ে পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। ওপর দিকের পল্লবগুলো সূর্যের আলোয় পেতলের বর্শার মতো চক্চক্ করছে। হাওয়া নেই, রোদের উত্তাপ এতো আরামদায়ক যে, বাইরে গিয়ে বরফ থেকে একটা ট্রাউট-মাছ ধরে আনতেও আলস্য বোধ করছে জো।

তার বদলে সে এল্‌ম্ গাছের ছাল দিয়ে বিনুনির মতো দড়ি তৈরি করছিল। গিলের মাদী ঘোড়াটার সাজসজ্জার ছেঁড়া জায়গাগুলোতে তালি লাগানো দরকার। পেছন দিকে বাড়িটাও যেন ওদের মতো ঝিমুচ্ছে। একটা বাচ্চা নিজের মনে ঘ্যান ঘ্যান করে কেঁদে চলেছে। লানা আর ডেইজি কাপড়-চোপড় ধোয়ার কাজ করছিল।

"ঠিক এই মুহূর্তে," একটা দড়ি শেষ করে গিলের হাতে দিয়ে জো মন্তব্য করল, "আমি বাজি রেখে বলতে পারি বেট্সী স্মলের রান্নাঘরে চিত হয়ে শুয়ে আছে অ্যাডাম। কোনো কাজই সে করছে না। গিল, একটা গুলী ছোড়ার আওয়াজ হল !"

মুখ তুলে গিল জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় আওয়াজটা হল বুঝতে পারলে কি ?"

"ঠিক মনোযোগ দিয়ে শুনি নি।"

তু'জনের একজনও কেউ নড়ল না। "মনে হয় নদীর ওপার থেকে আওয়াজটা এল।" বলল জো। বেশ সাবধানে সে গাছের ছালটা নামিয়ে রাখল। গিল তার হাঁটুর ওপর ঘোড়ার সাজটা ধরে রেখেছে। ভ্যালিটা নীরব হয়ে আছে। উইলো গাছগুলো ছাড়িয়ে নদীর ওপর বরফগুলোকে ভেজা আর কাদার মতো থকথকে দেখাচ্ছে। প্রায় গলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। ওরা শুধু দেখল যে, হারকিমার তুর্গের ওধারে পাহাড়ের পাশ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেখানে সৈনিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে একদল লোক চিনি তৈরি করছিল।

ধীরে ধীরে ভ্যালির ওপর দিয়ে পুবদিকে দৃষ্টি ঘোরাল ওরা। ক্যাসলারের নতুন ক্যাবিনটার ছাদ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না ওদের। বাড়ির দেওয়ালগুলোর বেশির ভাগ অংশই গাছের পেছনে আড়াল করা। তা ছাড়া নতুন নতুন ঝোপও গজিয়েছে। কিন্তু রোদের জন্য বাড়িটার একটা কোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সেই কোনাটা ঘুরে একটা রাস্তা বরফের ভেতরে দিয়ে কুয়ো পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

ঐ রাস্তাটার ওপরে কে যেন নড়াচড়া করছিল। ক্যাসলারের সবচেয়ে বড় মেয়েটাই হবে। শণপাটের রঙের মতো চুল দিয়ে তুটো বিনুনি বাঁধে বলেই বুঝতে পারল ওরা। হাতে একটা বালতি নিয়ে মেয়েটা দৌড়াচ্ছিল। নরম বরফের ওপর দিয়ে একটু যেন টাল্ খেয়ে খেয়ে ছুটছিল। পেছন দিকে তাকাচ্ছিল না। চলকে চলকে বালতি থেকে জল পড়ে যাচ্ছিল। দেখতে অনেকটা চকচকে ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো লাগছিল। মেয়েটার হাবভাবের মধ্যে এমন কিছু একটা দেখতে পেল ওরা যার জন্য উঠে দাঁড়াল জো আর গিল। তারপর শুনল যে, কে যেন অস্পষ্টভাবে প্রায় ফিসফিস করে বলার মতো চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে।

মেয়েটা হঠাৎ পেছন দিকে চেয়ে বালতিটা ফেলে দিয়ে হাত গুটিয়ে দৌড়তে লাগল। খাটো পেটিকোটের তলা দিয়ে রোগা আর লম্বা পা দুটো দেখা যাচ্ছিল। বিনুনি দুটো পিঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়বার বন্দুকের আওয়াজ হতেই লাফ মারল মেয়েটা। বন্দুকের আওয়াজ সম্বন্ধে এবার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

পাক খেয়ে ক্যাবিনের কোনাটার ওপর ধাক্কা খেলে মেয়েটা। তারপর স্প্রিং-এর মতো ছিটকে এসে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল স্তূপীকৃত বরফের পাশে। মুহূর্তের জন্য দেহটা ওখানেই পড়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চিত হয়ে গিয়ে দেহটা গড়িয়ে পড়তে লাগল রাস্তা দিয়ে।

সবগুলো ঝোপের ভেতর থেকে বারুদের ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই চারদিকের ধোয়া মিলেমিশে এক হয়ে গেল। তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হল। দূরে লোকজনের তীব্র চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেল ওরা।

"ইণ্ডিয়ান," বলল জো, "তুমি ভেতরে যাও গিল। খড়খড়িগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে এসো। বন্দুকগুলো বার করে আনো। আমি এখানে রইলাম। দেখি ওরা ক'জন এসেছে।"

রান্নাঘরে কাপড়-চোপড় ধোয়ার কাজ বন্ধ করে লানা আর ডেইজি গামলার ওপর সাদা ও কালো হাত দুটো ঠেকিয়ে রেখে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাচ্চাটার ঘ্যানঘ্যানানি থেমে গিয়েছে। গিল যখন বন্দুক দুটো নামিয়ে নিয়ে এল মিসেস ম্যাকক্লেনার তখন বেঞ্চি থেকে উঠে পড়লেন।

"কোথায় গিল?"

"ক্যাসলারের বাড়িতে। লানা, বাচ্চাদের এখানে নিয়ে এসো। চুল্লীর কাছে মেঝের ওপর শুইয়ে রাখো ওদের। এখনো আমাদের থেকে দূরে আছে ওরা। জো বাইরে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে।"

বাড়ির ভেতর থেকে গুলীর আওয়াজটা মৃদু হাওয়ার ক্ষীণ শব্দের মতো এসে পৌঁছেছিল। এমন কি একটা কাঠঠোকরা পাখির আওয়াজও এর চেয়ে বেশি।

দ্রুতপায়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল জো। বলল সে, "ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা পঁচিশ কি ছাব্বিশ জন হবে। সঙ্গে তাদের তিনজন শ্বেতকায় লোকও আছে।"

"ক্যাসলারদের সাহায্য করত যাবে না ?"

"অনেক লোক ওরা। আমি যদি দুর্গে যাই তাতেও কোনো কাজ হবে না। আগুনটা নিবিয়ে দাও। আমাদের চিমনি দিয়ে যে ধোঁয়া উঠছে তা বোধ-হয় ওরা দেখতে পায়নি। হয়তো এই বাড়িটার কথা ভুলে গিয়েছে। না না। জল দিয়ে নিবিও না। খানিকটা গোবর নিয়ে এসে আগুনের ওপর চাপিয়ে দাও। অতো ভয় পেয়ো না, লানা। এখনো ওরা কেউ এখানে এসে হানা দেয়নি। আমি যতক্ষণে দুর্গে যাব সাহায্য চাইতে ততক্ষণে বিনাশকারীরা ওদের সকলকে মেরে-কেটে শেষ করে ফেলবে। ওরা যাতে আমাদের দেখতে না পায় তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করাই হচ্ছে একমাত্র কাজ আমাদের। আমার শুধু এখন ভরসা যে, এল্ডরিজ থেকে এদের হৈ-হল্লা শুনতে পাবে ওরা। মিসেস ম্যাকক্লেনার—"

"বলো, জো।"

"আপনি কি বন্দুকে গুলী ভরতে পারেন ?"

"পারি, জো।"

"আমি জানি লানাও পারে। আপনাদের দু'জনকেই বন্দুকে গুলী ভরতে হবে। মনে পড়ছে এখানে দুটো পিস্তল দেখেছিলাম যেন ?"

"হ্যাঁ, আমার স্বামীর পিস্তল। নিয়ে আসছি আমি। ওরা যদি নাগালের মধ্যে আসে তা হলে তোমাদের চেয়ে ভালভাবে ওদের তাক্ করে পিস্তল ছুড়তে পারব আমি। এক সময়ে পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস করতাম।" মুখটা তাঁর রক্তিমাভ হয়ে উঠল। এবং মুখের ভাবটাও কঠিন হল একটু।

"হ্যাঁ, আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না," বলে উঠল জো, "গিল, এ কি হচ্ছে! বললাম না গোবর দিয়ে আগুনটা বুজিয়ে দাও। তারপর ধারগুলো ছাই দিয়ে বন্ধ করো। তা হলে আর কিছুতেই ধোঁয়া বেরুবে না। বেশ ভাল করে তলা থেকে ওপর পর্যন্ত বন্ধ করো। এখানে আমাদের জল কতোটা আছে ?"

"ঐ কাপড়চোপড় ধোয়ার গামলাগুলোর মধ্যে যা আছে।"

"সত্যি, একেই বলে ভাগ্য! কাপড়চোপড় ধোয়ার দিনটাতে আক্রমণ চালিয়ে বসল!" বিদ্রূপের ছলে মুখ টিপে হেসে জো বলল, "বাইরে গিয়ে আর একবার দেখে আসি কি করছে ওরা। খাবার জন্য দু' বালতি জলও নিয়ে

আসব। আমার মনে হয় না ইণ্ডিয়ানরা এদিকে আসবে। এলেও আপত্তি নেই, আমরা তৈরী হয়েই আছি।"

সামনের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। চুল্লীটা বন্ধ করে দিল গিল। এক মুহূর্তের জন্য ঘরের মধ্যে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই সময় আবার গুলী ছোঁড়ার আওয়াজটা দূর দিয়ে হাওয়া চলার শব্দের মতো ক্ষীণভাবে এসে পৌছল। লানার মুখ গিয়েছে শুকিয়ে। চোখ দুটি বিষন্ন আর নিশ্চল হয়ে আছে। হঠাৎ সে মেঝের ওপর বসে পড়ে ছেলে দুটোকে কোলের ওপর টেনে তুলে এনে স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকাল। গিলের মনে হল, এ সবই যেন একটা স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন। অনতিবিলম্বে জেগে উঠবে সে। জেগে উঠে দেখবে যে, তিন বছর ধরে স্বপ্ন দেখার সময়টা শুধু মোরগ ডাকা আর দুধ দোয়াতে বসার মাঝখানের সময়টুকুর মতোই স্বল্পস্থায়ী। কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়েছে জো। তাকে পাহারা দেবার জন্য বন্দুক নিয়ে দেউড়ির তলায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল গিল।

দু-হাতে দুটো বালতি নিয়ে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল জো। সে টের পেয়েছিল যে, গিল বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ওদের দিকে মুখ না ঘুরিয়েই জো বলল, "বালতি দুটো নিয়ে যাও।" বালতি দুটো ওর হাত থেকে নিয়ে নিল গিল। হাত খালি হতেই রাইফেলটা মাটি থেকে তুলে নিল জো। কিন্তু সব সময়েই সে নদীর ওপারে নজর রেখেছিল। গিল ফিরে আসবার পর বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ হল একটা। সেই দিকে কান রেখে জো বলল, "ঐ লোকটাকে আমি চিনি। বাঁ হাত দিয়ে রাইফেল চালায়। ঐ যে দেখছ রোগাপটকা মতো দেখতে তার কথাই বলছি। প্রতিবার গুলী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরে। আর বাঁ কাঁধটা তখন ঝুলে যায়।"

"লোকটা কে, জো?"

"সাক্রেন্স ক্যাসেলম্যান। ফেয়ারফিল্ড যখন ত্যাগ করে যায় তখন সে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল যে, জার্মান ফ্ল্যাটে একদিন ফিরে এসে সুদে-আসলে আদায় করে নেবে সব।"

এটা স্বপ্ন নয়।

নদীর ধারের উর্বর সমতল জমিগুলো যে সব পাহাড়িদের অধিকারে

এসে গিয়েছিল সেই ব্যাপারটা [illegible] স্কচরা কখনো সহ্য করতে পারত না।

নদীর ওপারে যা যা ঘটছিল এখান থেকে তা সবই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। দু' ডজন ইণ্ডিয়ান ক্যাসলারের বাড়িটাকে ঘেরাও করে রেখেছে। যদিও নিজেদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, তবু ম্যাকক্লেনারের এখান থেকে কয়েকজনকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। জানালার দিকে তাক করে গুলী ছুঁড়ছিল ওরা। কাগজের শার্সিগুলো এরই মধ্যে গুলী লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে কাঠের দেয়ালের ফুটো দিয়ে লাল আর হলদে রঙের আগুন বেরিয়ে আসছিল। ভেতর থেকে গুলী চালাচ্ছিল ক্যাসলার। তার পুরনো গাদা বন্দুকের আওয়াজটা এদের বন্দুকের আওয়াজ ছাপিয়ে মহা উল্লাসে গর্জন করে উঠছিল। ক্যাসলার গুলী ছুঁড়তেই ইণ্ডিয়ানরা হামাগুড়ি দিয়ে বাড়িটার কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। এরই মধ্যে খুব কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। নরম বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলার জন্য আঁকাবাঁকা আর এবড়ো-খেবড়ো গভীর দাগ পড়ে গিয়েছিল।

দুদিক থেকে গুলী চলছে আর তার তলায় মেয়েটির দেহটা কুঞ্চিত অবস্থায় নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ দুজন ইণ্ডিয়ান লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ক্যাবিনের কাছে গিয়ে দু'আঁটি শুকনো গাছের ডাল দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে দিয়ে এল। লাফ মেরে আবার পেছন দিকে সরে এল ওরা। কিন্তু এদের মধ্যে একজন পা পিছলে গেল পড়ে। ক্যাসলারের পুরনো গাদা বন্দুকটার গর্জন শুনে বোঝা গেল যে, লক্ষ্যভেদ করেছে সে। ইণ্ডিয়ানটা তখন একটা হাত চেপে ধরে ঝোপের পেছনে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সকলেই তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল। জ্বলন্ত কাঠের টুকরো হাতে নিয়ে তিনজন ছুটে গেল ঝোপটার কাছে। তারপর মাথা নিচু করে তক্ষুনি আবার ফিরে গিয়ে আড়ালে এসে দাঁড়াল।

এল্ডরিজ দুর্গের দিকে দৃষ্টি ঘোরাল গিল। ওখানকার কেউ যে এখনো গুলীর আওয়াজ শুনতে পায় নি তা যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। জো বলল,

"একেবারে সোজাসুজি দক্ষিণ থেকে হাওয়া আসছে।" গিল যখন ক্যাবিনটার দিকে তাকাল আবার, তখন ঝোপটা ধরে উঠেছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ছোট্ট একটা আগুনের শিখা কতকগুলো ডালের ভেতর থেকে মাথা ঠেলে আঁকা-বাঁকা ভাবে লাফ মেরে উঠে এল ওপরে। তারপর পুরো ঝোপটাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। একটা আগুনের ছবির মতো দেখাচ্ছিল। ইণ্ডিয়ানরা আবার হর্ষধ্বনি করে উঠল। ওদের তীব্র কণ্ঠের চিৎকার শ্বেতকায় লোকদের কানে কখনো মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হতো না। এখন সেই চিৎকারটা পাখির কিচিরমিচির আওয়াজের মতো শোনালো।

"ক্যাবিনটা ধরে উঠল। দেয়ালের কাঠগুলো যে এতো শুকনো আমার তা ধারণা ছিল না।" রাইফেলের ওপর ভর দিয়ে বাঁ কব্জির ওপর থুতনি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জো। বলল সে, "ভাবছি ওরা কি ভেতরেই থাকবে, নাকি বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করবে।"

আগুনে জোর ধরতেই কতকগুলো বড় বড় শিখা ছাদের প্রলম্বিত অংশ পর্যন্ত উঠে এল। তারপর একসঙ্গে, গাছের ছাল দিয়ে তৈরী ছাদটাকে ঘিরে ধরল। ছাদের ছাল কুঞ্চিত হয়ে আসতেই ঢালু বরগাগুলো বেরিয়ে পড়ল। আগুনের শিখাগুলো তখন ছাদের ফাঁকগুলোর ভেতর দিয়ে লক লক করে উঠে এল ওপর পর্যন্ত। ক্যাবিনের চারদিক থেকে ইণ্ডিয়ানরা আরো কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্তে এল্ডরিজ দুর্গ থেকে কামান দাগার গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কামান দাগার ঘরটার জানালার সামনে যেন নিদ্রিতাবস্থায় ঝুলতে লাগল কালো ধোঁয়ার পুঞ্জীভূত মেঘ। একমুহূর্ত পরেই হারকিমার দুর্গ থেকেও কামান দাগার শব্দ এল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ডেটন দুর্গ থেকে তিন পাউণ্ড ওজনের গোলা ছাড়ল ওরা। আওয়াজটা এবার অনেক বেশি জোরে এখানে এসে পৌছল।

ম্যাকক্লেনারের বাড়ি থেকে যে-ক'জন ইণ্ডিয়ানকে ওরা দেখতে পাচ্ছিল তারা সবাই তখন মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুর্গগুলোর দিকে তাকাতে লাগল। তারপর ওরা বন্দুকগুলো ওপর দিকে তুলে তীব্রস্বরে গর্জন করে উঠল।

"যারা চিনি তৈরি করতে গিয়েছে তারা ফিরে না এলে হারকিমার থেকে

কোনো সাহায্য পাঠাতে পারবে না," বলল জো, "ডেটন থেকে কেউ যদি আসে তা হলে তাদের এই দিক দিয়ে আসতে হবে।"

ভয়ে গিল কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। অ্যানড্রাসটাউনে যে তিনটি স্ত্রীলোককে ইণ্ডিয়ানরা কিভাবে বেইজ্জৎ করেছিল সেই কথাটা মনে পড়ল ওর। কিন্তু এখনকার এই আতঙ্কজনিত কম্পনের মধ্যে ফাঁক ছিল না, একেবারে পুরোপুরি সম্পূর্ণতা ছিল।

ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটল হঠাৎ। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যাবিনের ভেতর থেকে গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ এল না। তারপর গিল আর জো সহসা দেখতে পেল ক্যাবিনের কোনা থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে পড়ল ক্যাসলার। সামনের দিকে বন্দুকটা সে উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গুলী চালাল ক্যাসলার। কারো গায়ে লাগল কি না এখান থেকে বোঝা গেল না। সবকিছুই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে লাগল। ঝোপের আড়ালে যারা লুকিয়ে ছিল তাদের দিকে সোজা ছুটে গেল সে। বন্দুক তাক্ করে ইণ্ডিয়ানরা ওখানে হাঁটুভেঙে বসে অপেক্ষা করছিল। ক্যাসলারকে ঝোপের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দিল। তারপরেই গুলী করল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে মাছির ঝাঁকের মতো ইণ্ডিয়ানরা এসে ঘিরে ধরল ওকে। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে ক্যাসলারকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত পরেই সরে এল ওরা। একজন ইণ্ডিয়ান তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠে হাতটা ওপর দিকে তুলে ধরল।

ঠিক সেই সময়ে গাছের পেছন থেকে বরফের ওপর দিয়ে মিসেস ক্যাসলার এসে উপস্থিত হল সেখানে। জেবড়া-জোবড়া ভাবে বাচ্চাটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে দৌড়চ্ছিল সে। ছোট মেয়েটা পেছন থেকে তার পেটিকোটটা আঁকড়ে ধরে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। মেয়েটার প্রায় এক শ গজ পেছনে রোগা আর কালো পাঁচ-ছ'টা ইণ্ডিয়ান মা আর মেয়ের পায়ের দাগ বরাবর সহজ গতিতে ছুটে চলেছে। ওদের ধরে ফেলতে বিলম্ব হল না। প্রথম ইণ্ডিয়ানটা পেছন থেকে এক হাত দিয়ে মেয়েটির ঘাড় চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে কুঠারটা তুলে ধরল। স্ত্রীলোকটি থামল না, ছুটতে লাগল। একেবারে সামনে যে-লোকটা ছিল সে তখন বরফের ওপর দিয়ে লাফ মেরে স্ত্রীলোকটির গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনেই একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ে বরফের তলায় চাপা পড়বার

উপক্রম হল। ইণ্ডিয়ানটাকে দেখে মনে হল, সে যেন শিকারী কুকুরের মতো একটা ভেড়াকে কামড়ে ধরেছে। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইণ্ডিয়ানটা। তারপর একটা হাত সে ওপর দিকে তুলে ধরল। খুলি ছাড়ানো ছালটার ভেতর দিকটা সূর্যের আলোয় ঝকমক করে উঠল। স্ত্রী-লোকটির লম্বা চুলগুলো তার হাতের চারদিকে ঝুলতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা নদীর দু'দিক দিয়েই এগিয়ে এল স্থানিক সেনাবাহিনী। ডেটন দুর্গের বাহিনীটা মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়ির কাছে এসে থামল। কিন্তু জো আর গিল আগেই নদী পার হয়ে হারকিমার দুর্গের বাহিনীটার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য চলে গিয়েছিল।

বিনাশকারী দলটাকে ক্যাসলারের বাড়ির ওপাশ থেকে সোজাসুজি পাহাড়ের দিকে চলে যেতে দেখেছিল ওরা। স্প্রিংফিল্ডের পথ ধরেছিল ইণ্ডিয়ানরা। ওদের পথ ধরেই চল্লিশটি সৈনিকের একটা দল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল জো। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা আধ ঘণ্টা আগে যাত্রা করেছিল বলে তাদের ধরে ফেলবার ক্ষমতা রইল না এদের। ধাবনের পাল্লায় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে স্থানিক সেনাবাহিনী পেরে ওঠে না কখনো।

মৃতদেহগুলোকে সংগ্রহ করবার জন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত রয়ে গেল গিল। বাড়ির কাছেই কবর দেওয়া হল। সেই জায়গাটা থেকে বরফ গলে গিয়েছিল। মিসেস ক্যাসলার, ক্যাসলার আর মেয়ে দুটির খুলি থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মুখ দেখে আর কাউকে চেনা যায় না। ছাল ছাড়িয়ে নিলে এই রকমই দেখায়। শুধু কোলোর বাচ্চাটারই মাথার ছাল ছাড়ায় নি। তার মাথার চুল ছিল না একটাও।

॥ ২ ॥

ডিয়োডিসট

জেনেসী নদীর পুবদিকে সেনেকাদের অন্যান্য শহরগুলোর মতোই ডিয়োডিসট শহরটাকে আমেরিকান সেনাবাহিনী গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ধ্বংস করে ফেলেছিল। ধ্বংসের হাত থেকে শুধু একটা বাড়িই রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বাড়িটা ছিল শহর থেকে দূরে—উত্তর-পশ্চিম কোনায় যেখানে হেমলক হ্রদের মুখটা এসে প্রকাণ্ড বড় একটা পুকুরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে তারই কাছে। পুকুরের চারদিকে মস্ত বড় বড় হেমলক গাছ। তার মধ্যে গাহোটার ক্যাবিনটা লুকনো ছিল। ওটা ছিল একটা নিচু শৈলশিরার উপরে। ক্যাবিনটার পেছনদিকে ছোট্ট এক খণ্ড জমি, বাইরে থেকে দেখা যায় না। গাহোটার স্ত্রীই জমিটায় চাষবাস করে। রোদ আর জল দুই-ই পায় জমিটা। চির হরিৎ গুল্মের বদলে সেখানে এখন গাছ জন্মেছে চারদিকে।

শস্য বপন শেষ করেছে গাহোটার বউ। গোলাকৃতি ঢিবির মতো পাহাড়গুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝুড়ি আর নিড়ানিটা হাতে তুলে নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে জমির দিকে তাকিয়ে দেখছিল সে। সন্তুষ্ট বোধ করার মতোই কাজ করেছে গাহোটার বউ। নিজের জমি, নিজের ভুট্টা। আর ক'দিন পরেই মাটি ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। মাঝখানের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠবে স্কোয়াস আর কুমড়োর লতা। তখন আর ফাঁক থাকবে না—ভুট্টা, স্কোয়াস আর কুমড়ো গাছগুলো সব এক হয়ে যাবে। শস্যমঞ্জরীর গা বেয়ে উঠে পড়বে শিম গাছের লতা। শিম, ভুট্টা আর স্কোয়াস—তিন বোন এরা। গাহোটা এদের তিন বোন আখ্যা দিয়েছে।

আতঙ্ক আর দুর্ভিক্ষের সময়টা পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় কোনো ইণ্ডিয়ান ডিয়োডিসটে আর ফিরে আসে নি। গাহোটা বলে, তারা আর ফিরবে না। আমেরিকান সেনাবাহিনী যেভাবে কঠিন হস্তে

শাস্তি দিয়েছে ওদের তার ফলে চিরদিনের জন্ম পশ্চিম অঞ্চলেই থেকে যাবে ওরা। কিন্তু গাহোটা, ন্যানসি আর তাদের ছেলে জেরী এবং আরো একটি অনাগত শিশু যেখানে আছে সেখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে।

গর্বিত মনোভাব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ন্যানসি। ভাবল: গাহোটা শিকার করে মাংস আর মাছ আনবে, তা ঠিক। কিন্তু ন্যানসি ফলাবে সবচেয়ে যা দরকারী তাই—শস্য। মাঠটা বেশ বড় আর খুব ভাল করে নিড়ানি দিয়ে আগাছাও সব তুলে ফেলেছে। গতকাল গাহোটা যখন মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ে মাঠটা দেখছিল সে। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁত ঘোঁত করে একবার আওয়াজ করে উঠেছিল। কিন্তু তার তামাটে রঙের মুখের রেখাগুলো দেখে ন্যানসি বুঝতে পেরেছিল যে, গাহোটা ওর কাজ দেখে খুশী বোধ করছে।

নিতম্বটা মোটা হয়েছে একটু। কাঁধের দু'দিকে খানিকটা চর্বিও জমেছে। হরিণের চামড়ার জামাকাপড় পরেছে বলে আগের চেয়েও মোটা দেখায় ন্যানসিকে। কিন্তু মুখটা ওর আগের মতোই গোলাপী আর সাদা রয়েছে, চোখ দুটো সেই রকমই নীল আর হলদে চুলের ভারী ভারী বিনুনি দুটো নিতম্বের ওপর ঝুলছে। মৃত্তিকার দেবীর মতো গুরুগম্ভীর মূর্তিতে মাঠ থেকে চলে এল সে। জমিটা যে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন আর নিশ্চিন্ত ন্যানসি।

ক্যাবিনে ফিরে এসে দেখল, দরজার পাশে বসে মাছ ধরার ছিপটা গুটিয়ে রাখছে গাহোটা। সামনেই এক গাদা ফার্নের ওপর চারটে ট্রাউট-মাছ পড়ে রয়েছে।

"সত্যি কী বড় বড় মাছ!" বলল ন্যানসি।

মুখ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করল গাহোটা। ক্যাবিনের ভেতরে চলে গেল ন্যানসি। ঘরে চিমনি নেই। পাথর দিয়ে মাটির মেঝের ওপর একটা গোলাকৃতি চুল্লী তৈরি করে মাথার ওপরে ছাদটা ফুটো করে দিয়েছে। তার ফলে সিলিংটার সর্বত্র কালি লেগেছে। ঝুলকালির গন্ধও পাওয়া যায়। ঘরের এক কোনায় ন্যানসি আর গাহোটা ঘুমোয়। সেখানে শুয়ে বাচ্চাটা ভল্লুকের চামড়ার ফুটোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করছে আর খিলখিল করে হাসছে। মা-কে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল সে। উঠে

দাঁড়িয়ে টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে পেটটা উঁচু করে মায়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

বাচ্চাটাকে হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এল স্যানসি। তারপর ট্রাউট-মাছ চারটে তুলে নিয়ে চলে গেল হ্রদের ধারে। ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখবে। দুপুরবেলা এই দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে ওদের। একটা গাছের ওপর রোদ পড়েছিল। গাহোটা সেখানে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল।

জলের ধারে উবু হয়ে বসে ছুরি দিয়ে মাছ কেটে টুকরো করতে লাগল স্যানসি। ছেলেটা তখন মা-কে অনুকরণ করতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়ল অগভীর জলের মধ্যে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে লেগে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল সে। হেসে উঠল স্যানসি। কিন্তু ওকে সে তুলে আনল না। জলে বসে চিৎকার করতে লাগল ছেলেটা।

হ্রদের ওপারে লোকজনের ডাকাডাকির শব্দ শুনে সেই দিকে চোখ তুলে তাকাল স্যানসি। প্রথমে চারদিকের হেমলক গাছগুলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না ওর। স্বচ্ছ জলের ওপর উল্টোভাবে গাছগুলোর ঘন ছায়া নিশ্চল হয়ে আছে। ওখানেই ওনেদা হ্রদের জল দক্ষিণদিকে এসে বড় পুকুরটার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এরই ধারে অ্যাজেলিয়া গাছে এই সবে ফুল ধরতে আরম্ভ করছে। এমনি অনির্বচনীয় কোমলতায় মণ্ডিত সেই স্বচ্ছ গোলাপী আভা যে স্ফটিকস্বচ্ছ হ্রদের শান্ত বুকেও তা প্রতিফলিত হচ্ছে না।

অ্যাজেলিয়া ফুলগাছগুলোর মাঝখানে কোমর জলে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

"গাহোটা, এখানে একবার এসো।" স্যানসির কণ্ঠস্বর শান্ত। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না।

পেছন দিকে স্বামীর পায়ের শব্দ শুনল সে। গাহোটা এসে স্যানসির পেছন দিকে দাঁড়াল। স্যানসির আনত পিঠের ওপর দিয়ে ছায়াটা তার সামনের দিকে পড়ল বলে রোদটা আড়াল হয়ে গেল।

"নানডাওয়াওনো।" বলে হাত তুলে ডাকল গাহোটা।

"কে ডাকছে ?"

"আমি গাহোটা। তোমরা এসো।"

বনের মধ্যে উধাও হয়ে গেল লোকগুলো। মাছগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে

নিয়ে স্বামীর পেছনে পেছনে ক্যাবিনে ফিরে এল ন্যানসি। ক্ষুধার্ত কুকুরছানার মতো ছেলেটা টলমল করে হেঁটে আসতে লাগল মায়ের পেছনে।

"ন'জন এসেছে।" গাহোটা বলল। পাইপ আর তামাক নিয়ে এসে চৌকাঠের সামনে বসে ধূমপান করতে লাগল সে। রান্নাবান্না শুরু করবার জন্য ন্যানসি গেল কাঠ সংগ্রহ করতে। সৌভাগ্যবশতঃ তিনটে খরগোশ আর খানিকটা হরিণের মাংস ছিল ঘরে।

ন্যানসি শুনল, ঘরের বাইরে মাটিতে বসে লোকগুলো ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় কথাবার্তা বলছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ কিছু জরুরী কথা ওরা বলল না এবং যা-ও বলল তাও মনোযোগ দিয়ে শুনল না সে।

মাংসটা তৈরী হওয়ার পর পাত্রটা বাইরে এনে ওদের সামনে রেখে দিয়ে গেল ন্যানসি। ন'জন ছিল ওরা। তাই বলেছিল গাহোটা। ছ'জন সেনেকা আর তিন জন শ্বেতকায় লোক। একজন শ্বেতকায় লোক বাদামী রঙের কোট পরে এসেছিল। তার প্যাণ্টটা ছিল অত্যন্ত পুরনো ধরনের। গলাটা সরু আর লম্বা। টাকি মোরগের মতো ছোট্ট মাথাটা তার সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ন্যানসি তাকে লক্ষ্য না করে অন্য দুজনের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

তাদের মধ্যে একজন ইণ্ডিয়ানদের মতো জামাকাপড় পরেছে। তার মুখে লাল আর কালো রঙ মাখানো। চুলের ওপর বিশ্রীভাবে দাগ লেগেছে অনেক। ন্যানসি তার দিকে দৃষ্টি ফেলতেই লোকটি মাংসের পাত্রটার দিক থেকে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

"ন্যানসি!"

লোকটি হচ্ছে হন্।

কয়েক মিনিট পর্যন্ত ন্যানসির মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। কি যে বলবে কথা খুঁজে পাচ্ছে না দু'জনেই। ওদের এই নির্বাক হয়ে থাকার অবস্থা দেখে অন্যান্য সবাই দু'জনকেই লক্ষ্য করতে লাগল। অধৈর্য হয়ে উঠল গাহোটা। মেয়েদের জায়গা নেই এখানে। চুপ করে যখন চলে যাচ্ছিল ন্যানসি, হন্ তখন বলল, "ন্যানসি হচ্ছে আমার বোন। ওর কথা তোমায় বলেছিলাম আমি। মনে নেই তোমার?"

"কে? কার কথা বলেছিলে?" আঙুল থেকে মাংসের ঝোল চাটতে চাটতে তৃতীয় লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

"যার সঙ্গে তোমার শুমেকারের ওখানে দেখা হয়েছিল।"

"বলো কি! জারি ম্যাকলোনিস মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "ওকে আমি লক্ষ্যই করিনি।"

গাহোটা দু'জনের দিকেই তাকাচ্ছিল। ছোট ছোট চোখ দুটিতে তার ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। ন্যানসি ক্যাবিনের ভেতরে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সেখানে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওর সাদা চামড়া আর সোনালী রঙের বিনুনি দুটোর জন্য সেই ছায়ার মধ্যে তাকে যেন প্রেতিনীর মতো দেখাতে লাগল। এ যেন গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় প্রেতচ্ছায়া।

উঠে দাঁড়াল ম্যাকলোনিস।

বলল সে, "সত্যি, শুমেকারের ওখানে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। এখানে ও কি করছে?"

"ওহে বুদ্ধু কাঁহাকার, বসো এখানে," তৃতীয় শ্বেতকায় লোকটি গর্জন করে বলে উঠল। "দেখতে পাচ্ছ না ইণ্ডিয়ানটার বউ ও?"

"না, এটা তো ন্যায্য কথা নয়, কাসেলম্যান," চিৎকার করে বলে উঠল ম্যাকলোনিস, "এটা খারাপ কাজ—ইণ্ডিয়ানদের সাদা চামড়ার মেয়েদের নিয়ে ঘর করা অন্যায়। নায়েগ্রায় বাটলার এই ভয়ই করত।"

"বাটলার!" সাফ্রেন্স ক্যাসেলম্যানের শীর্ণ মুখটা ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে এল, "বাটলারের কথা নিয়ে কে এখন মাথা ঘামায়? সুলিভানের কাছে মার খাওয়ার পর ইণ্ডিয়ানরা তার সঙ্গে আর যোগ দেবে না। জনসনও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না। ইণ্ডিয়ানরা এখন যা করবে নিজেরাই করবে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ানো কঠিন ব্যাপার।"

"হতে পারে," বলল ম্যাকলোনিস, "কিন্তু এই মেয়েটা যে হনের বোন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই।"

"হ্যাঁ," বলল হন্, "ন্যানসি আমারই বোন।"

উভয়ের দিকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল ক্যাসেলম্যান, "বসে পড়ো এখানে।" ওদের দিকে ঝুঁকে বসে ক্যাসেলম্যান নিচু স্বরে বলতে লাগল, "ওহে আহাম্মকরা, শোনো। এই হতভাগা ইণ্ডিয়ান ছ'টি আমাদের ওপর বিশেষ খুশী নয়। যে-বাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়ে এলাম সেখান থেকে লুঠ করবার মতো জিনিসপত্র পায় নি ওরা। পেয়েছে মাত্র চারটে খুলির ছাল। ওদের পক্ষে তা যথেষ্ট

নয়। আমাদের ওপর যাতে ক্ষেপে ওঠে তেমন কাজ তোমরা করো না।"

ইণ্ডিয়ানরা যে মনে মনে টোরীদের অবিশ্বাস করে সেসম্বন্ধে বেশির ভাগ টোরীই সচেতন। তার ওপর ম্যাকলোনিস যখন জানে যে, ছাল নিয়ে নায়েগ্রায় গেলে যে-কোনো লোকের মতোই সেই একই দাম পাবে ওরা তখন তার মতো লোকও খানিকটা সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। রঙ-ওঠা একটা সবুজ কোট গায়ে দিয়েছে ম্যাকলোনিস। মাটিতে বসে পড়ে ইণ্ডিয়ানদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। অতিথিসেবকটি তখনো তাকে লক্ষ্য করছিল। এবার সে সেনেকাদের ভাষায় ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে দিল ন্যানসি। চোখ নিচু করে ম্যাকলোনিস আবার খেতে আরম্ভ করল। মেয়েটা যে কে এবং কার বউ সে সম্বন্ধে তার বিশেষ কিছু দুর্ভাবনা ছিল না। ন্যানসির গোলাপী গাল দুটোর সৌন্দর্য, হলদে চুল আর নীল চোখের শূন্য দৃষ্টি নজরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকলোনিসের মনে পড়ল এই মেয়েটির সঙ্গেই সে শুমেকারের গোলাবাড়ির পেছন দিকে এক ঘণ্টা সময় কাটিয়েছিল। তা ছাড়া আট সপ্তাহ বনে বনে ঘুরে বেড়াবার পর হঠাৎ ওকে দেখে লোভও হল একটু।

সাফ্রেন্স ক্যাসেলম্যান অতিথিসেবকটিকে ব্যাখ্যা করে বলল যে, হন্ হচ্ছে গিয়ে তার বউয়ের ভাই। দু'বছর ধরে বোনকে সে ছাখে নি। ব্যাখ্যাটা বুঝতে পেরেছে বলে মাথা নাড়িয়ে সায় জানালো গাহোটা। ভাই-বোনের হঠাৎ দেখা হওয়ার ব্যাপারটায় বিস্মিত বোধ করল সে। আরো ভাল করে হন্‌কে দেখল। হন্ দেখতে ন্যানসীর মতোই, তবে গায়ের রং কিছুটা ঘোর রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করল, "বোনের সঙ্গে দেখা করবে?"

হন মাথা নাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

ম্যাকলোনিস তখন ফিস ফিস করে হনকে বলল, "বোনকে বাইরে নিয়ে এসো। আমি আগেই বনের মধ্যে কেটে পড়ছি। ক্যাসলম্যান যা হয় ভাবুক আমরা ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। তার যদি ভাল না লাগে ব্যাপারটা তা হলে সে একা একা চলে যাক।"

হন্ উঠে দাঁড়াবার আগেই বনের দিকে চলে গেল ম্যাকলোনিস।

ইচ্ছাকৃতভাবে একটা উদ্দেশ্যহীন মনোভাব ফুটিয়ে তুলল বলে ইণ্ডিয়ানরা কেউ তাকে লক্ষ্য করল না। পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করবার পর কেউ কেউ জঙ্গলে যাওয়ার দরকার বোধ করে।

মাটিতে একটা গাছ পড়ে গিয়েছিল। তারই গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল ম্যাকলোনিস। যতই সে গ্যানসির কথা ভাবছে ততই তার মনে হচ্ছে নায়েগ্রায় একবার নিয়ে যেতে পারলে ভারি মজা হবে। যারা সাধারণ সৈনিক থেকে লেফটেন্যাণ্ট হয় তাদের ইণ্ডিয়ান মেয়েদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কখনো যদি ওর চেয়ে ভাল কিছু জুটে যায় তা হলে গ্যানসিকে সে অনায়াসেই অন্য কোনো সাধারণ সৈনিকের হাতে তুলে দিতে পারবে। মাথায় ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি না থাকলে কি হবে ওর যা চেহারা তাতে যে কেউ ওকে লুফে নেবে। নায়েগ্রায় পৌঁছবার আগে দু'-চারটে দিন যদি নষ্ট হয় তো হোক। এমন কিছু তাড়া নেই। গুলী এবং বারুদ সংগ্রহ করতে হবে ওদের। তাছাড়া নতুন দলও একটা যোগাড় করা দরকার। ইণ্ডিয়ানদের যে-দলটা নিয়ে মার্চ মাসে পূর্ব অঞ্চলে হানা দিতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভেঙে গিয়েছে দল। ক্যাসলম্যানের দরকার পঞ্চাশ জন। এল্ডরিজ আর তার আশেপাশের ছোট ছোট দুর্গগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় সে। এর মধ্যে যে কোনো একটা অভিযান বাস্তবে পরিণত হলে তার সঙ্গেই যোগ দেবে ম্যাকলোনিস। তার আগে একটু যদি আমোদ উপভোগ করে নেয় তাতে ক্ষতি হবে না কারো।

গাছের গুঁড়ির ওপর বসে নখ পরিষ্কার করতে করতে ভাবল যে, এক ডলার দামের একটা জামা কিনে দেবে গ্যানসিকে। ঐ রকমের একটা ক্যাবিনে এক বছর বাস করবার পর জামাটা পেলে নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করবে। দরজার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখেছে তাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ম্যাকলোনিস। ইণ্ডিয়ানদের গায়ের দুর্গন্ধও ভেসে আসছিল। কিন্তু গ্যানসিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই লাগছিল দেখতে। আর স্বাস্থ্যটাও বেশ ভাল বলে মনে হল। ম্যাকলোনিসের মনে পড়ল দেহটা ওর পাকা আপেলের মতো সুন্দর আর নিটোল ছিল। এখন বুঝতে পারছে কতো ক্লান্ত আর নিঃসঙ্গ সে। মাসের পর মাস বনে বনে ঘুরে বেড়াবার পর সেই ব্যারাকে কিংবা ইণ্ডিয়ানদের শহরে ফিরে যাওয়া আর সেই হ্রদের ধারে বসে মসৃণ জল এবং তার সমতল

উপকূলের দিকে চেয়ে থাকা। শুধু তাই নয়, ঝরনাগুলোর জলপড়ার বিরামহীন শব্দ বসে বসে শোনা। পথ চলার ক্লান্তির সঙ্গে হৃদয়ের ক্লান্তিও ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

হনের পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল ম্যাকলোনিস।

"ন্যানসি কোথায়?" জিজ্ঞাসা করল সে।

হরিণের চামড়ার জুতো পরেছে হন্। পায়ের আঙুল দিয়ে হেমলকগাছের পাতাগুলোতে খোঁচা মেরে বলল সে, "গাহোটার সঙ্গে কথা বলছে।" লজ্জিত বোধ করছে বলে মনে হল ওকে।

"কি বলেছ তাকে?"

"বলেছি যে, তুমি ওকে আমাদের সঙ্গে চলে আসতে বলেছ। তুমি তাকে নায়েগ্রায় নিয়ে যেতে চাও তাও বলেছি।"

মাথা নাড়িয়ে ম্যাকনোলিস বলল, "ঠিক বলেছ। সে এখন কোথায়?"

"বললাম তো গাহোটার সঙ্গে কথা বলছে।"

"তার মানে ন্যানসিকে সে আসতে দিচ্ছে না?"

"আমি তা জানি না।" অস্পষ্টভাবে বলল হন্।

উঠে দাঁড়াল ম্যাকলোনিস। বলল, "আমি নিজেই যাচ্ছি তার সঙ্গে কথা বলতে। তুমি সব তালগোল পাকিয়ে দিয়ে এসেছ। ঠিকমতো বলতে পারো নি।"

"আমি আর সেখানে যাচ্ছি না।" বলল হন্। ম্যাকলোনিসের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল সে। তারপর অন্য রাস্তায় সরে এসে ভাবল যে, ক্যাসেলম্যানের সঙ্গে যোগ দেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

ক্যাবিনের দিকে সোজাসুজি হেঁটে এল ম্যাকলোনিস। পৌছবার আগে সে দেখল গাহোটার পেছনে পেছনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ন্যানসি। ওর দিকে তারা এগিয়ে আসতেই থেমে গেল ম্যাকলোনিস।

ন্যানসি সোজা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দুটো একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ করে অদ্ভুত একটা আগ্রহের সঙ্গে ম্যাকলোনিসের মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে।

"গাহোটা বলছে যে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও। সে বলছে, আমার কথা বলাই ভাল।"

ন্যানসির ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে গাহোটা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ কথা বলে নাও।" ওদের দু'জনকে একা রেখে চলে গেল সে।

ওকে দেখে ঢোক গিলতে লাগল ম্যাকলোনিস। হরিণের চামড়ার জামা-কাপড় পরেছে সে এবং গর্ভবতী বলে বড় দেখাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মন নাড়া দেওয়ার মতো সুন্দরী লাগছে ওকে। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে এবং শীতকালের সাদাটে ভাবটা এখনো ওর চামড়ার গায়ে লেগে রয়েছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা মনোভাব। এই ধরনের বরফ কখনো কখনো এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পড়তে দেখা যায়। হঠাৎ গরম পড়লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার তুষারস্তরের মতো। ম্যাকলোনিস কথা বলবে বলে অপেক্ষা করছিল সে।

"শুমেকারের বাড়ির কথা তোমার মনে নেই, ন্যানসি ?

"আছে।"

"আমার সঙ্গে আসতে চাও না ? তোমায় আমি নায়েগ্রায় নিয়ে যাব।"

"না, আমি যেতে চাই না।" মুখ নিচু করে একটু দ্বিধা করতে করতে কথাটা বলল সে।

ম্যাকলোনিস বলল, "কিন্তু এই রকম একটা জায়গায় তুমি নিশ্চয়ই থাকতে চাও না। এটা ঠিক নয়। ভালও দেখায় না, ন্যানসি।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল সে, "আমি যাব না।"

"ওকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমাকে আমি দেখাশোনা করব। তা ছাড়া হন্ থাকবে ওখানে।"

ন্যানসি কোনো জবাব দিল না বলে ম্যাকলোনিস এক রকম মরিয়া হয়ে আরো তাড়াতাড়ি কথা বলে যেতে লাগল, "তোমায় আমি নায়েগ্রায় নিয়ে যাব। শুমেকারের ওখানকার ব্যাপারটা কি তোমার মনে নেই ? তুমি বলেছিলে—মানে তুমি বলেছিলে আমায় ভালবাস তুমি। আমিও তোমায় ভালবাসি। তোমার কথা আমি ভুলি নি, ন্যানসি। সত্যি বলছি। তোমায় বিয়ে করব বলেছিলাম। মনে পড়ে ? এই রকম একটা জায়গায় তুমি বাস করতে পারো না। নায়াগ্রায় গিয়ে আমরা বিয়ে করব।"

চোখ তুলে ম্যাকলোনিসের দিকে তাকিয়ে বলল সে, "আমি বিবাহিতা। আমি যেতে চাই না। ধন্যবাদ।" ক্যাবিনের দিকে চলে গেল ন্যানসি।

পুরো এক মিনিট একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ম্যাকলোনিস। ওকে ধরে

ফেলবার ইচ্ছে ছিল তার। দ্বিধা করছিল। তারপর সে লক্ষ্য করল, একটু দূরেই একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে গাছোটা তার হাতের চাবুকটা ধীরে ধীরে দোলাচ্ছে। জলের ধার থেকে ক্যাসেলম্যান আর হন্ তখন তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য ম্যাকলোনিসকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছিল।

॥ ৩ ॥

ভ্যালিতে

এমন সব সময় আসত যখন লানা অবাক হয়ে ভাবত যে, সত্যিই সে লানা, নাকি নিছক একটা আতঙ্কের রক্ত-মাংসের প্রতিমূর্তি সে। পুব অঞ্চল থেকে জার্মান ফ্ল্যাট হয়ে যখনি কোনো বার্তা এসে পৌছত,তখনি আতঙ্কের মাত্রা যেত বেড়ে। এপ্রিল আর মে মাসে ওরা শুনতে পেল যে, পর পর ছোট ছোট কয়েকটা উপনিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেখানকার অধিবাসীদের মেরে ফেলে তাদের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ইণ্ডিয়ানরা। সাকানডাগা, হারপারফিল্ড, ফক্সেস ক্রীক, স্কোহ্যারী, গেটম্যানের খামার, , স্ট্যামফোর্ড, চেরী ভ্যালি দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয়েছে বলে শোনা গেল। দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে-সব ছোট ছোট বাড়িঘর ছিল সেগুলোও রক্ষা পায় নি। এখানকার অধিবাসীরা জমি চাষ করবার আশা নিয়ে ফিরে এসেছিল। একটা একটা করে প্রতিটি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কাছাকাছি দুর্গ থেকে সাহায্য এসে পৌছবার আগেই ইণ্ডিয়ানদের দলগুলো ধ্বংসকার্য শেষ করে উধাও হয়ে যায়। কখনো দেখা যায় মে মাসের মেঘশূন্য আকাশের দিকে হঠাৎ খানিকটা ধোঁয়া উঠে আসছে, কখনো বা বন্দুক ছোঁড়ার মৃদু আওয়াজ এসে পৌছয়। তারপরই দেখা গেল স্থানিক সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে একজন লোকের নাম কেটে দেওয়া হল। সেই সময় লোকটির সঙ্গে কে কে ছিল তাই বা কে

বলবে। তার স্ত্রী? তার ছেলেপেলে? কখনো কখনো পরে জানা যেত যে, লোকটি সেখানে একাই ছিল।

ইণ্ডিয়ানরা বেশি লোককে বন্দী করে নিয়ে যেত না। কারণ প্রতিটি আক্রমণের পর নায়েগ্রায় ফিরে যেত না তারা। আত্মগোপনের জন্য কুকুরের মতো বনের মধ্যে আশ্রয় নিত। অনুসরণকারীদের ভয় যতদিন না দূর হতো ততদিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকত ওখানে। তারপর আবার নতুন একটা জায়গায় এসে হানা দিত। মে মাসে অন্ততঃ পাঁচবার স্থানিক সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ম্যাকক্লেনারের ওখান থেকে গিলকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পাঁচবার ওরা বনের মধ্যে শত্রুদলের পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু তাড়া করে গিয়ে লাভ হয় নি কিছু। ভস্মীভূত বাড়িঘরগুলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পেত না ওরা। তারপর মৃতদেহগুলোকে কবর দেওয়ার জ খানিকক্ষণ সময় কাটাতে হতো ওদের।

শ্বেতকায় লোকেরা যে এই সব আক্রমণগুলো পরিচালিত করছে তাতে আর সন্দেহ ছিল না। দু'বার বিনাশকারীদের পায়ের দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিল অ্যাডাম আর জো। ওদের সেই প্রথম ঘাঁটিটার সামনে গিয়ে দু'বারই ওরা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল। প্রতিবারই ওরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, মাথার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার আগে মেয়েদের ওপর কি রকম অত্যাচার করেছিল তারা।

যখনি স্থানিক সেনাবাহিনীকে ডাকা হতো তখনি লানা আর মিসেস ম্যাকক্লেনার একটা দুর্গে এসে আশ্রয় নিত। একবার জো আর গিল যখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাইরে চলে গেল তখন ওদের নিয়ে আসবার জন্য অ্যাডামকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এল্ডরিজ ব্লকহাউসে এনে তুলল তাদের। সেখানে বেড়ার ধারে পঞ্চাশ ফুট লম্বা আর চল্লিশ ফুট চওড়া একটা ঘরে এসে আশ্রয় নিল ওরা। ওখানে ত্রিশজন লোক আগেই এসে ভিড় করে বসেছিল। সাতটা দিন এল্ডরিজ ব্লকহাউসেই থাকতে হল ওদের। স্থানিক সেনাবাহিনী যে কি করছে সে সম্বন্ধে কোনো খবর পেল না ওরা।

শত্রুর ওপর নজর রাখবার জন্য চিলেকোঠায় বসে চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা দিত জেকব স্মল, কিংবা ডিঙম্যান, নয়তো রবহোল্ড আউ। মাঝে মাঝে ওপর থেকে নিচের লোকদের ডেকে ডেকে বলত কি কি দেখতে পাচ্ছে তারা। একবার

হয়তো বলল যে, একজন বার্তাবহনকারী কিঙসরোড দিয়ে পুরো দমে ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিমদিকে চলে গেল। আবার :হয়তো বলল, অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে। মনে হয় স্ট্যানউইক্স দুর্গের দিকেই চলেছে। কারণ ষাট জন সশস্ত্র প্রহরী চলেছে সঙ্গে। একদিন মাঝরাত্রে একজন ওপর থেকে বলল যে, শুমেকার পাহাড় ছাড়িয়ে ভ্যালির অনেকটা দূরে দক্ষিণ আর পশ্চিমদিকে আগুন দেখতে পাচ্ছে সে।

অন্ধকারে পরিবেশটা এমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে যে, অতো দূর থেকেও গুলী ছোড়ার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। চালাঘরটাতে লানা আর মিসেস ম্যাকক্লেনারের সঙ্গে বেট্সী স্মলও বাস করছিল। সঙ্গে তার চার বছর বয়সের ছেলেটিও ছিল। নীচু স্বরে কথা বলছিল এরা। আলোচনা করছিল, অনেক দিন হয়ে গেল সেনাবাহিনী কি যে করছে বোঝা যাচ্ছে না। ওদের এখানে পৌঁছে দিয়েই অ্যাডাম হেলমার একা একাই সংবাদ সংগ্রহের কাজে বেরিয়ে পড়েছে। বলে গিয়েছে উত্তর অঞ্চলে যাচ্ছে সে। কিন্তু তার পরেও ছ'দিন পার হয়ে গেল।

চিত হয়ে শুয়ে ব্লকহাউসের চৌকো ছাদটার দিকে তাকিয়ে ছিল বেট্সী। অ্যাডামের প্রতি দরদ প্রকাশ করে কথা বলছিল সে। চিলেকোঠায় বসে এখন ডিউটি দিচ্ছিল জেকব।

"অ্যাডামের অভাব বোধ করব আমি," বলছিল বেট্সী, "ওর কোনো অমঙ্গল ঘটে তা আমি চাই না। ছেলেটা একেবারে পাগল।"

"তোমার জন্যেই পাগল সে।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"জানি।" এক মিনিট চুপ করে থেকে বেট্সী বলল, "জেককে ভালবাসি আমি।"

একটা ছেলে খড়ের বিছনার ওপর পাশ ফিরল। গোলাঘরে ইঁদুর যেমন শব্দ করে ঠিক সেই রকমের শব্দ হল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বেড়ার ওধারে অন্য কার একটা বাচ্চা যেন কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে বলে উঠল জেক, "কান্না বন্ধ করো।" মায়ের শাসন করবার চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। তারপরেই আবার পরিবেশটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ছোট্ট বেড়াটার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছিল। তারাগুলোর দিকে চেয়ে বুঝতে পারা যাচ্ছে রাত এখন কতো হয়েছে।

"শেষ খবর থেকে জানা গেল যে, সার জন জনসন নিজেই নাকি, আসছেন। তোমার বিশ্বাস হয়?"

"হতে পারে।"

বেড়ার ধারে চারটে গরু বাঁধা ছিল। তাদের মধ্যে একটা গরু হাম্বা রবে ডেকে উঠল। অভ্যাসবশতঃ জেক তাকে চুপ করতে বলল। তাই শুনে একটি ছেলে চাপাকণ্ঠে হেসে উঠল। গরুকে চুপ করতে বলার কোনো মানে হয় না। তারপর যখন গরুটা শুধু ডেকেই চলল তখন এই হাস্যকর ব্যাপারটা একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ওরা দেখল চিলোকোঠার জানালার তলা দিয়ে ঝুঁকে বসে ক্রুদ্ধস্বরে জেক ধমকে উঠল, "একটা মুগুর নিয়ে প্রহার করো ওকে! হায় ভগবান, তোমরা কি সবাই বুদ্ধু বনে বসে আছ?"

ফিসফিস করে বেট্সী বলল, "জেক ভীষণ রেগে যায়। আমাদের আর কথা না বলাই ভাল।"

কুড়িটি স্ত্রীলোক আর ছেলেপেলেদের রক্ষা করবার জন্য ওখানে মাত্র পাঁচজন পুরুষ ছিল। স্নেল্‌দের দু'জন অরিসক্যানির যুদ্ধের সময় বেঁচে গিয়েছিল—সেই পরিবারে সাতজনই নিহত হয়েছিল সেখানে। ফরবুশের লোকেদের আর বোর্স্ট পরিবারের দুটি যুবককে ডেটন দুর্গের সৈন্যদলে গিয়ে যোগ দিতে হয়েছে। জেকব স্মলের চেয়ে একজন বলিষ্ঠ লোকও এই দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে ভয় পেত। যে-কোনো দুর্গ থেকে এল্ডরিজ এতো দূরে যে, আক্রান্ত হলে সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই।

রক্ষা পাওয়ার ওদের একমাত্র উপায় হচ্ছে রাত্রিবেলা নিঃশব্দে চুপ করে বসে থাকা আর দিনেরবেলা বসে বসে আশা করা যে, আক্রমণকারীদের দলটা যেন ছোট হয়। তা হলে এরা পাঁচজনে মিলে তাদের হটিয়ে দিতে পারবে। জেকব স্মল ভাবছিল যে, তার এই ছোট্ট কামনটা দিয়ে যে-কোনো ইণ্ডিয়ানদের দলকে সে ভাগিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ক্যাসেলম্যানের মতো কোনো বিশ্বাসঘাতক টোরী যদি তাদের পরিচালিত করে নিয়ে আসে তা হলে অবিশ্যি জেকব জানে যে, অতো উঁচু থেকে কামান দেগে কোনো লাভই হবে না।

হারকিমার আর ডেটন দুর্গের বিপদ-সংকেত জ্ঞাপনের কামান দুটো তিন বার আওয়াজ করল। এর অর্থ হচ্ছে যে, ইণ্ডিয়ানদের দল বেশ ভারী

ক'জন আছে তার সঠিক সংখ্যাটা জানতে পারলে খুশী হতো জেকব। রাত্রি বেলা ওরা নিশ্চয়ই ময়ারদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই যে আগুনটা সে দেখেছিল সেটা নিশ্চয়ই ওদের বাড়িঘর জ্বলবার আগুন। জেকব শুনেছে যে, ময়ারদের তিনটে পরিবারই বসন্তকালে নতুন করে বাড়িঘর তৈরি করবার জন্য ওখানে চলে গিয়েছিল।

শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখবার সব চেয়ে খারাপ সময় হচ্ছে, ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা আগে। একটু একটু আলো ফুটে ওঠে তখন আর আকাশে তারাও থাকে না। সেই সময় ভ্যালিটাকে একটা ছাই-রঙা কম্বলের মতো দেখায়। তার না থাকে আকার, না থাকে দূরত্ব নির্ণয়ের সাধ্য। রাত্রির অন্ধকারের চেয়ে সেই সময়টাতে দেখবার অসুবিধা হয় বেশি। তখনকার আওয়াজগুলোর ওপরেও নির্ভর করা যায় না।

ঠিক এই রকম সময়েই অ্যাডাম হেলমার এসে উপস্থিত হল। উঁচু জমিটার খাড়াইটা পার হচ্ছিল সে। জেকব কান পেতে শুনল, খাড়াইটার ধার দিয়ে ঢালুর পথে নেমে পড়ল অ্যাডাম। তারপর বেড়াটার কাছে এসে উপস্থিত হল সে।

"এল্ডরিজ," ডাকল অ্যাডাম, "হেলমার।"

"কে? তুমি অ্যাডাম না কি?"

"হ্যাঁ, আমায় ভেতর ঢুকতে দাও, জেক।"

স্মল চিৎকার করে গেট খুলে দিতে বলল। ভেতরে ঢুকল হেলমার। গেটের ফাঁকটুকুর মাঝখানে ওর চওড়া কাঁধ দুটো দু'দিকে ঠেকে গেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সে। স্মল তখন চিলেকোঠার জানালার ভেতর দিয়ে মুখ বের করে খবর শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

"ইণ্ডিয়ানরা আবার আক্রমণ করতে আসছে, জেক।"

"কোথায়?"

"আমি প্রায় ওদের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। ওরা পশ্চিম কানাডা ক্রীকের দিকে থেকে আসছিল। শেল্-এর তলা দিয়ে খাঁড়িটা পার হয়ে এই দিকে পথ ধরেছে।"

"ক'জন আছে?"

"মনে হল প্রায় ষাট জন। ওদের চলে যাওয়ার পর পেছন দিয়ে আসতে

হল আমায়। একটা গাছের ওপর উঠে বসেছিলাম আমি। তারই ঠিক তলা দিয়ে ওরা চলে গেল। প্রায় সকলেই সেনেকা। জন দশকে শ্বেতকায় লোক আছে সঙ্গে। ক্যাসেলম্যান, এমিস, ম্যাকডোনাল্ড। ওদের নাম আমি শুনেছি।"

"এখন কতোটা দূরে আছে?"

"ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে এসে পেঁছবে।"

অভিশাপ দিল স্মল। বলল সে, "তার মানে সূর্য উঠবার পরে এসে পেঁছবে। আমাদের স্পষ্ট দেখতে পাবে ওরা।"

"ওদের পেছনে আমাদের সেনাবাহিনী আছে। মনে হয়, ওরা ভেবে নিয়েছে যে, খাঁড়ির পথ দিয়ে সেনাবাহিনী তাড়া করে আসবে। জো যদি ওদের সঙ্গে থাকে তা হলে ব্যাটারা শিগগীরই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।"

"আমরা মাত্র পাঁচ জন লোক, অ্যাডাম। তোমাকে নিয়ে ছ'জন হল।"

তারপরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। চালাঘরগুলো থেকে স্ত্রীলোকরা আর বড় বড় ছেলেমেয়েরা বাইরে বেরিয়ে এল। চিলেকোঠার দিকে মুখ তুলে তাকাল। একগাদা আতঙ্কিত ফেকাশে মুখ ভেসে উঠল ওখানে। সবাই এরা স্মলের উপর নির্ভর করছিল। কিন্তু রক্ষা করবার উপায় সম্বন্ধে ওদের চেয়ে বেশি জ্ঞান ছিল না জেকবের।

এই নিস্তব্ধ পরিবেশটার মধ্যে মিসেস ম্যাকক্লেনারের নাকের শব্দটা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার গোলাবর্ষণের মতো শোনালো।

"এখানে সবসুদ্ধ পনরোজন স্ত্রীলোক আছে," বললেন তিনি, "আমরা পুরুষের মতো সাজসজ্জা পরব। আমরা যদি রাইফেল ছোড়ার মঞ্চের ওপরে দাঁড়াই তা হলে ওরা আমাদের স্ত্রীলোক বলে ধরতে পারবে না। ভেগে যাবে।"

কয়েকটা পুরনো শার্ট আর টুপী খুঁজে নিয়ে এল ওরা। পাঁচজন পুরুষ তাদের টুপীগুলো দিয়ে দিল মেয়েদের। বেট্সী তার স্বামীর টুপীটাই মাথায় লাগাল। অ্যাডামেরটা নিয়ে নিল লানা। টুপীর ভেতরে চুলগুলো গুঁজে গুঁজে ঢুকিয়ে দিল। তিনজন স্ত্রীলোকের বরাতে আর টুপী জুটল না। এরা তখন ক্ষুর দিয়ে একে অপরের চুলগুলো দিল কেটে। তারপর শার্ট আর কোট

গায়ে দিয়ে ওরা ঝাড়ু আর আঁকশির হাতলগুলো নিয়ে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। উঠোনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্য একে অপরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর স্কার্টের প্রান্তগুলো ওপর দিকে টেনে তুলে ধরে মই বেয়ে রাইফেল ছোড়ার মঞ্চের ওপর উঠে এল ওরা।

"হাতলগুলো ওরকম আলতোভাবে ধ'রো না," চিলেকোঠা থেকে উপদেশ দিল স্মল, "বন্দুক ধরার মতো বেশ জোর করে ধরো। কিন্তু ওদের দেখাবার দরকার নেই। কুয়াশা থাকতে থাকতে ওরা যদি এসে পড়ে তা হলে ধরতে পারবে না। বন্দুক বলেই বুঝবে। যদি গুলী চালাতে থাকে তা হলে মাথা নিচু করে ফেলবে।" নিজের মাথাটা ভেতর দিকে ঢুকিয়ে ফেলল জেকব। তারপর শেষ উপদেশটা দেওয়ার জন্য আবার সে মুখ বার করে বলল, "শোনো, কথা বলবে না তোমরা। মেয়েরা যখন কথা বলে তখন তারা বুঝতে পারে না যে, কতো দূর পর্যন্ত তাদের কথা গিয়ে পৌঁছচ্ছে।"

ভোর হওয়ার আগে কুয়াশাবৃত পরিবেশটা এখন এতো বেশি নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে যে, একশ গজ দূরে অ্যালডার গাছের তলা দিয়ে ক্ষুদ্র নদীটার জল ছিটিয়ে বয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত্রির চেয়ে ঠাণ্ডা এখন বেশি। এমন কি জেকব স্মলও ওদের চেয়ে কুড়ি ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পায়ের শব্দ হচ্ছিল, তাও সে শুনতে পেল না।

যে-পথ ধরে অ্যাডাম এসেছিল সেখানেই পায়ের শব্দ হচ্ছিল। উঁচু জমিটার ওপর দিয়ে তারা ঢালুতে নেমে এল। তারপর ঢালুটা যেখানে খাড়াভাবে নেমে এসেছে সেটাও পার হল। কিন্তু গমের খেত পর্যন্ত পৌঁছে তারা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। তারপর শব্দটা ক্রমশই ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। শব্দটা আবার শোনবার জন্য অনেক্ষণ পর্যন্ত কান পেতে রাখল লানা। ওর বাঁ দিকে একটু দূরে যেখানে প্রথম শব্দটা শুনেছিল সেই দিকে তাকিয়ে রইল সে।

কেন যে লানা বেড়াটার বাইরে দৃষ্টি ফেলেছিল তা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু যখন ফেলল তখন তার প্রায় চিৎকার করে উঠবার উপক্রম হল। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে দেখল একজন ইণ্ডিয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। লোকটা যে ইণ্ডিয়ান বুঝতে ওর কষ্ট হল না। কানের ওপর দিকে একটা পালক গোঁজা রয়েছে, মুখ আর বুকে তার লাল রঙ মাখানো। ঘাড়ের ওপর থেকে একটা কম্বল ঝুলছে। মনে হল সাহসের শেষ বিন্দুটুকুও বুঝি নিঃশেষিত হয়ে গেল।

সাপের দিকে পাখি যেমন তাকিয়ে থাকে ঠিক সেইভাবে লানাও লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। এতো জোরে জোরে বুকের ভেতরটা স্পন্দিত হচ্ছিল যে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও সে শুনতে পাচ্ছিল না। রক্তের চাপ কানের মধ্যে এসে আঘাত করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল। রঙ-মাখানো ইণ্ডিয়ানের দেহটা তখন ওর চোখের মধ্যে দোল্ খেতে লাগল। লানার মনে হল, সে বোধহয় মূর্চ্ছা যাবে।

মিসেস ম্যাকক্লেনারের দৃষ্টি পড়ল ওর ওপর। তারপর হাত বাড়িয়ে অ্যাডামকে খোঁচা মারলেন তিনি। সে তখন লানার দিকে দৃষ্টি দিয়েই আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে, লানা যে-দিকে চেয়েছিল সেই দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে রাইফেলের মুখটা দুটো খুঁটির মাঝখান দিয়ে তুলে ধরল অ্যাডাম।

ওর ঘামের গন্ধ পেয়ে হুঁশ ফিরে এল লানার। "নড়াচড়া ক'রো না।" বিড়বিড় করে বলল অ্যাডাম। নড়াচড়া করতে সাহস পেল না সে। চোখের কোনা দিয়ে দেখল, রাইফেলের ঘোড়ার ওপর অ্যাডামের মোটা আঙুলটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ইণ্ডিয়ানটার দিকে দৃষ্টি না ঘুরিয়ে পারল না লানা। দৃষ্টি ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর কানের পর্দায় রাইফেলের গর্জনটা এসে আঘাত করল। বারুদের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল লানার। সে দেখল, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে ইণ্ডিয়ানটা ওর দিকে মুখ দিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

"নরকে যাক," বলল অ্যাডাম, "নিশ্চয়ই তার গায়ের একদিকে গুলী লেগেছে।" দাঁত দিয়ে গুলীর কাগজের আচ্ছাদনটা কেটে ফেলে গুলি চালিয়ে দিয়ে সে আবার ফিরে গিয়ে নিজের জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাচ্ছিল লানা।

"গুলীটা লেগেছে ?" ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করল জেকব।

"লেগেছে।" জবাব দিল অ্যাডাম।

গুলীর আওয়াজ শুনে বিনাশকারীদের দলটা এসে উপস্থিত হল। উঁচু জমিটার ওপর দিয়ে ঢালুর পথ ধরে নিচের দিকে নেমে আসছিল তারা। তারপর আর শব্দ শোনা গেল না তাদের। কুয়াশা হালকা হয়ে আসছিল বলে এখানে ওখানে ওদের অস্পষ্ট ছায়াগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রথম ইণ্ডিয়ানটা যেখানে গুলী খেয়ে মরেছে সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার আওয়াজ এল। গুলীটা মেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যেতেই জেকব চিৎকার করে বলল, "মাথা নিচু করো তোমরা।"

এক মিনিট পর্যন্ত আর বন্দুক ছুড়ল না কেউ। তারপর তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে বেড়াটাকে লক্ষ্য করে সবাই মিলে গুলী চালিয়ে দিল। বেড়ার খুঁটিগুলোতে গুলী লেগে টুকরো টুকরো কাঠ বেরিয়ে পড়ল। তারপরেই শোনা গেল কুয়াশার ভেতর থেকে উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দে হুইস্ল বেজে উঠল।

ওপর থেকে জেকর মেয়েদের বলল, "ওরা ভেগে যাচ্ছে। আমাদের কৌশলটা সার্থক হয়েছে। ওরা তোমাদের দেখেছে।" একটু থেমে জেকবই বলল আবার, "মনে হয় আমাদের সেনাবাহিনী ফিরে আসছে। শাঁখের লম্বা শিঙা বাজানর শব্দ শুনেছি।"

বেড়ার দিকে পেছন দিয়ে বসে পড়ল লানা। শাঁখের গভীর আওয়াজটা সে-ও শুনতে পেয়েছিল।

"ওহে শোনো তোমরা।" চিৎকার করে বলল জেকব, "পালাচ্ছে! রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।"

সারি বেঁধে ইণ্ডিয়ানরা স্বচ্ছন্দ গতিতে হেঁটে চলেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে লানাও অন্যদের সঙ্গে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের। অ্যাডাম গুনে দেখল প্রায় ষাট জন হবে। তাদের মধ্যে হয়তো জন বারো শ্বেতকায় লোকও রয়েছে। কষ্টসহকারে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তারা। পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল না। কম্বলগুলো ঘাড়ের ওপর রেখে বন্দুক আর রাইফেলগুলোকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে। হাল্‌কা কুয়াশার মধ্যে লোক-গুলোকে তামাটে রঙের নোংরা আর অশান্ত দেখাচ্ছিল। মেয়েদের যদি পুরুষ বলে ভুল না করত তা হলে ওরা সহজেই দুর্গটাকে আক্রমণ করে অধিকার করতে পারত······

এক ঘণ্টা পরে জো বোলিয়োর পেছনে পেছনে উঁচু জমিটার ধার দিয়ে ওপরে উঠে এল সেনাবাহিনী। ওরা দুলকি চালে হাঁটছিল বটে, কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের মতো ভঙ্গীটা এদের সহজ ও স্বচ্ছন্দ নয়। চাষীদের মতো

ক্লান্তিভরে হাঁটছিল এরা। চল্লিশটি লোক জোরে জোরে মাটিতে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছিল।

ওদের একটু আগে আগে এগিয়ে এল জো বোলিয়ো। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল সে, "সব ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ আগে এখান থেকে চলে গিয়েছে ওরা?"

"এক ঘণ্টা।"

আর্তনাদ করে উঠে জো বলল, "সারারাত ধরে এই বুদ্ধুগুলোকে ছুটে চলবার জন্য তাড়া লাগিয়েছি। কিন্তু তার ফল কিছু হল না। আরো বেশি পেছনে পড়ে গেলাম।"

"ভাগ্য ভাল তোমাদের। ওরা ষাটজন ছিল।"

"ময়ারদের বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ডলি ময়ারের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু মরে নি। তাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ওরা। আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম বলে নিয়ে যেতে পারে নি। ওদের প্রায় ধরে ফেলেছিলাম আমরা।"

সারি ভেঙে দিয়ে সৈনিকরা বেড়ার সামনে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বিরক্তির দৃষ্টিতে জো ওদের একবার দেখে নিল।

"শোনো, অ্যাডাম ওখানে আছে?

অ্যাডাম তখন গেট-টা খুলে ফেলেছে।

"এই যে বুদ্ধু," জো-কে বলল অ্যাডাম "ওদের পিছু ধরতে যাবে?"

"নিশ্চয়ই। ভ্যালির বাইরে ওরা চলে যায় কি না দেখতে চাই। এসো।"

অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে লানাও দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এল। গিলকে খুঁজছিল সে। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিল গিল। লানার দিকে পেছন ফিরে তাকাল সে। কিন্তু হাসল না।

"কিছু খাবার পাওয়া যাবে?" জিজ্ঞাসা করল গিল, "খুব খিদে পেয়েছে। জনও আছে এখানে। সাংঘাতিক পরিশ্রান্ত সে।"

"এক্ষুনি আমি আটা দিয়ে কিছু তৈরি করে দিচ্ছি। ময়দা নেই।"

দুর্গের কোনায় আধ-পোড়া একটা গাছের গুড়ি পরে ছিল। এটাকে ওরা নাম দিয়েছে ইণ্ডিয়ান জাঁতাকল। এর ওপরে গম পেষাই করে।

দানাগুলো মিহি হয় না, মোটা মোটা থাকে। এর ওপরে খানিকটা আটা রাখল লানা। জল আর নুন মিশিয়ে রুটি তৈরি করতে লাগল।

যখন রুটি তৈরি করছিল সে, গিল তখন জন উইভারকে নিয়ে চালাঘরটায় এসে বসে পড়ল।

বাচ্ছাদের দিকে চেয়ে একটু মাথা নাড়িয়ে লানা গিলকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সঙ্গে আমরা কি বাড়ি যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ। মনে হয় আর লড়াই করতে হবে না। এখন সার জন উত্তরদিকে চলে গিয়েছে।"

"সার জন? উত্তর দিক?"

"তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম," বিড় বিড় করে গিল বলল, "সাকানডাগা হ্রদের এপারে পাঁচ শ লোক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সার জন। জনসটাউনের পথ দিয়ে এসে ভ্যালিটাকে আক্রমণ করেছিল। শুনলাম যে, কগনাওয়াগার প্রত্যেকটা বাড়িই জ্বালিয়ে দিয়েছে। পঞ্চাশ-ষাটজন লোকও মেরে ফেলেছে। আশি বছর বয়সের বুড়ো ফণ্ডা তার ঘরের সামনেই তার মাথার ছাল ছাড়িয়েছে। এক সময় সার জন তার প্রতিবেশী ছিল। ট্রাইবস্ পাহাড়ে একটা লোককে না কি ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে। তিন শ জন ইণ্ডিয়ান ছিল তার সঙ্গে। সবকিছু পুড়িয়ে দিয়েছে। শুনলাম যে, শ-খানিক লোক চলে গিয়েছে সার জনের সঙ্গে। তারা নাকি পরিবার নিয়ে গিয়েছে। চার বছর আগে যে-সব টোরীদের স্ত্রী-পুত্ররা পড়ে ছিল সেখানে তাদেরও নিয়ে গিয়েছে এবার।" গিলের কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা প্রকাশ পেল, "সৈন্যসমাবেশের জন্য বেলিঙ্গারকে আদেশ দিয়েছে। ওরা ভাবছে, সার জনের দলটা যদি এদিক দিয়ে এসে পড়ে—কিন্তু গতকাল বিকেলবেলা আমরা শুনলাম যে, তারা উত্তর দিকের পথ ধরে চলে যাচ্ছে। স্কেনেকটাডি থেকে আমাদের সেনাবাহিনী যখন তার পিছু ধরবার জন্য তৈরী হচ্ছিল তখন এই খবরটা পৌছে গেল। স্কেনেকটাডি আর অলব্যানি শহর দুটোকে রক্ষা করবার জন্যই সৈন্যবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছিল। আমরা যখন বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম তখনই খবর শুনলাম যে, ময়ারদের বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। ওদের পিছু ধরলাম আমরা···"

"কথা ব'লো না," বলল লানা, "চুপ করো। খেয়ে নাও একটু। খাবার তৈরী।"

বেড়ার উঁচু উঁচু খুঁটিগুলোর বাইরে ওদের পেছন দিক থেকে একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "টম ! টম ! ফিরে আয়। মায়ের কথা শোন্।"

রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিল টম, "আমরা ইণ্ডিয়ানদের অনুকরণ করছি, মা। লোকটার খুলি থেকে ছাল ছাড়াবার চেষ্টা করছি।"

সূর্যালোকিত মাঠে দুটি ছোট ছেলে কাঠের ছুরি নিয়ে মৃত ইণ্ডিয়ানটার পাশে বসে ছিল।

॥ ৪ ॥

রাত্রির আতঙ্ক

সারা গ্রীষ্মকাল একা একা মাঠে কাজ করতে যায় নি কেউ। দুর্গ থেকে ত্রিশজন করে দলবেঁধে সশস্ত্র হয়ে খড় শুকোবার কাজে বেরুত ওরা। হারকিমার দুর্গের লোকেরা যেত নদীর দক্ষিণদিকে, আর ডেটন দুর্গের ওরা যেত উত্তরে। জুলাই মাসের শেষের দিকে এল্ডরিজের লোকদের সাহায্য করবার জন্য কুড়ি জন লোক পাঠানো হল। ছোট ছোট খড়ের গাদাগুলো দুর্গ থেকে দেখা যেত বটে, কিন্তু বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। এখান থেকে গুলি ছুড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ওদের রক্ষা করা অসম্ভব হতো। তবে অন্য একটা সুবিধাও ছিল আবার। দুর্গ থেকে ওদের ওপর নজর রাখা যেত। আক্রমণকারীদের দল যদি ছোট হতো তা হলে এখান থেকে এরা বেরিয়ে গিয়ে তাদের রক্ষা করতে পারত।

জুন এবং জুলাই মাসে বিনাশকারীরা বনের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করেছে। সংবাদ সংগ্রহকারীরা অন্ধকার ছাড়া দুর্গ থেকে বেরুতে এবং ঢুকতে পারত না। জুলাই মাসে ষাটজন ইণ্ডিয়ানের একটা দল তিনটে খড়ের গাড়ির ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছিল। ডেটন দুর্গের একেবারে সামনেই গাড়িগুলোকে তাড়া করেছিল ওরা।

দুর্গের দক্ষিণ-পুব দিকের মঞ্চ থেকে বিপদ-সংকেত জ্ঞাপনের জন্য কামান দাগা হয়েছিল। লানা শুনতে পেয়েই ছেলে দুটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ভেতরে। সেই খড়ের গাড়িগুলোর সঙ্গে গিলও আসছিল কি না লানা তা জানত না। দেখবার জন্য সে যখন রাইফেল ছোড়ার মঞ্চের ওপর উঠতে চাইল তখন তাকে বাধা দেওয়া হল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মঞ্চে তলায় দাঁড়িয়ে বাইরের গোলাগুলীর শব্দ শুনবার চেষ্টা করতে লাগল লানা। প্রথমে ভ্যালির দিক থেকে গুলীর আওয়াজ এল। তারপর ভারী বোঝা নিয়ে গাড়িগুলো পাগলের মতো ছুটে আসছিল বলে চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ শুনল ওরা। সেই সঙ্গে খড়ের মাচাগুলো থেকেও কিচকিচ আওয়াজ হচ্ছিল। ঘোড়াগুলোর খুরের খুট খুট শব্দ আর তাদের সাজসরঞ্জামের আওয়াজ কানে এল ওদের। এর পরে গেট খোলার কর্কশ ও তীক্ষ্ণ শব্দটাও শুনল ওরা। তার ঠিক পেছনের তীব্রস্বরে গর্জন করে উঠল ইণ্ডিয়ানরা। এবং শেষ পর্যন্ত গাড়িগুলো যে উঠোনের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল তার বিরাট্ আওয়াজটা কানে পৌঁছল ওদের। গেট-টা আবার কর্কশ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওপর থেকে রাইফেল ছোড়ার এতো জোর আওয়াজ হল যে, মনে হল দুর্গটা বুঝি দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তারপর চারটে কামান থেকে গোলা বর্ষণের গুরুগম্ভীর গর্জন হতেই ইণ্ডিয়ানদের চিৎকার গেল থেমে।

ছেলে দুটোকে নিজের কাছে সজোরে ধরে রেখে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে মঞ্চের তলা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল লানা। ওরা দেখল, গাড়ির ওপর থেকে পুরুষরা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে পড়ে গেটের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আক্রমণকারীদের প্রতি-অক্রমণ করবার জন্য ওখানে গিয়ে দলবদ্ধ হচ্ছে তারা। লানা দেখল, মুখ ঘুরিয়ে গিল মেয়েদের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। লানার সঙ্গে চোখোচখি হল তার। দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ হাসল না কিংবা হাতও তুলল না। পরের মুহূর্তেই গেট দিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল গিল। ক্যাবিন আর বেড়ার বাইরে খড়ের গাদাগুলো রক্ষা করবার জন্য ইণ্ডিয়ানদের মেরে তাড়িয়ে দিতে গেল ওরা।

গ্রীষ্মকালে বর্বরদের সেই দলটাই দুর্গের সবচেয়ে কাছে এসেছিল। বেশির ভাগ সময়ই তারা বনের মধ্যে ওত পেতে বসে ছিল। যারা বৈঁচিফল তুলতে

যেত তাদের ধরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল ইণ্ডিয়ানরা। দুর্গ থেকে দূরে যে-সব নতুন নতুন ক্যাবিন তৈরী হয়েছিল সেগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল। একটা ক্যাবিনও রক্ষা পায় নি। ব্র্যাণ্টের আক্রমণের পরেই ভ্যালিটা যে রকম জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল এবারেও তাই হল। বাদবাকী গবাদিপশু যা ছিল তার মধ্যে বেশির ভাগই কেটে খেয়ে ফেলেছিল বিনাশকারীরা। সংবাদ-সংগ্রহকারীরা এসে খবর দিল, যে-সব শূকরদের বনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারা প্রায় হরিণের মতোই চালাকচতুর হয়ে উঠেছে।

মেয়েরা যদিও ক্যাবিনেই রান্নাবান্না করছে, কিন্তু বেশির ভাগ পরিবারই রাত্রিবেলা দুর্গে এসে ঘুময়। কারণ জুলাই মাসের শেষের দিকে স্ট্যানউইক্স দুর্গের তলায় আট শ ইণ্ডিয়ানদের একটা বাহিনী নিয়ে আবার এসে উপস্থিত হল ব্র্যাণ্ট। হারকিমার দুর্গ থেকে ওরা সত্যি সত্যি দেখতে পেল যে, ব্র্যাণ্টের বাহিনীটা ভ্যালী পার হয়ে দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ব্র্যাণ্টের হাবভাব থেকে দুর্গ আক্রমণের প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না। তার পরিবর্তে দু'সপ্তাহ পরে সে :গিয়ে ক্যানাজোহ্যারীতে উপস্থিত হল। এটাই ছিল তার পুরনো বাসস্থান। মোহক ভ্যালির ছ'মাইল জায়গা সে একেবারে উৎসাদিত করে ছাড়ল। পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মেরেকেটে বাদবাকী কয়েকজনকে বন্দী করে নিয়ে গেল। একশটা বাড়ি, জাঁতাকল আর গির্জাও জ্বালিয়ে দিল। গাড়ি, লাঙ্গল আর জমিতে দেওয়ার মই ভেঙে-চুরে নষ্ট করে দিয়ে গেল। শোনা গেল যে, ফ্রে-র উল্টো দিকে নদীর জলে মানুষের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

হার্টার-হাউস দ্বিতীয় বার পুড়ে যাওয়ার পর ক্যাপটেন ডিমুথ এসে ডেটন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। জন উইভারকে অবিশ্যি নদীর ওপারে হারকিমার দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্থলিভানের অধীনে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছে বলে তাকে এখন একজন অভিজ্ঞ সৈনিক হিসেব তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বেলিঙ্গার ওকে দুর্গ রক্ষার্থে সৈন্যদলের সার্জেণ্ট নিযুক্ত করেছে।

এই পদোন্নতির জন্য গর্ব বোধ করে মেরী। এবং দুর্গের মধ্যেই ওকে কাজ করতে হয় বলে কৃতজ্ঞ বোধও করছে। উত্তর-পশ্চিম দিকের ব্লকহাউসের

দোতলায় বাস করছে ওরা। সার্জেন্ট স্টেইল আর স্মিথের সঙ্গে জায়গাটা ভাগ করে নিতে হয়েছে। তাদের স্ত্রী আর স্টেইলের দুটি ছেলেপেলেও থাকে ওখানে। আলদাভাবে গোপনতা রক্ষা করে বাস করবার উপায় না থাকলেও চালাঘরের চেয়ে এই জায়গাটাকে সকলেরই ভাল মনে হচ্ছে। এখানে অনেক বেশি হাওয়া আর আলো পাওয়া যায় এবং হৈ-হল্লাও নেই।

খুবই গরম পড়ে ছিল। বৃষ্টিও হয় নি। যে-সব মাঠ থেকে ঘাস নিয়ে খড় তৈরি করা হয়েছিল সেসব জায়গায় নতুন ঘাস এখনো গজায় নি। নদীতে জলও খুব কম। কিন্তু আগস্ট মাস থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য দু'-একবারের বেশি ডাক পড়ে নি।

মেরী আর জন তাদের মাচার ওপর থেকে দেওয়ালের ফুটো দিয়ে নদীর উত্তরদিকে মিসেস ম্যাকক্লেনারের পাথরের বাড়িটা দেখতে পায়। বাড়িটার খড়খড়ি সব বন্ধ রয়েছে। শুমেকারের বাড়ি ছাড়া শুধু এই বাড়িটাই কি করে যে রক্ষা পেল তার রহস্য সম্বন্ধে প্রায়ই ওরা আলোচনা করে। কারণ বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে ওদের আর ভাবে, একদিন যখন নিজেদের বাড়ি হবে তখন সেটা এই বাড়িটার মতোই দেখতে হবে।

অন্যান্য স্ত্রীলোকরা ওদের কথা শুনে কখনো কখনো হেসে ওঠে। বেদনা অনুভব করতে করতে ভাবে যে, এই অবস্থার মধ্যেও মানুষ কতো অবোধের মতো কথা বলতে পারে। একেবারে ছেলেমানুষি কথা। কিন্তু মেরী এদের কথায় কান দেয় না। স্ত্রীলোক দুটির মনের অবস্থা বুঝতে পারে সে। যা-কিছু ছিল ওদের সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মিসেস স্মিথ বলল যে,'আগে বাচ্চা হয়ে নিক তখন মজা টের পাবে। ছেলেটা যখন না খেতে পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং ঠাণ্ডায় মরে যাবে তখন আর এসব কথা মুখ দিয়ে বেরুতে চাইবে না। মিসেস স্মিথের কথা শুনে গেল মেরী, কিন্তু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল না। গত শীতকালে মিসেস স্মিথ বাচ্চাটাকে নিজের কাছেই শুইয়ে রাখত। তা সত্ত্বেও তার টন্‌সিল মারাত্মক ভাবে পেকে উঠল। "ডাক্তার পেট্রি কিছুই করতে পারলেন না। তিনি বললেন যে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে হবে।" একঘেয়ে সুরে বলে যেতে লাগল মিসেস স্মিথ, "আমার নিজের বুকের দুধ গিয়েছিল শুকিয়ে। আমি অন্য মেয়েদের মতো নই। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হলে আমায় নিজেরও খেতে হবে। বেশি পরিমাণে খাদ্য খাওয়ার

অভ্যাস আমার। পেটে আবার সন্তান এসেছে। এটার কি অবস্থা হবে?" মেরীর দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে বলল সে, "তোমার ভাগ্য ভাল। এই তোমার প্রথম হচ্ছে। পাথরের বাড়ি নিয়ে গল্প করতে পারো তোমরা। কিন্তু নিজেদের যাতে আবার একটা কাঠের বাড়ি হয় আমি শুধু সেই কথাই ভাবি। তাকের ওপর শুকনো কুমড়ো, ভুট্টার দানা আর শুয়োরের মাংস মজুত থাকবে —আমি বসে বসে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকব আর ভাবব, এসবই হচ্ছে গিয়ে আমার।"

কেউ না বললেও মেরীর যে ভাগ্য ভাল তা সে জানত। বড় হয়ে উঠছে মেরী। শিগগীরই সে আঠারো বছরে পা দেবে। জন বলেছে যে, যত দিন যাচ্ছে তত বেশি সুন্দর লাগছে ওকে। বুক দুটিও সুডৌল হয়ে উঠছে। ঘাড়ের দু'দিকে মাংস বৃদ্ধি হয়েছে। শুকনো গাল দুটোও ভরে উঠেছে। পা দুটো এখনো সেই বাচ্চা মেয়ের মতো কাঠি কাঠি দেখায় বটে, কিন্তু জনের চোখে তা খারাপ লাগে না। আজকালও সে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে যে, পা দুটো ওর কতো লম্বা। "যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে," জন একদিন বলল, "তখন তোমায় ছাপা-কাপড় কিনে দেব। অর্ডার দিয়ে তৈরি করাব আমি। স্কার্ট-টা খুব লম্বা হবে। পায়ের আঙুল পর্যন্ত ঢেকে যাবে। তখন তোমার কাঠি কাঠি পাগুলো আর দেখা যাবে না। তোমায় সুন্দরী লাগবে দেখতে।"

"মাথার চুলে পাউডার মাখব," বলল মেরী, "তখন ময়দা পাওয়া যাবে।"

চুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ময়দা পাওয়া যাবে, কথাটা ভাবতে গিয়ে শিহরন অনুভব করল ওরা।

"ঘোড়ার পিঠে একটা আলাদা হালকা জিনের ওপর বসিয়ে তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাব। মেরী, তোমাকে তখন রীতিমতো একজন সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মহিলা বলে মনে হবে। তোমার শিরাবরণটা নেক-টাইয়ের মতো ফাঁস দিয়ে বাঁধা থাকবে।"

ম্যাকক্লেনারের বাড়ির দিকে তাকাতেই এইসব চিন্তাগুলো খুবই বাস্তব বলে মনে হল ওদের। যেন বাড়িটাও নিজেদের বলে মনে হচ্ছে। এখন শুধু নদী পার হয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়লেই হয়।

তেমন সময় নিশ্চয়ই আসবে একদিন। মেরী জনকে বলতে চেয়েছিল যে, নীল কোট, নস্য-রঙা প্যান্ট আর চকচকে বুটজুতো পরলে কতো সুন্দর

দেখাবে ওকে। অবিশ্যি সেই সঙ্গে মাথায় একটা তেকোনো টুপীও থাকবে। কিন্তু বলতে পারল না। লজ্জা পাচ্ছিল। জন যখন ওর সম্বন্ধে এইভাবে কথা বলে তখন পুরনো দিনের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে মেরী। এই দুর্গটাতেই জন ওকে প্রথম লক্ষ্য করেছিল। মনে পড়ে কি ভাবে সে মেরীর সঙ্গে কথা বলেছিল এবং তারপর উভয়ে উভয়কে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। তখন সে ভীষণ রোগা একটি বাচ্চা মেয়ে ছিল। পেছন দিকে একটা বিনুনি ঝুলে থাকত। আর পেটিকোট বলতে একটাই সাদাসিধে ধরনের পেটিকোট পরত সে। দ্বিতীয়টি আর ছিল না। মায়ের সঙ্গে মেরীর হয়ে লড়াই করত জন। ভালবাসায় কখনো তার ভাঁটা পড়ে নি। সব সময়েই মেরীকে সে ভালবেসেছে। তারপর বিয়ে হয়ে গেল ওদের। জন এখন মস্তবড় একজন লোক হতে চলেছে। ওর ওপরে নজর পড়েছে। এবার সে পদোন্নতির মই বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করবে। মেরীর মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, জনের মতো লোকেরা ক্ষমতাসীন হওয়াতে যুদ্ধে জয়লাভ হবেই। এবং ওরাই এই দেশটাকে সুন্দর একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে। তখন হয়তো মেরীর পক্ষে একটা নিগ্রো চাকর রাখা এমন কিছু একটা কঠিন কাজ হবে না।

উঠোনের দিক প্রহরীদের ডিউটি বদলের ডাক পড়বার সময় হয়ে এসেছে। জনকে এবার উঠে পড়তে হবে। বুটজুতো পরে ওখানে গিয়ে প্রহরার কাজ করতে হবে ওকে। সে চলে যাওয়ার পর আলোকহীন ঘরটা আরো অন্ধকার হয়ে যাবে। দেওয়ালের গায়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে প্রহরীদের ডিউটি বদলের নানারকমের শব্দ শুনবে মেরী। মই বেয়ে সৈনিকরা রাইফেল-ছোড়ার মঞ্চে গিয়ে উঠবে, ব্লকহাউসের মই দিয়ে ওপরে উঠবার সময় স্মিথ কিংবা স্টেইলের পায়ের দুমদুম্ শব্দ পাওয়া যাবে। তার বুটজুতোটা সশব্দে পা থেকে খুলে পড়ল মেঝের ওপর। তারপর ভোঁস ভোঁস শব্দ করতে করতে নিচু হয়ে প্যান্ট খুলল সে। স্মিথ কিংবা স্টেইল যার বউ-ই হোক না কেন বিড়বিড় করতে করতে অসন্তোষ প্রকাশ করবে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে খড়ের বিছানার ওপর স্বামীর জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে সে। টান্ হয়ে দেয়ালের সঙ্গে লেগে শুয়ে থাকবে মেরী। শুয়ে শুয়ে চেষ্টা করবে যাতে শব্দগুলো তার কানের মধ্যে এসে না পৌছয়। এই লোক দুটির স্থূল রুচির জন্য পীড়িত বোধ করে মেরী। জনের সঙ্গে এদের তুলনাই হয় না।

ভ্যালির পশ্চিম থেকে পুব পর্যন্ত সব জায়গা থেকেই ফসল কেটে তুলে দিল স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা। এখন শুধু ম্যাকক্লেনারের জমিতে গিয়ে ফসল কাটার কাজ বাকী রইল তাদের। খামারটা ডেটন দুর্গ থেকে অনেক দূরে বলে বেলিঙ্গার আর ডিমুথ গিলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল যে, দশ কি পনরো জন লোক সেখানে যাবে এবং যতদিন না ফসল কাটা শেষ হচ্ছে ততদিন ওরা ওখানে থেকে যাবে। তাতে কাজের সুবিধে হবে অনেক। কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার কথাটা শোনাবার পর বললেন যে, একদল লোক সেখানে গিয়ে সব তছনছ করে দেবে তা তিনি সহ্য করবেন না। যদি ওরা খামারে গিয়ে রাত্রিবাস করে তা হলে তিনিও তাদের সঙ্গে যাবেন।

"ওটা আমার বাড়ি।" কর্নেলের চোখের দিকে চেয়ে বললেন তিনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেলিঙ্গার।

"তা ছাড়া," বলতে লাগলেন ম্যাকক্লেনার, "দুটি মেয়ে যদি ওদের জন্য রান্নাবাড়া করে দেয় তা হলে ওরা তাড়াতাড়ি কাজটা শেষও করে ফেলতে পারবে।"

খামারে ওদের যেতে দিচ্ছে বলে উল্লসিত হয়ে উঠল লানা। অতগুলো লোক কাছাকাছি থাকলে নিরাপদও বোধ করবে সে। সংবাদসংগ্রহকারী শেষ খবর যা এনেছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমে টিয়োগার দিকে সরে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ানরা। আগে এত ঘন ঘন আর বড় বড় আক্রমণ হয়ে গিয়েছে বলে এরা সবাই ভাবল যে, এই শরৎকালে আর আক্রমণের তেমন কোন ভয় নেই।

প্রথম গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে যখন দেউড়ির তলায় এসে থামল মিসেস ম্যাকক্লেনার তখন বাড়িটা কেন যে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারে না তার রহস্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সামনের সিঁড়িটার ঠিক মাথায় দেউড়ির মেঝের ওপর ঘোড়ার মাথার একটা খুলি পড়ে ছিল।

লোকদের চোখে পড়তেই একজন সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল, "এটা এখানে এল কি করে?"

"আমি নিজেই এখানে রেখে গিয়েছিলাম।" গর্বসহকারে ঘোষণা করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"এটা তো চৌরীদের সংকেতচিহ্ন।" লোকটি বলল।

"অস্বীকার করছে কে। সেই জন্যই তো এখানে রেখে গিয়েছিলাম।"

"এটা চৌরীদের সংকেতচিহ্ন।" তাঁর চোখের দিকে চেয়ে কথাটা দ্বিতীয়-বার উল্লেখ করল সে।

"এই খুলিটা আপনি পেলেন কোথায়?" অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল।

নাক দিয়ে শব্দ করলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"এটা আমার নিজেরই একটা মাদী ঘোড়ার খুলি। এই বসন্তকালে আমি যখন স্ট্রবেরি ফল তুলতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে এটা পড়ে ছিল। দু'বছর আগে ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছিল।"

দু'বছর পরেও যে খুলিটা চিনতে পারলেন তিনি সেইকথা ভেবে এরা খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। একজন হেসে উঠল। বিনাশকারীদের সম্বন্ধে এটা একটা ঠাট্টার কথা। বিছানাগুলো এরা সবাই টানতে টানতে নিয়ে এসে দেউড়ির ওপর পেতে ফেলল।

মিসেস ম্যাকক্লেনার যখন ভেতরে ঢুকলেন তখন দেখলেন যে, কে যেন এখানে বেশ মনের আনন্দে বাস করে গিয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে চুল্লীর আগুনে রান্নাবান্না করেছে তারা। কারণ চুল্লীর সামনে পাথর বাঁধানো মেঝেটা তৈলাক্ত হয়ে রয়েছে। রক্ত-মাখা ব্যাণ্ডেজের এক টুকরো কাপড়ও পড়ে ছিল ঘরের মেঝের ওপর। কয়েকজন বিনাশকারী যে এখানে ঢুকেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। বাইরে থেকে কেউ যেন ধোঁয়া দেখতে না পায় সেই উদ্দেশ্যে জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে দিয়ে চুল্লীতে আগুন দিয়েছিল ওরা। বাঁকা হাসি হেসে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "ঠাট্টাটা শুধু আমি একলাই উপভোগ করছি না লানা, আমি বাজি রেখে বলতে পারি ব্যাটারা তাদের গায়ের ছারপোকাগুলোও ফেলে গিয়েছে এখানে।" মেয়েরা সবাই মিলে ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল। রোদ আসবে আর দুর্গন্ধটাও দূর হয়ে যাবে। ঘরের মেঝেতে ঝাড় দিতে লাগল লানা। মিসেস ম্যাকক্লেনার ঝুল পরিষ্কার করতে লাগলেন।

রান্নাঘরটাকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে তুলতে মিসেস ম্যাকক্লেনারের মেজাজ বেশ শান্ত হয়ে এল। "বাড়িটাকে আর কখনো আমি খালি ফেলে

যাব না," বললেন তিনি, "এখানে এসে এই অবস্থা দেখার চেয়ে মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল।"

গিল জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এল। নিজেদের চুল্লীতে আবার আগুন জ্বালিয়ে রান্না করতে বসল ডেইজি। বাসনগুলো একটার পর একটা পরিষ্কার করতে করতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল সে, "কি শয়তান, কি শয়তান, কি শয়তান।" ক্রোধোন্মত্ত মুরগীর ডাকের মতো আওয়াজ করতে লাগল সে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগেই রান্নাবাড়া সব শেষ করে ফেলল ডেইজি। গমখেত থেকে ওরা সবাই ফিরে এসে বারান্দায় খেতে বসে গেল। এতো ভাল শস্য হয়েছে মাঠে যে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। আলোচনা করছে আর তাকিয়ে তাকিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে। লিট্‌ল ফল্‌সের ওদিক থেকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে কুয়াশার আব্রু ভেদ করে মাথা খাড়া করছে চাঁদ।

মাঠ থেকে গম কেটে আসতে এক সপ্তাহ লাগল। দ্বিতীয় সপ্তাহে মাড়াই করতে আরম্ভ করল। কোনো কোনো লোক নিজেদের ক্যাবিনে ফিরে গিয়েছিল। তাদের বদলে আবার অন্য লোকেরা এল। মাড়াইয়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিপের মধ্যে ভরে শস্য সব ডেটন দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশি সময় কাজ করতে হল। রান্না করা আর বাসন ধোওয়ার কাজ এতো বেশি যে, ডেইজি একা তা করে উঠতে পারল না। মাড়াইয়ের আগে গিল হাত দিয়ে গমের দানাগুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলছিল। লানাও এসে সাহায্য করতে লাগল ওকে। অতএব ডেইজিকে সাহায্য করবার জন্য মিসেস ম্যাকক্লেনারকেই যেতে হল রান্নাঘরে।

কিন্তু সকলেই আনন্দ উপভোগ করল। এমন কি গরুটাও আনন্দ উপভোগ থেকে বাদ পড়ল না। খামারেই শস্য মাড়াইয়ের কাজ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর গরুটাকে দুর্গ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। একটা বাড়িতে নিজেদের বাসোপযোগী আলাদা জায়গা পাওয়ার আনন্দানুভূতির জন্য পরিশ্রমের কষ্ট কারো গায়ে লাগল না।

এখানে থাকা সম্বন্ধে বেলিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলল গিল। ওর প্রথম যুক্তি

হল যে, বিনাশকারীরা যদি এটাকে একটা লুকিয়ে থাকবার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে তা হলে বাড়িটাকে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত, নয়তো একদল পাহারাওয়ালা মোতায়েন করা দরকার। ওর দ্বিতীয় যুক্তিটাতেই কাজ হল বেশি। এই ভ্যালিতে মিসেস ম্যাকক্লেনারের জমিতে যা গম জন্মায় তেমন ভাল গম আর অন্য কারো জমিতে জন্মায় না। শরৎকালে গিল যদি এখানে লাঙল দিতে পারে তা হলে গোটা সম্প্রদায়েরই সুবিধা হবে। এখানে শুধু সব সময়ের জন্য তার গুটি ছয় লোকের দরকার। শত্রুরা যদি বড় দল নিয়ে হানা দিতে আসে তা হলে অবিশ্যি পরিবারের সকলকেই যে-কোনো একটা দুর্গে গিয়ে আবার আশ্রয় নিতে হবে। বেলিঙ্গার যদি গিলের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে থাকে তা হলে সে ওর সঙ্গে একমত হতে বাধ্য। ফসল উৎপাদনের জন্য জমিগুলো গিল ঠিকমতো চাষ করে রাখতে চায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, উপনিবেশের অধিবাসীদের বেঁচে থাকবার একমাত্র পথ হচ্ছে যে, নিজেদের জমিগুলো ফেলে না রেখে প্রত্যেকেরই উচিত জমি থেকে জীবন-ধারণের জন্য ফসল উৎপাদন করা। কথাটা মেনে নিল বেলিঙ্গার। ছোট্ট সৈন্যদলটার লোক প্রত্যেকদিনই বদলে যেত বটে, কিন্তু ছ'জনের কম কখনো হতো না। মাঠে লাঙল দেওয়ার সময় গিলকে সাহায্য করত তারা। গাছ থেকে পেকে পেকে আপেল পড়তে আরম্ভ করেছে। সেগুলো কুড়িয়ে আনবার সময় তারা লানাকেও সাহায্য করত।

গাছের পাতার রঙ বদলাচ্ছে। রাত্রিবেলা ঠাণ্ডাও বাড়তে আরম্ভ করেছে। ভ্যালিতে এখনো তুষার পড়ে নি বটে, কিন্তু পাহাড়ের ওপর একটু একটু জমতে আরম্ভ করেছে। মেইপল্ গাছের পাতাগুলো এরই মধ্যে টকটকে লাল আর গাঢ় কমলালেবুর রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। বিকেলবেলাগুলো একটু কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। বিন্দুমাত্র হাওয়া চলাচল করে না।

ছেলে দুটোর গায়ে মাংস গজাচ্ছে এখন। নতুন আটার মণ্ড আর ভুট্টা সেদ্ধ খাচ্ছে ওরা। এই সময়টাতে কোনো রকম আর অশান্তির সৃষ্টি হয় নি। কি একটা অদ্ভুত রকমের জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ডেইজি। চিকিৎসার জন্য তাকে ডাক্তার পেট্রির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে চিকিৎসা চলল তার। সব কাজই লানাকে করতে হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের মধ্যে একটা শান্তির মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে ওর। এবং ভবিষ্যতের

সুখের দিনের কথাও মাঝে মাঝে ভাবছে সে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন নিশ্চিন্তভাবে সুখের কথা ভাবতে পারে নি লানা।

মিসেস ম্যাকক্লেনার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একদিন ওকে বললেন, "বুঝতে পারছি ভবিষ্যতের কথা ভাবছ তুমি। তোমার, গিলের আর ছেলে দুটোর কথা ভাবছ। তাই না?

মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল লানা।

"একটা কথা তোমায় আমি বলতে চাই। গিলকে অবিশ্যি এখন কিছু বলো না। আমার মৃত্যুর পরে এই বাড়ি আর খামারটা তোমরাই পাবে।"

বিধবাটির মুখের ভঙ্গীটা দেখে মার্চ মাসের সেই সকালবেলাটার কথা মনে পড়ল লানার। সেদিন ওরা মিসেস ম্যাকক্লেনারের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে এসেছিল। যে-ভাবে তিনি এখন শ্বাস টানলেন হয়তো সেই জন্যই মনে পড়ল সেদিনকার কথাটা। এমন তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি ফেললেন যে, লানা তাঁর কথা জবাব দেয় তা যেন তিনি চান না।

"কোনো কোনো দিক থেকে," বলতে লাগলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "স্বামীর মৃত্যুর পর তোমাদের সঙ্গে সুখেই ছিলাম আমি। তার কারণ তোমাদের দু'জনকে আমি আমার সন্তানের মতো মনে করতাম। ভাল লেগেছে আমার।"

মৃদুস্বরে লানা বলল, "আপনি যা করেছেন তার তুলনায় কিছুই আমরা করি নি।"

"বাজে কথা বলো না। যা বলবার বলে দিয়েছি। এখন এসম্বন্ধে আর কোনো কথা না বলাই ভাল।" তারপর তীব্রস্বরে তিনিই আবার বললেন, "গোলমাল সব মিটে গেলে তোমরা হয়তো ডিয়ারফিল্ডে ফিরে যেতে চাইবে।"

মাথা নাড়িয়ে লানা বলল, "আমি ঠিক জানি না। গিল যে কি ভাবছে তাও আমি বলতে পারব না। এসম্বন্ধে গিল কখনো কিছু বলে নি।"

"যাই হোক," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "তোমরাই ভেবে দেখো। এখানকার বাড়ি-ঘর সব তোমাদের। নেয়া না-নেয়া তোমাদের ইচ্ছে।"

রান্নাঘর থেকে তিনি যখন বেরিয়ে গেলেন লানার তখন মনে হল, মিসেস ম্যাকক্লেনারকে একটু দুর্বল দেখাচ্ছে। ইদানীং এই কথাটা এর আগেও ক'বার মনে হয়েছিল ওর।

গাস্টিন শিমেল লোকটি বেঁটেখাটো হলেও দেহটা তার বিশাল। এমন ভাবে সে হাঁটে যেন ওজনটা তার দু'শ পাউণ্ডের কম নয়। ঘাড়দুটো কুঁজো করে হাঁটে। যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে গম্ভীর মুখটা সে সামনের দিকে এগিয়ে রাখে। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের এখানে মনপ্রাণ দিয়ে কর্তব্য কাজ করে যাচ্ছে শিমেল।

দুদিন আগে একজন টাসক্যারোরা ইণ্ডিয়ান এসে বেলিঙ্গারকে খবর দিল যে, উনাডিলার পূবদিক দিয়ে বিরাট একটা সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে। বাহিনীটার সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে এতো জোর দিয়ে কথাটা বলল যে, খবর নেওয়ার জন্য একজন স্কাউট পাঠাতে চাইল বেলিঙ্গার। লোকটা না কি তাদের স্বচক্ষেই দেখেছে। হেলমার আর বোলিয়োর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য গিলকে ডেকে পাঠাল বেলিঙ্গার। এবং গাস্টিন শিমেলকে বলে পাঠাল যে, তার কাছ থেকে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা অন্য দল বদলি দিতে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়ি ত্যাগ না করে আসে। ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল গাস্টিনকে। এই প্রথম সে সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে দেখতে লাগল যে, জানালার খড়খড়িগুলো ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না এবং পেছনের দরজাটায় খিল লাগানো হয়েছে কিনা। রাত্রিতে ঠাণ্ডা বাড়ছে বলে পুরুষেরা এখন সামনের দিকের ঘরগুলোতে এসে ঘুমচ্ছে। মেয়েরা আর বাচ্চা দুটি দখল করেছে রান্নাঘর।

"জানালা-দরজা সব আমি নিজেই দেখছি, গাস্টিন।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"তা হোক, ম্যাডাম। তবু আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে। আমার ওপরই সব দায়িত্ব রয়েছে কি না।"

লানা এতো তাড়াতাড়ি কম্বল দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলল আর মিসেস ম্যাকক্লেনারও এতো দ্রুত মূত্রত্যাগের পাত্রটা ঠেলা মেরে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন যে, গাস্টিন ঠিক স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে চাইল না। এই সব প্রতিকূল অবস্থাগুলো কি ভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে ভাবতে লাগল সে।

জানালা-দরজাগুলো পরীক্ষা করবার পর মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল সে, "আশা করি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হবে না, ম্যাডাম।"

নিরাশা প্রকাশ করে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "গুড নাইট।"

"গুড নাইট, ম্যাডাম।" বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওখান থেকেই গাস্টীন আবার বলল, "ভেতর থেকে দরজার যেন খিল লাগাবেন না।"

"দরজায় খিল নেই।" বললেন বিধবাটি।

"ধন্যবাদ, ম্যাডাম।"

গাস্টিন যা আশা করেছিল, তাই হল। রাত্রিতে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটল না। ঝরনার দিক থেকে একটা ঘোড়া ছুটে আসবার শব্দ শুনে শুধু একবারই ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে খটাখট্ শব্দ করতে করতে খামারের পাশ দিয়ে চলে গেল ঘোড়াটা প্রথমে জোরে, তারপর ক্রমশই কমে যেতে যেতে আওয়াজটা মিলিয়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। পুরুষদের ঘর থেকে ভীষণ জোরে নাসিকাগর্জন শোনা যাচ্ছিল। তারপর ওরা শুনল, হল-ঘরটাতে কে যেন নড়াচড়া করছে। হতবুদ্ধির মতো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গাস্টিন শিমেল যে চেপে চেপে শ্বাস ফেলছিল তাও শুনতে পেল ওরা। আরো খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে শ্বাস ফেলল সে। তারপর ঘুমতে চলে গেল আবার।

ভোরবেলা বৃষ্টি থেমে গেল। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে পশ্চিমদিক থেকে জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল। এতো জোরে বয়ে আসছিল মনে হল যেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে গলা-রুপোর স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে।

সমস্তটা দিনই হাওয়ার গতি অব্যাহত রইল।

মাঝে মাঝে দেউড়ির তলায় এসে ঐ দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকছিল গাস্টিন শিমেল। গতরাত্রে বার্তাবহনকারীটি খবর নিয়ে এখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিল। কি খবর সে নিয়ে গেল সেটা তার জানবার ইচ্ছে হচ্ছে। গিলবার্ট মার্টিন এখন ফিরে এলেই খুশী হয় সে। তা হলে এই নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। অনভ্যস্ত চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে জট

পাকিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে পেটের খিদেও কমে গিয়েছে তার। সেদিন বিকেলবেলা এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে বসল গাস্টিন। তার এই নতুন দায়িত্বপূর্ণ কাজটির একটা দিনপত্রিকা রাখবে। অত্যন্ত কষ্টসহকারে সে লিখল :—

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯। খানিকক্ষণ বৃষ্টি হল। সকালবেলা পরিষ্কার হয়ে গেল। গতকাল রাত্রে বার্তাবহনকারী এখান দিয়ে চলে গেল। অন্য উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি।

কাগজটার দিকে দু'-এক মিনিট তাকিয়ে রইল সে। থলথলে মোটাসোটা হাত দিয়ে সতেরো তারিখের খবর লিখল, "আজকে একটু গরম। রাস্তায় কাউকে দেখা যায় নি। রাত্রির খাবার স্কোয়াসের তরকারি।" শেষের কথাটা দিনপত্রিকায় লিখল বলে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কারণ স্কোয়াসের তরকারিটা যে সামরিক ব্যাপার নয় তা সে বুঝতে পারল। অন্য কিছু লিখবার মতো ভেবে গেল না বলে লাইনটাকে পূরণ করবার জন্য ঐ কথাটাই লিখতে হল তাকে। শেষ পর্যন্ত কাটাকুটি না করে লাইনটাকে রেখে দিয়ে কাগজটা ভাঁজ করে ফেলল। বিধবাটির দিকে চেয়ে শ্বাস টানতে লাগল গাস্টিন।

"আমায় একটু মাপ করতে হবে," বিনয়সহকারে বলল সে। "রাস্তায় নেমে গিয়ে দেখে আসি কাউকে ধরতে পারি কি না।"

স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন। "তোমার এই অল্পসময়ের অনুপস্থিতিটুকুরও অভাব বোধ করব, গাস্টিন শিমেল।"

"আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অন্য একজনকে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"না, ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গ পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে যখন বঞ্চিত হচ্ছি তখন এই সময়টুকু আমরা একলাই থাকব।"

"আমি তাই ভেবেছিলাম, ম্যাডাম। যাই দেখি, সেই বার্তাবহনকারীকে ধরতে পারি কি না।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার লানার দিকে তাকালেন।

"আমাকে কি পাগল বলে মনে হচ্ছে?"

"না।" হাসতে হাসতে জবাব দিল লানা।

"আমার নিজের তো মনে হচ্ছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। লোকটা আমায় পাগল করে ছাড়বে।" মৃদু হেসে তিনিই আবার বললেন,

"ছেলে ছুটোকে নিয়ে বাইরে একটু বেড়াতে যাও না কেন? তোমাদের সকলেরই ভাল হবে তাতে।"

"আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না?"

"না। আমি এখানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে চাই। ছুধ দোয়াবার সময় গরুটা যতক্ষণ না ফিরে আসছে তুমি ততক্ষণ বাইরে থাকতে পারো। চার ডেকচি বীন ভাপে সেদ্ধ করা আছে। রান্নাবান্নার দরকার নেই।"

লানা বুঝতে পারল, মিসেস ম্যাকক্লেনার একা থাকতে চাইছেন। অতএব গিলিকে সে হরিণের চামড়ার জামা পরিয়ে নিল। গিলি তাতে ভাবল যে, তাকে বাবার মতো লাগছে দেখতে। কোলের বাচ্চাটার গায়ে কম্বল জড়িয়ে নিল লানা। গ্রীষ্মকালে বার বার ছুর্গে যাওয়া আসার জন্য বাচ্চাটার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। লানার কোলের ওপর এক ডেলা মাখনের মতো পড়ে থাকে। বেশ মোটা-সোটা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি ভারী হলে কোলে নিতে কষ্ট হতো লানার। বসন্তকাল পর্যন্ত ধর্মমতে ছেলেটার নামকরণ করা হয় নি। তারপর একদিন ধর্মযাজক রোজেনক্র্যানৎস মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ওর নাম রাখা হল জোসেফ ফিলিপ। ছেলেটার ধর্মপিতা হয়েছিল জো বোলিয়ো। গিলির অবিশ্যি গায়ে পায়ে তেমন মাংস হয় নি। লানার ধারণা এর জন্য দাবী সেই প্রচণ্ড শীত। ব্র্যান্টের আক্রমণের পরে সেবারকার শীতকালটা খুবই কষ্ট দিয়েছিল সকলকে। তা ছাড়া গিলির সেই অল্প বয়সে লানার বুকের ছুধও শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন আবার জোয়িও পেটে এসে গিয়েছে। অতএব ছুধ শুকিয়ে গেল। ব্যাপারটার মধ্যে ভগবানের অবিচার দেখতে পেয়েছিল লানা। কিন্তু এখন যখন গিলি বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখন সে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারছে না। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

শক্ত একটা পিণ্ডের মতো দেখতে হয়েছে গিলি। কাঠবেড়ালের মতো সর্বদাই কর্মচঞ্চল। মাত্র আড়াই বছর বয়স। কিন্তু বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে। এবং মনে হয় বনের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতে খুবই আনন্দ বোধ করে গিলি। অবিশ্যি বন বলতে গোলাবাড়ির দিকে সেই লতা-গুল্মের ঝোপটা পর্যন্তই যায় সে।

ঢালুর পথ ধরে একটু ওপরে ছেলে দুটিকে নিয়ে এল লানা। হয়তো এক শ গজের চেয়ে বেশি হবে না। এখানে একটা ফাঁকা জায়গা একদিন দেখে রেখেছিল সে। জায়গাটা সমতল। বাচ্চাটা গড়াগড়ি খেলেও ভয় নেই। চোখ রাখবার দরকার হবে না। উঁচু জমিটার ঠিক ধারেই জায়গাটা। চারদিকে কোথাও গাছগাছড়া নেই। শুধু সোনালী রঙের লতা-গুল্মের ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। তার আগাগুলো রক্তের মতো লাল টক্‌টক্‌ করছে। ফিতের মতো লতার গায়ে গাঢ় লাল রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। মনে হয় যেন পাহাড়ের গা দিয়ে মাথার ওপরে আকাশ স্পর্শ করছে বুঝি।

রাত্রে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মাটি বেশ শুকনোই রয়েছে। হাওয়া চলছিল। তার তলায় অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পাচ্ছিল লানার। ছেলে দুটো কাছাকাছি আছে কিনা দেখে নিয়ে চিত হয় শুয়ে পড়ল সে। বাড়িটা এতো কাছে যে, তলা থেকে আওয়াজ উঠলেই শুনতে পাওয়া যায়। বাড়িটা কাছে হলেও মনে হয় যেন চাঁদের তলা থেকে দূরত্বটা তার কম নয়।

একমুহূর্তের জন্য লানা ভাবল মিসেস ম্যাকক্লেনার নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে পারছেন কিনা। তারপর আস্তে আস্তে চোখের পাতা বুজে এল ওর। হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ ঘুম পাড়িয়ে ফেলল তাকে। শুয়ে থাকবার ভঙ্গী দেখে লানার মুখটাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো লাগছিল। হাওয়া লেগে গাল দুটো গোলাপী হয়ে উঠেছে। চুলগুলো হাওয়ার টানে চলে এসেছে গালের তলায়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিশ্রাম পাচ্ছে সে।

কয়েক মিনিট পরে গিলি তার ছোট্ট মুখটা হঠাৎ উঁচু করে তুলে ধরল। এমন একটা ভঙ্গী করল যেন একটা আওয়াজ শুনেছে সে—বোধহয় কিংস-রোডের দিক থেকে ডেকে উঠল কেউ। ঘুমের মধ্যে মা তার একটু নড়েচড়ে উঠল। গিলি তার কাছে হেঁটে গিয়ে গম্ভীর মূর্তিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাইটির দিকে দৃষ্টি ফেলল একবার। কিন্তু ভাইটি তো হাঁটতে পারে না। অতএব এক মুহূর্ত পরেই টল্‌মল্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে ঢালুর পথ ধরে লতা-গুল্মের ঝোপের মধ্যে চলে গেল গিলি…. ।

যে-ডাকটা সে শুনেছিল সেটা হচ্ছে ফেজার কক্সের ডাক। এ হচ্ছে গিয়ে কক্সের ছেলে। এই সে প্রথম বার্তাবহনকারীর কাজ করছে। সে ঘোড়ায় চেপে ডেটন দুর্গ থেকে আসছিল। স্কেনেকটাডি থেকে কর্নেল ক্লক খবর পাটিয়েছে যে, সার জন জনসন পনরো শ লোক নিয়ে স্কোহারী ভ্যালির ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন। আঠারো তারিখে মোহক ভ্যালিতে প্রবেশ করেছেন তিনি এবং পশ্চিমদিকের পথ ধরে নদীর দু'ধারের বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব কর্নেল ক্লক সতর্ক করার জন্য সকলকে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলেছে। সার জন জনসনের ধ্বংসকারী বাহিনীটার অগ্রগমনের পথ রুখে দাঁড়াবে স্টোন অ্যারাবিয়ার স্থানিক সৈন্যদল। আর পেছন থেকে তাদের আক্রমণ করবার জন্য অলব্যানির সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবেন জেনারেল রবার্ট ভ্যান রেনসেলার।

ম্যাকক্লেনারের ওখানে ক্ষুদ্র সৈন্যদলটির কি করতে হবে সেই সম্বন্ধে আদেশ পাঠাল বেলিঞ্জার। আদেশ পাওয়ামাত্র এলিসের মিলসে চলে যেতে বলেছে এদের। সেখানকার সৈন্যদলটাকে গিয়ে সাহায্য করতে হবে। স্টোন অ্যারাবিয়ায় কর্নেল ব্রাউনকে সাহায্য করবার জন্য কিংবা কর্নেল ক্লকের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ডেটন আর হারকিমার দুর্গ থেকে স্থানিক সেনাবাহিনীর পঞ্চাশ জন লোক অনতিবিলম্বে রওনা হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল ম্যাক-ক্লেনারের ওখানে এক ঘণ্টার মধ্যেই পাঠান হচ্ছে। তারা গিয়ে মেয়েদের এল্ডরিজে পৌছে দেবে। এবং সৈন্যদলটা সেখানেই থেকে গিয়ে এল্ডরিজ-ব্লকহাউসের শক্তি বৃদ্ধি করবে।

এই ব্যবস্থাটা গাস্টিন শিমেলের মনঃপূত হল না। কিন্তু সামরিক আদেশের প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধা তার। অতএব মানতেই হবে। সে গিয়ে মিসেস ম্যাক-ক্লেনারকে গভীর ঘুম থেকে ডেকে তুলল। এবং বলল যে, দ্বিতীয় একটি সৈন্যদল এক্ষুনি এসে পড়বে। তারাই মেয়েদের এল্ডরিজ পৌছে দেবে। এই ভাবে মিসেস ম্যাকক্লেনারকে ফেলে যেতে তার নিজের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গাস্টিন আশা করছে যে, শিগগীরই আবার এখানে ফিরে আসতে পারবে সে। অন্য দলটা যতক্ষণ এসে না পৌছয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলে ভাল হতো। কিংবা মেয়েদের সে নিজে যদি এল্ডরিজে পৌছে দিতে পারত তা হলে খুশী হতো গাস্টিন। কিন্তু কি করবে, আদেশ মানেই আদেশ। মানতেই হবে।

"ভগবানের দোহাই," বলে উঠলেন বিধবাটি, "তুমি এবার যাও।" ("ভগবানকে ধন্যবাদ, এই তোমার শেষ মুখদর্শন করছি।" মনে মনে বললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে, টুপীটা খুলে গিয়ে কানের ওপর ঝুলে পড়ে কাঁটার সঙ্গে আটকে রয়েছে।)

অনেক দিন পর এই প্রথম তিনি গভীর ভাবে একটু ঘুমতে পেরেছিলেন। কিন্তু জেগে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন যে, হঠাৎ কী সাংঘাতিক বুড়ী হয়ে গিয়েছেন তিনি। বিছানা ছেড়ে ওঠবার ইচ্ছাই করছিল না তাঁর। ভাবছিলেন, লানা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ ওখানেই শুয়ে থাকবেন। এখুনি সে এসে পড়বে এবং জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলতে তাঁকে সাহায্য করবে। কেউ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর বার্ধক্যের উপস্থিতি অনুভব করে তখন নড়াচড়া করতে ভাল লাগে না তার। এখন আবার বাড়িটা ত্যাগ করে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কতো সুখেই না বাস করেছেন এখানে। মাঝে মাঝে উন্মত্তের মতোও সুখী বোধ করতেন তিনি।

বার্নের কথা মনে পড়ল তাঁর। অশ্বরোহী সৈনিকের কোট পরেছে – গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘের মিটিং করে বাড়ি ফিরছে বার্নে, সেখানে কতো রকমের কুৎসা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করেছে, আলোচনা করেছে ভ্যালির খবর নিয়ে—মত্ত অবস্থায় বাড়ি আসছে বার্নে—মত্ত, কিন্তু ঘোড়ায় চেপে পনরো মাইল পথ পার হয়ে এল এবং সারাটা পথ সে তার প্রিয় গানটা গাইতে গাইতে এল—সবাই বলত, বার্নের প্রকাণ্ড বড় পেটটির মধ্যে মদের স্পর্শ লাগলেই গান করত সে। স্বামীর লাল টকটকে মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই গানের লাইনগুলো মনে পড়ল তাঁর :—

আমি ভালবাসি মসলা ঝাঁঝালো,
আমি ভালবাসি যা কিছু ভালো,
আর ভালবাসি মিছরির দানা দু' গালে।
আমি ভালবাসি আমার জীবন
পত্নী থাকেন সঙ্গে যখন,
মেয়েদের যদি না পাই হাতের নাগালে।

কী বদমায়েশ লোক রে বাবা! বাড়ি ফিরে তাঁর চুলগুলো সব টুপীর তলা থেকে টেনে টেনে বার করে এনে এলো-মেলো করে দিত। চুল তখন লাল

ছিল তাঁর। তারপর শয়তানের মতো লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত মুখের দিকে। বার্নে'কে অন্য সময়ে দেখলে মনে হতো নদীর জলের মতো নির্মল আর সরল প্রকৃতির লোক একটি। মনে পড়ল, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলা কেমন করে খেতে বসতেন তাঁরা। একদিন সার উইলিয়াম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খেতে এসে ছিলেন—তখন ছেলেটি তার একটি সাদাসিধে মানুষ ছিল, শুধু জন। তারপর জন বাটলার, ভেরিক কিংবা স্বাইলারদেরও কেউ কেউ সান্ধ্যভোজে এসে যোগ দিত। ভদ্রলোকেরা তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে বুটজুতো খুলে পাম্প-শু পরে আসতেন। বারান্দায় বসে খাওয়া-দাওয়া হতো। টেবিলের ওপর সাদা টেবিলক্লথ পেতে দিতেন তিনি। মোমবাতির ওপর লাফিয়ে উড়ে পড়ত অসংখ্য পোকা। ওখানে বসে পাহাড়, ভ্যালি, আকাশের তারা আর নদী দেখা যেত। সব মিলিয়ে একটা অতি সুন্দর কারুকার্যময় পাতলা ফরাসী কাগজের মতো দেখাত। ভদ্রলোকেরা স্ত্রীদের সঙ্গে আনতেন না। সেই জন্য স্যানি খুশীই হতেন মনে মনে। পুরুষদের সঙ্গে বসে সমানে সমানে কথা বলবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। দরকার হলে ক্ষেত্র বুঝে তাঁদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে হাসিঠাট্টাও করতে পারতেন। আধ বোতল পোর্ট-মদ চুক্ চুক্ করে খেয়ে ফেলতেন সেই সময়। মেয়েদের যদি সঙ্গে নিয়ে আসতেন তাহলে আর রক্ষা ছিল না। অলব্যানিতে ফিরে গিয়ে কুৎসা রটাত তারা। ফলের বাগানটা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তৈরি করেছিলেন এবং ফুলগাছগুলোও নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন ওঁরা। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক দেখা-শোনা করতে পারতেন না। দু'জনের একজনেরও ধৈর্য ছিল না। এবং বাড়ির সামনে ফুলের বাগান রেখে শৌখিনতা করবার দরকারও বোধ করেন নি। ফুলগাছের গোড়ায় নিড়ানি চালিয়ে আগাছা টেনে টেনে বার করার চেয়ে তাঁরা বরং ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লক-উপনিবেশ থেকে বেড়িয়ে আসতেই ভালবাসতেন। স্বামী তাঁর কতো আগে মারা গেছেন। ব্যাপারটা দুঃখের হলেও মিসেস ম্যাকক্লেনার মনে মনে খুশীই হয়েছেন। কারণ তিনি যদি আগে মারা যেতেন তা হলে এই রকম দুঃসময়ে বার্নে একা একা কি যে করত তা তিনি কল্পনাই করতে পারেন না। সাংসারিক ব্যাপারে তার জ্ঞানগম্যি বিশেষ ছিল না। বেচারী! মুখটা সুন্দর ছিল বটে, কিন্তু মাথার কাজে একেবারে অযোগ্য ছিল। শান্তিরক্ষার জন্য তাকে যদি বিচার করতে

হতো তা হলে আদালতটা একটা শুঁড়িখানায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে বিচার করা অসম্ভব হতো। বাদী এবং বিবাদী দু'পক্ষকেই মদ খাওয়াত। রায় দেওয়া কঠিন বুঝলে দু'-একটা গল্প শোনাত তাদের এবং শেষ পর্যন্ত একটা মোরগ কিংবা বাচ্চা ঘোড়া বিক্রি করত তাদের কাছে। তারপর রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে গল্প করত আর হো হো করে হাসতে থাকত। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো বিছানাটাকে তোলপাড় করে তুলত সে। মিসেস ম্যাককেনার তখন দোল খেয়ে স্বামীর গায়ের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তেন। সবকিছু নিখুঁত না হলে তার চলত না। কাপড়চোপড়ে এক বিন্দু দাগ থাকলে চলবে না, দাড়ি কামাবার জলে স্ফটিক-লবন থাকা চাই, ভাল ভাল শার্টগুলোতে ছোট এক টুকরো লেন্-কাপড় সেলাই করে তবে দেরাজের মধ্যে রেখে দিতে হবে। একবার একটা রুমাল খুঁজতে গিয়ে সে যখন ভুল দেরাজটা খুলে দেখল যে, লেসের টুকরোটা তিনি সেলাই করে রাখেন নি তখন তার মুখ দেখে মিসেস ম্যাককেনারের মনে হয়েছিল, পিঠের চামড়া বুঝি তুলে নেবে বার্নে। কিন্তু এক মিনিট পরেই বুঝতে পারল যে, ভুল দেরাজে হাত দিয়েছিল সে। তারপর ঠাকুরদা যেমন ছোট নাতিকে বোঝায় তেমনি ভাবে বার্নে তাকে বোঝাতে লাগল যে, বন্দুক ধরা কিংবা সৈনিকদের গালাগাল করে সারি দিয়েদাঁড় করানো ছাড়া অন্য কোনো কাজের পক্ষে উপযুক্ত নয় সে। ও বার্নে, বার্নে······।

এখন যে ক'টা বেজেছে সেসম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না তাঁর। টিক্‌টিক্ করে করে মিনিটগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত চোখ দুটির সামনে পুরো বাড়িটা আবার জীবন্ত, সুন্দর আর প্রাণচঞ্চল ছবির মতো ভেসে উঠেছিল। রাস্তা দিয়ে যে সৈনিকরা মার্চ করে চলে যাচ্ছে তাও তিনি শুনতে পান নি। আধ ঘণ্টা পরে এখানকার ক্ষুদ্র সৈন্যদলটা যে চলে গেল সেসম্বন্ধেও জানতে পারলেন না কিছু। এদের চলে যাওয়া উচিত হয় নি—বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। লানার কথাও ভাবলেন না তিনি এবং কেন যে সে ছেলেদুটিকে নিয়ে এখনো ফিরে আসে নি সেসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। পুবদিকের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল যে, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। ঠিক এই মুহূর্তে এমন একটা কিছু তাঁর মনে পড়ল যা নিয়ে বহু বছর ধরে একবারও চিন্তা করেন নি তিনি। প্রতিদিনকার নিয়মিত অভ্যাসের জন্য অনেক কথাই ভুলে যায় মানুষ।

যে-খাটটির ওপরে এখন তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে শুয়ে রয়েছেন সেটাই ছিল তাঁর বিয়ের রাত্রির খাট। অলব্যানির চটিতে ছিল এটা। চটির মালিক প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে, এটাই বাড়ির সবচেয়ে ভাল খাট। চটির পক্ষে খুব ভাল বলতে হবে। অবিশ্যি প্রাইভেট বাড়ির পক্ষে তেমন একটা ভাল আসবাব বলে গণ্য হবে না। সাধারণ মেইপল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। কিন্তু সকালবেলা বার্নে ঘুম থেকে উঠে বিছানার চাদর দিয়ে হাঁটু ঢেকে তার পাশে বসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল—নাইট গাউনের তলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল তাঁর। বার্নে তখন বলল যে, এই খাটের ওপরে ছাড়া অন্য কোনো খাটে আর কোনো দিনও শোবে না সে। ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়িওয়ালাকে ডেকে আনল ঘরে। "গুড মর্নিং," বলল বাড়িওয়ালা, "আশা করি রাত্রিতে ঘুমের ব্যঘাত হয় নি আপনাদের?" ধৃষ্ট আর ধূর্ত। সারা তখন স্বামীর পাশে উঠে বসেছেন। বার্নের মুখটি ভীষণভাবে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি তার মুখভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারলেন না। হেসে উঠল বার্নে। কাশতে কাশতে আর অভিশাপ দিতে দিতে বলল সে, "ওহে বাড়িওয়ালামশাই, তোমার এই খাটখানা আমি কিনতে চাই। কতো দাম চাও?" কথা শুনে লোকটা এতো বিভ্রান্ত বোধ করল যে, হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল: তিন গিনি। "আমি তোমায় চার গিনি দেব। তার চেয়ে এক পেনিও কম নয়।" চিৎকার করে বার্নে বলল, "ব্রেকফাস্টের সঙ্গে আমি এক বোতল লোবো-মদ চাই। ও তাই তো, তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, সারা। তুমি কি খাবে বলো?" মিসেস ম্যাকক্লেনার তখন বলেছিলেন যে, বার্নের বোতল থেকেই খানিকটা লোবো-মদ নিয়ে নেবেন তিনি। "তা আমি দিচ্ছি না। আঃ গো, স্ত্রীরা যখন স্বামীর বোতল থেকে ভাগ বসাতে আসে তখন আমি তা সহ্য করতে পারি না। ওহে বাড়িওয়ালামশাই, দু' বোতল নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি যাও। তেইশ মিনিটের চেয়ে যেন এক মুহূর্তও বেশি দেরি না হয়। যাও। গুড মর্নিং—যাও এখন।"

আহা, বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলির কথা মনে করতে কী আরামই না লাগছে! স্লেজগাড়িতে চেপে হাডসন্ গ্রামের পাশ দিয়ে বরফে আবৃত নদীর ওপর দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যেতেন তাঁরা। কিংবা হয়তো সন্ধ্যাবেলা স্লেজগাড়ি চালিয়ে চলে যেতেন জার্মান ফ্ল্যাটের দিকে···ওসব কথা না ভেবে

বরং এখানে আসবার কথাটাই ভাবা যাক। দু'জনে মিলে এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন তাঁরা। মনে পড়ে, একদিনের মধ্যে একটা চিমনি তৈরী হয় নি বলে কী সাংঘাতিক অবাক হয়ে গিয়েছিল বার্নে…।

কিঙসরোড দিয়ে যে জার্মান ফ্ল্যাটের স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা চলে যাচ্ছিল তাও টের পেলেন না মিসেস ম্যাকক্লেনার। তাদের পায়ের শব্দ কানে পৌঁছল না তাঁর। ষাটটি লোক আতঙ্কিত অবস্থায় ঝরনার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে গিয়ে তারা রাত্রিটা অপেক্ষা করবে। একজন স্কাউট পাঠানো হয়েছে উত্তর অঞ্চলে। সার জনের ইণ্ডিয়ান সৈনিকরা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ধ্বংসকার্য শুরু করে দেয় তা হলে সে খবর নিয়ে আসবে।

ইণ্ডিয়ানদের কথাই এখন ভাবছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। বার্নে ওদের বাড়িতে ঢুকতে দিত না। কারণ ওদের গা থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরুত যে, ক্ল্যারেট মদ্যের মতো উৎকৃষ্ট মদ্য পান করতেও তার তিন দিন পর্যন্ত বিস্বাদ লাগত…কোনোদিন যদি রান্নাঘরের আগুনের সামনে একজন ইণ্ডিয়ানও ঘুমিয়ে থাকত তা হলেও বার্নে এমন কি ছানার মধ্যেও তার গায়ের গন্ধ পেত…।

এই কথাটা মনে পড়তেই পশ্চাৎ স্মৃতির কথাগুলো আর ভাবতে পরলেন না তিনি। বর্তমানের মধ্যে ফিরে এলেন। ভাবলেন, এই রান্নাঘরটার মধ্যেই ঘুমচ্ছিলেন তিনি এবং সারা বাড়িতে লোকজন কেউ নেই, একা রয়েছেন। আর অন্ধকারও হয়ে এসেছে।

না, একা নন। পাশের ঘরটাতে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। খুব সাবধানেই হাঁটছে। হাতে তার জ্বলন্ত কাঠ রয়েছে একটা। না, এখন মনে হচ্ছে দু'জন লোক। হাতে তাদের মশাল রয়েছে। পাইন কাঠ পোড়ার সুগন্ধ পাচ্ছিলেন তিনি। ক্রমে ক্রমে মাথাটা তাঁর পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল। হল-ঘরটায় আলো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, গাষ্টিন শিমেল বলেছিল যে, নতুন একটা সৈন্যদল এখানে আসবে। তারা আসেনি। এরা নিশ্চয়ই সেই সৈন্যদলের লোক নয়। এতক্ষণে সেই সৈন্যদলটা নিশ্চয়ই এল্ডরিজ পৌঁছে গিয়েছে। সার জন ভ্যালিতে ঢুকে পড়েছেন।

ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। একজন ইণ্ডিয়ান স্খলিতচরণে ভেতরে

ঢুকল। খানিকটা মাতাল হয়েছে। একটা ফ্লাস্কে ব্র্যাণ্ডি ভর্তি করা ছিল। সেটা নিশ্চয়ই শেষ করেছে। তবে সঙ্গীটির মতো অতো বেশি মাতাল হয় নি সে। মাথার ওপরে উঁচু করে এক হাত দিয়ে মশালটা ধরে রেখেছে, অন্য হাতে তার একগাদা কাপড়চোপড়, কম্বল আর একটা সবুজ রঙের বোতল রয়েছে। স্থাড়া মাথার ওপর মশালের আলো পড়ছিল বলে লোহার বেষ্টনীটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। মাথার ঐ বেষ্টনীটার সঙ্গে একটা ছেঁড়া পালক গোঁজা রয়েছে। সেটা এখন দুলে দুলে উঠছে। মুখে তার কালো রঙ মাখা। তার ওপরে খয়েরি রঙের ফুটকি বসানো। একটা সাদা ডোরা নাক বরাবর নেমে এসে মুখের ওপর দিয়ে চিবুক পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। মনে হয় যেন একজন অনভিজ্ঞ আসবাব-নির্মাতা জোড়া দিয়ে মুখটা তৈরী করেছে তার। লোকটা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল। তার গা থেকেই যে শুধু দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল তা নয়, ভল্লুকের চর্বির পচা গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। সারা গায়ে চর্বি মেখেছে সে। গরমের জন্য চর্বি সব পচে গিয়েছিল। বৃদ্ধার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল সে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন নায়েগ্রা প্রপাতের সেই সুপ্রসিদ্ধ সর্পদানবের সাক্ষাৎ ঘটেছে তার।

"বিনা অনুমতিতে আমার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বার অর্থ কি?" জানতে চাইলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

ঘাড় দুটো পশমের জামা দিয়ে ঢেকে রেখে বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসেছিলেন তিনি। মাথার টুপীটা কাত হয়ে ঝুলে পড়েছিল। লম্বা নাকটির ছিদ্র দিয়ে গন্ধশোঁকার মতো সশব্দে নিঃশ্বাস টানছিলেন। ঘরে তৈরী পনির আর বার্নের কথা ভাবছিলেন তখনো।

ইণ্ডিয়ানটার থুতনি দুটো তলার দিকে ঝুলে পড়ল। এই ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় সে। লোকটা ইংরেজি কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু তার সঙ্গীটি বুঝতে পারল।

"অউইগো," মৃদুভাবে বলল সে, "তাড়াতাড়ি এসো।"

অউইগো লোকটা দেখতে বেঁটে এবং মোটা। চোখের চারদিকে গোল করে চক্রের মতো সাদা দাগ কাটা। দরজার চৌকাঠের বাজুর সঙ্গে ধাক্কা খেতেই তার হাত থেকে দুটো বন্দুকই গেল পড়ে। ঘুরপাক খেয়ে একেবারে বিছানাটার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

প্রথম ইণ্ডিয়ানটা বলল, "ও ইংরেজী বলে।"

"পেটে ব্যথা", এই দুটো কথাই মনে পড়ল অউইগোর এবং বলেও ফেলল সে।

"শোনো বাছা, তোমাদের বরাতে তার চেয়েও খারাপ কিছু ঘটবে।" কঠিন মূর্তি ধারণ করে বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "তুমি তো ইংরেজী বলো। তা হলে শুনি, কেন এখানে ঢুকেছ? কি বলবার আছে তোমার?"

খুব ভদ্রতা আর বিনয় সহকারে কথা বলছে মনে করে অউইগো এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "কেমন।"

"আমার বাড়িতে কি করছ তোমরা?" আরো বেশি সোজা হয়ে বসে মিসেস ম্যাকক্লেনার দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করলেন।

মদ খেয়েছিল বলে ইণ্ডিয়ানটার হতবুদ্ধির মতো অবস্থা হয়েছিল। এবার তার মাথার মধ্যে প্রশ্নটার অর্থ একটু ঢুকেছে বলে মনে হল।

"হো। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি জ্বলছে। ওখানে সব কিছু জ্বলছে।" বাইরের দিকে হাত তুলে এমনভাবে ইশারা করে দেখাল সে, মনে হল যেন সারা পৃথিবীটাতেই বুঝি আগুন ধরিয়ে দিয়ে এসেছে।

এক মুহূর্তের জন্য দু'জনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। সত্যি সত্যি আগুন লাগিয়েছে। এখন তিনি আগুনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে মৃদু আলোও দেখতে পেলেন তিনি। এই মাতাল, বর্বর, অকেজো এবং নোংরা লোকদুটো কী কাণ্ড করেছে! তাঁর সমস্ত আইরিশ সত্তা জ্বলন্ত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

এমন তীব্র আর কটু ভাষায় বাক্যবাণ হানলেন যে, এমন কি বার্নেও চুপ হয়ে যেত। অবিশ্যি ইণ্ডিয়ানদেরও মুখ গেল বন্ধ হয়ে। ভয় পেয়ে গেল ওরা। কাজটা যে নীতিবিরুদ্ধ হয়ে গেছে তা ওরা বৃদ্ধার মুখ দেখে বুঝতে পারল। এখন কি যে করবে বুঝে উঠতে পারল না।

"আমাকে ভেতরে রেখে আমারই বাড়িতে আগুন দিয়েছ।" চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। "তোমাদের পিঠে চাবুক মারা উচিত। আমার স্বামী যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে চাবুকে তিনি তোমাদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলতেন আজ। পিঠ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এক ইঞ্চি চামড়াও গায়ে লেগে থাকত না।"

"হ্যা, হ্যাঁ, তা ঠিক।" উদ্বিগ্নভাবে ক্ষমা চাইল অউইগো, "আপনি বেরিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। নইলে আগুনে পুড়ে মরবেন।"

কথাটা মিথ্যে নয়। দরজার কাছে আগুনের তাপ এসে পড়েছে। আগুনের ছোট ছোট শিখা লকলক করে ধার পর্যন্ত এসে আবার পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু মিসেস ম্যাকক্লেনার ঘর থেকে বেরুতে চাইলেন না।

"বেরুব না," বললেন তিনি, "আমি অসুস্থ। এই রকম ঠাণ্ডায় রাত্রিবেলা আমি বাইরে গিয়ে শুতে পারি না।"

অউইগোর চোখের মধ্যে ধীরে ধীরে বুদ্ধির আভাস ফুটে উঠতে লাগল এবং এই বুদ্ধিটাই শেষ পর্যন্ত কথার মধ্যে প্রকাশ পেল। বিস্মিতভাবাপন্ন সঙ্গীটিকে সে বৃদ্ধার কথাগুলো বুঝিয়ে বলল। সঙ্গীটি চিন্তিত হয়ে উঠল। সেনেকাদের ভাষায় জবাব দিল সে।

"বন্ধু সোনোজোওয়াউগা বলছে," অউইগো ইংরেজীতে বলতে লাগল, "তাড়াতাড়ি আপনাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে। ভীষণভাবে আগুন জ্বলছে।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার তখন বললে, "আমাকে যদি বাড়ির বাইরে যেতে হয় তা হলে আমার বিছানাপত্র সব তোমাদের এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে।" বিছানার ওপর টোকা মেরে তিনি দরজার দিকে ইশারা করলেন। ইশারার অর্থটা বুঝতে পারল সোনোজোওয়াউগা। কিন্তু অউইগো তখনো ইংরেজী কথাগুলো নিজের ভাষায় মনে মনে অনুবাদ করছিল।

মুখ দিয়ে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করল সে। তারপর অউইগো বলল, "হ্যাঁ, ওটা বাইরে নিয়ে এসো। বাঃ, বেশ সুন্দর।"

"আমি এখন উঠছি। আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না।" বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। দেহের কম্পনটুকু সামলে নিলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ে একটা কোট চাপিয়ে নিলেন।

"এবার," তীব্রকণ্ঠে বললেন তিনি, "তাড়াতাড়ি করো।"

আগ্রহ সহকারে ওরা খাটখানা ধরাধরি করে দরজার কাছে নিয়ে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে বার করবার সময় তিনি বললেন, "কাত করে বার করো।

এই ভাবে—দেখো, আঁচড় লাগে না যেন। তোমাদের মতো কুড়ে জানোয়াররা যা অসাবধানী।”

“তাড়াতাড়ি চলো।” হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অউইগো।

পথ হাতড়াতে হাতড়াতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। গোলাবাড়ির পাশে উঠোনের ওপর এনে খাটখানা ফেলে রাখল। তারপর বিছানার চাদর-বালিশগুলো আনবার জন্য দ্রুতগতিতে ফিরে গেল আবার। ততক্ষণে রান্নাঘরটা ধরে উঠেছে। ওদের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। বললেন, “তোমাদের ঐ নোংরা হাত দিয়ে আমার বিছানার চাদর-টাদর ধরবে না। আমি নিজেই এগুলো নিয়ে যাচ্ছি।”

যাই হোক তাঁকে সঙ্গে করে বাইরে বার করে নিয়ে এল ওরা। তিনি যখন খাটের ওপর বিছানা পাততে আরম্ভ করলেন তখন তারা মিসেস ম্যাকক্লেনারের দিকে হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইল। বিছানার ওপর উঠে বসলেন তিনি।

“এখন তোমরা ভাগো। আর কখনো আমার সামনে মুখ দেখাতে আসবে না।” বললেন বৃদ্ধা।

অনুগ্রহ দেখাবার মতো মৃদু হেসে অউইগো বলল, “ভারি সুন্দরভাবে রান্নাঘরটা জ্বলছে।”

“সরে পড়ো,” বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, “এক মুহূর্তও আর দেরি ক'রো না। তোমাদের দু'জনকেই আমি পছন্দ করি না। তোমরা খুব খারাপ লোক।”

আতঙ্কিত বোধ করল অউইগো। যা করবার যথাসাধ্য'সে করেছে। ওর মুখের মধ্যে দুঃখের ভাব ফুটে উঠল। বন্ধুকে এরকম দেখে সোনোজোওয়াউগাও নিজের মুখটাও দুঃখপূর্ণ করে তুলল।

“আমরা যাচ্ছি।” বলল অউইগো। বন্দুক দুটো হাতে তুলে নিয়ে বনের দিকে পথ ধরল ওরা। একজন অন্যজনের পেছনে অত্যন্ত খারাপ বোধ করতে করতে হাঁটতে লাগল। তখনো ওদের মদের নেশা পুরোপুরি কেটে যায় নি।

ওদের চলে যেতে দেখলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। তারপর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলেন। বাড়িটা পুড়েছে। মেইপল্ কাঠের খাটের ওপরেও আগুনের আলো এসে পড়ছিল। তাঁর লম্বা মুখটাকে অত্যন্ত শান্ত দেখাচ্ছে। বালিশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন তিনি। চোখের পাতা দুটো পিট্-

পিট্ করছে। কয়েক মিনিট পরে কুঞ্চিত গালের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর বাড়ির দিকে পেছন দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগুনের আলো এসে তাঁর গায়ের ওপর পড়তে লাগল। এড়াতে পারলেন না। লানার কথা তখন তাঁর মনে পড়ল না। বাড়িটা ভস্মীভূত হচ্ছে দেখে নিজের হৃদয়টাও ভেঙে শত টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তিনটে বছর বিনাশকারীদের হাত থেকে বাড়িটা রক্ষা পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দুটো মাতাল ইণ্ডিয়ান এসে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল।

শুয়ে পড়বার একঘণ্টা পরে জেগে উঠল লানা। চারদিকে এক পলক দৃষ্টি ফেলতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠে বসল সে। কোলের বাচ্চাটা গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে বটে, কিন্তু গিলি সেখানে নেই। নাম ধরে ডাকল লানা। তারপর লতা-গুল্মের ঝোপের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে হাঁটতে গিয়েই ভ্যালির ওদিকে দৃষ্টি পড়ল তার।

বেলা শেষের আলোয় চকিতে সে দেখল একদল লোক এগিয়ে চলেছে দুটি তরুবীথিকার ভিতর দিয়ে। চলার ভঙ্গি থেকে নির্ভুল ভাবে সে তাদের চিনতে পারল। ইণ্ডিয়ানরা এসে পড়েছে উপত্যকার মধ্যে।

দাঁড়িয়ে পড়ল লানা। গিলির নামটা মুখের মধ্যে আটকে রইল। নিজের এই মারাত্মক বোকামির জন্য অভিভূত হয়ে পড়ল সে। থেমে গিয়ে ভালই করল লানা। কিঙস্‌রোডের বরাবর বেড়ার ধারে দু'জন ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেল সে। তাদের বুকে আর মুখে রঙ মাখা। একজন মেখেছে লাল, অন্যজন মেখেছে কালো। লানা বুঝতে পারল, বাড়িটা ওরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে। বাড়ির দিকেই আসছিল তারা। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, ইণ্ডিয়ান দুটো আস্তে আস্তে দেউড়ির তলায় এসে অনুসন্ধিৎসু কুকুরের মতো নাক বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকছে। বাড়ির অবস্থাটা বুঝে ফেলতে এক মুহূর্তও লাগল না ওর। ইণ্ডিয়ানদের দেখে গুলী ছুড়ল না কেউ। তা হলে নিশ্চয়ই ছ'জন সৈনিক বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

কি এক অজ্ঞাত কারণে শুধু লানাকে যে ওরা ফেলে গিয়েছে তা নয়, মিসেস ম্যাকক্লেনারকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। এখন করবার মতো শুধু

একটা কাজই আছে। প্রথমে জো বোলিয়োর তৈরী সেই গর্তটার মধ্যে বাচ্চাটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তারপর নাম না ডেকে গিলিকে খুঁজতে বেরুবে সে।

এই নতুন জায়গা থেকে গর্তটা খুঁজে বার করতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। কিন্তু খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোট দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নিয়ে গর্তের মধ্যে শুইয়ে দিল তাকে। একটি দেবাশিশুর মতো ঘুমাচ্ছিল ছেলেটা। অন্ধকারে হেমলক গাছের পাতার ওপর শুইয়ে দিয়ে গর্ত থেকে উঠে এল লানা। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল ছেলেটা যেন ঘুম থেকে উঠে না পড়ে। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগল সে। ঝোপের দিকে কান পেতে রাখল কোথাও কোনো পায়ে-চলার শব্দ পায় কি না। বুকের ভেতরে ধুক্‌পুক্ করতে লাগল। কোনো শব্দই সে শুনতে পেল না। ভ্যালিটাও নিস্তব্ধ হয়ে আছে। শুধু পাহাড়ের ওপর দিয়ে পশ্চিমদিক থেকে হাওয়া বয়ে আসবার গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সতর্কভাবে এবং অলক্ষিতে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ির দিকে নেমে যেতে লাগল লানা। মাথাটা প্রায় মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে ঝোপের ভেতর দৃষ্টি ফেলে গিলিকে খুঁজতে লাগল সে। এখন বুঝতে পারছে এই ছোট ছোট ছোপগুলো গিলির মতো একটা বাচ্চা ছেলের চোখে কতো বড় বড় গাছ বলেই না মনে হয়েছে। ঝোপগুলোর ধার ঘেঁষে একেবারে তলা পর্যন্ত নেমে এল। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছে ছেলেটাকে ধরে ফেলবে। একটু একটু করে এগুচ্ছে আর থেমে কান খাড়া করে শুনছে ধারে কাছে কোথাও শত্রুদের পায়ের শব্দ পায় কি না। মনের আতঙ্ক চেপে রেখে প্রতিটি ঝোপের ফাঁকে দৃষ্টি ফেলে ছেলেটাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ইণ্ডিয়ান দুটো এখনো যদি বাড়ির ভেতর থাকে তা হলেও বাড়িটাকে খুবই শান্ত বলে মনে হচ্ছে। ঢালুর তলার অংশটা পুরোপুরি দেখা হয়ে গেল ওর। এবার সে আবার ওপরে উঠে আসতে লাগল। ভাবছিল নাম ধরে ডাকবার ঝুঁকি নেবে কি না। উঠে দাঁড়িয়ে গিলির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকবার প্রবল আগ্রহ হচ্ছিল, আবার সেই সঙ্গে চিন্তা করছিল, গর্তের মধ্যে কোলের শিশুটা না জানি কি করছে। এখন যদি জেগে উঠে চেঁচাতে শুরু করে দেয় তা হলে এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে। শুধু এখানে থেকে

নয়, হাওয়ার সঙ্গে চিৎকারটা বাড়ি ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে।

লতাগুল্মের ঝোপের সঙ্গে চুলগুলো আটকে গিয়ে টান্ লেগে কাঁটা থেকে খুলে পড়েছে চুল। চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল বলে পথ দেখতে পাচ্ছিল না। অবিশ্যি এমনিতেই দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। দিগন্তের অনেকটা তলায় নেমে পড়েছে সূর্য। আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলতেই মনে হল ঠাণ্ডা পড়বে। ইণ্ডিয়ানদের ভয় করার মতো রাত্রির জন্যও ভয় করতে লাগল ওর। লানার মনে হল, অন্ধকার হওয়ার আগে গিলিকে যদি খুঁজে না পায় তা হলে ওকে আর খুঁজে পাবে না সে।

কান্না চেপে রাখবার জন্যও সংগ্রাম করতে হচ্ছিল ওকে। ভাবছিল, শুয়ে পড়ে মাটিতে মুখ চেপে ধরে যদি ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারত তা হলেও হয়তো কান্নার শব্দে কাজ হতো খানিকটা। কিন্তু সাহস পেল না। এমন কি চোখ দিয়ে যখন ওর স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তখনো সে শব্দ হওয়ার ভয়ে হাত আর হাঁটু দিয়ে শুকনো ডালপালা সব পথ থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। শিকারীরা পশ্চাবদ্ধাবন করলে প্রাণের ভয়ে পশুরা যেমন সহজাত প্রবৃত্তির বশে প্রতিটি পাতাই এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে লানাও তেমনি সতর্ক হয়ে পথ চলছিল……।

মনটা ওর তিক্ত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ওকে ফেলে গিয়েছে বলে গিলের প্রতিও তিক্ত হয়ে উঠল লানা। ওকে যদি সত্যিই ভালবাসে গিল তা হলে লানার এই বিপদের কথাটা নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারবে। খুঁজতে আসবে ওকে। কিন্তু লানা জানে যে, খুঁজতে সে আসবে না। এই বিপদটা লানা নিজেই সৃষ্টি করেছে। তার জন্য দায়ী সে একাই। একটা চেতনাহীন ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে আর মনে মনে প্রার্থনা করছে। ক্রমশই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। সামনের দিকে চোখ মেলে ধরে গিলিকে খুঁজে চলেছে সে। তারপরেই শব্দ শুনল—অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। দুরু দুরু বুকে এক মুহূর্তের জন্য কান পেতে রাখল। ভয় পেল, কণ্ঠস্বরটা গিলির না হয়ে যদি জোয়ি-র হয়।

তারপরেই স্পষ্ট হল কণ্ঠস্বর।

"মা, মা।" এই গ্রীষ্মকালেই "মা" কথাটা বলতে শিখেছিল সে। খুব স্পষ্টভাবে এখন গিলি "মা" বলে ডাকল।

ক্লান্ত বোধশক্তিটাকে সুসংযত করল লানা। কোন্ দিক থেকে যে ডাকটা আসছিল সেই দিকটা ঠিক মতো নির্ণয় করে নিল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে! ঢালুটার ওপর থেকেই গিলি ডাকছে। যে-ফাঁকা জায়গাটায় এসে বসে ছিল ওরা সেখানেই রয়েছে গিলি। পথ চিনে ফিরে এসেছে সে।

মৃদু এবং আতঙ্কিত স্বরে জবাব দিল লানা, "মা আসছে। চুপ কর।" এতো অন্ধকার হয়ে এসেছে এখন যে, জোরে ডাকলেও ক্ষতি হতো না। উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল লানা। ঝোপের ভেতর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আঁচড় খেতে খেতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে দেখল যে, ফাঁকা জায়গাটায় ঠিক মাঝখানে একা একা ছোট্ট একটা ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে গিলি।

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল; "বাছা আমার! চুপ চুপ।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল একটু। তারপর নিজেই নিজেকে সামলে নিয়ে মায়ের বুকের ওপর মাথাটা বেশ আরাম করে চেপে ধরল গিলি। লানা তখন সেই গর্তটার দিকে অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল। এবং অতো সহজে গর্তটাকে খুঁজে পেল বলে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। গর্তটার ধারে গিলিকে বসিয়ে রেখে লানা অত্যন্ত সাবধানে নেমে গেল তলায়। কে জানে বাচ্চাটা হয়তো গর্তটার ঠিক মুখের কাছে সরে এসেছে। গর্তটার মধ্যে নেমে গিয়ে ওপর দিকে হাত তুলে গিলকে নামিয়ে নিয়ে এল সে। দু'হাতে দুটো ছেলেকে ধরে গর্তের মধ্যে বসে রইল লানা। কাঁদল না। চোখ দুটো শুকনো রেখে অত্যন্ত সতর্কভাবে অন্ধকার গর্তটার মধ্যে কান খাড়া করে নিঃশব্দে বসে রইল সে। শব্দ হলেই বিপদ ঘটতে পারে।

লতা-গুল্মের ঝোপের গায়ে আগুনের তাপ ঝলকে উঠছিল। গর্ত থেকেই লানা বুঝতে পারল মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়িতে আগুন লেগেছে। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গর্তটার বাইরে মুখ বার করে গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে উঁকি দিল সে। হাওয়া লেগে ছাদের ওপর দিয়ে আগুনের শিখাগুলো পতাকার মতো উঠে এসেছে। ক্ষণিক দৃষ্টি ফেলতেই লানা দেখতে পেল খাটখানাকে ধরাধরি করে দু'জন ইণ্ডিয়ান বাইরে বার করে নিয়ে এল। ওদের পেছনে পেছনে বিছানার চাদর, কম্বল আর বালিশ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। এর অর্থটা বোধগম্য হল না ওর।

খাটখানা যতক্ষণ না পাতা হল ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর বৃদ্ধা মহিলাটি আবাম করে বসে পড়লেন বিছানায়। ইণ্ডিয়ান দু'জন যে বিদায় নিয়ে চলে গেল তাও দেখল লানা। ভাবতে লাগল, নিচে নেমে গিয়ে মিসেস ম্যাকক্লেনারকে এই গর্তটার মধ্যে লুকিয়ে থাকবার জন্য ডেকে নিয়ে আসবে কি না। কিন্তু ছেলেদুটো আটকে রাখল ওকে। জোয়ি কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠল। এবার সে জেগে উঠে খেতে চাইবে। গিলিরও খিদে পেয়েছে। চোখে অন্ধকার দেখল লানা। কি যে ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারল না।

বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। অসুস্থ হয়ে পড়লেন না কি? এতো অসুস্থ যে নড়তে-চড়তে পারছেন না? কিন্তু তিনি তো ইণ্ডিয়ানদের পেছনে পেছনে নিজেই হেঁটে এলেন।

হঠাৎ সে বেশ খানিকটা দূরে ডান দিকে একটা লোকের ছায়া দেখতে পেল। ঝোপের ভেতর সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। গর্তটার মধ্যে ঝুপ করে বসে পড়ল লানা। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম চিৎকার করে কেঁদে উঠল জোয়ি। যখন খিদে পায় তখন ওর গলার আওয়াজটা বাছুরের মতো জোরালো হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে লানা ওর মুখটা চেপে ধরল। বাচ্চাটা তখন হাত-পা ছুঁড়ে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতে লাগল। গিলিও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। ফিসফিস করে শাসন করল লানা, "চুপ কর।" খালি হাত দিয়ে গায়ের জামাটা দু'ফাঁক করে ছিঁড়ে ফেলে বুক দুটিকে বার করে দিল সে। মনে মনে বলল, "হায় ভগবান, এখন যদি বুকের দুধ বন্ধ হয়ে যায়!" জোয়িকে তুলে ধরে হাতটা বার করে এনে জোয়ির ছোট মুখটাকে নিজের বুকের ওপর ধরল সে। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল ছেলেটা। তারপরেই অবাক হয়ে গিয়ে এতো শক্ত করে বুকটাকে ওর আঁকড়ে ধরল যে, লানা প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। তারপরেই দুধের চাপ অনুভব করল সে।

এবার গিলিও আস্তে আস্তে কাঁদতে আরম্ভ করল। একে ঠাণ্ডা, তার ওপরে খিদেও পেয়েছে। এখন তাই দুধের গন্ধ পেয়ে সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। চুপ করবে না গিলি। লানা ওকেও নিজের কাছে টেনে এনে অন্য বুকটার সামনে মুখটাকে ওর তুলে ধরে রাখল। দেখতে লাগল গিলিও

দুধ খায় কি না। ওকে মাই ছাড়াবার জন্য ওদের কম কষ্ট করতে হয় নি, কিন্তু হাতড়াতে হাতড়াতে গিলি যখন বুকে মুখ ঠেকাল, তখন সারা হৃদয় জুড়ে আনন্দের স্রোত উপচে পড়তে লাগল।

ঝোপের ভেতর যে-লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে হচ্ছে জো বোলিয়ো। সে, অ্যাডাম আর গিল ফিরে এসে খবর দিল যে, একজন ওনাইদা ইণ্ডিয়ান শত্রু-বাহিনীকে স্কোহারীর ওপর আক্রমণ চালাতে দেখে এসেছে। ডেটন দুর্গে পৌছবার পর বেলিঙ্গার ওদের আদেশ দিল যে, একটা সৈন্যদল নিয়ে মার্ক ডিমুথের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলে রওনা হতে হবে। একজন বার্তাবহনকারী সংবাদ দিয়েছিল, ক্লক উপনিবেশের ওপরে ভ্যান রেনসেলারের সেনাবাহিনী সার জনের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। টোরীরা নদী পার হয়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। যদি সম্ভব হয় তা হলে ডিমুথ যেন জনসন কিংবা জন বাটলার অথবা অন্য কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বন্দী করে নিয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে গিল তার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করল। ওদের নিয়ে যে ছোট্ট একটা সৈন্যদল এন্ডারিজে পৌছে দেবে সে সম্বন্ধে বেলিঙ্গার বুঝিয়ে বলল ওকে। "তোমাদের তিন জনকে যেতেই হবে। রাত্রিবেলা ঐসব পাহাড়ের মধ্যে তোমরা ছাড়া অন্য কোন স্কাউটই ওদের খুঁজে পাবে না। তোমাদের এক-জনকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।" বেলিঙ্গারের মুখটা কঠোর আকার ধারণ করেছিল। চোখদুটো বসে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মুখের মধ্য দৃঢ় সংকল্পের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। "তোমার বাড়ির মেয়েরা ভাল আছে।" বলল বেলিঙ্গার।

গিল আর দেরি করল না, তক্ষুনি গিয়ে ডিমুথের কাছে উপস্থিত হল। কিন্তু জো বোলিয়ো বেলিঙ্গারেরর আদেশের প্রতি কান দিল না। এমন কি স্বয়ং জেনারেল ওয়াশিংটনও যদি বলতেন তা হলেও পরোয়া করত না তাঁকে। সামরিক শৃঙ্খলা, কিংবা আদর্শ অথবা ন্যায়রক্ষার জন্যও এখন ডিমুথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না জো। মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়িতে ওর একটি ধর্মপুত্র রয়েছে। সে ভাল আছে কিনা সে সম্বন্ধে ষোল আনা নিশ্চিন্ত হতে চায় বোলিয়ো। পরে যদি ইচ্ছা হয় তা হলে সে বেরিয়ে পড়বে আবার। ডিমুথকে পথের মধ্যে ধরে ফেলতে অসুবিধে হবে না ওর।

বাড়ির ছাদটা যখন পড়ে গেল ঠিক সেই সময়েই মিসেস ম্যাকক্লেনারের ওখানে এসে উপস্থিত হল সে। দেখল, বিধবাটি তাঁর বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছেন। বুড়ো শিকারীটি এক পলক দেখে নিয়েই তড়াক্ করে লাফ মেরে ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল। এল্ডরিজের দিক থেকে যে দু'-একটা গুলীর আওয়াজ শুনতে পেল তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর। বিনাশকারীদের আরো একটা দল এদিকে আসছে। তাড়া-খাওয়া নেকড়ের মতো ছুটে আসছে তারা। পথের মধ্যে যা পড়বে সবই ভেঙেচুরে ধ্বংস করতে করতে আসবে।

বিছানার চাদর-কম্বল ইত্যাদি সব টান মেরে তুলে নিয়ে বৃদ্ধাকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল জো। লুকোবার গর্তটার মধ্যে গিয়ে কেন যে তিনি আশ্রয় নেন নি সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না বোলিয়ো। ঢালুর রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠে মিসেস ম্যাকক্লেনারকে গর্তটার ভেতরে ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল সে। গর্তের ভেতরে একটা আতঙ্কের আভাস পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "লানা, তুমি কি ভেতরে আছ না কি?" তারপর সে-ই আবার বলল, "আমি জো।"

"হ্যাঁ।" জবাব দিল লানা। দম আটকে বসে ছিল সে। নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বলল বলে জো প্রায় শুনতেই পেল না।

"মিসেস ম্যাকক্লেনার এসেছেন। তোমরা চুপ করে বসে থাকো। শব্দ করো না। ভয় নেই। আমি ভেতরে ঢুকছি না। কিন্তু কাছাকাছি থাকব।

আরো একটা ইণ্ডিয়ানদের দল এদিকে আসছিল সে সম্বন্ধে কথাটা ঠিকই বলেছিল জো। তিনজন ইণ্ডিয়ান জ্বলন্ত বাড়িটার সামনে এসে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। ঝোপের ধারে এসে পায়ের চিহ্ন দেখে ঢালুর পথ ধরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল ওরা। মেয়েরা বুঝতে পারল, পায়ের আওয়াজটা ক্রমে ক্রমে গর্তটার কাছে এগিয়ে আসছে। তারপর থেমে গেল। হঠাৎ একটা লোক উচ্চ চিৎকার করে উঠল। কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো শব্দ। তারপরেই আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগল, ঝোপের

পাতাগুলো নড়ে ওঠে কি না। গুলী খেয়ে লোকটা যেখানে পড়েছে সেই জায়গাটাই দেখবার চেষ্টা করছিল সে। মৃত্যু-যন্ত্রণার কম্পন লেগে পাতাগুলো নড়ে উঠবে।

বন্দুক ছোড়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল একটা। অন্য দু'জন ইণ্ডিয়ান তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জো বোলিয়োর কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল মেয়েরা। সে-ও চিৎকার করছিল। গর্তের ওপরে ঝোপের মধ্যে ছোটাছুটির শব্দ হচ্ছিল। কেউ আবার তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। তারপর এক মিনিটের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। হাওয়া চলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল আবার।

লানার গায়ের ওপর হেলান দিয়ে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

অক্টোবর মাসের এমন একটি সুন্দর স্বচ্ছ সকালে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। ঘুম ভাঙবার কথা নয়। এমন কি ঘুমিয়ে পড়ার ব্যাপারটাও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। বাচ্চা দুটো কাঁদতে শুরু করল।

"সব ঠিক আছে।" গর্তের ওপর থেকে জো-র কণ্ঠস্বর শুনে ওদের মনে আশ্বাস ফিরে এল আবার। লানা যখন মাথা তুলে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলল তখন সে দেখল, একটা ভূপতিত গাছের ওপর বসে জো তার লম্বা নলওয়ালা বন্দুকটা পরিষ্কার করছে। কুঠার আর ছুরিটা পরিষ্কার করে পাশেই ফেলে রেখেছে। "তিন জন এসেছিল।" লানার দিকে চেয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল জো। হাত বাড়িয়ে বাচ্চা দুটোকে ওপরে তুলে এনে বলল, "যে-লোকটা চিৎকার করে উঠেছিল তাকে খতম করে দিয়েছি। মাথার খুলি উড়ে গিয়েছে তার। ওখানে পড়ে আছে।"

লানা দেখল না। মিসেস ম্যাকক্লেনার কৌতূহলের দৃষ্টিতে রঙ-মাখা মৃত দেহটার দিকে তাকালেন। "জারি," হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, "এ যে দেখছি জারি ম্যাকলোনিস!"

"মরা মাছের মতো পড়ে রয়েছে," মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানিয়ে জো বলল, "চলুন, দুর্গে পৌছে দিয়ে আসি।" কোলের বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে বলল, "জোয়ি থাক আমার কাছে।"

সারা দিন একটু একটু করে খবর পৌছতে লাগল। টোরী সেনাবাহিনী পশ্চিম অঞ্চলে উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার আগে স্কোহ্যারী আর মোহক নদীর দু'দিকে যত বাড়িঘর সবই তারা জালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। ক্যানাজোহ্যারী আর কগনাওয়াগা থেকে একেবারে ক্লক-উপনিবেশের ওপর নদী পার হওয়ার জায়গাটা পর্যন্ত কোনো কিছুই রক্ষা পায় নি। ধরা পড়তে পারত, কিন্তু ধরা পড়ে নি কেউ। তাদের বাধা দিতে গিয়ে স্টোন অ্যারাবিয়ায় সেনাবাহিনীর চল্লিশজন লোক নিহত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান আর বিনাশকারীরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মূল বাহিনী থেকে সরে পড়েছিল।

যে ক্ষুদ্র সৈন্যদলটাকে এল্ডরিজে পাঠানো হয়েছিল তারা খবর দিল যে, ফেজার কক্ষ সংকেত জ্ঞাপন করবার আগেই ইণ্ডিয়ানরা প্রথম এসেই জেকব স্মলকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সে আপেল সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। আপেল খেতে খুবই ভালবাসত জেকব। ব্লকহাউস থেকে কয়েক গজ দূরে জঙ্গলের পেছনে একটা গাছ ছিল। এই বিশেষ গাছটির আপেলই পছন্দ করত সে। গুলি করে মেরে তার খুলির ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যে গাছটার ডালে সে ছিল সেখানেই মৃতদেহটা ফেলে রেখে গিয়েছে। তার হাতে একটা আপেল ধরা ছিল এবং তা থেকে কামড়ে একটু খেয়েও নিয়েছিল সে।

সন্ধ্যার দিকে অ্যাডাম আর গিল ফিরে এল। ওদের দলের তিন ভাগের দু'ভাগ লোকই বেঁচে এসেছে। ওরা অবাক হয়ে গেল যখন শুনল যে, জনসন আর বাটলারের সেনাবাহিনীর হাতে ডিমুথ তার আটজন সৈন্য নিয়ে ধরা পড়েছে।

সেদিন রাত্রিতে যখন অন্ধকার ঘন এয়ে এল তখনো পশ্চিমের হাওয়া প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে উড়ে এসেছে খণ্ড খণ্ড মেঘ। প্রথম সেদিন, সময় হওয়ার আগেই, তুষার পড়ল।

নবম পরিচ্ছেদ

পশ্চিম কানাডা ক্রীক (১৭৮১)

॥ ১ ॥

মে মাসের বন্যা

সাধারণতঃ বসন্তকালে যে-ধরনের অল্পকালব্যাপী বর্ষণ হয় সেই ভাবেই মে মাসের পাঁচ তারিখে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। দুপুরের পরে সামান্য একটু মেঘ দেখা গেল আকাশে। তারপর উত্তর-পশ্চিম থেকে তেরছাভাবে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। এই প্রথম বর্ষণ, আর জলটা বেশ ঠাণ্ডাও ছিল। ডেটন আর হারকিমারের মাঝখানে এরই মধ্যে নদীর জল উঁচু হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির মধ্যেও মসৃণ ভাবে বয়ে চলেছে স্রোত। নদীর ঘাট স্পর্শ করে যাচ্ছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র আলোড়ন নেই।

লানা আর মিসেস ম্যাকক্লেনার চুল্লীর আগুন তদারক করছে আর গাছের ছাল দিয়ে তৈরী ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার টুপটুপ শব্দ শুনছে। মিসেস ম্যাক-ক্লেনারের বাড়িটা পুড়ে যাওয়ার পর গিল একটা ছোট্ট ক্যাবিন তৈরি করেছিল। অ্যাডাম আর জো সাহায্য করেছিল ওকে। 'দুর্গের উত্তরে একটা উঁচু জমির ওপর তৈরি করা সত্ত্বেও ক্যাবিনের ভেতরটা সেঁতসেঁতে। ডাক্তার পেট্রির স্টোরের তলায় মেরী উইভারের বাড়ি। সে বলল যে, ওদের ওখানে একটা কোনা দিয়ে একটি শীর্ণকায় স্রোতস্বতী বয়ে চলেছে। সমস্তটা বিকেল কাদা দিয়ে বাঁধ তৈরি করে বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে কোবাস, কিন্তু পারে নি।

মেরী চলে যাওয়ার পর মিসেস ম্যাকক্লেনার নিগ্রো চাকরানীটার দিকে দৃষ্টি ফেললেন। প্রতিদিনকার মতো চুল্লীটা যেন বুকের ওপর চেপে ধরে বসে রয়েছে সে।

"তোর দাঁতের ঠকঠক শব্দটা কি থামাতে পারছিস না?"

"না, পারছি না, মেমসাহেব। এইভাবেই দাঁতের সঙ্গে দাঁত লেগে যাচ্ছে।"

গত শরৎকালে জ্বরে ভুগে উঠবার পর ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না ডেইজি। সে বলে যে, হাড়ের মধ্যে গিয়ে নাকি ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ে। ডেইজী বলল, "আমায় যদি এক ফোঁটা রাম দিতে পারতেন, মেমসাহেব।"

"রাম!" ভোঁস ভোঁস শব্দ করে বিধবাটি বলে উঠলেন, "থাকলে তো আমিই খেয়ে নিতাম। এমন কি ডাক্তার পেট্রির ঘরেও এক ফোঁটা নেই।"

রাত্রের খাবার তৈরি করতে লাগল লানা। হরিণের একটু মাংস ছিল ঘরে। বাচ্চা দুটোর জন্য অল্প একটু দুধও ছিল। কিন্তু ময়দা ছিল না।

লানার মুখের মধ্যে নতুন ধরনের একটা স্বচ্ছতার সৃষ্টি হয়েছে, যেন ভেতর পর্যন্ত সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়। খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। এক বছর আগেও নিতম্ব দুটো খুবই পরিপুষ্ট ছিল, কিন্তু এখন সেই নিতম্বের মাংস শুকিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। ডেইজি আর মিসেস ম্যকক্লেনারের মতো যেমন-তেমনভাবে জামাকাপড় পরেছে। পেটিকোটটা কুঁচকে গিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। এতো পুরনো যে, মনে হয় ছিঁড়ে গিয়ে টুকরো হয়ে যাবে বুঝি। বাড়িতে তৈরী অতি বাজে ধরনের হরিণের চামড়ার জুতো পরেছে পায়ে। গিলের গায়ে ছোট হয়ে গিয়েছে তেমনি একটা পশমী শার্ট গায়ে লাগিয়ে তার ওপরে হরিণের চামড়ার জ্যাকেট পরেছে। চামড়াটা ভাল করে শুকোয় নি এখনো।

লোহার কেটলীতে জল ভরে জ্বলন্ত কাঠের ওপর চাপিয়ে দিল লানা। বাড়ির কথা ভাববে না বলেই ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বাবা-মায়ের সম্বন্ধে নানারকমের কথা মনে আসছিল ওর। ওঁদের ভাগ্যে কি যে ঘটেছে কিছুই সে জানে না। নভেম্বর মাসে ভ্যালি দিয়ে যে-সব বার্তা-বহনকারীরা যাওয়া-আসা করত তারা বলেছিল যে, সার জনের টোরী-বাহিনী ফক্সেস মিলস্ উপনিবেশটাকে অন্যান্য উপনিবেশের মতোই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। বেশিরভাগ লোকই মারা গিয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। কিন্তু জার্মান ফ্ল্যাটে বসে খোঁজ-খবর নেওয়া সম্ভব নয়। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা অসম্ভব। এক মাত্র খবর যা সে পেয়েছে তা থেকে জানতে পেরেছে যে, একবছর আগে জনসটাউনের একটি লোকের সঙ্গে ওর দ্বিতীয় বোনটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

লোকটি যে কে সেসম্বন্ধে কোনো খবর দিতে পারে নি সংবাদদাতা। বিয়ের খবরটা সে নাকি ক্লক-উপনিবেশের একটি লোকের মুখে শুনেছিল। লানা ভাবল, বোনের এখন কুড়ি বছর বয়স হবে। সে নিজে এখন তেইশ। কিন্তু সেই অনুপাতে ওর বয়স বেশি বলে মনে হবে সবার।

নানা রকমের চিন্তা করতে লাগল সে। কিন্তু চিন্তার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য রইল না। বাইরে কাদার মধ্যে দিয়ে গিলের হেঁটে আসবার পচপচ শব্দ পাওয়ার পর জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করল লানা। হাসতেই চেয়েছিল সে। গিল বাড়ি ফিরে এলেই সারাদিনের এই অবসন্ন অবস্থাটা কাটিয়ে উঠবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ হয়। কিন্তু ঠোঁটের ওপর হাসি ফুটিয়ে তোলা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই সম্বন্ধে আগে থেকেই সচেতন হয়ে থাকে সে। সেই কারণে হাসির মধ্যে স্বাভাবিকতা থাকে না।

দরজাটা খুলে যেতেই বাইরের দিকে মুখ ঘোরালো লানা। দেখল, গিলের পেছন দিকে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি ঝরে পড়েছে। সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে বাইরে। গিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জো। হরিণের চামড়ার ভেজা জামা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

"ধর্মপুত্রকে একবার দেখে যাওয়ার জন্য জো-কে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলাম।" চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল গিল।

"খুশী হলাম।" বলল লানা। জো কিংবা অ্যাডাম যখন আসে ছেলেরা তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মনে মনে বলল লানা, "আরো গাদা গাদা হবে। অবিশ্যি আমার নিজের তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই।"

"ভেতরে এসে কাছাকাছি বোসো আমার," বললেন মিসেস ম্যাকক্লেনার, "আহা, বেচারীরা যে জলে ভিজে একশা হয়ে গিয়েছে।"

"মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো আবহাওয়া।" সকলের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল জো। তারপর রাইফেলের নলটা উল্টো করে ঘোড়ার ফাঁক দিয়ে পেরেক ঢুকিয়ে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখল বন্দুকটা। ছেলে দুটো এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল।

"জো খুড়ো, আমাদের জন্য কিছু আনো নি?" জিজ্ঞাসা করল ওরা।

"এক টুকরো নরম পাইন কাঠ আছে পকেটে," বলল জো, "এটা দিয়ে কি তৈরি করব? বলো কি চাই?"

একটা পুরুষ হরিণ, না কি যুদ্ধ-কুঠার তাই নিয়ে এক মিনিট একটু বাদানুবাদ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিণ তৈরির জন্যই ভোট পেল বেশি। গিলি বিশেভাবে বলল যে, শিঙের মধ্যে বারোটা মুখ থাকা চাই। একটু হতাশা বোধ করল জো। ছুরি দিয়ে কাঠ কাটার ওস্তাদ সে, কিন্তু একটা হরিণ তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয়। তারপর হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। মৃদু হেসে হরিণের পেছন দিকটা তৈরী করতে শুরু করে দিল আগে।

"একেই বলে বুদ্ধি!" বিধবাটি বললেন, "তুমি আজ কোথায় গিয়েছিলে, জো?"

"নদী পার হয়ে হারকিমারে গিয়েছিলাম অ্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে।"

"কয়েকদিন ধরে আমাদের সঙ্গে অ্যাডামের দেখা হয় নি।"

"কি করে হবে? বেট্‌সী স্মলের কাছাকাছি আঠার মতো লেগে রয়েছে সে। বিয়ে না করলে বেট্‌সী তাকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। এই প্রথম একটি স্ত্রীলোক তাকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে সে-ও সরে আসতে পারছে না।"

"আমার তো ধারণা ছিল অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসে অ্যাডাম।" বলল লানা।

"পলি বাওয়ার্সের কথা বলছ? কথাটা মিথ্যে নয়। পলির এখন বাচ্চা হবে বলে তার প্রতি আর আকর্ষণ নেই অ্যাডামের।"

"ঘোর পাপী।" ক্রোধের সুরে বলে উঠলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। কিন্তু এটা যে একটা ভীষণ দুর্নীতিমূলক কাজ তেমন সুরে কথাটা তিনি বললেন না। প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট, সুন্দর এবং হলদে চুলওয়ালা জানোয়ারটাকে খুবই পছন্দ করেন মিসেস ম্যাকক্লেনার।

"মেয়েটার সঙ্গে কি কেউ গিয়ে কথা বলে এসেছে?"

"আমি বলেছি। ওর কথা শুনে মনে হল বাচ্চাটার পিতৃত্ব যে-কোনো লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। অবিশ্যি পলির বিশ্বাস, আমেরিকান সৈনিকদের মধ্যে কেউ একজন হবে। গত বছর দুর্গরক্ষার জন্য ওরা ওখানে কিছুদিন বাস করে গিয়েছিল।"

মিসেস ম্যাকক্লেনার বললেন, "কি মুশকিল, পলি নিজে কি জানে না?"

"সে বলল যে, বোধহয় সেই করপোরেল লোকটাই হবে," জবাব দিল জো,

“কিন্তু পলি এখন অ্যাডামের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় সেই কারণেই বেট্সী স্মলের পিছু ছাড়ছে না অ্যাডাম। আপনি তো জানেন অ্যাডামের মতো মানুষ যখন কোনো স্ত্রীলোকের মধ্যে ঐ ধরনের অবিবেচনার কাজ দেখতে পায় তখন তার অবস্থাটা কি রকম হয়ে দাঁড়ায়।”

“জো খুড়ো,” বলে উঠল গিলি, “এখনো তো মাথাটা তৈরী হল না।”

“জানি। মাথার কাছে এখনো আসি নি।” বলতে লাগল জো, “এমন কি ভগবান যখন সতিকারের হরিণ সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁকেও কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হয়েছিল। পুরোটা একবারে তৈরি করতে পারেন নি। হ্যাঁ, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে বটে। গত বুধবারে আমি স্ট্যানউইক্সে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম প্রায় গেট পর্যন্ত জল উঠে এসেছে। হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমার মনে হয় এবার ভীষণ বৃষ্টি হবে। কতদিন? তিন চারদিন তো বটেই। বন্যা হবে।”

“কি করে বুঝলে?”

“উত্তরদিক দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেচে। ঐ শুনুন, ছাদের উত্তর দিকে হাওয়া চলার কি রকম শব্দ হচ্ছে।”

রোগা মুখটা উঁচু করতেই বোলিয়োর কণ্ঠমণিটা নড়েচড়ে উঠল। বলল সে, “উত্তর থেকে যখন দক্ষিণদিকে হাওয়া চলতে থাকে তখন সত্যিকারের ঝড় ওঠে।”

“ঘরের ছাদটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে না তো?” বিষণ্ণভাবে বলল ডেইজি।

আগুনের ওপর থেকে কেট্লীটা তুলে নিয়ে এল লানা। সুরুয়ার সুগন্ধটা মুহূর্তের জন্য ক্যাবিনের মধ্যে একটা আনন্দদায়ক আবহাওয়ায় সৃষ্টি করল। তক্তা দিয়ে কোনো রকমে একটা টেবিল তৈরি করে নিয়েছিল। একে একে সবাই এসে বসে পড়ল টেবিলে। জো এল সকলের শেষে।

“এই নাও তোমার হরিণ।” গিলিকে বলল জো।

“ওটা হরিণ নয়।” চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল ছেলেটা।

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা হরিণ। শিঙের মাথায় বারো মুখওয়ালা হরিণ।”

“কক্ষনো না। এর তো শিঙই নেই, জো খুড়ো।” তলার ঠোঁটটা মোচড়াতে লাগল গিলি।

"এটা সত্যি সত্যি হরিণ," বলল জো, "তোমার কি বুদ্ধি নেই? বছরের এই সময়ে হরিণের মাথায় কে কবে শিঙ দেখেছে?"

নিজের প্লেটের সামনে বিশ্রীভাবে খোদাই করা হরিণটাকে সাজিয়ে রাখল গিলি। তখনো সে সন্দেহযুক্ত মনে ভাবছিল যে, এটাকে একটা ভেড়ার মতো দেখাচ্ছে, হরিণ নয়। কিন্তু যাই হোক চুপ করে সে সুরুয়া খেতে লাগল। একটু পরেই আবার উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল গিলি, "হ্যা, জো খুড়ো, এটা হরিণ। আমি এখন বুঝতে পেরেছি।"

বিব্রত বোধ করল জো। কিন্তু মৃদুভাবে হেসে উঠল লানা। তারপর মিসেস ম্যাককেনারের সঙ্গে চোখো-চোখি হল। এরা দু'জন অল্পই একটু খেল। খেয়ে নিয়ে বসে বসে পুরুষদের খাওয়া দেখতে লাগল। একটু ভাবপ্রবণ হয়ে লানা ভাবল, চারজনই পুরুষ। কিন্তু মিসেস ম্যাককেনার ভাবলেন, চারজনই ছেলে।

বাড়ির উত্তর দিকে টুপ্ টুপ্ করে বৃষ্টি পড়ার শব্দটার বদলে এখন দমকা হাওয়ার গর্জন শোনা যাচ্ছে। সবাই চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ থেমে যেতেই সবাই কান পেতে শুনতে লাগল, ছাদের কার্নিস বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই আরো জোরে হাওয়া উঠল আবার। প্রবল বেগে বৃষ্টি এসে প্রকাণ্ড একটা হাতের তালু দিয়ে যেন দক্ষিণ এবং পুব দিকে ক্যাবিনটার গায়ে আঘাত করছে।

"এই শুরু হল," বলল জো, "নদীর জল ফুলে উঠলেই কাল দেখবেন যে, সারা ভ্যালিতে জল উঠেছে।"

সারা রাত বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনল গিল। মনে হল, অন্ধকার থেকে কেউ বুঝি সশব্দে কথা বলে চলেছে। থামতে বললেও থামছে না। গিল ভাবল, জো-র কথা মতো নদীর জল যদি ওপরে উঠে আসে তা হলে নদীর তীরবর্তী তৃণভূমির বীজগুলো বাঁচবে কি না কে জানে। বীজ যা লাগিয়েছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। নদীর জলের শব্দ শোনবার জন্য কান খাড়া করে রাখল সে। কিন্তু বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ওর কানে এল না।

বোধশক্তির বাইরে কখনো কখনো অদ্ভুত একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় লানার। সে এখন শুয়ে শুয়ে ভ্যালির সবগুলো উপনিবেশের কথা ভাবছিল। নদীটার স্রোত বরাবর তলার দিকে মনে মনে নেমে যেতে লাগল

সে। ভাবল, ফক্সেস মিলসের ঘন-সন্নিবিষ্ট বাড়িগুলো ভস্মীভূত হওয়ার পর জায়গাটা না জানি কী সাংঘাতিক জনশূন্য বলে মনে হচ্ছে। ওর বাবা-মায়ের মতো বুড়ো মানুষদের পক্ষে এমনিভাবে বাইরে এসে বাস করা খুবই কষ্টের ব্যাপার হবে। মিসেস ম্যাকক্লেনারের এখন যেমন কষ্ট তার চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না।

দিনেরবেলা বৃদ্ধা ম্যাকক্লেনার কোনোরকমে নিজেকে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। হাসিখুশী থাকবার চেষ্টা করেন। তিনি এমন ধরনের মহিলা যিনি শ্রোতা পেলে আনন্দিত হয়ে ওঠেন এব সহজাত অভ্যাসের বশে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যান। কিন্তু রাত্রি হলেই মুশকিল হয় তার। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়ে, চুল্লীর আগুন যায় কমে। তখন তিনি নিজের বাড়িটার কথা ভাবতে আরম্ভ করেন। তিনি জানেন বেশিদিন আর বাঁচবেন না। অতএব বাড়িটা পুড়ে গিয়েছে বলে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিন্তু গিল আর লানার বয়স কম। খামারটার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাও ওদের পাওয়া উচিত ছিল। বাড়িটা নষ্ট হয়েছে বলে হয়তো ওদেরও তেমন মাথাব্যথা নেই। এখন তিনি মনে মনে বাড়িটার কথা কল্পনা করতে লাগলেন। দেওয়ালগুলো দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। ভেঙে গিয়ে কালো হয়ে আছে। বৃষ্টির জল লেগে কালো দাগগুলো আঁকাবাঁকা ডোরার মতো ভেসে উঠেছে দোয়ালের গায়ে। বাড়িটা আবার নতুন করে তৈরি করলেও ক্ষতের দাগগুলো থেকেই যাবে।

জো-র মাথায় ভাবনা-চিন্তা বলে কিছু নেই। পেটে খাদ্য পড়লে আর একটা গরম বিছানা পেলে টেনে ঘুম লাগায় সে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো সমতালে ওর নাসিকাগর্জন ওপর-নিচে ওঠা নামা করে।

অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ার জন্য ভ্যালির ওপরে সব সময়েই যেন একটা ধূসর রঙের চাদর বিছানো থাকে। দুর্গের বেড়া থেকে মাত্র শ-দুই গজ দূরে একটা পিঙ্গলবর্ণ ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ছায়াটা অস্পষ্ট এবং সেখানে জনমানবের চিহ্ন কিছু নেই। ভ্যালিটা দেখবার জন্য লানাও গিল আর জো-র সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। মোটা একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে

নিল সে। দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতেই পশ্চিম কানাডা ক্রীকের গর্জন শুনতে পেল ওরা। ওদের বাঁ দিক থেকে গর্জনটা আসছিল। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নদী-প্রপাতের ছুটে আসবার গর্জনের মতো স্বাভাবিক শব্দ এটা নয়। গভীর সুরে গুন গুন করে গান করার মতো আওয়াজ। মনে হয় যেন বীণার তারগুলোকে টেনে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জো বলল, "পাহাড়গুলো ডুবে গিয়েছে।" খাবারের জন্য ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে দুর্গের দিকে চলে গেল সে। গিল আর লানা এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর যখন সমতল জমির ওপর দিয়ে নদীটা দেখতে পেল তখন ওরা থামল।

মোহকের বুক কাঁচের মতো মসৃণ। কিন্তু জলের আকারটাও যেন কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। বিন্দুর আকারে জলের স্রোত অনেকটা দক্ষিণে এসে মাঠের মধ্যে ঢুকছে।

এই অবস্থায় মানুষের কিছু করবারও সাধ্য নেই। শুধু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনা আর চেয়ে চেয়ে জলের উচ্চতা লক্ষ্য করাই হচ্ছে তার কাজ।

এতো বেশি বৃষ্টি পড়তে কেউ কখনো আগে আর দেখে নি। তৃতীয় দিন হাওয়ার গতি বদলে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরল। দুপুরবেলার দিকে আকাশটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়ে যখন শুমেকার-পাহাড়ের ওপরে অল্প একটু নীলের আভাস ফুটে উঠল তখন ওরা দেখল যে, সমতলভূমির অর্ধেকটাই পিঙ্গল রঙের নোংরা জলে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের ভেতর থেকে জলস্রোতগুলো ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসছে। মনে হয় যেন খোদাই করা হলদে রঙের স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। মোহক যেখানে পশ্চিম কানাডা ক্রীকের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে সেখানকার জল টগবটগ করে ফুটছিল। ভীষণ একটা হতাশার ভাব নিয়ে পুরো একটা দেবদারু গাছ তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সূর্যাস্তের আলোয় গমখেতগুলো দেখে অশান্তি বোধ করছিল এরা। বন্যার জলের ধারে দল বেঁধে এরা সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যর্থতায় ছেয়ে গিয়েছে মন। ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলের ওপর কাঠি ফেলছে, স্রোতের গতিবেগ বোঝবার চেষ্টা করছে আর ভাবছে, জমির উপরিভাগের উর্বরতার ক্ষতি হবে কি না।

সন্ধ্যার দিকে একটা নৌকা প্রবল বেগে নেমে এল নদী দিয়ে। পশ্চিমদিক থেকে আসছিল নৌকোটা। পাঁচজন সৈনিক বৈঠা দিয়ে জল টানতে টানতে স্রোতের মাঝখান থেকে নৌকোটাকে সরিয়ে নিয়ে এল শান্ত জলের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে নৌকো বেয়ে চলে যেতে লাগল ডেটন দুর্গের অভিমুখে। এরা স্ট্যানউইক্স দুর্গের লোক। জরুরী বার্তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সৈনিকরা। ওরা বলল যে, বনের পথ অতিক্রম করা অসম্ভব বলে জলপথ ধরেছে। পুরো পথটা বিকেলবেলার মধ্যেই পার হয়ে এল।

স্ট্যানউইক্স দুর্গের পুব, উত্তর আর দক্ষিণ দিকের দেওয়ালগুলো নেই বললেই হয়। বন্যার জলে ডুবে গিয়েছে। প্যারেড করবার মাঠের ওপর জলের উচ্চতা দু'ফুট। সত্যিকথা বলতে কি, দুর্গের ঢালে গোঁজের বেড়াটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এখন যদি শত্রুবাহিনী বনের পথ ধরে এসে আক্রমণ করে বসে তাহলে এদের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, ছোট্ট এই সৈন্যদলটার পক্ষে বন্যা-বিধ্বস্ত দুর্গটাকে মেরামত করা সম্ভব নয়।

এরা যখন খেতে বসেছিল বেলিঙ্গার তখন কোচরানের চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করল। বন্যার খবরগুলো চিঠিতে স্বীকার করা হয়েছে। এবং অফিসারেরা সবাই একমত হয়ে সুপরিশ করেছে যে, স্ট্যানউইক্সের সৈন্যদলটা যেন ওদের সাহায্যার্থে হারকিমার আর ডেটন দুর্গে চলে যায়। অলব্যানির কর্তৃপক্ষ যে এই সুপারিশটা ভাল মনে অনুমোদন করে নেবেন সে সম্বন্ধে কোচরান নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। হয়তো আগেকার মতোই তাঁরা এই ব্যবস্থাটা সুনজরে দেখবেন না। কোচরান মন্তব্য করেছে যে, বেলিঙ্গার যেন সৈন্যদলের স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থাটা গভর্নারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেয়।

জার্মান ফ্ল্যাটে শুধু একটা পেশাদার সৈনিকদের দল আসবার সম্ভাবনা আছে দেখে বেলিঙ্গারের মনে আশার সঞ্চার হল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই ধরনের আশা কোনোদিনই তার মনে উদয় হয় নি। গভর্নারকে একটা লম্বা চিঠি লিখল সে। ব্যারাক তৈরির জন্য স্থানীয় মজুর জোগাড় করে দেবে বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিল। সেনাবাহিনীর অফিসারেরা যা যা করে দিতে বলবে সবই করে দেবে বলে গভর্নারকে লিখে দিল বেলিঙ্গার।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা নৌকো ভর্তি হয়ে যখন সৈনিকরা রওনা হয়ে গেল বেলিঙ্গারের মনে তখন আর ততো বেশি আস্থা রইল না। পশ্চিমাঞ্চলের উপনিবেশগুলির সম্বন্ধে অলব্যানির কর্তৃপক্ষের কতকগুলো বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এখন সেই সম্বন্ধে নতুন করে আবার জ্ঞান লাভ করল বেলিঙ্গার। মর্মযাতনা ভোগ করতে লাগল সে।

সেদিন বিকেলবেলা স্ট্যানউইক্স দুর্গের আত্মরক্ষামূলক বাদবাকী ব্যবস্থা-গুলো পুড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় কোনো সম্ভাবনার প্রশ্নই উঠল না আর। কি করে যে আগুন লাগল তার কারণ কেউ বলতে পারল না। দুর্গটা ভেজা অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কেন যে আগুনটা নিবিয়ে দিতে পারে নি সে সম্বন্ধেও কোনো কথা জানতে পারা গেল না।

॥ ২ ॥

ম্যারিনাস উইলেটের প্রত্যাবর্তন

স্ট্যানউইক্স দুর্গে সৈন্যদল এসে ঘাঁটি করায় জার্মান ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের মনে যে-আশা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হয়েছিল সেটা দীর্ঘস্থায়ী হল না। অলব্যানির কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছিলেন যে, মে মাসে সৈন্যদলের স্ট্যানউইক্সে যাওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের আগেই হাডসন ভ্যালি রক্ষার জন্য দুটো দলকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ডেটন দুর্গে জন কয়েকমাত্র সৈন্য রইল। আর হারকিমার দুর্গে রইল ক্যাপটেন মুডি। কুড়িজন গোলন্দাজ সৈনিক ছিল তার সঙ্গে। ছোট ছোট দুটো কামান প্রাচীরের ওপর বসিয়ে রাখল ওরা।

বসন্তকালীন বীজ বপনের সময় এসে গেল। গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে বেলিঙ্গার স্থানিক সেনাবাহিনীর সশস্ত্র লোক নিয়ে বীজ বপনের কাজ তদারক

করল। রেঞ্জারদের ছোট্ট দলটাকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য দূরে কোথাও যেতে দেওয়া হল না। পাহাড়ের কাছাকাছি ঘাঁটি করে দেওয়া হল তাদের। শত্রুদের আক্রমণের খবর দিয়ে অনেক আগে থেকে অধিবাসীদের সতর্ক করার দরকার নেই আর। স্ত্রীলোক আর ছেলেপেলেরা দুর্গের মধ্যেই বাস করছে। যারা মাঠে কাজ করতে যায় তারাও মুহূর্তের মধ্যে সশস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। পেশাদার সৈন্যদলের সাহায্য ছাড়াই তারা দুর্গে ফিরে আসতে পারে। আর যদি আক্রমণকারীদের সংখ্যা এদের চেয়ে কম হয় তা হলে ওরা তাদের ওপর ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পাল্টা আক্রমণও চালাতে পারে।

ধ্বংস করবার মতো আর কিছু ছিলও না এখানে। জুন মাসের প্রথম দিকে যারা এসে হানা দিত তারা দু'-একটা মাথার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজত। অর্ধেকেরও বেশি গমের বীজ মৃত্তিকাগর্ভে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, নয়তো বসন্তকালের বন্যায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং বসন্তকালে যে-সব বীজ বপন করা হয়েছিল সেগুলো থেকে মোটা দানার গম, জুই আর যব পাওয়া যাবে। ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে শস্যগুলো জন্মেছে।

এই বসন্তকালে মিসেস ম্যাকক্লেনারের জমিতে চাষের কাজ করে নি গিল মার্টিন। গম যা লাগিয়েছিল তা প্রায় সবই প্লাবনের জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাথরের বাড়িটার দেওয়ালগুলো খোলামাত্রে পরিণত হয়েছে। ঠোঁটশূন্য মুখের মতো খড়খড়িহীন জানালাগুলো হাঁ করে আছে। সেটা এখন শজারুদের থাকবার মতো জায়গা হয়েছে। পাথরের বাড়িটা যখন পুড়ে গিয়েছিল তখন গোলাবাড়িটা কোনো রকমে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু ম্যাসের মাঝামাঝি সময় সেটাতেও আগুন দিল ওরা। দুটো দুর্গ থেকেই রাত্রিবেলা আগুনটা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ছোট্ট একটা দল গোলাবাড়িটাকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ওদের গিয়ে বাধা দেওয়ার কথা চিন্তা করল না কেউ।

তারপর জুন মাসের শেষের দিকে সে যখন অ্যাডাম হেলমার আর জন উইভারের সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহের ডিউটি শেষ করে ডেটন দুর্গের দিকে ফিরে আসছিল তখন দশজন অশ্বারোহী আমেরিকান সৈন্যকে কিঙস্‌রোড দিয়ে চলে যেতে দেখেছিল গিল। ওদের ওপর নজর রাখবার জন্য অ্যাডাম আর জন দুর্গের বাইরে রয়ে গেল। কিন্তু কর্নেল বেলিঙ্গারকে খবর দেওয়ার জন্য গিল চলে এল ভেতরে। যখন সে বেলিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছিল তখন শুনতে

গেল, ঘোড়াগুলো দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করছে। এক মুহূর্ত পরে একজন প্রহরী দরজার ভেতর মুখ গলিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল যে, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল উইলেট ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যেবেলার হাওয়া তখনো বেশ গরম। রান্নার উনোনগুলো থেকে ধোঁয়া উঠে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ছিল ঘরে। ছোট্ট ঘরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু গিল দেখল, টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বার সময় বেলিঙ্গারের কালো কালো চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং নিজেও বুকের ভেতর স্পন্দন অনুভব করল। এরা দু'জনেই উইলেটের কথা মনে রেখেছে। চার বছর আগে সেইন্ট লেজার যখন স্ট্যানউইক্স দুর্গটাকে অবরোধ করেছিল তখন উইলেট এখানে প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। ইণ্ডিয়ানদের সৈন্যসারি ভেদ করে চলে এসেছিল সে। তারপর ঘোড়ায় চেপে বেনিডিক্ট আরনল্ডকে তাড়াতাড়ি খবর দেওয়ার জন্য সোজাসুজি অলব্যানিতে চলে গিয়েছিল। জার্মান ফ্ল্যাটের লোকেরা আরনল্ডের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তারপর গত শীতকালে আরনল্ড যখন ওয়েস্ট পয়েণ্টের লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার চেষ্টা করেছিল তখন আবার এরা নাম শুনল তার। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে ম্যারিনাস উইলেটের কথা ভুলতে পারে নি কেউ।

"ব্যাস্, তোমার খবর সব শুনলাম, মার্টিন," বলল বেলিঙ্গার, "এবার তুমি যেতে পারো।"

"তার কোনো দরকার নেই," নাকীস্বরে উইলেট দরজা থেকে বলল, "তোমার আর আমার মতো মার্টিনেরও দায়িত্ব রয়েছে, বেলিঙ্গার।"

প্রথম যেমন দেখেছিল ওকে ঠিক সেই রকমই আছে উইলেট। কোনো পরিবর্তন হয় নি। বাজপাখির মতো বাঁকা আর বিরাট বড় নাকের ওপরে ছোট ছোট দুটো নীল চোখ। সব সময়েই পিট্‌পিট্ করে। মুখটা লাল টক্‌টক্ করছে। কাঁধ দুটো খুবই বলিষ্ঠ। দরজার সামনের ফাঁকটুকু জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বেলিঙ্গারের কাছে এগিয়ে আসতেই তাকে যেন আগের চেয়েও লম্বা বলে মনে হল। কারণ, কৃষকদের মতো বেলিঙ্গার একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। করমর্দন করবার সময় গন্ধ শোঁকার মতো শব্দ করতে করতে উইলেট বলল, "আশা করি আমাদের খাওয়ার মতো যথেষ্ট খাদ্য আছে এখানে, বেলিঙ্গার।"

"হ্যাঁ, কোনো রকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে।"

"খুশী হলাম শুনে। ভ্যালির অনেকগুলো জায়গাতেই দেখলাম খাদ্যের সংস্থান নেই। এমন কি আমার হেডকোয়ার্টার ফোর্ট প্লেগে পর্যন্ত পান করবার মতো এক ফোঁটা মদ নেই।"

"আমাদের এখানেও অক্টোবর মাস থেকে মদ নেই, কর্নেল।" হঠাৎ একটু থেমে বেলিঙ্গার জিজ্ঞাসা করল, "তোমার হেড কোয়ার্টার? তার মানে?"

নীল চোখ দুটো মিটমিট করে উঠল।

"নিউ ইয়র্ক রাজ্যের পাঁচটা সৈন্যদলকে একত্র করে দুটোতে পরিণত করছে ওরা। মোহক সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করবার জন্য জর্জ ক্লিনটন এসে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। তিনি বললেন যে, আমিই আমার মুরুব্বী। স্থানিক সেনাবাহিনীর একটা রেজিমেণ্ট থাকবে আমার কাছে। তা ছাড়া পেশাদার সৈনিকদের গোটা দুই দলও দুর্গ থেকে আসবে। এদের নিয়েই এই সীমান্তটাকে তোমাকে আর আমাকে রক্ষা করতে হবে।" উইলেট বসে পড়ে তার নাক বরাবর বেশ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। তারপর আবার সে বলল, "আমি ভাবলাম যে, এদের নিয়েই সীমান্ত রক্ষার কাজটা চালিয়ে নিতে পারব। অন্যান্যদের চেয়ে ভালভাবেই চালাতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। সেই জন্য এখানে আসতে রাজী হয়ে গেলাম। গত দু'সপ্তাহ ধরে ভ্যালিতেই আমি ঘোরাফেরা করছিলাম। কতো লোকজন পাওয়া যেতে পারে শুনে দেখেছি।" তার দৃষ্টিটা কৌতুকপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। চ্যাপ্টা ধরনের গাল দুটো শক্ত করে বলে যেতে লাগল সে, "দেখলাম স্টার্ক দুটো সৈন্য দল নিয়ে গিয়েছে। এখন ইংরেজরা ভারমণ্ট দখল করবার আর চেষ্টা করবে না। কিন্তু ওরা আসতে পারে ভেবে স্টার্ক তো ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভগবান ওকে নরকে পাঠাক।"

"প্রতিটি ইয়াঙ্কিকে নরকে পাঠাক ভগবান।" আন্তরিকভাবে বলে উঠল বেলিঙ্গার।

"আমি তো চাই যারা যুদ্ধ চালাচ্ছে তারা সবাই নরকে যাক। এদিকে আমার পাছায় তো ঘোড়ায় চাপতে চাপতে ঘা হয়ে গিয়েছে। বুঝলে ভায়া, মানুষ গুনতি করার কর্মচারীর মতো আমি তো স্কেনেকটাডি আর এই

জায়গার মধ্যে যতগুলো ছোট-বড় দুর্গ আছে সবই দেখে এসেছি। ক্লিনটন আমায় স্থানিক সেনাবাহিনীর একটা তালিকা দিয়েছিলেন। সেটা মিলিয়ে মিলিয়ে লোক খুজে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু বুঝলে বেলিঙ্গার, সেই তালিকাটা তৈরি হয়েছিল ১৭৭৭ সালে। তখন আড়াই হাজার লোক তালিকাভুক্ত ছিল। এখন কতো আছে এখানে বলতে পারো?"

"আমি জানি এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক লোককেই আমরা হারিয়েছি।" গম্ভীরভাবে বলল বেলিঙ্গার।

প্রকাণ্ড বড় মাথাটা ঝাঁকিয়ে উইলেট বলল, "১৭৭৭ সালে আড়াই হাজার লোক ছিল। এখন তোমাদের এই অঞ্চলটা ধরেও মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট শ-রও কম।" বেলিঙ্গার আর গিলের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল সে, "সেইজন্যই বলেছিলাম যে, তোমার আর আমার মতো এই ব্যাপারে মার্টিনেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে। কি বলব সবকিছু একেবারে জগাখিচুড়ি হয়ে আছে। স্থানিক সেনাবাহিনী ছাড়াও আমি আরো এক শ জন সৈনিক জোগাড় করেছি। এরা বেশ সুস্থ আর কর্মঠ রয়েছে। কিন্তু এই ভ্যালিটার মতো ক্যাটাস্কিল আর বলস্টন উপনিবেশের দায়িত্বও আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ সৈনিকই ঐ দুটো জায়গায় আর স্কোহারীর মধ্যবর্তী দুর্গটাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। মুডি আর তার কুড়িজন সৈনিক হারকিমারে থাকবে। ভ্যালির বাকী অংশটা রক্ষার জন্য আমি স্থানিক সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করব।" হঠাৎ সে হলদে রঙের দাঁত বার করে দরাজভাবে হাসতে হাসতে বলল, "ক্লিনটন যখন আমায় তোমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন তখন দায়িত্ব ফেলে পালিয়ে যাব না আমি। দুর্গের ভেতরেই তো সবাই বাস করছে। অতএব সকলকেই পেয়ে যাব এখানে। যেমন করে হোক কাজটা শেষ করে ফেলব আমরা। তোমার এখানে কি ধূমপানের পাইপ একটা পাওয়া যাবে?"

বেলিঙ্গার একটা মাটির পাইপ বার করে দিল। নিজের তামাক দিয়েই পাইপটা ভর্তি করে নিল উইলেট। তারপর বলল, "আমার কাছে কয়েকজন সৈনিক আর তালিকাভুক্ত হয় নি তেমন ধরনের কয়েকজন লোকও আছে। ফোর্ট প্লেনে তাদের আমি নিজের কাছে রেখে দেব। এদের কেন্দ্র করেই নতুন সেনাবাহিনী গড়ে নিতে হবে আমায়। অবিশ্যি সেনাবাহিনীর এই

শাখাটা তোমাদের কাছেই রেখে যাব। ভ্যালিতে ডিউটি দেওয়ার জন্য তোমাদের এখন আমি বাহিনীতে যোগ দিতে বলছি না। কিন্তু এখানে আবার যদি কখনো আসি তখন যেন তোমাদের সৈনিকরা প্রস্তুত হয়ে থাকে। আমার সঙ্গে যোগ দিতে হবে তাদের।"

বেলিঙ্গার তার স্বাভাবিক বিষণ্ণ মূর্তি ধারণ করে বলল, "আমরা প্রস্তুত হয়েই থাকব। আমাদের খানিকটা বারুদ জোগাড় করে দিতে পারো?" অনেকক্ষণ পর বেলিঙ্গারের বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গিয়ে চোখ দু'টিতে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেল।

"এখন তো যা বলব তাই শুনবেন গভর্নার। এই কাজটা নেওয়ার পরে না শুনে পারেনও না। কথা দিচ্ছি, বারুদ আমি জোগাড় করে দেবই। খাদ্য জোগাড় করাই হচ্ছে মুশকিল। অলব্যানিতে অবিশ্যি প্রচুর খাদ্য আছে। কিন্তু স্থায়ী সেনাবাহিনীর লোকদের জন্যই শুধু সেসব খাদ্য ধরে রাখবার আদেশ দিয়েছেন কংগ্রেস। এমন কি ওয়েস্ট পয়েন্টে হিথ পর্যন্ত তার সৈন্যদলের জন্য সেখান থেকে খাদ্য নিতে পারছে না। কি যে হবে একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু এর মধ্যে একটাই শুধু সান্ত্বনার কথা আছে—বিনাশকারীরা আবার যদি এই অঞ্চলে আসে, তা হলে খাবার মতো বিশেষ কিছু পাবে না এখানে।"

॥ ৩ ॥

প্রথম গুজব

উইলেট এসে যা যা কাজ করল তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, ভ্যালির সবচেয়ে ভাল ভাল ঘোড়াগুলোকে বাজেয়াপ্ত করল। বার্তাবহনকারীদের জন্য ভাল ঘোড়ার দরকার ছিল তার। জার্মান ফ্ল্যাটের লোকেরা তাতে বরং খুবই খুশী হল। ওরা ভাবল, ভ্যালিতে অন্ততঃ এমন একজন লোক আছে যে নাকি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে। বার্তাবহনকারী প্রথম যে খবর নিয়ে এল তা থেকে জানা গেল, কারীটাউন আক্রান্ত হয়েছিল এবং উইলেট

তক্ষুনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের তাড়া করে ডোরলাক নামে একটা জায়গায় গিয়ে বিনাশকারীর দলটাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেছে। এই প্রথম ইণ্ডিয়ানদের একটা দল সত্যি সত্যি ধরা পড়ে মার খেল।

এই ঘটনার পর অগস্টমাসে মাঠ থেকে ফসল তুলতে আরম্ভ করল এরা। এখানকার ফসল সব পাঁচমিশেলি ধরনের। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ফসল তুলল ওরা। অবিশ্যি মাঝে মাঝে বনের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যে ছোটোখাটো সঙ্ঘর্ষ দু'-একটা হয় নি তা নয়। যারা বৈঁচিফল তুলতে যেত তাদের এসে কখনো-সখনো হঠাৎ আক্রমণ করে বসত ইণ্ডিয়ানরা।

বার্তাবহনকারীদের নিয়োগ করার জন্য আরো একটা সুবিধা হল। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেরও খবর পাওয়া যেতে লাগল। বেলিঙ্গারের কাছে যখনি কোনো সরকারী কাগজপত্র পাঠাত উইলেট, তখনি সে অন্যান্য খবরও দিত তাকে। যা যা শুনত সবই জানাত। দক্ষিণ অঞ্চলের যুদ্ধ সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা আলাপ-আলোচনা করতে আরম্ভ করে দিল। এমনভাবে কথাবার্তা বলত যেন ঐ অঞ্চলের দুঃখকষ্টের সঙ্গে নিজেরাও জড়িত রয়েছে।

খুবই আশ্চর্য লাগত ভাবতে যে, এই সাধারণ বিভ্রান্তিকর ধারণাটা কি করে এদের মনে সাহস ফিরিয়ে এনেছিল। এ সম্বন্ধে এদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। ওরা জানত না যে, সেই শরৎকালে উইলেট একটা পেশাদার সৈন্যদল পাওয়ার জন্য কী সাংঘাতিক চেষ্টাই না করেছিল। হুলুস্থুলু করে ছেড়েছিল সে। গভর্নার ক্লিনটনের কাছে উইলেট লিখেছিল, "এখানকার হতভাগ্য লোকদের ভবিষ্যত্যের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছি আমি।" এমন কি ক্লিনটনকে না বলে সে জেনারেল ওয়াশিংটনের সঙ্গেও দেখা করেছিল। প্রথমে ভ্যালিটার কি অবস্থা ছিল এবং এখন কি অবস্থায় আছে সে সম্বন্ধে সব কথাই জেনারেল ওয়াশিংটনকে বলেছিল উইলেট। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। ওয়াশিংটন তখন দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়ে গ্রীন আর লাফায়েতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তোড়জোড় করছিলেন। খুবই ব্যস্ত ছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে কর্নওয়ালিসের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে বলে একটি লোকও তিনি এখন ছেড়ে দিতে পারবেন না।

মোহক ভ্যালিতে শরৎকাল একটু আগে আগে এসে গেল এবার। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মতো আবহাওয়ার সূত্রপাত হল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। বৃষ্টির জল বেশ ঠাণ্ডা। নদীর বুকটা শিলাগুটির মতো আকার ধারণ করল। দিনের পর দিন আকাশের বুকে গড়িয়ে চলল বড় বড় মেঘের খণ্ড। রাস্তাগুলোতে কাদা জমে উঠল। বার্তাবহনকারীরা যখন কাজে বেরুত তখন তাদের হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কর্দমাক্ত হয়ে উঠত।

দুর্গের বেড়ার কাছে শস্যের গাদাগুলোকে রেখে দিয়েছিল এরা। দুর্গের ধারেই গোলাবাড়িতে শস্য মাড়াইয়ের কাজ চলতে লাগল। ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে শস্যগুলোকে অস্ত্রাগারে মজুত করে রাখা হল। জো বোলিয়ো ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, এবার শীতকালটা আগে আগে আসবে এবং ঠাণ্ডাও পড়বে খুব। জন উইভার যখন তাকে প্রশ্ন করতে লাগল তখন সে কারণটা বলতে পারল না। কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণীটা যে ফলবে সেসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করল না জো।

শুমেকার পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল ওরা। চারদিকটা খোলা বলে গায়ে হাওয়া লাগছিল ওদের। মাথার ওপর দিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হচ্ছে। অতো উঁচুতে দাঁড়িয়ে চারদিকের বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে ওরা। দোদুল্যমান গাছ-গাছড়ার ওপর দিয়ে ভেজা পদচিহ্নের মতো দাগ ফেলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ গাছেই পাতা নেই। বনের মধ্যে শীত আসবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হাওয়ার বুকে ঠাণ্ডা অনুভূতি। গাছের পাতাগুলো যেন ছাঁচের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি আসবার আগে মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাতিহাঁসের দল ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে।

"শীত এসে গেল," বলল জো, "ঠাণ্ডা বাড়ছে। অক্টোবর মাসের পরে ওরা কেউ আর আমাদের বিরক্ত করতে আসে নি। বাটলারই শুধু চেরী ভ্যালিতে হানা দিয়েছিল একবার।"

জো-র কথা শুনে খুশী হল জন। সারাটা দিন শত্রুর ওপর নজর রাখবার কাজে অর্ধেক মনোযোগও দেয় নি সে। ঠাণ্ডা বেড়েছে বলে মনে হয় নি ওর। হাওয়া রুখবার জন্য একটা বেড়া তৈরি করেছিল জো। জন এখন সেই বেড়াটার পেছনে গিয়ে গুটি সুটি মেরে বসে পড়ল। আজ সকালে মেরী

ওকে বলেছে যে, সত্যি সত্যি বাচ্চা হবে ওর। এসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আর। জন-এর সমস্ত মনপ্রাণ এখন সেই চিন্তায় ভরপুর হয়ে আছে।

মেরীর কথা কোনো দিনই ভুলতে পারবে না জন। কতো গর্বের সঙ্গেই না কথাটা ঘোষণা করেছিল সে।

"জন, তোমার মায়ের কাছে কথাটা কি প্রকাশ করবে?"

কিন্তু জন বলেছিল, "একটু অপেক্ষা করো, আগে আমি বাড়ি ফিরে আসি।" চিন্তা করে দেখবার জন্য খানিকটা সময় নিয়েছিল সে। গত দু'বছর থেকে মা আর মায়ের মতো নেই। খুব শান্ত হয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনটাও অর্ধেক চলে গিয়েছে। ঘরের কাজ করতে করতে কখনো কখনো হয়তো পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকতে থাকে। প্রথম দিকে কান্নাকাটি করত। এখন আর কাঁদে না। এতোদিন কোনো খবর আসে নি বলে মা অবশ্যই বুঝতে পেরেছে যে, বাবা আর বেঁচে নেই, তবু যেন এই সত্যটাকে মেনে নিতে পারছে না। জনের বিশ্বাস, বাবার মৃত্যুর সত্য খবরটা শুনবার জন্যই শুধু বেঁচে রয়েছে মা। এখন মেরীর এই বাচ্চা হওয়ার খবরটা শুনলে কি যে তার মনের অবস্থা হবে বুঝতে পারছে না জন। কদাচিৎ কখনো ভীষণভাবে রেগে গেলে কোবাস কিংবা জনকে বাচ্চা ছেলে ভেবে চাবুক মারতে আসত মা। কিন্তু মেরীর সঙ্গে মা সেরকম ব্যবহার করে জন তা চায় না।

পাহাড়ের ওপরে উঠে আসবার পর যখন চারদিক থেকে হাওয়া বইতে লাগল, তখন মায়ের কথা ভুলে গিয়ে সে শুধু স্ত্রীর কথাই ভাবতে লাগল। একমাস আগেই জন টের পেয়েছিল যে, মনে মনে কি যেন ভাবছে মেরী— এখন বোঝা গেল বাচ্চা হওয়ার কথাই ভাবছিল সে। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কথাটা তখন বলতে চায় নি। এখন মেরী নিশ্চিতভাবে জানে যে, বাচ্চা এসেছে পেটে। খবরটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ওর আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ঘরের দরজার বাইরে অক্টোবর মাসের ঠাণ্ডায় জনের সঙ্গে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ছিল মেরী। আত্মমর্যদায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। শীর্ণ মুখটা কাত করে ধরে কথাটা বলছিল ওকে। মুখের ওপর দিয়ে তখন হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে কথাটা

ন বলছিল তখন যেন মেরীর চোখ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ন সঠিকভাবে বলতে পারে না মেরী ওর সমপর্যায়ে উঠে আসবার গৌরব বোধ করছে কি না। কিংবা জনের প্রতি মেরীর কতোটা যে ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মেছে সে সম্বন্ধেও কিছু বুঝতে পারছে না সে।

এসব কথা চিন্তা না করে জন এখন সারাদিন ধরে মিসেস মার্টিনের বাচ্চা হওয়ার দিনটার কথা ভাবছিল। পাহাড়ের মাথায় নিঃশব্দে বসে রয়েছে জো। ওর সঙ্গে কথা না বলে সেইদিনের ঘটনাগুলো মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখছিল। কী ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে গিয়েছিল জন, কতো ধীরে ধীরে সময় কেটেছিল আর রাত্রির অন্ধকারও সেদিন কী ভীষণ গভীর হয়ে উঠেছিল। জন যে এই ব্যাপারটাকে ভয় পায় সেই কথাটা জানতে পারলে মেরী নিশ্চয়ই হেসে উঠবে। বাচ্চা হওয়ার কথাটা যখন সে ঘোষণা করেছিল তখন ওর মুখটা একটা উড়ন্ত পতাকার মতো দৃঢ় আর গৌরবপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

হারকিমার দুর্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা মনে পড়ল তার। আজও ওর চোখে-মুখে সেই একই আগ্রহ, সে কি ভাবছে জানবার জন্য একই রকমের উদ্বেগ। ডিয়ারফিল্ডে ওর সঙ্গে কত দিন কত ভাবে সময় কাটিয়েছে, অথচ তখন সে মেরীর মনের কথাটা বুঝতে পারে নি বলে নিজেকে কত নির্বোধ মনে হচ্ছে তার। ভাগ্য ভাল তাই মেরীকে এত সহজে আবিষ্কার করতে পেরেছে সে।

সারাটা দিন ওর চোখের সামনে মেরীর মুখটা ছবির মতো ভেসে রইল। এখনো ওকে কতো ছেলেমানুষ মনে হয়। সেই একই আকুলতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মুখের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিবর্তন ঘটছে। প্রথম দেখা হয়েছিল দুর্গে; দ্বিতীয় সাক্ষাৎও ঘটেছিল সেখানে—অরিসক্যানির যুদ্ধে ওর বাবার মৃত্যুর খবরটা দেবার জন্য মেরীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল প্রহরীদের পাহারা দেওয়ার পথটার ওপরে; তারপর একদিন ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সেদিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে চলে গিয়েছিল মিসেস ম্যাকক্লেনারের বাড়ি এবং সেখানে গিয়ে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। প্রস্তাবটা তুলেছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার নিজেই। তারপর ইরোকোইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার দিনটার কথা মনে পড়ল ওর। যুদ্ধ থেকে আবার যেদিন ফিরে এল সেদিনকার ছবিটাও চোখের ওপর ভাসছে। বেলিঞ্জার

যেদিন ওকে হারকিমার দুর্গের সৈন্যদলের করপোরেল নিযুক্ত করেছিলে সেদিনটার কথাই বা ভোলে কি করে? মেরীর মুখটা পরিষ্কার মনে পড়ছে ওর। করপোরেল হওয়ার পর ব্লকহাউসে বাস করতে লাগল ওরা। সেখানে বসে ওরা মিসেস ম্যাকক্লেনারের পাথরের বাড়িটার মতো নিজেদের একটা বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করত সেই কথাটাও মনে পড়ল ওর।

কখনো মেরী উদ্বিগ্ন, কখনো দুঃখপূর্ণ, কখনো আবার আনন্দের উচ্ছ্বাসে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু যে-কোনো অবস্থাতেই মেরীর ভালবাসার উত্তাপ অনুভব করত সে। একসঙ্গে বাস করবার আকুলতা লক্ষ্য করত। ওকে নিয়ে যে মেরী গর্ব বোধ করত তাও বুঝতে পারত জন। ভাবতে লাগল অন্য কেউ তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে ঠিক এইভাবে চিন্তা করে কি না। গিলবার্ট মার্টিন কি মিসেস মার্টিনকে ওর মতো ভালবাসে? না কি, বেশির ভাগ লোকের মতো সে-ও বউকে শুধু বউ বলেই ভাবে? মাঝে মাঝে জন ভাবে যে, মেরীকে এইভাবে ভালবাসাটা বোধহয় পুরুষোচিত নয়। এখন থেকে মেরীর সঙ্গে বেশি কথা আর বলবে না। এবং প্রশ্ন করলে জবাব দেবে না। কিন্তু জবাব না দিলেও চুপ করে থাকবে মেরী। ওর স্বভাবই হচ্ছে চুপ করে থাকা। অন্যান্য স্বামীদের মতো ব্যবহার করতে পারে না সে। মেরীর কাছে এলেই কর্তৃত্ব করার মনোভাবটা দূর হয়ে যায়।

শীতকালে যে বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ আরো কমে যাবে জন তা জানে। ওর বিশ্বাস, বাচ্চাকে দেখা-শোনা করার দায়িত্ব নেওয়ার মতো মেয়ে নয় মেরী। শীতকালে বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের দরকার হয়। যদি মার্চ মাসে জন্ম হয় বাচ্চার? কিন্তু একটু আগেই তো জো বোলিয়ো বলল যে, এবার আগে আগে শীত পড়বে। হঠাৎ সে জো-র কথাটা বিশ্বাস করে বসল আগে আসার অর্থই হচ্ছে আগে আগে শীত পালিয়ে যাওয়া।

জন বুঝতে পারল যে, ওর জীবনটা নিয়ন্ত্রণ করছেন ভগবান। এমন আচ্ছন্ন হয়ে কথাগুলো ভাবছিল যে, বুড়ো শিকারীটা ওর কনুইতে খোঁচা মারতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল। তারপর বলল, "ওহে ছোকরা, বার্তাবহনকারী আসছে।"

জন দেখল, কাদার মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে লোকটা এই দিকে আসছে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন।

"চলে এসো," বলল জো, "আমরা বরং নিচে নেমে যাই।"

দরজার সামনেই মেরীর সঙ্গে দেখা হল। বলল সে, "ভেতরে চলো, জন। তোমার জন্য খাবার তৈরি করে রেখেছি।"

রোগা হাত দুটি জনের ঘাড়ের ওপর শক্ত করে ধরে রেখে জনকে চুম্বন করল মেরী। কিন্তু চোখ দুটিতে উত্তেজনা ছিল না। শান্ত আর কোমল। জন ভাবল, মেয়েদের প্রকৃতি বোধহয় এই রকমই হয়।

"মা-কে কথাটা বলেছি," শান্তভাবে বলল মেরী, "বলে দেওয়াই ভাল বলে ভাবলাম। হয়তো হাতে সময় নেই বেশি।"

ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। পেছন দিকে হাত দিয়ে হুড়কোটা আঁকড়ে ধরে রাখল। জন এখন দেখল মেরীর মুখটা একটু ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। এবং সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওকে। এই ধরনের দৃষ্টির সামনে আলোড়িত বোধ না করে পারে না জন। যেন সাত রাজার ধন মানিকের মতো মেরী ওকে আগলে রাখতে চায়।

"মায়ের কথা কি বলছিলে, মেরী?"

জন শুনল, চুল্লীর কাছে থেকে উঠে আসছে মা। এমার কৃশ মুখটি দেখে মনে হল কাঁদছিল সে।

"কথাটা আমায় বলেছে বলে আমি সুখী বোধ করছি, জন। কতোদিন যে সুখের মুখ দেখি নি······মনে করতে পারছি না। তোর বাবা শুনলেও খুশী হতেন। কে জানে, হয়তো শুনেছেন।"

এই সময় বাইরে থেকে ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে ফেলল কোবাস। একদিকে ছিটকে সরে এল মেরী। কাঠ নিয়ে ভেতরে ঢুকল কোবাস।

"আমার খুব ইচ্ছা আমিও যাই। ওরা আমাকে যেতে দিলেই হয়। জন, তুমি তো একজন করপোরেল। চেষ্টা করে ত্যাখ না ওরা যদি আমায় যেতে দেয়। দেখবে?"

"কি বলছিস তুই।"

"একটু আগেই গিল মার্টিন এখানে এসেছিল। তোমাকে দুর্গে যাওয়ার

জন্য খবর দিতে এসেছিল সে। বাটলার জনসটাউনের দিক থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে।"

বিশ্বাস করা কঠিন। এমন কি জো বোলিয়ো পর্যন্ত বলেছিল যে, এক বছরে মধ্যে ওরা আর হানা দিতে আসবে না। এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জন।

"আমি তা হলে চলি।" বলল সে।

"তোমার সঙ্গে আমি যেতে পরি না, জন?"

ভাইয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জন বলল, "না। তুই এখানে থাকবি কোবাস। আমি জেনে যাচ্ছি মা আর মেরীকে দেখবার জন্য তুই রইলি এখানে।"

পায়ের দিকে মুখ নিচু করে কোবাস বলল, "ঠিক আছে, জন।"

জনের কাছে এগিয়ে এসে এমা ওকে জড়িয়ে ধরল। বলল সে, "তুই যতদিন বাইরে থাকবি মেরীকে আমরা দেখাশোনা করব। চিন্তা করিস নে। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে এখানে আবার একবার এসে দেখা করে যাস। অবিশ্যি ওরা যদি অনুমতি দেয়।"

"আসব।" কথা দিল জন। মেরীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বন্দুকটা সে তুলে নিল হাতে। মেরী ওর আগে আগে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তুষার পড়তে আরম্ভ করেছে। জানালার আলোয় জন দেখল তুষারের কুচিগুলো মেরীর চুলের সঙ্গে জালের মতো আটকে গিয়েছে।

এক মুহূর্তের জন্য দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর মেরী বলল, "মা-কে বলেছি তোমার বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখব ছেলেটার। শুনে খুব খুশী হলেন তিনি। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো, জন?"

"না।" চিন্তা না করেই যন্ত্রচালিতের মতো জবাব দিল জন। সুলিভানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বনের ভেতর দিয়ে ইণ্ডিয়ানদের অঞ্চলে সেই দীর্ঘ অভিযানের কথাটা ভাবছিল সে। হঠাৎ সেই চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করল জন। এবার নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ানদের অঞ্চলে যাওয়ার আর দরকার হবে না। "খুব ভাল হবে," বলল সে, "মা বুঝি জানতে চেয়েছিলেন?"

"না, না। খবরটা যখন দিচ্ছিলাম তখন আমি নিজে থেকেই তাঁর কাছে প্রস্তাব করছিলাম।"

মেরী আবার চুপ করে গেল।

যখন মুখ তুলল তখন ওর চোখ দুটো আর ঝাপসা নেই। এক বিন্দু জল নেই চোখে। পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

"তুমি বরং এখন যাও, জন।"

যেতে দেওয়ার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন যখন সে করপোরেল হয়েছে তখন কেউ যদি ওকে ভীরু মনে করে মেরী তা চায় না।

"চলি," বলল জন, "বিদায় মেরী। রওনা হওয়ার আগে আসবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি সাবধানে থেকে।"

"আমার সম্বন্ধে চিন্তা করো না।" জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। ওরা যে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল সেই কথাটা বেমালুম ভুলে গেল মেরী। বলল সে, "দেখতে আমি রোগা বটে, কিন্তু আমি যে কতো শক্ত মেয়ে তা তুমি নিশ্চয়ই জানো, জন।"

তাড়াতাড়ি ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মেরীকে চুম্বন করে দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালটার দিকে হাঁটতে লাগল জন।

হাওয়া কমে আসছিল। ওপর থেকে তুষারপাত হচ্ছে। এরই মধ্যে প্যারেড করবার মাঠের মাঝখানটাতে বিরাটভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। ব্লকহাউসের ভেতরকার দেওয়ালগুলো আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। বেড়ার খোঁটাগুলোকে সূচের মতো তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে। জন দেখল, অন্যান্য লোকেরা বন্দুকের মুখগুলোকে নিচু করে ধরে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। সাদা মাটির ওপর কালো কালো পায়ের দাগগুলো খোলা গেটের সামনে মাকড়সার জালের নকশার মতো দেখাচ্ছে।

কাঠ পোড়ার আওয়াজ আর বিড়বিড় করে কথা বলার আওয়াজ ছাড়া দুর্গের ভেতরে আর কোনো শব্দ নেই। জন যখন ভেতরে এল তখন দেখল সৈনিকরা মাঠের চারদিকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যে যার নিজের নিজের দলের সঙ্গে আলাদাভাবে দাঁড়িয়েছে। ডিমুথের সৈন্যদলটিতে মাত্র আর বারোজন লোক ছিল। (ডিমুথ বন্দী হয়েছে বলে লেফটেন্যান্ট টাইগার্ট এখন

এই দলটার নেতৃত্ব করছে।) করপোরেল জন, গিল মার্টিন আর রেঙ্গার, বোলিয়ো ও হেলমার এই দলের অন্তর্ভুক্ত। ক্লেম কপারনল অভিযান চালাবার পক্ষে অনুপযুক্ত। স্কাইলারের কয়েকজন লোক, স্প্যান্‌ক্র্যাবল আর কাস্টরা দু'জনও রয়েছে এই দলের সঙ্গে। এদের কাছে এগিয়ে এসে জন নিচুস্বরে মার্টিনকে জিজ্ঞেস করল খবরটা সে শুনেছে কিনা।

"তোমার আসবার একটু আগেই খবর নিয়ে বার্তাবহনকারী এসে পৌঁছেছে এখানে। ইংরেজরা ওয়ারেনসবুশ জালিয়ে দিয়ে নদী পার হয়ে জনসটাউনের দিকে এগিয়ে আসছিল। ছ'শ লোক ছিল সেই দলে। উইলেট তাদের তাড়া করে। জনসটাউনের বাইরে তাদের আক্রমণ করেছিল সে। কিন্তু ইংরেজরা পালিয়ে যায়। স্টোন অ্যারাবিয়ার উত্তর দিয়ে পশ্চিমদিকে পথ ধরেছে তারা। উইলেট স্টোন অ্যারোবিয়াতেই আছে। সেখান থেকেই খবর পাঠিয়েছে সে। কোন্ দিকে যে শত্রুবাহিনী যাচ্ছে সেটা জানবার জন্য উইলেট ওখানে অপেক্ষা করছে। তাদের মাঝপথে বাধা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলেছে।"

"উইলেট ওদের মার দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, চার শ লোক নিয়ে।"

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে ধরল গিল। আগুনের কম্পমান আলোর সামনে মুখটা ওর লাল হয়ে উঠেছে।

স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা ভেতরে ঢুকতেই আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে বেলিঙ্গার ওদের নামগুলো সব মিলিয়ে নিতে লাগল। তার মাথার ওপরে রাইফেল ছোড়ার মঞ্চের ওপরে প্রহরারত সৈনিকরা দাঁড়িয়ে ছিল। তুষারাবৃত রাত্রির অন্ধকারে এদের মুখগুলো অর্ধ-আলোকিত হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সৈনিকদের দেখছে আবার চারদিকের অন্ধকারের প্রতিও নজর রেখেছে।

মাঝে মাঝেই একটা লোক এগিয়ে এসে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাঠ ফেলছিল। দশ মিনিট পর আরো একবার ভাল করে আগুনটা জ্বলে উঠবার পর নাম-ডাকার খাতাটা বন্ধ করে ফেলল বেলিঙ্গার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সৈনিকরা। গোলাকার ঘাড় দু'টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল বেলিঙ্গার। নিচু স্বরেই কথা বলল বটে, কিন্তু সকলেই পরিষ্কারভাবে শুনতে পেল।

"যা ঘটেছে তোমরা তা নিশ্চয়ই জানো। বাটলার ভ্যালিতে প্রবেশ করেছে। বাটলার আর রস ছ' শ লোক এনেছে সঙ্গে। এরা ইণ্ডিয়ান নয়। এরা সবাই টোরী, সুদক্ষ পেশাদার সৈনিক। কিন্তু উইলেট চার শ জন লোক নিয়ে এদের মার দিয়েছে।"

কেউ কথা বলল না। কিন্তু বেলিঙ্গার যে এদের কাছ থেকে উৎসাহ কিংবা প্রশংসা শুনতে চাইছিল তার মুখ দেখে বোঝা গেল না তা। সবাই যা ভাবছিল বেলিঙ্গারও তাই ভাবছিল মনে মনে।

"আমাদের খামারগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্রায় চার বছর আগের কথা। বাটলাররা এসেছিল এখানে, জন জনসন হানা দিয়েছিল গত বছর। অরিসক্যানির যুদ্ধের পরে ওদের সঙ্গে সত্যিকারের লড়াই করবার সুযোগ পাই নি আমরা। তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন নিকোলাস হারকিমার, এখন রয়েছে উইলেট। হারকিমারের সময় আমরা ওদের মার দিয়ে হটিয়ে দিয়েছিলাম।"

মাটির দিকে চেয়ে ছিল বেলিঙ্গার। আগুন থেকে বরফ গলে আবার যে গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে আসছে সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সে।

"উইলেট বলেছে তোমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে। আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যেন রওনা হতে পারো। কিন্তু কখন যে রওনা হতে হবে তা আমি জানি না। গত জুন মাসে উইলেটকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, চাইবার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে নব্বইজন লোক আমি জোগাড় করে দেব। তোমরা সবাই ভাল করে দেখে নাও বারুদ আর গুলী সব ঠিক আছে কি না। না থাকলে অস্ত্রভাণ্ডারে গিয়ে বন্দুকে গুলী আর বারুদ ভরে নাও তোমরা। আমাদের মনের অবস্থা সকলেরই এক রকম। কাজ শেষ করে বাড়ি গিয়ে এখন শুয়ে পড়ো। আজ রাত্রিতে যদি দরকার পড়ে তাহলে কামান দেগে আওয়াজ করব আমি।" দক্ষিণ-পুব কোনার কামানটার দিকে চেয়ে বেলিঙ্গারই বলল, "সঙ্গে একটা কম্বল আনবে। সবচেয়ে গরম শার্টটা গায়ে দিয়ে আসবে। হারকিমার থেকে যারা এসেছে তাদের বরং এখানে দুর্গের মধ্যেই থেকে যাওয়া ভাল।"

উল্টো মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে ক্লান্তিভরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল বেলিঙ্গার।

এখুনি তা হলে ওদের রওনা হতে হবে না। বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল জন উইভার। ওর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ আর গুলী রয়েছে। আজ সকালেই সে বারুদ রাখার ফ্লাস্কটা ভর্তি করে রেখেছিল। জন শুনল যে, জো বোলিয়াকে নিজেদের ক্যাবিনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করল গিল। অতএব জন উইভারও তাদের ওখানে গিয়ে রাত কাটাবার জন্য অ্যাডামকে অনুরোধ করল। অ্যাডাম ওকে ধন্যবাদ দিল, কিন্তু যেতে রাজী হল না।

অ্যাডাম ভাবল, এখন সে অনায়াসেই হারকিমারে গিয়ে পৌছতে পারবে। এবং সেখানে গিয়ে বেট্সী স্মলকে এদিকের খবরটা দিতে পারবে। রাত্রে যদি কামান দাগার শব্দ হয় তা হলে দুর্গ থেকে ওদের রওনা হওয়ার অনেক আগেই সেখানে গিয়ে পৌছে যাবে।

চুপিসাড়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল অ্যাডাম। সে দেখল, ডাক্তার পেট্রি খটখট করে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অফিস ঘরটাতে ফিরে যাচ্ছেন। এই ঘরটাতেই তিনি এখন খাওয়া-দাওয়া করেন, রোগী দেখেন, ওষুধপত্র দেন এবং ঘুমোন।

নদীর ঘাটে নেমে গেল অ্যাডাম। লাফ মেরে একটা নৌকাতে উঠে বসে নিজেই নৌকা বেয়ে চলে গেল ওপারে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই হারকিমার দুর্গের সীমানার মধ্যে পৌছে গেল সে। পাঁচ মিনিট পরে বেট্সীকে ঘরের বাইরেই পেয়ে যেতে খবরটা শুনিয়ে দিল তাকে।

গির্জার দেওয়ালের পাশে আচ্ছাদনের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা।

"শোনো বেট্সী," অ্যাডাম বলল, "বাটলার ভ্যালিতে এসেছে।"

"বুঝলাম," শান্তভাবে বেট্সী জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি এখানে কি করছ, অ্যাডাম ?"

"কী মুশকিলের কথা !" বলল অ্যাডাম, "তোমাকে খুশী করবার মতো কিছুই কি আমি করতে পারি না ?"

ধীরে এবং চাপা কৌতুকের সুরে কথা বলল বেটসী। এইভাবেই সবসময়ে অ্যাডামের সঙ্গে কথা বলে সে।

"তোমার অনেক কাজেই খুশী হই আমি। কিন্তু আমাকে তুমি কি করতে বলো ? কাঁদব ? হাসব ? না কি চুমু খাব তোমায় ?"

"কিছু না করার চেয়ে চুমু খাওয়া ভাল।"

তারপর অ্যাডাম যা শুনল তাতে যদি কেউ ওর হাতে মাথা কেটে নিত তবু সে আপত্তি করত না।

শান্তস্বরে বেট্সী বলল, "বেশ, তা হলে চুমু খাও। এসো, কোথায় তুমি ?"

ওর ঘাড় জড়িয়ে ধরল বেট্সী। অ্যাডাম তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলল। প্রবল জোরে চুম্বন করা সত্ত্বেও দম ফেলতে কষ্ট হল না বেট্সীর। এই চুমু খাওয়ার জন্যই অড্যাম দু'বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। এর পাশে পালি বাওয়ার্স তো একটা চুনো পুঁটির মতো। পাগল হয়ে উঠল অ্যাডাম। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা আড়াল খুঁজতে লাগল সে। মাথার ওপরে একটা আচ্ছাদন থাকা চাই। বরফের মধ্যে শুয়ে প্রেম করা যায় না। যখন সে এইসব কথা ভাবছিল বেট্সী তখন ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল।

"যা পেয়েছ তাতেই তোমার খুশী থাকা উচিত।"

অ্যাডাম আহত বোধ করল। ডাকল সে, "বেট্সী!"

"কি চাও?" কণ্ঠস্বরটা এমন কোমল শোনালো যে, অ্যাডাম ভাবল বেট্সী বোধহয় ওকে ঠাট্টা করছে।

"আমি ভেবেছিলাম এই তো সবে প্রণয়লীলা শুরু হল," বিড়বিড় করে বলল সে, "কোথায় একটা জায়গা পাওয়া যায় সেই কথাই ভাবছিলাম।"

"অন্য মেয়েদের মতো তোমার সঙ্গে স্ফূর্তি করে বেড়াবার মেয়ে নই আমি, অ্যাডাম," মৃদুস্বরে হাসতে হাসতে বেট্সী বলল, "তাদের সঙ্গে আমার যে তফাৎ রয়েছে তা কি তুমি বুঝতে পারো না?"

"পারি।" বিষণ্ণভাবে অ্যাডাম বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আমায় কি করতে বলো তুমি? বিয়ে করতে?"

"কখনো তো প্রস্তাব করো নি।"

প্রস্তাব করাটা যে বোকার মতো কাজ হতো অ্যাডাম তা জানত। এখন সে বলল, "বেশ, প্রস্তাব করছি। আমায় তুমি বিয়ে করতে রাজী আছ?"

"অ্যাডাম, তুমি এমনভাবে বলছ মনে হচ্ছে যেন শপথ নিচ্ছ। তা হোক, বিয়ে করতে রাজী আছি। কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে তুমি যদি ষাঁড়ের মতো সারা দেশময় ঘুরে বেড়াও তা হলে আইনের সাহায্য নেব আমি।"

কথা বলতে বলতে আবার যখন হেসে উঠল বেট্‌সী, অ্যাডাম ওর হাত চেপে ধরল।

"চলো। জায়গা কোথায় ?"

"বিয়ের পরে দেখাব।"

"কিন্তু এক্ষুনি তো বিয়ে হচ্ছে না।" বলল অ্যাডাম।

"তা হলে কোথাও আমরা যেতে পারি না। আমি ঝুঁকি নেব না, অ্যাডাম।"

নানারকমেয় শপথ করল, মিষ্টিকথা বলল এবং অনুনয় বিনয় করল অ্যাডাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেট্‌সীর কৌতুকপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করতে পারল না।

"তা হলে আমি গিয়ে এখন ধর্মযাজককে ঘুম থেকে তুলছি।"

কথা শুনে বেট্‌সীর সংবিৎ ফিরে এল, যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল সে। বলল, "এমন কাজ তুমি কিছুতেই করতে পারো না। ভীষণ একটা কলঙ্ককর ব্যাপার হয়ে উঠবে।"

"ভগবানের দোহাই, আমায় তা হলে বলো কি করব আমি ?"

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভল্লুকের মতো বরফ আর অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বেট্‌সী তখন তার লম্বা হাতটা অ্যাডামের হাতের ওপর রেখে বলল, "বেচারী অ্যাডাম !" গম্ভীর হয়ে গিয়ে সে-ই আবার বলল, "তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"ফিরে এসে আমায় বিয়ে করবে তো ? শপথ গ্রহণ করে বলতে পারো ?"

"ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করে বলছি তোমায় আমি বিয়ে করব, বেট্‌সী। এই গ্যাখো, ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বলছি।"

"প্রাস্তাবিত বিবাহ সম্পর্কে গির্জা কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি চাই আমি। পুরো অনুষ্ঠান করেই বিয়ে করব। সবাই জানবে যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।" মৃদু এবং অত্যন্ত মিষ্টিভাবে হেসে উঠল বেট্‌সী। প্রাণ-মাতানো হাসি !

কথা বলে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল না অ্যাডাম। সে জানত, প্রথম থেকেই বেট্‌সী ওর সঙ্গে একটি চপলা মাদী ঘোড়ার মতো ব্যবহার করছিল। তবে একথা ঠিক যে বেট্‌সী ওর শপথটাকে বিশ্বাস করেছে। যাক গে, গ্রাহ্য

করে না সে। বেট্সীর দিকে হাত বাড়াল অ্যাডাম! হাতটাকে ওর ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে বেট্সী বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

উত্তর-পশ্চিমের ব্লকহাউসে নিয়ে গেল ওকে। অন্যটাতে ক্যাপটেন মুডির সৈনিকরা রয়েছে। এখানে মুডি ছাড়া অন্য কেউ আর নেই। একতলার ঘরটাতে ঘুমচ্ছিল সে।

অ্যাডাম যাতে শব্দ না করে সেই উদ্দেশ্যে বেট্সী ওর মুখের ওপর নিজের হাতটা চেপে ধরল। রাইফেলের লোহার নলের মতো আঙুলগুলো ওর ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে, চামড়ার তলার উত্তাপের অনুভূতিটা যেন ঠেকিয়ে রাখতে পারল না অ্যাডাম।

"মুডি এখন কালা হয়ে আছে," ফিসফিস করে বেট্সী বলল, "কিন্তু তবু তুমি শব্দ ক'রো না।"

ক্যাপটেনের বিছানার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে ওরা সিঁড়ি দিয়ে চিলেকোটায় উঠে গেল। জানালার শার্সিতে কাঁচ নেই। চৌকাঠের চারদিকে সরু রেখার মতো বরফ জমে রয়েছে। ঘরটা খালি। আসবাবপত্র বলে কিছুই ছিল না। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু অ্যাডাম যখন ওর পেছনে পেছনে চিলেকোঠায় এসে ঢুকে পড়ল তখন বেট্সী ওকে নিঃশব্দেই গ্রহণ করল। অন্ধকারের মধ্যে যেমনভাবে ওর কাছে এগিয়ে এল সে তাতে অ্যাডাম বুঝতে পারল যে, বেট্সীর হাবভাবের মধ্যে নির্ভরতার একটা আস্থা রয়েছে। বেট্সীর এই মনোভাবটা আগেই সে জানত। তারপর যখন ওকে জড়িয়ে ধরল তখন বেট্সী তার দেহটাকে দিল শিথিল করে। এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন দেহ থেকে আত্মাটা ওর বেরিয়ে গিয়েছে বলে মনে হল।

॥ ৪ ॥

শেষ সৈন্যসমাবেশ

অক্টোবর মাসের আটাশ তারিখের ভোরবেলাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। হাওয়া ছিল না একটুও। আগুন জ্বালাবার জন্য গিল যখন বিছানা থেকে উঠে এল তখন বরফ পড়ে পুরো ভ্যালিটাই সাদা হয়ে গিয়েছিল। গাছের ওপর কুয়াশা জমে গিয়ে ধাতব পদার্থের মতো দেখাচ্ছিল। সূর্য ওঠবার আগে আকাশটা এতো স্বচ্ছ হয়ে ছিল যে, তার বুকে কোনো রঙের আভাস দেখতে পাওয়া গেল না।

দুর্গ থেকেও কোনো শব্দ পাওয়া যায় নি। আগুনটা ধরে উঠতেই লানা কাপড়-চোপড় পরে ক্যাবিনের মধ্যে পা টিপে টিপে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল।

"ওগো, আজও কি তোমাকে যেতে হবে ?"

"বলতে পারি না।" ফিসফিস স্বরে বলল গিল, "উইলেটের কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।"

এই কথাবার্তার পর আবার ওরা নীরব হয়ে রইল। বাচ্চা দুটো, জো বোলিয়ো, মিসেস ম্যাকক্লেনার আর নিগ্রো মেয়েটা কম্বলের তলায় মাথা ঢেকে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। জানালার শার্সিতে কাগজ লাগানো ছিল। তার ভেতর দিয়ে মৃদু আলো ঢুকে পড়েছিল বলে ঠাণ্ডার অনুভূতিটা যেন বেড়ে গেল আরো। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, সারাজীবন ধরেই বুঝি ঘুমিয়ে থাকবে ওরা। ছোট্ট চুল্লীটার সামনে পাশাপাশি উবু হয়ে বসে পড়ল গিল আর লানা। একটা মুহূর্ত একান্তে বসবার সুযোগ পেল। যদিও কথা বলছিল না, তবু দু'জন দু'জনের সান্নিধ্য উপভোগ করছিল। অবক্ত্য চিন্তার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কটাই কথা বলার কাজ করছে। আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গিল যখন হাতটা বাড়িয়ে দিল, লানা তখন হাতটা ওর ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত ঐভাবেই বসে রইল ওরা। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, আগুনটাতে ক্রমশই জোর ধরছে। সেই সঙ্গে নিঃশ্বাসের ধোঁয়ার পরিমাণও যাচ্ছে কমে। তারপর আগুনের উত্তাপটা ধীরে চুল্লীর কাছ থেকে সরে এসে সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

বাইরে থেকে আরো কয়েকটা জ্বালানি কাঠ নিয়ে এল গিল। তারপর বালতি আর কুঠার নিয়ে সে চলে গেল সবচেয়ে নিকটের ঝরনার কাছে। চলে যাওয়ার পর লানার চোখ ভরে জল এল। প্রথমে গিলের প্রতি ভালবাসার আবেগানুভূতির জন্যই কাঁদল সে। তারপর চোখের জল মুছে মৃদু হেসে গিলের ঠাণ্ডা আর রক্তলাল হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নিল লানা। সকালের খাওয়ার মণ্ড তৈরি করবার জন্য কেটলীতে জল ভরল। আবার ওরা চুল্লীর সামনে একসঙ্গে বসে রইল। জল ফুটে উঠবার মৃদু আওয়াজ শুনে জেগে উঠল ডেইজি। উত্তাপসৃষ্টির কোনোরকম আওয়াজ শুনলেই জেগে ওঠে সে। হয়তো সারাক্ষণই জেগে ছিল সে। অপেক্ষা করছিল। আগুনটা ভালভাবে ধরে না উঠলে রান্না চাপাতে পারত না। সারাদিনের জন্য গিল আর লানার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল।

সকালের খাওয়া শেষ হওয়ার পর পুরুষরা বেরিয়ে গেল ক্যাবিন থেকে। হারকিমার দুর্গে এসে দেখল, স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকরা এর মধ্যেই রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। বেলিঙ্গার অস্ত্রাগারে ঢুকে মজুত খাদ্যের হিসেব করছে। গতরাত্রে পুব অঞ্চল থেকে কোনো খবর আসে নি। আজ সকালেও তাই। এখন পর্যন্ত খবর দেয়নি উইলেট।

কিন্তু কানাডা ক্রীক ছাড়িয়ে নদীর ধারে যে-লোকটি শত্রুদের ওপর নজর রাখবার কাজ করছিল সেই লোকটি বিকেলবেলা বন্দুক ছুঁড়ে আওয়াজ করল। সৈনিকরা আওয়াজ শুনেই মঞ্চের ওপর উঠে এসে চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগল। দিনেরবেলা রোদ লেগে গাছের ডাল থেকে তুষার সব গলে গিয়েছিল বলে ডালগুলোকে আকাশের গায়ে কালো আর ভেজা দেখাচ্ছিল। পাহাড়গুলোও ধূসর আর আবছা হয়ে উঠেছে। দুপুরবেলার দিকে মৃদু হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছিল। সেই হাওয়ার সঙ্গে দ্রুতগামী মেঘ উড়ে এসে ভ্যালিটাকে ঢেকে ফেলেছে। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। আসন্ন তুষারপাতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সর্বত্র।

তলার সোজা রাস্তাটা দিয়ে দুই সারিতে সৈনিকরা মার্চ করে এই দিকেই আসছিল। ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাদের। বাতাসের উল্টো দিকেই কুঁজো হয়ে পথ চলছিল তারা। এমন সব অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরেছে যে যার কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না। হাওয়া লেগে জামাকাপড়ের কোনাগুলো পতপত

করে উড়ছে। বন্দুকের ঘোড়াগুলো বগলের তলায় চেপে ধরে নলগুলোকে এগিয়ে রেখেছে সামনের দিকে। নলের মুখ নিচু করা। ক্লান্ত হলেও দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলছিল তারা। ওদের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য পেছনে পেছনে খাদ্যসম্ভারের তিনটে ঘোড়ারগাড়ি কদর্মাক্ত পথের ওপর দিয়ে শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছিল।

কামান দেগে ওদের অভ্যর্থনা করতে পারল না বেলিঙ্গার। বারুদ নষ্ট করে অভ্যর্থনা করবার মতো অবস্থা ছিল না তার। সে জানত, কামান না দাগলেও অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো লোক নয় উইলেট। ক্লান্ত সেনাবাহিনী হেঁটে এসে নিস্তব্ধতার মধ্যেই দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করল। দিবাবসানের ধূসরতার মতোই সেই নৈঃশব্দ্যের রূপ।

সোজাসুজি বেলিঙ্গারের ঘরে এসে উপস্থিত হল উইলেট। যুদ্ধে যাওয়ার লম্বা কোটের বদলে এখন সে শিকারীর গরম শার্ট পরেছে গায়ে। মাথায় লাগিয়েছে লোমওয়ালা উঁচু ধরনের টুপী। বলিষ্ঠ কাঁধ দুটো ছাড়া উইলেটকে একজন চাষী-সৈনিকের মতো দেখাচ্ছিল। শারীরিক শ্রান্তি সত্ত্বেও ছোট আর নীল চোখ দুটি তার পিট্‌পিট্‌ করে নড়ছিল। নাকের ওপর থেকে ঘাম মুছে বেলিঙ্গারের সঙ্গে করমর্দন করল সে।

"শুনলাম তুমি ওদের মার দিয়েছ।" বলল বেলিঙ্গার।

দাঁত বার করে হেসে উইলেট বলল, "সত্যিকথা বলতে কি আমরা ওদের মার দিতে পারি নি। পালিয়ে গেল ওরা। এতো অন্ধকার ছিল যে, তাড়া করে যাওয়ও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।" বেলিঙ্গারের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে-ই বলল, "আমরাও একবার পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাউলে ওদের পার্শ্বদেশ বেষ্টন করে ছিল বলে ভগবানের কৃপায় আবার ফিরে আসতে পেরেছিলাম আমরা।"

নিজে থেকেই চেয়ারের ওপর বসে পড়ে উইলেট বলতে লাগল, "ওদের পেছনে পেছনে স্টোন অ্যারাবিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু ওরা সেখান থেকে উত্তরের পথ ধরল। সংবাদ নেওয়ার জন্য একজন স্কাউট পাঠিয়েছিলাম তাদের পেছনে পেছনে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, ওরা ওনাইদা লেকের দিকে যাচ্ছে, না কি বনের ভেতর দিয়ে সোজাসুজি বাক্‌স্ আইল্যাণ্ডের দিকে পথ ধরেছে। ঠিক মতো জানতে পারলেই খবরটা পাঠিয়ে দেবে সে।

সেই জন্যই এখানে চলে এলাম। খুবই পরিশ্রম হয়েছে। যাক গে। তোমাকে যে নব্বই জন লোক ঠিক করে রাখতে বলেছিলাম তার কি হল?"

"তারা প্রস্তুত হয়েই আছে।"

"ভাল কথা। উত্তরদিকের বনজঙ্গল চেনে তেমন কোনো লোক আছে এখানে?"

"আছে। বোলিয়ো আর হেলমার খুব ভালভাবেই চেনে।"

"বেশ। আমার সঙ্গে পঞ্চাশ জন ওনাইদা ইণ্ডিয়ান রয়েছে। ব্লু ব্যাক নামে একটা মোটা আর বৃদ্ধ ধরনের লোক ওদের দলপতি। যখন লড়াই শেষ হয়ে গেল তখন এসে তারা উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহের কাজে তাদের আমি বিশ্বাস করি না।"

"পশ্চিম কানাডা ক্রীক অঞ্চলে গত চল্লিশ বছর ধরে যতগুলো পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়েছে তার প্রতিটি পাতাই ব্লু ব্যাক চেনে। ওঠা তার একটা নিজস্ব শিকার করবার জায়গা।"

"খুশী হলাম শুনে। কিন্তু তোমার দু'জন স্কাউটের সঙ্গে তাকে আমি পাঠাতে রাজী আছি। একলা নয়।"

"এই দুর্গের সৈন্যদলভুক্ত লোকদের কি ভেতরেই থাকতে বলব? হারকিমার দুর্গের লোকেরা এখানেই আছে।"

"তোমার লোকেরা বাড়ি চলে যাক। কালকের আগে আমরা রওনা হচ্ছি না। চার শ জন লোকের জন্য তুমি কি পাঁচ দিনের খাবার দিতে পারবে? ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে এখন আমার সঙ্গে তিন শ আছে।"

"বোধহয় পারব।"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

"এটা কিন্তু ন্যায়সঙ্গত কথা হল না।" বলল বেলিঙ্গার।

ক্লান্তভাবে হেসে উইলেট বলল, "তর্ক করব না আমি। এটা হচ্ছে গিয়ে আমার হুকুম। শোনো বেলিঙ্গার। এখানে তোমায় থাকতেই হবে। যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তা হলে এখানে এমন একজন লোকের থাকা দরকার যে না কি জায়গাটাকে রক্ষা করতে পারে। আমার চেয়ে এই জায়গাটা তুমি ভাল চেনো।"

ভ্রূকুটি করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বেলিঙ্গার বলল, "এটা কিন্তু খুবই একটা চালাকি করলে তুমি, উইলেট।"

"সুনাম অর্জনের সুযোগ হারাচ্ছ বলে যদি ভেবে থাকো, তা হলে ভুল করছ। আমার সঙ্গে যারা যাচ্ছে কেউ তারা সুনাম অর্জন করতে পারবে না। রস্ আর বাটলারের আক্রমণ থেকে অলব্যানিকে রক্ষা করবার জন্য আমার বলস্টনে গিয়ে উপস্থিত থাকার কথা।"

"সুনাম লাভের জন্য একটুও আমার মাথাব্যথা নেই, উইলেট। ওদের সঙ্গে একবার আমি লড়াই করতে গিয়ে দেখতে চাই যে, ওরা মার খেয়েছে।"

"বুঝতে পেরেছি," শান্তভাবে উইলেট বলল, "একটু মদ খেতে পারলে মন্দ হতো না।"

"জয় হোক! আমার মেডিকেল স্টোর থেকে চুরি করো নি বলে মদ তুমি পাবে।"

এরা দু'জনেই দরজার দিকে মুখ ঘোরাতেই দেখল, ডাক্তার পেট্রি ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটা বাচ্চাকে বুকের ওপর চেপে ধরার মতো ছোট্ট একটা পিপে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ঝোপের মতো ঘন ভুরুর তলা দিয়ে উঁকি মেরে এদের দু'জনের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর এগিয়ে এসে উইলেটের সামনে টেবিলের ওপর পিপেটা ফেলে রাখলেন ডাক্তার।

" 'ক্ষত চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য' " পিপের গায়ে লেবেল লাগানো ছিল। লেবেলের লেখাটা তিনি পড়লেন। তারপর বললেন, "তা হলে এবার আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। দু'জনে ছোট ছোট দুটো গেলাস হাতে নাও তোমরা - একটা নিয়ে এসো ডাক্তার পেট্রির জন্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের যদি মদ খেতে দেখতে হয় তা হলে আমার রক্তকোষ থেকে রক্তস্রাব হতে আরম্ভ করবে। অতএব আমিও একটু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে খাব।"

দ্বিতীয়বার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিল জন। আবার ফিরে যেতে হচ্ছে বলে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল সে। ভাবছিল, শেষ পর্যন্ত হয়তো সেনাবাহিনীর যাওয়ার আর দরকারই হবে না। কিন্তু ওকে দেখবার

সঙ্গে সঙ্গে মেরীর মুখটা যে-রকমভাবে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাতে ওর অস্বস্তির ভাবটা গেল দূর হয়ে।

রাত্রে খেতে বসে উইলেটের কাছে শোনা সেই বিস্ময়কর খবরটা এদের সকলকে শুনিয়ে দিল জন! জেনারেল ওয়াশিংটন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কনওয়ালিসের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দক্ষিণ অঞ্চলের ভার্জিনিয়ায় চলে গিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থটা ঠিক এদের কারো বোধগম্য হল না।

তবে হ্যাঁ, গিল মার্টিন নিজের কানে শুনেছে, উইলেট এমন উত্তেজিত-ভাবে বেলিঙ্গারকে খবরটা বলছিল যে, জেনারেল ওয়াশিংটন যেন ভীষণ কিছু একটা করে ফেলেছেন।

কোবাসের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল।

"আসছে বছর আমিও সেনাবাহিনীতে নাম লেখাব।" বলল সে।

হেসে উঠে জন জিজ্ঞাসা করল, "কি কাজ করবি তুই? সেনাবাহিনীতে গিয়ে ঢাক বাজাবার কাজ করবি নাকি?"

কোবাসের মুখটা এখনো গোল রয়েছে। রোগা দেহটার ওপরে গোল মুখটির গোমড়াভাব দেখে এমন কি এমাও হেসে উঠল। কোবাসকে বলল, "জনের কথা শুনিস নে। আসছে বছর আমি তোকে নাম লেখাতে দেব। অবিশ্যি তুই যদি যেতে চাস তবেই। এখন চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"মিসেস ভল্‌মারের সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি।"

"না, যাব না। কি করতে যাব আমি?"

মিসেস উইভার কোবাসের হাতটা জোর করে চেপে ধরে বলল, "চল আমার সঙ্গে।" দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে গেল, "ঘণ্টা দুই দেরি হবে আমাদের।"

বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই মেরীর দিকে চেয়ে মৃদুভাবে হাসল জন। সে জানে, মিসেস ভলমার নামে বিধবা মহিলাটির সঙ্গে মায়ের তেমন বন্ধুত্ব ছিল না কোনোদিন।

"মা এখন ক্ষতিপূরণ করছেন," বলল জন, "এবার দেখবে সারাজীবন ধরে তিনি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।"

কথাটা মেনে নিয়ে মেরী বলল, "বিয়ের পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি।"

কথা শুনে খুবই আনন্দ বোধ করল জন।

ক্যাবিনের মধ্যে চুল্লীটা ভালভাবে ধরে উঠেছে। হাওয়ার গতি তেমন বেশি ছিল না বলে ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয় নি। যেন অনেক দিনের বিয়ে হওয়া দম্পতির মতো চুল্লীর সামনে পাশাপাশি বসে রয়েছে ওরা। জন বলল, "তোমাকে খানিকটা ভেড়ার লোম এনে দিতে হবে। ঘরে বসে তা হলে সুতো কাটতে পারতে তুমি।"

মেরী মৃদুভাবে হাসল। সে-ও এই কথাই ভাবছিল। অবিশ্যি খুব বেশি পশমের দরকার ছিল না ওর।

"তোমারও একটা পাইপ দরকার। পাইপ টানবে আর বসে বসে বই পড়ে শোনাবে আমায়।"

"ভাল পড়তে পারি না আমি।" বলল জন।

"অভ্যাস করলে পারবে। আমার বাবা খুব ভাল পড়তে পারতেন। আমার বিশ্বাস, মিস্টার রোজেনক্র্যানৎসের চেয়েও ভাল পড়তেন।... ..."

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মেরীর মুখটাও শান্তভাব ধারণ করল। অরিসক্যানির যুদ্ধে মারা গিয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান রিয়েল। সেই কথাটা মনে পড়া সত্ত্বেও একান্তভাবে নিজেদের জন্য কেবিনটা পাওয়ায় আনন্দটুকু নষ্ট হল না ওদের। অনেকদিন আগেকার কথা হলেও ওদের তিনজনের একসঙ্গে বসে থাকার স্মৃতিটা কি অদ্ভুতভাবেই না মনে পড়ল জনের।

"ধরো যদি মেয়ে হয় তা হলে বাবার নাম রাখবে কি করে?"

মেরী জবাব দিল, "আমি একজন স্ত্রীলোককে চিনতাম, তার নাম ছিল জর্জিনা।"

"ও, হ্যাঁ।" বলল জন।

ওরা তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে। ফট্‌ফট্‌ শব্দ করে আগুনটা জ্বলে উঠল। স্ফুলিঙ্গের মতো কাঠকয়লার টুকরোগুলো ভেজা মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে নিবে গেল।

"জন, তোমার কি মনে হয় জনস্‌টাউনের লড়াইয়ের পরে যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেল?"

"আমি ঠিক জানি না। ছোট ছোট যুদ্ধগুলোকে ওরা খুব বড় করে দ্যাখে। জনস্টাউনের যুদ্ধটা তেমন কিছু বড় নয়। বারগয়েনের সেই বিরাট বড় সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে আসার মতো নয়। জেনারেল ওয়াশিংটন যেমন ভার্জিনিয়ায় গেলেন যুদ্ধ করতে তেমন বড় ব্যাপারও নয় সেটা। কর্তৃপক্ষেরও সেই রকম ধারণা বলে আমার বিশ্বাস।"

"আমি জিজ্ঞাসা করছি এরপর এখানে কি যুদ্ধ থেমে যাবে জন?"

"বলতে পারি না। মনে হয় থামবে না।"

মেরী বলল, "থেমে গেলে খুবই ভাল হয়। তাই না? আমরা আমাদের নিজেদের ক্যাবিনে গিয়ে বাস করতে পারব। তুমি কি ভেবেছ আমাদের ক্যাবিনটা তৈরী হবে কোথায়?"

"ডিয়ারফিল্ডে বাবার জায়গা-জমি রয়েছে। সেখানে ফিরে যাব আমরা।"

"আমারও তাই ইচ্ছা। ওখানে ফিরে যেতে পারলে খুবই ভাল হবে।"

"হ্যাঁ।" বলল জন।

মুখ তুলে জনের দিকে তাকাল মেরী। চোখের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে তুলল। খুবই শান্ত বোধ করছে সে। গভীর দৃষ্টিতে জন চেয়ে ছিল আগুনের দিকে। মেরী ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। এই রকম একটা মুহূর্তে শুধু শান্তভাবে কথা বললেই হল। কি কথা তুমি বললে তাই নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে।

ভোর হওয়ার একটু আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে স্টোন অ্যারাবিয়া থেকে সংবাদ নিয়ে বার্তাবহনকারী এসে উপস্থিত হল। ঘোড়াটা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। বার্তাবহনকারীর হাত দুটো এতো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল যে, ঘোড়ার মুখ থেকে লাগামটা খুলতে পারছিল না।

স্কাউটের কাছ থেকে, বার্তা-লেখা চিঠি এনেছে সে। বাটলার আর রস্ স্টোন অ্যারাবিয়া প্রদক্ষিণ করে সিধা উত্তরদিকে পথ ধরেছে। স্কাউটের বিশ্বাস, পথ হারিয়ে ফেলেছে ওরা। এখন তারা ভ্যালির এত ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে যাচ্ছে যে, স্কাউটের ধারণা, ওরা নিশ্চয়ই বাক্‌স্ আইল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছে।

উইলেট আর বেলিঙ্গার আগুারওয়্যার পরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। করলার আলোয় চিঠিখানা পড়ল ওরা।

"ক্রীকের ঠিক কোন্ জায়গায় গিয়ে উঠবে ওরা?" জিজ্ঞাসা করল উইলেট।

"কুড়ি মাইল উত্তরে বলে মনে হয় আমার। ব্লু ব্যাক কিংবা জো হয়তো সঠিক ভাবে বলতে পারবে। কিন্তু জো তো এখনো ঘুমচ্ছে।"

"তা হলে ব্লু ব্যাককে ডেকে আনো।"

একজন সৈনিক গিয়ে ইণ্ডিয়ানটাকে ডেকে নিয়ে এল। চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছে সে। কম্বলটা গায়ের ওপর চেপে ধরে রেখেছে সে। বেলিঙ্গার আর উইলেটের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল। "কেমন, ভাল আছেন তো? আমি ভাল।"

সঙ্গে সঙ্গে আগুনের সামনে উবু হয়ে বসে পড়ল ব্লু ব্যাক। আগুনের উত্তাপে গা থেকে তার দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। তামাটে রঙের তেলতেলে গাল দুটোর মাঝখানে আলো পড়ে চাঁদের মতো চক্চক্ করছিল।

বেলিঙ্গার যখন তাকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে কথাগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন শার্টের তলায় পেটের ওপর হাত বুলতে বুলতে নিঃশব্দে একটার পর একটা ঢেকুর ছাড়ছিল ব্লু ব্যাক।

"ঠিক কোন্ জায়গায় এসে খাঁড়িটা ওরা পার হবে বলে মনে হয় তোমার, ব্লু ব্যাক?"

"ইণ্ডিয়ানরা পথ হারিয়ে ফেলেছে," বলল ব্লু ব্যাক, "সেনেকা আর মোহকরা কোনো কাজের লোক নয়। ওরা পথ হারিয়ে ফেলে। শ্বেতকায় লোকেরা ফেয়ারফিল্ডের দিকে পথ ধরেছে। আপনারা গিয়ে জারজিফিল্ডের রাস্তাটা ধরুন।"

"আমার মনে হয় ঠিক কথাই বলছে এ।" বেলিঙ্গার বলল।

"নিশ্চয়ই," বলল ব্লু ব্যাক, "জো বোলিয়োকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।"

"কতো মাইল উত্তরে?" জিজ্ঞাসা করল উইলেট।

"একদিনের পথ।"

"কতো মাইল?"

"এক দিনের পথ।" দৃঢ় এবং ভদ্রভাবে দ্বিতীয়বার কথাটা উল্লেখ করল সে।

হাল ছেড়ে দিল উইলেট।

'তোমার কি মনে হয় আমরা গিয়ে সেনথোহিনীকে ধরে ফেলতে পারব ?"

"নিশ্চয়ই পারবেন," ব্লু ব্যাক বলল, "রাম কিংবা মদ পাওয়ার মতো সহজেই পেয়ে যাবেন।"

"আমার কাছে এক ফোঁটাও মদ নেই।"

"দুঃখিত," বলল ব্লু ব্যাক। "হাঁটতে কষ্ট হবে। রাস্তায় আরো বেশি বরফ পড়েছে।"

"এখন ক'টা বেজেছে ?"

জবাব দিল বেলিঙ্গার, "প্রায় পাঁচটা।"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই দিনের আলো ফুটে বেরুবে। তুমি বরং তোমার লোকদের ডেকে আনো।"

বেলিঙ্গার দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই উদ্বিগ্নভাবে ব্লু ব্যাক জিজ্ঞাসা করল, "কামান দাগতে যাচ্ছেন ?"

কাষ্ঠহাসি হেসে স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বেলিঙ্গার। খালি পেটের ওপর ঠাণ্ডা অনুভব করছিল সে।

উইলেট বলল, "তুমি বরং তোমার লোকজনদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করো গিয়ে।

"এখানেই থাকি আমি।" শান্তস্বরে বলল ব্লু ব্যাক। মাথা আর টুপীর ওপর কম্বলটা টেনে দিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে রইল সে। লেবুগাছের পাতার তলায় ঘুমন্ত ব্যাঙ্ যেমন বসে থাকে ব্লু ব্যাকও সেই ভাবে অনড় হয়ে কম্বলের তলায় মুখ ঢেকে বসে রইল সেখানে।

কামানের গর্জনটা কানে আসতেই প্রবলভাবে দেহটা তার হেলে দুলে উঠল বটে, কিন্তু কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বার করল না। তারপর যখন প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে বেলিঙ্গারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তখন সে মাথাটা বার করে সন্দেহযুক্ত দৃষ্টিতে উইলেটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গে কামান নিচ্ছেন বুঝি ?"

অধৈর্য সহকারে মাথা নিঃশব্দে নাড়াল উইলেট।

"খুব ভাল," উঠে দাঁড়িয়ে ব্লু ব্যাক বলল, "আমিও চললাম তা হলে।"

আগের দিন বিকেলবেলা সৈনিকরা যেমন নিঃশব্দে এসে জড়ো হয়েছিল এখানে আজো তেমনি নিঃশব্দে সৈন্যসমাবেশের কাজটা শেষ হয়ে গেল।

আশপাশের ক্যাবিনগুলো থেকে যারা এসে উপস্থিত হল তাদের বাড়ি গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে বলা হল। দুর্গের মধ্যে যারা ছিল তারা প্যারেড গ্রাউণ্ডেই উনোন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছিল। অতএব তাদের কিছু বলবার ছিল না। শীতের আসন্নতা অনুভব করছে সবাই। আকাশের বুকে আর চক্‌চকে ভাবটা নেই। উত্তরদিক থেকে রীতিমতো হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। ডেটন দুর্গের ভেতরে বসে যদিও ওরা বুঝতে পারছিল না, কিন্তু বনের মধ্যে হাওয়ার গর্জন শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

গিল আর জো একসঙ্গে খেতে বসেছিল। পরিবেশন করছিল লানা আর ডেইজি। চুল্লীর সামনে বসে থাকবার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছিল ছেলে দুটিকে। তারা এখন ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পেঁচার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল এদের। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল যে, বাবা আর জো-খুড়ো রাইফেল দুটোতে তেল মাখাচ্ছে। পরের কাজটা দেখে আরো বেশি মুগ্ধ হল ওরা। জো-খুড়ো একটা পাথরের ওপর ঘষে ঘষে ছুরি আর কুঠারের ফলাটায় শান্ দিচ্ছে। আর টেবিলের কাঠের ওপর খোঁচা মেরে মেরে পরীক্ষা করে দেখছে অস্ত্র দুটোতে ঠিক মতো শান্ দেওয়া হল কিনা। যতক্ষণ না ধার আর উঠল ততক্ষণ সে শান্ দেওয়া বন্ধ করল না। টেবিলের ডানদিকে ছুরি বাঁদিকে কুঠারটা রেখে তার মাঝখানটায় খেতে বসেছে জো। চোয়ালের হাড় দুটো বেশ নড়ছে আর চিবিয়ে খাওয়ার শব্দও শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শুধু চোখ ঘুরিয়ে ছেলে দুটোর গম্ভীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

ক্যাবিনটার ভেতরে বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই। কথা বলছে না কেউ। তার একটা কারণ হচ্ছে, রক্ত জমে যাওয়ার মতো ঠাণ্ডা পড়েছে। অন্য কারণ হচ্ছে, ভোরের আবছা আলোয় এখনো এদের চোখে ঘুমের ঘোর লেগে রয়েছে। হাই তোলবার ইচ্ছেটা লোপ পাই নি এখনো। তা ছাড়া লানার চোখে উদ্বেগের ভাব দেখে মিসেস ম্যাকক্লেনার আর ডেইজিও খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। হেমলক গাছের শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি

তোশকের ওপর শুয়ে ছিলেন মিসেস ম্যাকক্লেনার। কম্বলের ওপর এখনো তিনি কোটটা ফেলে রেখেছেন। মাথার তলায় হাত রেখে লম্বা ও মলিন মুখটা তিনি অদ্ভুতভাবে সামনের দিকে কাত করে ধরে রেখেছিলেন। আজ সকাবেলা নাক দিয়ে একবারও শব্দ করেন নি। এমন কি মনের দুঃখ-বোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিক্ত ধরনের কথা বলেন নি একটিও। কিন্তু গিল আর জো যখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল মিসেস ম্যাকক্লেনার তখন বললেন, "এসো, আমায় চুম্বন করে যাও, গিল।"

তাঁর পাশে মেঝের ওপর হাঁটু ভেঙে বসে গিল তাঁকে চুম্বন করল। মাথার তলা থেকে একটা হাত তিনি টেনে বার করে নিয়ে এলেন। মনে হল গজ-দন্তের মতো হাতের মাংস তাঁর সাদা হয়ে গিয়েছে।

"বিদায় বাছা," বললেন তিনি, "বিদায়, জো।"

মাথা থেকে টুপীটা খুলে নিয়ে জো বলল, "বিদায়, ম্যাডাম।" তারপর ডেইজিকে উদ্দেশ করে সে-ই বলল, "ফিরে এসেই যেন তোমার ঐ গরম গরম পিঠে খেতে পাই।"

শেষ পর্যন্ত বাচ্চা দুটোর কাছে এগিয়ে গেল ওরা। গিল ওদের চুমু খেল। জো দু'জনকেই একবার করে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়ে আদর প্রকাশ করল।

দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ওরা। ঠাণ্ডার ভয়ে কাপড়-চোপড়-গুলোকে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে পেছনে পেছনে এগিয়ে গেল লানা। এক মুহূর্তের জন্য দরজাটা গেল বন্ধ হয়ে। তারপরেই চিৎকার করে গিলি ডেকে উঠল, "জো খুড়ো!" প্রথম থেকেই সে ছুরি আর কুঠারটাকে লক্ষ্য করছিল। গিলির ডাক শুনে দরজা খুলে ভেতরে মুখ ঢোকাতেই জো অস্ত্র দুটো দেখতে পেল। বলল সে, "এ দুটোর কথা ভুলে গেলাম কি করে?" ভেতরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খাপ আর বেল্টের মধ্যে ছুরি ও কুঠারটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে গিলিকে সে বলল, "আমাকে দেখা শোনার জন্য তোমারও আমার সঙ্গে আসা উচিত ছিল।"

দরজার হুড়কোর ওপর হাত রেখে দ্বিধা করতে গিয়েই মিসেস ম্যাক-ক্লেনারের সঙ্গে ওর চোখা চোখি হয়ে গেল।

"তোমার হৃদয়ে স্নেহের অভাব নেই, জো।"

লজ্জায় মুখের রঙটা ওর ইটের মতো লাল হয়ে উঠল। তারপরেই পালিয়ে গেল সে।

রাস্তার ওপর পাতলা হয়ে বরফ পড়েছে। তারই ওপর দিয়ে জো আর গিল পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডা এসে মুখের ওপর খোঁচা মারছিল লানার। ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। দেখল, গাছের গুঁড়িগুলোর পেছনে মিশে গেল ওরা। তারপর কোনাটা ঘুরে গিয়ে দুর্গের দিকে পথ ধরল আবার। নিজের মুখের ওপর হাত রাখল লানা। যে-জায়গাটিতে চুমু খেয়েছে গিল সেই জায়গাটা যেন তুষারের মতো জমে গিয়েছে। দেখল, তীরের মতো বেগে কতকগুলো তুষারকুচি এসে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যেতে লাগল ওদের পেছনে পেছনে।

নিঃশব্দেই সৈন্যসমাবেশের কাজটা শেষ হয়ে গেল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল উইলেট আর বেলিঙ্গার। উইলেট চিৎকার করে বলে উঠল। "কারো বন্দুক যেন খালি না থাকে। গুলী-বারুদ ভরে নাও তোমরা।" সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। হাতের তলায় বন্দুকগুলো খাড়া করে ধরেছে। এতো ঠাণ্ডা যে চুপ করে দাঁড়াতে পারছে না। ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাগুলো সরিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে। ভোরের অস্পষ্ট আলো আর তুষার লেগে ওদের কাপড়-চোপড়ের পাঁচমিশেলি বিবর্ণ রঙগুলো মিলেমিশে গিয়ে এমন একটা কাদার মতো বাদামী রঙে পরিণত হয়েছে যে, এখন আর পার্থক্যটা নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

বেলিঙ্গার বলল, "প্রত্যেকেই যার যার খাদ্য নেবে সঙ্গে।"

খাদ্যের প্যাকেটগুলো দিয়ে দেওয়া হল ওদের। কম্বলের মধ্যে প্যাকেট গুলো রেখে দিয়ে কম্বলগুলো পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিল ওরা।

"আমরা বেশ দ্রুতগতিতে মার্চ করে যাব," শান্তস্বরে উইলেট বলল, "কেউ যেন পেছনে পড়ে থেকো না। যে পেছনে পড়ে থাকবে তার নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।"

আরো এক মুহূর্ত ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সে বেলিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলল। তারপর ডিমুখের দলটাকে ডাকল উইলেট।

যুবক লেফটেন্যান্ট টাইগার্ট এগিয়ে দাঁড়াল সামনে। তার পেছনে এল বারোজন সৈনিক। ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে উইলেট বলল, "আমাদের সন্মুখভাগে থাকবে তোমরা। এবার হেলমার, বোলিয়ো আর মার্টিন সামনে এগিয়ে এসো।" এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওরা। হেলমারের বিশাল দেহটাকে একবার দেখে নিল সে। কি যে ভাবল উইলেট বলা মুশকিল। "আরো একজন সঙ্গে নাও তোমরা। একজনের নাম করো তুমি।" মার্টিনকে বলল উইলেট।

কেন যে জনের নাম ধরে ডাকল গিল,বুঝতে পারল না সে। জনকে দেখে নি গিল। বোধহয় জন আর মেরীর কথা মনে মনে ভাবছিল বলেই হঠাৎ ওর নামটা মুখে এসে গেল। জন সামনে এসে দাঁড়াতেই উইলেট বলল. তোমার দেখছি খুবই কম বয়স।"

স্যালুট করল জন। উইলেটের ঘাড়ের ওপর দিয়ে বেলিঙ্গার তাকে বলল, "করপোরেল উইভার জেনারল স্যলিভানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছে।"

"বেশ, তোমাকে দিয়েই কাজ চলবে", মুখের ভঙ্গীটা বজায় রেখে উইলেট বলল, "আমি চাই তোমরা চারজন আগে আগে বেরিয়ে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে আনবে। সবার সামনেই আমি বলছি যে রস্ আর বাটলার পালিয়ে যাচ্ছে। ওদের আগে গিয়ে পথ আটকাবার চেষ্টা করব আমরা। আমাদের চেয়ে ওদের সৈন্যসংখ্যা বেশি। কিন্তু তা হলেও ওরা পালাচ্ছে। ব্ল্যাক বলেছে যে, ওরা ফেয়ারফিল্ডের দিকে যাবে।"

জো-র যা বৈশিষ্ট্য তেমনি ভাবে বন্দুকের নলটা হাত দিয়ে ধরে রেখে তার ওপর থুতনি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। উইলেটের কথা শুনে মাথা নাড়াল জো। তারপর বলল, "তারা জারজিফিল্ডের পথ ধরে মাউণ্টের কারখানা পার হয়ে যাবে। তা হলেই পশ্চিম কানাডা ক্রীকের ওপরের রাস্তাটায় গিয়ে পৌছবে। সেখান থেকে ব্ল্যাক রিভার পার হয়ে যেতে পারবে। আপনি কোথায় তাদের আক্রমণ করতে চান, জেনারেল?"

চোখের পাতা ফেলল না উইলেট। জো-র দিকে চেয়ে বলল সে, "তুমিই বলো কোথায় গিয়ে আক্রমণ করা উচিত। আমি শুধু আক্রমণ করতে পারলে খুশী।"

"শেলস্ বুশের কাছ থেকে ক্রীক্‌টা আমাদের পার হয়ে যাওয়া ভাল।

সেখানে জল খুব কম। তারপর সেখান থেকে আমরা জারজিফিল্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারব। ওদের পায়ের দাগ দেখে এগিয়ে যাওয়া ভাল। কে জানে আবারও হয়তো ভুল পথ ধরতে পারে ওরা।"

"তোমার ওপরেই ভার দিলাম," বলল উইলেট, "কত দ্রুত তুমি যাবে সেটা তুমিই ঠিক করে নিয়ো। কিন্তু খুব দ্রুতগতিতেই তোমাকে যেতে হবে। আমরা তোমার ঠিক পেছনে পেছনেই থাকব। বিদায়, বেলিঙ্গার।"

করমর্দন করে রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে ডিমুখের সৈন্যদলটার পেছনে পেছনে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল উইলেট। বাইরে আসবার পর এদের সঙ্গে পঞ্চাশজন ওনাইদা ইণ্ডিয়ানও যোগ দিল। ঠিক হল যে, ওনাইদারা সেনাবাহিনীর পার্শ্বভাগটা বেষ্টন করে চলবে। ব্লু ব্যাক সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কেমন আছেন!" তারপর সে আগে বেড়ে গিয়ে চারজন স্কাউটের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। পেটটা দোলাতে দোলাতে স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটতে লাগল সে। জো-এর মতো নিঃশব্দে আর অ্যাডামের মতো সমান গতিতে পথ অতিক্রম করছিল। ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে কষ্ট হচ্ছিল গিল আর জনের।

শেলস্ বুশের পথ ধরে চলতে চলতে মূল-বাহিনীটা থেকে খুব দ্রুতগতিতে দূরে সরে যেতে লাগল ওরা। পনরো মিনিট পর্যন্ত গতিটা বজায় রাখল। তারপর হাত তুলল জো। খানিকটা আরামেই এবার একটু শ্লথগতিতে ছুটতে লাগল। প্রথম দৌড়ের পরে গরম হয়ে উঠেছিল। ভাবল, যারা পেছনে আসছে তাদের গরম হয়ে উঠতে দেরি হবে। পুরু হয়ে বরফ পড়ে নি বলে পায়ের সঙ্গে তুষারকুচিগুলো লাগতে পারছিল না।

"নদীটা পার হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা একসঙ্গেই থাকব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ব না।" বলল জো।

লম্বাভাবে সারি দিয়ে ছুটছিল ওরা। প্রথমে জো। গতিটা ঠিক রাখছিল সে। তার পেছনে পায়ের দাগের ওপর পা ফেলে ফেলে ছুটছে ব্লু ব্যাক। তারপর গিল। গিলের পেছনে জন। সবার পেছনে দৌড়তে অসুবিধে নেই অ্যাডামের। ইচ্ছে করলেই আগে বাড়তে পারে সে। এখন সবার পেছনেই চলে এল অ্যাডাম। ঝাঁকি দিয়ে কম্বলটাকে ওপর দিকে তুলে বিরাট বড় ঘাড় দুটো দোলাচ্ছে আর গুন্‌গুন্ করে গান করতে করতে পথ চলছে।

॥ ৫ ॥

জারজিফিল্ডে ছুটো শিবির

পশ্চিম কানাডা ক্রীকের কর্দমাক্ত জলস্রোত পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে। যে-অংশটা অগভীর সেখানেও কোমর পর্যন্ত জল। পার হওয়ার সময় বরফের মতো ঠাণ্ডা লাগছিল। একজন অন্যজনের বাঁ হাতটা চেপে ধরেছে আর ডান হাতটা দিয়ে বন্দুকগুলো উঁচু করে মাথার ওপরে তুলে ধরে খাঁড়িটা পার হচ্ছিল ওরা। স্রোত রুদ্ধ করে দৃঢ়পদে পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাডাম।

এরা পাঁচজনই বনের মধ্যে ঢুকে চারদিকটা দেখে নিল একবার। কোথাও কোনো শত্রুর চিহ্ন দেখতে পেল না। জো আবার ওদের জলের ধারে নিয়ে এল। একটু পরেই দেখল লেফটেন্যান্ট টাইগার্ট তার দল নিয়ে খাঁড়ির কিনার পর্যন্ত নেমে এসেছে। "ওদের বলে দাও কতকগুলো মোটা মোটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে আসুক ওরা। দলবেঁধে যেন জল পার হয়," জো অ্যাডামকে বলল। উইলেটের লম্বা আর লাল মুখটা দেখতে পাওয়া যেতেই গলায় সপ্তমে চড়িয়ে কথাটা বলে দিল অ্যাডাম। ওরা দেখল, কুঠার নিয়ে লোকগুলো ছুটে গেল গাছ কাটতে। খুব কাছেই মেইপল্ গাছের কচি কচি চারাগাছ পেয়ে গেল। স্রোতের শব্দের জন্য ওদের ছুটে যাওয়ার শব্দটা শোনা গেল না।

পুরু হয়ে বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। বাঁকা হয়ে বরফের কুচিগুলো স্রোতের ওপর এমন ভাবে পড়ছে যেন ধাক্কা মেরে স্রোতের গতিটাকে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাহাড়ের চূড়ায় পাইন গাছগুলো তাদের মাথা দুলিয়ে চলেছে।

গন্ধ শোঁকার মতো নিঃশ্বাস টানল জো।

"ওরা এসে পড়ছে," বলল সে, "আমাদের খুব বেশি এগিয়ে না যাওয়াই ভাল।" ব্র্যাকের দিকে ঘুরে জো জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি মনে হয়?"

ব্লু ব্যাক ভোঁস ভোঁস শব্দ করল। ওদের মধ্যে শুধু ব্লু ব্যাকই ঠাণ্ডায় কাঁপতে আরম্ভ করে নি। আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে সে বলল যে, তার ইণ্ডিয়ানরাই শত্রুর সন্ধানে এগিয়ে যাবে। ইণ্ডিয়ানদের দুটো দল তখন পাশ থেকে নেমে এসে জল পার হচ্ছিল। একটা দলের পেছনে অন্য দলটা রয়েছে।

"বেশ, তাই হোক।" বলল জো।

খাঁড়ির পুব তীর ধরে ছুটতে আরম্ভ করল জো। হরিণদের গমনাগমনের মতো পথটা সরু। গিল আর জনকে সঙ্গে রাখল সে। আড্যাম আর ব্লু ব্যাককে ডান এবং বাঁ দিকে পাঠিয়ে দিল।

চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো জোরে জোরে জোরে বরফ পড়ছিল। তা সত্ত্বেও সারাটা সকাল ওরা স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটতে লাগল। ভাল রাস্তা ধরবার জন্য কখনো কখনো সামনে-পেছনে যাওয়া-আসা করলেও সব সময়েই উত্তরদিক লক্ষ্য করে ছুটছে।

দুপুরের দিকে অল্প সময়ের জন্য থেমে গেল ওরা। লবণ-জারিত গরুর মাংসের টুকরোগুলোকে নরম করবার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালালো। সঙ্গে করে জো একটা ছোট্ট কেট্‌লী এনেছিল। কাঠি দিয়ে টুকরোগুলোক বার করে এনে পুরো খণ্ডগুলোকেই গিলে ফেলছিল ওরা। গরম মাংসের উত্তাপ পেটের মধ্যে অনুভব করছে। মাংস থেকে ঝোল বেরিয়েছিল। এক একজন ক্ে কেটলী থেকে টেনে টেনে ঝোল খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বরফের মধ্যে দিয়ে অ্যাডাম আর ইণ্ডিয়ানটা এসে উপস্থিত হল সেখানে। অ্যাডাম তার নিজের খাদ্য নিজেই রান্না করে নিল। ইণ্ডিয়ানটা তার কম্বলের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে শুকনো মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিল। কিন্তু পরে যখন ওরা তাকে কেট্‌লির বাদবাকি ঝোলটুকু খেতে বলল তখন সে সানন্দচিত্তেই গ্রহণ করল তা। খাওয়া শেষ হওয়ার একটু আগে বনের ওপর দিয়ে চারদিকটা দেখবার জন্য গাছের ওপর জনকে তুলে দিয়েছিল জো। গাছ উঠে জন বলল যে, দক্ষিণদিকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

"উইলেট যেমন বলেছিল ঠিক সেই রকমই আমাদের কাছাকাছি আছে ওরা। লোকটার মধ্যে আমাদের মতো জঙ্গলের জানোয়ার হওয়ার গুণ রয়েছে।" মুখটা কাত করে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল জো। "উত্তর-দিকে চেয়ে ছাখো!"

ওরা দেখল যে, গাছের এডাল থেকে ওডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোরাঘুরি করছে জন। কিন্তু এক মিনিট পরেই চিৎকার করে বলল যে, বরফের জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

"এতোটা দক্ষিণে ওরা আসতে পারে না," বলল জো, "নেমে এসো, জন।"

আগুনটা ওরা ফেলে গেল বটে, কিন্তু বরফের তলায় চাপা পড়ে নিবে গেল। বায়ুপ্রবাহে এবার তুষারপিণ্ড ভাসতে আরম্ভ করেছে। পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছিল। চলার গতি দিল কমিয়ে। বেলা চারটের মধ্যে ঘন শেওলা-ঢাকা একটা প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল ওরা। ফেয়ারফিল্ডের ওপর থেকে মাউন্ট ক্রীক ভ্যালি পর্যন্ত এই অঞ্চলটা বিস্তৃত।

এই উঁচু জায়গাগুলোর ওপর দিয়ে তীব্রবেগে হাওয়া বয়ে চলেছে। কয়েকটা পপ্‌লার গাছ ছাড়া বাধা পাওয়ার মতো আর কিছু নেই। এরা যখন হাওয়ার দিকে পেছন দিয়ে এখানে এসে দাঁড়াল তখন তাদের চোখের সামনে দিয়ে সমান্তরাল রেখার মতো উড়ে পড়ছিল বরফ। চিৎকার করে কথা না বললে কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছিল না।

"আজ রাত্রে ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" চিৎকার করে বলল অ্যাডাম।

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল ব্লু ব্যাক। জো বলল, "যে-ভাবে বরফ পড়তে শুরু করল তাতে মনে হয় কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ওদের রাস্তাঘাট সব বরফে ছেয়ে যাবে। পায়ের চিহ্ন ধরতে পারা যাবে না।"

এতো জোরে মাটির ওপর হাওয়া এসে লুটিয়ে পড়ছিল যে, বরফের টুকরো-গুলো মেঘের মতো উঠে আসছিল ওপরে। তারপর ধুলোর মতো গুঁড়ো হয়ে মিশে যাচ্ছিল হাওয়ায়। গায়ের শার্টগুলো ওদের এরই মধ্যে শক্ত আর সাদা হয়ে উঠেছে।

বনের ভেতর দিয়ে ধাবনের কাজে গিল আর জন অন্যান্য তিন জনের মতো এখনো শক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দম নেবার জন্য সংগ্রাম করছিল। গিলের মনে হল, ছেলেটা যেন ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছে। জনের কাছে মুখটা এগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল সে, "ভাল আছ তো ভাই?"

মুখটা ঘুরিয়ে ধরল জন। বরফ লেগে চোখে পাতা আর ভ্রূ সব সাদা

হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ তার শীর্ণ আর বিবর্ণ গাল দুটো একটু রক্তিমাভ হয়ে উঠল।

"ভাল আছি।" চিৎকার করে জবাব দিল সে। তারপর আবার একবার হাওয়ার দিকে মুখ ঘোরাল। গিল দৃষ্টি ফেলল উত্তরদিকে। অন্ধকার হয়ে আসছিল—ঠিক অন্ধকার নয়। আলোটা যে কমে আসছিল সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না সে। অন্ধকারের বদলে ঝড়ের জন্য সাদাটে ভাবটা যেন বেড়েই গিয়েছিল। আরো বেশি ঘন হয়ে আসছিল। যেন দূরে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে বলে মিথ্যে ধারণা জন্মাচ্ছিল।

এখন জনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিকে তাকাতেই মোচার মতো গোলাকৃতি পাহাড়ের চূড়াগুলো তুষারঝটিকা আর আকাশের মাঝখানে মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। ব্লু ব্যাকও দেখল চূড়াগুলো।

"ওখানেই মাউণ্ট ক্রীক্।" বলল সে।

তারপর চূড়াগুলো ঢেকে গেল আবার।

চিৎকার করে জো বলল, "এখন আমাদের ফিরে যাওয়াই ভাল। দেব-দারু গাছের বাগানটার মধ্যেই উইলেটকে আমরা পেয়ে যাব। শিবির স্থাপনের পক্ষে ওটাই একমাত্র ভাল জায়গা।"

যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই গিলের মনে হল কোথায় যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনল সে। খুব ক্ষীণভাবে আওয়াজটা এল উত্তর-পশ্চিম থেকে। এ যেন পথভ্রষ্ট মানুষের সাহায্য চাওয়ার মতো আওয়াজ। তারপর ঐদিকে এতো জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল যে, আর কিছু শুনতে পেল না। হাওয়া আর বায়ুতাড়িত তুষারপাতের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। তুষার-পাতের শব্দটা হাওয়া চলার শব্দের সঙ্গেই মিশে রয়েছে। আলাদা নয়।

কিন্তু বুড়ো ইণ্ডিয়ানটা তার চ্যাপ্টা নাকটা উত্তর দিকে এগিয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ওহে বুদ্ধু, বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে ওখানে দেখছ কি?" জিজ্ঞাসা করল জো।

"নেকড়ে।"

"নেকড়ের ডাক শুনেছ?"

"হ্যাঁ, অনেকগুলো নেকড়ের ডাক শুনলাম।"

জো বলল, "চলে এসো। উইলেটকে গিয়ে বলব যে, বাটলারের সন্ধান পেয়েছি আমরা।"

সমতলভূমিটার ধারে যেতেই ওদের মাথার ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে যেতে লাগল। জো বলল, " ঐ রকমের নেকড়েরা নিশ্চয়ই সেনা-বাহিনীটাকে নাছোড়বান্দার মতো অনুসরণ করে চলেছে।"

ঢালু দিয়ে ডুব মারার মতো নেমে পড়ল সে। আল্‌গা বরফের কুচিগুলো হাঁটু-সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। জন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণ করল। অন্য তিনজন তখন ওদের পথ ধরে চলতে লাগল।

স্থানিক সেনাবাহিনীটাকে খুঁজে পেল ওরা। বরফের ওপর দিয়ে একটা বাদামী রঙের ক্ষয়প্রাপ্ত সরু সুতোর মতো ধীরে ধীরে এদের দিকে এগিয়ে আসছিল। বাহিনীটার দুটো দিকে বেষ্টন করে রেখেছে ইণ্ডিয়ানরা। খুব কাছাকাছি ছিল তারা।

বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগরক্ষী দলটার সঙ্গে মার্চ করে আসছিল উইলেট। জো তাকে বলল, "এবার থেমে গিয়ে আপনার শিবির স্থাপন করা উচিত, জেনারেল।"

"কেন ?"

"ঐ সব সমতল জায়গায় তাঁবু ফেলবার সুবিধে নেই। ফাঁকা জায়গা। আড়াল দেওয়ার মতো গাছপালা পাবেন না। আপনার বাঁদিকে দেখুন দেবদারু গাছের একটা বাগান রয়েছে। ওখানে হাওয়া লাগবে না। বাটলারের সন্ধান পেয়েছি। খানিকটা সামনেই সে আছে।"

"সন্ধান পেয়েছ ? এখানে থেকে কত দূরে আছে ?"

"সঠিকভাবে বলতে পারব না এখন। কিন্তু ভোর হাওয়ার আগেই আপনাকে বলে দিতে পারব।" একটু থেমে জো-ই আবার বলল, "শুনুন মশাই, এই রকম ঝড়ে একটা শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। অর্ধেকটা সময়ই তা হলে ভুল করে গুলী-গোলা চালিয়ে নিজেদের সৈনিকদেরই ঘায়েল করে ফেলতে হবে।"

"বেশ, তবে তাই হোক।" উইলেট বলল, "জায়গাটা তা হলে দেখিয়ে দাও।"

জো আগে আগে পথ দেখিয়ে দেবদারু গাছের জঙ্গলটার মধ্যে নিয়ে

গেল ওদের। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জড়তা ভাঙতে লাগল সৈনিকরা। গাছের ঘন ডালপালার তলায় আগুন জ্বালিয়ে বসল। প্রথমে ছোট ছোট লাল স্ফুলিঙ্গগুলো ছিটকে পড়ল বরফের ওপর। তারপর শিখাগুলো সতেজে উঠে পড়ল ওপর দিকে। তাদের আলোয় জায়গাটা আলোকিত হয়ে উঠতেই আগুনের উত্তাপে হাওয়ার গতি সরে গেল ভিন্নপথ ধরে। সৈনিকরা কেউ কেউ চারাগাছ কাটতে লাগল। কেটে কেটে কাঠের ওপর স্তূপীকৃত করে রাখছে। কেউ কেউ আবার যেন-তেনভাবে কুটীর তৈরি করবার জন্য দেবদারু গাছের ডাল কেটে এনে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলতে লাগল। কাছেই একটা ছোট্ট নদী ছিল। সেখান থেকে জলের প্রয়োজনীয়তা মিটে গেল ওদের। কুটীরের তলায় বরফের ওপর শুয়ে শুয়ে ওরা দেখতে লাগল যে, আগুনের চারদিক থেকে বরফেগুলো গলে যাচ্ছে। আগুনের হিস্‌হিস্ শব্দ আর কাঠ ফাটার আওয়াজও কানে আসছিল ওদের। বনের সীমানা ছাড়িয়ে দিনান্তের আলোয় তুষারঝটিকা দেখতে পাচ্ছিল ওরা। কিন্তু বনের ভেতর তুষারপাতের মধ্যে বেগ ছিল না, ধীরে ধীরে ওপর থেকে নেমে আসছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন বনের ওপর যেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে নকশা আঁকছিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ কখনো বা তীব্র বেগে নেমে এসে দেবদারু গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সবেগে পার হয়ে যাচ্ছিল। তার অব্যবহিত পরেই তুষারমুক্ত হয়ে ডালগুলো আবার হেলেদুলে উঠছিল। কী বিশ্রীভাবেই না কালো দেখাচ্ছিল ডালগুলোকে।

খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জো বোলিয়ো ব্লু ব্যাক আর অন্য দু'জন ইণ্ডিয়ানকে ধরে নিয়ে এল। চারজন একসঙ্গে হয়ে চলে গেল উইলেটের কাছে। উইলেট তখন কুটীরের তলায় কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে ছিল—শুধু পশুলোমের টুপীটাই তার দেখা যাচ্ছিল। তাকে খোঁচা মেরে জো ডাকল, "জেনারেল।"

লম্বা আর লাল মুখটা কম্বলের তলা থেকে বার করল উইলেট।

"আমরা এখন রওনা হচ্ছি," বলল জো, "ওরা ঠিক কোথায় আছে খোঁজ নিয়ে আসব। সৈন্যসংখ্যা কত তাও জেনে আসব। মাঝরাত্রের আগেই ফিরে আসব আমরা।"

"তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করি। যাও।"

আগুনের আলোটা যেখানে এসে পড়েছিল ঠিক তার বাইরে এসে হঠাৎ চারজনই ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। এ যেন একটা প্রাচীর ভেদ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতো। দৃষ্টির বাইরে চলে আসবার পর সামনে এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ব্লু ব্যাক। এমন কি জো পর্যন্ত স্বীকার করল যে, বুড়োটার মতো এই অঞ্চলটা এতো ভাল করে অন্য কেউ আর জানে না। নেকড়েগুলোর আওয়াজ শুনেছিল সে। অতএব একেবারে সোজাসুজি সেই জায়গাটাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে ব্লু ব্যাক।

দেবদারু গাছের জঙ্গলটা পার হয়ে এসে উঁচু সমতল জায়গাটায় উঠে এল ওরা। গাছপালা কিছু নেই বলে মুখের ওপর হাওয়া লাগছিল। এতো অন্ধকার যে, ঠিক বুঝতে পারল না ঝড়ের বেগটা কমে আসছে কি না। কিন্তু আলগা হয়ে উড়ে আসা বরফের কুচিগুলো মুখের ওপর এসে আঘাত করতে লাগল। সেই জন্য সামনের দিকে কুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল।

অন্ধকার পথ দিয়ে একেবারে নাক বরাবর মাইল দুই হেঁটে এল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না কিছু। এমন কি নিজেদের কথাও না। সূচের মতে ঠাণ্ডা হাওয়া খোঁচা মারছিল মুখে।

কোথায় গিয়ে যে উঠবে ওরা সে সম্বন্ধে জো-র মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। যে-মুহূর্তে বনের মধ্যে এসে ঢুকল তখুনি সে বুঝতে পারল যে, ব্ল্যাক ক্রীক ভ্যালির দিকে পথ ধরেছে ব্লু ব্যাক। লম্বা একটা এবড়ো-খেবড়ো ঢালু দিয়ে নেমে পড়ল ওরা। জায়গায়-জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত বরফ রয়েছে। বিরাট একটা তক্তাগাছ পড়ে গিয়েছিল। তার ওপর দিয়ে খাড়িটা পার হয়ে গেল। তক্তাগাছের সেতুটার এক শ গজের মধ্যে যে-ভাবে ব্লু ব্যাক চলে এল তাই দেখে গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল ওর।

এখানে দূরের দিকে জঙ্গলটা একটু বেশি ঘন। এবং উঁচুতে হাওয়া চলার আওয়াজটাও গুরুগম্ভীর। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়গুলো লক্ষ্য করে নেকড়েগুলোর উত্তরদিকে হেঁটে যাওয়ার শব্দ শুনল ওরা। চুপ করে দাঁড়িয়ে ব্লু ব্যাক অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই দিকে কান পেতে রাখল। তারপর একটু পশ্চিমদিকে ঘুরে আবার হাঁটতে লাগল সে।

পরের অগভীর উপত্যকাটার মধ্যে এসে যখন উপস্থিত হল জো তখন

ঠিক জানত কোথায় এসেছে ওরা। ওর ডান দিকে বন থেকে খাঁড়িটা বেরিয়ে এসেছে। আঁকাবাঁকাভাবে বয়ে চলেছে জলস্রোত। দ্রুতগামী কালো জলের স্রোতটা প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। একটা ভাঙা-চোরা বাঁধের ওপর দিয়ে খাঁড়িটা পার হয়ে এল ওরা। খানিকটা দূরে বরফের তলায় কতকগুলো চেরাই করা চৌকো তক্তা পড়ে ছিল। তার ওপরে পা পড়ল ওদের।

"এটাই হচ্ছে মাউণ্টের কারখানা। কাঠ চেরাই হতো এখানে।" ভোঁস ভোঁস শব্দ করে ইণ্ডিয়ানটা বলল।

এখান থেকে একটু দূরেই ছিল মাউণ্টের গোলাবাড়ি। অরিস্ক্যানি যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন পরেই ঐ গোলাবাড়িতে মাউণ্টের দুটি তরুণবয়স্ক সন্তানের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা।

এই জায়গাটার ওপরে বনের মধ্যে উঠে এল ব্লু ব্যাক। তারপর সেখান থেকে ভ্যালির মধ্যে নেমে পড়ে সোজাসুজি পশ্চিমদিকে পথ ধরল। এবার ঠিক ওদের মাথার ওপরে নেকড়েগুলোর গর্জন খুব কাছে বলে মনে হল।

সহসা থেমে গেল ব্লু ব্যাক। কাঠের খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পেছনে শিকারীটি আর ইণ্ডিয়ান দু'জনও নড়াচড়া করছে না— একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের মতোই অস্পষ্ট দুটো মূর্তি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে চুপিসাড়ে চলে গেল আবার। তারাও যেন অন্ধকারের প্রতিমূর্তি।

"ভগবান, কী সাংঘাতিক সাহস বেড়ে গিয়েছে ওদের।" ভাবল জো।

আরো মিনিট দশ সাবধানে সামনের দিকে পা টিপে টিপে হেঁটে যাওয়ার পর প্রথম ওরা তাদের শিবিরের আগুন দেখতে পেল।

ঝড়ের মধ্যে প্রহরা দেওয়ার জন্য কোনো সৈনিক সেখানে মোতায়েন ছিল না। গাছ-গাছড়ার ভেতর দিয়ে লম্বা রেখার মতো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আগুনের কাছেই সৈনিকরা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চল হয়ে শুয়ে ছিল। নড়াচড়া করে নি। সেই জন্য কম্বলগুলোর ওপর বরফ পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। শিবিরের সবচেয়ে ব

অংশটায় তিন চারটে ঘোড়া একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। নেকড়ের গন্ধ পেয়ে মাথা তুলে ওরা হ্রেষাধ্বনি করছিল। কিন্তু সৈনিকরা কেউ ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না।

গোটা শিবিরটায় জেগে আছে শুধু ঘোড়াগুলি, লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হল। মনে হয়, ওদের গায়ের ওপর যে-সব বরফ পড়েছে সেগুলো বুঝি ঘুমের ওষুধ। যেন বেশি পরিমাণে এই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে লোকগুলো।

কিন্তু জো আর তিনজন ইণ্ডিয়ান যখন ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল তখন ওরা দেখল যে, একটা লোক তাঁবুর তলায় নড়েচড়ে উঠল। তারপর সে কম্বলের ওপর থেকে বরফের টুকরোগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার চোখমুখ বসে গিয়েছে বলে মনে হয়। সবুজ আর কালো রঙের পোশাকটা নোংরা। এলোমেলো কালো চুলের ওপর আঁটো করে চামড়ার টুপী বসানো। লোকটিকে চিনতে পারল জো। ইচ্ছে করলে এখনি সে লোকটিকে শেষ করে দিয়ে নিরাপদে সরে পড়তে পারত। কিন্তু উইলেট সেনাবাহিনীটাকে নষ্ট করতে চায়, বাটলারকে নয়।

চারজন স্কাউট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই জায়গার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল সে। চোখ ঘুরিয়ে শিবিরটাও দেখল। এরা দেখল, ঠোঁট দুটো তার নড়ছে। আগুনের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বরফে আবৃত একটি লোকের গায়ে সে তরোয়াল দিয়ে খোঁচা মারল। খোঁচা খেয়ে ঘুমন্ত লোকটি একপাশে গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাত তুলে স্যালুট করতেই বাটলার তাকে তরোয়ালের উল্টোপিঠ দিয়ে আঘাত করল। প্রহরা দেওয়ার জায়গায় পাঠিয়ে দিল তাকে।

সৈনিকটি একজন হাইল্যাণ্ডার। ঝালরওয়ালা ঘাগরার তলায় হাঁটু দুটো ঠাণ্ডা গরুর মাংসের মতো কালো হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত করুণ আর ঘাবড়ে গিয়েছে বলে মনে হল। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঠাণ্ডা বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে প্রহরা দেওয়ার জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাওয়া আর বনের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেকড়েদের গর্জন শুনতে লাগল।

জো-র কাছ থেকে এক শ গজের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল সৈনিকটি। কিন্তু জো কিংবা অন্য ইণ্ডিয়ান তিনজনকে দেখতে পেল না সে। কি দেখবার জন্য

পাহারা দিচ্ছিল তা কেউ বলতে পারে না। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল লোকটি।

এরা চারজন আরো কয়েকটা মুহূর্ত বাটলারকে লক্ষ্য করল। দেখল, শিবির থেকে নেমে এসে কর্তব্যে অবহেলাকারী প্রহরীদের ধৈর্যসহকারে, অদম্য উৎসাহে এবং ক্লান্তিভরে বাটলার তাদের ঘুম থেকে তুলে কর্তব্য পালন করতে পাঠিয়ে দিল। তারপর এরা আস্তে আস্তে পেছন দিকে সরে এল। অল্প বয়সী তুটি ইণ্ডিয়ানের সরে আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জো-র পেছনে পেছনে চলে আসতে হল ওদের। সহজে মাথার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার মতো অনেকগুলো শিকার পাওয়া যেত শিবিরের চারদিকে। এই ব্যাপারটা ওদের মতো নেকড়েদেরও জানা আছে।

স্থলপথের ওপর দিয়ে ব্লু ব্যাক সঙ্গীদের নিয়ে সোজা রাস্তা ধরল উইলেটের শিবিরের দিকে। শিবিরে পৌঁছে কর্নেলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল জো।

"ভেতরে এসো," বলল উইলেট, "এখানে গরম আছে।"

উইলেটের পাশে বসে রিপোর্ট পেশ করল জো। বলল, "এখান থেকে মাত্র তিন মাইল উত্তরে আছে ওরা। মনে হল একেবারে ঝরে গিয়েছে লোকগুলো। মনে হল, সঙ্গে বেশি খাদ্যও নেই আর, জেনারেল।"

"পথ চলতে চলতে নিজেদের ঘোড়ার মাংস খাবে", মন্তব্য করল উইলেট, "সকালবেলা সূর্যোদয়ের আগে রওনা হবো আমরা। ওহে মেজর, অতি উত্তম কাজ করেছ তুমি।"

দাঁত বার করে হেসে উঠল জো।

"বাটলারকে আমি দেখেছি," বলল সে, "প্রহরীদের কাজে পাঠাবার মতো শুধু তারই গায়ে একটু জোর ছিল।"

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল উইলেট।

"একবার তাকে আমি বলেছিলাম ফাঁসিতে লটকে দেব," বলল জো, "অরিসক্যানি যুদ্ধের পরে। তারপর থেকে আমরা আর কাছাকাছি আসতে পারি নি।"

"আমি তাকে অনায়াসেই মেরে ফেলব।"

॥ ৬ ॥

জন উইভার

ভোর রাত্রে স্থানিক সেনাবাহিনীর শিবিরে প্রাণের সঞ্চার হল। নিবন্ত আগুনগুলোতে কাঠ দিয়ে খানিকটা জোর বাড়িয়ে নিল ওরা। অর্ধ-চৈতন্যের মতো কষ্ট সহকারে হাঁটাহাঁটি করছে সৈনিকরা। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে এদের। দেবদারু গাছের জঙ্গলটায় এখনো অন্ধকার রয়েছে। সেদ্ধ গরুর মাংসের সঙ্গে বেশ পুরু করে ভুট্টার মণ্ড মাখিয়ে নিয়ে অল্প একটু খেয়ে নিল ওরা। তারপর উইলেট ওদের একসঙ্গে ডেকে বলল, "এখান থেকে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে শত্রুপক্ষের শিবির। যতক্ষণ না ওদের গিয়ে আক্রমণ করছি ততক্ষণ আমরা আগের মতোই সংগঠিত দল বেঁধে চলব। যারা নতুন এসে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে তারা ঠিক মাঝখানে আমার পেছনে পেছনে আসবে। পশ্চাদ্ভাগরক্ষী সৈন্যদলটা যাবে দক্ষিণপার্শ্ব বেষ্টন করে। শত্রুরা হয়তো পশ্চিম কানাডা ক্রীকের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা ওদের বনের মধ্যে ঘুরিয়ে আনতে চাই।"

হেলগার, বোলিয়ো, ব্লু ব্যাক, গিল আর জন আবার সামনে এগিয়ে এল। দেবদারু গাছের জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, এখনকার মত বরফ পড়া থেমে গিয়েছে। কিন্তু ফাঁকা জায়গাটার ওপর জলভরা মেঘের খণ্ডগুলো ঝুলে রয়েছে তখনো। বরফ পড়ছে না বলে ঠাণ্ডাটা যেন আরো বেশি ভেজা ভেজা ঠেকছে। বরফে আবৃত উঁচু জায়গাটা পার হওয়ার সময় সৈনিকদের নিঃশ্বাসগুলো যেন সাদা তুলোর মতো মুখের ওপর ঝুলে রয়েছে। পেছন দিকে তাদের পদচিহ্নগুলো নেমে গিয়েছে ভ্যালির কিনার পর্যন্ত। ওখান থেকেই ওপরে উঠে এসেছিল ওরা।

শত্রু-শিবিরের কাছে এসে পৌছতে ওদের এক ঘণ্টা লাগল। কিন্তু এদের মতোই শত্রুবাহিনীও ভোরবেলা সরে গিয়েছিল এখান থেকে। তাদের পায়ের দাগগুলো একটা চওড়া রাস্তার মতো বনের ভেতরে গিয়ে পৌছেছে। সামনেই

পাহাড়ের বরাবর জঙ্গলের মধ্যে বসে নেকড়েগুলো তখনো গর্জন করছিল। জায়গা বুঝে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল তারা।

শ্লথগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে এল উইলেট।

দল গড়ল সে। ইণ্ডিয়ানরা আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুটো শিঙের মতো মূল বাহিনীটার দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের মতো সেই একই স্কাউটের দলটা শত্রুদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য এগিয়ে চলল আগে আগে।

"আমরা ওদের পদচিহ্নিত পথটা পেয়ে গিয়েছি," বলল উইলেট, "আমি চাই শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাযোগ স্থাপন করো তোমরা। আমরা তোমাদের ঠিক পেছনে পেছনেই আসছি।"

এখন সেই চিহ্নিত পথ ধরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগল ওরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে স্কাউটদের এক ঘণ্টা লাগল।

জন উইভার ডান দিক দিয়ে ব্লু ব্যাকের সঙ্গে ছ'গজ পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে। এতো কষ্ট করে আর দ্রুতগতিতে ধাবন সত্ত্বেও তেমন কিছু গরম হয়ে উঠে নি সে। কাজটার মধ্যে ঠিকমতো মন বসে নি ওর। সাদা সাদা গাছগুলো ওর দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গাছগুলো সব একসঙ্গে মাথা দোলাচ্ছে। ঘুরে ফিরে মনটা ওর বাড়ির দিকেই যাচ্ছে।

ব্লু ব্যাক তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠতেই প্রথম সে শত্রুদের সম্বন্ধে সচেতন হল। উৎসাহহীন দৃষ্টিতে মুখ তুলে দেখল, ইণ্ডিয়ানটা বরফের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল জন। ঝালরওয়ালা লাল ঘাগরা-পরা ছ'জন লোক কতকগুলো গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। মুহূর্তের জন্য ব্যাপারটার অর্থ কিছু বোধগম্য হল না ওর। মুগ্ধ হয়ে অন্য কথা চিন্তা করছিল সে। ভাবছিল, বাবা যদি মরে গিয়ে না থাকেন তা হলে কতো আনন্দের বাপারই না হবে সেটা। তিনি বাড়ি ফিরে এসে দেখবেন যে, তাঁর নামেই একটি নাতির নামকরণ করা হয়েছে। এটাই জনের শেষচিন্তা। একজন হাইল্যাণ্ডার বুড়ো ইণ্ডিয়াটার সতর্কধ্বনিটা শুনতে পেয়েছিল। ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলেটাকে দেখতে পেল সে। তারপর রাইফেল

ত্রলে গুলী ছুঁড়ল। জনের ঠিক বুকের মাঝখানটায় গুলীটা এসে লাগল। গুলী খাওয়া হরিণের মতো মাটি থেকে আলগা হয়ে গিয়ে একেবারে খাড়াভাবে লাফিয়ে উঠল সে।

শব্দ শুনতেই ঘুরে দাঁড়াল গিল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখল যে, মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে জন। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্লু ব্যাকও গুলী চালিয়ে ছিল। বাদামী রঙের গাদা বন্দুকটা থেকে ভীষণ একটা গর্জন উঠল। সবচেয়ে নিকটের গাছটা থেকে এক গাদা বরফ ভেঙে পড়ল। মেঘের মতো কালো ধোঁয়ার জুটো কুণ্ডলী একটু ঘুরে দূরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু হাইল্যাণ্ডারটা মরেনি। মাটির ওপর ঝুঁকে বসে পড়েছে সে। তার সঙ্গীরা তখন একদল জন্তুর মতো সুড় সুড় করে ঢুকে যাচ্ছে বনের ভেতরে।

গিল যখন জনের পাশে এসে দাঁড়াল, ব্লু ব্যাক তখন বরফের মধ্যে দিয়ে কুঁজো হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে। খুলির ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার বিজয়োল্লাসের ধ্বনিটা বৃদ্ধের অনভ্যস্ত গলায় কেঁপে উঠল একটু। জনের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল গিল। কিন্তু জনের দেহে আর প্রাণ ছিল না। লম্বা হয়ে বরফের ওপর পড়ে ছিল। নিজের রক্তেই দেহটা ওর ছেয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে হাইল্যাণ্ডারটার আর্তনাদ ছাপিয়ে শত্রুবাহিনীর পেছন থেকে বিরাট একটা গর্জন শোনা গেল। বাদামী রঙের ঢেউয়ের মতো স্থানিক সেনাবাহিনী বনের ভেতর দিয়ে এসে উপস্থিত হল সেখানে। খাড়াইটা পার হয়ে এল ওরা। বিশেষ কিছু শৃঙ্খলা ছিল না ওদের মধ্যে। প্রথম চিৎকার ধ্বনিটার পরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। এবার লড়াই শুরু হয়ে গেল। সৈনিকদলের চাপে গিল আর আলাদা হয়ে থাকতে পারল না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল। জনের মৃতদেহটা ওখানেই পড়ে রইল। মৃত হাইল্যাণ্ডারটার পাশে ব্লু ব্যাকের দিকে এক পলকের জন্য দৃষ্টি ফেলল গিল। দেখল খুলির রক্তাক্ত ছালটা সে কোমরের বেল্টের মধ্যে গুঁজে রেখে একদিকে ঈষৎ হেঁটে থপ থপ করে চলতে লাগল। তারপর ওরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সামনের দিকে শত্রুবাহিনীকে তাক্ করে ছুটতে ছুটতেই গুলী চালাতে লাগল।

শত্রুসৈন্যরা ছোটা বন্ধ করে নি। কেউ একজন গুলীখেয়ে পড়ে গেলে তাকে ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দিচ্ছিল। পায়ের চাপে দেহটা তার

বরফের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। পশ্চাদ্ভাগরক্ষী হাইল্যাণ্ডারদের দলটাকে ধরে ফেলল স্থানিক সেনাবাহিনীর লোকেরা। ঘেরাও করে তাদের নিরস্ত্র করে ফেলল। কিন্তু ওদের মূল বাহিনীটা এমনভাবে চলে যেতে লাগল যেন কোনো কিছুই শুনতে পায় নি তারা।

দুই সারিতে ওরা খাঁড়িটার দিকে পথ ধরেছে। ভ্যালিতে পৌছবার একটু আগে আবার বরফ পড়তে আরম্ভ করল। পশ্চিম কানাডা ক্রীকের কাছাকাছি এসে ওয়াল্টার বাটলার নব প্রচেষ্টায় তার রেঞ্জার দলটার মনে আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগল। প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হল ওরা। সেনাবাহিনীটা যাতে খাঁড়িটা পার হয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পথ রুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল রেঞ্জাররা। স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলে এল তলার দিকে। সেখানে ওনাইদাদের দুটো দল খাঁড়ির দুই পাড়ে কুঠার হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু স্থানিক সেনাবাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ হল না। বাটলার যখন ওপারে গিয়ে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে টেনে ওপরে তুলে নিয়ে গেল তখন এরা উত্তাল তরঙ্গের মতো নেমে পড়ল জলে। একসঙ্গে সবাই মিলে গুলী চালাতে লাগল। সেই সময় দেখা গেল ঘোড়ার পিঠের ওপর স্থির হয়ে বসে রইল বাটলার। নড়াচড়া করছে না। ঘোড়াটা লাফালাফি করতে করতে পিঠ থেকে ফেলে দিল তাকে। তারপর বাহিনীটার দিকে পূর্ণোদ্যমে দৌড়তে লাগল সে। পায়ের খোঁচা লেগে চাপ চাপ বরফ উঠে আসতে লাগল। দু'জন ইণ্ডিয়ান পাড়ে উঠে আসতেই বাটলারকে দেখতে পেল। তার মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ওখানেই তাকে ফেলে রেখে ওরা ছুটতে লাগল ঘোড়াটার পেছনে পেছনে।

আরো পুরু হয়ে বরফ পড়তে লাগল। স্থানিক সেনাবাহিনী খাঁড়িটা পার হয়ে এসে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সারাটা সকালই পলায়মান বাহিনীকে তাড়া করে চলল ওরা। ভয়-তাড়িত খরগোসের মতো গুলী করে মারতে লাগল ওদের। শত্রুসৈন্যরা পালাচ্ছে তো পালাচ্ছেই। কেউ থামছে না। শুধু মাঝে মাঝে কম্বল আর বন্দুকগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য ছোটার গতি কমিয়ে দিচ্ছে। শেষপর্যন্ত দেখা গেল, ইংরেজ-বাহিনীর অর্ধেক

লোকই যেন নিরস্ত্র হয়ে পশ্চিম আর উত্তর দিকে অন্ধের মতো ব্ল্যাক রিভার ভ্যালি অভিমুখে দৌড়ে পালাচ্ছে।

দুপুরের একটু পরে শেষপর্যন্ত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে সমর্থ হল উইলেট। কানাডা ক্রীক থেকে পনরো মাইল দূরে এসে স্থানিক সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দিল সে। আদেশ পালন করবার জন্য থামলেও, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলেও থেমে গেল ওরা। বরফ পড়ছিল। তার মধ্যেই বন্দুকগুলোর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কর্নেলের মাথার ওপর দিয়ে সৈনিকরা তাকিয়ে ছিল পশ্চিমদিকে। দূরের নির্জন প্রান্তরটা বরফে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারই ওপরে পরাজিত ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাবাহিনীটার আতঙ্কসূচক পদচিহ্নগুলো এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ধীরে ধীরে উইলেট থেকে শুরু করে অন্যান্য সকলের মুখেও হাসি ফুটে উঠতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কাজটা শেষ করা গেল। শত্রুবাহিনীটাকে বন্দী করতে পারে নি বটে, কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে যে, বাটলার নিহত হয়েছে। বাটলারের নিহত হওয়াটাই একটা মস্ত ব্যাপার। তা ছাড়া সকলেই জানে যে, খাদ্যের সংস্থান ছাড়া একটা সেনাবাহিনী অর্ধেক সশস্ত্র হয়ে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যখন পথহীন বনের ভেতর দিয়ে আশি মাইল রাস্তা অতিক্রম করে যাবে তখন তাদের অস্তিত্ব বলে কিছু আর থাকবে না।

ধীরে ধীরে ক্লান্তিভরে বাড়ির দিকে ফিরে চলল ওরা। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না এবং সামরিক পদমর্যাদা অনুসারে সারি বেঁধেও হাঁটছে না। ফেরার মুখে ওরা দেখল, ওনাইদারা প্রাণের সুখে মৃত সৈনিকদের মাথা থেকে অসংখ্য ছাল কেটে কেটে নিচ্ছে। ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাসে এমন একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা আর কোনোদিনই ঘটে নি। এতো বেশি ছাল সংগ্রহের ব্যাপারটা যেন গল্প-কথার মতো মনে হচ্ছে। ওদের এই ছাল কাটবার কাজে ব্যস্ত রেখে স্থানিক সেনাবাহিনী এগিয়ে যেতে লাগল।

সন্ধ্যার একটু আগেই আবার ওরা পশ্চিম কানাডা ক্রীকে এসে পৌছে গেল। তারপর আরো চার মাইল পথ পেছন দিকে সরে এল। সন্ধ্যাবেলা জন উইভারের মৃতদেহটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করল গিল। কিন্তু ব্লু ব্যাক সাহায্য না করলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হতো। মৃতদেহটা স্পর্শ করে নি কেউ। প্রথম গুলীবর্ষণ শুরু হওয়ার সময় নেকড়েগুলো এগিয়ে চলে

গিয়েছিল সামনের দিকে। এখন তারা সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ওনাইদারা তাদের কাজ শেষ করলেই নেকড়েগুলোও নিজেদের কাজ শুরু করতে পারে। অন্ধকার হওয়ার আগেই পাথর আর ডালপালা জোগাড় করে এনে চারদিকে বেড়া তৈরি করে জন উইভারকে কবর দিল গিল।

ওখান থেকে বাড়ির পথটুকু অতিক্রম করতে আর বেশি দেরি হল না। পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল ওরা। শেল-এর ওখানে খাঁড়িটা পার হল সূর্যাস্তের একটু আগে। ডেটন দুর্গে যখন পৌছল তখন ঠিক সন্ধ্যে হয়েছে। সকলকেই একবার করে গুলী ছুঁড়তে দিল উইলেট। তারপর প্রথম হর্ষধ্বনি করে উঠল ওরা। মেয়েদের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখল সবাই। মশাল জালিয়ে যে ওদের অভিনন্দন জানান হচ্ছে তাও এরা দেখতে পেল। তারপর একটা চরম আতিশয্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ চারবার কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে সেনাবাহিনীকে সম্মান প্রদর্শন করল বেলিঙ্গার। বেচারী বৃদ্ধ ব্লু ব্যাকের মাথার খুলিটা প্রায় উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারপরেই মনে পড়ল, সে নিজেই তো কয়েকটা ছাল সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে আজ। পুরনো গাদা বন্দুকটার নলের মুখে মাথা ঘষতে ঘষতে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল সে। ওকে নকল করে অন্যান্য ইণ্ডিয়ানরাও সেইরকমভাবে চিৎকার করল। কিন্তু ওদের চিৎকারধ্বনি প্রায় কানেই প্রবেশ করল না।

মেয়েদের আর ছেলেপেলেদের পাশ কাটিয়ে দুর্গের ভেতরে একসঙ্গে ঢুকল ওরা। মায়েরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল বলে তাদের দেখাদেখি ছেলেপেলেরাও কাঁদতে লাগল। স্বামীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য মেয়েরাও দুরন্ত বেগে ছুটে গেল সৈনিকদের দিকে।

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বেলিঙ্গার। বারবার চিৎকার করে কি যেন বলছিল সে। এক মুহূর্তের জন্য কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তারপর ভেতরে ঢুকল উইলেট। বেলিঙ্গারের সঙ্গে দেখা হতেই দু'জনে কথা বলল মুহূর্তকাল। উইলেটের মুখটা উত্তেজনায় প্রজ্জলিত হয়ে উঠে আবার সাদা হয়ে গেল। লাফ মেরে সিঁড়ি বেয়ে ব্লকহাউসের ছাদে গিয়ে উঠে পড়ল সে। সবার মাথার ওপর দিয়ে কামান দাগলো একবার।

ধোঁয়ার মধ্যে সবাই মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নাকীস্বরে উইলেট ঘোষণা করল, "ভার্জিনিয়ার যুদ্ধে জেনারেল ওয়াশিংটন কর্নওয়ালিসকে বন্দী করেছেন!"

ব্যাপারটা ধীরে ধীরে ওদের বোধগম্য হতে লাগল। এতো ধীরে ধীরে যে, গিল প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। বাহু দিয়ে লানাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল সে। তারপর গিল দেখল, মেরী উইভার ঘুরে ঘুরে প্রতিটি দলের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর স্থির এবং আতঙ্কিত দৃষ্টিতে প্রত্যেকটা মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। লানাকে কি যেন বলল গিল। তারপর মেরীর পেছনে পেছনে ওরাও ওখান থেকে সরে এল।

বিছানায় শুয়ে রইল মেরী, কাঁদল না। কাঁদতে লাগল এমা। শেষ পর্যন্ত কোলাহল থেমে গিয়ে রাত্রিটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। হাওয়া ছাড়াই মোহক ভ্যালিতে বরফ পড়তে আরম্ভ করল। অসহায়ের মতো ওদের কাছে বসে রইল গিল, লানা আর জো বোলিয়ো। এদের কারো মুখেই ভাষা নেই।

দুর্গে বেলিঞ্জারের ঘরে টেবিলে বসে ক্লান্তভাবে সরকারী রিপোর্ট লিখছিল উইলেট। সবকিছুই লিখল সে। ওয়ারেনবুশ আক্রমণ, জনস্টাউনের যুদ্ধ, শত্রুবাহিনীর গমনপথের নির্দেশ হারানো, জার্মান ফ্ল্যাট থেকে উত্তরে সেনাবাহিনীর নির্গমন, বনের মধ্যে দিয়ে শত্রুদের তাড়া করে যাওয়া, গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে খাঁড়ি পার হওয়া, বাটলারের মৃত্যু—তারপর লিখল, নিহত হয়েছে শুধু একজন আমেরিকান। শত্রুবাহিনীটাকে কেন যে বন্দী করেনি সেই সম্বন্ধে কিছু একটা লেখা উচিত ছিল তার।

বাঁ হাতের ওপর লম্বা মুখটা রেখে শেষ পর্যন্ত উইলেট লিখল:—এই অবস্থায় একটা জনবসতিহীন ও সর্বগ্রাসী বনপ্রান্তরের করুণার ওপর ওদের আমরা ছেড়ে দিয়ে এলাম···।

দশম পরিচ্ছেদ

লানা (১৭৮৪)

রান্নাঘরের দরজার কাছে টুল নিয়ে এল লানা। দশ মিনিট বসে বিশ্রাম করে নেবে। গিল বাড়ি নেই। খামারের কাজকর্ম সব ওকেই দেখাশোনা করতে হয়েছে। দুধ দোয়াবার জন্য ছেলেরা গিয়েছে গরু দুটোকে নিয়ে আসতে। এর আগে দশটা মিনিট বিশ্রাম করবার সুযোগ পেল বলে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল লানা। তিনি দয়া না করলে এই দশটা মিনিটও বসে বিশ্রাম করবার ফুরসং মিলত না তার। কোলের মেয়েটা দোলনায় শুয়ে ঘুমচ্ছে। মশা-মাছির উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এক টুকরা ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাকে। বছরের এই সময়টাতে মশা-মাছির উৎপাত বেড়েছে খুব। তার দিকটা বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে সপসপ করছে। তারপর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এতো গরম পড়েছিল যে, খুব তাড়াতাড়ি গম জন্মে গেল গাছে। এতো তাড়াতাড়ি জন্মে গিয়েছিল বলে গিল ভেবেছিল যে, কেটে ফেলবার আগে পচন ধরে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এবারকার মতো এতো ভাল ফসল অন্য কোনো দিনই কেউ আর জন্মাতে দেখে নি।

এক বছর আগে ওরা যখন ডিয়ারফিল্ডে ফিরে এসেছিল তখন চারদিকের দৃশ্য দেখে খুবই নিরুৎসাহ হয়ে গিয়েছিল। ঝোপঝাড় আর বুনো ফলের গাছ এসে চাষের জমিগুলোকে ছেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমিতে লাঙল দিতে অসুবিধে হয় নি। প্রথমে যে-সব জমি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলোকে আবার এই বছরের মধ্যেই চাষের উপযোগী করে তুলেছিল গিল। এই গ্রীষ্মতেই ফসল লাগানো হয়েছিল। একেবারে নতুন জমিতে শস্য জন্মেছিল এবার।

পুরনো ক্যাবিনটা যেখানে ছিল সেখানেই নতুন ক্যাবিন তৈরি করা হল। রাস্তা থেকে আগেকার ক্যাবিনটার মতোই দেখায়। কিন্তু ঘরের

যে দিকটা ঝরনার দিকে মুখ করে আছে সেখানে একটা নতুন অংশ তৈরি করা হয়েছে। গিল, লানা আর কোলের বাচ্চাটা ওখানেই ঘুময়। ছেলে দুটো ঘুময় রান্নাঘরের ওপরকার চিলেকোঠায়। গোলাবাড়িটাও আগের চেয়ে আয়তনে বড় হয়েছে। এখন ওদের গরুর সংখ্যা হয়েছে দুটো। তাদের বাছুরও আছে দুটো। বাদামী রঙের মাদী ঘোড়াটা আর নেই। পশ্চিম কানাডা ক্রীকের যুদ্ধের পরের বছরে খাদ্যের জন্য ঘোড়াটাকে মেরে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু তার বদলে একজোড়া বলদ কিনেছে ওরা। এই বলদ জোড়াই ওদের কাছে ভবিষ্যৎ-সমৃদ্ধির সূচনা বলে মনে হয়। এমন কি লানারও তাই ধারণা। একটা শৌখিন খাট কেনবার অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল তার। খাটের মাঝখানটায় দড়ি বাঁধা থাকবে আর তার ওপরে থাকবে পালকের তোশক। আগের মতো সহজে আর ঘুম আসে না লানার। চারটে থেকে ন'টা পর্যন্ত পুরো দিন কাজ করবার পর পিঠের দিকটায় ব্যথা অনুভব করে। বৃষ্টি নামবার আগে খড়গুলোকে ঘরে আনবার জন্য গিলের সঙ্গে সঙ্গে ওকেও কাজ করতে হয়। তারপর সন্ধ্যার পরে সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ছেলে দুটো আজকাল সাহায্য করতে পারে। আঁকশি দিয়ে জমি মসৃণ করে ওরা। দুধ খাওয়াবার সময় হলে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে মায়ের কাছে। নইলে দুধ খাওয়াবার জন্য মাঠ থেকে ক্যাবিন পর্যন্ত আবার তাকে হেঁটে যেতে হতো। সত্তর ডলার দাম দিয়ে বলদ দুটো কিনেছে গিল। আর বড় গাড়িটার জন্য আরো ত্রিশ ডলার দিতে হয়েছে ওকে। অর্ধেক টাকা ডিমুথের কাছ থেকে ধার করে আনতে হয়েছে। অতএব ডিমুথের কাছে বাড়িঘর বাঁধা পড়েছে। তারজন্য অবিশ্যি ভয় নেই। সেনাবাহিনীতে কাজ করবার জন্য মাইনে বাকী রয়েছে। তা ছাড়া সেই প্রথমবার খামারবাড়ি পুড়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের কাছ থেক ক্ষতিপূরণ পাবে। সেসব টাকা হাতে এসে গেলে দেনার টাকা খানিকটা শোধ করে দিতে পারবে। কংগ্রেসের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার জন্য এতোদিন অপেক্ষা করে বসে থাকা খুবই মুশকিল। অথচ আলস্টার আর নিউ ইয়র্কের লোকদের দাবিদাওয়া সব মিটিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। মিস্টার ইয়েটস না কি গিলকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এর মধ্যে ভোটের ব্যাপার আছে। ওদের এই নয়া পশ্চিম অঞ্চলের কাউন্টিটার

এখনো কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছু নেই। গুরুত্ব জন্মালেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দেবে কংগ্রেস। এখন শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

গিলের পক্ষে ধৈর্য ধরে থাকা খুবই একটা কষ্টের ব্যাপার। মাইনের টাকা ক'টাও যদি পেত তা হলে সে নিগ্রো মেয়েটাকে কিনে আনতে পারত। যেদিন বলদ দুটো কিনতে গিয়েছিল সেদিন ক্লক ওর কাছে মেয়েটাকে বিক্রি করতে চেয়েছিল। দাম চেয়েচিল মাত্র এক শ পঞ্চাশ ডলার। গিলের মতো লানাও অসন্তুষ্ট বোধ করছে। কিনে আনতে পারলে রান্নাবাড়া আর পনির তৈরির কাজকর্ম করতে পারত সে। লানার তা হলে আজ রাত্রে দুধ দোয়াতে কষ্ট হতো না।

গিল বাড়িতে নেই বলে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বোধ করছে না সে। লানাই বরং যাওয়ার জন্য তাকে পেড়াপীড়ি করেছিল। অনেক দিনের একটা পুরনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়েছে সে। মেরী উইভারকে কথা দিয়েছিল যে, জনের কবরটাকে খুঁজে বার করবার জন্য বনের ভেতর নিয়ে যাবে তাকে। চাষের কাজ থেকে গিল খানিকটা সময় ছুটি নিল বলে খুশী হয়েছে লানা। ব্লু ব্যাককে সঙ্গে নিয়ে চারদিন আগে ওরা রওনা হয়ে গিয়েছে। ইণ্ডিয়ানটা প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল যে, সোজাসুজি সেই জায়গাটাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে……।

মার্ক ডিমুথের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে উইভাররাও ফিরে এসেছিল ডিয়ার-ফিল্ডে। এক বছর আগে জর্জ আর ডিমুথ বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। শেকল বাঁধবার জন্য জর্জের গোড়ালিতে এমন সাংঘাতিক ঘা হয়েছিল যে, এখন আর মাঠে গিয়ে পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না সে। কোবাসের পরিশ্রমের ফলে উইভারও মার্টিনের মতো ভাল ফসল তুলেছে ঘরে। অবিশ্যি ডিমুথের মতো এরা কেউ মজুর রেখে কাজ করাতে পারে না। ক্লেম কপারনলের জায়গায় ডিমুথ একটি যুবক আর তার বউকে নিয়োগ করেছে। বউটির বোনকেও নিয়োগ করেছে সে। মেয়েটা বেশ সুন্দরী দেখতে। এমা উইভারের বিশ্বাস, মেয়েটা যদিও ডিমুথের সমশ্রেণীর নয়, তবু একদিন সে ওকে বিয়ে করে বসতে পারে।

"আগের বউটার চেয়ে এই মেয়েটা অনেক ভাল।" বলল এমা।

পুরুষের মতো পরিশ্রম করতে পারে এমা। জর্জ ফিরে আসবার পর

তার দৈহিক শক্তি বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু অকারণে বড় বেশি হৈচৈ করে। জর্জকে তো ব্যতিব্যস্ত করে তোলেই, তার চেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত করে মেরী আর তার মেয়ে জর্জিনাকে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত বোধ করে মেরী। বাচ্চাটাকে নাই দিয়ে দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু তার সহৃদয়তার জন্য কৃতজ্ঞবোধ করে সে। সুডৌল দেহবিশিষ্ট একটি যুবতীর মতো সুন্দরী হয়ে উঠেছে মেরী। লানা ভাবে, জন যদি আবার ওকে একবার দেখতে পারত—মৃত্যুটা সত্যিই ওর অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটেছে। কেউ আশা করে নি। একে অপরকে পেয়েছিল তারা, কিন্তু মেরীর দেহতট ছাপিয়ে সৌন্দর্যের ঢল নামল দেরীতে—আর তার অগেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক বলে মনে হল লানার কাছে।

পুরনো দিনের মতো বুড়ো ইণ্ডিয়ানটা দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ওদের খামারে ঢুকে আবার বিরক্ত করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সে যখন আসে তখন তার পেছনে পেছনে কালো চোখওয়ালা চারটে কাচ্চাবাচ্চাও এসে উপস্থিত হয়। শুধুশুধু ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করে। গিল আর এই নোংরা ইণ্ডিয়ানটার সঙ্গে রওনা হওয়ার আগে মেরী তার মায়ের কাছে শুনেছিল যে, তিনি তাঁর নতুন স্বামী রেবাস হোয়াইটকে নিয়ে এখানে রিয়েলদের সেই পুরনো জায়গাটাতে ফিরে আসতে চান। (কংগ্রেসের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেওয়ার পরেই মিসেস রিয়েল বিয়ে করে ফেলেছিল।) এখানে এসে তাঁরা নাকি নতুন করে জাঁতাকলের কারখানাটাকে তৈরি করে নেবেন। ডিয়ারফিল্ড যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তা আর তখে বুঝতে পারা যাবে না।

ডিয়ারফিল্ডে ফিরে আসবার সিদ্ধান্ত করতে গিল এবং লানার বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নি। যাওয়ার মতো অন্য কোনো জায়গাও আর ছিল না। ফক্সেস্ মিলস্ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় লানার বাবা-মা নিহত হয়েছিলেন। ওদের বংশের মধ্যে শুধু একটি বিবাহিতা বোন বেঁচে ছিল।

মিসেস ম্যাকক্লেনার ১৭৮২ সালের বসন্তকালে মারা গিয়েছিলেন! মারা যাওয়ার পর ওরা জানতে পারল যে, বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উইলটাও পুড়ে গিয়েছিল। অতএব আইনত এই খামারের ওপর ওদের কোনো স্বত্ব

সৃষ্টি হয়নি। স্বত্ব দাবি করে যখন ওরা আবেদন করল তখন ওদের জানানো হল যে, ট্যাক্স বাকি পড়ার জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আত্মীয়দের দাবির সঙ্গে ওদের দাবিও পরে বিবেচনা করা হবে। তারপর ম্যাসাচুসেটস অঞ্চলের স্প্রিংফিল্ডের মিস্টার জোনাথান অ্যালেন নামে একটি লোককে ম্যাকক্লেনারদের সম্পত্তির মালিক নির্বাচিত করা হল। তাকে এরা কখনো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু শুনল যে, লোকটি নাকি খুবই ভাল। গিলকে জানানো হল যে, তার দাবি গ্রাহ্য হয়নি। তার বদলে সেনাবাহিনীর একজন পুরনো অভিজ্ঞ সৈনিককে খামারটা বণ্টন করে দেওয়া হল। বিনে মাইনেতে দেশের জন্য কাজ করেছে সে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লানা আর ছেলেপেলেদের নিয়ে ডিয়ারফিল্ডে চলে এসেছিল গিল। এমনিতেই ট্যাক্সের টাকা জোগাড় করা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। গিলের মতো লানাও তখন বেদনা অনুভব করেছিল। কিন্তু এই মনোভাবটা দূর হয়ে যেতে বিলম্ব হয় নি। এখানে এমন কোনো করিৎকর্মা ইয়াঙ্কি ছিল না যে নাকি তোমায় বলে দিতে পারত যে, স্থায়ী সেনাবাহিনী আর নিউ ইংল্যাণ্ডের লোকেরাই এখন দেশের শাসনভার দখল করে নিয়েছে। এখানে বসে শুধু পুরনো কথাই মনে করা যায়। বিয়ের পর নতুন বউ হয়ে এখানে এল সে। কী রকম নিরানন্দ আর জনশূন্য বলে মনে হতো জায়গাটা! এখন অবিশ্যি কদাচিৎ কখনো অবসর পেলে কথাগুলো নিয়ে ভাবতে বসলে জায়গাটাকে সুন্দর বলেই মনে হয়।

মুখ তুলে হেজেনক্লেভার পাহাড়ের দিকে কান পেতে রাখল লানা। গরুর গলায় বাঁধা ঘণ্টা দুটোর আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করছিল সে। না এখনো কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সে জানে, এই রকম গরমের দিনে গরুগুলো জলাভূমির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। দরজার গায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে রেখে বসে রইল লানা। গিলির হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই জলাভূমিগুলোকে খুঁজে বার করবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে ছেলেটার গিলি আর জোয়ির সম্বন্ধে খুবই নিরাপদ বোধ করল সে।

বেলাশেষের রোদ পড়েছে লানার মুখে। অসুবিধা বোধ করছে না রোদটুকু ভাল লাগছে ওর। তাপ তেমন কড়া লাগছে না। সেই গোটা কয়েক অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঋতু কাটিয়ে আসবার পর আজো যেন মনে হয়

দেহটা ওর যথেষ্ট পরিমাণে গরম হয় না। সেই স্যাংসেঁতে কেবিনটার মধ্যে কী করে যে ছেলেপেলেগুলো বেঁচে ছিল ভেবে আশ্চর্য হয় লানা।

দরজার গায়ে মাথাটা হেলান দিয়ে রাখতেই চুলের গুচ্ছ কানের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ল তলায়। নীচের দিকে গিঁট বাঁধা এই গুচ্ছ দুটি রুপোলী সুতোর মতো যেন চিকমিক করছিল। গালের ওপর সরু রেখার মতো দু-একটা ভাঁজ পড়লেও মুখটা এখনো ওর যুবতীর মতো কাঁচা ও কোমল রয়েছে। শুধু চোখ বন্ধ করলে পাতা দুটোকে পাতলা মনে হয়। বাদামী রঙের একটা ক্ষীণ প্রলেপ, দাগের মতো ভেসে ওঠে পাতার গায়ে……।

বিকেলবেলার পরিবেশটা একেবারে পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে ছিল। কাঠ-ঠোকরার ঠোঁট দিয়ে গাছের ডালে ঠোকর মারার মত দক্ষিণদিক থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দ আসতে লাগল। কিন্তু দরজার গা থেকে মাথাটা তুলল না লানা। কিসের শব্দ জানত সে। হাতুড়ির শব্দগুলো কানের মধ্যে প্রবেশ করতে দিল। শব্দের মধ্যে সান্ত্বনা রয়েছে। মোহক নদীর ওপারে ঘাটের উল্টো দিকে বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে। কিছু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। এদের সঙ্গে লানার এখনো দেখা হয় নি। একদিন রবিবার ডিমুথকে সঙ্গে নিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল গিল। ফিরে এসে বলেছিল যে, ওরা সবাই কানেটিকাটের লোক। তাদের মধ্যে একজনকে গিলের ভাল লেগেছিল। লোকটি বুদ্ধিমান এবং আইন মেনে চলে। তার নাম হচ্ছে হিউ হোয়াইট। গিল ভাবছিল, শিগগীরই ওখানে একটা টাউন গড়ে উঠবে। প্রতিবেশী পাবে ওরা।

গরুর গলার ঘণ্টা শুনল এবার। বনের ভেতর দিয়ে নেমে আসছে ওরা। একটু পরেই লানা দেখল, একটার পেছনে অন্য গরুটা থপ্ থপ্ করে হেঁটে এসে রিয়েলদের জমির সামনে ছোট্ট নদীটার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে নিল। ওদের পেছনে জল ছিটতে ছিটতে ছেলে দুটিও এসে উপস্থিত হল। তারপর মেইপল্ গাছের ডাল দিয়ে জলের ওপর আঘাত করে গরু দুটোকে ভয় দেখাল ওরা।

উঠে পড়ল লানা।

কয়েক মিনিট পরে গোলাবাড়িতে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দুধ দোয়াতে বসল সে। ঘরটায় আলো-বাতাস ঢোকে না। গিলি তার মাকে বোঝাচ্ছিল যে, গরুগুলোকে খুঁজে বার করতে আজ তার অনেক সময় লেগেছে এবং জোয়ির জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল বলে নালিশও করছিল সে।

"জোয়ি তো তোমার মতো বড় নয়," শান্তভাবে লানা বলল, "তোমার চেয়ে তাই ও তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে পড়ে।"

"আমি হাঁপিয়ে পড়ি নি।" অস্পষ্টভাবে বলল জোয়ি।

"তা হলে ঝরনার কাছ থেকে বালতিটা নিয়ে আয়।" বলল গিলি।

"না, পারব না। আমি বসে থাকব এখানে।" জোয়ি বলল।

"তুমি যদি হাঁপিয়ে গিয়ে না থাকো তা হলে বালতিটা নিয়ে এসে মা-কে তোমার সাহায্য করা উচিত।" বলল গিলি।

"তুই গিয়ে নিয়ে আয়, গিলি।" দুধ দুইয়ে চলল লানা। এতো গরম পড়া সত্ত্বেও গরুর বাঁটে দুধ এসেছে অনেক।

"আমাদের একটা ঘোড়া ছিল না, মা?" বালতিটা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল গিলি।

"ছিল।" জবাব দিল লানা।

"আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু জোয়ি আমার কথা বিশ্বাস করে নি।"

"আমাদের ছিল না তা আমি বলি নি।"

ঘোড়াটা কোথায় গেল?" জিজ্ঞাসা করল গিলি।

"আমরা খেয়ে ফেলেছি।" বলল লানা।

"কেন খেয়ে ফেলেছি, মা?"

"কারণ, খাওয়ার মতো দুর্গে তখন কিছুই ছিল না।"

"আমিও কি একটু খেয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ।"

"আমার মনে নেই।"

সেই সময়কার কথাটা ভুলে থাকতে চেয়েছিল লানা। পশ্চিম কানাড ক্রীকের যুদ্ধের ঠিক পরের গ্রীষ্মের কথা। সবাই তখন ভেবেছিল যে, যু শেষ হয়ে গিয়েছে। দেশের সব জায়গাতেই যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। ঠিব

সেই সময় পাঁচ শ ইণ্ডিয়ান আর কয়েকজন টোরী-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে জার্মান ফ্ল্যাট বিধ্বস্ত করবার জন্য ব্র্যাণ্ট এসে হানা দিল। নিতান্তই ভগবানের দয়ায় অ্যাডাম হেলমার আর বুড়ো গার্স্টিন শিমেল সেখানে উপস্থিত ছিল। অ্যাডাম এসে সময়মতো খবর দিতে পেরেছিল বটে, কিন্তু গ্যাস্টিন ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়ে গেল।

ডেটন দুর্গটাকে চারদিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখল ব্র্যাণ্ট। সেই সময় মজুত খাদ্য এতো কমে গেল যে, দুর্গের মধ্যে যা কিছু জ্যান্ত জিনিস পাওয়া গেল মাংসের জন্য সবই কেটে ফেলতে হল। শেষ দিনটাতে দুর্গের লোকজন-দের বাইরে আনবার জন্য নদীর ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় শিমেলকে পুড়িয়ে মারল ব্র্যাণ্ট।

অল্প আগুনে অনেকক্ষণ ধরে ইণ্ডিয়ানরা ওকে ধীরে ধীরে পুড়িয়ে মারল। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছিল। সেই খুঁটিটা দুর্গ থেকে এতো দূরে পুঁতেছিল যে, গুলী করে তাকে মেরে ফেলাও যায় নি। তবে দূরে হলেও বুড়ো জার্মানটির তীক্ষ্ণ আর্তনাদ দুর্গের সব জায়গা থেকেই শোনা গিয়েছিল। সূর্যাস্তের সময় আর সে চিৎকার করতে পারছিল না। কিন্তু তার পরেও মঞ্চের ওপর থেকে ষাটজন বন্দুকধারী সৈনিক আগুনটা দেখতে পাচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে যে দেহটা তার অঙ্গারে পরিণত হচ্ছিল তাও দেখতে পেয়েছিল ওরা। তখনো গার্স্টিনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল ব্র্যাণ্ট। পরের দিন প্লেইন দুর্গ থেকে উইলেট এসে উপস্থিত হল। এর পরে বিনাশকারীরা আর কখনো আসে নি।

"এবার তোরা খাবি চল।" ছেলেদের বলল লানা। ওরা যখন তার সামনে দিয়ে আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল লানা তখন ভাবল কতো কষ্টেই না সে তার ভাঙা আর করুণ কণ্ঠস্বরটাকে ছেলেদের কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিল। কথাগুলো মনে করতেই ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল সে। ছেলেদের মাথা দুটো কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। তারপর তার তলায় নিজেও শুয়ে পড়েছিল। ওরা যেন কম্বলের তলা থেকে মুখ না বার করে সেই উদ্দেশ্যে লানা ওদের বলেছিল যে, ওরাও তিন জন হচ্ছে গিয়ে ইণ্ডিয়ানদের মতো……।

রাত্রের খাওয়া শেষ হওয়ার পর ছেলেরা শুতে চলে গেল । [illegible] । কোলের বাচ্চাটার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য বেশ খানিকটা জল গরম করে নিল লানা। ঘণ্টাখানিক রান্নাঘরে কাজ করল। তারপর মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে এল সেখান থেকে। রাত্রের দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল সে।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল লানা। অন্ধকারেই মাই খাওয়াতে লাগল। এতে বিশ্রাম পায় সে। মেয়েটার মসৃণ আর পাতলা চুল দেখবার জন্য আলোর দরকার ছিল না তার। মেয়েটা দেখতে যে খুব সুন্দর হবে লানার তাতে সন্দেহ ছিল না। মনে পড়ল, ওর বোনের হলদে চুল ছিল বলে তাকে কী ঈর্ষাই না করত সে। মায়ের মতো চুল ছিল তার। পুরনো সেই গানের "লম্বা আর ফরসা" কথাটার মতো মেয়েটা যেন রূপবতী হয় তাই চেয়েছিল লানা।

ছেলেগুলোর মতো দুধ খাওয়ার সময় মেয়েটা ব্যথা দেয় না। আস্তে আস্তে টেনে টেনে খায়। নিজের একটা উদ্ভট ধারণার কথা ভেবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল লানা। বাড়িতে যেন একটা স্ত্রীলোক রয়েছে। এলিজাবেথ বোর্স্ট। এই নাম রেখেছে বলে আপত্তি করে নি গিল। সে বলেছিল, মেয়েটা যখন জন্মায় তখন ওকে যে কোনো একটি জার্মান শিশুর মতোই মনে হয়েছিল। প্রকাশ করতে চায় নি বটে, কিন্তু মনে মনে খুশী হয়েছিল গিল।

তখনো মৃদু মৃদু হাসছিল লানা। নদীর ওপারে ঠুন্‌ঠুন্ করে গরুর গলার ঘণ্টা বাজছিল। স্তনের বোঁটার ওপর থেকে বাচ্চার মুখটা ঝুলে পড়েছে। শুইয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ল লানা। দোলনার মধ্যে শুইয়ে দেওয়ার পরেই সে শুনল দরজায় কে যেন খটাখট্ শব্দ করছে।

এক মুহূর্তের জন্য পুরনো দিনের ভয় এসে ঘিরে ধরল ওকে।

"কে আছ ?" লোকটা আস্তে আস্তে ডাকছিল। "কেউ আছে না কি বাড়িতে ?"

বাধ্য হয়েই দরজার কাছে এগিয়ে গেল লানা।

"কে আপনি ?" জিজ্ঞাসা করল সে।

"আমি জন উলফ্। মার্টিনরা কি এখানে থাকে ?"

"আমি লানা মার্টিন। কি চান আপনি ?"

"দয়া করে আমায় ভেতরে ঢুকতে দিন।"

লানা জানে ইচ্ছে করলেই ভেতরে ঢুকতে পারে সে। অতএব চুল্লীর আগুন থেকে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিল লানা। একলা থাকবার সময় গিল ওকে একটা বন্দুক কিনে দিয়েছিল। সেই বন্দুকটাই এখন তুলে নিল হাতে। দরজার হুড়কোটা খুলে দিয়েই তাড়াতাড়ি টেবিলের পেছনে এসে দাঁড়াল সে।

কিন্তু লোকটা এমনভাবে ঢুকল যেন বিন্দুমাত্র আত্মবিশ্বাস নেই তার। হাতে তার বন্দুক ছিল না। লানাকে যখন সে দেখল তখন বলল, "আপনার কোনো ক্ষতি করব না আমি।"

লোকটাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেল লানার। লোকটা বৃদ্ধ। মাথার পাতলা চুলগুলো পেকে গিয়েছে। মুখের মধ্যে একটা হতাশার ছাপ রয়েছে। খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

উলফ্ বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন না? কসবীর ম্যানরে আমার একটা দোকান ছিল।"

"ও, হ্যাঁ," বলল লানা, "মনে পড়েছে।"

"আমাকে বন্দীশালায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল", বলতে লাগল সে, "সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম আমি। সব সময়েই ফিরে আসতে চেয়েছিলাম এখানে। এই জায়গাতেই আমার স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলাম আমি। বুঝলেন? কানাডার কোথাও সে যায় নি। আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে কখনো দেখেছেন কি আপনারা?"

"না।" বন্দুকটা রেখে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল লানা।

"তার নাম অ্যালি," বলল উলফ, "সে যে কতো ভাল ছিল সেকথা ওকে ছেড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত টের পাই নি। ফিরে এসে এখানে আমি ওর খোঁজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ওরা তাড়া করে নিয়ে গেল। আমার কাছ থেকে বন্দুকটা নিল ছিনিয়ে। হেলমার নামে বিরাট দেহওয়ালা একটা লোক আমায় মেরে ফেলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু অন্য কয়েকজন লোক পালিয়ে আসতে সাহায্য করল আমায়। তারা আমায় বললে যে, তারপর সেই লোকটা না কি তিনজন ইণ্ডিয়ানকে গুলী করে মেরে ফেলেছে। কারো ক্ষতি করতে চাই না আমি। আমি শুধু অ্যালিকে খুঁজতে এসেছি।"

"না," লানা বলল, "আমরা তার খবর জানি না। ওরা ভেবেছিল যে, এখান থেকে চলে গিয়েছে সে।"

"নায়েগ্রার কাছে আমি একটা ছোট্ট জায়গা পেয়েছি এখন। মিস্টার বাটলারের ওখানে একটা দোকান খুলেছি। অ্যালিকে সেখানে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।"

"দুঃখিত।" ভয় কেটে গিয়েছিল বলে লোকটার প্রতি আর বিদ্বেষ ছিল না লানার। জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কিছু খাবেন?"

"না, ধন্যবাদ। এক্ষুনি ফিরে যাব।"

"ফিরে যাবেন?"

"হ্যাঁ, বাড়ি ফিরব। নায়েগ্রায়।" হাসবার চেষ্টা করে উলফ্ বলল, "অনেক দূর।"

"আপনার সঙ্গে তো বন্দুক নেই।"

"খাবার আছে খানিকটা। এখন সেখানে বৈঁচিফল জন্মেছে।"

"এই বন্দুকটা আপনি নিয়ে যান," ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল লানা, "আমার দরকার হবে না। বেশি বারুদ কিংবা গুলী নেই।"

"আমি নিতে পারি না।"

"নিন আপনি। আজ রাত্রেই আমার স্বামী ফিরে আসবেন বলে ভাবছি। দয়া করে নিন।"

ক্ষীণ দৃষ্টি ফেলে লানার দিকে তাকিয়ে রইল উলফ।

"আপনার দয়ার কোনো সীমা নেই," বলল সে, "আপনার কাছ থেকেই প্রথম এই দয়ার স্পর্শ পেলাম। আমাকেও তো আপনি চেনেন। কিন্তু জেলে যাওয়ার মতো কোনো অপরাধই আমি করি নি।"

"আমি জানি। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম।"

"কোথাও যায় নি অ্যালি। দেখা দেয় নি সে। মিসেস মার্টিন, যেদিন আমায় ওরা দুর্গে ধরে নিয়ে গেল সেদিন সে কতো ভাল ব্যবহারই না করেছিল। টাকা না দিলে ওরা আমায় অ্যালির কাছে চিঠি লিখতে দিত না। ঘুষ দেওয়ার মতো আমার কাছে টাকা ছিল না।"

লানার মনে হল লোকটা এবার কাঁদতে আরম্ভ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁদল না। একটু পরেই চলে গেল সে। লানা আবার ভেতর থেকে দরজা

বন্ধ করে দিল। মাথার ওপরে ছেলে দুটোর পায়ের শব্দ পেল। লুকিয়ে লুকিয়ে কথা শুনছিল। তারপর পা টিপে টিপে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ওদের বকল না। হেলমার খুঁজে পাওয়ার আগে উলফ যে চলে যেতে পারল সেই কথা ভেবে খুশী হল লানা। যে-কোনো চোরী কিংবা বিরুদ্ধ-পক্ষের লোক ভ্যালিতে পা দিলেই হেলমার তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। অনেকেই বলে সাফ্রেন্স ক্যাসেলম্যানকে মেরে ফেলেছে হেলমার। কিন্তু ওর স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ সত্যি করে বলতে পারে না। কোনো কোনো ব্যাপারে বেট্‌সী একটি অদ্ভুত ধরনের স্ত্রীলোক। গুজব রটেছিল, বেট্‌সী না কি হেলমারকে দিয়ে শপথ গ্রহণ করিয়েছিল যে, খুলির ছাল এনে না দিলে সে হেলমারের সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করবে না।

ছাল এনে দিয়েছিল অ্যাডাম হেলমার।

শুতে গেল না লানা। সে অনুভব করছিল, উলফকে যা বলেছে তাই সত্য হবে। আজ রাত্রেই ফিরে আসবে গিল। সে বাইরে চলে গেলে কেমন যেন অর্ধ–মৃতের মতো হয়ে ওঠে লানা। ওর মধ্যে যা কিছু আছে যা কিছু করে কিংবা ভবিষ্যতে করবে, প্রতিটি চিন্তা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন গিলেরই অংশ। ওর বাইরে আলাদাভাবে কোনোকিছুই কল্পনা করতে পারে না লানা। কিন্তু তা সত্বেও মাঝে মাঝে মনে হয় গিল যেন এই নিবিড়তাকে এড়িয়ে গিয়ে একটু দূরে সরে থাকে। ওর মতো তার লানার সঙ্গে নৈকট্যের বন্ধনটা দৃঢ় নয়। এর যে কি কারণ লানা তা জানে না। তা হোক, ওর সঙ্গে বাস করলেই হল। কাছাকাছি থেকে যতটুকু সময় সে লানাকে দিতে পারবে তাতেই লানা সুখী বোধ করবে। যতক্ষণ ওকে দেখতে পারবে, অনুভব করতে পারবে এবং ওর কথা শুনতে পাবে ততক্ষণ আর দুঃখ করবার কিছু নেই। উলফের কথা ভাবল সে। বেচারী নিরাশ হয়ে ফিরে গেল এখান থেকে। পশ্চিম অঞ্চলে কোথায় যেন একটা নতুন জায়গায় দোকান খুলেছে সে।

গিলের যখন পায়ের শব্দ পেল তখন সে ইণ্ডিয়ানটার সঙ্গে হেঁটে আসছিল। দু'জনেই একসঙ্গে ছিল। দরজা খুলে লানা ওদের ভেতরে আসতে বলল। কিন্তু ব্লু ব্যাক বলছিল, "না ভারি সুন্দর, ভারি সুন্দর—"বলতে বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যে পিছিয়ে যেতে লাগল সে।

মুখ টিপে হেসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল গিল।

"ভেতরে এস না ব্লু ব্যাক। এই জিনিসটা তোমায় সে দিতে বলল। এই জিনিসটা সম্বন্ধে তোমার পাগলামি থেমে গেলে পরে একদিন আসবে বলল।"

"কি এটা ?"

গিল একটা ময়ূরের পালক এগিয়ে ধরল। ভাঙা এবং অর্ধেকটা পালকই ঝরে পড়েছে। কিন্তু পালকের চোখের রঙটা এতো উজ্জ্বল রয়েছে যে, চিনতে কষ্ট হল না লানার।

কি এক অজ্ঞাত কারণে এগিয়ে গিয়ে পালকটা স্পর্শ করতে লানার পা দুটোতে যেন বিন্দুমাত্র শক্তি রইল না। ভেঙে পড়ার মতো টুলের ওপর বসে পড়ে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে রইল। যে-হাতটা দিয়ে পালকটা ধরে রেখেছিল সেই হাতটা কাঁপতে লাগল। এর চেয়ে বোকামি আর কিছু হতে পারে না। সে নিজেই এর অর্থটা বুঝতে পারছিল না। গিল যেন কিছু বুঝতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সে জিজ্ঞেস করল যে, কবরটা ওরা খুঁজে পেয়েছিল কি না।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। ব্লু ব্যাকই খুঁজে বার করল। পাথরগুলো সেই রকমই ছিল। মৃতদেহটা স্পর্শ করে নি কেউ।" পা থেকে ভেজা আর নোংরা জুতো দুটো খুলে ফেলল গিল।

"মেরী কেমন ছিল ?"

"খানিকটা কান্নাকাটি করেছিল," বলল গিল, "কিন্তু একটু পরেই সামলে গিয়েছিল। ব্লু ব্যাকের কাছ থেকে ছুরিটা চেয়ে নিয়ে মাটি খুঁড়ে কয়েকটা ফুলগাছ তুলে এনে কবরের চারদিকে পুঁতে দিল। বেশি সময় নেয় নি মেরী।"

"ওকে নিয়ে গিয়েছিলে বলে আমি খুশী হয়েছি," বলল লানা, "অনেকদিন ধরেই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল খুব।"

"আমিও খুশী হয়েছি। অনেকদিন আগেই নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছিলাম।"

গিল এবার পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে লানাকে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি হয়েছে, লানা? কোনো কিছু ঘটেছে না কি?"

"গিল, তোমার কি সেই জন উলফের কথা মনে আছে? সেই সৈন্য-সমাবেশের দিনটাতে যাকে তোমরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিলে?"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কসবীর ম্যানরে তার একটা দোকান ছিল। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম আমি।"

"তোমার আসবার আগে এখানেই সে ছিল। ওরা তাকে জার্মান ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল উলফ।"

"কি চায় সে?" গিলের মুখটা কঠিন আকার ধারণ করল, "এখানে এসে যদি আবার সে বাস করতে চায় তা হলে তার তেমন চেষ্টা না করাই ভাল।"

"না, না, এখানে বাস করতে আসে নি সে। বউয়ের কোনো খবর পায় কি না তার জন্যে চেষ্টা করতে এসেছিল। বউ তার কানাডায় যায় নি।"

"হাঁ, মনে পড়ছে আমার। অলব্যানিতে ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর মিসেস উলফ্ দোকানে চলে এসেছিল। কিন্তু স্থানিক সেনাবাহিনী যখন গেল সেখানে তখন দোকান ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল সে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, লিটল্ স্টোন অ্যারাবিয়ার দুর্গে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নেওয়ার পর ঘটনাটা ঘটেছিল।"

সেই সময়কার কথা ওরা কিছুতেই যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। প্রতিটি বছর বারবার করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। উলফের বউয়ের কথা ভাবছিল না লানা—সে ভাবছিল সেই শীতের রাত্রে স্কাইলারের কুঁড়েঘরটার কথা। সেখানে ওরা বাস করত। একটা চর্বিহীন হরিণের অর্ধেকটা মাংস নিয়ে এসেছিল গিল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, সেই সময় যে ওদের মধ্যে একটা ভয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য ওরা দু'জনের একজনও দায়ী ছিল না। লানা নিজে সেরকমের মেয়ে নয়। এখন সে ভাবছিল, ঘরে ঢুকে গিলের উচিত ছিল ওকে চুম্বন

কয়া। মুখটা উঁচু করে গিলের দিকে তাকাল লানা। কিন্তু গিল চেয়েছিল অন্যদিকে।

হঠাৎ ওর চোখ দুটো জলে ভরে এল। ঐ বছরগুলো যে শুধু লানা আর গিলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা নয়—ওদের মধ্যে দিয়ে ছেলেরাও জড়িয়ে রয়েছে বছরগুলোর সঙ্গে। এই দেশটার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে ওরা। যুদ্ধের সময় এই জায়গাটা থেকে অনেক দূরে থাকলেও এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক ঘোচে নি। এখানকার পশু এবং পাখিদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ওরা। লানা ভাবল, "মানুষের জীবনে দিনগুলো হচ্ছে তৃণের মতো।" সে নিজে আর গিলও তাই।

"বাবা ফিরে এসেছেন কি, মা?" চিলেকোঠার চোরাদরজার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট সরু মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে উঁকি দিল গিলি······জোয়ি এখনো একটা বাচ্চা সজারুর মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে।

"হ্যাঁ বাবা, আমি ফিরে এসেছি। তুমি এবার ঘুমতে যাও। তোমার মা আর আমিও এখন ঘুমতে যাচ্ছি।"

অন্ধকারের মধ্যে লানাকে হাতে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে এল গিল। কোলের বাচ্চাটা সশব্দে নিঃশ্বাস টানছে আর ফেলেছে। খাটো গাউনের ফিতে খুলতে গিয়ে লানা দেখল, ময়ূরের পালকটা তখনো সে হাতের মধ্যে ধরে রেখেছে। হাতড়ে হাতড়ে জানালার ধারে শেল্‌ফটাকে খুঁজে বার করে পালকটা তার ওপরে রেখে দিল সে।

লানা শুনল, বিছানার ওপর উঠে গেল গিল। কম্বলের তলায় খড়ের শব্দ হচ্ছিল। জানালার বাইরে নদীর ধার দিয়ে গরুর গলার ঘণ্টাগুলো তখনো মৃদুভাবে ঠুনঠুন্ আওয়াজ করতে করতে বেজে চলেছে।

"এই জায়গাটা আমরা আবার ফিরে পেয়েছি," ভাবল লানা, ছেলে-পেলেরাও সঙ্গে রয়েছে। আমরাও দু'জন দু'জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আর কেউ কখনো এসব জিনিস আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। না আর পারবে না।"

—সমাপ্ত—